ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
রেজি: নং- ১৭৬
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

জুলাই ২০১৬ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত **"ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। এটি গবেষকের একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, ইত:পূর্বে এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি গভীরভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং গবেষককে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।
rashidnumani@yahoo.com

জুলাই ২০১৬ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত **"ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। গবেষণাকর্মের কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি: নং- ১৭৬
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের দরবারে অশেষ শোক্‌র, সুজূদ ও হাম্‌দ পেশ করছি। যিনি **“ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা”** শীর্ষক বিষয়ে আমাকে পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ রচনার তাওফীক দান করেছেন। সাথে সাথে দরূদ ও সালাম পেশ করছি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা নির্দেশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের প্রতি। যিনি সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। যার সার্বক্ষণিক প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ব্যতীত আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হত না। যিনি গবেষণা কর্মটির উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ, তথ্য ও তত্ত্বগত শুদ্ধিকরণ, ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা ও সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে অত্র অভিসন্দর্ভটির মান বৃদ্ধিকরণে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। এ জন্য স্যারের নিকট আমি চির ঋণী ও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তা‘আলার অপরিমেয় অনুগ্রহ তাঁর প্রতি বর্ষণ করুন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণাকর্মের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ .ন. ম. রইছ উদ্দীন স্যারের প্রতি। তিনি আমার অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্ধারণ, অধ্যায় বিন্যাস ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমি তাঁর অধীনে ৩০.০৭.২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশন করি। স্যারের তত্ত্বাবধানে একটি সেমিনারও প্রদান করি। শ্রদ্ধেয় স্যার ০৭.০৫.২০১৫ তারিখে ইন্তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি‘উন)। ইসলামি শিক্ষা প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অপরিসীম। স্যারকে আল্লাহ্ তা‘আলা জান্নাতুল ফিরদাউস-এর আ‘লা মাকাম দান করুন। আমীন!

শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. আ .ন. ম. রইছ উদ্দীন স্যারের ইন্তিকালের কারণে আমার অভিসন্দর্ভের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। আমি কোনো দিক-নির্দেশনা পাচ্ছিলাম না। এমতাবস্থায় যিনি আমাকে গবেষণাকর্মের আলোর মুখ দেখান ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তিনি হলেন, ইসলামি সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, আশেকে রাসূল (সা.), বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লিখক, গবেষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ইসলামি চিন্তাবিদ শ্রদ্ধেয় স্যার ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ। যিনি আমাকে সমুদ্রের অতল গহ্বর থেকে তুলে নিয়ে আসেন এবং আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। স্যারের আন্তরিকতা, সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি ও হৃদ্যতা না থাকলে আমার গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হত না। তাই স্যারের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ তা‘আলা স্যারকে দীর্ঘ হায়াত, সুস্থতা ও ইসলামের খিদ্‌মাত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য কবুল করেন।

আমার সুদীর্ঘকাল গবেষণা কর্মপ্রচেষ্টাকে সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য আন্তরিকভাবে দো‘য়া করেছেন, পাকিস্তানের হরিপুর, শেতালু শরীফ ‘সিরিকোট দরবারে আলিয়া ক্বাদিরিয়্যার’ বর্তমান সাজ্জাদানশীন রহানুমায়ে শরী‘আত ও ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.), পীরে বাঙাল রাহনুমায়ে শরী‘আত ও ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.) ও সাহিবযাদা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ হামিদ শাহ্ (মা.যি.আ.)।

আমার এ গবেষণাকর্মে যাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল্-ক্বাদেরী, শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফ্‌তি ওবাইদুল হক নঈমী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা সগীর ওসমানী, সৈয়্যদ মাওলানা মোহাম্মদ অছিয়র রহমান, কাযী মাওলানা মুফ্‌তি মোহাম্মদ 'আবদুল ওয়াজেদ, আলহাজ্ব হাফিয মাওলানা সোলায়মান আনসারী, হাফিয মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আল্-ক্বাদেরী, কাযী মাওলানা মোহাম্মদ ছালেকুর রহমান, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তাকী, প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান, ড. ইলিয়াছ সিদ্দিকী, এডভোকেট মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ 'আবদুল 'আলিম রেযভী, অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তৈয়্যব চৌধুরী, অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রেযভী, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, অধ্যক্ষ মাওলানা রফিক আহম্মদ ওসমানী, ড. আ. ত. ম. লিয়াকত আলী, অধ্যক্ষ মাওলানা ড. মোহাম্মদ সরওয়ার উদ্দীন, উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুফ্‌তি আবুল কাসেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রেজভী, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুল গফুর, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু হানিফ, উপাধ্যক্ষ ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, উপাধ্যক্ষ এ. কে. এম. সুজা উদ্দীন, মানবাধিকার গবেষক ও বিশিষ্ট লিখক মাওলানা জহুরুল আনোয়ার, হাফিয মাওলানা মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, হাফিয মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, লিখক ও গবেষক ড. মাওলানা মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন প্রমুখ অন্যতম। আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের অবদানকে ছোট করতে চাই না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রত্যেককে জাযায়ে খায়র দান করুন।

গবেষণার উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, আরবি ও উর্দু বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, আরবি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ সেমিনার, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ সেমিনার লাইব্রেরি, দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি থেকে গবেষণাকর্মের উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এছাড়া দারুল মা'আরিফ মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি, হাটহাজারী মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি, পটিয়া মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যেবিয়া মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন লাইব্রেরি ও প্রতিষ্ঠান থেকে আমার গবেষণার উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

বিশেষ করে আমার গবেষণাকর্মটি আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালনাধীন এশিয়াখ্যাত সুন্নী দ্বীনী মারকায জামি'আ আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ মাদ্‌রাসার একটি সুবিশাল লাইব্রেরি রয়েছে। তাই আমার গবেষণাকর্মের উপাত্ত-উপকরণ মূলত: এ মাদ্‌রাসার লাইব্রেরি থেকে পেয়েছি। এ উপাত্ত সংগ্রহে যে সকল ব্যক্তি আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ।

আমার দীর্ঘকাল গবেষণা কর্মে যাঁরা সমর্থন দিয়ে শক্তি যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন- শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ রুহুল আমীন, আলহাজ্ব জহির আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক আলহাজ্ব মুহাম্মদ দিদারুল আলম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ (কমিশনার), সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, মুহাম্মদ আবুল মনসুর প্রমুখ।

জনাব মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন খাঁন, অধ্যাপক মোরশেদুল হক, অধ্যাপক মীর কাসেম খান, অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ নুরুল মোমেন চৌধুরী, অধ্যাপক মো. সেলিম রেজা, অধ্যাপক মর্তুজা মোরশেদুল আনোয়ার, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী, অধ্যাপক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, মুফাস্‌সিরে কোর'আন মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন আলকাদেরী, আবুল মনসুর মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন প্রমুখের সহযোগিতার জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সহধর্মীনী ফারজানা সুলতানার প্রতি। যিনি এ অভিসন্দর্ভ রচনাকালে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং পরিবারের সকল দায়িত্ব একাই পালন করেছেন। তা তিনি হাসিমুখে বরণ করে না নিলে আমার পক্ষে এ অভিসন্দর্ভ রচনা করা সম্ভব হত না। আমি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম ছূফি ছালেহ আহমদ-এর প্রতি। যাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আর্থিক সহযোগিতায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করা আমার জন্য সহজ হয়েছিল। সে সাথে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমার গর্ভধারিনী মা বিলকিস খাতুন-এর প্রতি। যাঁর সার্বক্ষণিক নজর, দু'আ ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা সার্বক্ষণিক অবধারিত ছিল। তিনিও আমাকে উচ্চতর অধ্যয়নে সুপরামর্শ দান করেছেন এবং দ্রুত কাজ করার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছেন। সে সাথে স্মরণ করছি আমার শ্বাশুড়ী জান্নাতুল ফেরদাউস, যিনি সদা সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেন, আমি যেন উচ্চতর অধ্যয়নের ডিগ্রী খুব দ্রুত সমাপ্ত করতে পারি।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমার এ পিএইচ.ডি. গবেষণা কর্ম সাফল্যের আনন্দে ভরিয়ে দিন, এ আশাবাদ ব্যক্ত করে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সমাপ্তি টানছি।

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
গবেষক

প্রতি বর্ণায়ন

(‘আরবি , উর্দূ ও ফার্সি বর্ণ সমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا	অ	س	স
ب	ব	ش	শ
پ	প	ص	স
ت	ত	ض	দ/য
ٹ	ট	ط	ত
ث	স/ছ	ظ	য
ج	জ	ع	‘
چ	চ	غ	গ
ح	হ	ف	ফ
خ	খ	ق	ক
د	দ	ک	ক
ڈ	ড	ل	ল
ذ	য	م	ম
ر	র	ن	ন
ڑ	ড়	و	ও/ব
ز	য	ھ	হ
ء	’	ی	য়
َ_	আ / া	ِ_	ই / ি
ُ_	উ / ু		

সংকেতসূচী

অ.	:	অনুবাদ
আ.	:	‘আলায়হিস সালাম
আনু.	:	আনুমানিক
ই. ফা. বা.	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ই.বি.	:	ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
ড.	:	ডক্টর
ডা.	:	ডাক্তার
তা. বি.	:	তারিখ বিহীন
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
বি. দ্র.	:	বিস্তারিত দ্রষ্টব্য
বা.	:	বাংলা/ বঙ্গাব্দ
মৃ.	:	মৃত্যু
মু.	:	মুহাম্মদ
মাও.	:	মাওলানা
রা.	:	রাদি আল্লাহু তা’আলা ‘আনহু
র.	:	রাহমাতুল্লাহ ‘আলায়হি
লি.	:	লিমিটেড
সা.	:	সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম
সং.	:	সংস্করণ
হি.	:	হিজরী
Ltd.	**:**	**Limited**
P.	**:**	**Page**
Vol.	**:**	**Volume**

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	ii
ঘোষণা পত্র	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv-vi
প্রতিবর্ণায়ন	vii
সংকেত সূচি	viii
ভূমিকা	ix-xxiii

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষা : পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ **১-২৮**

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার পরিচিতি ও উৎপত্তি

- ইসলাম-এর পরিচয়
- ইসলাম-এর মূলনীতি
- শিক্ষার পরিচিতি
- ইসলামি শিক্ষার উৎপত্তি ও পরিধি
- ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব ও মহাত্ম্য
- ইসলামি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি শিক্ষার ক্রমবিকাশ **২৯-৪২**

- ইসলামি শিক্ষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস
- ইসলামি শিক্ষার আনুষ্ঠানিকতা
- বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনা

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও ইসলামি শিক্ষার বিকাশধারা ৪৩-৫৫

প্রথম পরিচ্ছেদ : মহানবী (সা.)-এর সময়ে শিক্ষা পদ্ধতি

- সুফ্ফা মাদ্রাসা
- খুলাফা-ই রাশিদা-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন মাধ্যম
- উপমহাদেশের বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষাবিদদের আগমন ও শিক্ষার প্রসার
- উপমহাদেশে শিক্ষাবিদদের মর্যাদা
- উপমহাদেশে তৎকালীন শিক্ষা পদ্ধতি
- পবিত্র কুর'আন শিক্ষা
- ফার্সি শিক্ষা
- 'আরবি শিক্ষা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ৫৬-৭১

- মহানবী (সা.) যুগে উপমহাদেশে ইসলাম
- সাহাবায়ে কিরামের যুগে উপমহাদেশে ইসলাম
- সূফী সাধক ও মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইসলাম
- উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনাকাল
- উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষার সম্প্রসারণ ৭২-৮৭

- ইসলামি শিক্ষার প্রথম যুগ
- ইসলামি শিক্ষার দ্বিতীয় যুগ
- ইসলামি শিক্ষার তৃতীয় যুগ
- ইসলামি শিক্ষার চতুর্থ যুগ
- ইসলামি শিক্ষার পঞ্চম যুগ

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামের আগমন **৮৮-১২৬**

- বাংলার ভৌগোলিক পরিচিতি
- বঙ্গ নামের উৎপত্তি
- বাংলাদেশে নৌপথে ইসলাম প্রচারে বণিকদের অবদান
- স্থলপথে ইসলামের আগমন
- ‘আলিম ও মুজতাহিদগণের ইসলাম প্রচারে অনন্য অবদান
- ব্যক্তি কর্তৃক ইসলাম প্রচার
- বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সাফল্যের কারণ
- বাংলার সাথে আরবদের সম্পর্কের সূচনাকাল ও ইসলামের আগমন প্রসঙ্গ
- বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে সূফীগণের অবদান
- বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে মুসলিম শাসনের প্রভাব

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনা **১২৭-১৪২**

- উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা
- মুসলিম শাসনামলের কতিপয় মাদ্‌রাসা
- উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার অবস্থা
- বঙ্গে দরসে নিজামী মাদ্‌রাসা
- দরসে নিজামী এর সূচনা
- দেওবন্দ মাদ্‌রাসার সূচনা
- দেওবন্দ মাদ্‌রাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- কওমী মাদ্‌রাসার শিক্ষাধারা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ‘আলিয়া মাদরাসার গোড়াপত্তন **১৪৩-১৬৫**

- বাংলাদেশে ‘আলিয়া মাদ্‌রাসা
- ‘আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষাধারা

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

- ‘আলিয়া মাদ্রাসা ও এর ক্রমবিকাশ
- ‘আলিয়া মাদ্রাসায় টাইটেল ক্লাস প্রবর্তন
- ‘আলিয়া মাদ্রাসায় পরীক্ষা প্রবর্তন
- ‘আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি প্রবর্তন
- ‘আলিয়া মাদ্রাসায় কোর্স প্রবর্তন
- মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
- শিক্ষা সংস্কার কমিটি ও নিউ স্কীম মাদ্রাসা
- নিউ-স্কীম শিক্ষা সূচি ও শিক্ষাকাল
- নিউ স্কীম মাদ্রাসায় জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ ও তার পরিণতি
- রিপোর্ট বাস্তবায়ন
- ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তানের জন্ম: কলকাতা ‘আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকা স্থানান্তর
- পাকিস্তান শাসনামলে ইসলামি শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.)

তৃতীয় অধ্যায়

আন্জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর পরিচিতি ও ইতিহাস **১৬৬-১৭৪**

প্রথম পরিচ্ছেদ : গবেষণা অঞ্চলের পরিচয় ও ইসলাম প্রচার

- চট্টগ্রামের ভৌগোলিক পরিচয়
- চট্টগ্রাম জিলার প্রশাসনিক বিভাগ
- চট্টগ্রামের নামকরণ
- চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত **১৭৫-১৯৮**

- আন্‌জুমান ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট
- আন্‌জুমান ট্রাস্ট ব্যবস্থপনায় ইসলামি দিবসসমূহ উদ্‌যাপন
- সাংগঠনিক কর্মসূচিসমূহ
- মাদ্‌রাসা ও খান্‌ক্বাহ্ প্রতিষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর অবদান: আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহ এবং ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে এগুলোর অবদান **১৯৯-২৮২**

প্রথম পরিচ্ছেদ : কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদ্‌রাসা

- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
- ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ফাযিল (স্নাতক) মাদ্‌রাসা **২৮৩-৩১৩**

- মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল
- দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা
- মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) মাদ্‌রাসা **৩১৪-৩২৮**

- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা
- মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া
- মাদ্‌রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দাখিল (মাধ্যমিক) মাদ্‌রাসা **৩২৯-৩৪৫**

- তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা
- তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূরুল হক জরিনা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা
- তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া বালিকা মাদ্‌রাসা
- মির্জা হোসাইন তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

- পশ্চিম সোনাই মোহাম্মদিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা
- জামেয়া গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা
- জামেয়া ক্বাদিরিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা
- ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা
- তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুলতান মোস্তাফা কমপ্লেক্স মাদ্‌রাসা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) মাদ্‌রাসা ৩৪৬-৩৪৮

- মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া দরবেশিয়া সুন্নিয়া

পঞ্চম অধ্যায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানক্বাহ্‌সমূহ এবং ইসলাম প্রচারে এ খানক্বাহ্‌সমূহের ভূমিকা ৩৪৯-৩৫৪

প্রথম পরিচ্ছেদ : খানক্বাহ্‌র ঐতিহাসিক পটভূমি

- খানক্বাহ্‌র পরিচয়
- ইসলাম প্রচারে খানক্বাহ্‌সমূহের ভূমিকা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আন্‌জুমান ট্রাস্ট পরিচালিত খানক্বাহ্‌সমূহ ৩৫৫-৩৬৮

- খানক্বাহ্‌-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, কায়েৎটুলী, ঢাকা
- খানক্বাহ্‌-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, বলুয়ার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম
- খানক্বাহ্‌-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, এফ ব্লক, জয়েন্ট কোয়ার্টার, মুহাম্মদপুর ঢাকা
- খানক্বাহ্‌-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, পুরাতন জিমখানা, নারায়নগঞ্জ
- আলমগীর খানক্বাহ্‌-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

ষষ্ঠ অধ্যায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা **৩৬৯-৩৮৭**

প্রথম পরিচ্ছেদ : গ্রন্থসমূহ

- মাজমূ‘আহ্-এ সালাওয়াতে রাসূল (সা.)
- গাউসিয়া তারবিয়াতী নিসাব
- দার্‌সে হাদীস
- যুগ জিজ্ঞাসা
- নূরানী তাক্বরীর সম্ভার
- শানে রিসালত
- মীলাদ-ই সুয়ূত্বী
- ইরশাদ-ই আ‘লা হযরত
- আহলে বায়তের ফযীলত
- নযরে শরী‘আত
- ইন্তিকালের পর দুনিয়ায় জীবিত হলেন যাঁরা
- হাযির-নাযির
- হায়াতুল আম্বিয়া
- শাজরাহ্ শরীফ
- আমলে শরী‘আত ও সহীহ্ নামায শিক্ষা
- ছোটদের বড়পীর, হযরত শায়খ সায়্যিদ আব্দুল ক্বাদির জীলানী (র.)
- মাহে শা‘বান ও শবে বারাত
- নবীগণ (আ.) সশরীরে জীবিত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পত্র-পত্রিকা **৩৮৮-৩৮৯**

- মাসিক তরজুমান

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

সপ্তম অধ্যায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.)-এর জীবন চরিত ৩৯০-৪০১

- জন্ম
- শিক্ষা জীবন
- চরিত্র
- চট্টগ্রামে আগমন
- বায়‘আত ও খিলাফত
- সিলসিলার প্রসারে ভূমিকা
- কর্ম ও অবদান
- জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন
- জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা সম্পর্কে বাণী
- আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযিযুল হক শেরে বাংলা (র.)-এর স্বীকৃতি
- সৈয়্যদ আহ্‌মদ সিরিকোটি (র.)-এর মূল্যবান বাণীসমূহ
- ইন্তিকাল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর জীবন চরিত ৪০২-৪১৩

- জন্ম
- বংশগত শাজরাহ্
- শিক্ষা
- তাফসীর ও হাদীসে দক্ষতা অর্জন
- অনুসৃত পথ
- বায়‘আত
- খিলাফত
- প্রাতিষ্ঠানিক অবদান
- সাংগঠনিক অবদান

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

- প্রকাশনা
- ইসলামি সংস্কৃতিতে ভূমিকা
- সংস্কার কর্ম
- আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (র.)-এর চিন্তাধারার রূপকার
- ইন্তিকাল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর জীবন চরিত ৪১৪-৪২০

- জন্ম
- শিক্ষা
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
- বায়'আত গ্রহণ
- খিলাফত অর্জন
- বাংলাদেশে আগমন
- বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা
- মুরিদানের সবক্ব প্রদান
- মুরিদানের উদ্দেশ্যে উপদেশ
- জশ্নে জুলূসে 'ঈদ-এ মীলাদুন্নবী (সা.)-এর সদারত
- বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে দীনের দাও'আত
- প্রাতিষ্ঠানিক অবদান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর জীবন চরিত ৪২১-৪২৩

- জন্ম
- শিক্ষা জীবন
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
- বায়'আত
- খিলাফত
- বাংলাদেশে আগমন

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

- রাজনৈতিক অবস্থান
- বাংলাদেশের দ্বীনের দাও‘আত
- দাও‘আত-এ খায়র প্রবর্তন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আনজুমান্-এ রহ্মানিয়া আহ্মদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালনা পরিষদ **৪২৪-৪৩২**

- ১৯৫৪ খ্রি. হইতে ১৯৫৯ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৬০ খ্রি. হইতে ১৯৬১ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৬২ খ্রি. হইতে ১৯৬৮ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৬৮ খ্রি. হইতে ১৯৬৯ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৭০ খ্রি. হইতে ১৯৭৫ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৭৬ খ্রি. হইতে ১৯৭৯ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৮৯ খ্রি. হইতে ১৯৮০ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৮১ খ্রি. হইতে ১৯৮২ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৮২ খ্রি. হইতে ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৮৪ খ্রি. হইতে ১৯৮৫ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৮৬ খ্রি. হইতে ১৯৮৯ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৯০ খ্রি. হইতে ১৯৯২ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৯৩ খ্রি. হইতে ১৯৯৫ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৯৬ খ্রি. হইতে ১৯৯৮ খ্রি. পর্যন্ত
- ১৯৯৯ খ্রি. হইতে ২০০২ খ্রি. পর্যন্ত
- ২০০৩ খ্রি. হইতে ২০০৫ খ্রি. পর্যন্ত
- ২০০৬ খ্রি. হইতে ২০০৯ খ্রি. পর্যন্ত
- ২০১০ খ্রি. হইতে ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত
- ২০১৩ খ্রি. হইতে ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত
- ২০১৫ খ্রি. হইতে ২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত

উপসংহার **৪৩৩-৪৩৬**

গ্রন্থপঞ্জী **৪৩৭-৪৫৯**

পরিশিষ্ট **৪৬০-৪৮৪**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মানব জাতির মহান শিক্ষক। ইসলামি শিক্ষা দানের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন ‘দারুল আরকাম’। এটিই হল ইসলামের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজেই নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিতেন। পরবর্তীতে নিয়মিত শিক্ষাদানের জন্য ক’জন সাহাবীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যুগে যুগে ইসলামি শিক্ষা দেয়া হত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত ব্যবস্থানুসারে প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের জন্য যুগে যুগে, আল্লাহ্‌র অলীগণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে তুলেন সংগঠন, খান্‌ক্বাহ্ ও দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

চট্টগ্রামের ইতিহাসে পীর আউলিয়াগণের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। চট্টগ্রামকে ‘বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশদ্বার’ বলা হয়। এখানে আগমন করেন প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী, পীর বদরুদ্দীন বদরে আলম, শেখ ফরিদ, সৈয়্যদ সুলতান মাহমুদ মাহিসওয়ার, বার আউলিয়া ও মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীসহ বহু পীর, ওলী এবং ইসলাম প্রচারক। কালক্রমে এই চট্টগ্রামে আগমন করেন পাকিস্তানের এবোটাবাদের শেতালু নিবাসী প্রখ্যাত পীর, আওলাদে রাসুল সূফী আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (১৮৫২-১৯৬১ খ্রি.)। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ ‘আলিম। পবিত্র কুরআন-হাদীস শরীফ, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, আকাইদ, তাসাউফ, মা‘রিফাত ও ত্বারীক্বাত ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। দেশে দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মুসলমানদেরকে ইসলামি শিক্ষায় আলোকিত করা সহ সমাজ উন্নয়নে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

সূফী আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম প্রচার, কুরআন-হাদীসের শিক্ষায় জনগণকে শিক্ষিত করা ও সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শহরে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক সারা দেশে ‘গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ’ নামে এ ট্রাস্টের বহু অঙ্গ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে সূফী আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি-এর পান্ডিত্য সকলকে সহজেই প্রভাবিত করে। একই সাথে ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুন প্রচারে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও তাঁর অনুপম চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখে এদেশের ‘আলিমগণ দলে দলে তাঁর সান্নিধ্যে আসতে শুরু করেন এবং তাঁর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেন। পাশাপাশি শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর জনগণ তাঁর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করতে থাকেন। এভাবে সূফী আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটির শিষ্য ও অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এ সকল শিষ্য ও অনুসারীগণ অকাতরে অর্থ প্রদান ও শ্রম দিয়ে স্বীয় পীর কর্তৃক গৃহিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করেন। ফলত: আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট অল্প সময়ে একটি বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র কোতোয়ালী থানাধীন দেওয়ান বাজারের দিদার মার্কেটে বিশাল আয়তন জুড়ে আন্‌জুমান-এ- রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট অবস্থিত। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সূফী আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটির নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় প্রথমে চট্টগ্রাম অত:পর বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠা হতে থাকে।

তিনি যোগ্য 'আলিম, ইসলামি স্কলার, ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারক ও সমাজসেবক তৈরি করার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় অনুসারীদের নির্দেশ দেন-যেন তারা নিজ নিজ এলাকায় অথবা যেখানে সম্ভব সেখানেই মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানক্বাহ্‌ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

তাঁর উক্ত নির্দেশনারই ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বহুল পরিচিত ইসলামি শিক্ষা নিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

আমি ছাত্রজীবন থেকেই আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ব্যাপক কর্মসূচী স্বচক্ষে অবলোকন করে আসছি। আমি উপলব্ধি করেছি যে, এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের একটি গর্বিত প্রতিষ্ঠান। যা ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার ও সুশীল মুসলিম সমাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলছে। এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম জাতীয় ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য। যথাসময়ে প্রতিষ্ঠানটির নিখুঁত ইতিবৃত্ত রচিত না হলে নি:সন্দেহে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচীসমূহ কালের অতলে হারিয়ে যাবে।

প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব কোনো কোনো লিখক, গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিধায় অনেকে এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু কিছু লেখালেখি করেছেন। এ সকল লেখায় প্রতিষ্ঠানের পরিচয়-বৈশিষ্ট্য ও অবদান বিভিন্নরূপে আলোচিত হলেও তা খুবই স্বল্প, অসম্পূর্ণ এবং গবেষণাধর্মী নয়। আমার জানা মতে, আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট সম্পর্কে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। তাই আমি **"ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা"** শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য মন স্থির করেছি।

এ গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য হল-

১. ইসলামি শিক্ষার পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ তুলে ধরা।
২. ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ ধারা বর্ণনা করা।
৩. বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও ইসলামি শিক্ষার ক্রমবিকাশ তুলে ধরা।
৪. চট্টগ্রামে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রচার-প্রসার সম্পর্কে আলোকপাত করা।
৫. আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, এ প্রতিষ্ঠানের আকৃতি-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করা।
৬. কুর'আন-হাদীসভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারে এ ট্রাস্ট পরিচালিত মাদ্‌রাসাসমূহের ইতিবৃত্ত ও অবদান আলোচনা করা।
৭. আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সম্পর্কিত বর্ণনা প্রদান করা।
৮. মানব মনে আল্লাহ্‌র ভয় ও রাসূল (সা.)-এর প্রেম, সৃষ্টি, ধর্মীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ও সমাজ উন্নয়নে এ ট্রাস্ট পরিচালিত খানকাহ্‌সমূহের ভূমিকা আলোচনা করা।

একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম হিসাবে এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রচলিত গবেষণারীতি পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। এর কাঙ্খিত ফলাফল হচ্ছে এ অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের মত একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, ঐতিহ্য

Dhaka University Institutional Repository

বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। এ অভিসন্দর্ভ দ্বারা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ উৎসাহিত ও উপকৃত হবে। গবেষণাকর্মের ফলে রচিত অভিসন্দর্ভটির উপস্থাপনা আকর্ষনীয় ও সৌন্দযপূর্ণ করার লক্ষ্যে এটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় এর শিরোনাম : ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষা : পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। এ অধ্যায়টি দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার পরিচিতি ও উৎপত্তি। এতে ইসলাম-এর পরিচয়, ইসলাম-এর মূলনীতি, শিক্ষার পরিচিতি, ইসলামি শিক্ষার উৎপত্তি ও পরিধি, ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য, ইসলামি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি শিক্ষার ক্রমবিকাশ। এ পরিচ্ছেদে ইসলামি শিক্ষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, ইসলামি শিক্ষার আনুষ্ঠানিকতা ও বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় এর শিরোনাম : বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও ইসলামি শিক্ষার বিকাশধারা : এ অধ্যায়টি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ : মহানবী (সা.)-এর সময়ে শিক্ষা পদ্ধতি। এতে সুফ্‌ফা মাদ্‌রাসা, খুলাফা-ই রাশিদা-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন মাধ্যম, উপমহাদেশের বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষাবিদদের আগমন ও শিক্ষার প্রসার, উপমহাদেশে শিক্ষাবিদদের মর্যাদা, উপমহাদেশে তৎকালীন শিক্ষা পদ্ধতি, পবিত্র কুর'আন শিক্ষা, ফার্সী শিক্ষা ও 'আরবী শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন। এতে মহানবী (সা.) যুগে উপমহাদেশে ইসলাম, সাহাবায়ে কিরামের যুগে উপমহাদেশে ইসলাম, সূফী সাধক ও মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইসলাম, উপমহাদেশে রাজনৈতিকভাবে ইসলামি শিক্ষার সূচনাকাল, উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষার সম্প্রসারণ। এতে ইসলামি শিক্ষার প্রথম যুগ, দ্বিতীয় যুগ, তৃতীয় যুগ, চতুর্থ যুগ ও পঞ্চম যুগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামের আগমন। এতে বাংলার ভৌগোলিক পরিচিতি, বঙ্গ নামের উৎপত্তি, বাংলাদেশে নৌপথে ইসলাম প্রচারে বণিকদের অবদান, স্থলপথে ইসলামের আগমন, 'আলিম ও মুজতাহিদগণের ইসলাম প্রচারে অনন্য অবদান, ব্যক্তি বা দল কর্তৃক ইসলাম প্রচার, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সাফল্যের কারণ, বাংলার সাথে 'আরবদের সম্পর্কের সূচনাকাল ও ইসলামের আগমন প্রসঙ্গ, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে সূফীগণের অবদান ও বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে মুসলিম শাসনের প্রভাব সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনা। ইংরেজ শাসনের পূর্বে এদেশে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা, মুসলিম শাসনামলের কতিপয় মাদ্‌রাসা, উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার অবস্থা, বঙ্গে দরসে নিজামী মাদ্‌রাসা, দরসে নিজামীর সূচনা, দেওবন্দ মাদ্‌রাসার সূচনা, দেওবন্দ মাদ্‌রাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের কওমী মাদ্‌রাসার শিক্ষাধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে 'আলিয়া মাদরাসার গোড়াপত্তন। বাংলাদেশে 'আলিয়া মাদ্‌রাসা, 'আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষাধারা, 'আলিয়া মাদ্‌রাসার ক্রমবিকাশ, 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় টাইটেল ক্লাস প্রবর্তন, 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় পরীক্ষা প্রবর্তন, 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় ইংরেজি প্রবর্তন, 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় কোর্স প্রবর্তন, মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা সংস্কার কমিটি ও নিউ স্কীম মাদ্‌রাসা, নিউ স্কীম শিক্ষাসূচি ও শিক্ষাকাল, নিউ স্কীম মাদ্‌রাসায় জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ ও তার পরিণতি, রিপোর্ট বাস্তবায়ন, ভারত

Dhaka University Institutional Repository

বিভক্তি ও পাকিস্তানের জন্ম : কলকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা ঢাকায় স্থানান্তর ও পাকিস্তান শাসনামলে ইসলামি শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় এর শিরোনাম : আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর পরিচিতি ও ইতিহাস। এ অধ্যায়টি দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ : গবেষণা অঞ্চলের পরিচয় ও ইসলাম প্রচার। এতে চট্টগ্রামের ভৌগোলিক পরিচয়, প্রশাসনিক বিভাগ, চট্টগ্রামের নামকরণ ও চট্টগ্রামে ইসলামের আগমন ও প্রচার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। এতে আন্‌জুমান ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, আন্‌জুমান ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনায় ইসলামি দিবসসমূহ উদ্‌যাপন, সাংগঠনিক কর্মসূচিসমূহ, মাদ্‌রাসা ও খান্‌ক্বাহ্ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় এর শিরোনাম : ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর অবদান : আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহ এবং ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে এগুলোর অবদান এ অধ্যায়টি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ : কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদ্‌রাসা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ফাযিল (স্নাতক) মাদ্‌রাসা। তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) মাদ্‌রাসা। চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দাখিল (মাধ্যমিক) মাদ্‌রাসা এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) মাদ্‌রাসা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় এর শিরোনাম : আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানক্বাহ্সমূহ এবং ইসলাম প্রচারে এ খানক্বাহ্সমূহের ভূমিকা। এ অধ্যায়টি দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ : খানক্বাহ্‌র ঐতিহাসিক পটভূমি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আন্‌জুমান ট্রাস্ট পরিচালিত খানক্বাহ্সমূহের পরিচিতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় এর শিরোনাম : আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা। এ অধ্যায়টি দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ : গ্রন্থসমূহ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় এর শিরোনাম : আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্টপোষকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এ অধ্যায়টি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটি শাহ্ (র.)-এর জীবন চরিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর জীবন চরিত। তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর জীবন চরিত। চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ছাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর জীবন চরিত। পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আনজুমান্-এ রহ্মানিয়া আহ্মদিয়া সুন্নীয়া ট্রাস্ট পরিচালনা পরিষদ (১৯৫৪-২০১৬) পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটির শেষ পর্যায়ে উপসংহার উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে গবেষণার সার নির্যাস তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা ও অভিসন্দর্ভের সর্বশেষে বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণাকর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন হবে। সে সাথে এটি নিবেদিত প্রাণ মুসলমানদেরকে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা যোগাবে। এ গবেষনাকর্মের অনাকাঙ্খিত ভুল-ত্রুটির জন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ আমাকে এবং এ অভিসন্দর্ভের পাঠককুলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন, আমীন।

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষা: পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষা: পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলাম-এর পরিচয়

ইসলামি শিক্ষা শব্দটি দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। এক. ইসলাম, দুই শিক্ষা। আমারা এ বিষয়টিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিচয় প্রদান করেছি।

এক. ইসলাম-এর পরিচয়

ইসলাম (إِسْلَامٌ) শব্দটি 'সিলমুন' (سلم) শব্দমুল থেকে উদ্ভুত, এটি বাবে افعال-এর মাসদার।[১] আভিধানিক অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা, আপোষ করা বা বিরোধ পরিহার করা।[২] ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী[৩] (র.) (মৃ. ৬৩০ হি.) বলেন, الإِسْلَامُ وَالاِسْتِسْلَامُ الاِنْقِيَادُ "ইসলাম এবং ইসতিসলাম অর্থ অনুগত হওয়া।"[৪] অভিধানবিদগণ বলেন-

اَلتَّسْلِيْمُ وَالإِسْلَامُ بِالإِذْعَانِ وَالاِنْقِيَادِ وَتَرْكُ التَّمَرُّدِ وَالإِبَاءِ وَالْعِنَادِ

---

১. মুহাম্মাদ 'আলা উদ্দীন আল-আযহারী, *আরবী বাংলা অভিধান,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬৬; লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ ওয়াল 'আলম,* বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল মাশরিকাহ, ১৩তম সং, ১৯৯০ খ্রি., পৃ, ৩৪৭; Hans wehr, *Ditionary of Modern Written Arabic,* New Yourk: Spoken Language Servicesinc. 1976., PP. 424-25

২. ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত,* দেওবন্দঃ কুতুব খানা হুসাইনিয়া, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৪৪৪: *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ ওয়াল 'আলম,* পৃ, ৩৪৭; খলীল ইব্ন আহমদ আল-ফারাহীদী, *কিতাবুল 'আইন,* ১ম সং, ১৪১৪ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৮

৩. ইব্ন মানযূর-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবিল হাশিম হাবাকাত ইব্ন মানযূর আল-আনসারী আল-আফরিকী আল-মিসরী, উপনাম জামালুদ্দীন আবূল ফযল। তিনি ৬৩০ হিজরীর মুহাররাম মাসে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। যিরাকলীর মতে তিনি পশ্চিম বুতরাবিলিছ-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আদিব, অভিধানবিদ ও কবি ছিলেন। তিনি তারাবলিসের বিচারক ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আখবার ওয়াত যাহানী, মুখতাসারু তারীখে দিমাশ্‌ক, নামারুল আহবার ফীল লাইলে ওয়ান্-নাহার, আখবার আবী নুয়াস, লিসানুল 'আরাব। এই মহামনীষী ৭১১ হিজরীর শা'বান মাস মুতাবিক ১৩১১ হিজরীতে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। [বি. দ্র. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *আদ্-দুরারুল কামিনাহ্,* বৈরূতঃ দারুল ইহইয়াত্-তুরাসুল 'আরাবি, তা. বি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৩; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *বুগইয়াতুল-ও'আহ্,* বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল-আসরিয়্যাহ্, তা. বি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮; *আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ্,* ১১তম খণ্ড, পৃ. ১০৮-১০৯; ইসমা'ঈল বাশা আল-বাগদাদী, *ইযাহুল-মাকনূন,* বৈরূতঃ দারুল-ফিক্‌র, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮১; *মু'জামুল মুআল্লিফীন,* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৩১; ইউসুফ আলবান সারকাইস, মু'জামুল মাতবু'আতূল 'আরাবিয়্যাহ্, স্থান ও প্রকাশনা উল্লেখ নেই, তা. বি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫-২৫৬; *আল-আ'লাম,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৮; *The Encyclopaedia of Islam,* Vol-111, London: E.J. Brill, 1971, P-864]

৪. ইব্ন মানযূর আল-অফিরীকী, *লিসানুল-'আরব,* খণ্ড -৬, বৈরূতঃ দারু-ইহ্ইয়াইত্-তুরাসিল-'আরাবি, ২য় সং., ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৩৫৪

"নিশ্চিতভাবে এবং বশ্যতা স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করা, নিজেকে সোপর্দ করা এবং নাফরমানী, অস্বীকার ও বিরোধিতা পরিহার করাকে ইসলাম ও ইসতিসলাম বলে।"[৫]

পরিভাষায় ইসলামের অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য করা বা অনুগত হওয়া এবং তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা।[৬]

ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী (র.) (মৃত ৬৩০ হি.) বলেন,

وَالإِسْلاَمُ مِنَ الشَّرِيْعَةِ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَإِظْهَارُ الشَّرِيْعَةِ وَاِلْتِزَامُ مَا أُتِىَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِذَالِكَ يُحْقَنُ الدَّمُ وَيُسْتَدْفَعُ بِهِ الْمَكْرُوْهُ.

"শরী'আতের পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে, আনুগত্য প্রকাশ করা, প্রকাশ্যভাবে শরী'আতের আহকাম পালন করা এবং নবী করীম (সা.) যা যা নিয়ে আগমন করেছেন সে সব আকড়িয়ে ধরা। আর এরই মাধ্যমে তার রক্ত সংরক্ষিত হয় এবং অপছন্দনীয় বস্তু থেকে রক্ষা পায়।"[৭]

ছা'লাব (ثَعْلَبْ) অতি সংক্ষেপে বলেন, الإِسْلاَمُ بِاللِّسَانِ وَالإِيْمَانُ بِالْقَلْبِ। "ইসলাম হচ্ছে মৌখিক স্বীকৃতি এবং ঈমান হচ্ছে অন্তর বা কলবের স্বীকৃতি।"[৮]

মুহাম্মদ 'আলী থানানূভী[৯] (র.) (মৃত ১১৫৮ হিজরী) বলেন, وَيُطْلَقُ فِيْ الشَّرْعِ عَلَى الإِنْقِيَادِ إِلى الأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ। "ইসলাম বলা হয়, শরী'আতের পরিভাষায় প্রকাশ্য 'আমলগুলো পালন করা।"[১০] কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন-

الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَتُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ اَلْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ.

"ইসলাম হচ্ছে, 'তুমি আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করবে, তার সাথে শরীক করবে না, ফরয নামায প্রতিষ্ঠিত করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে।"[১১]

---

৫. মুহাম্মাদ আবী হামিদ আল-গাযালী, *ইহ্‌ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, ২য় খণ্ড, প্রকাশনা স্থানের উল্লেখ নেইঃ দারুল খায়র, ২য় সং., ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ১৫৪; ড. তাহেরা আরজু খান, *ইসলাম প্রচার ও হাদীস সংরক্ষণে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের অবদান*, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৩০৭

৬. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সং., ২০০১ খ্রি., পৃ. ৫ঃ সিরাজুল ইসলাম কর্তক সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৪২৭

৭. *লিসানুল-'আরব*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৬, পৃ. ৩৫৪

৮. *প্রাগুক্ত*

৯. তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামিদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সাবের আল-ফারূকী আস্‌-সুন্নী আল-হানাফী আত্‌-তাহানূভী আল-হিন্দী। তিনি অভিধানবিদ ও অন্যান্য বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। তার জন্ম এবং বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তাঁর অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কাশ্‌শাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন, সাবাকুল-গায়াত ফী নুসুকিল আয়াত। তিনি ১১৫৮ হিজরীতে ইন্তিকাল কারেন। [বি. দ্র. ওমর রেজা কাহালাহ্‌ *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, বৈরূতঃ মুয়াচ্ছতুর রিছালাহ্‌, ১ম সং. ১৪১৪ হি. ১৯৯৩ খ্রি., খণ্ড- ৩, পৃ. ৫৩৭; ইসমাইল বাশা *হাদিয়াতুল 'আরিফীন*, বৈরূতঃ দারুল যিক্‌র ১৪০২ হি. ১৯৯২ খ্রি. খণ্ড- ২, পৃ. ৩২৬]

১০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, করাচীঃ নূর মুহাম্মাদ আসাহ্‌হুল-মাতাবি, ১৩৫৭ হি./১৯৩৮ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

এ হাদীসের মুল কথা, শরী'আতের দৃষ্টিতে ইসলাম হচ্ছে, যাহিরী 'আমল সমূহ পালন করা, সকল ওয়াজিব কর্ম পালন করা এবং নিষিদ্ধ কর্মাবলী থেকে বিরত থাকা। এ অর্থের প্রেক্ষিতে ইসলাম ঈমানের বিপরীত। কারণ, কর্ম পালন ছাড়াও অন্তরের আনুগত্যের মাধ্যমে তাসদীক পাওয়া যেতে পারে।[১২] ফখরুদ্দীন আর্-রাযী[১৩] (র.) (মৃত ৬০৬ হি.) ইসলাম শব্দের নিম্নোক্ত চারটি অর্থ বর্ণনা করেছেন,

এক. الاسلام هو الدخول فى الاسلام اى فى الانقياد والمتابعة "ইসলাম হচ্ছে ইসলামে করা অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস ও অনুসরণ।

দুই. الاسلام معناه اخلاص الدين والعقيده والمسلم اى المخلص لله عبادته "আকীদাহ্ এবং দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা, যে ব্যক্তি স্বীয় ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে সে মুসলিম।

তিন. فى عرف الشرع فالاسلام هو الايمان "শরী'আতের পরিভাষায় ইসলাম হলো ঈমান।"

চার. الاسلام عبارة عن الانقياد "ইসলাম হলো আনুগত্য ও ফরমাবরদারী।"[১৪]

বার্নাড লুইস এর মতে, "ইসলামের ঐতিহ্যগত অর্থ ধারাবাহিকভাবে নবী ও রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক এ পৃথিবীর জন্য দিক নির্দেশনা হিসাবে জীবন ব্যবস্থা আর মরণোত্তর পৃথিবী সম্পর্কে সুষ্ঠুধারণা

---

১১. মুহাম্মদ আলী আত্ তাহানভী, *কাশ্শাফু ইসতিলাহাতিল-ফুনূন*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, ১ম সং. ১৪১৮ হি. ১৮৯৮ খ্রি. খণ্ড- ২, পৃ. ৪১৫; ড. তাহেরা আরজু খান, *ইসলাম প্রচার ও হাদীস সংরক্ষণে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

১২. আল-কুর'আন, ৩:৪৪

১৩. মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার ইবনুল হুসায়ন ইব্ন হাসান ইব্ন 'আলী ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী আল-কুরাশিয়্যু আল-বাকরী আত্-তাবারাস্তানী আত্-তামীমী আবূ 'আব্দিল্লাহ্। তবে তিনি ফখরুদ্দীন আর-রাযী নামে সকলের নিকট অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ৫৪৪ হিজীরীর রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কারও কারও মতে তিনি ৫৪৩ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে সর্বপ্রথম স্বীয় পিতা যিয়াউদ্দীন খতীব আর্-রায়-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এছাড়া আল-মাজদুল জীলীর নিকট দর্শন, শায়খ কামাল সাম'আনী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার প্রমুখের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তাফসীর, কালাম, দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, মাফাতিহুল-গায়ব, আসাসুত্-তাকদীস ফী 'ইলমিল-কালাম, লুবাবুল-ইশারাত, আল-লাওয়ামিউল-বায়্যিনাত ফী শারহি আসমাইল্লাহি তা'আলা ওয়াস্-সিফাত,মু'আলিমু উসূলুদ্দীন, ই'তিকাদু ফিরাকিল-মুসলিমীন ওয়াল-মুশরিকীন, আল-মুনাজারাত, আল-মাবাহিছুল-মাশরিকিয়্যাহ, কিতাবুল-'আরবাঈন ফী উসুলিদ্দীন, মানাকিবু ইমামিশ্-শাফি'ঈ, নিহায়াতুল-ই'জায ফী দিরাইয়াতিল-ই'জায। তিনি ৬০৬ হিজরী মুতাবিক ১২০৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। [বি. দ্র. ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ*, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত্-তুরাছিল 'আরাবি, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি., খণ্ড- ১৩, পৃ. ৪৪-৪৫; ইব্ন তাগরী বারদী, *আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ*, বৈরূত : দারুল কলম, তা. বি., খণ্ড- ৬, পৃ. ১৯৭; তাজুদ্দীন আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ*, কায়রো : ৬ষ্ঠ সং., তা. বি., খণ্ড- ৮, পৃ. ৮১; শামসুদ্দীন আদ্-দাউদী, *তাবাকাতুল মুফাস্সিরূন*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তা. বি., খণ্ড- ১, পৃ. ২১৬-২১৭]

১৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, খণ্ড- ৫, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ২৯৬

প্রদান; আর সাধারণ অর্থে পবিত্র কুরআনের উপদেশ ও অনুশীলনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থাকে বুঝায়।”[১৫]

পি. কে হিট্টি ইমাম গায্যালী[১৬] (র.) (মৃ. ৫০৫ হি./১১১১ খ্রি.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামের সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করেন- “In dealing with he fundamentals of their religion Moslem theologian distingguish between imam (religious belife). Ibadat (acts of worship. Religons duty) and Ihsan (right-doing) all of with are included in the term den (religion). Verily the religion (din) with God Islam.”[১৭]

ইসলামকে মহান আল্লাহ বান্দাদের জন্য তাঁর মনোনীত দ্বীন করে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে দান করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامِ “আল্লাহ্র নিকট ইসলামই (একমাত্র) দ্বীন।”[১৮]

এ দ্বীনকে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণের (৬৩২ খ্রি.) অব্যবহিত পরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-এর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন-

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।”[১৯]

---

১৫. Bernard Lewis, *The Faith and Faithful,* the World of Leis others (eds) Londo: Thames and Hudson, 1992, P. 25

১৬. তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আত্-তুশী আশ্-শাফি'ঈ। উপাধি হুজ্জাতুল ইসলাম ও যায়নুদ্দীন। কুনিয়াত আবূ হামিদ। তিনি খুরাসানের তুশ নগরের তবরান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জুরজানে আবূ নসর ইসমাঈলী (র.)-এর নিকট শিক্ষার্জনের পর আবুল মু'আলী আল-জুওয়ায়নী (র.)-এর নিকট জ্ঞানার্জন করেন। তিনি নিযামুল মুলকের আহ্বানে বাগদাদের নিযামিয়্যাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এরপর বায়তুল মুকাদ্দাস ও ইসকান্দারিয়া ভ্রমণ করে তুশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ওযীর ফখরুদ্দীন ইব্ন নিযামুল মুলকের আহ্বানে তিনি নায়সাপূরের নিযামিয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন। সর্বশেষে তিনি জন্মভূমি তাবরানে প্রত্যাবর্তন করে ইবাদতে মগ্ন হন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি একাধারে ফকীহ্, কালাম শাস্ত্রবিদ, দার্শনিক এবং সুবিখ্যাত সূফী। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে, ইয়াহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্-দ্বীন, আল-হিসনুল হাসীন, আল-মুসতাসফা, আল-ওয়াযীয, তাহাফাতুল ফালাসিফাহ্। তিনি ৫০৫ হি. মুতাবিক ১১১১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। [বি. দ্র. 'ওমার রিযা কাহ্হালাহ্, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, বৈরূত: মু'আস্সাতুর রিসালাহ্, ১ম সং., ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., খণ্ড- ৩, পৃ. ৬৭১-৬৭৩; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আইয়ান*, বৈরূতঃ দারুস্-সাদর, তা. বি., খণ্ড- ১, পৃ. ৫৮৬-৫৮৮; তাজ উদ্দীন আস সুবুকী, *তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ্,* বৈরূতঃ দারুল যিকর, তা. বি. খণ্ড- ৪, পৃ. ১০১-১৮২; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, *'উলূমুল কুর'আন*, রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, ৪র্থ সং., ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ১]

১৭. P.K. Hitti, *History of the Arabs*, New Yark; 1939, p. 128

১৮. আল-কুর'আন, ২: ১১২

১৯. আল-কুর'আন, ৩: ১৯, ৫: ৩

সুতরাং ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে 'আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্জের ভাষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দ্বারা যা কিছু সম্পন্ন হয়েছে তার সবই ইসলামি বিধানের অন্তর্ভূক্ত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যাবতীয় কার্যক্রম, কথাবার্তা, আদেশ-উপদেশ নিষেধ ইত্যাদির সমষ্টিই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'সিল্‌ম' ধাতু হতে কর্তৃবাচকে (অর্থাৎ-মুসলিমের অর্থ দাঁড়ায়) যারা কলেমা পড়ে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ঈমানের সাতটি শর্তকে বিশ্বাস করে তাদের মুসলমান বা ইসলাম গ্রহণকারী বলা হয়। ইসলাম ইহকাল ও পরকাল এ দুটির গুরুত্ব সমভাবে বর্ণনা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন- الدنيا مزرعة الاخرة "দুনিয়া আখিরাতের প্রস্তুতিপর্ব।"[২০] কুর'আনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً। "হে প্রভূ আমাদের ইহাকালিন পরকালিন উভয় জগতের মঙ্গল দান করুন"।[২১]

অতএব বুঝা যায়, ইহকাল ও পরকাল একটি অপরটির পরিপূরক। দুনিয়ায় কর্ম ভাল হলে আখিরাতে তা যথার্থ প্রতিফলন মিলবে। আর এ জন্য ইহকালে ভাল কর্ম সাধনের জন্য প্রয়োজন ভাল শিক্ষা গ্রহণ করা। ইসলামের প্রবর্তক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট প্রথম যে ওহী (প্রত্যাদেশ) আসে তাতে প্রথমে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

"পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন এবং আপনার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বড় দাতা, যিনি কলম দ্বারা লিখন শিক্ষা দিয়েছেন"।[২২]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়াই এর ব্যাপকতা এত বেশী গভীর ও ব্যাপ্তি যে, একে সঠিকভাবে বুঝে প্রয়োগ করতে হলে প্রথমে শিক্ষার প্রয়োজন। মূলতঃ একথা বুঝার জন্য প্রথম প্রত্যাদেশে ইসলামের কথা না বলে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেটি সর্বপ্রথম শিক্ষাকে সঙ্গীন করে এসেছে, আর ইসলামের প্রথম আহক্ষানটি ছিল 'শিক্ষা'।[২৩]

দুই. শিক্ষার পরিচিতি

ইসলামকে বুঝতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই্ আর যার মধ্যে শিক্ষা নেই সে স্বীয় জীবনকে যথাযথ উপলব্ধি করত পারে না। এ জীবনে করণীয় ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে না। ফলে তাকে ইহ ও পরকাল দু'টিই হারাতে হবে নিঃসন্দেহে। তাই ইহজগতের কল্যাণ সাধন এবং পরকালীন কল্যাণ কামনায় শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য।

---

২০. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *ইসলাম পরিচয়*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৫৮

২১. আল-কুর'আন, ২: ২০

২২. আল-কুর'আন, ৯৬: ১-৫

২৩. Dr. Sekander Ali Ibrahim, *Reports on Islamic education and madrsha education in Bangal, 1861-1977,* Vo. 5, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1990, p. 29

শিক্ষা শব্দের মূল 'আরবি প্রতিশব্দ 'ইলম। এটি একবচন, বহুবচন 'উলূম।[২৪] 'ইলম শব্দের আভিধানিক অর্থ শিক্ষা, জ্ঞান, বুঝা, জানা, অনুধাবন করা ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর আয়াত ও নিদর্শনাবলী এবং মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর কার্যাবলী অনুধাবন করার নাম 'ইলম। ইমাম আল-গায্যালী (র.) (মৃ. ৫০৫ হি./১১১১ খ্রি.) 'ইলমের সংজ্ঞা প্রদানে বলেন-

قَدْ كَانَ الْعِلْمُ يُطْلَقُ عَلى الْعِلْمِ بِااللهِ تَعَالى وَآيَاتِه وبِأَفْعَالِه فِىْ عِبَادِه وَخَلْقِه

"আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর নিদর্শনাবলী এবং বান্দা ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভকে 'ইলম বলা হয়।"[২৫]

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ.) কে যে জ্ঞান দান করেছেন তার সম্পর্কে ঘোষণা করেন- وَعَلَّمَ ادم الاسماءَ كُلَّهَا "আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিয়েছেন।"[২৬] এখানে 'ইলম' শব্দটি শিক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইলম শব্দটি পবিত্র কুর'আনুল-কারীমের অনেক স্থানে বর্ণিত আছে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- رَبِّىْ زِدْنِىْ عِلْمًا "আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর।"[২৭]

এছাড়া শিক্ষার বহুসংখ্যক 'আরবি প্রতিশব্দ রয়েছে। যেমন, তা'লীম[২৮], তাদরীস[২৯], তা'দীব[৩০],তাদরীব[৩১] ইত্যাদি। শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃতি 'শাস' হতে উৎপত্তি। যার অর্থ শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, উপদেশ ও নির্দেশ দেয়া। আর 'শিক্ষা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল অভ্যাস, অনুশীলন,

---

২৪. 'আব্দুল 'আযীয আয্-যারকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং., ১৯৭৬ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ১৪

২৫. মুহাম্মদ আল গাযালী, *ইয়াহ্‌ইয়াউ 'উলূমিদ্-দীন*, বৈরূতঃ দারুল খায়র, ১ম সং. ১৪১৩ হি., ১৯৯৩ খ্রি. খণ্ড- ১, পৃ. ৪৬

২৬. আল-কুর'আন ২: ৩১

২৭. আল-কুর'আন, ২০: ১১৪

২৮. তা'লীম (تعليم) শব্দটির মূল অক্ষর علم। এর অর্থ শিক্ষাদান, শিক্ষা, শিখানো, জ্ঞাপন করা, সংবাদ, প্রেরণা দেয়া, পরামর্শ, উপদেশ, নির্দেশ, ইত্যাদি। ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো, Teaching, Training, Schooling, Education, Advice, Instruction, Direction.
[Cf. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, Inc, 1976, P. 636]

২৯. তাদরীস (تدريس) শব্দটি درس থেকে উদ্ভূত। অর্থ শিক্ষা দেয়া, শিক্ষা দান, শিক্ষা ইত্যাদি। ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো, To teach, instruction, tuition, to wipe out.
[Cf. *Ditionary of Modern Written Arabic,* P. 278]

৩০. তা'দীব (تأديب) শব্দটি ادب শব্দমূল থেকে গঠিত। এর অর্থ শিক্ষাদান, শিক্ষা, উপদেশ, শিষ্টতা, ভদ্রতা, নিয়ামানুবর্তিতা, সুআচরণ, সুশিক্ষা, সংস্কৃতি, শিষ্টাচার ইত্যাদি। Educaiton, Decorum, Good manners, Culture, Good breeding, Refinement, Social graces.
[Cf. *Ditionary of Modern Written Arabic,* P. 10]

৩১. তাদরীব (تدريب) শব্দটির অর্থ শিক্ষদান, শিক্ষিত করে তোলা, অনুশীলন, হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া, অভ্যাস করা, চর্চা করা ইত্যাদি। ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো, Schooling, Training, Coaching, Accustoming, Practice, Drill.
[Cf. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, P. 276]

চর্চা প্রভৃতির দ্বারা আয়ত্তকরণ, বিদ্যাভ্যাস, অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জন, উপদেশ, নির্দেশ।[৩২] এখানে 'চর্চার দ্বারা আয়ত্তকরণ' কথাটি ব্যাপক। অগাধ পরিশ্রম ও কষ্ট দ্বারা চর্চা বা অনুশীলন দ্বারা যা কিছু আয়ত্ত করা হয় সাধারণত (তা সর্বক্ষেত্রে শিক্ষা নাও হতে পারে) তাকে শিক্ষা বলে।

'ইলম বা 'আলীম' শব্দটি যেহেতু আল্লাহর গুণবাচক নাম তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, 'ইলম' বা জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা নিজেই। তিনি ফিরিশ্‌তা, জ্বিন ও মানুষকে যতটুকু 'ইলম বা জ্ঞান দান করেছেন তারা ততটুকু জ্ঞানই লাভ করেছেন।[৩৩] তবে মহান আল্লাহ্ তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম 'ইলম' পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে শিক্ষা বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিলেন। তাই তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, "আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিয়েছেন।" আদমের সৃষ্টি রহস্যের মত তাঁর মধ্যে 'ইলম' বা জ্ঞানের যে ভাণ্ডারের প্রবেশ ফিরিশ্‌তাদের সামনে উপস্থিত করে বললেন, "তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, যে সব জিনিস দেখছ তন্মধ্যে কার কি নাম, কার কি গুণ? তখন ফিরিশ্‌তারা জবাব দিলেন, 'হে মাবুদ! তুমি দয়া করে যেটুকু আমাদের শিক্ষা দিয়েছ তার বেশি আমরা জানি না। তখন আল্লাহ্ আদম (আ.)-কে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা দিতে বললেন, আর আদম (আ.) সব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হলেন।"[৩৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'ইলম' বা জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

'হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ইলম' তিন ধরনের (অর্থাৎ তিন বিষয়ের উপর 'ইলম (জ্ঞান) অর্জন করাই প্রকৃত ইসলাম) আয়াতে মুহকামার 'ইলম, প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের 'ইলম ও ফরয বিষয়ের 'ইলম। এর বাইরে যা রয়েছে তা অতিরিক্ত"।[৩৫] অর্থাৎ ইসলামের পরিভাষায় 'ইলম' বলতে বুঝায়, যার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ, (সা.)-এর সুন্নাহ এবং কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে সৃষ্ট ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়াবলীর উপর জ্ঞানার্জন করা"। অতিরিক্ত জ্ঞান বলতে ইজমা' ও কিয়াসের পাশাপাশি ইহজাগতিক কল্যাণের জন্য শিক্ষার যে শাস্ত্র রয়েছে তাকে বুঝানো হয়েছে যা ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি তা আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করা হয়েছে।[৩৬]

---

৩২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ কর্তৃক সংকলিত, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ সং. ১৯৮৪ খ্রি. পৃ., ৬৩৮; মোসাহিব উদ্দীন বখতিয়ার, *শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা: স্বরূপ প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন ২০০২ খ্রি., পৃ. ১৬১

৩৩. সম্পদনা পরিষদ: *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামি ফাউন্ডশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

৩৪. আল-কুর'আন, ২: ৩৩

৩৫. আবু দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশআছ, *সুনানু আবী দাউদ*, বাবু মাজা' ফী তা'লীমিল ফারাইয, হাদীস নং ২৪৯৯; মুহাম্মদ ইব্‌ন মাজাহ্, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, বাবু ইজতিনাবির-রাই ওয়াল কিয়াস, হাদীস নং ৫৩।

৩৬. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম যে একটি Complete submission তা যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়েছে। শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ Education শব্দটি ল্যাটিন e.ex এবং ducre due বা Educare[৩৭] থেকে উৎপত্তি হয়েছে। শাব্দিকভাবে যার অর্থ দাঁড়ায় Pack the information in and draw the talents out অর্থাৎ অবগতি ও জ্ঞান এবং জ্ঞাত বিষয়ের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ।

World university encyclopedia-তে Education এর সংজ্ঞা হয়েছে- In a philosophical sense Education in the natural inheritance of every individual. Since he is impressed and developed for good or evil by all with which he comes in contact, everything he sees, feels, hears and does influencing action and forming tendencies.[৩৮] শিক্ষা, Education ও 'ইলম এর শাব্দিক অর্থগুলো একত্র করলে মহাকবি 'আল্লামা ইকবালের উক্তিটি যথার্থ মনে হয়। 'মানুষের রুহকে উন্নত করার প্রচেষ্টার নামই শিক্ষা। তাছাড়া আরো বেশ ক'জন মনীষী শিক্ষার যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন তা নিচে উল্লেখ করা হল,

১. দার্শনিক এ্যারিস্টটলের (খ্রি. পূর্ব ৩৮৪-৩২২) মতে, 'শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মের পবিত্রতার মধ্য দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করা'।

২. বাট্রান্ড রাসেলের মতে, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আমাদেরকে যত সম্ভব সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া'।

৩. জ্যাঁ জ্যাক রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) মতে, 'শিক্ষা হল শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ। সু-অভ্যাস গঠন করাই শিক্ষার লক্ষ্য'।

৪. তেভঁনের মতে, 'অবস্থা ও ঘটনাবলীর সু-সংবাদ অধ্যয়নই হচ্ছে শিক্ষা এবং তাকে কোন ব্যক্তি ও জাতির মৌলচিন্তা ও মতাদর্শ থেকে কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না'।

৫. দার্শনিক কমেনিয়াসের (১৫৯২-১৬৭০) মতে, 'শিক্ষা হল মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। আর সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য-সুখ লাভ করাই মানুষের শেষ লক্ষ্য'।

৬. সক্রেটিস ও প্লেটোর মতে, 'নিজেকে জানার নামই শিক্ষা'।[৩৯]

৭. "শিক্ষার" শাব্দিক, পারিভাষিক অর্থ ও বিভিন্ন পণ্ডিতদের সংজ্ঞার মধ্যে 'ইসলামি শিক্ষার' মৌলিক ভাব ও চিন্তার যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে, শিক্ষার মর্মার্থ জানা, অভ্যাস[৪০] ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের জন্য যে কথাই বলা হচ্ছে ইসলাম তাই বলছে। শিক্ষা মানে অজানাকে জানা, চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যগুলো উদ্‌ঘাটন করা এবং মানুষ তার অন্তর্নিহিত উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের সাধন করে।[৪১]

---

৩৭. *World University Encyclopedia,* Vol. 9, New York: Book since, 1945, p, 1970

৩৮. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৩৯. *প্রাগুক্ত*

৪০. খন্দকার আবুল খায়ের *ইসলামী জীবন দর্শন*, ঢাকা: ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি. পৃ. ১৮

৪১. মুহাম্মদ আবূ তালিব বেলাল, *ইসলামি শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রচার-প্রসারে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের ভূমিকা* (১৯০১-২০০০ খ্রি.) কুষ্টিয়া : ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, এম. ফিল থিসিস অপ্রকাশিত, পৃ. ৯

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ইসলামি শিক্ষা বলতে মূলতঃ তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষাকে বোঝায়; যা মুসলমানদের মৌলিক শিক্ষা।[৪২]

ইসলামি শিক্ষার মূল উৎস দু'টি; আল-কুর'আন[৪৩] ও আল-হাদীস।[৪৪] এ দু'টি নীতি অনুসরণের মাধ্যমে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে, এরই নাম ইসলামি শিক্ষা।[৪৫] এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক

---

৪২. খন্দকার আবুল খায়ের, *ইসলামি জীবন দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৪৩. **আল-কুর'আন (القرآن)** : শব্দটি মাস্‌দার (ক্রিয়ামূল), এটি কিরআ'তুন (قرأة) এর সমার্থবোধক। শাব্দিক অর্থ পাঠ করা ও অধ্যয়ন করা। ইরশাদ হচ্ছে, 'এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন (আল কোর'আন ৭৫ : ১৭-১৮)। আবার কুর'আন শব্দকে মাকৃরূ'উন অর্থেও গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ পঠিত কুর'আন মাজীদ পৃথিবীর সমূহ গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বলেই একে কুর'আন (قران) বলা হয়। কারো মতে কুর'আন শব্দটি কারউন (قرأ) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ জমা করা ও একত্রিত করা কুর'আন মাজীদে পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সারবস্তু এবং পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান একত্রিত করা হয়েছে বিধায় একে কুর'আন বলা হয়। আল-লিহ্য়ানী (র.) বলেন,

إِنَّه مَصْدَرٌ مَهْمُوْزٌ بِوَزْنِ الْغُفْرانِ، مُشْتَقٌ مِنْ قَرأ بِمَعْنَى تَلاَ، سُمِّيَ بِه اَلْمَقْرُوْءٌ تَسْمِيَّةٌ لِلْمَفْعُوْل بِالْمَصْدَرِ وَالأَخِيْرُ أَقْوَى الآرَاءِ وَأَرْجَحُها. فَالْقُرْآنُ فِيْ اللُّغَةِ مَصْدَرٌ مُرَادِفُ لِلْقِراءَةِ.

পারিভাষিক কুর'আন বলা হয়, আল্লাহ তা'আলার এমন বাণী, যার মোকাবিলায় সবাই অক্ষম। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী ও রাসূলের ওপর এটি অবতীর্ণ হয়। মাসহাফসমূহে এটি লিপিবদ্ধ। মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক বর্ণনা) পর্যায়ে এটি আমাদের নিকট বর্ণিত। এর তিলাওয়াত করা 'ইবাদত। এটির আরম্ভ সুরা আর সমাপ্তি সূরা নাস-এর মাধ্যমে। মান্না'উল কাত্তান বলেন, القرآن : هُوَ كَلاَمُ اللهِ، اَلْمُنَزَّلُ عَلى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَلْمُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِهِ. "কুর'আন মাজীদ আল্লাহ্ তার'আলার কালাম। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর ইটি অবতীর্ণ। এর তিলাওয়াত করা 'ইবাদত।" [বি. দ্র. 'আব্দুল 'আযিম আয-যারক্বানী, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুর'আন* রিয়াদ: মাকতাবাতু নাযারিল মুস্তফা আল-বায, ১ম সং., ১৯৯৬ খ্রি./ ১৪১৭ হি., পৃ. ১৮-১৯; লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাতিল ওয়াল 'আলাম*, বৈরূত: দারুল মাশরিক, ৩৩তম সং. ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৬১৬; মুহাম্মদ 'আলী সাবূনী, *আত্-তিব্ইয়ান ফী 'উলূমিল কুরআ'ন*, মক্কাতুল মুকাররামা: দারুস-সাবূনী, ৩য় সং., ২০০৩ খ্রি./১৪২৪ হি., পৃ. ৭; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, *'উলূমুল কুর'আন*, খণ্ড- ১, পৃ. ৯-১০]

৪৪. **আল-হাদীস (الحديث)** : হাদীস (حدث) শব্দটি হাদসুন শব্দমূল থেকে নির্গত, অর্থ নব উদ্ভূত বস্তু, ব্যবহারিক অর্থ বাণী। আবুল বক্বা হাদীসের সংজ্ঞায় বলেন, 'হাদীস হল কথা বলা এবং সংবাদ দানের নাম। নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, اَلْحَدِيْث فَهُوَ فِيْ اللُّغَةِ الكَلاَمُ الَّذِيْ يَتَحَدَّثُ بِه وَيَنْقُلُ بِالصَّوْتِ وَالْكِتَابَةِ 'আভিধানিক অর্থে হাদীস বলা হয় এমন কথাকে যা বলা হয় অথবা শব্দ ও লিখনীর মাধ্যমে নকল করা হয়।'

নবী কারীম (সা.)-এর প্রতি সম্পর্কিত কথা, কাজ ও মৌনসমর্থনকে হাদীস বলে অভিহিত করা হয়। আবার এটাকে ওহী নিঃসৃত শিক্ষা নামেও অভিহিত করা হয়। প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রাপ্ত ওহীর প্রথম বাণী ছিল 'পড়ুন' (ইক্‌রা')। সুতরাং ওহীর সূচনা করা হয় 'পড়' বা শেখার মাধ্যমে। (আল-কুর'আন ৯৬:১) তাছাড়া ওহীর মাধ্যমেই ইসলামি শিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয় আল্লাহ তদীয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুহাম্মাদ 'আব্দুর রহমান আস্-সাখাভী (র.) বলেন-

اَلْحَدِيْثُ اِصْطِلاَحًا: مَا أُضِيْفَ إِلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلاً لَهُ أَوْ فِعْلاً أَوْ تَقْرِيْراً أَوْ صِفَةً حَتَّي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ فِيْ الْيَقْظَةِ وَالنَّوْمِ.

"পরিভাষায় হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং তাঁর গুণ, এমন কি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধিও এর অন্তর্ভুক্ত।" [বি. দ্র. *লিসানুল 'আরব*, খণ্ড- ১১, পৃ. ১৩১; শামসুদ্দীন আস্-সাখাভী, *ফাতহুল মুগীস*, (দারুল ইমামিত্-তাবারী, ২য় সং., ১৯৯৬ হি./১৪০৯ খ্রি.), খণ্ড- ১, পৃ. ৮; নাসিরুদ্দীন আল-বানী, *আল-হাদীস হুজ্জিয়াতুন*, (বৈরূত : কুয়েত : দারুস্-সালাফিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খণ্ড- ১, পৃ. ১৫; মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খত্বীব, *আস-সুন্নাতু ক্বাবলাত-তাদভীন*, বৈরূত: দারুল-ফিক্‌র, ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমন্বয় সাধনের এ ধারাবাহিকতা তখন থেকেই শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় স্বয়ং তিনিই শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব পালন করতেন।[৪৬] আর সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাঁর ছাত্র হিসেবে আল-কুর'আনের মহা শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞান গরিমা ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হন।[৪৭]

ইসলামি শিক্ষার উৎস ও পরিধি

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)- কে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি পবিত্র কুর'আনে বলেন,[৪৮] وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا "তিনি আদমকে সকল বিষয়ের নাম শিক্ষা দিয়েছেন।" আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর সর্ব প্রথম কুর'আনের পাঁচটি আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-[৪৯]

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

"পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা-মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।" যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আ.) বলেন-[৫০]

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ।"

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে তিনি মানব জাতিকে জ্ঞান ও শিক্ষা দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেন-[৫১]

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াত সমূহ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিক্মত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।"

খ্রি./১৪২৮-১৪২৯ হি., পৃ. ১৮; *কুল্লিয়াত ফিল-লুগাহ* (আল-আমিরিয়্যা প্রেস, ১৩৮০ হি.), পৃ. ১৫২; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ : পরিচিতি ও পর্যালোচনা*, রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, ৪র্থ সং., ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি., পৃ. ১৩-১৫]

৪৫. ড.আ.ই.ম নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪৬. এ সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেন, بعثت معلمًا "আমি শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি"। [বি. দ্র. বদরুদ্দীন আল 'আইনী, '*ওমদাতুল কারী*, বৈরূতঃ দারুল যিক্‌র, তা. বি. পৃ. ৪২ অতঃপর তিনি তাঁর আদর্শ ও শিষ্টচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালন করেন।]

৪৭. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪৮ আল-কুর'আন, ২: ৩১

৪৯. আল-কুর'আন, ৯৬ : ৩-৫

৫০. আল-কুর'আন, ১২ : ১০১

৫১. আল-কুর'আন, ২: ১৫১

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি শিক্ষার মূল ও প্রথম উৎস হচ্ছে, আল-কুর'আন। দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীস। এছাড়া এর শাখা উৎসমূল হিসেবে আল-ইজমা' ও আল-কিয়াসকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৫২]

ইসলাম যেমন সার্বজনীন, ইসলাম অনুমোদিত শিক্ষা ব্যবস্থাও তেমনি সার্বজনীন। আল-কুর'আনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে উপলক্ষ্য করে 'ইলমুত্-তাফসীর'[৫৩] এবং আল-হাদীসকে কেন্দ্র করে 'ইলমুল হাদীস, ইসলামি শিক্ষার মূলভিত্তি গড়ে উঠে। এ দুটো ধারাই একটি অন্যটির পরিপূরক। অপরদিকে এ দুটোর বিস্তারিত বিধি-বিধানের সমন্বয়ে বিশাল পরিধি নিয়ে গড়ে উঠেছে 'ইলমুল ফিক্হ'[৫৪]।

---

৫২. মান্না'উল কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উ'লুমিল কুর'আন*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তৃতীয় সং., ২০০০ খ্রি./১৪২১ হি. পৃ. ১৩; ড. ইজাজ আল-খত্বীব, *উসূলুল-হাদীছ*, বৈরূত: দারুল ফিক্র, ২০১১ খ্রি./১৪৩২-৪৩৩ হি., পৃ. ২৪

৫৩. **তাফসীর (تفسير)** : শব্দটি বাবে তাফ'য়ীল-এর মাসদার (ক্রিয়ামূল) যা ফাসরুন কারো মতে সাফরু মূলাক্ষার হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ-বর্ণনা করা, প্রকাশ করা ও আবরণমুক্ত করা ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায়, 'ইলম তাফসীর এমন এক বিজ্ঞান যাতে কুর'আনের শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি, অর্থ নির্ধারণ, স্বতন্ত্র ও যৌগিত বা সমষ্টি অর্থের বিষয়ের আলোচনা করা হয়। কারো মতে, তাফসীর এমন একটি শাস্ত্র, যাতে মানুষের সাধ্যনুযায়ী আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পর্কে কুর'আনুল কারীমের বর্ণনার উপর আলোচনা করা হয়। তাফসীর শাস্ত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে সূচনা হয়ে সাহাবীদের যুগে পরিমার্জিত হয়ে তাবি'ঈ ও তাবেতাবি'ঈদের যুগে গ্রন্থাকারে প্রণীত হয়ে ইসলাম বিশ্বে বিকাশ লাভ করেছে।
[বি. দ্র. বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ আয-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুর'আন*, (বৈরূত : দারুল যিকর, ১৯৯৮ খ্রি.), খণ্ড- ২, পৃ. ১৩; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল-ইতক্বান ফী 'উলূমিল কুর'আন*, দিল্লী: নশা'আতুল ইসলাম-দিল্লী, তা.বি., খণ্ড- ২, পৃ. ১১; ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ : কুতুব খানা হুসাইনিয়া, ইউপি, ১৯৭২ খ্রি., পৃ. ৬৮৮; ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাসসিরূন*, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল হাদীস, ১৯৭৬ খ্রি.), খণ্ড- ১, পৃ. ১৩; ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াজীয*, মিসর : জামিতুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ, ১০ম সং., ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪৭৯; ড. এস. এম. রফীকুর আলম, *মুহাম্মদ ইব্ন উমার আর-রাযী (র.) ও তাঁর তাফসীর মাফাতীহুল গায়ব*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২ খ্রি./১৪৩৩ হি., পৃ. ৯৩-১৫২]

৫৪. **ফিকহ (فِقْهُ)** : শব্দটির শাব্দিক অর্থ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। শরী'আতের পরিভাষায়, 'মানুষের জন্য কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া বিশদ প্রমাণ হতে আহরিত শরী'আতের ব্যবহারিক বিধানই ফিক্বহ শাস্ত্র, মানুষের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষে শর'ঈ আহকাম বিষয়ক জ্ঞানকে বুঝানো হয় যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসলামের আইন-কানূনের পূর্ণাঙ্গরূপ দানের ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়ার মাধ্যমেই মুসলমানরা সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তিনি এ কাজের জন্য মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের মনোনিত করেছেন। তাদেঁর মধ্যে চারজন ইমামকে মূল হিসেবে গণ্য করা হয়। তারা হলেন, 'ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন ছাবিত (র.) (৮০-১৫০ হি.), ইমাম মালিক (র.) (মৃ. ১৬৯ হি.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) (মৃ. ২০৪ হি.) ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) (মৃ. ২৪১ হি.)। এ চার ইমাম (মুজ্তাহিদ) দ্বারা প্রণীত ফাত্ওয়া ও আইন বিশ্বের সকল মুসলমানদের নিকট স্বীকৃত। তাঁদের মাধ্যমেই মাযহাবসমূহের উদ্ভাবন হয়েছে। প্রত্যেক ইমামের স্ব স্ব নামেই মাযহাবগুলো বিশ্ব মুসলিমের নিকট পরিচিত। [বি. দ্র. *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ ওয়াল 'আলাম*, পৃ. ৫৯১; কামাল উদ্দীন আল-বায়াদী, *ইশারাতুল মারাম মিন 'নবারাতিল ইমাম*, কায়রো: ১৯৪৯ খ্রি., পৃ. ২৮-২৯; আবূ হামীদ মুহাম্মদ গাযালী, *আল-মুস্তফা মিন 'ইলমিল উসূল*, করাচী: ইদারাতুল কুর'আন ওয়াল 'উলূম আল-ইসলামিয়্যাহ্, ১৯৮৭ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ৩; ড. ওয়াবাতুয্-যুহায়লী, আল-*ফিক্বহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতাহু*, বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৯৮৯ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ১৬; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি., খণ্ড- ২, পৃ. ৮৯]

ফিক্‌হ শাস্ত্রকে অলংকৃত করার জন্য সৃজিত হয়েছে ‘ইলমু উসূলুলু ফিক্‌হ’। যা ফিক্‌হ শাস্ত্রকে কষ্টি পাথরে সত্যতা যাচাই করে প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তেমনিভাবে কুর‘আন ও হাদীসের নির্ভুলতা প্রমাণ করা এবং মনগড়া ব্যাখ্যা করার প্রবণতাকে তিরোহিত করার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে ‘ইলমু উসূলিত্‌-তাফসীর ও ‘ইলমু উসূলিল হাদীস’।[৫৫]

ইসলামি শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে স্বীয় ঐতিহ্যে পরিচালিত পরিপূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিচালিত সকল বিষয় এখানে বিদ্যমান। তবে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য আছে। কারণ অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার যে শক্তিকে ‘প্রকৃতি’ (Almighty Allah) বলে উল্লেখ করা হয়, ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থায় তাকে ‘সর্ব শক্তিমান আল্লাহ’ বলে উল্লেখ করা হয়।[৫৬]

ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার মূল দর্শন “ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান” (Islam is a complete code of life)-এর আলোকে বিন্যস্ত ফলে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, খিলাফত, ইখ্‌ওয়াত, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, নিরাপত্তা, সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ এবং পরস্পরকে জ্ঞান দানের ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে মানুষকে বস্তুবাদী দর্শনের দিকে ধাবিত করে। ফলে তারা ধর্ম-কর্ম ও ভাল মন্দের পরওয়া না করে রাষ্ট্রের গোলামে পরিণত হয়। এতে শ্রেণি বৈষম্য শুরু হয়। ব্যক্তি স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়ে এক ধরনের হতাশাপূর্ণ ও একঘোয়েমীপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দেয়। এমনিভাবে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নামেও পৃথিবীতে আরেকটি ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানেও মানুষের ইহকালীন জীবনের আলোকে শিক্ষা দেয়, পরকাল সম্পর্কে সেখানে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয় না। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা উপেক্ষিত হয়ে মানুষ জাতিগত ও দেশগত শ্রেণি বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়। অথচ ইসলামি শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের অনুপম আদর্শ দ্বারা ইহকালীন জীবনে সাফল্য লাভের পাশাপাশি পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভের জন্য পথ নির্দেশ করে। অন্য কথায়, ইসলামি শিক্ষা মানবীয় গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে আল্লাহর সৎ বান্দাহ হিসেবে তৈরি করে দেয়।[৫৭]

ইলমুদ্‌-দ্বীন তথা ইসলামি শিক্ষা লাভ করার নির্দেশনা পবিত্র কুর’আনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর হাদীসে এ ব্যাপারে বাণী উল্লেখিত হয়েছে।

ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

মানুষের উন্নতি, প্রগতি, ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও সফলতা সঠিক শিক্ষা লাভের উপর নির্ভর করে। এদিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ “আল্লাহ্‌ যার কল্যাণ চান, তাঁকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন।”[৫৮] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন-

৫৫. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৫৬. *প্রাগুক্ত*

৫৭. *প্রাগুক্ত*

৫৮. *সহীহ বুখারী*, বাবু মান ইউরিদিল্লাহু বিহি ...., হাদীস নং ৬৯, হাদীস নং ২৮৮৪, বাবু কাওলিন্‌-নাবিইয়্যে (সা.) লা তাযালু তাইফাতুন ..., হাদীস নং ৬৭৫৮; *সহীহ মুসলিম*, বাবুন্‌-নাহ্‌ই ‘আন আল-মাস’আলাতি, হাদীস নং ১৭১৯, ১৭২১, বাবু কাওলিন্‌-নাবিইয়্যে (সা.) লা তাযালু তাইফাতুন ..., হাদীস নং ৩৫৪৯; *জামি‘উত্‌-তিরমিযী*, বাব ইয়া

Dhaka University Institutional Repository

النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا

"স্বর্ণ-রৌপ্যর খনির মত মানুষও (বিভিন্ন প্রকারের) খনি। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উত্তম (গুণে গুণান্বিত) হয়ে থাকে। দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারলে ইসলাম গ্রহণের পর তারাই উত্তম হয়ে থাকে।"[৫৯]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন-

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

"জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারানো ধন। সুতরাং যেখানেই তা পাওয়া যাবে, প্রাপকই তার অধিকারী।"[৬০] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরও বলেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, তার দ্বারা আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক আল্লাহ্‌র কোন ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র কোন কিতাব (কুর'আন) পড়ে এবং নিজেদের মাঝে তার মর্ম পর্যালোচনা করে তাদের উপর নেমে আসে প্রশান্তি, তাদেরকে ঢেকে নেয় আল্লাহ্‌র রহমত, পরিবেষ্টিত করে ফেরেশতাকুল। তা ছাড়া আল্লাহ্ তাঁর কাছের ফেরেশতাদের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন। যে ব্যক্তি স্বীয় আমলে পিছিয়ে যায়, তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।"[৬১]

জ্ঞান অন্বেষণ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মানুষ সে যে নিজে কুর'আন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা প্রদান করে।"[৬২]

'হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ حَتَّى بَلَغَ الْحَجَّاجَ ابْنَ يُوسُفَ.

আরাদাল্লাহু বি'অবদি খায়রান ..., হাদীস নং ২৫৬৯; *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, বাবু ফাযলিল-'উলামাই ওয়াল-হাস্‌সি 'আলা তালাবিল 'ইলম, হাদীস নং ২১৬; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২৬৫৪, ৬৯৩৭, *সুনানুদ্-দারেমী*, হাদীস নং ২৩০

৫৯. *সহীহ বুখারী*, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা লাকাদ কানা ফী ইউসুফা ..., হাদীস নং ৩১৩১, সহীহ মুসলিম, বাবু খিয়ারুন্-নাস, হাদীস নং ৪৫৯৯, *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ৭১৮৩, ৭২২৮; শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ১৬৬৩

৬০. *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মাজা' ফী ফাযলিল-ফিক্হি 'আলাল 'ইবাদাত, হাদীস নং ২৬১১; *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, হাদীস নং ২১৬

৬১. *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মাজা' ফী ফাযলিল-ফিক্হি 'আলাল 'ইবাদাত, হাদীস নং ২৬১১; *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, হাদীস নং ২১৬

৬২. *সহীহ মুসলিম*, বাবু ফাযলি আল-ইজতিমা' 'আলা তিলাওয়াতিল কুর'আন .., হাদীস নং ৪৮৬৭; *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মাজা' আন্নাল কুর'আনা উনযিলা 'আলা সাবা'আতি আহ্‌রুফিন, হাদীস নং ২৮৬৯; সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্, বাবু ফাযলিল 'উলামাই ওয়াল হাস্‌সি 'আলা তালাবিল 'ইলমি, হাদীস নং ২২১; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৭১১৮

" 'হযরত উসমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে কুর'আন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়। 'আব্দুর রহমান বলেন, এ হাদীসটি আমাকে এ স্থানে বসিয়ে রেখেছে। তিনি 'উসমান (রা.)-এর সময় থেকে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের সময় পর্যন্ত কুর'আন শিক্ষা দিয়েছেন।"[৬৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন-

إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

"জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা এমনকি পানির নীচের মাছ। জ্ঞানহীন ইবাদত গুজারের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক সে রকম মর্যাদাবান, যেমন পূর্ণিমা রাতের চাঁদ তারকারাজীর উপর দীপ্তমান। আর জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।"[৬৪]

ইসলাম এবং শিক্ষা এ দু'টি শব্দ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করার পর বলা যায় যে, যে শিক্ষা দ্বারা আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় তাই ইসলামি শিক্ষা। অথবা বলা যায়, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষদানের ব্যবস্থা থাকে তাই হবে ইসলামি শিক্ষা। কেউ কেউ বলেন, যে শিক্ষালাভ করলে জগত ও জীবন সম্পর্কে আল-কুর'আন যে দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে চায় তা লাভ করা যায়, তাই ইসলামি শিক্ষা।

পরিশেষে বলা যায় ইসলামি জ্ঞানের মূল উৎস আল-কুর'আন ও হাদীসের আলোকে পার্থিব ও অপার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষাই ইসলামি শিক্ষা। ফলে যে শিক্ষার আলোকে তৈরী হবে মুফাস্‌সীর, মুহাদ্দিস, ফকীহ্, একইভাবে যে শিক্ষা অর্জন করে তৈরী হবে মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম বিচারক, মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম রাজনীতিবিদ, মুসলিম সেনাপতি, মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক, সে শিক্ষাই ইসলামি শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। ইসলামি শিক্ষার অর্থে কোন সংকীর্ণতা নেই। এর মূল উৎস হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। বাহন তাঁর কিতাব। বিশ্লেষক হলেন তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ, আর ব্যপ্তি দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।

ইসলামি শিক্ষার ফযীলত

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

"দুই ব্যক্তির উপর ঈর্ষা পোষণ জায়েয, ১. যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার মন-মানসিকতা দান করেছেন, এবং ২. যাকে আল্লাহ্ জ্ঞান দান

৬৩. জামি'উত্-তিরমিযী, কিতাবু ফাযাইলিল কুর'আন, বাবু মাজা' ফী তা'লীমিল কুর'আন, হাদীস নং ২৯০৭

৬৪. *সুনানু আবী দাউদ*, বাবুল হাসিসি 'আলা তালাবিল 'ইলমি, হাদীস নং ৩১৫৭; *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মাজা' ফী ফাযলিল-ফিক্‌হি 'আলাল 'ইবাদাতি, হাদীস নং ২৬০৬; *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, বাবু ফাযলিল-'উলামাই ওয়াল-হাসসি 'আলা তালাবিল 'ইলমি, হাদীস নং ২১৯; *সুনানুদ্-দারেমী*, হাদীস নং ৩৫১; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২০৭২৩

করেছেন এবং সে তার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (বিবাদ মীমাংসা করে) ও তা অন্যদের শিক্ষাদান করে।”[৬৫] হযরত ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ‘আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا

“রাতে কিছু সময় জ্ঞান-চর্চা করা সারা রাতের নফল ‘ইবাদতের চেয় উত্তম।”[৬৬] হযরত ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ‘আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

“একজন ‘আলিম (ফকীহ্) শয়তানের দৃষ্টিতে ‘ইবাদতে রত এক হাজার আবিদ অপেক্ষা কঠোরতর।”[৬৭]

ইসলাম প্রচার ও সন্তান-সন্ততিদের ইসলামি শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল সংক্রান্ত হাদীসের বাণী নিম্নরূপ,

হযরত ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ‘আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ

“তোমরা ইসলামি জ্ঞান শিক্ষা দাও ও সহজ করে (সে শিক্ষা) পেশ কর। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো। এ কথা তিনি দুবার বলেছেন।”[৬৮]

আইয়ূব ইব্ন মূসা (র.) থেকে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ “সন্তানকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের চেয়ে অধিকত ভাল কোন কিছুই পিতা তার সন্তানকে উপহার দিতে পারে না। (অর্থাৎ এর চেয়ে অধিক ভাল আর কিছুই হতে পারে না)।[৬৯]

হযরত আবূ হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

৬৫. *সহীহ বুখারী*, বাবু ইনফাকিল-মালি ফী হাক্কিহি, হাদীস নং ১৩২০, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৭; *সহীহ মুসলিম*, বাবু ফাযলি মান ইকূমু বিল-কুর'আনি ওয়া ই‘আল্লিমুহু, হাদীস নং ১৩৫২, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫১; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বাবুল হাসাদ, হাদীস নং ৪১৯৮; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ৩৪৬৯, ৩৯০০; শু*‘আবুল ঈমান*, হাদীস নং ৭২৬৯

৬৬. *সুনানুদ্-দারিমী*, হাদীস নং ২৭০, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭

৬৭. *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বাবু ফাযলিল ‘উলামাই ওয়াল হাস্সি ‘আলা তালাবিল ‘ইলমি, হাদীস নং ২১৮; শু*‘আবুল ঈমান*, হাদীস নং ১৬৭৪; *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, হাদীস নং ২১৭

৬৮. *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২৪২৫, ৩৬২৯

৬৯. *জামিউত্-তিরমিযী*, বাবু মাজা' ফী আদাবিল ওয়ালিদি, হাদীস নং ১৮৭৫; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১৪৮৫৬, ১৬১১১, ১৬১১১৮

'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার তিনটি আমল ব্যতিত সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। যথা, সাদাকা, নেক সন্তান এবং এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।'[৭০]

ইসলামি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামি শিক্ষা হল সার্বজনীন। বিজ্ঞানময় ও মানব কল্যাণের জন্য উত্তম এক ব্যবস্থার নাম ইসলামি শিক্ষা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ্ কারীম (সা.)-এর যুগ থেকে এ ধ্যান ধারণাতেই ইসলামি শিক্ষা পরিচালিত হয়ে আসছে। তাই ইসলামি শিক্ষার লক্ষ্য নিম্নরূপ বর্ণনা করা যায়: [৭১]

১. পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে গুণান্বিত করা এবং মানুষকে সুন্দর শান্তিপূর্ণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন যাপনের জন্য তৈরি করা।

২. নৈতিকতাবোধ ও ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি করা এবং ইসলামি আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা করা।

৩. ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করা এবং তদানুযায়ী জীবন গঠনে সাহায্য করা।

৪. কুর'আন ও সুন্নাহ'র[৭২] আলোকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে উৎসাহিত করা এবং ব্যক্তি জীবনে কুর'আন সুন্নাহ'র নির্দেশ মেনে চলার জন্য প্রেরণা যোগানো।

---

৭০. *সহীহ মুসলিম*, মা ইউনহাকুল ইনসানু মিনাছ্-ছাওয়াবি বি হাদ্দি ওয়াফাতিহী, হাদীছ নং ৩০৮৪; *সুনানু আবী দাউদ*, মা জা'আ সাদাকাতি 'আনিল মাইয়িতি, হাদীছ নং ২৪৯৪; *জামিউত্-তিরমিযী*, ফিল ওয়াকতি, হাদীছ নং ১২৯৭; *সুনানুন্-নাসা'ঈ*, ফাযলিস্-সাদাকাতি 'আনিল মাইয়িতি, হাদীছ নং ৩৫৯১

৭১. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

৭২. **সুন্নাহ্ (سُنَّةٌ)** : শব্দের আভিধানিক অর্থ কর্মের নীতি ও পদ্ধতি, চলার গতি এবং অভ্যাস ইত্যাদি। ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী (র.) বলেন, سُنَّةُ النَّبِيِّ: طَرِيْقَتُهُ الَّتِيْ كَانَ يَتَحَرَّاهَا "নবী করীম (সা.)-এর সুন্নাত বলতে তাঁর এমন রীতি-নীতিকে বুঝায় যা তিনি বেছে নিতেন এবং অবলম্বন করে চলতেন।" আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ফায়উমী (র.) বলেন, اَلسُّنَّةُ اَلسِّيْرَةُ حَمِيْدَةً كَانَتْ أَوْ ذَمِيْمَةً وَالْجَمْعُ سُنَنٌ "সুন্নাহ্ অর্থ জীবন চরিত তা প্রশংসিত হোক বা কুৎসিত। এর বহুবচন সুনানা।" ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায় সুন্নাহ্ বলা হয়, নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র মুখনিসৃত বাণী, কার্যপ্রণালী এবং তাঁর মৌনসম্মতি ব্যাপকার্থে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকেও সুন্নাহ্ বলা হয়ে থাকে। আল-জাযায়েরী (র.) বলেন-

اَمَّا السُّنَّةُ يُطْلَقُ فِيْ الأَكْثَرِ عَليٰ مَا أُضِيْفَ إِليٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ، فَهِيَ مُرَادِفَةٌ لِلْحَدِيْثِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيْثِ

মুহাম্মাদ কারদ আলী বলেন-

اَمَّا السُّنَّةُ أَيْ اَلْحَدِيْثُ فَهُوَ عِلْمٌ بِأُصُوْلٍ يُعْرَفُ بِهَا اَحْوَالُ حَدِيْثِ الرَّسُوْلِ مِنْ صِحَّةِ النَّقْلِ عَنْهُ وَضِعْفِهِ-وَطُرُقِ التَّحَمُّلِ وَالاَدَاءِ-وَفِيْ الِاصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ قَوْلُ النَّبِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِه وَصِفَتِهِ حَتّى الْحَرَكَاتِ السُّكْنَاتِ فِيْ الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ وَيُرَادُفُهُ السُّنَّةَ عِنْدَ الاَكْثَرِ.

[বি. দ্র. ড. মুস্তফা আস সাবা'ঈ, *আস্ সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, মিসর: দারুস্ সালাম, তা. বি., পৃ. ৭৩; আহ্মাদ ইব্ন মুহম্মাদ আল-ফায়উমী, *আল-মিসবাহুল-মুনীর*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং., ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ২৯২; যাকী উদ্দীন শা'বান, *উসূলুল ফিক্হুল ইসলামি*, *মিসর*: মাতবা'আতু দারিত্-তা'লীফ, ৩য় সং., ১৯৬৪ খ্রি., পৃ. ৫৭; আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-'আমিদী, *আল-ইহ্কাম ফী উসূলিল-আহকাম*, বৈরূত: দারুল-কিতাবিল-'আরাবি, ৩য় সং., ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ২৪১; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *তাওজীহুন্-নাযার ফী তাওযীহি নুখবাতুল ফিকার*, ঢাকা: কুতুব খানায়ে রশীদিয়্যাহ্, তা. বি., পৃ. ৩; *আল-ইসলাম ওয়া হাযারাতুল 'আরাবিয়্যাহ্*, খণ্ড- ২, পৃ. ২১; *Encyclopeadia of Religion and Ethics,* Vol- 7, P. 862]

৫. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করা।

৬. সৃষ্টির রহস্য ও আল্লাহর অপার শক্তির উপর গবেষণা করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।

৭. মানব কল্যাণের উপাত্ত ও উপকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে যথাযথ মানব কল্যাণের পথে ধাবিত হওয়ার যোগ্য করে তোলা।

৮. মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে তাকে সু-ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদী হিসেবে গড়ে তোলা।

৯. বিশ্বের পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় নতুন নতুন সমস্যার সমাধান কল্পে কুর'আন-সুন্নাহভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

১০. ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা, তার আলোকে সকল ধর্মের উপর এ ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার যোগ্য ধারক ও বাহক সৃষ্টি করা।

১১. ইসলামি তাহযীব ও তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের চাহিদার বাস্তবায়নের সহায়তা করা।

ইসলামি শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদর্শিত পন্থায় দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করার মহান লক্ষ্যে যোগ্যতা অর্জনের নাম ইসলামি শিক্ষা। এ পর্যায়ে কুর'আনুল কারীমে উদ্ধৃত আয়াতখানি এর সমর্থনে পেশ করা যায়, "যারা 'ইলমে পারদর্শী, তারা বলে আমরা আল্লাহ'র উপর ঈমান এনেছি, সবকিছুই আল্লাহ থেকে অবতীর্ণ, এটা কেবল তারাই স্মরণ করে, যারা জ্ঞানবান।"[৭৩]

উপরে বর্ণিত কুর'আনুল কারীমের আয়াতে কারীমাসমূহ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসসমূহ ইসলামি শিক্ষার্জনের মূল্যবান নির্দেশনা। ইসলামে এ জন্য জ্ঞানীব্যক্তিদের সবচেয়ে সম্মানের পাত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে সর্বোত্তম ইবাদতের মধ্যে নিয়োজিত থাকার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার গুরুত্ব কত বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[৭৪]

ইসলামি শিক্ষার উৎস ও বিষয় সমূহ বিস্তারিতভাবে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলামি শিক্ষার উৎস চারটি: ১. কুর'আন, ২. হাদীস , ৩. ইজমা', ৪. কিয়াস।

শিক্ষা ব্যবস্থা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মোকাবেলায় পরিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে এ শিক্ষা ব্যবস্থা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যেকটি উৎস ও এদেরকে উপলক্ষ করে যে সব শাস্ত্র জন্ম নিয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হল :

এক. আল-কুর'আনুল কারীম

কুর'আনুল কারীম আল্লাহ-এর ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ২৩ বছরে অবতীর্ণ হয়।[৭৫]

---

৭৩. আল-কুর'আন, ৩ : ৬

৭৪. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

৭৫. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনকে মর্যাদা মণ্ডিত রাতে অবতীর্ণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি একে অর্থাৎ কুর'আনকে এক বরকত রাতে অবতীর্ণ করেছি' (আল-কুর'আন- ৪৪: ৩); অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আমি একে কদর রাতে অবতীর্ণ করেছি (আল-কুর'আন, ৯৭: ১-২)। এ অবতরণটি একত্রে হয়নি বরং মানবজাতির প্রয়োজনুসারে সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবত অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, পবিত্র

কুর'আনুল কারীম রাসূলের (স.) জীবদ্দশায় সাহাবীদের "হিফয" করার মাধ্যমে এবং কাঠখণ্ড, চামড়া, গাছের পাতা ইত্যাদিতে লিখে রাখা হত। ওহী লিখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কাতিবে অহীদেরকে নিয়োগ করেন। প্রায় চল্লিশজন সাহাবী কুর'আন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরা যথাযথভাবে তা লিখে রাখতেন।[৭৬] রাসূলের ওফাতের পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক[৭৭] (র.) (মৃত ৬৩৪ খ্রি.) (র.) এবং দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ফারুক[৭৮] (র.) (মৃ. ২৩ হি.)-এর

লাওহে মাহফুয থেকে নিকটবর্তী আসমানে একত্রে অবতীর্ণ হয়েছে আর হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহরই পক্ষ থেকে কুর'আন গ্রহণের সময় হয়েছে সুদীর্ঘ ২৩ বছর। [বি. দ্র. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূত্বী, *আল-ইতকান ফি উলূমিল কুর'আন*, খণ্ড- ১, পৃ. ৪০; মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযীম আয-যারকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুর'আন*, মক্কা: মাকতাবাতু নায়ার-ই মুস্তফা আল-বায, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৬ খ্রি, পৃ. ২০৭]

৭৬. মুহম্মদ 'আলী সাবুনী, *আত-তিবয়ান ফী 'উলূমিল কুর'আন*, মিসর: দারুস সাবূনী, ২০০৩ খ্রি./১৪২৪ হি., পৃ. ৪৪

৭৭. তাঁর নাম 'আব্দুল্লাহ, ডাক নাম আবূ বকর, কুনিয়াত আবূ কুহাফা, উপাধি সিদ্দীক, আতীক, পিতারনাম 'উসমান, মাতার নাম সালমা। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের প্রায় দুবছর পর কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞান, মেধা, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, সচ্চরিত্রের জন্য আপামর মক্কাবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। জাহিলী যুগে মক্কাবাসীদের দিয়াত বা রক্তের ক্ষতিপূরণের সমূদয় অর্থ তার কাছে জমা হত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়্যাত লাভের কথা ঘোষণা করলে সবাই তার নিকট থেকে সরে যায় এবং বিরোধিতা শুরু করে। একমাত্র আবূ বকর (র.) বিনা দিধায় তাঁর নবুওয়্যতের প্রতি ঈমান আনেন। ইসলামের জন্য তিনি তার সব সম্পদ ওয়াক্ফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখে মি'রাজের কথা শুনে অনেকেই যখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে দোল খাচ্ছিলেন তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরতের সময় তিনি ছিলেন তার দেহরক্ষী, সঙ্গী ও বন্ধু। সওর গুহায় তিন দিনের আত্মগোপনের সময় তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয় ব্যক্তি। চতুর্থদিনে মহানবীকে নিয়ে গোপন পথে সব বাধা অতিক্রম করে উপনীত হয়েছিলেন মদীনায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তিনি সব যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ-এর ইন্তিকালের পর ইসলামি সাম্রাজ্যের খলীফার দায়িত্ব অর্পিত হয় তার ওপর। তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাকাত দানে বাধ্য করেন। মিথ্যা নবুওয়্যাতের দাবীদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইসলামের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন। তিনি সর্ব প্রথম 'ওমর (র.)-এর পরামর্শে সম্পূর্ণ কুর'আন একস্থানে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। অবশেষে দু'বছর তিন মাস দশদিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার পর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা মোবারকের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়। [বি. দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, আল-খুলাফাউর রাশিদূন খণ্ড, বৈরূত: মুআস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৭-৭৬; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল-হুফ্ফায*, বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তা. বি., খণ্ড- ১, পৃ. ২-৫; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, দিল্লী: মাকতাবাতু আশ'আতিল-ইসলাম, তা. বি., পৃ. ২৬-১০১; ইব্ন কুতায়বা, *আল-মা'আরিফ*, বৈরূত: দারুল-কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৯৮-১০৪; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *আল-ইসাবা*, বৈরূত: দারুল-ফিকর, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি., খণ্ড- ৩, পৃ. ২০৫-২২৪; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, কায়রো: মাতবা'আতু এসতিকামাত, ১৯৩৯ খ্রি., খণ্ড- ৩, পৃ. ৬১২]

৭৮. তাঁর নাম 'উমর, লকব ফারুক, কুনিয়াত আবূ হাফস, পিতার নাম খাত্তাব, মাতার নাম হানতামা। তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আদী গোত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের তের বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি তৎকালীন অভিজাত 'আরবদের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় যথা যুক্তিবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা, বংশ তালিকা প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। 'আরবের 'উকায' মেলায় তিনি কুস্তি লড়তেন। তিনি ছিলেন এক মস্তবড় পাহলয়ান এবং জাহিলী 'আরবের এক বিখ্যাত ঘোড় সাওয়ার। 'আল্লামা জাহিয বলেছেন, 'উমর ঘোড়ায় সওয়ার হলে মনে হত ঘোড়ার চামড়ার সাথে তার শরীর মিশে গেছে। ঐতিহাসিক বালাযুরীর মতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির সময় গোটা কুরায়শ বংশে মাত্র

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফতকালে কুর'আনুল কারীমকে গ্রন্থাকারে একত্র করার কাজ শুরু হয়। তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান[৭৯] ইব্ন 'আফ্ফান (র.)-এর শাসনামলে তা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। তিনি এ মহান দায়িত্ব

সতের ব্যক্তি লেখা পড়া জানত তাদের মধ্যে 'উমর (র.) একজন। তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে গিয়ে বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণ করার কথা শুনে তাদের ওপর আঘাত করলে রক্তাক্ত বোন-ভগ্নির প্রতি মায়া সৃষ্টি হয় এবং এ দৃশ্যে মর্মাহত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে ও সকল ঘটনায় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তার কন্যা হাফসাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বিয়ে দেন। হযরত আবূ বকর (র.) ও 'উমর (র.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তারাত ধর্মীয় কার্যে আমার জন্য কর্ণ ও চক্ষু স্বরূপ। হযরত আবূ বকর (র.) তাকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করে গেলে ১৩ হি./৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘ দশ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। তার শাসনামলে 'ইরাক, আর্মেনিয়া, ইরান, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, পশ্চিম ভারত (পাকিস্তান), শাম, আনাতোলিয়া, মিসর, লিবিয়া সহ ছোট বড় ১০৩৬টি শহর বিজিত হয়। তিনি হিজরী সন প্রবর্তন, তারাবীর নামায জাম'আতে পড়ার ব্যবস্থা, জন শাসনের জন্য দর্ররা বা ছড়ির ব্যবহার, মদপানে আশি বেত্রাঘাত নির্ধারণ, নাগরিক তালিকা তৈরী, প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু, সেনাবাহিনীর ক্যাডার বিন্যাস সহ অসংখ্য জন কল্যাণমূলক প্রথা চালু করেন। তার শাসন ও ন্যায় বিচারের কথা বিশ্ব বাসীর নিকট এক বিস্ময়কর কিংবদন্তীর ন্যায়-ছড়িয়ে আছে। ফজরের নামাযে দাড়ানো অবস্থায় এ মহান খলীফাকে ঘাতক আবূ লু'লু ছুরিকাঘাত করলে, তিনি ২৩ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। হযরত মুহাযির (র.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। রওজায়ে নববীর মধ্যে সিদ্দীকে আকবরের কবরের পার্শ্বে তাকে দাফন করা হয়। [বি. দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা,* আল-খুলাফাউর রাশিদূন, পৃ. ৭১-১৩৭; ইব্ন কুতায়বা, *আল-মা'আরিফ,* পৃ. ১০৪-১১০; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা.* পৃ. ১০২-১৩৭; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল-হুফ্ফায,* খণ্ড- ১, পৃ. ৫-৮; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *আল-ইসাবা,* খণ্ড- ৪, পৃ. ৩-৫; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *তাহযীবুত্-তাহযীব,* খণ্ড- ৬, বৈরূত: দারুল-ফিকর, ১ম সং., ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৪৫-৪৭; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *তাকরীবুত্-তাহযীব,* বৈরূত: দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ৪২৭]

৭৯. তাঁর নাম 'উসমান, কুনিয়াত আবূ 'আমর, আবূ 'আব্দিল্লাহ, আবূ লায়লা, লকব যুন-নূরাইন, পিতার নাম আফ্ফান, মাতার নাম আরওয়া বিনত কুরায়য। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের প্রায় ছয় বছর পর ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ কারীদের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণকারী চার ব্যক্তির মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি। হযরত 'উসমান (রা.)-এর ছিল কুরায়শদের প্রাচীন ইতিহাসে গভীর জ্ঞান। তাঁর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সৌজন্য ও লৌকিকতাবোধ ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য সব সময় তার পার্শ্বে মানুষের ভীড় জমে থাকত। জাহিলী যুগের কোন অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। লজ্জা ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যৌবনে তিনি অন্যান্য অভিজাত কুরাইশদের মত ব্যবসা শুরু করেন। সীমাহীন সততা ও বিশ্বস্তার গুণে ব্যবসায় অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন এবং গণী উপাধিতে ভূষিত হন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা রুকায়য়্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। হিজরী দ্বিতীয় সালে মদীনায় রুকায়য়্যা ইন্তিকাল করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মু কুলসুমকে তার সাথে বিয়ে দেন। এজন্য তাঁকে 'যুন্-নূরায়ন' বা দুই জ্যোতির অধিকারী বলা হয়। ইসলাম গ্রহণ করার পর ৫ম হিজরীতে তিনি স্ত্রী রুকায়্যাহ সহ হাবসায় হিজরত করেন। বদর ছাড়া তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামের জন্য তার অবদান অবর্ণনীয়। ইসলামের সংকটকালে আল্লাহর রাস্তায় তিনি যেভাবে খরচ করেছেন অন্য কোন ধনাঢ্য মুসলমানের মধ্যে তার কোন নজীর নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বারবার জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে 'উসমান। হযরত 'উমর (রা.) শহীদ হওয়ার পর কাবুল থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল খিলাফতের খলীফা নির্বাচিত হন তিনি এবং দীর্ঘ বার বছর খিলাফত পরিচালনা করার পর বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে ৩৫ হিজরীতে কুর'আন তিলাওয়াত অবস্থায় শহীদ হন। জান্নাতুল বাকীর 'হাশশে কাওকাব'

Dhaka University Institutional Repository

পালনের মাধ্যমে 'জামি'উল কুর'আন' নামে ইসলামের ইতিহাস স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তখন থেকে কুর'আনুল কারীমকে সারা বিশ্বের মুসলমানদের নিকট গ্রন্থাকারে পেশ করা শুরু হয়। আজও তা চলমান গতিতে অব্যাহত রয়েছে। কুর'আনুল কারীম 'আরবি ভাষায় নাযিল করা হয়েছে।

সেজন্য দুনিয়ার মুসলমানদের স্বাভাবিক চাহিদার আলোকে-এর প্রয়োজনীয় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সাথে সাথে কুর'আনুল কারীমকে নানা ভ্রান্ত মতবাদ ও ভুল ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত করার জন্য সাহাবায়ে কিরাম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসের নিরিখে কুর'আনুল কারীমের ব্যাখ্যা করার ব্যবস্থা করেন এবং সর্বসাধারণের নিকট পেশ করেন। কুর'আনুল কারীমের আয়াত দ্বারা দৈনন্দিন জীবনের মাস'আলা-মাসাইল এবং বিধানাবলী ঘোষণা করতেন।[৮০]

পরবর্তী সময়ে কুর'আনুল কারীমের বিশুদ্ধতাকে পবিত্র ও নির্ভুল করার জন্য নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। যা ইলমে তাফসীর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৮১] পরবর্তীকালে তাফসীরের মূলনীতি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। উক্ত মূলনীতিকে উপলক্ষ্য করে 'উসূলুত্-তাফসীর' নামে অপর একটি শাস্ত্র প্রণয়ন করা হয়। এর উপর গ্রন্থাবলী ও রচিত হয়। জালাল উদ্দীন আস্-সুয়ূত্বী (র.) 'আল-ইত্কান ফী 'উলূমিল কুর'আন' রচনা করেন। এর পূর্বে আবূ জা'ফর ইব্ন যুবাইর আবূ হাইয়্যান কুর'আনের বিন্যাস সম্পর্কে একটি বিশেষ গ্রন্থ রচনা করে নাম রেখেছেন 'আল-কুর'আন ফী মুনসিবাতি তারতীলে সূরাতিল কুর'আন'।[৮২]

এক কথায় বলতে গেলে লাওহে মাহফূযের এ শাশ্বত বাণীকে বিশুদ্ধ রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা মনীষীরা গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-.بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ "কুর'আন হাকীম লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত রয়েছে।"[৮৩] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয়ই আমি কুর'আন নাযিল করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষণকারী।"[৮৪]

সে কারণে কুর'আনুল কারীম ইসলামি শরী'আত তথা ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের আধার হিসেবে 'অতন্দ্র প্রহরীর' মতো দণ্ডয়মান রয়েছে। আল-কুর'আনের আলোকবর্তিকা দ্বারা প্রদীপ্তমান রয়েছে মুসলিম জাতি।

নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। [বি. দ্রঃ ইব্ন কুতায়বা, *আল-মা'আরিফ*, পৃ. ১১০-১১৭; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, আল-খুলাফাউর রাশিদূন খণ্ড, পৃ. ১৪৯-২১১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরাতুল-হুফ্ফায*, খণ্ড -১, পৃ. ৮-৯; ইব্ন সা'দ, *আত্-তাবাকাতুল-কুবরা*, বৈরূতঃ দারুল-কিতাবিল 'আরাবি, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি., খণ্ড- ৩, পৃ. ৩৯-৬১; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *আল-ইসাবা*, খণ্ড- ৩, পৃ. ৪২৫-৪২৭; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *তাহযীবুত্-তাহযীব*, খণ্ড- ৫, পৃঃ ৫০২-৫০৪; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *তাকরীবুত্-তাহযীব*, খণ্ড- ১, পৃ. ৩৯৪; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ১৩৮-১৫৫; ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, *তারীখুল ইসলাম*, বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৩ম সং., ১৪১১ হি./২০০১ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ২০৬-২১৬]

৮০. মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযীম আয-যারকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

৮১. মুহম্মদ আলী সাবূনী, *আত-তিবয়ান ফী 'উলূমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৮২. মান্না'উল কাত্তান, *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুর'আন*, রিয়াদ : মক্কাতুল মোকাররমা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি./১৪৩১ হি., পৃ. ৩৪৭

৮৩. আল কুর'আন, ৮৫ : ২১-২২

৮৪. আল কুর'আন, ৪৯ : ৯

দুই. আল-হাদীস

আল-হাদীস ইসলামি শরী'আত তথা ইসলামি শিক্ষার দ্বিতীয় উৎস মূল। এটি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবদ্দশায় শাস্ত্র বা গ্রন্থাকারে রচিত হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুর'আনুল কারীমের বিশুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য হাদীস সমূহ লিখতে বা গ্রন্থাকারে একত্র করতে নিষেধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের বলতেন; এরূপ লেখার নিয়ম তোমরা ত্যাগ কর; কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ কর। এর সাথে অন্য কিছু মিশ্রণ করিও না। তদুপরী সাহাবীদের তীক্ষ্ম মেধা ও হিফযের ক্ষমতা গ্রন্থাকারে রক্ষিত রাখার মতই হাদীসের ভাণ্ডার রক্ষিত থেকে যায়। তাছাড়া কতিপয় সাহাবী নবীপ্রেমের অংশ হিসেবে গোপনে বহু হাদীস লিখে রেখেছেন, যেগুলোর সংখ্যা ও পরিমাণ ছিল বিপুল। হযরত 'আলী[৮৫] ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট এরূপ অনেক হাদীসের ভাণ্ডার সুরক্ষিত ছিল।[৮৬]

---

৮৫. তাঁর নাম 'আলী, লকব আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতাজা, কুনিয়াত আবুল হাসান, আবূ তুরাব, পিতার নাম আবূ তালিব 'আবদে মান্নাফ, মাতা ফাতিমা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে কুরায়শ বংশে হাশিমী শাখায় তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই। বালকদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। তিনি হযরত খাদীজা (রা.)-এর দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট রক্ষিত আমানত সমূহ হযরত 'আলী (রা.)-এর নিকট ফেরৎ দেওয়ার নিমিত্তে প্রদান করত: স্বীয় বিছানায় তাকে ঘুমাবার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। দ্বিতীয় হিজরী সালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তমা কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বিয়ে করার মাধ্যমে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জামাই হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ইসলামের জন্য তার অবদান অতুলণীয়; একমাত্র তাবুক অভিযান ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তিনি সকল যুদ্ধে ও অভিযান সমূহে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে হায়দার উপাধিসহ 'যুল-ফিকার' নামক তরবারী দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত 'আলী (রা.) তাকে গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। জীবিকার অনটন হযরত 'আলীর (রা.) ভাগ্য থেকে কোন দিন দূর হয়নি। ক্ষুধার জালায় তিনি পেটে পাথর বেধে দিনাতিপাত করেছেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানের দরজা। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য তার নিকট এসে দেখতে পেত তিনি উটের রাখালী করছেন। ছেড়া, তালি লাগানো ও মোটা পোশাক ছিল তার সারা জীবনের পরিধেয় বস্ত্র। হযরত 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর ভয়ানক রাজনৈতিক এক জটিল পরিস্থিতিতে খিলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে তিনি নানাবিদ সমস্যা ও যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে খিলাফত পরিচালনা করতে থাকেন। এমতাবস্থায় ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় পাপাত্মা ইব্‌ন মুলজিম তাকে হত্যা করার জন্য তরবারী দিয়ে আঘাত করে। ফলে ১৭ রমযান ৪০ হিজরীতে কূফায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হযরত হাসান ইব্‌ন 'আলী (রা.) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। কুফা জামে' মসজিদের পার্শ্বে মতান্তরে নাজাফে তাকে সমাহিত করা হয়। [বি.দ্র. ইব্‌ন সা'দ, *আত্-তাবাকাতুল-কুবরা*, খণ্ড- ৩, পৃ. ২১; ইব্‌ন কুতায়বা, *আল-মা'আরিফ*, পৃ: ১১৭-১২৭; ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, *আল-ইসাবা*, খণ্ড- ৩, পৃ. ৪৯৩-৪৯৭; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তাযকিরতুল-হুফ্ফায*, খণ্ড- ১, পৃ. ১০-১৩; ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, *তাহযীবুত্-তাহযীব*, খণ্ড- ৫, পৃ. ৬৯৭-৭০১; ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, তাকরীবুত্-তাহযীব, খণ্ড- ১, পৃ. ৪১৫; ইব্‌ন কাসীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ*, খণ্ড- ৪, পৃ. ১০৬; মুহাম্মদ খাদারী বেক, *তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ*, মিসর: আল-মাকতাবাতুত্-তিজারিয়্যাল কুবরা, ১৯৬৯ খ্রি., খণ্ড- ২, পৃ. ৭৯-৮০; ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, *তারীখুল ইসলাম*, খণ্ড- ১, পৃ. ২১৬-২২৩]

৮৬. ড. মুস্তাফা আস-সাবা'ঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, কায়রো: দারুস-সালাম, ৫ম সং. ২০১০ খ্রি./১৪৩১ হি., পৃ. ৭০

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে হাদীস শ্রবণ ও তা মুখস্থ করতে জোর তাগিদ দিয়েছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন- 'আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে আলোকাভাসিত করে দেবেন, যে আমার কথা শুনে স্মরণ করে নিল, পুনঃ তাকে সংরক্ষণ করল, অপরের নিকট তা পৌঁছে দিল। অনেক জ্ঞান বহনকারী লোক এমন ব্যক্তির নিকট উহা পৌঁছে দেয় যে তা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।'[৮৭]

অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি মুসলিম উম্মতের দ্বীন সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে একজন ফিক্হবিদ বানিয়ে দেবেন এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফা'আতকারী ও সাক্ষী হব।[৮৮]

ইসলাম প্রচার ও প্রসার করার নিমিত্তে সাহাবীরা ব্যাপক সাধনা করেন। কুর'আনের সাথে সাথে হাদীসের প্রচার করতে বিভিন্ন দেশে তাঁরা বের হয়ে পড়েন, হাদীস শিক্ষা দানের জন্য বিভিন্ন এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। হযরত আবূ ইদরীস খাওলানী (রা.) হিমস শহরে হাদীস শিক্ষা দেন। নসর ইব্ন আসিমুল লাইসী বলেন, কুফা নগরীতে হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান হাদীস শিক্ষাদান করেন।[৮৯] হযরত 'আয়শা (রা.) মদীনায় হাদীস শিক্ষা দান করতেন। বহু মহিলা ও সাহাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও শিক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.), 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) 'আমর ইব্নুল 'আস (রা.) এবং হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন।[৯০]

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) কুফা নগরে নিয়মিত হাদীস শিক্ষা দিতেন। তাঁর নিকট চার হাজার শ্রোতা ও ছাত্র হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) ইলমুল হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার আয়ত্ব করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর তিনি তা লক্ষাধিক জ্ঞান পিপাসুর নিকট পৌঁছিয়েছেন। এভাবে হাদীসের চর্চা ও প্রচারের কাজ আরব ও অনারব এলাকায় খুলাফা-ই রাশিদার সময়কালেই পৌঁছে যায়।

তা'বিঈ ও তাবি'-তাবি'ঈন (র.)-এর যুগে ব্যাপকভাবে হাদীসের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়।[৯১] এ যুগে মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদু ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও মুসনাদু আহমদ এ তিনটি গ্রন্থের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীস সংকলনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সংযোজন হল সিহাহসিত্তা প্রনয়ণ। এ সময় সংকলিত সিহাহসিত্তা এতই প্রামাণ্য, পূর্ণাঙ্গ এবং পরিমার্জিত রূপ লাভ করে যে, এরপর নতুন করে হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। এ সিহাহ সিত্তার সংকলকেরা হলেন জগৎবিখ্যাত ছয় জন মহামনীষী। (ক) ইমাম বুখারী (র.) (১৯৪-২৫৬ হি.), (খ) ইমাম মুসলিম (র.) (২০৪-২৬১ হি.), (সা.) ইমাম আবূ দাউদ (র.) (২০২-২৭৫ হি.), (ঘ) ইমাম তিরমিযী (র.)

---

৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ, *সুনান-ই ইব্ন মাজাহ*, খণ্ড-১, কায়রোঃ মাত্বা'আতুল ইসলামিয়া, ১ম সং., ১৩১৩ হি., পৃ. ৫১

৮৮. ওয়ালী উদ্দীন খত্বীব আত্-তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দিল্লীঃ তা. বি., পৃ. ৩৫০

৮৯. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খত্বীব, *আস-সুন্নাতু কাবলাতাত তাদভীন*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০৮ খ্রি./১৪২৮-২৯ হি., পৃ. ১১০-১১৫

৯০. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ৪২৩

৯১. মান্না'উল কাত্তান, *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুর'আন*, পৃ. ৫৪

(২০৯-২৭৯ হি.), (ঙ) ইমাম নাসায়ী (র.) ও (চ) ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র.) (২০৯-২৭৩ হি.)।[৯২] তাঁদের সংকলিত ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলা ধরা হল-

ক. সহীহ বুখারী

এটি ইমাম বুখারী (র.) কর্তৃক সংকলিত বিশাল বিশুদ্ধ হাদীস সম্ভার। এতে মোট ৭২৭৫টি হাদীস রয়েছে, যা ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাইকৃত। সহীহ বুখারী প্রণেতা হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরা আল-জু'ফী আল-বুখারী। তিনি বর্তমান উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের বুখারা নগরে ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল জুমা'বার জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললে তাঁর মাতার দু'আর বদৌলতে স্বপ্নে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মাধ্যমে মূল্যবান চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ইমাম বুখারী (র.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস সংগ্রহে জীবন উৎসর্গ করেন। বাগদাদ, মক্কা, বসরা, কুফা, দামিস্ক প্রভৃতি শহরে সফর করে অধিক সতর্কতার সাথে ছয় লক্ষ সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করেন এবং এক লক্ষ সহীহ হাদীস ও দু'লক্ষ গাইরে সহীহ হাদীস মুখস্থ করেন। হাদীস বিশারদদের নিকট তিনিই শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস।[৯৩] সহীহ বুখারী একাধিকবার উদ্বৃত হাদীস সহ সর্বমোট নয় হাজার বিরাশি (৯০৮২)টি। উহার মু'আল্লিক[৯৪] মুতাবি'আত[৯৫] ও মওকুফাত[৯৬] বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত হাজার তিনশত সাতানব্বই (৭৩৯৭)টি। অপর বর্ণনায় দুই হাজার সাতশত একষট্টি (২৭৬১)টি। বুখারার বাদশাহ খালিদ ইব্ন আহমদ আযযাহী (র.)-এর সাথে মনোমালিন্য হয়ে খরতংকে চলে যান এবং এখানেই ২৫৬ হি. 'ঈদুল ফিতরের রাতে ইন্তিকাল করেন।[৯৭]

খ. সহীহ মুসলিম

এটি ইমাম মুসলিম (র.) কর্তৃক সংকলিত। এতে ৪০০০ (চার হাজার) হাদীস সংযোজিত হয়েছে যা তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাইকৃত। এই সহীহ গ্রন্থের সংকলক হলেন ইমাম মুসলিম (র.)। তাঁর পূর্ণ নাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আল-নিশাপুরী। তিনি খুরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে ২০১-২০৪ হি. তাঁর শায়খদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবরাহীম বিন খালিদ আল ইয়াসকুরী, ইবরাহীম ইব্ন আরআরহ, আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ প্রমূখ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ কুরাইশ বলেন, ইমাম মুসলিম (র.)-কে ইহজগতের চারজন হাফিযে হাদীসের

---

৯২. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরবি, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৩৬৪

৯৩. জিয়া উদ্দীন ইসলাহী, *তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, আযমগড় : দারু মতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৬৮ খ্রি., পৃ. ২০৫-২০৬

৯৪. সনদের ইনকিতা' (বর্ণনাসূত্রের বিচ্ছিন্নতা) যদি প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক হাদীস বলে। [বি.দ্র. *আস্-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহু*, মুকাদ্দামাতুশ শায়খ-ই দেহলভী, *তাইসীরু মুসতালাহুল হাদীস*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯৬ খ্রি./১৪১৭ হি., পৃ. ৬৯]

৯৫. এক হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীস'র অনুরূপ যদি অপর বর্ণনাকারী কোন হাদীস পাওয়া যায়, তবে বর্ণনাকারীর হাদীসটিকে প্রথম বর্ণনাকারীর হাদীসটির মুতাবি' বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে মুতাবি'আত বলে। [বি.দ্র. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা 'আওনুল-বারী*, রাজশাহীঃ আল মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ২৪১]

৯৬. যে হাদীস বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি সাহাবীর প্রতি সম্পর্ক করা হয়, তাকে মাওকূফ বলে। [বি.দ্র. ড. মুহাম্মদ ত্বাহ্হান, *তাইসীরু মুসতালাহুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০]

৯৭. ড. মুস্তফা আস্-সাবা'ঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিততাশরী'য়িল ইসলামি*, মিসরঃ দারুস্সালাম, ৫ম সং., ২০১০ খ্রি./১৪৩১ হি., পৃ. ৩৯৯-৪০১

একজন। অপর তিনজন হলেন ইমাম বুখারী, আবু যুর‘আ ও আব্দুল্লাহ্ দারিমী। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে খ্যাতিমান মুহাদ্দিস হলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘ঈসা আত-তিরমিযী, ইবরাহীম ইসহাক আস-সাইরাফী, আবূ উয়াযাহ্ ও আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মা প্রমূখ।[৯৮]

গ. সুনানুন্-নাসা’ঈ

এটি ইমাম নাসা’ঈ (র.) কর্তৃক সংকলিত সহী হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। প্রথমে তিনি সুনানুল কুবরা, পরে আস্ সুনানুস সুগরা এবং সর্বশেষ ‘মুজতবা’ রচনা করেন। সুনানে নাসা’ঈর প্রণেতা হলেন- ‘আব্দুর রহমান আহমদ ইব্‌ন শু‘আয়ইব ইব্‌ন ‘আলী নাসা’ঈ। খুরাসান অন্তর্গত ‘নাসা’ নামক শহরে ২১৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৯৯] তিনি ছিলেন হাদীসের বড় হাফিয। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ১৫ বৎসর বয়সেই বিভিন্ন দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন। তাঁর সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিশাল হাদীস ভাণ্ডার হতে একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেন। এটির নাম আস সুনানুস সুগরা। যেটির পরিবর্তিত নাম ‘আল-মুজতবা’ (সঞ্চয়িতা)। ইমাম নাসা’ঈ তাঁর সুনান প্রণয়নে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক সংকলিত যথাক্রমে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থের প্রণয়ন রীতির অনুসরণ করেছেন। এ গ্রন্থখানির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম নাসা’ঈ বলেছেন হাদীসের সঞ্চয়ন ‘মুজতবা’ গ্রন্থে উদ্বৃত সমস্ত হাদীসই বিশুদ্ধ।[১০০]

ঙ. জামি‘উত্ তিরমিযী

তিরমিযী গ্রন্থকে জামি‘ ও সুনান বলা হয়। গ্রন্থের সংকলক হলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘ঈসা ইব্‌ন সাওরাতা ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জাহকুয আস্-সুলামী আত্-তিরমিযী। তিনি জীহুন নদীর বেলাভূমিতে স্থিত ‘তিরমীয’ শহরে ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।[১০১]

তিনি হাফিযে হাদীস ছিলেন। তৎকালীন খ্যাতিমান মুহাদ্দিসদের থেকে তিনি হাদীসের শিক্ষা ও সংকলন করেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ, ইসহাক ইব্‌ন মূসা, সায়ীদ ইব্‌ন ‘আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল বুখারী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তিনি জামি‘উত্ তিরমিযী কিতাবখানা ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম বুখারী অনুসৃত গ্রন্থ প্রণয়ন রীতি অনুযায়ী সংকলন করেন। ফিক্‌হ-এর অনুরূপ অধ্যায় রচনা করেন এবং এতে ব্যবহারিক প্রয়োজন সম্পন্ন সম্বলিত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত করেন। ফলে গ্রন্থটি অপূর্ব সমন্বয় ও বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।[১০২] ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান প্রণয়ন সমাপ্ত করে তা মুসলিম বিশ্বের হাদীস বিশারদদের কাছে যাচাই করতে পেশ করে বলেন, ‘আমি এ হাদীস সনদযুক্ত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে একে হিজাযের উল্লেখযোগ্য হাদীস বিশারদদের সমীপে পেশ করলাম। তাঁরা ইহা দেখে খুবই পছন্দ করলেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এরপর একে খুরাসানের হাদীসবিদদের খেদমতে পেশ করি। তাঁরাও এতে অত্যন্ত সন্তোষ

---

৯৮. ড. মুহাম্মদ ‘উজাজ আল-খত্বীব, *উসূলুল হাদীস*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪৩২-১৪৩৩ হি./২০১১ খ্রি., পৃ.২১৩

৯৯. গোলাম রাসূলুল্লাহ্ সা‘ঈদী, *তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, লাহোরঃ ফরিদ বুক ষ্টল, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ২৯৯-৩০০

১০০. মুহাম্মদ আবু যাহু, *আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল ‘আরবী ১৪০৪ হি., ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৩৬০

১০১. ইব্‌ন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১১শ, মিসরঃ তা. বি., পৃ. ৬৭; ড. মুহাম্মদ ‘উজাজ আল-খত্বীব, *উসূলুল হাদীস*, দারুল ফিকরঃ ১৪৩২-১৪৩৩ হি./২০১১ খ্রি., পৃ. ২১১

১০২. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮

প্রকাশ করেন।'[১০৩] ইমাম তিরমিযী এ গ্রন্থ সম্পর্কে অনন্য দাবী পেশ করেন বলেন, 'যার ঘরে এ কিতাব থাকবে, মনে করা হবে, তার ঘরে স্বয়ং নবী করীম (সা.) অবস্থান করছেন এবং নিজে কথা বলছেন। ইলমে হাদীসের অসাধারণ খিদমত আঞ্জাম দিয়ে তিনি তিরমিয শহরে ২৭৯ হি. সালে ৭০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[১০৪]

চ. সুনানু আবী দাউদ

সিহাহ সিত্তার তথা বিশুদ্ধ ছয়টি গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানু আবী দাউদ অন্যতম। এতে হাদীসের সংখ্যা ৪৮০০টি (চার হাজার আটশত)। সুনানের প্রণেতা হলেন সুলাইমান ইবনুল আশ'আস ইব্‌ন ইসহাক আল-আসাদী আস-সিজিস্তানী। সিজস্তান হল কান্দাহার ও চিশ্‌ত এর নিকটবর্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানেই তিনি ২০০২ হিজরী সালে ৮১৭ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।[১০৫] তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীস শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায সফর করেন এবং তৎকালীন হাদীসবেত্তাদের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, 'উসমান ইব্‌ন আবূ সাইবা, কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ প্রমুখ তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[১০৬]

ছ. সুনানু ইব্‌ন মাজা

ইমাম ইব্‌ন মাজা কর্তৃক ৪০০০ (চার হাজার) হাদীস সম্বলিত এ গ্রন্থ প্রণীত। অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক নিয়ে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে যেমন : সঞ্চায়ন সৌন্দর্য, পুনরাবৃত্তিহীন, একের পর এক বর্ণনা, সংক্ষিপ্ততা অথচ পরিপূর্ণতা ইত্যাদি। ৩২টি পরিচ্ছেদ, ১৫০০ অধ্যায় দ্বারা অতি সুনিপুণভাবে তিনি একে বিন্যস্ত করেছেন।[১০৭] তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন। তৎ মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবু তায়্যিব বাগদাদী ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মদ কাযবীনী ও আবুল খুরাসান 'আলী ইব্‌ন ইবরাহীম আল-কাত্তান। তিনি নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস। তিনি সুনান ছাড়াও তাফসীর এবং ইতিহাস সম্পর্কে গ্রন্থ লিখেছেন। অবশেষে ২৮৩ হিজরী সালে শাওয়াল মাসে ওফাতবরণ করেন।[১০৮]

সপ্তম, অষ্টম ও তৎপরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে হাদীস চর্চা শুরু হয়। অবশ্য এর আগেই হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে বিশেষ করে উত্তর ভারত ও লাহোরসহ ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি এলাকায় হাদীসের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়, সপ্তম ও অষ্টম হিজরী সালে তা পূর্ণতা লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন, শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া, কাযী মিনহাযুস সিরাজ জুযানী, বুরহান উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল খায়ির আসাদ বালখী,

---

১০৩. *প্রাগুক্ত*

১০৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা আত্‌-তিরমিযী, *জামি'উত্ তিরমিযী*, সিদকী মুহাম্মদ জামীল আল-আত্তার সম্পাদিত, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৪ খ্রি., খণ্ড- ১ পৃ. ৫৮

১০৫. 'আব্দুল করীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর আস্‌-সাম'আনী, *কিতাব আল-আনসাব*, হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়া, তা. বি, পৃ. ২৯২

১০৬. ড. মুস্তফা আস্‌-সাবা'ঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী'ল ইসলামি*, মিসরঃ দারুস সালাম, কায়রু ৫ম সং., ২০১০ খ্রি./১৪৩১ হি., পৃ. ৪০৫

১০৭. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ নু'মানী, *আল-ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ ওয়া কিতাবুহু আস-সুনান*, বৈরূতঃ মক্তব আল-মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যা, ১৪১৯ হি., পৃ. ১৬৯

১০৮. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮

কামালুদ্দীন জাহিদ, শরফুদ্দীন বুদায়ানী অন্যতম।[১০৯] তাবি‘ঈ ও তাবি-তাবি‘ঈনের অনেকে হাদীসের উপর ছোট বড় গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া হাদীসের জালকরণ, সহীহ হাদীস বের করার পদ্ধতি, আসমাউল রিজাল, বর্ণনাকারীর শ্রেণি বিভাগ, বিভিন্ন প্রকার হাদীস ও গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ প্রণীত হয়। ফলে তাঁদের শাস্ত্র মুসলমানদের মধ্যে একটি জ্ঞান বিজ্ঞান ও অগ্রগতির পাথেয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১০]

তিন. আল-ইজমা‘

ইজমা‘ (إِجْمَاع) শব্দটির দু’টি অর্থ রয়েছে। এক. সংকল্প করা (اَلْعَزْمُ)। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَاجْمَعُوْا اَمْرَكُمْ “তোমরা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সংকল্পবদ্ধ হও।”[১১১] নবী করীম (সা.) বলেন, لاَصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ “এমন ব্যক্তির রোযা গৃহীত হবে না যে রাত্রি বেলা থেকে রোযা রাখার সংকল্প করেনি।”

দুই. ঐকমত্য পোষণ করা (الإِتِّفَاقُ)। যেমন, ‘আরবরা বলেন, أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلٰى كَذَا “সম্প্রদায়টি এ বিষয়ের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছে।”[১১২]

ইসলামি শরী‘আতের পরিভাষায় উদ্ভুত বিষয়ে যুগের মুজতাহিদ পর্যায়ের ‘উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যকে ইজমা বলা হয়।[১১৩]

মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আলী ‘আশ্‌-শাওকানী[১১৪] (র.) (জন্ম ১১৭২ মৃ. ১২৫৫ হি.) বলেন,[১১৫]

فَهُوَ اِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِىْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِيْ عَصْرٍ مِنَ الأَعْصَارِ عَلٰى أَمْرٍ مِّنَ الأُمُوْرِ.

-হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের পর তাঁর উম্মতের কোন এক যুগের মুজতাহিদের কোন একটি বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করাই হল ইজমা‘।’

---

১০৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৯ম সং., ২০০৪ খ্রি./১৪১৫ হি., পৃ. ৫৬৩-৫৬৪

১১০. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১১১. আল-কুরআন, ১০: ৭০

১১২. *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ ওয়াল-‘আলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

১১৩. আবূ ইসহাক ইবরাহীম আস-সিরাযী, *আল-লুমা‘য়ু ফী উসূলিল ফিকহ*, বৈরূত: দারু ইব্‌ন কাসীর, ৩য় সং., তা. বি. পৃ. ১৭৯

১১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আব্দিল্লাহ আশ্‌-শাওকানী আল-ইয়ামানী আস্‌-সান‘আনী। তিনি শাওকান-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ইয়ামান-এর আস্‌-সান‘আতে লালিত পালিত হন। তিনি একদল কুরআন বিশেষজ্ঞের নিকট পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং অনেক গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করেন। তিনি ইতিহাস এবং সাহিত্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে অধিকভাবে মশগুল থাকতেন। তিনি তাঁর পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর বহু ‘আলিম ও ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি যখন তার কোন শায়খের নিকট একটি গ্রন্থ পাঠ করতেন তখন তার শায়খের নিকট অন্যান্য শিষ্য গ্রন্থটি সমাপ্ত করার পূর্বেই তার নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। তিনি সান‘আতে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতাওয়া প্রদান করতেন। জীবনের বিশ বছর পর্যন্ত তিনি ফাতাওয়া কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ১১৪টি। [বি.দ্র. ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, *মু‘জামুল-মাতবু‘আত*, প্রকাশনা স্থানের উল্লেখ নেই: মানসুরাতু মাকতাবাত আয়াতিল্লাহ, ১৪১০ হি., খণ্ড- ২, পৃ. ১১৬০]

১১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আলী আশ্‌-শাওকানী, *ইরশাদুল-ফুহুল*, বৈরূত: দারুল-মা‘রিফাহ, তা. বি., পৃ. ৬৩

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগের পর কোন বিষয়ে শরী'আতের হুকুমের উপর মুজতাহিদদের ঐকমত্য-ই হল ইজমা'। মুসলিম বিশ্বের 'আলিমরা ইজমা' শরী'আতের দলিল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। ইজমা (ঐকমত্য) শরী'আতের দলীল হওয়া উম্মতে মুহাম্মদিয়ার উন্নত মর্যাদার পরিচয়। এ প্রসঙ্গে হাদীস পাক বর্ণিত আছে যে, 'মুসলিমদের ভাল ও কল্যাণমূলক গবেষণাই আল্লাহর কাছে ভাল বলে গণ্য হয়'। অপর বর্ণনায় এসেছে 'আমার উম্মত ভ্রষ্টতায় একত্রিত হতে পারে না'।[১১৬]

চার. আল-কিয়াস

কিয়াস শব্দটি মাসদার (ক্রিয়া মূল)। শাব্দিক অর্থ, অনুমান করা, নির্ণয় করা। যেমন বলা হয় 'আমি গজ দ্বারা কাপড় পরিমাপ করলাম'।[১১৭]

শরী'আতের পরিভাষায় কোন দু'টি বিষয়ে হুকুম সাব্যস্ত করা কিংবা নিষেধ করার জন্য এমন বিষয় দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ের উপর অজ্ঞাত বিষয়কে অনুমান করা যেটি উভয় বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান।[১১৮] কিয়াসের পারিভাষিক সংজ্ঞায় মানার গ্রন্থকার বলেন-

وَفِيْ الشَّرْعِ تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ بِالأَصْلِ فِيْ الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ.

"মূলের হুক্‌ম ও 'ইল্লাতের সাথে শাখাকে অনুমান করা।"[১১৯]

ইমাম ইব্‌ন হুম্মাম বলেন শর'ঈ হুকুমের কোন ইল্লাতে (কারণ) দু'টি বস্তু পরস্পর সমন্বয় করা, যা সাধারণত শব্দ ভাণ্ডারে বুঝা যায় না।[১২০] উল্লেখ্য, প্রথম বস্তুকে মাকীস (যাকে ফরা' বা শাখা বলা হয়) আর দ্বিতীয় বস্তুকে মাকীস 'আলাই (আসল) বলা হয়। মূল এবং উভয় বস্তুর সংশ্লিষ্ট বস্তুকে ইল্লাতে মুশতারিকা বা 'জামি'আ বলা হয়। কিয়াসকারী (গবেষক) এ গবেষণা করে এমন একটি স্থান বা বিষয়ের জন্য হুকুম সাব্যস্ত করবে, যেটির ক্ষেত্রে কুর'আন-হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল নেই। অতঃপর যার উপর গবেষণা করা হয় তা যদি ওয়াজিব পর্যায়ের হয় তাহলে মাকীস 'আলাই (গবেষণাকৃত বিষয়)-এর উপর ওয়াজিব'র হুকুম দিতে হবে। মুজতাহিদের এ গবেষণাই ইসলামি শরী'আতের মধ্যে একটি দলীল হিসেবে গণ্য হয়।[১২১]

---

১১৬. ইমাম আবূ যুহরাহ, *উসূলুল ফিকহ*, মিসরঃ আল-জাওহারাহ, তা. বি., পৃ. ১৭২

১১৭. আলী ইবন মুহাম্মদ আল 'আমিদী, *আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম*, বৈরূতঃ লেবানন, তা. বি. খণ্ড- ৩, পৃ. ২৬১

১১৮. ইউসুফ আল-জুযী, *আল-বুরহান ফী উসূলিল ফিকহ*, বৈরূত : তা. বি., ২য় খণ্ড, পৃ.০৫

১১৯. আহমদ মুল্লা জীওয়ান, *নূরুল-আনওয়ার*, করাচীঃ আল-মাতবা' আস্-সা'দী, তা. বি., পৃ. ২২৮

১২০. মুহাম্মদ খুদরী বেক, *উসূলিল ফিকহ*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি., পৃ. ২৮৯

১২১. মুহাম্মদ রেযা মোযাফফর, *উসূলিল ফিকহ*, বৈরূত : তা. বি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি শিক্ষার ক্রমবিকাশ

ইসলামি শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান মহানবী কর্তৃক প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠান 'দারুল আরকাম'[১২২]। এ প্রতিষ্ঠানে মহানবী (সা.) শিক্ষা দিতেন এবং পরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে শিক্ষাদানের জন্য তিনি কতিপয় সাহাবীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। ইসলামি শিক্ষার প্রাথমিক এ অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামি শিক্ষার অবস্থা আলোচনার পূর্বে ইসলাম পূর্ব শিক্ষা ব্যবস্থা আলোচনা করা প্রয়োজন।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নুবূওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে প্রায় পাঁচ শতাব্দী কালকে আইয়্যামে জাহিলিয়াত বলা হয়।[১২৩] এ সময়ও আরবদের মাঝে যোগ্যতা ও দক্ষতার অসাধারণ সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে ইসলামের অভ্যুদয়ের পর তাদের এ অসাধারণ যোগ্যতা মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিত হয়ে মূল্যবান নৈতিক মানসম্পন্ন ও উন্নত মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের সে শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা বা বিদ্যা বিবেচিত হয়নি বরং তা সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যা ছিল বিশ্ববাসীকে হতবাক করার জন্য এবং দলে দলে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এক বিস্ময়কর অবস্থা। শতধা বিভক্ত, পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত এবং চারিত্রিক অধপতনে চরম বিপর্যস্ত আরব বেদুইনরা সেদিন এ শিক্ষা লাভের ফলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল।[১২৪]

তৎকালীন যুগে সভ্যতার দাবিদার রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য এদেরই পদানত হয়। ইসলাম পূর্ব আরবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন কম ছিল। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন ও আল-হাদীসে এদেরকে উম্মী হিসেবে অভিহিত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিল না, তেমনি গোটা দুনিয়ার মুদ্রণ যন্ত্রেরও প্রচলন ছিল না। তারপরও আরব কবিদের কাব্যশৈলী ও ভাষার উচ্চাঙ্গতার প্রতি দৃষ্টি করলে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। তাদের সাহিত্য ভাণ্ডারের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সাধারণ যে কোন বিষয়ের উপর সাহিত্য রচনায় শব্দসম্ভার, ভাষা, রূপকথা, সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং উপমা উৎপ্রেক্ষার দিক বিচারে আধুনিক ভাষা সাহিত্য তাদের সাহিত্য কর্মের কাছে হার মানতে বাধ্য।[১২৫]

আরবদের সাহিত্যপ্রীতিও বিস্ময়কর। হীরার অধিপতি নু'মান ইব্ন মুনযার আরবদের কাব্যমালা লিপিবদ্ধ করে শুভ্র প্রাসাদের নীচে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘদিন পর ইসলামি যুগে এসে মুখতার ইব্ন আলী 'উবায়দ হীরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে লোকজন আরব্য কাব্যগ্রন্থ পুঁতে রাখা

---

১২২. **দারুল আরকাম :** মাদ্‌রাসা ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক মাদ্‌রাসা। হযরত আরকাম বিন আবুল আরকাম প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)'র নির্দেশে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর বাড়িতে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেই। এ মাদরাসার উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত 'উমার (রা.), হযরত 'উসমান (রা.), হযরত 'আলী (রা.) সহ প্রথমস্তরের সাহাবীবৃন্দ। [বি. দ্র. আবদুল মালেক ইব্ন হিশাম বসরী, *সিরাত-ইন ইব্ন হিশাম*, মিসর : তা. বি., পৃ. ২৪৪]

১২৩. ড. আলী মুহাম্মদ আল আস-সালাভী, *আস্-সীরাতুন নববীয়্যহ*, বৈরূত: ১ম সং., ২০০৪ খ্রি./১৪২৫ হি., পৃ. ২২

১২৪. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১২৫. *প্রাগুক্ত*

সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি অনতিবিলম্বে তা বের করার জন্য নির্দেশ দিলে প্রাসাদ খনন করে এসব কাব্যমালা আবিষ্কৃত হয়। লক্ষণীয় যে, তাদের কাছে আরব্য কাব্যগ্রন্থের অসাধারণ মূল্য থাকার কারণে হীরা মনি মুক্তা বা মূল্যবান সম্পদ প্রাসাদের নীচে পুঁতে না রেখে কাব্যগ্রন্থকে সেখানে সংরক্ষণ করেন।[১২৬]

জাহিলী যুগে সংখ্যায় কম হলেও কিছু বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। সে সময়কার সর্ববৃহৎ 'উকায'[১২৭] মেলায় সাহিত্য সমাবেশ হত। বাল্য বয়সে হযরত মুহাম্মদ (সা.) একদা ইয়াহুদীদের একটি বিদ্যালয়ে গমন করেন বলে হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২৮] তৎকালীন আরবে নামী দামী কবিদের কবিতাগুচ্ছ দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হত। আল-সাবউল মুয়াল্লাকাত বা 'ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তক' আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। তখনকার তায়েফের অধিবাসী গায়লান ইব্‌ন সালমাহ আল-সাকাফী সপ্তাহে একদিন সাহিত্য সভার আয়োজন করতেন।[১২৯]

চিকিৎসা বিজ্ঞানী হারিস ইব্‌ন কালদাহ্ (মৃ. ১৩ হি.) চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইব্‌ন আবি রুমিয়্যাহ আল-তামিনী এবং নযর ইব্‌নুল হারিস, ইব্‌নুল কালদাহ তখনকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিংবদন্তী ছিলেন। সে সময়ে নারী শিক্ষার যৎসামান্য প্রচলন থাকলেও উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা[১৩০] (রা.) ও হযরত উম্মে সালমাহ্[১৩১] (রা.) লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁদের এ শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না; ব্যক্তি উদ্যোগেই তাঁরা শিক্ষা লাভ করেছিলেন।[১৩২]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার প্রচার প্রধানত ইসলামি দাও'আতের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে। এ দাও'আতকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়।

---

১২৬. জুরজী যায়দান, *তারীখুল-লুগাতিল আরবিয়্যাহ*, তা.বি., খণ্ড- ১, পৃ. ৯৫-১১৬; ড. মুহাম্মদ আব্দুল গফুর, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, চট্টগ্রাম: ১৯৯৩ খ্রি./১৪১৪ হি., পৃ. ৯৬

১২৭. **উকায** : আরব জাতি বিশ্বে সংস্কৃতমনা পরিচিতি। উকায মেলার সাহিত্য আসরই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 'উকায স্থানটি তাইফ ও নাখলার মধ্যবর্তী একটি খেজুর বাগান। অসাধারণ বাচনশক্তির অধিকারী প্রাচীন আরবের কবিরা মক্কার অদূরে গিয়ে উকাযের বার্ষিক মেলায় কবিতা পাঠের আসরে প্রতিযোগিতা করতেন। বিজ্ঞ কবি-সাহিত্যিকদের স্বচ্ছ নির্বাচন দ্বারা মনোনীত কবিদের পুরস্কৃত করা হত। বিশেষ করে কা'বা শরীফের দেওয়ালে ঝুলন্ত কবিতাদের কবিরাই বিরল সম্মানের অধিকারী হতেন। আরবদের মধ্যে উৎকৃষ্ট, সাহিত্যময় ও প্রাঞ্জলপূর্ণ কবিদের রচিত কবিতাগুলো কা'বা শরীফের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হত এবং বছর শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের উকায মেলায় বিশেষ সম্মাননা দেয়া হত। [বি.দ্র. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি./ ১৪২৬ হি., খণ্ড- ৫, পৃ. ৪৪৪]

১২৮. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১২৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুল গফুর, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

১৩০. হযরত হাফ্‌সাহ্ (রা.) : তিনি হযরত 'উমার (রা.)-এর কন্যা, মাতা যায়নাব বিনতে মায'উন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)'র মহিয়সী স্ত্রী। নবী কারীম (সা.)'র বিবাহ-আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তিনি খানীস ইব্‌ন হুযাফা আস-সাহমী'র অধীনে ছিলেন। তৃতীয় হি. সনের রমদ্বানুল মুবারকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তার বিবাহ হয়। তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৪৫ হি. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। [বি. দ্র. হায়াত-ই মুহাম্মদ (সা.), পৃ. ৪০৭; সম্পাদনা পরিষদ, *হযরত রাসূল-ই কারীম (সা.) : জীবন ও শিক্ষা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ১৭৩]

১৩১. হযরত উম্মু সালমাহ্ : তিনি প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মীনি। ৫ম হিজরী সালে তাঁর সাথে প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বিবাহ হয়। ৫৯/৬১ হিজরী সালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৩২. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত

১. দা'ঈ বা মুবাল্লিগদের মাধ্যমে,

২. আরব বণিকদের মাধ্যমে,

৩. ইসলামের বিজয় অভিযানের মাধ্যমে।

১. দা'ঈ বা মুবাল্লিগ

মহান ইসলাম ধর্মের দাও'আত বা ইসলামি ভাবধারা তথা মুসলিম জনবসতি কবে চালু হয়েছিল, এ নিয়ে ঐতিহাসিক ও ইসলামি মনীষীদের মধ্যে কিছু মত পার্থক্য আছে। কারো কারো মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর এখানে খুলাফায়ে রাশিদার আমলে মুসলমানদের আগমন ঘটে। তাদের যুক্তি হচ্ছে আবূ হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নিকট থেকে হিন্দ (ভারতবর্ষ)-এর ব্যাপারে ওয়াদা নিয়েছিলেন। অর্থাৎ ভারত জয় করে তথায় ইসলামের দাও'আত পৌঁছানোর জন্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। তাই রাসূলের জীবদ্দশায় ইসলাম পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এভাবে প্রতিশ্রুতি নিতেন না। তারা আরও দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নেয়া প্রতিশ্রুতির আলোকেই হযরত 'উমার (রা.)-এর খিলাফত আমলে এখানে ইসলাম পৌঁছে।[১৩৩]

২. আরব বণিক

বাংলাদেশে ইসলামের আর্বিভাব হয় সাহাবা 'তাবি'ঈন' তথা আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে। আর এর প্রচার ও প্রসার আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে সত্যের দিশারী গভীর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সূফী-দরবেশদের মাধ্যমে। ব্যবসায়ের কারণে এদেশে সামুদ্রিক যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের আগমন সহজ ছিল। ফলে তাঁরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আসলেও দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাই বলা যায় যে, দা'য়ীরা ইসলাম প্রচার করেছেন, আর বণিকরা তা প্রসারে অবদান রেখেছেন।[১৩৪]

৩. ইসলামের বিজয় অভিযান

১২০৩ খ্রি. মুসলিম বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামি শিক্ষার গোড়া পত্তন হয়। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বহু মসজিদ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় রংপুরে (পূর্বতন নদীয়া)। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী এসবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[১৩৫] এভাবে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও খান্‌ক্বাহ্[১৩৬] প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোর মাধ্যমে কুর'আন ও হাদীসের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। ফলে বাগদাদ ও কর্ডোভার অনুসরণে দিল্লী, লক্ষ্মৌ, মাদরাজ,

---

১৩৩. ড. মুহাম্মদ ইসহাক, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ২০

১৩৪. *প্রাগুক্ত*

১৩৫. মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, *রংপুরে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬ খ্রি., পৃ. ৫৬-৭১

১৩৬. খানক্বাহ্ ফার্সি শব্দ। 'খান'-ফক্বীর, দরবেশ, 'ক্বাহ্' স্থান অর্থাৎ ফক্বীর দরবেশের স্থান। সূফী-সাধকদের 'ইবাদত করার স্থান। পার্থিবমুখী ফক্বীর দরবেশরা আধ্যাত্মিকতার উন্নতি লাভের জন্য খানক্বাহ্য় বসে 'ইবাদতে মগ্ন থাকেন এবং তাঁরা এ স্থান হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। [বি.দ্র. *বাংলা বিশ্বকোষ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, তা. বি., খণ্ড- ২, পৃ. ৭-২৫০]

লুভালী, সোনারগাঁ ও ঢাকাসহ তদানিন্তন ভারতের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ শিক্ষার জন্য বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার উন্নয়নে মুসলিম শাসকরা দেশের মোট ভূমির এক তৃতীয়াংশ লাখেরাজ করে দিয়েছিলেন।[১৩৭]

ইসলামি শিক্ষার আনুষ্ঠানিকতা

ইসলামের আদি শিক্ষাগার হচ্ছে মসজিদ। হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রথম পবিত্র কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। এটাই ছিল মানব জাতির প্রথম শিক্ষাগার। হযরত নূহ (আ.) ঐতিহাসিক বন্যার পর এ গৃহ পুনরায় নির্মাণ করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) কে নিয়ে এ গৃহের সংস্কার সাধন করেন।[১৩৮] তিনি সন্তানসহ আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমার স্ত্রী, পরিবার পরিজনকে চোখের শান্তি করে দাও, আমার বংশের মধ্য থেকে সরদার দাও।[১৩৯]

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মসজিদ তা'লামী মাদরাসা

আল্লাহর প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নুবূওয়্যাত প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত মক্কায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ওহী নাযিলের পর তিনি (সা.) উপস্থিত সবার কাছে তা বয়ান করতেন। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করত এবং ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিশ্বাসীরা যা শুনতেন, তাঁরা তা অন্যের কাছে প্রচার করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচারের আনুষ্ঠানিকতা থেকে উপ-আনুষ্ঠানিকতায় উত্তরণের লক্ষে মক্কায় হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) প্রথমেই তার বাড়ির সম্মুখে একটি নামাযের জায়গা নির্বাচন করেন। সেখানে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন। নামায শেষে পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াত করতেন। কাফির-মুশরিকদের ছেলে-মেয়ে এবং মহিলারা সেখানে সমবেত হয়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কুর'আন পড়া শুনতেন।[১৪০] এটাই ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম উপ-আনুষ্ঠানিক তা'লীমী মাদরাসা। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কুর'আন শিক্ষার এই প্রক্রিয়াকে কাফির-মুশরিকরা সুদৃষ্টিতে দেখল না।[১৪১] তারা তাঁর এ কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য নানা রকম চাপ সৃষ্টি করে। তিনি কিছুদিন তাই করলেন। কিন্তু সিদ্দিক-এ আকবরের মন তাতে শান্তি পেত না। তিনি পুনরায় তার বাড়ির সামনে মসজিদ তৈরি করে নামায ও কুর'আন তিলাওয়াত শুরু করলেন।[১৪২] সহীহ বুখারী শরীফে আছে, মসজিদ-ই আবূ বকরে অন্য কোন মু'আল্লিম ছিল না। কুর'আন পাঠের জন্য মক্কায় এটি ছিল প্রথম মসজিদভিত্তিক তা'লীমী মাদরাসা। এখানে কাফিরদের ছেলে-মেয়েরা কুর'আনের তিলাওয়াত শুনতেন।[১৪৩]

---

১৩৭. ড. মুহাম্মদ ইসহাক, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, প্রাগুক্ত

১৩৮. মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, *রংপুরে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬ খ্রি., পৃ. ৫০-৭৫

১৩৯. আল-কুর'আন, ২৫ : ৪৭

১৪০. মাওলানা কাযী ইযহার মুবারকপুরী, *খায়রুল কুর'আন*, দেওবন্দ: শায়খুল হিন্দ একাডেমী, তা. বি., পৃ. ২৫

১৪১. মুহাম্মদ আব্দুল খালেক, *সাইয়্যিদুল মুরসালীন* (সা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

১৪২. *প্রাগুক্ত*

১৪৩. মাওলানা কাযী ইযহার মুবারকপুরী, *খায়রুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

আনুষ্ঠানিক ইসলামি শিক্ষা

ইসলামি শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠান দারুল আরকাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর বাড়িতে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। এখানকার উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত ‘উমার (রা.), হযরত ‘উসমান (রা.), হযরত ‘আলী (রা.) সহ প্রথম শ্রেণীর সাহাবীবৃন্দ।[১৪৪]

মদীনার মাদ্‌রাসা

পবিত্র মক্কা নগরীতে দুর্বল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী সর্বপ্রথম ইসলামের দাও‘আতে সাড়া দেন। ফলে তারা সেখানকার প্রভাবশালী লোকদের দ্বারা নির্যাতিত হন, পক্ষান্তরে মদীনার মুসলমানদের ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সর্বপ্রথম গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইসলাম কবূল করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দ্বীন ও ইসলামকে দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে স্বীকৃতি দেন। ইসলামের ইতিহাসে এই প্রতিশ্রুতিই ‘বায়‘আতুল আকাবার’[১৪৫] প্রথম শপথ বলে পরিচিত। উক্ত প্রতিশ্রুতির আলোকে

---

১৪৪. আব্দুল মালিক ইব্‌ন হিশাম, *সীরত-ই ইব্‌ন হিশাম*, মিসর : তা. বি., পৃ. ২৪৪

১৪৫. **বায়‘আতুল আকাবাহ্ :** اَلْبَيْعَةُ ‘বায়‘আত’ শব্দটির باء ‘বা’ বর্ণে ফাতহা, ياء ‘ইয়া’ বর্ণে সুকূন ও ع ‘আইন’ বর্ণে ফাতহা দিয়ে পড়া হয়। শব্দটি اسم جامد ‘ইসমে জামিদ’ একবচন। বহুবচনে بَيْعَاتٌ। অর্থ اَلصَّفَقَةُ عَلَى إِيْجَابِ الْبَيْعِ وَعَلَى الْمُبَايَعَةِ وَالطَّاعَةِ. “কোন ক্রয়-বিক্রয়, শপথ ও আনুগত্যের প্রতি সম্মতি জানিয়ে হাতে হাত মিলানোকে اَلْبَيْعَة বলা হয়।” আর ‘আরবরা যখন কারও সাথে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করে ঐকমত্য প্রকাশ করত তখন তারা পরস্পর হাত মিলাত। আর এখান থেকেই اَلْبَيْعَةُ শব্দটির অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আর بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ দ্বারা যে بَيْعَةٌ বুঝানো হয়েছে তা হল اَلْمُعَاهِدَةُ فِيْ الطَّاعَةِ আনুগত্যের বিষয়ে চুক্তি স্থাপন করা। পরিভাষায় আনুগত্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার নিমিত্তে কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা সমাজপতির হাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়াকে বায়‘আত বলা হয়। [বি.দ্র. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আলী আল-ফায়উমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল ‘ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং., ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ৬৯; ইব্‌ন মানযূর আল-ইফ্‌রিকী, *লিসানুল ‘আরাব*, বৈরূতঃ মু’আস্‌সাসাতুত্‌ তারীখিল ‘আরাবি, ৩য় সং., ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ৫৫৭; ইসমা‘ঈল ইব্‌ন হাম্মাদ আল-জাওহারী, *আস্‌-সিহাহ*, বৈরূতঃ দারুল-ফিক্‌র, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি., খণ্ড- ২, পৃ. ৯২৩; হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুর’আন*, মিসরঃ আল-মাতবা‘আতুত্‌-তাওফীকিয়্যাহ্, তা. বি., পৃ. ৭৭; ফায়রূয আল-আবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, বৈরূত, মু’আস্‌সাসাতুর-রিসালাহ্, ২য় সং., ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৬৫০] হামিদ সাদিক ও ড. মুহাম্মদ রাওয়াশ বলেন, اَلْبَيْعَةُ هِيَ الْمُعَاقَدَةُ وَالْمُعَاهَدَةُ وَالتَّوْلِيَةُ، وَبَذْلُ الْعَهْدِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالنُّصْرَةِ. “বায়‘আত হল বন্ধন, চুক্তি এবং আনুগত্য ও সাহায্য করার নিমিত্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।” [বি.দ্র. *মু‘জামু লুগাতিল-ফুকাহা*, পাকিস্তানঃ ইদারাতুল-কুর’আন, তা. বি., পৃ. ১১৫]

اَلْعَقَبَةُ ‘আল-‘আকাবাহ্’ শব্দের তিনটি অক্ষরেই ফাতহা দিয়ে পড়া হয়। শব্দটি اسم جامد ‘ইসমে জামিদ’ একবচন, বহুবচনে عَقَبَاتٌ[১৪৫] এছাড়াও عِقَابٌ শব্দটিও عَقَبَةٌ শব্দের বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন رَقَبَةٌ শব্দের বহুবচন رِقَابٌ হয়ে থাকে। অর্থ طَرِيْقٌ فِيْ الْجَبَلِ ‘পাহাড়ে অবস্থিত কোন রাস্তা বা গিরিপথ।’ ‘আকাবা স্থানে বায়‘আত সম্পন্ন হওয়ায় তাকে بَيْعَةُ الْعَقَبَةُ বা ‘আকাবার শপথ বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে বায়‘আতুল ‘আকাবা দ্বারা উদ্দেশ্য হল মদীনার আনসাররা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে তাঁর আনুগত্য ও সার্বিক সহযোগিতার নিমিত্তে যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন তাই। [বি.দ্র. *আল-মিসবাহুল মুনীর*, খণ্ড-১, পৃ. ৬৯; *লিসানুল ‘আরব*, খণ্ড- ১, পৃ. ৫৫৭; The Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে, Al-Akaba, a mountain

বিশেষ তিনটি স্থানে মসজিদভিত্তিক মাদরাসা নির্মাণ করে হিজরতের বহু পূর্বে মদীনায় ইসলামের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কিছু কিছু স্থানে আমাদের কাফিরদের সাথে মোকাবিলা করে বিজয় অর্জন করতে হয়। আল-কুর'আন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মদীনা বিজিত হয়, মূলতঃ আকাবা এর প্রথম শপথ অনুষ্ঠিত হওয়ার পরই মদীনায় কুর'আন ও দ্বীন ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে যায়।[১৪৬]

মসজিদ-ই বনি যুরায়িখ মাদ্‌রাসা

মসজিদ-ই বনী যুরায়িখ মাদরাসা মদীনায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদ এবং তা'লীমী মাদরাসা। এটা মদীনা শরীফের প্রাণকেন্দ্র কাল্ব স্থানে মসজিদ-ই বনি যুরায়িখ মাদ্‌রাসা নামে পরিচিত ছিল। এখানকার শিক্ষক ও ইমাম নিযুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী রা'ফি ইব্‌ন মালিক যারকি আনসারী (র.)। এ মসজিদে মদীনায় প্রথম নামায আদায় এবং কুর'আন পড়া শুরু করা হয়।[১৪৭] এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ছাত্র খাযরাজ গোত্রের শাখা বনি যুরায়েখ গোত্রের মুসলমান ছিলেন।[১৪৮]

কুবা মসজিদ মাদ্‌রাসা

মদীনার দ্বিতীয় মাদরাসা মদীনা থেকে ৬ মাইল উত্তরে 'কুবা' স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে মুসলমানের উল্লেখযোগ্য 'আলিম তৈরি হয়। এখানে হযরত সালিম (রা.) (যিনি আবূ হুযাইফা (রা.) এর আযাদ কৃত গোলাম ছিলেন) বড় ও বিজ্ঞ 'আলিম এর দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি আগত মুসলিমদের কুর'আন তা'লীম দিতেন এবং ইমামতি করতেন। একদিন নবী কারীম (সা.) হযরত সালিম (রা.)-এর কুর'আন পড়া শুনে ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি (সা.) বলেন আল্লাহর শুকরিয়া যে, আল্লাহ আমার উম্মতদের মধ্যে সালিমের মত একজন 'আলিম ও ক্বারী তৈরি করেছেন। তিনি (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা এ চারজন কুর'আনের 'আলিম ও কারীদের নিকট কুর'আন

---

road or a place difficult of ascent on a hill or acctivity. Cf. *The Encyclopaedia Of Islam,* V. 1 (London: E. J. Brill, 1971), p. 314]

খাযরাজ গোত্রের ৬ জন লোক নুবূওয়্যাতের দশম বছরে হজ্বের মৌসুমে মক্কায় এসে অবহিত হল যে, এক ব্যক্তি নুবূওয়্যাতের দাবি করেছেন। তারা মক্কার অদূরে আকাবা স্থানে (বর্তমানে মসজিদ-ই আকাবার অবস্থান) বসে কথাবার্তা বলছেন। প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের আগমণের খবর জানতে পেরে তাদেরকে ইসলামের দাও'আত দিলেন এবং পবিত্র কুর'আনের কতিপয় আয়াত শোনালেন। অতঃপর তাদের অন্তরে এ উপদেশ গভীরভাবে রেখাপাত করল পরিশেষে প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। এভাবে একই স্থানে নুবূওয়্যাতের একাদশ বছরে ১২ জন ও দ্বাদশ বছরে ৭৩ জন মদীনাবাসী পৌত্রিক ধর্ম শির্ক ও বাতুলতা ত্যাগ করে প্রিয় রাসূলের হতে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এটা ইসলামের ইতিহাসে আকাবার শপথ নামে পরিচিত। [বি. দ্র. মুহাম্মদ সোলাঈমান সালমান আল-মানসূর, *রাহমাতুল্লিল আ'লামীন*, রিয়াদ্বঃ দারুস্‌সালাম, ১ম সং. ১৪১৮ হি., পৃ. ৭২; সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, বৈরূতঃ দারুল-ওয়াফা, ২০০৭ খ্রি./১৪২৮ হি. ৯ম সং., পৃ. ১৩৯-১৪২]

১৪৬. মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ১ম সং, ঢাকাঃ আজাদ এন্ড পাবলিকেশন্স লি., ১৯৬৫ খ্রি., পৃ. ৪৫০

১৪৭. মাওলানা কাযী ইযহার মুবারকপুরী, *খায়রুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১৪৮. ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, *মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিত*, বঙ্গানুবাদ মাওলানা আবদুল আওয়াল, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ২৮১

শিখ। চারজন হলেন, হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.), হযরত সালিম (রা.), হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) ও মু'আয ইব্ন জাবাল।[১৪৯]

মাদ্‌রাসা-ই-নাকিউল খাজামাত

তৃতীয় মসজিদ ভিত্তিক মাদরাসা মদীনা শরীফ থেকে আনুমানিক নয় মাইল দক্ষিণে নাকিউল খাজামাত স্থানে হযরত আসাদ বিন যুরারাহ (র.)-এর বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাদরাসাটি ইতঃপূর্বে আলোচিত মদীনার অন্য দুটি মাদরাসার শ্রেণীগত ও মানগত দিক থেকে আকর্ষণীয় ছিল।[১৫০]

মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে গামীমের তালীমী মাদ্‌রাসা

প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় গামীম স্থানে পৌঁছলে বারীদ ইব্ন হাসিব (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার সাথে একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে ইশা নামায পড়েন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাতভর তাদের সূরা মারইয়ামের প্রাথমিক আয়াতসমূহের তালীম দেন।[১৫১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও হযরত আবূ বকর (রা.) হিজরতের সময় সেই বিপদসংকুল দুর্গম সরু পাহাড় দিয়ে বনী জাহস কাবিলার শিবিরের অদূরে গিয়ে পৌঁছান। এ গোত্রের সরদার বুরাইদা সাহমী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বস্তি বোধ করেন। তিনি নিশ্চিত হন যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এসে গেছে।[১৫২]

মসজিদ-ই-নববীর মাদ্‌রাসা কেন্দ্র

হিজরতের পর মদীনায় মসজিদ-ই-নববী প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদ-ই নববী অল্প দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। পরবর্তীতে মদীনার ছোট-বড় মসজিদ মাদরাসাসমূহ এ কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত হয়। একই সাথে বিভিন্ন নির্বাচিত স্থানে বিশুদ্ধ কুর'আন পাঠ ও ইসলামি আইনের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। প্রিয় নবীজী (সা.) ফজর নামাযের পরক্ষণে আবূ লুবাবার[১৫৩] পাশে বসতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি (সা.) দ্বীনী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ গড়ে তোলার নিমিত্তে মনোজ্ঞ বক্তব্য পেশ করতেন। উম্মতের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই শুভাকাঙ্ক্ষীরা বৈঠকে উপস্থিত হতেন। বৈঠকখানায় বসার জায়গা না হলে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এক নজর দেখে যেতেন। নবী কারীম (সা.) তাদের স্নেহভরে দেখতেন। এ অবস্থায় একটি

---

১৪৯. আবু আবদুল্লাহ ইসমাইল ইব্ন বুখারী, *সহীহ বুখারী*, ইমামাত অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১৫২. ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, *মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

১৫৩. **আবূ লুবাবা:** এটি মসজিদে নববীর একটি বিশেষ খুটির নাম যেটি বর্তমানে রিয়াদুল জান্নাতে অবস্থিত। রাসূল কারীম (সা.) কোন কোন সময় খুঁটির পাশে বসে সাহাবীদের ইসলাম বিষয়ক প্রয়োজনীয় মাস'য়ালা-মাসাইল আলোচনা করতেন। তাই খুঁটিটির বিশেষ মর্যাদা ও পরিচিতি পরিলক্ষিত হয়।

আয়াত নাযিল হয়, 'আপনি সেই সব লোকদের সাথে থাকুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করে। তারা আল্লাহর নৈকট্য প্রার্থনা করে।'[১৫৪]

আল্লামা শিবলী নু'মানী বলেন, পবিত্র মদীনার তৎকালীন মসজিদ-ই নববী ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পাঠশালা ছিল এবং এটাই আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের স্থান ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র ছিল।[১৫৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ

খাদিমুর রাসূল (সা.) হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন কোন কথা বলতেন তা তিনবার বলতেন, যাতে তা সবার মনে গেঁথে যায়। তিনি যখন কোন মজলিসে যেতেন তিনবার সালাম দিতেন।"[১৫৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল-কুর'আনের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় বিচারের বিভিন্ন নীতিমালা, অর্থনৈতিক লেনদেনের নিয়ম-কানুন, উত্তরাধিকার বিবাহ, তালাক, পররাষ্ট্রনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, তাহযীব ও সামাজিক প্রভৃতি শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত করেন। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রিয় নবীজী (সা.) উদার ছিলেন। তখনকার সময় বিশ্বে ফার্সি, হিব্রু, হাবশী ও রোমানদের ভাষা সমাদৃত ছিল। সাহাবারা এ ভাষাসমূহ শিখেছিলেন। হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) 'মীর মুন্শী' বা ভাষাবিদ আখ্যায়িত হন। তিনি এ চার ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।[১৫৭]

তদানীন্তন জাগ্রত বিশ্বের এ ভাষা চতুষ্ঠয়ই ছিল প্রধান ভাষা। মহানবী (সা.) এর জীবনের শেষ দিকে দু' পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমত, নবীজীর দরবার থেকে সরাসরি মু'আল্লিম প্রেরণ, দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক গভর্নরকে শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর দরবার হতে 'আমর ইব্ন হাযমকে যে সারগর্ভ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল তা অদ্যাবধি ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে।[১৫৮]

খুলাফা-ই রাশিদীন যুগ

হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলামি সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে মুরতদের মোকাবিলা করার পর ইসলামি শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন। তিনি নবী করীম (সা.)-এর অনুকরণে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা আরও প্রসার করেন। পবিত্র কুর'আন ও দ্বীনী ইসলাম শিক্ষাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।[১৫৯]

প্রখ্যাত হাদীস বিজ্ঞানী মিশর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহাম্মদ আবূ যাহু লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রায় এক লাখ চৌদ্দ হাজার সাহাবী রেখে দুনিয়া থেকে পর্দাবরণ করেন। এসব সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হতে হাদীস শুনতে পেয়ে তা তাদের নিকটাত্মীয়দের নিকট বর্ণনা

---

১৫৪. ওলিয়্যুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, লাহোর : মাকতাবাহ্, মুস্তফায়ী, তা.বি।, পৃ. ২০৮

১৫৫. 'আল্লামা শিবলী নু'মানী, *সিরাতুন্নবী (সা.)*, ইন্ডিয়াঃ আজম গড়, দারুল মুসান্নিফীন ১৮৮৯ খ্রি., খণ্ড- ২, পৃ. ৮৮

১৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬

১৫৭. আব্দুল হাই আল-কাত্তানী, *ইব্ন আবদে রাব্বাহ্*, বৈরূতঃ তারতীবুল ইদায়িরা, ২য় সং., ১৯৭৮ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ১০৯

১৫৮. *প্রাগুক্ত*

১৫৯. ড. মুহাম্মদ আজাহার আলী, রোজিনা খানম ও মুহাম্মদ এনাম, *ইসলাম ও শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

করেছেন। তাছাড়া এসব সাহাবী নিজ উদ্যোগে অনানুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার খেদমতে নিজেদের উৎসর্গ করেন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[১৬০] তাঁরা স্বেচ্ছায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্যে থেকে তাঁরা উত্তম আদর্শ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। প্রত্যেক সাহাবী, স্ব-স্ব পরিবারে, গোত্রে, সমাজে অনুরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা চালু রাখেন। এসব নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীরা দ্বীন ও নবীর আদর্শ প্রচার-সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন।[১৬১]

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ওফাতের পর হযরত ‘উমার (রা.) খেলাফতের যুগে বিজিত দেশের সর্বত্র কুর’আন মাজীদের দরস (পাঠদান) প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে মুতাওয়াল্লী ও ক্বারী নিযুক্ত করে তাদের জন্য মাসিক বেতন নির্ধারণ করে দেন। তিনি যাযাবর বেদুঈনদের জন্য কুর’আন মাজীদের শিক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করে সমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক ও মাদরাসাসমূহে পঠনের সাথে লিখনেরও ব্যবস্থা করা হয়। হযরত ‘উমার (রা.) দেশের সব এলাকায় নির্দেশ পাঠান, যেন শিশু কিশোরদের লিখন ও অশ্বারোহীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া লোকেরা যাতে সঠিক উচ্চারণ ও সঠিক স্বরচিহ্ন (কারকবিভক্তি) সহকারে কুর’আন মাজীদ তিলাওয়াত করতে পারেন, সে জন্য তিনি আরবি সাহিত্য ও আরবি ভাষা শিক্ষা করাকে বাধ্যতামূলক করে নির্দেশ জারি করেন।[১৬২]

হযরত ‘উমার (রা.)-এর পর হযরত ‘উসমান (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব পান। তিনিও ইসলামি সাম্রাজ্যে কুর’আনিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী খলীফাদের অনুকরণে মসজিদে সুনির্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা স্থানের ব্যবস্থা করেন। তিনি মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা প্রভৃতি স্থানে দরস দানের নতুন নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাঁর খেলাফত আমলে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ ও যথেষ্ট সংখ্যক সাহাবীকে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত করা হয়। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে সামাজ্যের জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত।

এসব অনুষ্ঠানে আরবের দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা দলে দলে অংশগ্রহণ করতেন এবং সেখানে জ্ঞানের বিভিন্ন দিকও অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যখ্যা দেয়া হত।[১৬৩]

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত ‘আলী (রা.)-এর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। শিক্ষা বা বিদ্যা অর্জনের হযরত ‘আলী (রা.) চমৎকার উৎসাহবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, “বিত্তের চেয়ে বিদ্যা ভাল, বিত্তকে তুমি পাহারা দাও। বিদ্যা তোমাকে পাহারা দেবে। বিত্ত খরচ করলে কমে যায়, কিন্তু বিদ্যা বিতরণ করলে তা বেড়ে যায়।” শিক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে শিক্ষার দীক্ষা প্রজ্জ্বলিত করে যান, তা লালন করে হযরত ‘আলী (রা.) বিদ্যা শিক্ষায় ইসলামের যাত্রাকে প্রাণবন্ত করতে সামর্থ হন।[১৬৪]

---

১৬০. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি ১৯৭০ খ্রি., পৃ. ২৬১-২৬২

১৬১. মুফতী মুহাম্মদ ‘আমিমুল ইহসান, বঙ্গানুবাদ মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ ইউসুফ: *হাদিস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: *ইসলামি* একাডেমি, ১৪১১ হি., পৃ. ২

১৬২. অধ্যাপক কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা: আলী পাবলিকেশন, ১৯৭৬ খ্রি., পৃ. ১৬৫

১৬৩. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

১৬৪. *প্রাগুক্ত*

তাঁর আমলে বসরা ও কূফাতে ব্যাপকভাবে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। তখন মক্কা ও মদীনার শিক্ষার পাঠশালাসমূহে কেবল কুর'আন ও সুন্নাহ্-ই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষাই দেয়া হত। কিন্তু কুফা ও বসরাতে আরবি ব্যাকরণ ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের চর্চাসহ হযরত আলী (রা.) এর আমলে হস্তলিপি, আবৃত্তি ও কাব্য চর্চার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।[১৬৫]

উমাইয়া যুগে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা

ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়ারা ৬৬১ খ্রি. থেকে ৭৫০ খ্রি. পর্যন্ত ইসলামি খেলাফতের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাদের মোট ১৪ জন শাসক দ্বারা প্রায় ৯০ বছর যাবৎ উমাইয়া শাসনকার্য পরিচালিত হয়।[১৬৬] উমাইয়া আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার দু'টো রূপ পাওয়া যায়। ১. খলীফা ও অভিজাত শ্রেণির ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ২. সাধারণ লোকদের সন্তান-সন্তনাদি শিক্ষা ব্যবস্থা, খলীফা ও অভিজাত পরিবারের সন্তান-সন্তদির শিক্ষা মূলতঃ গৃহভিত্তিক ছিল। পিতা ও গৃহশিক্ষক পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সন্তানের লেখাপড়ার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করতেন। এ পাঠ্যক্রমের বিশেষ দৃষ্টি ছিল উচ্চ মর্যাদাবান সাহসিকতাপূর্ণ ও রণকৌশলে নিপুণ শিক্ষক তৈরি করা। জনসাধারণের ছেলে-মেয়েরা মসজিদে এবং মসজিদ সংলগ্ন মক্তব্যে লেখাপড়া করত।[১৬৭] খলীফা 'আব্দুল মালিক (৬৮৫-৭০৫) ও প্রথমে ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫) সময় পূর্বাঞ্চলীয় শাসক প্রতিনিধি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নিজেই তার প্রথম জীবনে মক্তব শিক্ষক ছিলেন।[১৬৮] 'উমার বিন 'আবদুল 'আযীয (৭১৭-৭২০) উমাইয়া বংশের সবচেয়ে প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। তিনি ধর্ম পরায়ণতায় হযরত 'উমার (র.)-এর পরিপূরক পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় মু'আবিয়া ৬৮৩ খ্রি. সনে মাত্র কয়েক মাস ইসলামি খিলাফতের ক্ষমতায় থেকে পুনরায় বিজ্ঞান চর্চার দিকে মনোনিবেশ করেন।[১৬৯] উমাইয়া খলীফারা ইসলামি শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। সে সময় মক্কা, মদীনা, হিজায, ইরাকের বসরা ও কুফা এবং সিরিয়ার দামিস্ক ও উত্তর আফ্রিকার মিসর ইসলামি শিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক দামিস্কে একটি বড় মাদরাসা স্থাপন করেন। ৬৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি বিরাট রাজকীয় গ্রন্থাগারও স্থাপন করেন। সেখানে সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন বিষয়ের লেখা মূল্যবান গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হয়।[১৭০]

উমাইয়া শাসকরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সে যুগে মুসলমানদের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। এ সময়ই চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থাদি 'আরবিতে অনুবাদের রাজকীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসক 'মাসার যাওয়াহ, সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালির চিকিৎসাগ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন।[১৭১] আব্বাসীয়[১৭২]

---

১৬৫. *প্রাগুক্ত*

১৬৬. *প্রাগুক্ত*

১৬৭. মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষা ও প্রকৃতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৩২

১৬৮. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি., খণ্ড- ২, পৃ. ২৬০

১৬৯. *প্রাগুক্ত*

১৭০. *প্রাগুক্ত*

১৭১. *প্রাগুক্ত*

খেলাফতে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ: আব্বাসীয় রাজন্যবর্গের শাসন আমল থেকে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার তৃতীয় যুগ শুরু হয়। আব্বাসীয় শাসনকর্তা আবুল আব্বাস ৭৫০ সনের উমাইয়া খিলাফতের অবসানের পর মুসলিম সামাজ্যে আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭৩] ৭৫০ সন থেকে ১২৫৮ সন পর্যন্ত এ বংশের ৩৭ জন শাসক মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। এ বংশের প্রথম ১০ জন খুবই যোগ্যতা সম্পন্ন শাসক ছিলেন। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে এ বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার মত বিচক্ষণ শাসক না থাকায় তারা নামে মাত্র খলীফা ছিলেন। প্রথমেই তাদের শক্তি খর্ব করে তাদের নিজ সৈন্য বাহিনী।[১৭৪]

দীর্ঘ পাঁচশ বছর আব্বাসীয় শাসক এবং সুলতানদের মুসলিম সাম্রাজ্যে ইসলামের প্রসার, আল-কুর'আন এবং আল-হাদীসের গবেষণা, আল-ফিক্বহ, তাসাউফ, মানতিক, ভূগোল, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, প্রাণীতত্ত্ব ও খনিজ বিজ্ঞান, স্থাপত্য শিল্প এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের পরিবর্তে আব্বাসীয়রা জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞান আহরণের নীতি অনুসরণ করেন। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারে গবেষণা পরিচালনা ও বিশ্ব সভ্যতায় তাদের অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম হন।[১৭৫]

'আব্বাসীয় খেলাফতের শাসনামলেই প্রসিদ্ধ ইসলামি চিন্তাবিদ ও মাযহাবী ইমামদের আবির্ভাব ঘটে। ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (র.) (৬৯৮-৭৩৮খ্রি.), ইমাম মালিক (র.) (৭১১-৭৯৫ খ্রি.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) (৭৬৭-৮২০ খ্রি.), ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বাল (র.) (৭৮০-৮৫৭ খ্রি.), প্রমুখ ইমামের বৈচিত্রময় কর্মের পরিস্ফুটন ঘটে। এসব মনিষীদের সমসাময়িক যুগে ইমাম বুখারী (র.) (৮১০-৮৭০ খ্রি.), ইমাম মুসলিম (র.) (৮১৭-৮৬৫ খ্রি.), ইমাম আবূ দাউদ (র.) (৮১৭-৮৮৮ খ্রি.), ইমাম তিরমিযী (র.) (৮২৪-৮৮৬ খ্রি.), ইমাম নাসায়ী (র.) (৮৩০-৯১৫ খ্রি.), ইমাম ইব্ন মাজাহ (র.) (৮২৪-৮৮৬ খ্রি.), প্রমুখের হাদীস সংগ্রহ মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনকে নির্ভুল ও শাণিত করে। অন্যদিকে মানুষের জীবন বিধান হিসেবে ইসলামি জ্ঞানের উৎসমূলে ভেজালের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়।[১৭৬]

আব্বাসীয় যুগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদ। একইভাবে মসজিদ চত্বর, খানক্বাহ্‌সমূহের কক্ষ, 'উলামায়ে কিরামের সাধারণ বাসগৃহ এবং বিদ্যুৎসাহী ধনিক শ্রেণী, সরকারী কর্মকর্তাদের গৃহ চত্বর প্রভৃতি মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষ ছিল। সে সময় মদীনা, কূফা, বসরাসহ

---

১৭২. **'আব্বাসীয় খিলাফতের পরিচয়:** আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল 'আব্বাস আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চাচা আল 'আব্বাসের প্রপৌত্র ছিলেন। ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসে আব্বাসীয় খেলাফত সবচেয়ে বেশি দিন টিকে ছিল। ৬৬১ সাল থেকে ৭৫০ সাল পর্যন্ত উমাইয়া বংশের শাসনামলে প্রজারা যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তখন হযরত আলী (রা.)-এর বংশধরদেরকে সামনে রেখে আবুল 'আব্বাস উমায়্যাদের বিরুদ্ধাচরণ করে জনগণকে সংগঠিত করেন। কিন্তু যদিও রাজনৈতিক কারণে পরবর্তীতে হযরত 'আলী (রা.)-এর বংশধরদের সাথে বনিবনা হয়নি। আবুল আব্বাস চার বছর মাত্র জীবিত থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন। তিনি উমাইয়া বংশের উল্লেখযোগ্য প্রায় সবাইকে নির্মূল করেন। তার প্রতিষ্ঠিত শাসন আবব্বাসীয় খেলাফত নামে পরিচিত। [বি.দ্র. ড. সৈয়্যদ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫]

১৭৩. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি., খণ্ড- ২, পৃ. ২৬৯

১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

১৭৫. *প্রাগুক্ত*

১৭৬. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান চর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে কূফাতে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মাদ্‌রাসা এবং মদীনায় ইমাম মালিক (র.)-এর মাদ্‌রাসা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। সুদূর আফগানিস্তান, দামিশ্‌ক ও সিরিয়াসহ বিভিন্ন স্থানের শিক্ষার্থীরা এ মাদ্‌রাসায় ইসলামি জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে ভর্তি হতেন। অন্যদিকে মদীনায় ইমাম আহমাদ (র.)-এর মাদ্‌রাসায় মদীনা শরীফ থেকে শুরু করে বুখারা, সমরকন্দ পর্যন্ত এবং তিউনিশিয়া থেকে শুরু করে কায়রো ও স্পেনের কর্ডোভার শিক্ষার্থীরা ইসলামি জ্ঞানার্জনের জন্য সমবেত হত।[১৭৭]

ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে ইলমে দ্বীনের গতানুগাতিক শিক্ষাধারায় পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। মসজিদ, খানক্বাহ্ বা কারো অব্যবহৃত বাসগৃহের চত্বর ইত্যাদি স্বল্প পরিসরে সংকুলন না হওয়াই মাদ্‌রাসা শিক্ষার ভৌত উন্নয়নের জন্য আব্বাসীয় যুগে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[১৭৮]

মূলতঃ আব্বাসীয় যুগে শিক্ষার মান অনুসারে প্রথম শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণিত হয়। এতে সাধারণ জ্ঞান স্থান পায়। শিক্ষাধারাকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। যথা: ১. প্রাথমিক, ২. মাধ্যমিক, ৩. উচ্চ শিক্ষা।[১৭৯]

১. প্রাথমিক স্তরের অক্ষর জ্ঞান, লিখন, পঠন এবং পর্যায়ক্রমে ব্যাকরণ, হাদীস, প্রাথমিক গণিত, কিছু ভাবমূলক কবিতা প্রভৃতি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় মুখস্থের উপর বেশি জোর দেয়া হত।

২. মাধ্যমিক স্তরের মাদ্‌রাসাসমূহে কুর'আন, হাদীস, ফিক্‌হ, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক পড়ানো হত।

৩. উচ্চশিক্ষা স্তরে কোন সীমাবদ্ধ পাঠ্যসূচি ছিল না, কুর'আনের তাফসীর হাদীসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা এবং কুর'আন-হাদীসের আলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা আইন বা ফিকহ শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ছন্দ ও সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ানো হত। তবে এক্ষেত্রে অধ্যাপকের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি অনুসৃত হত।[১৮০] আব্বাসীয় খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন মাদ্‌রাসা ও ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র: জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ আব্বাসীয় যুগে ইসলামি অনুরাগী খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠে অসংখ্য মাদ্‌রাসা ও ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

১. মাদ্‌রাসা-ই বায়হাকিয়া

এটি আব্বাসীয় যুগের সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিযামুল মূলক আত্-তুসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্‌রাসার পূর্বেই এ মাদ্‌রাসার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হয়। এটি নিশাপুরের খ্যাতনামা দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাওলানা সুলাইমান নদভী তার "খিয়াম" পুস্তকে নিশাপুরে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহের মধ্যে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। যিনি এ মাদ্‌রাসাটি ইমাম

---

১৭৭. সায়্যিদ সোলাঈমান নদভী, *মুসলমান কি আকীদা তা'লীম*, ভারত: আজমগড়, ১৯৩৮ খ্রি., মা'রিফ, সংখ্যা ৪২

১৭৮. মাওলানা আবদুস সাত্তার, *'আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ১৯

১৭৯. মুহাম্মদ আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম, *মুসলিম শিক্ষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৫০

১৮০. *প্রাগুক্ত*

আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন বুরাক (মৃ. ৪০৬ হি.)-এর জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৮১]

২. মাদ্‌রাসা-ই-আবূ ইসহাক ইস্পাহানী

এটি আব্বাসীয় যুগে বৃহদাগার মাদ্‌রাসাসমূহের অন্যতম। নিশাপুরে এ মাদ্‌রাসা 'আল্লামা আবূ ইসহাক ইস্পাহানী প্রতিষ্ঠা করেন অতি অল্প সময়ে । মাদ্‌রাসার পাঠদানের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে । ইসলামি শিক্ষা বিকিরণে এ মাদ্‌রাসার ভূমিকা অগ্রগণ্য।[১৮২]

৩. মাদ্‌রাসা-ই-নিযামিয়া[১৮৩]

আব্বাসিয়া যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণময় যুগ। এর উজ্জল উদাহরণ হল মাদ্‌রাসা-ই-নিযামিয়া। সেলজুক সুলতান আলফে আরসালান এবং মালিক শাহ এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নিযামুল মুল্‌ক তুসী। তাঁর প্রকৃত নাম খাজা হাসান। সেলজুক সুলতান আলফে আরসালান যুগে তিনি নিযামুল মুল্‌ক (রাজ্যের সংগঠক) উপাধীসহ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। আলফে আরসালানের পর মালিক শাহ এর ২০ বছর প্রধানমন্ত্রী, শাসন সংস্কারক অন্যদিকে বিদ্বান ও বিদোৎসাহী ছিলেন।[১৮৪] তাঁরই প্রচেষ্টায় বাগদাদ ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় নিযামিয়া দারুল 'উলূম নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট কারিকুলাম ও নেসাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি এটাই সর্বপ্রথম মাদ্‌রাসা বলে কোন কোন ইতিহাসবিদদের অভিমত।[১৮৫] ৪৫৭ হি./১০৬৫ খ্রি. এ মাদরাসার নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ৪৫৯ হি./১০৬৭ খ্রি. ১০ যিলক্বদ শনিবার জাকজমকের সাথে উদ্বোধন করা হয়। এটার উদ্বোধনের সময় সমগ্র বাগদাদে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মুসলিম সাম্রাজের সমগ্র এলাকায় নিযামিয়া মাদ্‌রাসার আধ্যাত্মিক শক্তির আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল। তৎকালীন সর্বজন স্বীকৃত বরেণ্য 'আলিমই দ্বীন আল্লামা আবূ ইসহাক সিরাজীকে মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণে অনুরোধ করা হয়। তিনি এ দায়িত্ব প্রত্যাখান করায় অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব খ্যাতমান 'আলিম আবূ নসরের উপর বর্তায়। আবূ ইসহাক (র.) বার বার অনুরোধ করায় ২০ দিন পর তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আব্বাসীয় খিলাফত বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত এ সাম্রাজ্যের সর্বত্র এর প্রভাব পৌঁছতে থাকে।[১৮৬] ইমাম আবূ হামীদ গাযালী, শায়খুত ত্বারীক্বত আব্দুল কাদির জিলানী (র.)[১৮৭] ইমাম

---

১৮১. *প্রাগুক্ত*

১৮২. *প্রাগুক্ত*

১৮৩. মাদ্‌রাসা-ই-নিযামিয়া: ইসলামি বিশ্বে ইসলামি শিক্ষা পাঠদানের পরিকল্পিত একটি শিক্ষা পদ্ধতির নাম দরস-ই নিযামিয়া। যেটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলিম সন্তানদের কুর'আন-হাদীসের মৌলিক বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য সিলজুকী আলফে আরসালান ও সালিক শাহের স্বনামধন্য মন্ত্রী নিযামুল মুলূক আত-তুসী (৪৫৭-৪৫৯ হি./ ১০৬৫-১০৬৭ খ্রি.) দু'লক্ষ দীনার ব্যয়ে বাগদাদ নগরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে এ বিশ্ববিদ্যালয় সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে। খ্যাতনামা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং যে পাঠ্যসূচি অনুসৃত হয়, সেটাই বাগদাদের "দরস-ই-নিযামী" নামে অভিহিত। [বি.দ্র. অধ্যাপক কে.আলী, *পাক ভারতের মুসলিম ইতিহাস*, ঢাকা : ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ২২৫-২২৮]

১৮৪. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

১৮৫. ড. সায়্যিদ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস*, খণ্ড- ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮

১৮৬. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

তাবারী, ইব্‌নুল খাতীব তাবরীযী, আবুল হাসান ফকীহ প্রমুখ এ মাদ্‌রাসারই কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে ইমাম আবু হামিদ গাযালী, আবুল মু'আলী, কুতুবউদ্দীন শাফি'ঈ প্রমুখের নাম জানা যায়। প্রত্যেক যুগে 'আলিমদের জন্য নিযামিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করার চেয়ে উচ্চ মর্যাদার কাজ আর কিছুই ছিল না। নিযামিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল ব্যক্তির নিকট একটি মডেল মাদ্‌রাসা হিসেবে সমাদৃত ছিল।[১৮৮] এ মাদ্‌রাসায় বিভিন্ন বিভাগ ছিল। শ্রেণি অনুসারে প্রতি বিভাগে ৬ হাজার ছাত্র ছিল। এদের মধ্যে উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তা ও সাধারণ লোকের ছেলেরাও ছিল। নিযামিয়ার আওতাধীন একটি বড় পাঠাগার ছিল, যা খোদ নিযামুল মুলকের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত পাঠাগারের দায়িত্বে ছিলেন তদানীন্তন যুগের বিখ্যাত 'আলিম ও বিশিষ্ট লেখক যাকারিয়া তাবরীযী। ৫০৯ খ্রি. লাদেন উল্লাহ্ 'আব্বাসীয় খলীফা হাকিমের পৃষ্ঠপোষকতায় নিযামিয়ায় আরো একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিযামিয়া মাদ্‌রাসার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, যা ইতিপূর্বে এ মাদ্‌রাসায় ছিল না।[১৮৯]

---

১৮৭. হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (র.) (৪০৭ হি./১০৭৭ খ্রি.- ৫৬১ হি./১১৬৬ খ্রি.): হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (র.) ৪৭০ হি. সনে ইরানের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ 'জিলান' বা 'গিলানে' জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত ইমাম হাসান (র.)-এর ১০ম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ৪৮৮ হি. সনে ইসলামি শিক্ষার্জন করার জন্যে বাগদাদে আগমন করেন। তিনি যাহিরী ও বাতিনী জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভের পর শিক্ষা, সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পঠন, পাঠন, ফাতাওয়া প্রদান লোকের আক্বীদা শুদ্ধিকরণ, আহলুস্-সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে সাহায্য ও সহানুভূতিতে তিনি আপোষহীন ছিলেন । ইলমুল মা'রিফাতে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে মুসলিম বিশ্বে তিনি 'বড় পীর' ও অলীকুল সম্রাট উপাধীতে সমধিক পরিচিত। এ মহান সাধক ৫৬১ হি. খ্রি. সনে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ক. আল-ফাতহুর-রাববানী, খ. ফাতহুল গায়ব, গ. জিলাউল খাতির, ঙ. আল-মাওয়াহিবুর রহমানিয়্যা উল্লেখযোগ্য। [বি.দ্র. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি./ ১৪১৬ হি., খণ্ড- ১, পৃ. ৩০]

১৮৮. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

১৮৯. *প্রাগুক্ত*

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও ইসলামি শিক্ষার বিকাশধারা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও ইসলামি শিক্ষার বিকাশধারা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহানবী (সা.)-এর সময়ে শিক্ষা পদ্ধতি

উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনা অতি ব্যাপক। এখানে সংক্ষেপে শুধু তখনকার ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকটাই বিশেষভাবে তুলনা করা হলো।

আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম পবিত্র নির্দেশ "পাঠ কর......"[১] এ নির্দেশ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ইসলাম 'শিক্ষা ও ধর্ম' এ দু'টি বিষয়কে পরস্পরের সাথে এমন ভাবে বেঁধে দিয়েছে যে, তা কখনও পৃথক হতে পারে না। এ বিষয়ে আরও অধিক গুরুত্ব আরোপের জন্য পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তা'আলা শিক্ষা ও জ্ঞানের তাৎপর্য এবং শিক্ষাবিদদের মর্যাদা ও প্রাধান্য বর্ণনা করে জ্ঞানার্জনের জন্য বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়েছেন।

মহানবী (সা.)-এর সময়ে শিক্ষা পদ্ধতি

মহানবী (সা.)-এর সময়ের ইতিহাস থেকেও আমরা দেখতে পাই, শিক্ষার জন্য মহানবী (সা.) অত্যাধিক তাগিদ দিয়েছেন ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সাথে তিনি শিক্ষা-দীক্ষার নিয়ম-কানুনও প্রতিষ্ঠা করেন। সাফা পর্বতের নিকটেই 'দারুল আরকাম' ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং মহানবী (সা.)। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুর'আন স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে।[২]

---

১. اقرا بسم ربك الذى خلق- خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم- الذى علم بالقلم- علم الانسان مالم يعلم-
অর্থাৎ পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষকে 'আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহান মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। আল কুর'আন, ৯৬: ১-৫

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ৪০ বছর বয়সে হেরা গুহায় সূরা 'আলাক-এর এই প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। আয়াতে বর্ণিত 'আলাক' হল সংযুক্ত, জুলন্ত, রক্ত, রক্তপিণ্ড ইত্যাদি। তাফসীরকারকরা এর অর্থ 'রক্তপিণ্ড' করেছেন। কিন্তু আধুনিক জীব-বিজ্ঞানীরা মাতৃগর্ভে মনুষ্য ভ্রূণের ক্রমবিকাশের বর্ণনায় বলেন, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হয়ে মাতৃগর্ভে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা গর্ভধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে জরায়ুগাত্রে সংলগ্ন হয়ে পড়ে এবং এই সম্পৃক্তি সংগঠিত না হলে গর্ভধারণ স্থায়ী হয় না। এ কারণে বর্তমানে 'আলক শব্দের অনুবাদ করা হয়, 'এমন কিছু যা লেগে থাকে'। [বি.দ্র. আল কুর'আন, ২৩: ১২-১৪]

২. ইরশাদ হচ্ছে: هو الذي بعث في الاءيين رسولا منهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة অর্থাৎ তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে যিনি তাদের নিকট আবৃত্তি করেন তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত, ইতোপূর্বে তো এরা ছিল বিভ্রান্তিতে। আল কুর'আন, ৬২: ২

হিজরতের দেড় বছর পর বদরের যুদ্ধে[৩] মক্কার সত্তর জন মুশরিক বন্দী হলে এবং যাদের মুক্তিপণের অর্থের কোন ব্যবস্থা ছিল না, নবী (সা.) তাদের প্রত্যেকের জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দশ জন করে মদীনার বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখানোর সিদ্ধান্ত দেন।

সুফ্‌ফা মাদ্‌রাসা

সুফ্‌ফা মসজিদে নববী সংলগ্ন একটি স্থান। এই স্থানটি মাদ্‌রাসা এবং বাসস্থান বা ছাত্রাবাস হিসেবে গণ্য ছিল। বাইরে থেকে আগত শিক্ষার্থীরা এবং স্থানীয় গরীব ছাত্ররা এখানে থাকতেন ও শিক্ষা লাভ করতেন। এখানে পবিত্র কুর'আন, তাফসীর এবং ফিক্‌হ শিক্ষা দেয়া হত। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। এখানে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীদের পানাহারেরও ব্যবস্থা ছিল। তাদের থাকা-খাওয়া এবং দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল খোদ্ নবী করীম (সা.)-এর উপর।[৪] হযরত আবু হুরায়রা (র.), হযরত মু'আয বিন জাবাল (র.) এবং হযরত আবু যর গিফারী (র.)-এর ন্যায় মনীষী ও শিক্ষাবিদরা সুফ্‌ফার এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। স্থানীয় শিক্ষার্থী ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করে নিজ নিজ এলাকায় যেতেন এবং অর্জিত শিক্ষা প্রচার করতেন। এ হিসেবে সুফ্‌ফা মাদরাসা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। প্রয়োজনবোধে এখানকার ছাত্রদেরকে বিভিন্ন এলাকায় দ্বীনিয়াত বা ধর্মীয় জ্ঞান এবং পবিত্র কুর'আন শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠানো হত, তারা ঐসব জায়গায় বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন।[৫]

ইসলাম যখন মদীনা থেকে অনেক দূর-দূরান্তে প্রসার লাভ করল এবং গোত্র, শহর ও বিভিন্ন দেশের লোকজন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল, তখন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সুবন্দোবস্তের নিয়ম-শৃঙ্খলা কায়েম ও পাঠ্যসূচির ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দিল। আর তা এরূপ ছিল যে, প্রত্যেক গোত্রের লোকজন নিজেদের বাসস্থানে থেকে হাদীস এবং সুন্নাতের জ্ঞান লাভ করবে। তা যে প্রকারে সম্ভব হত তা হল- নবী (সা.)-এর দরবার থেকে শিক্ষাবিদদেরকে বড় বড় কেন্দ্রে পাঠানো হত অথবা প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হত।

'আমর ইব্‌ন নিযামের নামে নবী (সা.)-এর দরবার থেকে দীর্ঘ উপদেশাবলী সম্বলিত বাণী প্রেরণ-করা হয়েছে, যা সহীহ হাদীসের গ্রন্থসমূহে রক্ষিত আছে। উপদেশাবলীর মধ্যে জনগণের জন্য পবিত্র কুর'আন, হাদীস, ফিক্বহ্ এবং অন্যান্য ইসলামি শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার বিষয় উল্লেখ আছে।

---

৩. দ্বিতীয় হিজরী রমযান মাসে

৪. ধনবান সাহাবারা মসজিদের খুঁটির সাথে পাকা খেজুরের কাঁধি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতেন। সুফ্‌ফাবাসীদের ক্ষুধা লাগলেই তা থেকে খেয়ে নিতেন। বস্ত্রের অভাবে তাঁদের বেশির ভাগ খালি গায়ে থাকতেন এবং বহিরাগতদের দৃষ্টি থেকে নিজেদেরকে পরস্পরের আড়ালে রাখার চেষ্টা করতেন।

৫. সাহাবায়ে কিরাম অসীম যুলুম-নির্যাতন সহ্য করে, এমনকি জীবনের বিনিময়েও ইসলাম প্রচার করেছেন,কখনও পিছিয়ে আসেননি। এখানে উল্লেখ্য, গৌতম বুদ্ধ তার ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারের জন্য তার শিষ্যদের বিভিন্ন দলকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতেন। তারা নির্যাতনের ভয়ে বার বার ফিরে এসে বিপদ ও যুলুমের অভিযোগ করতেন। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ সম্রাট শক্তভাবে বললেন, তোমরা ভীত ও অধৈর্য্য হলে চলবে না। এই সংসার সমরাঙ্গণে এসব নির্যাতন সহ্য ও বাঁধা অতিক্রম করে এ শিক্ষা ও প্রচার কার্য চালিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বন-জঙ্গল দিয়ে প্রচারাভিযানে খালি হাতে যাওয়ার সময় লুটেরা ও ডাকাতদের মোকাবেলা করার জন্য প্রথম অস্ত্রহীন স্বরূপ 'জুডো' (শারীরিক কৌশল বিদ্যা) উদ্ভাবন করেন।

এই প্রচেষ্টা এবং ইসলামের প্রারম্ভিককালে তাঁর নির্দেশ 'দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর'[৬] এ দুয়ের মধ্যে অপূর্ব মিল বা সংযোগ দেয়া যায়।

খুলাফা-ই রাশিদা-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা

খুলাফা-ই রাশিদা যুগে শিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। তাঁদের সম্মুখে ছিল নবী করিম (সা.)-এর উত্তম আদর্শ।[৭] নবী করিম (সা.)-এর অমর বাণী- "একটি আয়াত হলেও অপরকে শিক্ষা দাও"[৮] এ দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। এ বাণীর উদ্দেশ্য, মুসলমানের নিকট মহানবীর যে আদর্শ ও শিক্ষা রয়েছে সে আমানত অন্যকে পৌঁছানো বা শিক্ষা দেয়া তার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। নবী করিম (সা.)-এর আশঙ্কা ছিল যে, উম্মতরা এ দায়িত্বে ত্রুটি বা অবহেলা করলে তারা দুনিয়ার পূর্ববর্তী অন্যান্য কাওম বা জাতির ন্যায় পথভ্রষ্ট ও আযাবগ্রস্ত হবে। তাদের সাবধানতায় উপদেশস্বরূপ পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত শাস্তির ঘটনা যথেষ্ট। তাই অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় মুসলমানরা যখন বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশে আসতে শুরু করল, তখন এ দেশের অধিবাসীরা মুসলমানদের জ্ঞানভান্ডার ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রইল না। আরব ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা এসে এদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল এবং ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সব জায়গায় চালু করে দিল, মাদ্‌রাসা কায়িম করল, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে জ্ঞান বিতরণ আরম্ভ করল। এসব মুসলমান শিক্ষাবিদদের জন্য বড় বড় ইমারতের কিংবা জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্রের প্রয়োজন ছিল না। উপদেষ্টা পরিষদ এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিরও দরকার ছিল না।[৯] মসজিদগুলো ছিল মাদ্‌রাসা, আর জমিন ছিল তাঁদের চেয়ার-টেবিল। আস্তে আস্তে পরবর্তীকালে এই উপমহাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর বিভিন্ন শহর-বন্দর এবং গ্রাম-গঞ্জে মুসলিম শিক্ষাবিদরা ছড়িয়ে পড়ে এবং মক্তব-মাদ্‌রাসা গড়ে তোলেন। পৃথিবীর এ অংশে কখন এবং কোথায় প্রথম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তা বলা কঠিন। তবে তারীখে ফিরিশতা বর্ণনানুযায়ী মনে হয়, মাদ্‌রাসার জন্য প্রথম 'ইমারত তৈরি করেন সুলতান নাসিরুদ্দীন কুবাচা মুলতানে, যেখানে শিক্ষা লাভ করেন হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (র.) (জন্ম ৫৭৭ হি.)-এর ন্যায় মনীষী ও ইসলামি শিক্ষাবিদরা।

বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশের সাথে 'আরব দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অতিশয় প্রাচীন। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে আরবে যে ইসলামি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধিত হয়, তার সুফল এ উপমহাদেশেও পৌঁছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই ইসলামি বিপ্লবের কয়েক বছরে হযরত 'উমর (রা.), হযরত 'ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং আমীর মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে এ উপমহাদেশে কয়েকজন সাহাবী আসেন। হযরত মু'আবিয়ার (রা.) আমলে কয়েকজন তাবি'য়ী লাহোর পর্যন্ত পৌঁছেন। সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবি'য়ীঈন ছিলেন ইসলামি শিক্ষা প্রচারের বাস্তব প্রতিমূর্তি এবং অগ্রদূত। তাঁরা যেখানে গেছেন সেখানে ইসলামি শিক্ষা তথা কুরআন-হাদীস প্রচারে

---

৬. ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, *বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলের সিলেবাস ও শিক্ষা ব্যবস্থা*, ঢাকা: ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রি. খণ্ড -২, পৃ. ৮-১১

৭. *প্রাগুক্ত*

৮. بلغوا عني و لوا ية— [বি.দ্র. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল আল্‌-বুখারী, *সহীহ্‌ বুখারী*, মিসর: মাকতাবাতুশ্‌ শামিলা, তা.বি., বাবু মা যুকিরা 'আন বানী ইসরাঈল, হাদীস নং. ৩২০২]

৯. ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আত্মনিয়োগ করেছেন। এ উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বিশেষভাবে আরম্ভ হয় হিজরী ৯৩ সনে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের[১০] সিন্দু বিজয়ের সাথে সাথে মুলতান, মনসূরা, আলোর, দেবল, সিন্দান, কুসদার, কান্দারীল ইত্যাদি স্থানে ‘আরবরা উপনিবেশ স্থাপন করেন। কারো কারো মতে, তাঁর সঙ্গে ৫০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য স্থায়ীভাবে বর্তমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বহু শিক্ষাবিদ, হাফিয, কারী ও ফকীহ ছিলেন, যাঁদেরকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নির্দেশ দিয়েছিলেন এই বিজিত অঞ্চলে পবিত্র কুর‘আন শিক্ষা ও হাদীসের জ্ঞান দান করার জন্য। যোদ্ধা সৈনিক ছাড়াও অনেক বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তি, যাঁরা কুর’আন হাদীস ও ফিক্বহ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁর সাথে প্রেরিত হন। শিক্ষাদান কার্যে তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও যত্নে বিশেষ করে এই অংশে শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে এ সময় বহু সংখ্যক ‘আরব মুসলমান এ দেশে আগমন করেন।[১১] মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁদের সবার জন্য মসজিদ এবং চার হাজার অভিবাসীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন।[১২]

আফ্রিকার প্রসিদ্ধ পর্যটক ইব্‌নে বতুতার বর্ণনানুযায়ী, খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি ধর্মীয় ও ইসলামি শিক্ষা এত ব্যাপকতা লাভ করে যে, শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বোম্বে প্রদেশের কেরালা ডিষ্ট্রিক্টের হনাবান নামক স্থানে ১৩টি এবং ছেলেদের জন্য ২৩টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অঞ্চলের মেয়েরা ছিল ‘হাফিযা’ বা কুর’আন মুখস্থকারিনী। মধ্য এশিয়ার প্রভাব ও নিয়মানুযায়ী সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনামলে (৬৯৫-৭১৫/১২৯৬-১৩১৬) শুধু শামসুদ্দীন ইয়াহিয়া (মৃত্যু ৭৪৭ হি.) হাদীসবিদ ছিলেন। আর সবাই কাযী বা বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্য ফিক্বহ্ শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রাধান্য দিতেন।

বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশের শিক্ষা পদ্ধতি ও জ্ঞানচর্চায় একটা বিশেষ ত্রুটি ছিল যে, পূর্ববর্তী লেখক, ধর্মবিদ ও শিক্ষাবিদদের অন্ধ-অনুকরণের রোগ ছিল এখানে অতি ব্যাপক। এ কারণে পূর্ববর্তী বিশেষ শ্রেণির ‘আক্বীদা পোষণ করা হত। তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার পরিধি ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে সীমিত। এই অন্ধ অনুকরণ বা তাকলীদ-এর এই নীতি অনুসরণের ফলে মুতাকাদ্দিমুন বা পূর্ববর্তী ধর্মবিদদের লিখিত গ্রন্থ ছাড়া অন্য প্রকারে লিখিত গ্রন্থ বা লিখন প্রণালীকে খুব অপছন্দ করা হত। এ কারণে প্রসিদ্ধ তাফসীরকার আল্লামা ফয়যী[১৩] যখন নুকতাবিহীন অক্ষর দ্বারা

---

১০. তিনি ছিলেন খলিফা ওয়ালীদের ইরাক প্রদেশের ভাইসরয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি তাঁর উন্নত চরিত্রের গুণে যুদ্ধ ও শাসন পদ্ধতির কৃতকার্যতার মহিমায় ভারতের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে সমুজ্জল হয়ে আছেন। তিনি শুধু রণনীতি বিশারদ বা যুদ্ধপটু সেনাপতি ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত সুহৃদ, বহুমুখী প্রতিভাশালী সুশাসকও ছিলেন। তিনি ছিলেন সুনিপুণ ও জনপ্রিয় সৈনাধ্যক্ষ। তাঁর অধীনস্থ সেনাবাহিনীর কাছে তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর অল্প বয়সে অদম্য সাহস, মহান বীরত্ব, যুদ্ধ ক্ষেত্রে অপূর্ব সমর কৌশল তাঁকে মুসলিম ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তাঁর সুনিপুণ শাসন-পদ্ধতি ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমের জন্য তিনি অমুসলিম সিন্ধুবাসীদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি শত্রুর প্রতি কঠোর এবং মিত্রের প্রতি দয়ালু ছিলেন। আল-মরজুবানী মন্তব্য করেন যে, “মুহাম্মদ বিন কাসিম সব যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।” দেখুন: ঈশ্বরী প্রসাদ: শর্ট হিস্ট্রি, পৃ: ৩৬: চার্চ নাম ইলিয়ট ডাওসন।

১১. এমনকি সুদূর পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং চীন-সাম্রাজ্যের সঙ্গেও ‘আরব দেশীয় মুসলমান বণিকরা ব্যবসা চালাতেন। তখন ছিল ‘আরবীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ।

১২. এই ১৭ বছর বয়স্ক আদর্শ চরিত্রের অধিকারী ‘আরবি বীর সেনাপতির আকস্মিক ও মর্মান্তিক পরিণতি একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা:

১৩. এই প্রসিদ্ধ তাফসীরকার আল্লামা ফয়যী ছিলেন মোঘল সম্রাট আকবরের নবরত্নের অন্যতম ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

Dhaka University Institutional Repository

"সাওয়াতিউল ইল্‌হাম" নামক একখানা অতি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর লিখেন, তখন গোঁড়া ধর্মবিদরা জোর আপত্তি জানালেন এবং এ পদ্ধতিতে নুকতাবিহীন অক্ষরযুক্ত বাক্য দিয়ে লিখা তাফসীরকে বিদ'আত বলে মন্তব্য করল। তখন সুচতুর এবং বিজ্ঞ দূরদর্শী তাফসীরকার 'আলিম ফয়যী সাথে সাথে প্রতি উত্তরে জানালেন, ইসলামি ধর্মমতের মূল এবং প্রথম সূত্র[১৪] ও নোকতাবিহীন অক্ষরযোগে তৈরি। অতএব এই রীতির তাফসীর বিদ'আত হলে কালিমায়ে তায়্যিবা পাঠ করাও বিদ'আত হবে।

প্রত্যেক জাতি নিজেদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বুনিয়াদ রচনার জন্য নিজেদের অতীত ইতিহাস এবং পূর্বপুরুষদের কীর্তি পর্যালোচনা ও স্মরণ করে থাকে। জাতি হিসাবে মুসলমানদের যে বিশেষ ঐতিহ্য আছে তা তাদের পূর্ববর্তী গুণীজনদের উল্লেখযোগ্য কীর্তি দ্বারা প্রমাণ হয়। মুসলমানরা যখন আরব হতে বাহির হয় তখন তাদের এক হাতে ছিল পবিত্র কুর'আন, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা,[১৫] অপর হাতে ছিল দেশ জয় ও সফলতার তলোয়ার। যে সব দেশ তাদের অধীনে আসে সে সব দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠে এবং ঐসব স্থানের অধিবাসীরা ইহ-পরকালীন সর্বপ্রকার উন্নতি লাভ করে। তাঁদের এভাবে ছড়িয়ে পড়া সারা বিশ্বের জন্য এক মহা কল্যাণ ছিল, যা ঐসব দেশের চেহারাকে বদলে দিয়েছিল। স্পেনে শিক্ষা ও তাহযীব-তামাদ্দুনের আলো ছড়িয়ে পড়ে। মাগরিবের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে তথায় উজ্জ্বলতা[১৬] স্থান পায়। মিশর, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো এবং কায়রোর অনুন্নত লোকদেরকে শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতি দান করে পূর্ব দিকে ইরানকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত করে। স্পেনের ইসলামি সভ্যতা ইরানের শীরায আর বাগদাদের ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চিরদিনের জন্য তাদের জাতীয় ঐতিহ্যের গৌরবময় অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম শাসনামলের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে জানা খুব সহজ নয়। কারণ এ সময়ের ইতিহাসের বেশির ভাগ হল রাজা-বাদশাহদের জীবনী, যার মধ্যে বিশেষ করে রয়েছে তাঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রাজ্য জয় সম্বন্ধে। এতদ্‌সত্ত্বেও বহু পরিশ্রম এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে এ সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থীদের অবস্থা, শিক্ষার রীতিনীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সিলেবাস এবং বই-পুস্তক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে কিছু আলোচনা পেশ করছি।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় মিসর এবং ভারতের মধ্যে আসা-যাওয়ার সম্পর্কও শুরু হয়। তখনকার এক মিসরীয় গ্রন্থে কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনানুযায়ী শুধু দিল্লীতেই এক হাজার ধর্মীয় শিক্ষা

---

১৪. কালিমায়ে তায়্যিবা لا اله الا الله محمد رسول الله অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য (মা'বুদ) নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল। অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই কালিমা মুখে উচ্চারণ করাই ঈমানের অঙ্গীভূত। মতান্তরে, অন্তরের এই দৃঢ় বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং 'আমালে সালিহ' (সৎকর্ম) এই তিনের সমন্বয়ে হয় ঈমান। যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস অন্তরে রেখে মারা যাবে সে জান্নাতবাসী হবে। অবশ্য পাপকর্মের অনুপাতে তাকে প্রথমে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে, যদি আল্লাহ চাহেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, "ঈমানের সত্তরের উর্ধ্বে শাখা রয়েছে। সর্বোত্তম শাখা এই কালিমা এবং ক্ষুদ্রতম শাখা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটা প্রধান শাখা। "আমল ঈমানের পরিপূরক। তাই যদি কেউ মহা পাপও করে, কিন্তু তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস বা ঈমান বজায় থাকে তাহলে সে মু'মিনই থাকবে। [বি.দ্র. 'উমার ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন ইসমাইল ইব্‌ন আন্‌ নাসাফী, '*আকা'য়িদে নাসাফী*, চট্টগ্রাম: জমিরিয়া লাইব্রেরী, ১৪০৬ হি., পৃ. ৯০-৯৬]

১৫. ايك هاته مين قران اورها ته مين تلوار هو- قوة باز وبهي كر قوة ايمان هو

১৬. এ পরিপ্রেক্ষিতে কবি বলেন, "অন্ধকারের উৎস হতে উৎসায়িত আলো, সেই তো আমার ভালো"

প্রতিষ্ঠান বা মাদ্‌রাসা ছিল। এর মধ্যে একটা ছিল শাফি'ঈ মাযহাব অবলম্বীদের, আর বাকী সব ছিল হানাফী মতাবলম্বীদের।

বাদশাহ 'আলমগীর, অন্যান্য নৃপতির তুলনায় বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য সবচেয়ে বেশি জমি ও অর্থ সাহায্য বরাদ্দ করেন, যেগুলোতে ব্যাপক জ্ঞান চর্চা হত।

উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-চর্চার উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথম হিন্দুস্থানের শীরাজ বলে পরিচিত 'পূরাব'-এর কথা এসে যায়। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু ইসলামি চিন্তাবিদ ও পন্ডিত বাস করতেন। রাজা-বাদশাহদের পক্ষ হতে তাঁরা রীতিমত বৃত্তি, যমিন ও সম্পত্তি লাভ করতেন। তথায় বহু মসজিদ, মাদ্‌রাসা এবং খানকাহ্ ছিল। প্রত্যেক জায়গায় উত্তম ও বিশিষ্ট শিক্ষকমন্ডলী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং সবাইকে "জ্ঞানান্বেষণ কর"[১৭] মহানবী (সা.) এর এ আহ্বান বাণী জানাতেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সিপাহী বিপ্লবের পর ইংরেজরা যখন এদেশে দৃঢ়পদে জমে বসল তখন মুসলিম চিন্তাবিদরা অনুভব করলেন, এখন রাজনৈতিক পরাজয়ের[১৮] সাথে সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার এবং ইসলামি জীবন ব্যবস্থার গতিও ধীরস্থির হয়ে যায়। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখন কোন জাতি কোন দেশ অধিকার করে এবং সে দেশের অধিবাসীদের উপর রাজনৈতিক বিজয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে তখন বিজয়ী জাতির প্রভাব বিজিত জাতির শুধু বাহ্যিক দেহের উপর বিস্তার করে না, বরং তাদের অন্তর এবং মন-মগজকেও অধিকার করে নেয়। তাদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, তাহযীব-তামাদ্দুনের মধ্যেও শিকড় গেড়ে[১৯] বসে। যার ফলাফল এবং এই প্রবাদ অনুযায়ী বিজিত জাতিসমূহ নিজেদের জাতীয় সত্তা, ঐতিহ্য ও তাহযীবকে শুধু ছেড়ে দেয় না; বরং দীর্ঘদিন যাবৎ বিজয়ীদের অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে নিজেদের উন্নত কৃষ্টি-কালচারকেও ঘৃণা ও অপছন্দ করতে শুধু করে। তারপর বিজয়ী জাতিকে শুধু অনুসরণই করে না বরং তাদের রীতি-পদ্ধতিকে গ্রহণ করা গর্বের বিষয়ও মনে করে। এই উপমহাদেশের সচেতন মুসলিম

---

১৭. طلب العلم فريضة علي كل مسلم 'অর্থাৎ- প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ'। [বি.দ্র. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ, *সুনানু ইবনু মাজাহ্*, দিমাস্ক: মাকতাবাতু ইব্‌ন হাজার, ১ম সং. ১৪২৪ হি., ২০০৪ খ্রি.; মুকাদ্দামা বাবু ফাদলুল 'উলামা ওয়াল হাস 'আলা তালাবিল 'ইলম, হাদীস নং. ২২৪, পৃ. ৭৩; এ হাদীসে মুসলমান বলতে নারী ও পুরুষ উভয়কে বুঝানো হয়েছে। [বি.দ্র. ড. আবুল ফাত্তাহ, *লামহাত মিন তারিখি ওয়াল মুহাদ্দিসিন*, আল্-মুসলিমুন, আন্তর্জাতিক ইসলামিক সাপ্তাহিক পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, সৌদি-আরব, ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ খ্রি., পৃ. ৩০; হাফিয সাখাবী (র.) বলেন, কতেক মুসান্নিফ এ হাদীস থেকে হাদীসের শেষে مسلمة অর্থাৎ মুসলিম নারী শব্দটি সংযোজন করেছেন। যদিও শব্দগত ভিত্তি নেই কিন্তু অর্থগত দিক থেকে তা শুদ্ধ, ড. ফাতিমা 'উমর নাসিফ বলেন, যদিও হাদীসের مسلمة শব্দটির উল্লেখ নেই তবুও مسلم ও مسلمة শব্দটি একই, কারণ সকল 'আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ তা'য়ালা যা কিছু বান্দাদের উপর ফরয করেছেন এবং যে সকল বিষয় সতর্ক করেছেন এ সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমানভাবে সংবর্ধিত, [বি.দ্র. ড. ফাতিমা 'উমর নাসিফ *খুকুকুল মারয়াতি ওওয়াজিবাতুহা ফি দুইল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ্*, কায়রো: মাকতাবাতুল মাদামী, ২য় সং. ১৪১৬ হি., ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৯৯]

১৮. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২য় সং, জানুয়ারি ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ১১

১৯. *প্রাগুক্ত*

চিন্তাবিদরা এবং ইসলামি শিক্ষাবিদরা এই ভয় তখনই অনুভব করেছিলেন এবং তার প্রতিকারকল্পে (সতর্কতার অবলম্বন স্বরূপ) প্রথমেই মুসলমানদের ইসলামি তা'লীম এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন।[২০] মুসলমান চিন্তাবিদদের এই সন্দেহ অত্যধিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। কারণ রাজনৈতিক শক্তি হারিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া তাদের জন্য আর কিছুই রইল না, যার দ্বারা তারা নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য ও ইসলামি সংস্কৃতির ভাবধারা রক্ষা করতে ও টিকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু এই একটি প্রয়োজনে অনুভূতিসম্পন্ন গুণী ধর্মবিদরা পরবর্তীকালে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

তালিবে 'ইল্‌ম বা ছাত্ররা বিদ্যা শিক্ষার জন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে দলে দলে সফর করতেন এবং যেখানে উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষার পরিবেশ পেতেন সেখানে অবস্থান করে জ্ঞানার্জনে মনোযোগ দিতেন। প্রত্যেক জায়গায় ভাল ভাল ধনী ব্যক্তিরা এসব ছাত্রদের পানাহার ও দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং তাদের খিদমত করাকে বড় সৌভাগ্য মনে করতেন। আজালের মত বোর্ডিং হাউজ বা হোস্টেলের ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষার যে সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করা হয়। ছাত্রদের পিতা-মাতা তাদের খরচ জোগানোর জন্য অনন্যোপায় হয়ে সম্পত্তি বিক্রি করে বা সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন কোন সময় মহিলাদের অলঙ্কার পর্যন্ত বিক্রি করে থাকে, যা কয়েক শতাব্দী পূর্বেও এ উপমহাদেশে কল্পনা করা যেত না। শহর এবং মহল্লার মসজিদের কামরাগুলো ছাত্রদের বাসস্থান ছিল। প্রাচীনকালে সাধারণতঃ শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে বিরাট ইমারত ছিল না। সে সময়ে সমস্ত মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও বিদ্যালয় এর প্রয়োজন মিটাত। এ কারণে প্রত্যেক পুরাতন প্রশস্ত মসজিদে একটা বড় বিদ্যাপীঠ ছিল। এ জন্য উপমহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত বা ইসলামি শহরগুলোতে অল্প দূরে দূরে অনেক প্রশস্ত শানদার মসজিদ দেখা যায়। দিল্লী, আগ্রা, জৈনপুর, লাহোর, আহমেদাবাদ, গুজরাট, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি প্রাচীন ইসলামি শহর ও রাজধানীগুলোতে বিশাল ও আযীমুশশান মসজিদগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয় যা এখনও ঐতিহ্য বহন করছে। এসবের আকৃতি, গঠন ও অবস্থা স্পষ্টভাবে বুঝায় যে, এগুলোর প্রধান অংশ শিক্ষার স্থান বা মাদ্‌রাসারূপে ব্যবহৃত হত। এতদ্ঞ্চলে এসব মসজিদের আঙ্গিনার চারপাশে এখনও ছোট ছোট কামরার দীর্ঘ ও প্রশস্ত সারি দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলো প্রকৃতপক্ষে তালাবা,[২১] মুদাররিস বা ছাত্র-শিক্ষকদের বাসস্থান। এ সবের কিছু কিছু আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন দিল্লীর মসজিদ এবং হিজরী ১০৬০ সনের তৈরি ফতেহপুরী ও আকবর আবাদী মসজিদের আঙ্গিনায় আশ-পাশে বানানো কামরাগুলো বিশেষ করে ছাত্রদের বাসস্থান ছিল। এগুলোর প্রথমটি এখনও এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানকার ইসলামি শিক্ষার ছাত্রদের এক বিরাট জামা'আত আজও সেই সুবিধাভোগ করছে। অবশ্য পরের দিকে লিল্লাহ বা ফ্রী বোডিং এবং লজিং-এর নিয়মও চালু হয়। যেমন দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, শিয়ালকোট, লাহোর, বিলগ্রাম, মুলতান, বিহার, আহমেদাবাদ, বেরিলী, কনৌজ, দেউহ্, মসূলী, খায়েরাবাদ, বাংলাদেশ ইত্যাদি স্থানেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

পুরানো খানক্বাহ্‌গুলোকে সাধারণতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। তখনকার Mystic Philosophers বা সূফীগণ এবং আত্মিক উন্নতিসম্পন্ন শায়েখরা যিক্‌র, অযীফা পাঠ এবং আত্মিক

---

২০. যার ফলে প্রায় দুইশত বছর ইংরেজ রাজত্বের পরও এদেশে ইসলামি শিক্ষা ও তামাদ্দুন-তাহযীবের আলোকবর্তিকা ও দীপশিখা নিভু নিভু না থেকে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে আসছে।

২১. একবচন طالب বহুবচনে طالب طلبة : student. scholar. condiate. petitioner, applicant, claimant, pursuer, secker; طالب العلم pupil طلاب الحاجات : pititioners: طالب الزواج suitor

উন্নতি সাধনাতে শুধু ব্যস্ত থাকতেন না, বরং শারী'আত, ত্বারীক্বত, যাহিরী, বাতিনী (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) উভয় প্রকারের শিক্ষাদানই ছিল তাঁদের সত্যিকার লক্ষ্য। এ কারণে পূর্বের মাশায়িখ এবং ওলী-আল্লাহ্‌র জীবনীতে তাঁদের পঠন-পাঠন, জ্ঞান দান[২২] ও শিক্ষকতার বাস্ততাও সাধারণতঃ দেখা যায়। প্রত্যেক খানক্বাহ্‌তে তাসাওউফ বা বাতিনী জ্ঞান অন্বেষকদের সাথে সাথে যাহিরী এবং বৈষয়িক জ্ঞানাহরণকারী ছাত্রদেরও বিরাট জামা'আতের খবর পাওয়া যায়। ঐ সব খানক্বাহ্‌র জন্য সুলতানদের পক্ষ থেকে যে অনুদান ব্যক্তিগত সম্পত্তি বরাদ্দ ছিল তার বেশির ভাগ খরচ হত এসব ছাত্রদের জন্য। এ কারণে পুরনো দিনের এ সব খানক্বাহ্‌গুলোকে স্বাভাবিকভাবেই মক্তব-মাদ্‌রাসার মধ্যে গণ্য করা যায়।

বিখ্যাত আধ্যাত্মিক পুরুষদের কবরস্থান এবং রওযার পাশেও অনেক কামরা শিক্ষাদানের কাজে বা ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহারের জন্য তৈয়ার করা হত, যা স্পষ্টতঃই মাদ্‌রাসারূপে গণ্য হত। যেমন সুলতান আলাউদ্দীন খলজী এবং বাদশাহ হুমায়ুনের কবরের আশ-পাশের এবং দিল্লী, আহমেদাবাদ, আগ্রা, বিজাপুর ইত্যাদি স্থানের আওলিয়ায়ে কিরামের কবরস্থানের পরিবেশ ও পরিস্থিতি ঐসব ইতিহাসের সন্ধান দেয়। আমীর ও জমিদারদের দেওড়ীতেও মক্তব-মাদ্‌রাসার কাজ বা শিক্ষাদান চলত। ইসলাম নীতিগতভাবে শিক্ষাদান ও বিদ্যার্জনের[২৩] সর্বদাই বিশেষ প্রেরণা ও তাকীদ দেয় এবং এই জ্ঞানদান ও জ্ঞানাহরণ একটা ধর্মীয় ও কল্যাণকর কাজ বলে ঘোষণা করে। তালিবে 'ইল্‌ম বা শিক্ষার্থীদের মদদ বা সাহায্য করা, শিক্ষার প্রচার-প্রসার, কিতাব-পত্র ও শিক্ষা উপকরণের জন্য উদারভাবে সম্পদ বরাদ্দ করা, মাদ্‌রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়িম করা, 'ওলামায়ে কিরাম ও জ্ঞানী-গুণীদের খিদমত ও সহায়তা করা ইত্যাদি ধর্মীয় নির্দেশ এবং ইহ-পরকালের উন্নতি, সফলতা ও মুক্তির কারণ বা উসীলা হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৪]

শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন মাধ্যম

শিক্ষা প্রসারের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় মাধ্যম হল- মাদ্‌রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়িম করা। অর্থাৎ সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কেন্দ্রসমূহে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈয়ার করা, যেখানে দেশের সর্বস্তরের সকল শ্রেণির লোক শিক্ষা লাভ করতে পারে। এই প্রয়োজন অনুভব করে সে যুগের মুসলমান বাদশাহ, আমীর, জমিদার, শিক্ষাবিদ, ধর্মবিদ, 'উলামা ও আধ্যাত্মিক পুরুষরা অসংখ্য মাদ্‌রাসা নিজেদের স্মৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান ও মক্তব-মাদ্‌রাসার জাঁকজমকপূর্ণ বহু উজ্জ্বল চিহ্ন এখনও বিরাজমান। বর্তমান কালের ন্যায় শিক্ষা প্রসারের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে ছিল প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো এবং সেগুলোর আর্থিক স্বচ্ছলতার ব্যবস্থা। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান থেকে উপকৃত হওয়া এবং শিক্ষা লাভ করা নির্ভর করে উন্নত যাতায়াত যোগাযোগ ব্যবস্থা উপর।

---

২২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) মসজিদে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জ্ঞান চর্চা করতেন। নবী (সা.) মসজিদে ঢুকে বিশেষভাবে তাকিয়ে লক্ষ্য করতেন কোন দলে অধিক ও বেশি শিক্ষিত লোক রয়েছে, তিনি গিয়ে সেই গ্রুপের সাথে বসে পড়েন এবং তাঁদের সাথে জ্ঞান চর্চায় অংশগ্রহণ নিতেন। [বি.দ্র. কিরমানী, *শরহুল বুখারী*, বৈরূত: দারুল যিক্‌র, তা.বি., পৃ. ৪৮।]

২৩. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

২৪. *প্রাগুক্ত*

বর্তমান যুগের ন্যায় অতীতে যানবাহনের ততটা সুব্যবস্থা ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থা (Transport facility) ছিল অত্যন্ত অনুন্নত ও অপ্রতুল। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত খুব কষ্টসাধ্য ছিল। এই সমস্যার সমাধানকল্পে যেখানে 'ওলামা, শিক্ষিত লোকজন, পণ্ডিত ব্যক্তি ও শিক্ষকরা বাস করতেন সেখানে মুসলমান বাদশাহগণরা শিক্ষাদানের জন্য রাজকীয় ধনভাণ্ডার হতে প্রচুর অর্থ ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে ও সচ্ছলভাবে নিজ নিজ এলাকায় বিনা চাঁদায় ও শিক্ষার্থী থেকে বেতন গ্রহণ না করে শিক্ষাদান করতেন। তালিবে 'ইলম বা ছাত্রদের জন্য ওয়াক্ফ স্টেটের ব্যবস্থা ছিল। এ সবের আয় দ্বারা তাদের যাবতীয় খরচ ও ব্যয়ভার বহন করা হত। শিক্ষক-ছাত্রদের এই বৃত্তিকে ইতিহাসের ভাষায় 'মদদে মা'আশ'[২৫] বা জীবন ধারণের উপায় বলা হত। এভাবে শিক্ষক সবার জন্য অবৈতনিক ছিল। এ উপায়ে শিক্ষক হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণির জন্য কোন পার্থক্য ছিল না। উভয় শ্রেণির জন্য উদারভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হত। কারণ বৃষ্টি যখন আসে তখন বাগান ও মরুভূমি সব জায়গায় সমানভাবে বর্ষে। এভাবে মুসলমানদের 'আলিমরা ধর্মীয় পথপ্রদর্শক ও শিক্ষাদানকারী ছিলেন। আর হিন্দুদের ধর্মীয় নেতারা ছিলেন পণ্ডিত, গোঁসাই বা ঠাকুর তাদের শিক্ষকদের বলা হত গুরু। এই 'মদদে মা'আশের" নির্দেশাবলী সম্বলিত কাগজপত্র মুসলমান আজও এই 'মদদে মা'আশ"-এর নির্দেশাবলী সম্বলিত কাগজপত্র মুসলমান ও হিন্দুদের অনেক পরিবারে রক্ষিত আছে। অবশ্য ঐতিহাসিক ও লেখকদের উচিত তারা যেন এ জাতীয় ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে সংগ্রহ করে একত্রিতভাবে পুস্তক ও গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে এ উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণ ও ব্যাপক ইতিহাস জানা সহজ হয়। এ উপমহাদেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য মুসলমান আমলে যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তাতে রাজা-বাদশাহদের পক্ষ হতে (সরকারীভাবে) সহায়তা ও জনগণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা উভয় ব্যবস্থাই বিশেষভাবে কাজ করছে। অর্থাৎ বর্তমানে এতদঞ্চলের সরকারী ও বেসরকারী) বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যায় (সরকারী এবং বেসরকারী) উভয় প্রকারে এই মহাদেশের শিক্ষার উন্নতি হয়েছে। ব্যক্তিগত বা বেসরকারী পর্যায়ে যাঁরা বিজ্ঞানের উন্নতি এবং জনগণের শিক্ষার জন্য নিজেদের জীবনের প্রধান অংশ ব্যয় করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে-মাঝে কিছু সরকারী মঞ্জুরী বা সাহায্য লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ এমন ছিলেন যে, যাঁদের সরকারী বা অন্য কোন প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন পড়েনি, তাঁরা আর্থিক দিক দিয়ে বেশ স্বচ্ছল ছিলেন। জনগণের কল্যাণ এবং শিক্ষা-দীক্ষার কাজে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন। শিক্ষকগণ ছাত্রদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়ে গড়ে নিতেন যে, এদের অনেকে ছাত্রজীবন শেষ হলে উপযুক্ত শিক্ষকের গুণাবলী সহকারে শিক্ষকতায় মনোযোগ দিতে পারতেন।

উপমহাদেশের বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষাবিদদের আগমন ও শিক্ষার প্রসার

মুসলমানদের বিজয়ের সাথে সাথে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে অনেক জ্ঞানী-গুণী শিক্ষাবিদের বিরাট জামা'আত এদেশে প্রবেশ করে, এদেশের মর্যাদাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। দিল্লী জয়ের পর একদিকে বাদশাহের দরবার নতুনভাবে সাজানো হল, অন্যদিকে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষাবিদের জ্ঞান চর্চার আসর বসে গেল। মুসলমান বাদশাহদের বিদ্যানুরাগ এবং বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে চতুর্দিক হতে 'উলামা এবং বিখ্যাত শিক্ষাবিদরা দিল্লীতে এসে ভিড় জমান এবং রাজধানীতে বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

---

২৫. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, সেপ্টেম্বর, ২০০১ খ্রি., পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত সূফী সাধক ও পণ্ডিত হযরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র.) সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিসের সময় দিল্লী আগমন করেন এবং মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠান করেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের সময় তিনি বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে চলে আসেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য এখানে বিরাট মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত সূফী ও জ্ঞানতাপস হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া আল-মানেরী এই মাদ্‌রাসার ছাত্র ছিলেন।[২৬]

সুলতান সিকান্দার লোদীর রাজত্বকালে শায়খ 'আবদুল্লাহ তলবনী দিল্লীতে এবং মাওলানা 'আযীযুল্লাহ্ 'সম্বল'-এ তাশরীফ আনেন। উভয়ে প্রথমে মুলতান আসেন। তাঁদের কারণে এদেশে মানতিক এবং 'ইলমে কালামের ব্যাপক উন্নত সাধিত হয়। তাঁদের পূর্বে এ উপমহাদেশে 'ইলমে মানতিক ও কালামে শরহে শামসিয়া এবং শহরে সাহায়েফের[২৭] বেশি পড়ানো হত না। শায়খ 'আবদুল্লাহ্‌র ক্লাসে বাদশাহ সিকান্দার লোদী স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন। কোন সময় দরস-তা'লীমের ধারা যেন বন্ধ না হয় সেজন্য বাদশাহ নিজে মাদ্‌রাসা সংলগ্ন মসজিদের এক কোণে চুপচাপ বসে যেতেন এবং সহজে স্পষ্টভাবে শায়খের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শুনতেন।

উপমহাদেশে শিক্ষাবিদদের মর্যাদা

শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকরা শুধু ছাত্রদের নিকট নয় বরং অভিভাবকদের নিকটও অত্যাধিক সম্মানিত ছিলেন। 'আল্লামা জামালউদ্দিন মযী হাকিম শামসুদ্দীন যাহাবী এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র 'আবদুল' 'আযীব আরদবীলী দিল্লীতে তাশরীফ আনলে সম্রাট মুহাম্মদ তুঘলকের দরবারে অত্যদিক সম্মানের অধিকারী হন এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করেন। বাদশাহ তাঁর সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেন। ইবন্ বতুতার হাওয়ালা দিয়ে নুযহাতুল খাওয়াতিরে উল্লেখ করা হয় যে, একদিন মাওলানা 'আবদুল 'আযীয আরদবীলী মুহাম্মদ তুঘলককে একটি তাৎপর্য পূর্ণ হাদীস শুনান, যা বাদশাহর অত্যধিক পছন্দ হয়। বাদশাহ তাতে এতই খুশী হন যে, বাদশাহ তাঁর কদমে চুমা দেন এবং স্বর্ণের তশতরীতে হাজার তনকা (টাকা) হাযির করার নির্দেশ দেন। পরে বাদশাহ স্বয়ং উঠে নিজ হাতে মাওলানাকে স্বর্ণের তশতরীসহ ঐ টাকা সম্মানী স্বরূপ দান করেন।

উপমহাদেশে তৎকালীন শিক্ষা পদ্ধতি

এই উপমহাদেশের 'আরবি বিষয়ে ও সিলেবাসের গ্রন্থসমূহে একটা দীর্ঘসূত্রিতার বিষয় হল প্রায় গ্রন্থের মূল অংশের (মতনের) সাথে ব্যাখ্যা (শরাহ্), ব্যাখ্যার সাথে টীকা বা হাশিয়া পড়ানো হত, আবার টীকার সাথে টীকা, এই দীর্ঘসূত্রিতার সবই কোথাও কোথাও পড়ানো হত। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসারীদের মাদরাসায় এখনও এই রীতি প্রচলিত আছে।

পবিত্র কুর'আন শিক্ষা

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে যখন এদেশে ইসলাম পৌঁছে, তখন এদেশের মুসলমানদের শিক্ষার নিসাব বা কারিকুলামে মানতিক এবং ফালসাফা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখানে এসে মুসলমানরা শিক্ষার যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাতে নিয়মানুসারে বাচ্চাদেরকে দেখে দেখে পড়ার জন্য

---

২৬. Dr Muhammad Ishaq, *India's Contribution to the Study of Haidth Literature,* Dhaka: Dhaka University, 1971, P. 53

২৭. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

প্রথমে পবিত্র কুর'আন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। যারা পবিত্র কুর'আন শিক্ষা দিতেন তাঁদের বলা হত 'মুক্‌রী'।[২৮] মুক্‌রীদের আজকাল যে অবস্থা, তখন তেমন দুরবস্থা ছিল না। এভাবে হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া ছোটবেলায় যার নিকট কুর'আন তিলাওয়াত শিক্ষা করেন, "ফাওয়া'য়িদুল ফাওয়া'য়িদ-[২৯] এর বর্ণনানুসারে তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ছিলেন হিন্দু গোলাম বা দাস। এই মুক্‌রীর নিকট যে কেউ যদি কুর'আনের কিছু অংশ পাঠ করত তার জন্য সমস্ত কুর'আন সহজে মুখস্থ করা সম্ভব হত। কোন গোলাম ইসলাম গ্রহণ করলে হাদীসের শিক্ষানুযায়ী তার মুনীব বা মালিক তাকে আযাদ করে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করে প্রথমে কুর'আন তিলাওয়াত করার তা'লীম দেওয়া হত। পূর্বে বংশগতভাবে গোলাম নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে উত্তম শিক্ষা লাভের অধিকারী হতেন। এমনকি সে সাত কির'আতের পারদর্শী ক্বারী হতেন। এভাবে তাঁর মালিকের ন্যায় শিক্ষকতার পেশাও অবলম্বন করে অত্যাধিক সম্মানের অধিকারী হতেন। এখানে বংশের গৌরব বা শ্রেণী বিদ্বেষ ছিল না। এ অবস্থায় নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের এবং শূদ্রদের অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হওয়ার বিষয় তুলনীয়। তারা যে কান দিয়ে কোন সময় ঘটনাক্রমে বেদবাক্য শুনে ফেলত সে কানে গলানো গরম সীসা[৩০] ঢেলে তাকে শেষ করে দেওয়ার নিয়ম যে দেশে সে দেশেই একটা গোলামকে পবিত্র কুর'আন শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কুর'আনে সাত কির'আতের মাহির বা পারদর্শী করে তাঁকে পবিত্র কুর'আনের শিক্ষকদের মর্যাদায় সমাসীন করে সবার আন্তরিক শ্রদ্ধাভাজন ও পূজনীয় করা কত বড় আশ্চর্যের কথা। কুরাইশী এবং হাশেমী বংশের কুল গৌরবের অধিকারী নেতারাও শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে আদবের সাথে বসতে হত। এইসব মুকরী বা কুর'আন শিক্ষাদানের কাজে যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের জন্য 'ইলমে কির'আত বা 'ইলমে তাজভীদে[৩১] পারদর্শী হওয়া অপরিহার্য বিষয় ছিল। তাঁরা কুর'আন শিক্ষাদানের সাথে সাথে 'ইলমে তাজভীদও শিক্ষা দিতেন।

ফার্সি শিক্ষা

পবিত্র কুর'আন শিক্ষার পরেই নিয়ম মোতাবেক ফার্সী কিতাব পড়ানো হত। তখন ফার্সী ছিল সরকারী ভাষা। এমনকি অনেক মুসলমানের সাধারণ ভাষাও ছিল ফার্সী। ফার্সী কিতাবসমূহ মুসলমানদের কত প্রিয় ভাষা ছিল তা "সীরাতে মুতাআখ্খিরীন"[৩২]-এর লেখক তবাতবায়ী বাংলাদেশের বাজীকরদের একটি ছোট গল্পের অবতারণা করেছেন তা থেকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি লিখেন, দিল্লীতে জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য এক তামাশগীর বাঙ্গালী বাজীকর তামাশা দেখানোর জন্য উপস্থিত লোকদের সামনে তার থলি থেকে একবার 'কুল্লিয়াতে সাদী শীরাযী"[৩৩] বের করত,

---

২৮. *প্রাগুক্ত*

২৯. *প্রাগুক্ত*

৩০. If a subra overheard a Brahamn reciting the vedas, he was to be punished by having malten lead poured iuto hjis ears; if he happened to sit on the same bench with Brahman he was lible to be branded" [Cf. Syed Ameer Ali, the spirit of islam, London: University parerbacks, Methuen, 1965, P. 33]

৩১. অধ্যাপক মোহাম্মদ মোমিন উল্লাহ্‌, *শিক্ষার ইতিহাস*, ঢাকা: রহমান আর্ট প্রেস, ১৯৬৯ খ্রি., পৃ. ৩৪১

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৩৩. *প্রাগুক্ত*

আবার থলিতে তা রেখে দিয়ে একই থলি থেকে 'দীওয়ানে হাফিয'[৩৪] বের করত, আবার ওটা রেখে দিয়ে 'দীওয়ানে সলমান সাউযী'[৩৫] বের করত, আবার ওটা রেখে 'দীওয়ানে আনওয়ারী' বের করতো। এভাবে বহুবার বিভিন্ন ফার্সী গ্রন্থ থলিতে রাখত আর নতুন করে আরেকটা ফার্সী গ্রন্থ বের করতো। সাধারণ জনগণের মধ্যে ঐসব গ্রন্থ ও ফার্সি ভাষার প্রভাব কত বেশী ছিল, এই ঘটনার দ্বারা তা ধারণা করা যায়। কারণ উপমহাদেশে ইংরেজী ভাষার চর্চা প্রায় দু'শ বছর পর্যন্ত চলছে। এতদসত্ত্বেও সেক্সপীয়ার, মিলটন, টেনিসন অথবা প্রসিদ্ধ অন্য কোন ইংলিশ লেখকের বই এভাবে তামাশা করে দেখানোর দ্বারা কি উপমহাদেশী কোন লোকের মনোরঞ্জন বা আনন্দ দান সম্ভব হবে? মোটকথা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের এক অংশ ফার্সী শিখার জন্য ব্যয় হত। এইসব শিক্ষার্থীরা ফার্সীর সাথে কুর'আন-হাদীস-এর কিছু কিছু জ্ঞানও লাভ করত এবং কুর'আনের প্রসিদ্ধ আয়াত ও হাদীস-জ্ঞানও লাভ করত এবং বই-পুস্তকে কুর'আনের আয়াত এবং হাদীসসমূহ ব্যবহার করতো। কিন্তু এ শ্রেণীর ব্যক্তিরা 'আরবি জানা বিজ্ঞ বা শিক্ষাবিদ হিসাবে গণ্য হতেন না। তাঁরা মৌলভী, মোল্লা, মাওলানা ইত্যাদি খিতাবে ভূষিত হতেন না।

'আরবি শিক্ষা

তারপর শুরু হত 'আরবি শিক্ষার স্তর। এ স্তরের শুরুতে মীযান ও সরঠ পড়ানো হত। এই স্তর দু ভাগে বিভক্ত ছিল- ১. 'ইলমি যরূরী' ও ২. 'ইলমি ফযল' বা দরজায়ে দানশমন্দ।[৩৬]

প্রথম স্তরে ফিকহ ও উসূলে ফিক্‌হ্-এর কিতাব সমূহ পড়ানো হত। এর মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল 'ইলমী নাহুতে কাফিয়া ও মুফাস্‌সল। আর ফিক্কহতে ছিল কুদুরী এবং মাজমা'উল বাহরাইন। এ সময় শরহে জামী এবং শরহে বিকায়াও পড়ানো হত। 'আরবি শিক্ষার জন্য ছাত্রদের আগ্রহ সম্বন্ধে বাংলার 'উসমান সিরাজের দিল্লী পর্যন্ত সফরের ঘটনাই যথেষ্ট। এই সফরে তাঁর সাথে কিতাব আর কাগজ-কলম ছাড়া অন্য কোন আসবাব ছিল না।[৩৭] এ অবস্থায় তিনি হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়ার (র.) খানকাহ্‌তে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে পড়ায় শরীক হন।

---

৩৪. *প্রাগুক্ত*

৩৫. *প্রাগুক্ত*

৩৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৩৪৫

৩৭. রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবূ বকর (র.) কে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময়ও তাঁদের কাগজ-কলম ছিল। কারণ যে কোন সময়ে অহী নাযিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন

মহানবী (সা.)-এর যুগে উপমহাদেশে ইসলামের আগমন

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই 'আরবগণ তাদের আদি পিতার অবতরণ স্থান[৩৮] এই উপমহাদেশে যাতায়াত করে আসছেন।[৩৯] ঐতিহাসিক এলফিস্টোন বলেছেন যে, হযরত ইউসূফ (আ.)-এর আমল থেকেই এ উপমহাদেশের সাথে 'আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু ছিল।[৪০] জেমস টেইলর এর মতে- হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্ব থেকে দক্ষিণ আরবের 'সাবা' সম্প্রদায়ের লোকেরা এ উপমহাদেশের পূর্ব-উত্তর এলাকায় পাল তোলা জাহাজে করে যাতায়াত করত।[৪১]

ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা সৈয়্যদ সুলায়মান নদভী-এর গবেষণা গ্রন্থ 'আরব ও হিন্দকে তা'আল্লুকাত'-এর সূত্র উল্লেখ করে বলেছেন, 'আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসার হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে-পাশে আরবদের স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। আরব দেশ থেকে বছরে অন্ততঃ দু'বার এসব উপনিবেশে নৌবহর এসে নোঙর করত। ফলে ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই তা এ দেশের

---

৩৮. মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে সর্বপ্রথম ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপ লঙ্কাতে আগমন করেন। মা হাওয়া (আ.) পৌঁছেন আরবে। উভয়ের সাক্ষাত ঘটে প্রথমে জেদ্দায় ও পরে 'আরাফাতে। এটাকেই আরব এবং ভারত উপমহাদেশের প্রথম সম্পর্ক মনে করা হয়। মাওলানা আজাদ বিলগ্রামী এ ধরনের কয়েকটি বর্ণনা একত্র করে উভয় দেশের সম্পর্ক প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি ইঙ্গিত করেন যে, হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে বের হওয়ার সময় হাজরে আসওয়াদ বা জান্নাতের কালো পাথরটি তাঁর সাথে ছিল। পরে সে পাথরটি লঙ্কা এবং দক্ষিণ ভারত হয়ে মক্কার কা'বা গৃহে স্থাপিত হয়। এ উভয় দেশের সম্পর্ক সূত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ভারতের গোলাম আহমদ মোর্তুজা তাঁর 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আদম (আ.) সর্বপ্রথম নবী হিসেবে ভারতে এসেছেন, ফলে আল্লাহ্‌র প্রধান ফিরিস্তা হযরত জিব্রাইল (আ.) সর্বপ্রথম ভারতের মাটিতেই পদার্পণ করেন। তিনি আরও লিখেছেন যে, হযরত আদম (আ.) যখন ভারতে আসেন তখন স্বর্গীয় সুগন্ধে তার দেহ আমোদিত ছিল। ফলে ভারতের সুগন্ধি দ্রব্য তুলনামূলকভাবে পৃথিবীতে বিখ্যাত। যেমনঃ মৃগনাভী, কর্পুর, চন্দন কাঠ, জাফরান, কেওড়া, গোলাপ ইত্যাদি। 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থে তাবরাণী থেকে হযরত আবু হুরায়রা (র.)-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে পাঠানোর পরেই হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে সেখানে পাঠানো হয়। হযরত জিব্রাইল (আ.) মুহাম্মদ শব্দটি উচ্চারণ করেন। হযরত আদম (আ.) তখন মুহাম্মদ এর পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে হযরত জিব্রাইল (আ.) বলেন, ইনি আপনার সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। গবেষক ড. মুহাম্মদ আলী উল্লেখ করেছেন, সে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেও ভারতকে ভালবাসতেন। তিনি একবার বলেছেন, ভারত হতে আমার নিকট স্নিগ্ধ শীতল হাওয়ার হিল্লোল ভেসে আসছে। [বি.দ্র. গোলাম আহমদ মোর্তুজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, কলিকাতাঃ এ্যাডভান্স বুক ডিপো, ১৯৮৯ খ্রি., পৃ. ৫৬-৬৫]

৩৯. মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী, *মাসিক তরজুমানুল হাদীস*, ১০ সংখ্যা, পাবনাঃ তা. বি., পৃ. ৪৩২

৪০. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান, (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি.)*, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৪১

৪১. Jams Tailor, *Remark on the sequel to periprlus of the Erithrean sea,* journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 16, 1847, p. 76

জনগণের কাছে পৌঁছেছিল।[৪২] কারণ ইসলামের আবির্ভাব তখন সমগ্র আরবে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমন একটা সাড়া জাগানো খবর বণিকদের মাধ্যমে বিদেশে পৌঁছেনি এমনটা ধারনা করা যায় না। বরং তখন নবী করিম (সা.) এর আবির্ভাব এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলামের কথা লোকমুখে এক চমকপ্রদ খবর হিসেবে প্রচারিত হতো বলেই অনুমান করা যায়।

মরহুম আশরাফ আলী থানবী-এর "ইসলাম কি সাদাকাত" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, গুজরাটের রাজা ভোজের বংশধর বলে দাবীদার মৌলভী হাসান রিজা বলেছেন, একদা গুজরাটের রাজা ভোজ তাঁর ইমারতের ছাদে উঠেন এবং চন্দ্র দ্বিখন্ডিত দেখতে পান, এ রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠান। তারা যোগ সাধনা করে বললেন, আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য আঙ্গুলের ইশারায় এ অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন। রাজা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে এক দূত পাঠালেন ও সাথে একখানা পত্র দিলেন। তাতে লিখলেন, হে মহামান্য! আপনার এমন একজন প্রতিনিধি আমাদের দেশে পাঠান, যিনি আমাদেরকে আপনার সত্য ধর্ম শিক্ষা দিতে পারবেন। তখন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জনৈক সাহাবাকে হিন্দে পাঠিয়ে দেন, তিনি রাজা ভোজকে ইসলামের বায়'আত করান। তাঁর নাম রাখেন আব্দুল্লাহ্। রাজার ধর্ম পরিবর্তনে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তারা রাজার বদলে রাজার ভাইকে সিংহাসনে বসায়। যে সাহাবা এসেছিলেন তিনি এ দেশেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর ও আব্দুল্লাহর (রাজা ভোজের) মাজার গুজরাটের 'ধারদা' শহরেই রয়েছে।[৪৩]

ইসাবা ফী তমিইজ আস সাহাবা গ্রন্থের এক বর্ণনায় বাবা রতন আল হিন্দ নামে এক লোক মহানবী (সা.)-এর খিদমতে গিয়ে সাহাবা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়।[৪৪] ঐতিহাসিক বুযর্গ বিন শাহরিয়ার বলেন, আরবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইসলাম প্রচারের কথা জানতে পেরে স্বরণদ্বীপের বাসিন্দারা রাসূল (সা.) এর কাছে দূত পাঠান। এ দূত মদীনায় পৌঁছেন হযরত 'উমর (র.)-এর খিলাফতকালে। হযরত 'উমর (র.)-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। তিনি কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন এবং ইসলাম, ইসলামের নবী ও সাহাবাগণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দেশে ফেরার পথে ঐ দূত বেলুচিস্তানের কাছে 'মাকরান' এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তার সাথী স্বরণদ্বীপ পৌঁছে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। এতে স্বরণদ্বীপের জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। স্বরণদ্বীপের রাজাও এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

কলিকাতা থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, চেরর রাজ্যের শেষ রাজা 'চেরুমাল' ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অভিলাসে মক্কা নগরীতে গমন করেন।[৪৫] শায়খ জয়নুদ্দীন প্রণীত তুহাকাতুল মুজাহেদীন পুস্তকেও তা উল্লেখ করা হয়েছে, মালাবারের রাজা মক্কা গমন করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খিদমতে হাজির হন। তাঁর নিকট ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করেন। মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় রাজা নবী করীম (সা.)-এর জন্য আদা ও এদেশে তৈরি একটি তরবারীসহ কিছু মূল্যবান উপহার সামগ্রী সঙ্গে করে নেন। নবী করিম (সা.) সেই আদা নিজে খান এবং

৪২. মাওলানা মহিউদ্দীন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম*: কয়েকটি তথ্য সূত্র, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৩৪৫

৪৩. এ. কে, এম মহিউদ্দীন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪৯৭ হি./ ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ১৫-১৬

৪৪. ইব্‌ন হাজার আসকালানী, *ইসাবা ফী তামিজ আস সাহাবা*, খণ্ড -১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৫

৪৫. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ফেরদৌস আলম সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন: ধারা ও প্রকৃতি*, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৭১-৭২

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবীগণের মধ্যেও বণ্টন করে দেন। সেই তরবারীটি বরাবরই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে ছিল। সে সময় থেকেই স্থানীয় মুসলমান ও অমুসলমানগণ এ ধারণা পোষণ করতো যে, রাজা কিছুকাল হযরতের খিদমতে অবস্থান করেন। পরে দেশে ফেরার সময় "শহর" নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[৪৬]

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কয়েকজন শিষ্য ভারতের মালাবর[৪৭] উপকূলে আগমন করেন। সেখানে তারা "চেরুমল পেরুমল" নামক হিন্দু রাজার সাথে সাক্ষাত করেন। এ রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং "শরিফ বিন মালিক" নামক একজন আরবিয় মুসলিমকে ভুমি প্রদান করেন ও ইসলাম প্রচারের অনুমতি দেন। আরবিয় বণিকগণ সমগ্র মালাবার[৪৮] উপকূলে ও দাক্ষিণাত্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে মাওলানা আকরাম খাঁ বলেছেন, আরব নাবিক ও বণিকগণ সর্বদা এ পথ দিয়ে 'বঙ্গদেশ' ও 'কামরূপ' হয়ে চীন দেশে যাতায়াত করতেন। এই মালাবরই ছিল তাদের মধ্যপথের প্রধান বন্দর। এখানকার মোহাজেরগণের ভাষাও ছিল আরবি। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ও ইসলাম ধর্মের সকল প্রকার বিবরণ সম্পর্কে যে তাঁরা যথা সময়ে সম্যকরূপে অবগত হতে পেরেছিলেন, তা সহজেই বুঝা যায়। এ প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ করতে হবে যে, আরব বণিকরাই ছিলেন হিজরী ৭ম শতক পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের প্রদান উদ্যোগী ও সদাসক্রিয় উপলক্ষ। উক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে, এ উৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ প্রচারকগণের সংশ্রবে আসার ফলেই মালাবারে আরব মোহাজেরগণ হযরতের জীবনকালে খুব সম্ভবতঃ হিজরী সনের প্রথম দিকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মালাবারের অনারব অধিবাসী দিগের মধ্যে ইসলামের প্রসার আরম্ভ হয়, ইহার কিছুকাল পরে স্থানীয় রাজার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।[৪৯]

সাহাবায়ে কিরামের যুগে উপমহাদেশে ইসলাম

মহানবী (সা.) এর যুগে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের পশ্চিম উপকূল হয়ে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন চীন সম্রাট 'তাইসুঙ'-এর নিকট রাসূল (সা.) এর লিখিত একটি পত্র এর প্রমাণ বহন করে। পত্রটির কথা N.G Wells এভাবে উল্লেখ করেছেন, "To the Monarch (Tai-Sung) also came (in A. D. 628) messages from Mohammad, they came to Canton on a trading ship they have sailed the whole way from Arabia along the Indian coasts unlike Heracleus and kavadh. Tai sung gave there envoys a courteous hearing. He expressed his interest in their theological ideas and practices and

---

৪৬. *প্রাগুক্ত*

৪৭. মালাবার ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের একটি জেলার নাম, ভৌগোলিক পরিভাষায় অনেক সময় সম্পূর্ণ নাম আরববাসী কর্তৃক প্রদত্ত হয়। মালাবার আরবি শব্দ, মালয়+আবার মালাবার। মালয় মূলতঃ একটি পর্বতের নাম, আবার অর্থ-কূপপুঞ্জ, জলাশয়। আরবরা এদেশকে মা'বার বলে থাকেন, মা'বার অর্থ অতিক্রম করে যাওয়ার স্থল পারঘাট। যেহেতু আরব বণিকরা এ ঘাট দু'টি পার হয়ে মাদ্রাজ ও হেজাজ প্রদেশ যাতায়াত করতেন, এ জন্যই তারা এ দেশকে মা'বার বলতেন। [বি.দ্র. মাওলানা আকরাম খাঁ, *মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকা: আজাদ এন্ড পাবলিকেশন্স লি., ১ম সং, নভেম্বর ১৯৬৫ খ্রি. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮]

৪৮. ড. হাসান জামান, সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, ঢাকা: ইসলামি সংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ৫১১

৪৯. মাওলানা আকরাম খাঁ, *মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮, ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

assisted them to build a mosque in Canton a mosque survives. It is said that, to this day the oldest mosque in the world.[৫০]

উপরোক্ত বিবরণসমূহের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, হিজরী প্রথম শতকের প্রারম্ভেই ভারতের পশ্চিম উপকূল ইসলামের সত্যবাণীর সংস্পর্শে আসে। এটাও স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলামের বাণী নিয়ে যে সকল মুসলিম বণিক সে সময় এ অঞ্চলে এসেছিলেন, তারা ছিলেন সাহাবী। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন বন্দর হয়ে চীন দেশে ও তার আশ-পাশে ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক শক্তিশালী দলিলের অভাবে আমরা তাদের পরিচয়, আগমনের সঠিক তারিখ চিহ্নিত করতে পারছি না। তবে রাসূল (সা.)-এর যুগে সাহাবীগণের মাধ্যমে যে, মালাবারে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, এতে আর সন্দেহ থাকার কথা নয়। রাসূল (সা.)-এর যুগে মালাবারে ইসলাম প্রচারের জন্য কে বা কারা এসেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ইসলামের প্রাথমিক যুগের পটভূমি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। নবী করিম (সা.)-এর নবুয়াতের পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে মক্কার বৈরী পরিবেশে ইসলাম অনুসারীদের অস্তিত্ব নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ায় তিনি দু'দফায় ১১৭ জন সাহাবীকে আবিসিনিয়া (হাবশা) রাজাকে নিরাপদ ও বন্ধুসুলভ জেনে সে দেশে হিযরত করার আদেশ দিয়েছিলেন।[৫১]

একটি অমুসলিম রাষ্ট্রে মহানবী (সা.) কোন্ ভরসায় তাঁর প্রিয় সাহাবীগণকে পাঠিয়েছিলেন এ সম্পর্কে মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল তাঁর 'হায়াতে মুহাম্মদ' গ্রন্থে লিখেছেন- মক্কার মুর্তিপূজকরা ছিল ইসলামের ঘোর শত্রু। পক্ষান্তরে ইসলামও মুর্তিপূজার ঘোর শত্রু। এমতাবস্থায় বাইরে ইসলামি আদর্শের জন্য পরিবেশ সহায়ক হতে পারে ভেবে রাসূল (সা.) তাঁদেরকে পাঠিয়েছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে, এ হিযরত রাসূল (সা.) এর দূরদর্শিতার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।[৫২]

মাওলানা সৈয়্যদ সুলায়মান নদভী-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূল (সা.) যখন দেখলেন যে, কুরাইশদের প্রতিকূলতার মধ্যে ইসলামি আহকামের উপর প্রকাশ্য আমল এবং অন্যদের সামনে ইসলামকে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তিনি হাবশায় হিযরতের নির্দেশ দিলেন।[৫৩]

মাওলানা মহিউদ্দীন খাঁন উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামের বাণী বাইরে প্রচার করার জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই রাসূল (সা.) প্রধানতঃ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে হাবশায় পাঠিয়েছিলেন। কারণ লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত হাবশা ছিল তখন একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক কেন্দ্র। পশ্চিমে মিশর এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রপথে চলাচলকারী নৌবহর হাবশা এসে যাত্রাবিরতি করত। এখানকার বাজারে বিপুলহারে পণ্য বিনিময় হতো। রাসূল (সা.)-এ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রটি পূর্ণ মাত্রায় খবর আদান-প্রদানের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।[৫৪]

ইব্‌ন কাইয়্যেম আল যাওযী তাঁর 'যাদুল মা'য়াদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাবশার মুহাজেরগণ রাসূল (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের সংবাদ পেয়ে ৪২ জন নারী-পুরুষ ফিরে আসেন। অবশিষ্ট মুহাজেরগণ হাবশায় থেকে যান। ৭ম হিজরীতে রাসূল (সা.) নাজ্জাশীর নামে ইসলামের দাও'আত

৫০. সৈয়্যদ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯১ খ্রি., পৃ. ৪৩

৫১. শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর'রাহিকুল মাকতুম*, রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারুস্সালাম, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৯২-৯৩

৫২. *মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল*, ১৩ তম সং, কায়রোঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ আল মুহাম্মদীয়া, ১৯৬৮ খ্রি., পৃ. ১৫৪-১৫৮

৫৩. সাইয়্যেদ সুলাইমান নাদাভী, *আরব ও হিন্দ কে তায়া'ল্লুকাত*, এলাহাবাদঃ ১৯৩০ খ্রি., পৃ. ৬৯

৫৪. মহিউদ্দিন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

সম্বলিত এক পত্র সাহাবী আমর ইব্‌ন উমাইয়া আজ্জামরী (র.)-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। এ পত্রেই অবশিষ্ট মুহাজিরদের ফিরে আসার অনুমতি দেন। পত্র পেয়ে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দু'খানা জাহাজে তাদেরকে পাঠিয়ে দেন। খায়বর বিজয়ের দিনে তারা এসে রাসূল (সা.)-এর সাথে মিলিত হন। রাসূল (সা.) তাঁদেরকেও খায়বারের গণিমতের অংশ দান করেন।[৫৫]

আবিসিনিয়ায় যারা হিযরত করেছিলেন তারা সকলেই কি মক্কায় বা মদীনায় ফিরে গিয়েছিলেন? এ সম্পর্কে অধ্যাপক রূহুল আমীন তাঁর 'বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান' অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করেছেন যে, আবিসিনিয়ার অন্যতম মুহাজির রাসূল (সা.)-এর মামা হযরত আবু ওয়াক্কাস (র.)[৫৬] হাবশা থেকে মক্কায় বা মদীনায় ফিরে আসেননি। প্রবাস স্থল থেকে তিনি রাসূল (সা.) এর নবুয়াতের ৭ম খ্রিস্টাব্দে সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া একখানা সমুদ্রগামী জাহাজে তিনজন সঙ্গীসহ পূর্বদিকে সুদীর্ঘ বাণিজ্য পথ ধরে বের হয়ে পড়েন। তিনি ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে মহাচীন গমন করেন। সে ঝাণ্ডা সবল হাতে চীনের মাটিতে পুঁতে সেখানেই জীবন অতিবাহিত করেন। আবার সেখানকার মাটিতেই কবরস্থ হন।[৫৭]

জয়নুদ্দীন ফকীহ প্রণীত 'তুহফাতুল মুজাহেদীন' গ্রন্থের উল্লেখ মতে, অভিযাত্রীদল পূর্বদিকে জাহাজ ভাসিয়ে প্রথমে ভারতের মালাবারে উপনীত হন। সেখানকার রাজা চেরুমল ও পেরুমল-সহ বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশেষে অনেক স্থানে যাত্রা বিরতির পর চীনের ক্যান্টন বন্দরে উপনীত হন। চীনা ভাষায় সে দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কিত যে সব তথ্য সূত্র রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় ৬২৬ শতাব্দীর কাছাকাছি কোন এক সময়ের মধ্যে এ ইসলাম প্রচারক দল চীনের উপকূলে অবতরণ করেন। এ প্রচারক দলের নেতৃত্বে ছিলেন রাসূল (সা.)-এর মামা হযরত আবু ওয়াক্কাস (র.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাসূল (সা.)-এর আরও তিনজন সাহাবী।[৫৮] তিনি চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটা মসজিদটি এখনও সমুদ্রতীরে তার সুউচ্চ মিনারগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসজিদের অদূরে তাঁর কবর এখনও বিদ্যামান। তাঁর তিন সঙ্গীর দু'জন সমাহিত রয়েছেন উপকূলীয় কুফীল চুয়াম চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের উপর। তৃতীয় জন সম্পর্কে এটুকু বলা হয়েছে যে, তিনি দেশের অভ্যন্তরভাগে চলে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন তথ্য সূত্রে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ প্রচারক দলটি হাবশা থেকে নবুয়তের সপ্তম খ্রিস্টাব্দে যাত্রা করেছিলেন। আর নবুয়তের ষোড়শ বর্ষে এসে চীনে পৌঁছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা পথিমধ্যে কমপক্ষে নয় বৎসরকাল অতিবাহিত করেছিলেন। দীর্ঘ এ নয় বৎসর তারা সমুদ্র বক্ষে

---

৫৫. ইব্‌ন কাইয়্যেম আল জাওযী, *যাদুল মা'যাদ*, বৈরূত: মাকতাবাতু বুহুছ ওয়াদ দারাসাত, ১৯৯৫ খ্রি., খণ্ড -৩, পৃ. ২১; ইবনে কাইয়্যেমের ভাষ্য: فلما كان قتهر ربيع الاول سنه سبع من الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا الى النجاشى يدعوه الى الاسلام وبعث مع عمر و بن امية الصميرى فلما قريْ عليه الكتاب اسلم، و قال الئن قدرت ان اتيه لاتيه و كتب اليه و رسول الله صلعم ان يبعث اليه من بقى عنده من اصحابه ويحملهم فقعل وصلهم فى سفينتين مع عمر بن اميه الضميرى فقد مواعلى رسول الله صلعم بخيبر، فوجدوه قد فتحها فكلم رسول الله صلعم المسلمين ان يد خلو هم فى سها مهم ففعلوا-

৫৬. হযরত আবু ওয়াক্কাস ছিলেন সাসূল (সা.) এর মাতা আমিনার ভাই। সে হিসেবে তিনি রাসূল-এর মামা, রাসূল (সা.)-এর নবুয়তের ৫ম বৎসরে কোন এক সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর আবিসিনিয়ায় হিযরতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। চীনের কোয়াংটা মসজিদের অদূরে তার কবর অবস্থিত। [বি.দ্র. *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফী সাধক*, পৃ. ৫৪]

৫৭. প্রাগুক্ত

৫৮. সাইয়্যেদ সুলাইমান নদাভী, *আরব ও হিন্দ-কে তায়া'ল্লুকাত*, এলাহাবাদ: ১৯৩০ খ্রি., পৃ. ৬৯

কি কাজে ব্যয় করেছিলেন তা একটা অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের এ নয় বৎসরের ভ্রমণ বৃত্তান্তের লিখিত কোন দলিল পাওয়া যায় না। তবে ইতোপূর্বে বিভিন্ন সূত্রের যে সব প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, যেমন হাবশা থেকে যাত্রা করার পর তাদের ইসলাম প্রচারের প্রথম মঞ্জিল মালাবার, মালাবার থেকে রওনা হওয়ার পর দ্বিতীয় মঞ্জিল খুব একটা জটিল মনে হয় না।

আল্লামা সৈয়্যদ সুলায়মান নদভী লিখেছেন, "মিশর থেকে সূদুর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত সমুদ্র পথে আরব নাবিকগণ নৌ পরিচালনা করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তারা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন। এখানকার চট্টগ্রাম এবং কামরূপে তাদের বাণিজ্য বহর নোঙ্গর করতেন। দীর্ঘপথে পাল টানা জাহাজের এক টানা যাত্রা সম্ভব ছিল না। পথে পথে যে সব মঞ্জিল ছিল সেগুলোতে থেমে থেমে জাহাজ মেরামত এবং পরবর্তী মঞ্জিলের জন্য রসদপাতি সংগ্রহ করতে হতো।[৫৯]

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মালাবার থেকে রওনা হওয়ার পর হযরত আবু ওয়াক্কাস (র.)-এর জাহাজ বাংলার বন্দরে নোঙ্গর করেছিল। চীনের পরিব্রাজক মাহুয়ানের বর্ণনানুযায়ী জানা যায়, বর্তমান চট্টগ্রাম কক্সবাজারের মধ্যবর্তী কোন একটি স্থানে এমন একটি বন্দরনগরী ছিল, যেখানে খুব উন্নতমানের সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি হতো। এ সব তৈরিকৃত জাহাজ সমগ্র প্রাচ্য জগতে ব্যবহৃত হতো। এ বন্দরে জাহাজ মেরামতের কাজও হতো। দূর থেকে প্রতিটি জাহাজ এ বন্দরে যাত্রা বিরতি করতো।[৬০]

হযরত আবু ওয়াক্কাস (র.)-এর কাফেলা সেই বিখ্যাত বন্দরে যাত্রা বিরতি না করেই সূদুর চীনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, এমনটা কল্পনাও করা যায় না। বরং অনুমান করা যায় যে, এখানে যাত্রা বিরতি করে কিছুকাল অবস্থান করে কিছু লোককে ইসলামের দীক্ষা দিয়েছেন।

অধ্যাপক রূহুল আমিন তাঁর অভিসন্দর্ভে এ প্রচারক দলের একটি অনিবার্য ধারণা পেশ করেছেন।

প্রথমত : হাবশা থেকে সরাসরি চীনে পৌঁছা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। হাবশা সম্রাটের নির্দেশও তা ছিল না। তারা এ সময়টা প্রমোদ ভ্রমণ বা দৃশ্যাবোলোকনেও অতিবাহিত করেননি। যাত্রা পথে সমস্ত সময়টাই তাঁরা প্রচার কার্যে নিবৃত্ত ছিলেন।

দ্বিতীয়ত : বাংলাদেশে ইসলামের প্রথম আলো এসেছিল রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায়, এ সম্মানিত সাহাবীগণের দ্বারা। তারাই মালাবারে পরে চট্টগ্রামে যাত্রাবিরতি করে সেখানে চাটি গেড়েছিলেন। যা থেকে পরে চাটিগাঁও বা চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়।

তৃতীয়ত : চট্টগ্রামের পর চীনের পথে ব্রহ্মদেশ ও মুসলিম অধ্যুষিত মালয়েশিয়াতেও ইসলামের প্রচারে কাজ করেছিলেন। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়ার দীপাঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যে সকল দীপাঞ্চল মুসলিম বসতিপূর্ণ দেখা যায়, সে সব অঞ্চলে তারাই ইসলাম প্রচার করেছেন।

চতুর্থত : নয় বৎসরের প্রতি এক বৎসরে এক একটি স্থানে জাহাজ ভিড়িয়ে ইসলাম প্রচার কাজ করলেও মালাবার এবং চট্টগ্রামসহ অন্তত: নয়টি স্থান তারা ভ্রমণকালের কর্মস্থল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এ হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ তারা বাকি রাখেননি। আবার বণিকরা এ সকল স্থানে পরে ইসলামের কাজ করলেও সূচনার কাজ এ কাফেলার দ্বারাই সাধিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

---

৫৯. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৩৪৭
৬০. *প্রাগুক্ত*

গবেষক এ প্রচারক দলের চারটি নাম উল্লেখ করেছেন:

১. হযরত আবু ওয়াক্কাস ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাফ (রা.)
২. হযরত উরওয়া ইব্‌ন আছাছা (রা.)
৩. হযরত কায়েস ইব্‌ন হুযায়ফা (রা.)
৪. হযরত আবু কায়েস ইব্‌ন হারিস (রা.)।[৬১]

এ, কে এম মহিউদ্দীন তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ সময়কার অর্থাৎ- রাসূল (সা.)-এর যুগে চট্টগ্রামে আগত সাহাবাই-কিরামের পাঁচটি নাম উল্লেখ করেছেন।

১. আবু ওয়াক্কাস মালিক ইব্‌ন ওয়াহাব (রা.)
২. তামীম আনসারী (রা.), (হিযরত করেননি)
৩. কায়স ইব্‌ন ছায়রাফী (রা.)
৪. উরওয়াহ ইব্‌ন আছাছা (রা.)
৫. আবু কায়েস ইব্‌ন হারেছা (রা.)।[৬২]

এখানে হযরত তামীম আনসারীর নাম সংযোগ হয়েছে। তামীম আনসারী হাবশায় হিযরতকারী ছিলেন না। ফলে তিনি হযরত আবু ওয়াক্কাসের সাথী হিসেবে আগমন করেননি এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। হ্যাঁ তিনি হয়ত পরবর্তী কোন মুসলিম বণিকদের সাথে এ দেশে এসেছিলেন।

হযরত 'উমর (র.)-এর খিলাফতকালে প্রথমে কয়েকজন প্রচারক (মুমিন) বাংলাদেশে আসেন। একই উদ্দেশ্যে এ রকম পাঁচটি দল পর পর এদেশে আগমন করেন। তাঁদের সাথে কোনও অস্ত্র-সস্ত্র বা বই পুস্তকও থাকতো না। তারা রাজ ক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাদের প্রচার পদ্ধতির একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই ছিল যে, তাঁরা এ দেশের চলতি ভাষার মাধ্যমেই ধর্ম প্রচার করতেন। অল্প সংখ্যক সত্যিকার মুসলামান তৈরি করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল। তাঁরা গ্রামে বাস করতেন ও সফর করে ধর্ম প্রচার করা তাঁদের প্রধান কাজ ছিল। এরপর আরও পাঁচটি দল মিশর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁদের বলা হত "আবিদ" তারা বিভিন্ন স্থানে "খানক্বাহ্" বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচার চালিয়ে যেতেন।[৬৩]

হযরত 'উমর (র.)-এর শাসনামলে (৬৩৩-৬৪৩ খ্রি.) সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর 'ফুতুহুল বুলদান' গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। "ওসমান ইব্‌ন আবুল আবী সাকাফী তার ভাই মুগীরা, সাকাফ হাবিস ইব্‌ন মুরুরী আবদী প্রমুখ সেনাপতি কয়েকবার সিন্ধু সীমান্তে আসেন এবং বিভিন্ন এলাকা দখল করেন। চুয়াল্লিশ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া (র.)-এর শাসনামলে সেনাপতি 'মুহাল্লাব ইব্‌ন আবু সফুরী' সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে সুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী 'বান্না' ও 'আহওয়াজ' নামক স্থানে পৌঁছেন। মুহাল্লাবের পর 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাওয়াব', রাশেদ ইব্‌ন আমর জাগীবী, সিনান ইব্‌ন সালমাহ্, আব্বাস ইব্‌ন যিয়াদ ও মুসজির ইব্‌ন জারুদ আবদী কয়েকবার হিন্দুস্থান সীমান্তে অভিযান চালান।[৬৪]

---

৬১. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৬। পৃ. ৫৫

৬২. এ, কে, এম মহিউদ্দীন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬, পৃ. ২২

৬৩. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮, ৫৯

৬৪. আব্দুল গফুর, *মহানবীর যুগে উপমহাদেশে*, ঢাকা: অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৪৯-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ভারত অভিযান সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর দু'টি হাদীস প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরকে এ অঞ্চলের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কারণ হাদীস দু'টির মধ্যে হিন্দুস্থান বিজয়ের পুর্বাভাস পাওয়া যায়। নাসায়ী শরীফে সংকলিত হযরত সাওবান বর্ণিত একটি হাদীস : "আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি দলকে আল্লাহ্ তা'য়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি দেবেন। তার মধ্যে একটি দল হিন্দ অভিযানকারী সেনাদল, আর দ্বিতীয়টি হল ঈসা ইব্ন মারিয়ম (আ.) এর সহযোগী দল।"[৬৫]

নাসায়ী শরীফে সংকলিত অন্য হাদীসটিতে হযরত আবু হুরায়রা (র.) বলেছেন "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে ভারত অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। কাজেই সে সময় পর্যন্ত আমি জীবিত থাকলে অবশ্যই এ যুদ্ধে আমার ধন ও প্রাণ দান করতে কুণ্ঠিত হব না। এতে যদি আমাকে হত্যা করা হয়, তবে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদের অন্তর্ভূক্ত হব। আর যদি সহি-সালামতে ফিরে আসতে পারি, তাহলে আমি হব দোযখ মুক্ত।"[৬৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেই ভারত অভিযানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করায় সাময়িকভাবে ব্যর্থতা সত্ত্বেও আরবদের ভারত অভিযানের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়নি। নৌ-পথে এবং স্থলপথে বার বার অভিযান চালানো হয়েছে। এ সময় হয়তো অনেক সাহাবী এবং তাবেয়ী উপমহাদেশের বিশেষ অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন। প্রফেসর মুহাম্মদ এছহাক-এর পিএইচ.ডি থিসিস India's Contribution to the Study of Hadith Literature গ্রন্থে হযরত 'উমর (রা.)-এর খিলাফত আমল (৬৩৩ খ্রি./১৩ হি.) থেকে হযরত মু'য়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত (৬৭৩ খ্রি./ ৬০ হি.) পর্যন্ত নয় জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়। যারা ভারত উপমহাদেশে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।[৬৭]

যে সকল সাহাবী হযরত 'উমর (রা.)-এর যুগে (১৩-২৩ হি./ ৬৩৩-৬৪৩ খ্রি.) ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন:

১. আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন ইতবান (রা.)।[৬৮]
২. আ'সেম ইব্ন আমুর তামীমী (রা.)।[৬৯]
৩. সূহার ইব্ন আবদী (রা.)।[৭০]

---

৬৫. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من التى احررهما الله من النار عصا بة تغذوأ الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام-

৬৬. عن ابى هريرة قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوة الهند فان ادر كتها انفق فيهاتضسى وما لى وان قتلت كنت افضل الشهداء وان رجعت فانا ابو هريرة المحرر- সুনান আন-নাসায়ী, পৃ. ৪৩

৬৭. ড. মোহাম্মদ এছহাক, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ১২

৬৮. আব্দুল্লাহ ইব্ন ইতবান মদীনার আনসারদের একটি গোত্র বনুল হুবলার সাথে সংযুক্ত ছিলেন, তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী এবং আনসারদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। (২১ হি./ ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে) সা'দ ইব্ন 'আবি ওয়াক্কাসের স্থলে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত হন এবং সে বছরের শেষ ভাগে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত হন। এরপর তিনি পূর্ব ইরান ও উপমহাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের সূচনা করেন। তাঁর ইন্তিকালের তারিখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। [বি.দ্র. ইব্ন হাজার আসকালানী, *এসাবা*, খণ্ড -২, পৃ. ৮১৭]

৬৯. আসেম ইব্ন আমর তামীমী রাসূল (সা.) এর সাহাবী এবং প্রাথমিক যুগের একজন খ্যাতনামা সৈনিক ছিলেন। ইরাক বিজয়ে তিনি বিশ্ববিশ্রুত জেনারেল হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সাথে শরীক ছিলেন এবং যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনিই প্রথম আরব জেনারেল, যিনি হিলমন্দের পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন এবং সিন্ধু উপতাক্যর বিজয়ে অংশগ্রহণ করেণ। [বি.দ্র. ইব্ন আবদিল বার, *আল ইস্তিয়আব*, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১২২৬ হি., খণ্ড- ২, পৃ. ৫০০]

৭০. সুহার ইব্ন আবদীর সম্পর্ক ছিল আব্দুল কায়স গোত্রের সাথে। (৮ম হি./ ৬৩১ খ্রি.) তিনি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে হুজুর থেকে মদীনায় আগমন করত: ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত 'উমরের খিলাফতকালে তিনি বসরায়

৪. সুহায়ল ইব্ন আদী (রা.)।[৭১]

৫. হাকাম ইব্ন আবিল-আস্ সাকাফী (রা.)।[৭২]

হযরত ‘উসমান (রা.) এর খিলাফত কালে (২৩-৩৫ হি./ ৬৪৩-৬৫৫ খ্রি.) যে সকল সাহাবী ভারত উপমহাদেশে আগমন করেছেন:

১. ‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন মা‘মার তামীমী (র.)।[৭৩]

২. ‘আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা (র.)। [৭৪]

হযরত মু‘আবিয়া (র.)-এর শাসনামলে (৪১-৬০ হি./৬১১-৬৭৩ খ্রি.) যে সকল সাহাবী ভারত উপমহাদেশে আগমন করেছেন:

গমন করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধসমূহে অংশ নেন। সিন্দু নদের পূর্বাঞ্চলের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, এখানকার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং অধিবাসীদের সাথেও গভীর যোগাযোগ রাখতেন। সম্ভবত: তিনি আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলের শেষ ভাগে বসরায় ইন্তিকাল করেন।

৭১. ইব্নুল আসির, *উসদুল গাবা*, খণ্ড- ২, পৃ. ১১; সুহায়ল ইব্ন আদী আসদ গোত্রের লোক ছিলেন এবং বণু আশহালের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি যে সাহাবী ছিলেন এ বিষয়ে কোন সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি আল জাযীরার বিরুদ্ধে (১৭ হি./ ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে) এক সামরিক অভিযানের নেতা ছিলেন। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় সাহাবীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার মত বয়স সুহায়েলের ছিল। [বি.দ্র. *উসদুল গাবা*, খণ্ড- ৩, পৃ. ১১; *এসাবা*, খণ্ড- ৩, পৃ. ২২]

৭২. হাকম ইব্ন আবুল আ-সাকাফী বসরায় হিযরতকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি নিজে রাসূল (সা.) এর প্রমূখান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং মু‘আবিয়া ইব্ন কুররা আল মুযানী (মৃ. ১১৩ হি.) তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সকীফ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ গোত্রের সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোক ১১ হিযরীর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং রাসূল (সা.)-এর সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিল। সে হিসেবে হাকাম যে সাহাবী এবং তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ যে মারফু, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তদুপরি সাহাবীরাও তাঁর সাহাবী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৪৪ হি./৬৬৪ খ্রি. পর্যন্ত হাকাম জীবিত ছিলেন। [বি.দ্র. *এসাবা*, খণ্ড- ১, পৃ. ৭০৭; *উসদুল গাবা*, খণ্ড- ২, পৃ. ৩৫]

৭৩. ‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন মা‘মার তামীমী এসব বিদ্রোহী উপজাতীকে দমন করার জন্য পরবর্তী খলিফা হযরত ‘উসমান (র.) সাহাবী উবায়দুল্লাহ ইব্ন মা‘মার তামীমী-কে প্রেরণ করেন। ‘উবায়দুল্লাহ ছিলেন মদীনার বাসিন্দা এবং অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি একজন হাদীস বর্ণনাকারীও বটে। তাঁর এ নিয়োগের সঠিক সন তারিখ অজ্ঞাত। কিন্তু তাবারীর বর্ণিত ঘটনাবলী হতে জানা যায় যে, হযরত ‘ওসমান (র.) ২৩ হিজরীতে খলিফা হওয়ার পরেই তাঁকে মুজরান অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। মুকরানে পৌঁছে ‘উবায়দুল্লাহ কেবল বিদ্রোহীদের শক্তিই পিষ্ঠ করে দেননি, বরং সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তীর্ন এলাকাও করতলগত করেছিলেন। এভাবে আরবদের ক্ষমতা স্থায়ী হয়ে যায়। সে মতে, ৩০ হি. যখন ‘উবায়দুল্লাকে ফারিস-এ বদলী করা হয়, তখন তাঁর স্থলে ‘উমায়র ইব্ন ‘উসমান নিযুক্ত হন। [বি.দ্র. *তাবারী*, খণ্ড- ১, পৃ. ২৮-২৯]

৭৪. ‘আব্দুর রহমান, ইব্ন সামুরা, ইব্ন হাবীব, ইব্ন আবদ শামস, ইব্ন আবদ মানাফ ছিলেন পরবর্তী সাহাবী, যার উল্লেখ হযরত ‘উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে ভারতীয় উপমহাদেশের বিরুদ্ধে অভিযানের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তিনি কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল (সা.) তাঁর নাম রাখেন ‘আব্দুর রহমান। ইতোপূর্বে তাঁর নাম ছিল আবদ কিলাল অথবা আব্দুল কা‘বা। ৯ম হি./৬৩০ খ্রি. আব্দুর রহমান তাবুক যুদ্ধে রাসুল (সা.)-এর সাথে শরীক হন। তিনি রাসূল (সা.)-এর প্রমুখান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইব্ন আব্বাস, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যেব, ইব্ন সিরীন, ‘আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা এবং হাছান বসরীর ওস্তাদ হওয়ারও গৌরব অর্জন করেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে একটি বুখারী ও মুসলিমে এবং দু’টি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। [বি.দ্র. ইব্নুল আমীর, *উমদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৩, পৃ. ২৯৭-৯৮; ইব্ন হাজার আসকালানী, *এসাবা*, প্রাগুক্ত,খণ্ড- ২, পৃ. ৬৩-৬৪]

১. সিনান ইব্‌ন সালমা আল হুযালী (র.)।[৭৫]
২. মুহাল্লাব ইব্‌ন, আবী সুফরা (র.)।[৭৬]

সূফী সাধক ও মুসলিম বণিকগণের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইসলাম

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের জন্ম লগ্ন থেকেই জ্ঞানার্জন এবং শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।[৭৭] বিদ্যা অর্জনের গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি বলেন।[৭৮] اطلبو العلم ولو كان بالصين

ভারত উপমহাদেশে যে সকল মুসলমান আগমন করেছিলেন,তাদের দু'শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণির মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন। আর এক শ্রেণির মুসলমান এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে দেশজয়ের অভিযানে।[৭৯] মুসলিম বিজেতাগণের দেশ জয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এ প্রতিষ্ঠা লাভে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও বিশ্বের এমন কিছু দেশ রয়েছে, যেখানে কোন দিন কোন মুসলিম বিজেতার আগমন হয়নি। সেখানে একমাত্র ধর্ম প্রচারকদের দ্বীনের দাওয়াতই ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও তথা সমগ্র ইন্দোনেশিয়া ও মালদ্বীপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮০] এ সকল এলাকায় ধর্ম প্রচার,

---

৭৫. ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনকারী সর্বশেষ সাহাবী ছিলেন সিনান ইব্‌ন সালমা আল হুযালী। (৮৫৩ হি./৬৭৩ খ্রি.) তাঁর জন্মের পর স্বয়ং রাসূল (সা.) এ নাম রেখেছিলেন। তিনি প্রকৃতই একজন সাহাবী ছিলেন। কেননা রাসূল (সা.) তাঁকে শৈশবকালে দেখেছিলেন। ইব্‌ন হাজার আসকালানী তাকে কম বয়সী সাহাবী গণ্য করে ইসাবা গ্রন্থে দ্বিতীয় শ্রেণী অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সে মতে রাসূল (সা.) থেকে তার বর্ণিত হাদীসসমূহকে মুরসাল গণ্য করা হয়েছে। তার কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ্ ও নাসাঈতে সংরক্ষিত আছে।

ইরাকের গভর্ণর (৪৮হি./৬৬৮ খ্রি.) সিনানকে উপমহাদেশীয় অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি মুকরান জয় করেন, মুকরান শহরের ভিত্তি স্থাপন করে সেটাকে স্বীয় বাসস্থান হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং রাজস্ব ব্যবস্থা কায়েম করেন। অতঃপর তিনি নিজেকে একজন সুযোগ্য জেনারেল ও পারদর্শী প্রশাসক বলে প্রমাণিত করেন। অজ্ঞাত কারণে তাকে পদচ্যুত করা হয়। সিনান-এর স্থলে রশীদ ইব্‌ন আমর জুদায়দী গভর্ণর নিযুক্ত হন। সিনানের মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে কিছুটা জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। ইব্‌ন সা'দ-এর বর্ণনানুযায়ী সিনানের ইন্তিকাল হাজ্জাজের শাসনামলের (৮৩-৯৬ হি./৭০২-৭১৩ খ্রি.) শেষ ভাগে হয়েছিল। [বি.দ্র. ইব্‌ন হাজার আসকালানী, *তাহযীব*, হায়দারাবাদঃ ১৩২৫ হি., খণ্ড- ৫, পৃ. ৩২৮-২৯]

৭৬. মুহাল্লাব ইব্‌ন আবী সুফরা আযদী (৮-৮৩ হি./৬২৯-৭০২ খ্রি.) 'আমীর মুয়া'বিয়ার খিলাফতকালে ভারতে আগমন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ তাবে'ঈ। তাঁর নাম ইসতিয়ার, উসদুল গাবা, তাহজীব, ইসাবা গ্রন্থে বিদ্যমান আছে বিধায় তাকে সাহাবী মনে করা হয়। কিন্তু রেজাল শাস্ত্রের সমালোচকগণ একমত যে, মুহাল্লাব একজন প্রবীণ তাবে'ঈ ছিলেন, সাহাবী নন। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর, আব্দুল্লহ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস, সামুরা ইব্‌ন জুনদুব ও বারা ইব্‌ন আযের প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাল্লাব থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ আবু দাউদ, নাসা'ঈ, তিরমিযী আহমদ ইব্‌ন হাম্বলে লিপিবদ্ধ আছে।

৭৭. মূলঃ আব্দুল সাত্তার, (অনুবাদঃ মোস্তফা হারুন), *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি., পৃ. ১৭

৭৮. ড. আবদুল করীম *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রাম : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ১৯

৭৯. আব্বাস আলী, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪১৪হি./১৯৯৪ খ্রি., পৃ.১৩

৮০. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ ও খানক্বাহ্ নির্মাণ এবং ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তারে তারা ব্যাপকহারে মনোনিবেশ করেন। তাদের ধর্মভীরুতা, সৎ ও মার্জিত জীবন বোধ এবং ন্যায়পরায়নতায় বিমুগ্ধ হয়ে তাদের হাতে ব্যাপকহারে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। নবদীক্ষিত মুসলমানেদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তারা স্থায়ীভাবে এসব এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে।[৮১] ১১৯২ খ্রি. সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক উত্তর ভারত বিজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় পারস্য ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম শাসনাধীন অঞ্চলে যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল ভারতের মুসলিম সুলতানগণ এখানেও সেই কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা ব্যাবস্থা প্রবর্তন করেন।[৮২] এ সময় থেকে দিল্লীকেও মুসলিম তথা প্রাচ্যের ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সেকালে আধুনিক বিশ্বের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ না থাকলেও যে সকল মাদ্‌রাসা, দারুল উলুম, গড়ে উঠেছিল তা এ-কালের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের তুলনায় কোন অংশেই কম ছিল না।

উপমহাদেশে রাজনৈতিকভাবে ইসলামি শিক্ষার সূচনাকাল

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, খুলাফা-ই রাশেদীনের আমল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারকগণ আসতে থাকেন। পরবর্তীকালে হাজারো মুবাল্লিগ এসে ইসলাম প্রচার করেন। এমনকি মুসলমান আরব ব্যবসায়ীরাও ইসলাম প্রচার করেন। এঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ দেশের অসংখ্য মানুষ ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। বিরাট বিরাট এলাকা ইসলামের ভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু মুসলমানগণ এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে[৮৩] 'উমাইয়া খলিফা ওলীদ ইবন আব্দুল মালেকের শাসনামলে (৭০৫-৭১৫ খ্রি.)। সেনাপতি ইমাদ উদ্দিন মুহাম্মদ বিন কাশেম সাকাফি সর্বপ্রথম (৭১২-১৩ খ্রি.) ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু ও মুলতান এলাকা মুসলিম শাসনাধীন করেন[৮৪]। অতঃপর গজনীর সুলতান সবুক্তগীন (৯৭৭-৯৭ খ্রি.) এবং তাঁর পুত্র সুলতান আবুল কাসেম মুহাম্মদ (৯৯৮-১০৩০ খ্রি.) পূর্ব দিকে বিস্তৃতি করেন। এরপরে বিভিন্ন সময়ে নানা উপায়ে বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তি ও বংশ এ দেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁরা গোটা ভারতবর্ষ অধিকার করে নেন। এ দেশে দিল্লী কেন্দ্রিক প্রথম স্বাধীন ইসলামি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবুদ্দীন আইবেক (১২০৬-১০ খ্রি.)। ১২০৪ খ্রি. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।

এ সকল বিজয়ী শাসকগণ কিভাবে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষা এবং সংস্কৃতি প্রচার প্রসারে সক্রিয় অবদান রেখেছিলেন নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দী মুসলমানদের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির চরম যুগ। এই গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে বিজয়ী মুসলমানগণ প্রথমে উত্তর ভারতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

---

৮১. আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, দেওবন্দ আন্দোলন-ঐতিহ্য-অবদান, ঢাকা: আল আমিন রিচার্চ একাডেমী, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ২৫

৮২. মোহাম্মদ তৌহিদুল হাছান, *বাংলাদেশে মুসলিম দর্শন চর্চা (১৯৪৭-৯৩)*, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৬, পৃ. ১৯'

৮৩. ড. মুহাম্মদ ইসহাক, *ইল্‌মে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, ঢাকা: ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৩

৮৪. এ, কে, এম, আব্দুল 'আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা: *বাংলা একাডেমী* ১৯৬৯ খ্রি., পৃ. ১২

পরে তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অন্যান্য এলাকায়। ফলে মুসলিম শাসকদের পৃষ্টপোষকতা ও ছত্র-ছায়ায় সযত্নে লালিত ও বিকশিত হয়েছে ইসলামের ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদের (১০০১-১০৩০) অবদান অনস্বীকার্য। গজনীকে তিনি তদানিন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি শিক্ষা ও শিক্ষিতদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দরবার ছিল জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের মহামিলন কেন্দ্র। তিনি প্রায় চারশতাধিক কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।[৮৫]

সুলতান শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী (১১৭৪-১২০৬) ইসলামি শিক্ষা প্রসারের জন্য আজমীর এবং আরও অনেক শহরে বড় বড় মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইসলাম প্রচারের জন্য দিল্লীতে ১১৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত 'কুওয়াতুল ইসলাম' নামক মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি কয়েকজন যোগ্য ক্রীতদাসকে সু-শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত ক্রীতদাসগণই পরবর্তীকালে দিল্লীর যোগ্য সুলতানরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। শিহাব উদ্দীন ঘোরী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক এস,এম, জাফর বলেন, "ভারতীয় রাজা-বাদশাদের মধ্যে মুহাম্মদ ঘোরীই ছিলেন সর্বপ্রথম শাসক, যিনি শিক্ষা বিস্তারকে নিজ দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তাই ভারতে ইসলামি শিক্ষার বুনিয়াদ স্থাপনে মুহাম্মদ ঘোরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।"[৮৬]

কুতুবুদ্দীন আইবেক (১২০৩-১২১০) ছিলেন একজন ক্রীতদাস। তিনি সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর জামাতা ও সেনাপতি ছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবুদ্দীন আইবেক স্বাধীন সুলতানরূপে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন, কুতুবুদ্দীন ছিলেন জ্ঞানী, গুণী ও সুশিক্ষিত। আরবি ও ফার্সি ভাষায় তার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। দানশীলতার জন্য তিনি ইতিহাসে দ্বিতীয় হাতেম হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

কুতুবুদ্দীন অত্যন্ত ধর্মপরায়ন ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি মসজিদসমূহে ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইসলামি শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুওয়াতুল ইসলাম নামক মসজিদটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। তার নির্মিত আজমীরের মসজিদকে আড়াই দিনকা ঝোপড়া বলা হত। মসজিদ সংলগ্ন মক্তব, মাদ্রাসা ও খানক্বাহ্ ছিল সে যুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মক্তব ছিল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেখানে সুরাহ, কিরায়াত, অক্ষর জ্ঞান ও লিখন-পঠন শিক্ষা দেয়া হত। আর মাদ্রাসা ছিল উচ্চ স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে কুর'আন, হাদীস, ফিক্বাহ, উসুল, সাহিত্য ও দর্শন শিখানো হত। রাজপ্রাসাদেও স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল।[৮৭]

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন খিলজী বাংলা বিজয় করেন এবং এ দেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। তিনি একজন দ্বীনদার শাসক ছিলেন। তিনি নিজেই কয়েকটি মসজিদ ও ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তার পদাংক অনুসরন করে আঞ্চলিক শাসকগণও বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ ও ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[৮৮]

---

৮৫. ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, কলিকতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী, ১৯৭৯, পৃ. ১৯, ২০

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯, ৩০

৮৭. এ. কে. এম আব্দুল 'আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯ খ্রি., পৃ. ৪৩-৪৪

৮৮. ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান ইলতুতমিশ (১২১১-১২৩৬) বিদ্যোৎসাহী শিক্ষানুরাগী ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। তাঁর সালতানাতে ইসলামি শিক্ষাদানের বহু মক্তব, মাদ্‌রাসা, সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ফলে রাজধানী দিল্লী ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মস্ত বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

সুলতান ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়াও তাঁর পিতার মত শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অনুরাগী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মুইজী মাদ্‌রাসা খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করে। উচ্চ শিক্ষা লাভের এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল।

সুলতান ইলতুতমিশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির উদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রি.) মুসলিম ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি পূর্ণ ইসলামি জীবন যাপন করতেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। তাঁর দরবার সাহিত্যিক ও বিভিন্নমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।[৮৯] সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৬) তাঁর পূর্বসুরীদের মত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর দরবার সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সুলতান বলবনের মত তার সুযোগ্য পুত্রগণও বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন।[৯০]

খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দীন খিলজী (১২০৯-১২৯৬) বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যনুরাগী ও শিক্ষানুরাগী সুলতান ছিলেন। তাঁর দরবারে যে সব যশস্বী মনীষীর সমাবেশ ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমীর খসরু, খাজা হাসান আমীর আরসামা, তাজউদ্দিন ইরানী ও কাজী মুগীস আমীর। খসরু রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন।[৯১]

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সময়ে দিল্লী শিক্ষিত ও বিদ্বানদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। কলা ও বিজ্ঞানে ডিগ্রী প্রাপ্ত পঁয়তাল্লিশ জনের মত ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে কাজ করতেন। তাঁর আমলে দিল্লী মুসলিম শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি বহু প্রতিষ্ঠান, মাদ্‌রাসা, মক্তব, এতিমখানা ও পান্থশালা নির্মাণ করেন।[৯২]

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াস উদ্দিন তুঘলক বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তাঁর সময়েই বিদ্বান ব্যক্তিদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।[৯৩]

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১) ছিলেন শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। কলা ও বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তিনি ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষার জন্য তাঁর অবদান ছিল অতুলনীয়। তাঁর বদান্যতায় দিল্লীতে বহু মক্তব, মাদ্‌রাসা ও মসজিদ স্থাপিত হয়। পরিব্রাজক ইব্‌ন বতুতা তাঁর দরবারে নয় বছর কাজী হিসেবে কাজ করেন।

তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দক্ষতা ছিল। কুর'আন, হাদীস, তর্কশাস্ত্র, গ্রীক ও মুসলিম দর্শন, গণিত, শারীর বিদ্যা, ভাষাতত্ব, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১, ৬২

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৯৩. ড. মুহাম্মদ ইসহাক, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশে অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে।[৯৪]

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮) শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তার কোন তুলনা হয় না। তিনি নিজে ফতুহাতে ফিরোজ শাহী নামে তাঁর শাসনামলের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি অকৃপণ হাতে দান করতে কুণ্ঠিত হতেন না। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে তিনি বিশিষ্ট শিক্ষকগণকে তাঁর রাজত্বের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি তাঁর রাজত্বে প্রায় ত্রিশটির মতো মহাবিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে তাতে বেতন ভোগী দক্ষ অধ্যাপক নিয়োগ করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফিরোজ শাহীর মাদ্রাসা। এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল মসজিদ ও জলাধার। জালাল উদ্দিন রুমী ছিলেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।[৯৫]

লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল লোদী (১৪৫১) সংস্কৃতিবান ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি তার শাসনাধীন এলাকায় কয়েকটি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সুলতান সেকেন্দার লোদী নিজেই একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর জোর দিতেন। মুসলমানদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাঁর সময়ে সামরিক প্রশিক্ষণ ও সাধারণ শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একীভূত করা হয়েছিল।[৯৬]

শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ-এর যুগকে ভারত উপমহাদেশে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয়। প্রতিটি মসজিদে মক্তব চালু হয়। গৌঁড়, পান্ডুয়া, মহীসুর, সোনারগাঁও, নামর, মান্দারল, বাঘা প্রভৃতি স্থানে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠে। সুলতান মালদহে একটি বিরাট মাদ্রাসা স্থাপন করেন। প্রখ্যাত আলেম নূর কুতুবুল আলমের মাদ্রাসা, মসজিদ ও হাসপাতাল স্থাপনে সুলতান বিরাট অংকের অর্থদান করেন। তাছাড়া হিন্দুদের জন্য টোল চালু ও তার পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন।[৯৭] ভারতবর্ষে মোঘল শাসন আমল শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করে। মোঘল পরিবারের প্রতিটি সদস্যই প্রতিভাশালী, শিক্ষানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। মোঘল দরবার জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। এর সুনাম সমগ্র বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

মোঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩১) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রতিভাবান কবি এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বহু মক্তব ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। নির্মাণ ও গঠনমূলক কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি "শুহরত-ই-আম" নামে একটি গণপূর্ত বিভাগ সৃষ্টি করেন। তাঁর শাসনামলে দিল্লী শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তার উন্নয়নে বাবর যে অবদান রেখে গেছেন তা অতুলনীয়।[৯৮]

সম্রাট নাসির উদ্দিন হুমায়ুন (১৫৩০-৪০, ১৪৫৫-৫৬) ছিলেন তুর্কী, ফার্সি এবং আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত। তাছাড়া তিনি একজন পুস্তক সংগ্রাহক পাঠ্যানুরাগী পণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট হুমায়ুন নারী

---

৯৪. এ. কে. এম আব্দুল 'আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২, ১০৩

৯৬. ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩, ১২৪

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১, ৭২

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন। শাহজাদীদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি ইরান ও তুরস্ক থেকে শিক্ষয়িত্রী আনিয়েছিলেন যাদের "আতুন" বলা হত।[৯৯]

শুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেরশাহ (১৫৪০-১৫৪৫) ছিলেন অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী। ফলে অল্প বয়সে তিনি শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি শিক্ষা প্রসারের জন্য বহু মাদ্‌রাসা, মক্তব, মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাতিয়ালার শেরশাহী মাদ্‌রাসা খুবই বিখ্যাত ছিল। তাছাড়া মসজিদ সংলগ্ন মাদ্‌রাসায় আরবি ও ফার্সি ভাষা ছাড়াও ইসলামি বিষয় শিক্ষাদান করা হত। তিনি মসজিদ ও মাদ্‌রাসার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সময়ে মসজিদ, মক্তব, মাদ্‌রাসা, টোল, পাঠশালা দেশের আনাচে কানাচে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০০]

সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৫) একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি ফার্সি, তুর্কী ও হিন্দি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, নীতিকথা, জোর্তিবিজ্ঞানেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি কিছু সংখ্যক বিলুপ্ত প্রায় "মক্তব ও মাদ্‌রাসার" সংস্কার সাধন করে পুনরুজ্জীবিত করেন, যেগুলো পশু-পাখির বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি এসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক ও ছাত্রদের সমাবেশ ঘটিয়ে চালু করেন।[১০১]

সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮) নিজে বিদ্বান ছিলেন। ফলে শিক্ষা ও শিক্ষিতের তিনি যথার্থ মর্যাদা দিতেন। তিনি "দারুল বাকা" নামক মাদ্‌রাসা পুনর্নির্মান করেন। ১৬৫৮ সালে দিল্লী জামে মসজিদের উত্তর পাশে তিনি প্রসিদ্ধ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[১০২]

সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭), যিনি সম্রাট আলমগীর নামেও পরিচিত এবং তীক্ষ্ণ মেধাবী ছিলেন। তিনি সমস্ত কুর'আন শরীফ মুখস্ত পড়তে পারতেন। তাছাড়াও তিনি ইসলামি শরীয়ত ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে সু-পণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট হয়েও তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। কুর'আনের আদেশ-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তাঁর পুত-পবিত্র চরিত্র ও পরহেজগারীর জন্য তাকে "জিন্দা পীর" বলা হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য আওরঙ্গজেব সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। উসূলুল ফিক্‌হ নূরুল আনোয়ার গ্রন্থের লিখক মোল্লা জিউন ছিলেন তাঁর গৃহ শিক্ষক।

তিনি তাঁর শাসনামলে অসংখ্য মক্তব, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। আওরঙ্গজেবের সময় কালের শিক্ষা পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষা দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ইসলামি শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরই সময়ে পাঞ্জাবের শিয়াল কোর্ট ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। সম্রাট ইসলামি আইন ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে গভীর আগ্রহী ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে রচিত "ফতোয়ায়ে আলমগিরী" মুসলিম আইনের ক্ষেত্রে একটি প্রমাণিত গ্রন্থ।[১০৩]

উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

কয়েক শতাব্দী কালের এ দীর্ঘ শাসনামলে এ দেশে মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল দক্ষ ও আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা। মুসলমানরা এ দেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সূদুর প্রসারী বিপ্লব সাধন করেন।

---

৯৯. এ. কে. এম আব্দুল 'আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বে ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

১০০. ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯-২৮০

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৮০

১০৩. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারত বর্ষের ইতিহাস*, কলিকাতা: নবজীবন প্রেস, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ. ১০৮

১৮৮২ সালে ইংরেজদের একশিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়- আর সব মুসলিম দেশের মতই ভারত বর্ষে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পর তাঁরা তাদের মসজিদগুলোকে শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করে। ধর্মই তাদের শিক্ষার বুনিয়াদ হওয়ার কারণে এসব শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য সরকারকে তেমন ব্যয়ভার বহন করতে হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াকফ ও উইলের সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বীনদার লোকেরা পারলৌকিক মূল্য লাভের জন্য ওয়াকফ এবং সম্পত্তি প্রদানের অসিয়ত করে যান। পাক-ভারতীয় মসজিদকেন্দ্রিক মাদ্রাসার এ অবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্ত বলবত থাকে।[১০৪]

উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠার একটি চিত্র এ রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এদেশে সর্বপ্রথম কখন এবং কোথায় মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। অবশ্য ইতিহাস গ্রন্থাবলী থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আবুল কাশেম মাহমুদের শাসনামল থেকে এ দেশে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা পত্তন হয়।

প্রফেসর সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সলীম লিখেছে, ৫৮৯ হি. মোতাবেক ১১৯২ খ্রি. হিন্দুস্তানে মুয়েজুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাম (শিহাবুদ্দীন গৌরী নামে পরিচিত) কর্তৃক ইসলামি হুকুমত কায়েম হয়। তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে রাজ্যের চতুর্দিকে শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। এ জ্ঞান প্রিয় বাদশা-ই সর্বপ্রথম দিল্লীতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বাদশার নাম অনুযায়ী এ মাদ্রাসার নামকরণ হয় “মাদ্রাসায়ে মুয়েযীয়া”। পরবর্তী বাদশাহ কুতুবুদ্দীন আইবেক (১২০৬-১২ খ্রি.) আজমীরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান করেন। এরপর তৃতীয় মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান ও শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীন কুবাচা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাযী মিনহাজুদ্দীন সিরাজ জুরজানী (মৃ. ১২৬০ খ্রি.) সর্বপ্রথম উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োজিত হন। পরে তিনি মাদ্রাসায়ে মুয়েযীয়ার প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলি হন।

অতঃপর মুসলিম শাসক, আলেম, আমীর ও বিদ্যোৎসাহী দ্বীনদার লোকদের প্রচেষ্টায় গোটা ভারত বর্ষের আনাচে-কানাচে মক্তব, মাদ্রাসা তথা ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষ্য অনুযায়ী, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের (১৩২৫-৫১ খ্রি.) আমলে দিল্লীতে এক হাজার মাদ্রাসা ছিল। এর মধ্যে শাফেয়ী মাযহাবের লোকদের একটা মাদ্রাসা ছিল। শিক্ষকদের সরকারী কোষাগার থেকে ভাতা প্রদান করা হত। মাদ্রাসাগুলোতে দ্বীনি শিক্ষার সাথে সাথে গণিত এবং দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষাও দেয়া হত।

রোহিলা খণ্ডের হাফিযুল মূল্‌ক নওয়াব রহমত আলী খানের (মৃ. ১৭৭৪ খ্রি.) জীবন চরিত থেকে জানা যায়- দিল্লীকেন্দ্রিক সরকার দুর্বল হয়ে পড়ার পরও কেবলমাত্র রোহিলা খন্ড জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসায় পাঁচ হাজার ‘আলিম শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। হাফিজুল মূল্‌ক নওয়াব রহমত আলী খানের কোষাগার থেকে তারা নিয়মিত ভাতা পেতেন।

---

১০৪. সৈয়্যদ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ*, ঢাকা: বাংলাদেশ সৌদি-আরব ভ্রাতৃ সমিতি কতৃক প্রকাশিত ১৯৯১ খ্রি. পৃ. ৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষার সম্প্রসারণ

ইসলামি শিক্ষার প্রথম যুগ

এই যুগ হিজরী সপ্তম শতক হতে আরম্ভ হয় এবং হিজরী দশম শতকে ইসলামি শিক্ষার দ্বিতীয় যুগ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর যাবৎ চলতে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে সরফ, নাহু, বালাগাত, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, মানতিক, কালাম, তাসাওউফ, তাফসীর, হাদীস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা সম্মানের কাজ বলে গণ্য হত।

ফিক্বহ্ শাস্ত্রে পড়ানো হত হিদায়া, শহরে বেকায়া ইত্যাদি। উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে পড়ানো হত মানার এবং উসূলে বায়যাভী এর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ।

তাফসীর শাস্ত্রে-বায়যাভী এবং কাশশাফ। তাসাওউফ শাস্ত্রে-'আওয়ারিফ, ফুসুসুল হিকাম।[১০৫] এর এক যুগ পরে খানকাহ্সমূহের পাঠ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে নকদুননুসুস এবং লূম'আত। অন্যান্য মাদরাসাতে পাড়নো হতঃ হাদীস শাস্ত্রের-মাশরিকুল আনওয়ার, মাসাবীহুস সুন্নাহ্ অর্থাৎ মিশকাতুল মাসাবীহ-এর মতন। 'আরবি সাহিত্যে-মাকামাতে হারীরী। এই গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করতে হত। হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়ার বর্ণনা হতে জানা যায়, তিনি মালিক উসতায শামসুদ্দীন খাওয়ারিযমীর নিকট মাকামাতে হারীরী পড়েন এবং ৪০ মাকামা কণ্ঠস্থ করেছিলেন। মানতিক শাস্ত্রে-শরহি শামসিয়া ইত্যাদি। কালাম বা তর্ক শাস্ত্রেশরহি সাহারিফঃ কোন কোন ক্ষেত্রে আবূশ শুকূর সালিমীর তামহীদ[১০৬] নামক গ্রন্থও পড়ানো হত।

এই স্তরের শিক্ষাবিদদের জীবনী ও অবস্থা হতে জানা যায়, এ যুগে মানতিক এবং ফালসাফায় যেমন গুরুত্ব তেমনি ঐ যুগে ফিক্বহ্ এবং উসূলে ফিক্বহ্ ছিল সম্মানের মাপকাঠি। হাদীসের ক্ষেত্রে শুধু "মাশারিকুল আনওয়ার" গ্রন্থ পাঠ করাই সে যুগে যথেষ্ট মনে করা হত। যদি কোন সৌভাগ্যবান মাসাবীহ পড়ার সুযোগ লাভ করত, তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে বিশ্বের জোড়া নামকরা ইমাম[১০৭] উপাধির যোগ্য মনে করা হত।

প্রকৃত ব্যাপার হল, সে সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় বা সিলেবাসে যে বিশষত্ব ছিল তাতে উপমহাদেশের বিজয়ী শাসকদের ভাবধারা, চিন্তা ও রুচির ফলাফল ছিল। উপমহাদেশে যাঁরা মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন তাঁরা গজনী এবং ঘুর থেকে এসেছিলেন। ঐসব অঞ্চল এমন জায়গা ছিল যেখানে ফিকহ এবং উসূলে ফিক্বহ[১০৮] এসব বিষয়ে জ্ঞানাহরণ করে পারদর্শিতা লাভ করা ছিল মহা সম্মান বা গুণের মাপকাঠি। এ কারণে ফিক্বহ শাস্ত্রে শিক্ষাদান এবং তা চর্চায় খুব গুরুত্ব দেয়া হত। হাদীস চর্চার

---

১০৫. ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, *বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলের সিলেবাস ও শিক্ষা ব্যবস্থা*, ঢাকাঃ ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রি. খণ্ড -২, পৃ. ১৬

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১০৭. *প্রাগুক্ত*

১০৮. *প্রাগুক্ত*

প্রতি কোন বিশেষ নজর দেয়া হত না। এ বক্তব্যের যথার্থতা সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের দরবারের একটি ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। ঘটনা এইরূপঃ

একবার সুলতানের দরবারে বিতর্কের সূচনা হল। একদিকে শায়খ নিযামুদ্দীন আওলিয়া, আর অপর পক্ষে দিল্লীর সমস্ত শিক্ষাবিদ এবং 'আলিমরা রয়েছেন। শায়খ যখন যুক্তি বা দলীল স্বরূপ কোন হাদীস পেশ করতেন তখন বিপরীত দিক থেকে জোর দিয়ে সমস্বরে বলা হত যে, এই শহরে হাদীসের উপর ফিকহ শাস্ত্রের প্রাধান্য রয়েছে। কখনও বলা হত, এই হাদীস-ইমাম শাফি'য়ীর দলীলের স্বপক্ষে;[১০৯] আর ইমাম শাফি'য়ী আমাদের 'আলেমদের দুশমন। তাই এ ধরণের হাদীস আমরা শুনতে চাই না। শায়খ বলেন, যে দেশের 'আলেমদের মধ্যে এরকম গর্ব[১১০] আর হিংসা বিদ্যমান, তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত।

যিয়াউদ্দীন বরাণী তাঁর তারীখে ফীরোজশাহী গ্রন্থে 'আলাউদ্দীন খালজী-এর শাসনামলের একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, মাওলানা শামসুদ্দীন তুরক এই উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্র চর্চার জন্য এসে মুলতান পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে যান। যাওয়ার সময় হাদীস শাস্ত্রে উপমহাদেশের 'আলেমদের অমনোযোগিতার বিষয় উল্লেখ করে বাদশাহকে কটাক্ষ হেনে চিঠি লিখেন। কিন্তু দুনিয়াদার মৌলভীরা এই চিঠি বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি।

ইসলামি শিক্ষার দ্বিতীয় যুগ

হিজরী নবম শতাব্দীর শেষের দিকে শায়খ 'আবদুল্লাহ এবং শায়খ 'আযীযুল্লাহ সেকান্দার লোদীর শাসনামলে মুলতান হয়ে দু'জন যথাক্রমে দিল্লী এবং সম্বল[১১১] আসেন। সম্রাট তাদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানান। তাঁদের প্রতিভা মর্যাদা আর কিছুটা বাদশাহের যত্নের ফলে অতি শীঘ্রই তাঁদের জ্ঞানের সুনাম ও শিক্ষার প্রভাব সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা পূর্বের তুলনায় এদেশে শিক্ষার ও মাপকাঠিকে আরও উন্নত করেন। কাযী আয়্যাযের 'মাতালি' এবং 'মাওয়াক্বিফ'[১১২] গ্রন্থদ্বয় এবং সাককাফীর "মিফতাহুল 'উলূম" গ্রন্থ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করেন। জনগণ এই গ্রন্থগুলোকে সাদরে গ্রহণ করেন।

এই সময়ে মীর সায়্যিদ শরীফের ছাত্ররা "শরহে মাতালি"[১১৩] এবং "শরহে মাওয়াক্বিফ" গ্রন্থগুলো চালু করেন। আর 'আল্লামা তাফতাযানীর ছাত্ররা 'মুতাওয়্যাল'[১১৪] এবং 'মুখতাসার'-এর ভিত্তি রচনা করেন এবং 'তালভীহ্'[১১৫] ও 'শরহে 'আক্বা'য়িদে নাসাফী' গ্রন্থদ্বয়ের প্রচলন শুরু করেন।

---

১০৯. *প্রাগুক্ত*

১১০. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, الكبرياء ردائ অহঙ্কার-গর্ব আমার চাদর (আমার জন্য সমীচীন)। তোমরা (মানুষ দুর্বল, অস্থায়ী- ক্ষণস্থায়ী মুসাফির) আমার চাদর নিয়ে টানাটানি করো না। সুফীগণ বলেন, "মুসলিম হলে কাফনে, খ্রিষ্টান হলে কফিনে, হিন্দু হলে চিতায় পুড়ে ছাই, ও মানুষ তো গর্বের কিছু নাই।"
আর হিংসা হলো হাসাদ (حسد Envy, grudge) যা হারাম। কিন্তু কারো ক্ষতি না করে প্রতিযোগিতা করা "গিবতা" (Exulation. Beatitude. Falicity. Delight) বৈধ

১১১. ড. এম.এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮২ খ্রি., খণ্ড -১, পৃ. ১-৫

১১২. *প্রাগুক্ত*

১১৩. *প্রাগুক্ত*

'শরহে বিকায়া' এবং 'শরহে জামী'ও[১১৬] ক্রমান্বয়ে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সময়ের সর্বশেষ ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'আলিম ও শিক্ষাবিদ ছিলেন শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী। তিনি উপমহাদেশ থেকে 'আরবে যান এবং যেখানে তিন বছর থেকে মক্কা-মদীনার 'উলামায়ে কিরাম-এর নিকট হাদীস শাস্ত্রে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন এবং সে অবদান ও উপমহাদেশের জন্য নিয়ে আসেন। তিনি এবং তাঁর বংশধররা সর্বদাই তা প্রচার করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তা সার্থক হয়নি। কারণ এই মর্যাদা অপর বুযর্গের ভাগ্যে আল্লাহ তা'আলা রেখে দিয়েছিলেন।

এই দ্বিতীয় যুগে সিলেবাস বা বইয়ের পূর্ণ তালিকা দেওয়া নিস্প্রয়োজন। কারণ প্রথম যুগের কিতাবগুলো তালিকায় উক্ত 'মালতি' 'মাওয়াকিফ' এবং এগুলির ব্যাখ্যা পুস্তক মুতাওয়্যাল, মুখতাসার, তালভীহ, শরহি 'আক্বা'য়িদে নাসাফী, শহরি বিকায়া এবং শরহি জামী এই গ্রন্থগুলো বর্ধিত করলে দ্বিতীয় যুগের পাঠ্যসূচী প্রস্তুত হবে। এই স্তরের 'উলামায়ে কিরামের অবস্থা থেকে জানা যায় যে, এ যুগে যেমন 'সদরা' এবং শামসি বাযিগা'[১১৭] শেষ স্তরের কিতাব বলে মনে করা হয় সে রকম ঐ যুগে সাককাকীর 'মিফতাহুল 'উলূম' এবং কাযী আয়্যায়ের 'মাতালি' ও 'মাওয়াবিফ' শেষ স্তরের পাঠ্য গ্রন্থ ছিল। এ বিষয়ে বাদায়নীও বিভিন্নভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন, যেমন মুফতী জামালুদ্দীন এবং শায়খ হাতিমীর অবস্থা উল্লেখের প্রসঙ্গ তিনি বর্ণনা করে গেছেন।

ইসলামি শিক্ষার তৃতীয় যুগ

দ্বিতীয় যুগে পাঠ্যপুস্তকের বা নিসাবের যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয় তাতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনেক বেড়ে যায়। এ সময় নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ডিগ্রী ও শিক্ষা লাভ করা অধিক সম্মানের মাপকাঠি মনে করা হত। শাহ ফাতহুল্লাহ শীরাযী[১১৮] এ উপমহাদেশে আসেন এবং আকবরের দরবারে তাঁকে 'আবদুল মালিক' খিতাবে ভূষিত দান করে সম্মানের উচ্চাসনে সমাসীন করা হয়। তিনি পূর্ববর্তী পাঠ্যসূচী বা সিলেবাসের কিছুটা উন্নতি সাধন করে তাতে অতিরিক্ত গ্রন্থাবলী যোগ করেন। 'উলামা ও শিক্ষাবিদ এই বর্ধিত গ্রন্থাবলীকে সাদরে গ্রহণ করেন। এখন মাদরাসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নতুনত্ব ও পুনর্জীবন লাভ করে। মীর গোলাম 'আলী আযাদ তাঁর 'মা আসারুল কিরাম"[১১৯] গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেন, 'উলামায়ে মুতাআখ্যিরীন-এর মধ্যে মুহাক্কিকে দাওয়ানী, মীর সদরুদ্দীন, মীর গিয়াসুদ্দীন, মানসূর মির্যা জানিমী-এর গ্রন্থাবলী উপমহাদেশে আনা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চালু করা হয়। অসংখ্য শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী গ্রন্থগুলোর টীকা ও ব্যাখ্যা লিখেন এবং

---

১১৪. ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

১১৫. *প্রাগুক্ত*

১১৬ *প্রাগুক্ত*

১১৭. *প্রাগুক্ত*

১১৮. *প্রাগুক্ত*

১১৯. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপকভাবে উপকারিতা লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে চালু করেন। এ যুগের সর্বশেষ এবং অন্যতম বিখ্যাত 'আলিম হযরত শাহ ওলী উল্লাহ (মৃত্যু ১১৭৪ হি.) তাঁর 'আল-জুয'উল্ লতীফ'[১২০] গ্রন্থে নিজের বিদ্যাপীঠসমূহের পাঠ্য তালিকার বিন্যাস নিরূপন উল্লেখ করেন,

* নাহু শাস্ত্রে ছিল-কাফিয়া, শরহি জামী ইত্যাদি।

* মানতিক শাস্ত্রে-শরহি শামসিয়া, শরহি মাতালি ইত্যাদি।

* দর্শন শাস্ত্রে (ফালাসাফা)-শরহি হিদায়েতুল হিকমত।[১২১]

* কালাম শাস্ত্রে-শরহি 'আক্বা'ঈদুন নাসাফী ইত্যাদি। এর সাথে সিলহাশিয়ায়ে খিয়ালী, শরহি মাওয়াক্বিফ হিকমত।

* উসূলে ফিক্বহ শাস্ত্রে-হুসামী[১২২] এবং কিছু পরিমাণ তওযীহে তালভীহ্।

* বালাগাত শাস্ত্রে-মুখতাসার এবং মুতাওয়্যাল ইত্যাদি।

* হাই'আত ও হিসাব শাস্ত্রে-সংক্ষিপ্তাকারের কিছু বই-পুস্তক।

* চিকিৎসা শাস্ত্রে মুওজাযুল কানুন।[১২৩]

* হাদীস শাস্ত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ্ (পূর্ণ), শামায়িলে তিরমিযী (পূর্ণ) ও কিছু সহীহ্ বুখারী ইত্যাদি।

* তাফসীর শাস্ত্রে-মাদারিক, বায়যাভী ইত্যাদি।

* তাসাউফ ও সুলূক শাস্ত্রে (সূফী পথ প্রদর্শন) আওয়ারীফ-এ নকশবন্দী পুস্তকসমূহ, শরহি রুবাইয়াতে জামী, মুকাদ্দামায়ে শরহি লুম্'আত, মুকাদ্দামায়ে নাকদুননুসূস ইত্যাদি।

এই পরিমাণ শিক্ষা সমাপ্তির পর শাহ 'ওলী উল্লাহ (র.) উচ্চ শিক্ষার জন্য 'আরবে তাশরীফ নেন। সেখানে কয়েক বছর থেকে শায়খ আবু তাহির মাদানীর নিকট হাদীস শাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি উপমহাদেশে এসে তা এত ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেন যে, এখানে হাদীসের নিরুৎসাহ এবং মন্দী অবস্থা সত্ত্বেও এ চিহ্ন আজও বাকী আছে। এই সিহাহ্সিত্তার[১২৪] পঠন-পাঠন ও ব্যাপকভাবে শিক্ষাদান

---

১২০. মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, *বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস (১৯৭১-১৯৯০)*, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ২০০১ খ্রি., পৃ. ৮৩-৮৪

১২১. *প্রাগুক্ত*

১২২. *প্রাগুক্ত*

১২৩. *প্রাগুক্ত*

১২৪. প্রসিদ্ধ ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ : ১. সহীহ বুখারী, পূর্ণনামঃ الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلي الله عليه وسلم وسننه وايامه- এর সংকলকঃ আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগারী ইবনে বারদি যবাহ, আল-জুফী আল-বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম (الصحيح لمسلم), সংকলকঃ আবুল হুসাইন ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র.)। বুখারী ও মুসলিমকে একত্রে الصحيحين বলা হয়। ৩. সুনানে নাসা'ঈ। সংকলকঃ আবু 'আবদির রহমান আহমদ ইবনে শু'আইব ইবন

Dhaka University Institutional Repository

তখন থেকে বিশেষভাবে শুরু হয়। তখন শাহ সাহেব এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য বংশধরা নিজেদের অসীম পরিশ্রমের দ্বারা এই হাদীস শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু করেন এবং নিজেদের মূল্যবান জীবনের এক বিরাট অংশ এর প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেন। শাহ ওলী উল্লাহ্ নতুন পাঠ্যসূচী ও সিলেবাসও প্রণয়ন করেন।

তখন শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌতে[১২৫] স্থানান্তরিত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ-এর পুনরুজ্জীবনের সময় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানতিক এবং হিকমত-এর স্বাদ জনগণকে পেয়ে বসে। ফলে তাঁর হাদীস চর্চা আশানুরূপ সফলতা লাভ করতে পারেনি।

ইসলামি শিক্ষার চতুর্থ যুগ

এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থার চতুর্থ যুগ দ্বাদশ শতকে আরম্ভ হয়। এ যুগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহালুভী[১২৬] (মৃত ১১৬১ হি.)। তিনি এমন শক্ত হাতে এবং মজবুতভাবে এর ভিত্তি রচনা করেন যে, দীর্ঘকাল বা কয়েক শতাব্দী অতীত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এই শিক্ষা ধারায় কোন সংকীর্ণতা দেখা দেয়নি। মোল্লা ছিলেন শাহ ওলী উল্লাহ্ (র.)-এর সম-সাময়িক। এই যুগে যেসব অতিরিক্ত গ্রন্থাবলী পাঠ্যসূচীতে চালু ছিল তা হলঃ

* নাহুশাস্ত্রে ছিলনাহুমীর, শরহি মি'আতে 'আমিল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, শরহি জামী ইত্যাদি।

* সরফ শাস্ত্রে ছিল মীযান, মুনশা'য়িব, সরফে মীর, পাঞ্জেগাঞ্জ যুবদাহ্, ফুসূলে আকবরী ইত্যাদি।

* মানতিক শাস্ত্রে সুগরা, কুবরা, ইসাগুজী, তামজীব, শরহি তাহজীব, কুতবী, সুল্লমুল 'উলুম ইত্যাদি।

* হিকমত শাস্ত্রে মাইবুযী, সদরা, শামসি বাযিগাহ্।

* রিয়াযী বা হিসাব বিজ্ঞানে খুসাসাতুল হিসাব, তাহরীরে আকলীদাস (মাকালায়ে উলা), তাশরীহুল আখলাক, রিসালায়ে কোশিজিয়া,[১২৭] শরহে চগমানী (প্রথম অধ্যায়)।

* বালাগাত শাস্ত্রে- মুখতাসার মা'আনী, "মুতাওয়্যাল মা'আনা কুলতু" পর্যন্ত)

* ফিকহ শাস্ত্রে- শরহে বিকায়া, আওয়্যালায়ন (اولين) ও হিদায়া আখেরাইন (اخرين)।

'আলী ইবন বাহর ইবন মান্নান ইবন দীনার আন নাসা'ঈ (র.)। ৪. সুনানে আবী দাউদ। সংকলকঃ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইবন ইসলাম ইবন বাশীর ইবন শাদ্দাদ ইবন 'আমর (র.) ৫. জামি' তিরমিযী, সংকলকঃ আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাহ ইবন মূসা ইবন যাহহাক আস-সুলামী আত-তিরমিযী আল-বূগী (র.)। ৬. সুনানে ইবন মাজাহ, সংকলক, আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মাজাহ আল-বারঈ আল-কাযভীনী (র.)। হাদীসের সখানি বিশুদ্ধ (الصحاح السنة) গ্রন্থের মধ্যে একটি অন্যতম বলা হয়। হাদীস বিজ্ঞানঃ ১১৭-১৫৭, [বি.দ্র. ড. শামী আরো চৌধুরী, *ইমাম তাহাভী (র.) জীবন ও কর্ম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১ খ্রি., পৃ. ৪২-৫৫]

১২৫. পরবর্তীকাল লক্ষ্ণৌ উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। উর্দু ভাষার নির্ভরযোগ্য বড় বড় কবি, সাহিত্যিক ও পন্ডিতদের আবাসস্থল হিসাবে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১২৬. একে সাহালীও পড়া হয়। দরসে নিযামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিযামুদ্দীন ফিরিঙ্গী মহল্লীর পিতা ছিলেন মোল্লা কুতবুদ্দীন সাহলী।

১২৭. মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, *বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস (১৯৭১-১৯৯০)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

* উসূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রে নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ, তালবীহ, মুসাল্লামুল সুবূত (মাবাদি কালামিয়া)।

* কালাম শাস্ত্রে শরহি 'আকা'য়িদে নফসী, শরহি 'আকা'য়িদে জালালী, মীর যাহিদ, শরহি মাওয়াক্বিফ ইত্যাদি।

* তাফসীর শাস্ত্রে জালালাইন ও বায়যাভী।

* হাদীস শাস্ত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ।

এই পাঠ্যসূচীর অন্যতম বিশেষত্ব (خصو صية) ছিল যে, এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি এবং মুতালা'আর শক্তি ও সামর্থ্য সৃষ্টি করার দিকে নজর রাখা হত। কোন শিক্ষার্থী এই নিয়মের[১২৮] অধীনে ভালভাবে যত্নবান হয়ে পড়ালেখা করলে যদিও ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পর কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয় না কিন্তু কোর্স শেষ হওয়ার পর নিশ্চিতভাবে সে এমন উপযুক্ততা লাভ করবে, যার ফলে ভবিষ্যতে শুধু নিজ প্রচেষ্টায় সে যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা করলে পারদর্শিতা লাভ করে বিশেষজ্ঞ বা ব্যুৎপন্ন হতে পারবে। যত্নবান হওয়ার কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, বর্তমানে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিপূর্ণ। মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহালী ফিরিঙ্গী মহল্লীর শিক্ষা পদ্ধতিতে পাঠ্যগ্রন্থের উপর শুধু নির্ভর করা হতে না, বরং পাঠ্যগ্রন্থকে শিক্ষার উপলক্ষ্য করে মূল বিষয়ের উপর জোর দিয়ে পড়ানো হত। এই ধরণের শিক্ষার সুফল স্বরূপ সৃষ্টি হয় কামালুদ্দীন বাহরুল উলূম এবং হামদুল্লাহর ন্যায় বিখ্যাত মনীষী ও শিক্ষাবিদ।

এই আলোচনার উল্লেখযোগ্য অংশ হল, দরসে নিযামিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষাধারার মূল ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থা মূলতঃ মোল্লা ফতহুল্লা শীরাযীর অবদান ও সরাসরি প্রভাবের ফলাফল। কারণ মোল্লা নিযামুদ্দীনের[১২৯] উস্তাদ ছিলেন তাঁর পিতা বিখ্যাত শিক্ষাবিদ মোল্লা কুতবুদ্দীন সাহালী। পিতার শাহাদাতের কারণে জন্য আশানুরূপ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয়নি। তাই

---

১২৮. এই নিয়মের শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ مر دانظامي كه ادرار بود شباروز تقرير وتكرار بود- ١٢ علم راهركز نيابي تا نباش شش خصال حرص كوتاه فهم كامل جمع خاطركل حال- ١٢ خدمت استاد بايد هم سبق خواني مدام لفظ راتحقيق كني تاشوي مرد كمال-١٢- দরসে নিসামীর শিক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলোঃ ছাত্ররা রাত-দিন পরস্পর পড়ালেখার আলোচনার মাধ্যমে পাঠ্য বিষয় পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম শরহি। ছাত্রের চরিত্রে ছয়টি অভ্যাস বা বিষয় না থাকলে সে সত্যিকার জ্ঞান লাভ বা 'ইলম হাসিল করতে সক্ষম হবে না, ১. বৈষয়িক লোভ সংবরণ করা, ২. পূর্ণ উপলব্ধি বা সবক এবং পাঠ্য বিষয় পুরোপুরিভাবে বুঝে নেয়া, ৩. সর্বাবস্থায় (শিক্ষার্থীর) পূর্ণ মনোযোগ থাকা, ৪. উসতাদের খিদমত করা, ৫. সহপাঠী শিক্ষার্থীদের সাথে সর্বদা পড়ার আলোচনা এবং ৬. শব্দের মূল ও বিশেষণ জানার চেষ্টা করা। তাহলে সে সঠিক ও পূর্ণ জ্ঞানী হতে পারবে।

১২৯. মোল্লা নিযামুদ্দীন ফিরিঙ্গী মহল্লীর পিতা মোল্লা কুতবুদ্দীন সাহালী। মোল্লা কুতবুদ্দীন সাহালী গ্রামে 'উসমানী সুয়ুখদের সাথে বাস করতেন। একবার ক্ষেতে পানি দেওয়ার ব্যাপারে ঝগড়া হওয়ায় উসমানীরা রাত্রে এসে উক্ত আনসারী মোল্লা কুতবুদ্দীনকে শহীদ করে দেয়। মোল্লার চার সন্তান ছিল। উসমানীরা তার ঘরও জ্বালিয়ে দেয়। এই কারণে বাদশাহ আওরঙ্গজেব লক্ষ্ণৌর নিকটে একটি খালী স্থান, যেখানে পূর্বে কোন সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাস করত- মোল্লা শহীদের বংশধরদেরকে দান করেন। উপমহাদেশের এই একমাত্র খান্দাস্ত যাঁদের মধ্যে প্রায় দু'শ বছর শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বংশানুক্রমে চলে আসছে।। এই বংশে বহু হাজার 'উলামা ও ইসলামি চিন্তাবিদ জন্মগ্রহণ করেন। আর শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়ে উপমহাদেশের প্রত্যেক প্রদেশে ও জিলায় এ বংশের অবদান ও উপকারিতা অসংখ্য লোক প্রত্যেক যুগে গ্রহণ করে আসছে।

তিনি প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের উপর জ্ঞান লাভ করেন হাফিয আমানুল্লাহ বানারসী এবং মৌলভী কুতবুদ্দীন শামসবাদীর[১৩০] নিকট। তাঁর এই (বানারসী ও শামস আবাদী) উভয় উস্তাদ ছিলেন তাঁর পিতা মোল্লা কুতবুদ্দীন সাহালীর ছাত্র। মোল্লা কুতবুদ্দীন ছিলেন বিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের ইমাম, হিকমত ও ফালসাফার কেন্দ্র আর কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞানের ভান্ডার। তিনি জ্ঞান লাভ করেন, মোল্লা দানিয়াল চৌরাসী থেকে। মোল্লা দানিয়ালের উস্তাদ ছিলেন মোল্লা 'আবদুস সালাম দিউভী (ديوي)। তাওযীহ, তালভীহ এবং বায়যাভীতে তাঁর উৎকৃষ্ট হাশিয়া বা টীকা রয়েছে। তাঁকে বাদশাহ শাহজাহান অত্যধিক শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ মুফতী হিসাবে নিযুক্তিও পেয়েছিলেন। মোল্লা 'আবদুস সালাম দিউভী ছিলেন মোল্লা 'আবদুস সালাম লাহুরীর প্রখ্যাত ছাত্র। 'আবদুল সালাম দিউভীও শেষ জীবন অবশ্য লাহোরেই কাটিয়েছেন। আবদুস সালাম লাহুরী ছিলেন মীর ফতহুল্লাহ শীরাযীর প্রতিভাবান ছাত্র। 'আবদুস সালাম লাহুরী প্রায় ষাট (৬০) বছর যাবৎ লেখাপড়া ও শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং নব্বই বছরের জীবনে অসংখ্য শিষ্যকে জ্ঞান দান করে ফাযিল এবং সুশিক্ষিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'আবদুস সালাম দিউভী। 'আবদুস সালাম লাহুরী ছিলেন মীর ফতহুল্লাহ শীরাযীর আপন হাতে গড়া ও তা'লীম দেওয়া ছাত্র। তদুপরি নিযামিয়া শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে মাকুলাতী বা 'উলূমে হিকমত ও 'উলূমে ফালসাফার[১৩১] প্রভাবের উপর যে কটাক্ষ আছে তা মীর ফতহুল্লাহ শীরাযীহ্ ধারাবাহিক শিক্ষা ও প্রভাবের ফল। কারণ ফতহুল্লাহ্ শীরাযী বাদশাহ ও আমীর-উলামাদের দরবারে এবং তাঁদের সন্তানদের মধ্যে নিজের রুচিমত মা'কুলিয়াত[১৩২] বা হিকমত ও ফালসাফার জ্ঞান চর্চা এবং শিক্ষাদান করতেন। মীর ফতহুল্লাহ শীরাযী ছাড়া মোল্লা 'আবদুস সালাম লাহুরীর অন্য কোন উস্তাদও ছিল না। অতএব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা বা দরসে নিযামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহালীর শিক্ষা পদ্ধতিতে মীর ফতহুল্লাহ শীরাযীর মা'কুলীয়াতের প্রভাবধারাবাহিকভাবে নকল হয়ে এসে কাজ করেছে। তাই তাঁদের ধারাবাহিক শিক্ষকদের তালিকা হল নিম্নরূপঃ

১. মীর ফতহুল্লা শীরাযী

↓

মোল্লা আবদুস সালাম লাহুরী

↓

মোল্লা আবদুস সালাম দেউভী

↓

মোল্লা দানিয়াল চৌরাসী

↓

---

১৩০. ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২; মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, *বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস (১৯৭১-১৯৯০)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১৩১. *প্রাগুক্ত*

১৩২. *প্রাগুক্ত*

মোল্লা কুতবুদ্দীন সাহালী

↓

আমানুল্লাহ বানারসী মোল্লা কুতবুদ্দীন শামসআবাদী

↓

মোল্লা নিযামুদ্দীন ফিরিঙ্গী মহল্লী

↓

(দরসে নিযামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা)

↓

তাঁরা ছিলেন অতুলনীয় মৌলিখ প্রতিভার অধিকারী।

ইসলামি শিক্ষার পঞ্চম যুগ

এই যুগ ইসলামি শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবনতির যুগ। এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের দিন ফুরিয়ে আসছিল। তখন মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদানের স্থানগুলোতে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা শুরু হল। এই সময় শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হয় তা ছিল প্রকৃতপক্ষে অতীতের দরসে নিযামীর পরিবর্তিতরূপ, আর ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্যসূচীই আজ পর্যন্ত চালু হয়ে রয়েছে। এই পাঠ্যসূচীতে যেসব গ্রন্থ ও বই পুস্তক অন্তর্ভুক্ত তা নিম্নরূপঃ

- সরফ শাস্ত্রে মীযান ও মুনশা'য়িব, পাঞ্জেগঞ্জ, যুবদাহ্,[১৩৩] দস্তূরুল মুবতাদী, সরফে মীর। পরবর্তীকালে ইলমুস সীগা, ফুসূলে আকবরী, শাফিয়া ইত্যাদি।
- নাহু শাস্ত্রে নাহুমীর, মি'আতু'আমিল,[১৩৪] শরীহ মি'আতি'আমিল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, শরহি জামী ইত্যাদি।
- বালাগাত শাস্ত্রে মুখতাসারুল মা'আনী[১৩৫] (পূর্ণ), মুতাওয়্যাল (মা'আনাকুলতু পর্যন্ত) ইত্যাদি।
- আরবি সাহিত্য নাফতাহুল ইয়ামান, সাব'উ মু'আল্লাকাত, দীওয়ানু মুতানাব্বী, মাকামাতু হারীরী, হামাসাহ্ ইত্যাদি।
- ফিক্বহ্ শাস্ত্রে শরহি বিকায়া (আওয়্যালায়ন) ও হিদায়া (আখিরাইন)।

---

১৩৩. *প্রাগুক্ত*

১৩৪. *প্রাগুক্ত*

১৩৫. *প্রাগুক্ত*

- উসুলুল ফিক্বহ্ শাস্ত্রে নুরুল আনওয়ার, তাওযীহ্, তালভীহ্, মুসাল্লামুস সুবূত ইত্যাদি। মুসাল্লামুস সুবূতকে যদিও উসূলে ফিক্বহের মধ্যে ধরা হয়েছে, কিন্তু তার পাঠ্যাংশে কালাম শাস্ত্রের বিশেষ অংশ রয়েছে, এ কারণে এটাকে কালাম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত।

- মানতিক শাস্ত্রে সুগরা, কুবরা, ইসাগুজী, কালা-আকূলু, মীযান, মানতিক, তাহ্যীব, শইহ তাহযীব, কুতবী, মীর কুতবী, মোল্লা হাসান, ক্বাযী মুবারক, মীর যাহিদ রিসালা, হাশিয়ায়ে গোলাম ইয়াহ্ইয়া বরমীর যাহিদ, মোল্লা জালাল। কোথাও কোথাও পাঠ্য ছিল বাহরুল 'উলূম, শইহ সুল্লুম হাশিয়ায়ে 'আবদুল 'আলী বরমীর যাহিদ রিসালা, শরহি মুসাল্লাম, মোল্লা মুবীন।

- হিকমত শাস্ত্রে মাইবুযী, সদরা, শামসে বাযিগা।

- কালাম শাস্ত্রে শরহি 'আক্বা'ইদে নাসাফী, খেয়ালী, মীর যাহিদ, উমূরে 'আম্মাহ্।

- হিসাব বিজ্ঞানে তাহ্রীরে আকলীদাস (প্রথম মাকালা), খুলাসাতুল হিসাব, বাসরীহ্, শরহি তাশরীহ্, শরহি চগমনী।

- ফারায়িয[১৩৬] শাস্ত্রে শরীফিয়া।

- মুনাযারাহ্ বা বিতর্ক শাস্ত্রে রশীদিয়া।

- তাফসীর শাস্ত্রে জালালাইন, বায়যাভী (সূরা বাকারাহ)।

- উসূলে হাদীস শাস্ত্রে- শরহে নুখবাতিল ফিক্র।

- হাদীস শাস্ত্রে বুখারী, মুসলিম, মু'য়াত্তা তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্।

পাঠ্যসূচিতে মানতিকের যতগুলো গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত ছিল সবই সাধারণতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হত। আর 'আরবি সাহিত্য ও হাদীসের যতগুলো কিতাব পাঠ্যসূচিতে ছিল তা সব প্রতিষ্ঠানে ঠিকমত পড়ানো হত না।

---

১৩৬. ফারা'য়িয, ফরীযাহ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা শরী'আতের পরিভাষায় ফারা'য়িয শব্দে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে উত্তরাধিকারীগণের জন্য নির্দিষ্ট অংশ সমূহ বুঝায়। পবিত্র কুর'আনে উত্তরাধিকারী আইন বিষয়ক ায়াতগুলো (৪: ১১, ১২, ১৭৬) ছয় প্রকার অংশের উল্লেখ রয়েছে। তা হল $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৮}$ $\frac{২}{৩}$ $\frac{১}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$।

যে সব উত্তরাধিকারীর জন্য উল্লেখিত নির্দিষ্ট অংশ কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে ذوو الفرو ض বা ذوو الفر أيض বলা হয় এবং ذو - এর স্থলে اصحاب শব্দেরও ব্যবহার রয়েছে, যথা اصحاب الفر ائض মোটকথা, ইসলামি জ্ঞানের যে শাখায় এই নির্দিষ্ট অংশগুলোর ভিত্তিতে উত্তরাধিকার বন্টন পদ্ধতি আলোচনা করা হয় তাকে 'ইলমুল ফারায়িয বা উত্তরাধিকার বিজ্ঞান বলা হয়। [বি.দ্র. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি., খণ্ড -২, পৃ. ৭৭]

এমতাবস্থায় কারো যদি 'আরবি সাহিত্য পড়ার আগ্রহ হত তবে সে অন্য সময় 'আরবি সাহিত্যের সুপণ্ডিত পেলে উক্ত কিতাবগুলো পড়ে নিতেন। এসব কিতাব সাধারণতঃ মাদ্‌রাসাগুলোতে শিক্ষা লাভে সহায়তা করত। হাদীস শিক্ষকের অভাবে পাঠ্যপুস্তক ও কিতাবগুলো পড়া শেষ করার পর অবসর হয়ে যেখানে হাদীসের উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যেত পড়ার জন্য সে সব স্থানে সফর করে ছাত্ররা উপস্থিত হত।

'আরবি শিক্ষার মাদ্‌রাসাগুলোর পাঠ্যসূচীতে সাধারণতঃ যেসব গ্রন্থ চালু ছিল এর মধ্যে হাদীস ও 'আরবি সাহিত্যের গ্রন্থগুলোকে সিলেবাস বহির্ভুত মনে করা হত।

সর্বশেষ পাঠ্যসূচীতে ত্রুটি

১. সর্বশেষ পাঠ্যসূচীতে মানতিক শাস্ত্রের গ্রন্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কিছু বেশি হয়ে গেছে। শুরু থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই বিষয়ে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল পনেরটিরও অধিক।

২. পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত মানতিকের গ্রন্থগুলোর মধ্যে অনেক বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। মোল্লা হাসান, হামদুল্লাহ, কাযী ইত্যাদি মানতিক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার মধ্যে মানতিকের সমস্যাবলী আলোচনার তুলনায় অন্যান্য সাধারণ বিষয় ও দর্শনের বিষয়াবলী রয়েছে অনেকগুণ বেশি। এখানে জালেবসীর, জালেমুরাক্কাব, ইসমেবারী, কুল্লীয়েতুবয়ী-এর অজুদাফিল খারিজ ইত্যাদি। মানতিক শাস্ত্রের বহির্ভুত বিষয় এত ব্যাপকভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ আছে যে, এসব পড়লে শিক্ষার্থীদের মানতিকের মূল বিষয় জানার তেমন সুযোগ থাকে না।

৩. পাঠসূচীতে মানতিক শাস্ত্রের পনেরটি বই রয়েছে। কিন্তু তাফসীর শাস্ত্রের মত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়ের মাত্র বায়যাভী ও জালালাইন-এ দু'খানি গ্রন্থ রাখা রয়েছে। তার মধ্যে বায়যাভীর শুধু আড়াই পারা পড়ানো হত।

৪. হাদীস এবং তাফসীর উভয় গ্রন্থের চর্চার পঠন-পাঠনে 'আরবি সাহিত্য জ্ঞান অনেক সহায়তা করে। পাঠ্যসূচীতে 'আরবি সাহিত্যের পরিমাণ স্বল্পতার কারণে শিক্ষার্থীরা সে সুযোগ থেকে অনেকটা বঞ্চিত ছিল। বালাগাত এও দু'টি গ্রন্থ, মুখতাসার এবং মুতাওয়্যাল পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তার মধ্যেও দ্বিতীয় গ্রন্থখানির শুধু এক চতুর্থাংশ পড়ানো হত। এই পাঠ্যসূচীতে ইতিহাস, ভূগোল, ইজাযুল[১৩৭] কুর'আন ইত্যাদি শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

গ্রন্থের শ্রেণী-বিন্যাস এবং শিক্ষার রীতি-পদ্ধতি

তখনকার শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। তবে শাহ্ ওলী উল্লাহ্ (র.)এর "ওসিয়তনামায়'ফার্সী" পুস্তিকায় শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি এ পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ উল্লেখ করেছেন।

---

১৩৭. ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪; মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, *বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস (১৯৭১-১৯৯০)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

ক্লাস ও শ্রেণী-বিন্যাস (পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র স্তর)

বর্তমানের ন্যায় প্রাচীন যুগে পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র শ্রেণী বিন্যাসের বিশেষ কোন নিয়ম ছিল না। অবশ্য পরবর্তী যুগে দেখা যায় যে, পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলো মুখতাসারাত,[১৩৮] মুতাওয়াস্যাতাত্ এবং মুতাওয়্যালাত এই তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১. মুখতাসারাত- মীযান থেকে কুতবী পর্যন্ত গ্রন্থাবলী।

২. মুতাওয়াস্যাতাত্- সুল্লুম থেকে যাওয়ায়েদে[১৩৯]

৩. মুতাওয়্যালাত- সদরা শামসে বাযিগা এবং বায়যাভী।

এইসব কিতাব ছিল ছাত্রদের বিশেষ শ্রেণী বিন্যাসের মাপকাঠি। নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া বা পদোন্নতির নিয়ম স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য গ্রন্থ পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থী আপনা আপনিই উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হত এবং উক্ত পর্যায়ের পাঠ্য গ্রন্থে অংশ গ্রহণের উপযুক্ত বলে গণ্য হত।

শিক্ষার্থীদের উপাধি

বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ বা জ্ঞানার্জনের অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের উপাধি ছিল তিন প্রকার। ফাযিল, 'আলিম, কামিল। বার্ষিক সভায় এইসব উপাধি দেয়ার সময় তাদেরকে সনদ বা সার্টিফিকেট বিতরণ করা হত।[১৪০] উপযুক্ততা অনুযায়ী উপাধি বিতরণের নিয়ম ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. যে ব্যক্তি মানতিক এবং হিকমতে পারদর্শিতা লাভ করতেন, আর দীনিয়াতে বা ধর্মীয় বিষয়ে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তাঁকে ফাযিল উপাধি দেওয়া হত।

২. যে ব্যক্তি দীনিয়াত বা ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করতেন তাঁর উপাধি ছিল 'আলিম।

৩. যাঁরা সাহিত্য সম্পর্কীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতেন তাঁদেরকে 'কামিল' উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত।

শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রসমূহ

পূর্ব যুগে উপমহাদেশের বিশেষ বিশেষ জায়গা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। যে কেন্দ্র জ্ঞানের যে শাখার জন্য বিখ্যাত ছিল সে কেন্দ্র ছাড়া এ বিষয়ে আর কোথাও অধিকতর উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব ছিল না। সে কালে শিক্ষার্থীরা ভ্রমণ করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নানান বিষয়ে জ্ঞান লাভ করত। যে স্থান যে বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল শিক্ষার্থীরা পারদর্শী হওয়ার জন্য সে স্থানে গিয়ে তা হাসিল করত। যেমন-

---

১৩৮. ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, ২৪

১৩৯. *প্রাগুক্ত*

১৪০. এ সব উপাধি দানের সময় স্তর অনুযায়ী সম্মান সূচক পাগড়ী দান অর্থাৎ পাগড়ীও পরানো হত। এ জাতীয় অনুষ্ঠানকে 'বাৎসরিক দস্তারবন্দী মাহফিল" বলা হয়।

পাঞ্জাব বিখ্যাত ছিল- সরফ ও নাহু বিষয়ের জন্য।

দিল্লী বিখ্যাত ছিল- হাদীস ও তাফসী গ্রন্থের জন্য।[১৪১]

রামপুর বিখ্যাত ছিল- মানতিক ও হিকমত বিষয়ের জন্য।

লক্ষ্ণৌ বিখ্যাত ছিল- ফিক্বহ, উসূলে ফিক্বহ্ ও কালাম বিষয়ের জন্য।

ফার্সি ভাষা ও বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা

মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ইবতিদা'য়ী[১৪২] মাদ্রাসার শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফার্সি। কারণ দেশের শাসকবৃন্দের মূল ভাষা ছিল ফার্সী। এ কারণে তাদের শাসনামলে ফার্সী হয়ে গেল প্রাথমিক শিক্ষা, অফিস-আদালত ও কাজ-কারবারের ভাষা। এর প্রভাবে আজও বিদ্যমান উপ মহাদেশের মক্তব-মাদ্রাসা, ইংলিশ স্কুলগুলো এবং কলেজসমূহে ফার্সী ভাষায় শিক্ষার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আজ থেকে প্রায় শত বছর পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ পত্রালাপ, ফাতাওয়া (فتوى) লেখায় এবং পারিবারিক লেখাপড়ায় এই উপমহাদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু-মুসলমান সবাই ফার্সী ভাষা ব্যবহার করতেন।

কিন্তু এ স্থলে উপ-মহাদেশে ফার্সি ভাষা এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার ফলাফল কি ছিল তাও জানা প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেক জিনিসের সফলতা ও বিফলতার সঠিক মাপকাঠি হল তার পরিণাম ও ফলাফল। ফার্সী সাহিত্যের গদ্য-পদ্য উভয় ভাগে যত প্রসিদ্ধ মুসলিম পণ্ডিত সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের মধ্যে এমন বিশিষ্ট কয়েকজন সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি, যাদের পাণ্ডিত্য এই ভাষার শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতরা শুধু যে স্বীকার করেছেন তা নয়, বরং তাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করাকে এবং তাঁদের অনুসরণকে গর্বের বিষয় মনে করতেন। মাসউদ, সা'আদ সালমান, আমীর খসরু, হাসান দেহ্লভী, ফয়যী এবং গালিবের ন্যায় মনীষী ও মহাপণ্ডিত এ উপ মহাদেশের গর্বের বিষয়। তাঁদের কবিতা জোশ,[১৪৩] বয়ান, ফখর, 'ইশ্ক, দার্শনিক বক্তব্য ও মযমূন সমূহ এবং আরও বিভিন্ন প্রকার প্রকাশভঙ্গি অতুলনীয় হয়ে আছে। ফার্সি গদ্য লক্ষ্য করলে প্রথমে আমীর খসরুর 'ই'জাযে[১৪৪] খসরুর বিষয় উল্লেখ করতে হয়। এই মূল্যবান গ্রন্থে শিক্ষার্থীদের জন্য গদ্য চর্চা এবং গদ্য লেখার নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি এই প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একটা প্রাচীন গ্রন্থ। এতে প্রাচীনত্বের চিহ্ন স্পষ্টভাবে বিরাজমান। এতে সানা'ই এবং বাদা'ই।[১৪৫] এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তার সাথে উল্লেখ করা যায় আবুল ফযলের 'আইনে আকবরী বিষয়ে। আবুল ফযলের ইনশা' বা রচনা, যদিও প্রাচীন নিয়ম থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির তবুও কালোপযোগী; উন্নতভাবে শব্দ প্রয়োগ এবং অন্য দিকে তার গুণ ও মান অনেক উন্নত, যা ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য উত্তম আদর্শ। আবুল ফযলের ভাই আবুল ফয়েয ফয়যীর 'ইনশায়ে ফয়যী' গ্রন্থে রয়েছে সহজ-সরল লেখার নমুনা। এ গ্রন্থে চিঠিপত্রের সংকলন ছিল। তাতে শিক্ষার্থীদের জন্য চিঠিপত্রের মাধ্যমে কোন ঘটনার বর্ণনার স্থলে উন্নত রচনা লেখা রীতি-পদ্ধতি শিখানোর দিকটা ছিল প্রবল। ফয়যী তাতে শিক্ষার্থীদের জন্য লেখার

---

১৪১. পরবর্তীকালে দিল্লী উর্দূ ভাষারও প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। কারণ এখানে উর্দূ ভাষার প্রধান পণ্ডিতবর্গ বসবাস করতেন।

১৪২. মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, *বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস (১৯৭১-১৯৯০)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৯০

১৪৩. *প্রাগুক্ত*

১৪৪. *প্রাগুক্ত*

১৪৫. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতি বিধান, সংশোধনের স্পষ্টতা, সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি, প্রতিবেদন, নিজেদের তাহযীব-তামাদ্দুন, সমাজ-জীবন, শিষ্টাচারিতা, সভ্যতা ইত্যাদি সুন্দর ও সরলভাবে তুলে ধরা ও সবকিছুর উত্তম তা'লীম দেয়া হয়েছে। তারপর একই বিষয়ে নজীরবিহীন গ্রন্থ তুযুকে জাহাঙ্গীরীও উল্লেখযোগ্য। এর সমতুল্য রুক'আতে আলমগীরী[১৪৬] মূল্যবান সরল-সহজ ও শিক্ষণীয় গ্রন্থ। এইসব ছাড়াও ফার্সীতে অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে, যেগুলোতে কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গ্রন্থের বিশেষত্বও দেখা যায়।

এ উপমহাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় বহুদিন পর্যন্ত ফার্সি ভাষা পরিহার করে চলে। কিন্তু হিজরী দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ সিকান্দার লোদীর শাসনামলে তাঁরাও ফার্সী ভাষা শিখা এবং ওই ভাষায় শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার প্রয়োজন অনুভব করল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এমন স্বার্থকভাবে এই ফার্সী ভাষা শিখলেন যে, তাতে তাঁরা মুসলমানদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে আরম্ভ করলেন। কোন ভাষা শিখার অর্থ এই যে, ঐ ভাষার সাহিত্যে যে রত্নের ভাণ্ডার রয়েছে তা পুরোপুরি লাভ করা। এই নীতি অনুসারে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালানো হয়, তবে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, মুসলমানদের ন্যায় অনুরূপভাবে হিন্দুরাও ওই ভাষা আয়ত্ত করেন। এর সকল শাখায় তাঁরা পূর্ণ দক্ষতাও অর্জন করেন। হিন্দুদের মধ্যেও ফার্সি সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক, কবি ও লেখক সৃষ্টি হয়েছে।[১৪৭] বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের অবদান ও প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

ইতিহাস গ্রন্থ

লুববুত তাওয়ারীখ,[১৪৮] তারিখে শাহানে হিন্দ, রাজা দিল্লী, হালাতে মারাঠা, খুলাসাতুল হিন্দ, ফুতূহাতে আমলগীরী, তারিখে দিলশা, তারিখে কাশমীর, তারিখে আসফী, গাওয়া লিওরনামা, তারিখে সূরাত, খুলাসাতু তাওয়ারীখ, তারিখে ফরমান রাওয়ানে হনূদ[১৪৯] তুহফাতু হিন্দ, নায্যারাতুস্ সিনদ, ওয়ারেদাতে কাসেমী, মাখযানুল 'ইরফান, সুলতানুত্ চাহার গুলশান, কিসতাস ইত্যাদি ফার্সী ভাষায় হিন্দু লেখকদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী। শেষের গ্রন্থগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারিত ইতিহাস, যা চার ভাগে বিভক্ত ছিল প্রথমভাগে হিন্দু দর্শন, দ্বিতীয় ভাগে ইউনানী দর্শন, তৃতীয় ভাগে 'আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, চতুর্থ ভাগে ইউরোপের নতুন বিজ্ঞান। আশ্চর্যের বিষয় যে, 'আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তা দেখলে অবাক হতে হয় যে, এ বিষয়ে তাঁরা এত ব্যাপক এবং বিস্তারিতভাবে লিখতে কিভাবে সফলকাম হয়েছেন।

জীবনী গ্রন্থ

সার্চয়ীদনামা, তাযকিরাতুল 'উমারা, সফীনায়ে 'ইশরাত,[১৫০] হালাতে নানাকশাহ, শানে গরীবাঁ, সফীনায়ে খোশগো, হাদীক্বায়ে হিন্দ, আমীরনামা, সফীনায়ে হিন্দ, হালাতে বাবা লাল গুরু, গোলেরা'না, হামেশা বাহার ইত্যাদি হিন্দুদের লিখিত চমৎকার ফার্সী গ্রন্থাবলী।

---

১৪৬. ড. আলী মুহাম্মদ আল আস-সালাভী, *আস্-সীরাতুন নববীয়্যহ্*, বৈরুত : ১ম সং., ২০০৪ খ্রি./১৪২৫ হি., পৃ. ২২

১৪৭. *প্রাগুক্ত*

১৪৮. অধ্যাপক কে.আলী, *পাক ভারতের মুসলিম ইতিহাস*, ঢাকা : ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ২২৫-২২৮

১৪৯. *প্রাগুক্ত*

১৫০. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ফার্সি অভিধান

গুরুধাবীর লেখা- গাঞ্জেলুগাত[১৫১]

পণ্ডিত গঙ্গা বিশনের- মীর-আশক্কর,

সিয়াল কোটীমেল ওয়ারিস্তার- মুসতলাহাতুশশু 'আরা

টেক চান্দ বাহারের- বাহারে আ'যম ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(সরফ ও কাওয়া'য়িদে) নাওয়াদেরুল মাসাদির[১৫২] বাহারে 'উলূম, তাফতেগুল ইত্যাদি।

উপমহাদেশের হিন্দু লেখক, কবি, সাহিত্যিক সবার পূর্ণ বা বিস্তারিত আলোচনা অনেক দীর্ঘ। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় যে, হিন্দুদের ফার্সী ভাষার জ্ঞান মুসলমান লেখক ও কবি সাহিত্যিকদের তুলনায় একেবারে কম বা নিম্নমানের ছিল না। যে হিন্দুদের পূর্বপুরুষরা দু'একশ বছর পূর্বে এই ফার্সী ভাষাত দূরের কথা এর অক্ষর এবং শব্দের সঠিক উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারত না। হিজরী দশম শতকের শুরু থেকে সেই হিন্দু সম্প্রদায় ফার্সী শিখতে আরম্ভ করে। এই ধারা ত্রয়োদশ শতকের শুরু বা মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই সুফল কি করে সম্ভব হল? এত অল্প সময়ে কি করে ফার্সী ভাষা এবং এর বিভিন্ন বিষয় বিস্তার লাভ করল? হিন্দুরা কি করে দ্রুত এ ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করল? এ সব প্রশ্নের সঠিক জবাব শুধু এই যে, কোন ভাষাকে আয়ত্ত করার সবচেয়ে উত্তম প্রন্থা হলো ঐ ভাষা যাদের মাতৃভাষা সে ভাষাভাষীদের সঙ্গ লাভ করা এবং তাদের সাথে সেই ভাষায় কথাবার্তা বলা। আজকালও অপরাপর ভাষা ভালোভাবে শিখার এটাই সহজ এবং উত্তম প্রন্থা।[১৫৩] বস্তুতঃ ঐ সময় হিন্দুরা অনুরূপ সুযোগ পায়। মুসলমানদের সাথে মেলামেশা, বসবাস, চলাফেরা, উঠাবসা এত স্বাভাবিক, উদার এবং পক্ষপাতশূন্য ছিল যে, হিন্দুরা সাধারণভাবে মুসলমান আমীর-'উমারা ও শাসকমণ্ডলীর মজলিসে সমান অধিকারের ভিত্তিতে বসতে ও শরীক হতে পারত। অন্যদের তো প্রশ্নই নেই; স্বয়ং আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, দারাশিকোহ্ এসব বাদশাহ্দের দরবারে নিশ্চিতভাবে হাকিমের মর্যাদায় স্থান পেত। মুসলমান ও হিন্দুদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যকলাপের যে সব বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মেলামেশার উপক্রম হত সেসব বিষয়ে খুব সহজ ও সাধারণভাবে নির্দ্বিধায় সবাইকে আপন লোকের মত আচরণ করতে দেখা যেত। এই মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান, চালচলন, কথাবার্তা ও অন্তর বিনিময় ছিল একমাত্র কারণ, যা এ উপমহাদেশে ফার্সী ভাষাকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নিকট এত ব্যাপক করেছে। সবার চঞ্চল অধর এই ইরানী শরবতে

---

১৫১. *প্রাগুক্ত*

১৫২. ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭

১৫৩. উল্লেখ্য প্যারিসের Medical Science-এর great Scientist Dr. Mauris Bukaily পবিত্র কুর'আনকে মূল 'আরবি থেকে বুঝার জন্য পুরো চার বছর 'আরবদের সাথে মিশে চলত (colloquial) 'আরবি ভাষায় প্রচলিত জ্ঞান অর্জন করে তাঁর ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Bible, Qur'an and Science" লিখেছেন।

ভিজে যায়। এসব সুযোগ-সুবিধা শুধু ভাষা শিখার জন্য বেশ সহায়ক ছিল। কিন্তু যখন ফার্সী ভাষায় শিক্ষাদান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ হলো তখন পাঠ্যসূচীও তৈরী হল। সে মোতাবেক তা শিক্ষা দেয়া হত।

শিক্ষা পদ্ধতি

প্রথমে হিন্দু শিশুদের জন্য অক্ষর পরিচিতি, উচ্চারণ এবং লেখা খুব কষ্টকর ছিল। হিন্দুরা হল আর্য বংশের, সর্ব আর্যদের লেখা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে শুরু করতে হয়। কিন্তু ফার্সী লেখায় তাদের প্রাচীন জাতীয় অভ্যাসের বিপরীত ডান দিক থেকে লেখা শুরু করতে হত। এ অসুবিধা দূর করার জন্য সম্রাট আকবর একটা পন্থা নির্ধারণ করলেন যেন শিশুদেরকে প্রথমে একক বর্ণ বা অব্যয়গুলির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাহার অনুশীলন করেন। এরপর ই'রাব[১৫৪] বা স্বরচিহ্নগুলোকে এবং সংযুক্ত অব্যয়গুলোকে শেখাবে। এর উদ্দেশ্য হল ধীরে ধীরে ছোট ছোট বাক্য, কবিতার পংক্তি এবং দীর্ঘ লেখা ও পড়ার শক্তি বৃদ্ধি করা। 'আইনে আকবরীতে'[১৫৫] এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ পদ্ধতির সফলতা সম্বন্ধে আকবরের সভারত্ন আবুল ফযল স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই স্বর্গীয় নিয়মের অধীনে মক্তবগুলো উন্নতি লাভ করে এবং মাদ্রাসাগুলো সজিব হয়ে ওঠে। আবুল ফযলের বর্ণনানুযায়ী-এ সময় যে বিষয়গুলো ফার্সীতে শিক্ষা দেয়া হত তা ছিল আখলাক (চরিত্র), অঙ্ক শাস্ত্র ও এর নিময়-পদ্ধতি, কৃষিবিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যা, নক্ষত্র বিদ্যা, শরীর চর্চা, গার্হস্থ্য বিদ্যা, নগর শাসন ব্যবস্থা, চিকিৎসা, তর্কশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, ব্যায়াম, খোদা-পরিচয় ইত্যাদি।

সে যুগে শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে পড়ার সময়ে ছেলে-মেয়েদের জন্য ছুটির ব্যবস্থাও ছিল। ছুটির সময় বাচ্চারা যেন পঠিত বিষয় ভুলে না যায় সে জন্য মুরব্বী ও শিক্ষকরা অবসর মুহূর্তে শিক্ষার্থী শিশুদের নিয়ে বসতেন এবং তাঁরা পুনরালোচনা করতেন। যার ফলে মুশকিল ও কঠিন পাঠ তাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে যেত না।

পাঠ্যসূচী

ফার্সী ভাষা শিক্ষা দানের পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন উপায়ে যা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা নিম্মরূপ ঃ

গদ্যে পাঠ্যসূচী

নুসখায়ে তা'লীমিয়া,[১৫৬] তা'লীমে 'আযীযী, দসতূরুস সবইয়ান,[১৫৭] ইনশায়ে মাধুরাম, ইনশায়ে ফা'য়িক, ইনশায়ে খলীফা, রুক'আতে আলমগীরী, গুলিস্তাঁ, আবুল ফযল, বাহারে দানেশ, আনওয়ারে সোহাইলী, সেহ্ নসবে যওবী, ওয়াকাই' নি'মত খান 'আলী ইত্যাদি।

---

১৫৪. ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৫৫. *প্রাগুক্ত*

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১৫৭. *প্রাগুক্ত*

পদ্যে পাঠ্যসূচী

কারীমা, মা মুকীমাঁ, খালিকে বারী, গুলিসতাঁ, বুসতাঁ, ইউসুফ যুলায়খা, কাসায়েদে 'উরফী,[১৫৮] কাসায়েদ বদর চাচ, দীওয়ানে গনী, সিকান্দার নামাহ্'[১৫৯] ইত্যাদি।

গ্রন্থগুলো কিছুটা অনিয়মে পড়ানো হত। কারণ শাহ্নামা, আমীর খসরুর লেখা গ্রন্থাবলী, দীওয়ানে সায়েব এবং দীওয়ানে হাফিয-এর ন্যায় বিভিন্নমুখী মূল্যবান গ্রন্থাবলী পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় না। তাছাড়া প্রয়োজনীয় ইতিহাসের বিষয়ও তাতে অনুপস্থিত। আখলাক বা চরিত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলীও রয়েছে নাম মাত্র। বর্তমানের ন্যায় শিক্ষা ও গবেষণা তার ফলাফলের দিক দিয়ে মনে হয় অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত। মোটকথা, পাঠ্যসূচি খুব একটা সফল বা সার্থক ছিল না।

---

১৫৮. *প্রাগুক্ত*

১৫৯. *প্রাগুক্ত*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

বাংলাদেশে ইসলামের প্রথম আগমন ঘটে হযরত 'উমর (র.)-এর খিলাফত কালে (৬৩৪-৪৪ খ্রি.) একদল সাধক 'উলামার নেতৃত্বে এদেশের মানুষ ইসলামি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের হাতে ঈমান গ্রহণ করতে থাকে।[১৬০] এ ছাড়াও হযরত 'উমরের (র.) খিলাফত কালে (১৩-১৪ হি.) দু'জন তাবে'ঈ মুহাম্মদ মামুন ও মুহাম্মদ মোহাইমেন বাংলা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তাঁদের পর খ্রিস্টীয় ৭ম ও ৮ম শতকে হামিদুদ্দীন, হোসেন উদ্দীন, মোহাম্মদ মুর্তজা, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও মুহাম্মদ আবু তালিব নামক পাঁচজন মুমিনের একটি দল এদেশে আসেন। কথিত আছে, বিভিন্ন সময়ে এরূপ পাঁচটি দল বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করে।[১৬১] বাংলাদেশে ইসলাম-এর আগমনের পূর্বে এখানে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা বসবাস করত। ইসলাম প্রচারকগণের সংস্পর্শে এসে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। এম. এন. রায় লিখেছেন : "ব্রাহ্মণ্য গোড়ামী বৌদ্ধ বিপ্লবের কণ্ঠ রোধ করল। তাতেই প্রচলিত ধর্ম বিরোধী অগণিত মানুষ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে নীড়হীন নির্যাতিতের মত দিশেহারা হয়ে ফিরেছে। তারাই ইসলামের মতবাদকে জানিয়েছে সাদর অভ্যর্থনা।[১৬২] মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর রচিত 'মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেন, আরব বণিকগণ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলো দিয়েই বাংলাদেশ ও কামরূপ (আসাম) হয়ে চীন যাতায়াত করতেন।

মুহাদ্দিস ইমাম আবাদান হিজরী তৃতীয় শতকের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায়, রাসূল (সা.)-এর সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (র.) নবুওয়াতের ৫ম খ্রিস্টাব্দে (৬১৫ খ্রি.) হাবাশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন। নবুওয়াতের সপ্তম খ্রিস্টাব্দে (৬১৭ খ্রি.) তিনি কায়েস ইব্ন হুযায়ফা (র.) উরওয়াহ ইব্ন আচাছা (র.) আবু কায়েস ইব্ন হারেছ (র.) এবং কিছু সংখ্যক হাবসী মুসলিম সহ দুইটি জাহাজে করে চীনের পথে সমুদ্র পাড়ি দেন।[১৬৩]

শায়খ যাইনুদ্দীন তাঁর রচিত গ্রন্থে বলেন, ভারতের তামিল ভাষার প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, একদল আরব জাহাজে চড়ে মালাবার এসেছিলেন। তাদের প্রভাবে রাজা চেরুমল, পেরুমল উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু ওয়াক্কাস মালিক ইব্ন ওহাইব (র.) দীর্ঘ নয় বছর সফর করেছিলেন। চেরুমল, পেরুমল তার কাছেই ইসলামের দাও'আত পেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় কারণে বাংলার সঙ্গে আরবদের সম্পর্ক গড়ে উঠে। মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে গড়া একদল নিবেদিত প্রাণ সাহাবী ইসলামের সুমহান দাও'আত নিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে এবং অনেক ইসলাম প্রচারকের মাধ্যমে বাংলার

---

১৬০. এ.কে.এম মহিউদ্দীন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৪৯৭ হি./ ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ১৬

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; ফজলুল হাসান ইউসুফ, *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ২৭

১৬২. আজিজুল হক বান্না, *বরিশালে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ২০; এ.কে.এম মহিউদ্দীন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১৬৩. এ.কে.এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ২০; এ.কে.এম মহিউদ্দীন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫

প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের দাও'আত সম্প্রসারিত হয়। হযরত 'উমর (র.)-এর খিলাফতকালে সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। উমাইয়া শাসনামলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত আরব সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। উমাইয়া খলীফা আল-ওয়ালিদের শাসনামলে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম-এর সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সঙ্গে আরবদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ফলে ইসলাম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত ৫৫৪ বছর মুসলিম শাসকবর্গ এদেশ শাসন করে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদে বাংলার ভৌগোলিক পরিচিতি, বঙ্গ নামের উৎপত্তি, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, নৌপথে ইসলামের আগমন, স্থলপথে ইসলামের আগমন, 'আলিম ও মুজতাহিদদের ইসলাম প্রচার, ইসলাম প্রচারক ব্যক্তি বা দল কর্তৃক ইসলাম প্রচার, বাংলার সাথে আরবদের সম্পর্ক সূচনা কাল ও ইসলামের আগমন প্রসঙ্গ, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে বণিকদের অবদান, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার প্রসারে সূফীগণের অবদান, বাংলাদেশে মুসলিম শাসন সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

বাংলার ভৌগোলিক পরিচিতি

বাংলা বলতে বিস্তৃত এক ভূ-খন্ডকে বুঝায়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ভূ-খণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন ভৌগোলিক নামের অবস্থিতি ছিল। মূলতঃ ১৯৪৭-এর পূর্বে বৃটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রদেশের ভূ-খণ্ডই 'বাংলা' নামে পরিচিত যা বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা; উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপাল তারই অঞ্চল; পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পর্বতরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[১৬৪]

মুসলিমরাই সর্বপ্রথম বাংলার সমগ্র অঞ্চলকে 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত করেন। বাংলার আদি নাম ছিল 'বঙ্গ'।[১৬৫] প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকান্ড আল নির্মাণ করতেন। এ থেকে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালাহ্ নামের উৎপত্তি।[১৬৬] দক্ষিণ ভারতীয় লিপিতে 'বঙ্গাল' দেশ পাওয়া যায় এবং 'বঙ্গাল' নামটি নয় শতক হতে প্রচলিত হয়। এতে নিশ্চিত বুঝা যায়, প্রাচীন লিপির 'বঙ্গাল' বিবর্তিত হয়ে 'বঙ্গালা' বা 'বাঙ্গালা' নামের উৎপত্তি হয়।[১৬৭] প্রাক্ মোঘল যুগে 'বঙ্গালা' নামের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, দেশের অভ্যন্তরে বিশেষতঃ শাসকবর্গের কাছে 'বঙ্গালা' নাম চালু ছিল। মোঘল আমলে 'বাংলা' নামের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

---

১৬৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, সেপ্টেম্বর ২০০১ খ্রি., পৃ. ১৭

১৬৫. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২য় সং, জানুয়ারী ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ১১

১৬৬. মূলভাষ্য : ان الاسم الاصلى للبنغال هو بنغ وكان ملوكه الاؤلون يقيمون في اقام مرتفعة كل اكمة منها عشر ياردات وعرضها عشرون ياردة في جميع انحاء الولاية المسماة ال او الي بالمسنسكريتيه وبمرور الزمن ضمت هذه الأحرف الأخيرة الى كلمة بنغ فصارت بنغال [বি.দ্র. ড. মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, *দিরাসাত ফী আল-হাজারাত ওয়া আল-ছাকাফাত আল-ইসলামিয়া ফী বিলাদ আল-বাঙ্গাল*, কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সিলসিলাতু বহুছ কিস্‌ম উলূম আত-তাওহীদ ওয়া আদ-দাও'আত আল-ইসলামিয়া, ১৯৯২ খ্রি., খণ্ড- ২, পৃ. ১৪]

১৬৭. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

আকবরের আমলে 'বঙ্গালা' নাম অঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হয়। তাঁর সময় সমগ্র বঙ্গদেশ সর্বত্র 'বঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়েছিল। ফার্সি 'বঙ্গালহ্' শব্দ থেকে পর্তুগীজ Bengala এবং ইংরেজী Bengal শব্দ থেকে এসেছে।[১৬৮] 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালা' নামের উৎপত্তি অবশ্যই হিন্দু আমলে এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও এর ব্যবহার ছিল। হিন্দু আমলের এ 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালাহ্' নদ-নদী বেষ্টিত বাংলা পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলকেই নির্দেশ করা হয়েছে। সে সময়ে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের নাম ছিল রাঢ়। বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাংশ ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্বাংশ জুড়ে ছিল পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র ও লক্ষণাবর্তী। এর রাজধানী ছিল পুন্ড্রনগর। আজকের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ই সেকালের পুন্ড্রনগর। বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা, বৃহত্তর ফরিদপুর ও বৃহত্তর যশোর জেলা নিয়ে গঠিত অঞ্চলের নাম ছিল 'বঙ্গ'। তার দক্ষিণের অঞ্চল পরিচিত ছিল 'বঙ্গাল' নামে। বৃহত্তর কুমিল্লা ও বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের নাম ছিল 'সমতট'। আর বৃহত্তর সিলেট, বৃহত্তর কুমিল্লা, বৃহত্তর নোয়াখালী ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম-কে একত্রে বলা হত 'হরিকেল', উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ আবার 'গৌড়' নামেও পরিচিত ছিল। গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ- যা বর্তমানে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটির নিকট অবস্থিত 'কানসোনা'। মাঝে-মধ্যে গৌড় বলতে সমগ্র বাংলাদেশকে বুঝানো হত। যুগে যুগে এসব রাজ্যের সীমানার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন ঘটেছে নামেরও।[১৬৯]

পাল রাজাদের সময়ে বাংলা বলতে সমগ্র বাংলাকে বুঝানো হত। অবশ্য একথার স্বপক্ষে কোন যৌক্তিক প্রমাণ নেই। পাল ও সেনদের বঙ্গ বলতে বাংলার একটি ক্ষুদ্রাঞ্চলকে বুঝাত।[১৭০] সেন রাজারা যদিও বাংলার একটি বৃহদংশের উপর শাসন ক্ষমতা চালিয়েছেন, তথাপি তারা নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর (গৌড়ের রাজা) বলতে গর্ববোধ করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বাদশ শতকের শেষভাগেও 'বাঙ্গালাহ্' নামটি কেবল বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি মুসলিম শাসনের প্রথমদিকেও বাংলার একমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলেই 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালাহ্' নামে পরিচিত ছিল। সমসাময়িক মুসলিম লিখকদের লেখায় এ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে।[১৭১]

গিয়াসউদ্দীন বলবনের আমল থেকে 'বাঙ্গালাহ্' নাম মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত হয় এবং বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের জন্য সাধারণত: এ নাম ব্যবহৃত হয়। জিয়াউদ্দীন বারনী সর্বপ্রথম মুসলিম লিখক যিনি 'বাঙ্গালাহ্' নাম ব্যবহার করেন এবং এ দ্বারা তিনি বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের কথা বুঝিয়েছেন।[১৭২] বাংলা তখন কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং মুসলিমগণ এর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছেন। যেমন আরাসা-ই-বাঙ্গালাহ্, ইকলিম-ই-বাঙ্গালাহ্ ও দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ্।[১৭৩] আরাসা-ই-

---

১৬৮. রাইছউদ্দীন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানী, ৬ষ্ঠ সং, মে ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ২৩

১৬৯. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জানুয়ারী ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৭

১৭০. ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ/মার্চ ১৯৮২ খ্রি., খণ্ড- ১, পৃ. ২

১৭১. *প্রাগুক্ত*

১৭২. *প্রাগুক্ত*

১৭৩. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

বাঙ্গালাহ্-কে সাতগাঁও অঞ্চল (দক্ষিণবঙ্গ), ইকলিম-ই-বাঙ্গালকে সোনারগাঁও অঞ্চল (পূর্ববঙ্গ) এবং দিয়ার-ই-বাঙ্গালাকে সংযুক্ত সোনারগাঁও ও সাতগাঁও অঞ্চলরূপে অভিহিত করা হয়।[১৭৪] এমনকি ইব্‌ন বর্তুতার পরিভ্রমণকালেও (১৩৪৫-৪৬ খ্রি.) 'বাঙ্গালাহ্' বলতে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গকে বুঝাত। তখন এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 'বাঙ্গালী' নামে পরিচিত ছিল।[১৭৫]

পরবর্তীকালে বাঙ্গালাহ্ ও বাঙ্গালী শব্দ দু'টি এ অঞ্চলের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের লোকদের প্রতিও প্রযোজ্য হয়। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সময় থেকে এ নামের বিস্তৃতি ঘটে এবং সমগ্র বঙ্গদেশ বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। তাঁর আধিপত্যের ফলে লক্ষণাবর্তী ও বাঙ্গালা একত্রীভূত হয়ে যায়। অত:পর তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা করেন। তিনি এই যুক্ত অঞ্চলগুলোকে বাঙ্গালাহ্ নামে এবং অধিবাসীদেরকে বাঙ্গালী নামে অভিহিত করেন।[১৭৬] তিনি একদিকে দিল্লী থেকে বাংলার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেন, যা পরবর্তী দু'শত বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অপরদিকে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে একটি জাতিতে পরিণত করেন। তিনি এমন একটি নামের পরিচিতি করেন যা সার্বজনীন হয় এবং পরবর্তী সাতশত বছরব্যাপী যে নামের পরিচয় দিতে বাঙ্গালীরা গর্ব অনুভব করে। নতুবা এদেশের নাম হতে পারতো গৌড়, সমতট, হরিকেল বা অন্য কিছু। জাতি হিসেবে হয়তো পরিচিত হতো বাঙ্গালী না হয়ে গৌড়ী, সমতটা, হরিকেলী বা অন্য কোন নামে। এরপরেও দু'বার বাংলার মানচিত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়। সর্বশেষ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে আজকের বাংলাদেশ নামক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটির জন্ম হয়। মোট কথা- গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, গঙ্গারিডি এ রকম ভিন্ন ভিন্ন জনপদই কালক্রমে অনেক ভূ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে রূপান্তরিত আজকের বাংলাদেশ। বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা হচ্ছে- পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুনাচল ও আসাম রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য ও বার্মা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[১৭৭]

বঙ্গ নামের উৎপত্তি

বঙ্গ নামের উৎপত্তি উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলীম যে যুক্তিপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছেন, তা প্রায় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য।[১৭৮] তিনি 'রিয়াদুস্-সালাতিন'-এ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সময়ে যে প্লাবন হয়েছিল তাতে তাঁর গুটি কতক অনুসারী ছাড়া পৃথিবীর সবাই ধ্বংস হয়। এ মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্রগণ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। হযরত নূহ (আ.)-এর এক পুত্র 'হাম'। জানা যায়, 'হাম' পৃথিবীর দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশধরকে বলা হয় 'হামীর' বা হেমেটিক। 'হাম'-এর ছয় পুত্র

---

১৭৪. ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতহাস*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ১, পৃ. ৩

১৭৫. *প্রাগুক্ত*

১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪

১৭৭. রাইছউদ্দীন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

১৭৮. অন্য এক মতে 'বঙ্গ' শব্দটি 'তিব্বত-চীনী' ভাষা গোষ্ঠির। এ ভাষায় 'অং' অর্থ জলাভূমি 'বা' মানে সহিত (With) বা + অং অর্থাৎ পানিসহ জলাময় জলময়। দেশে যারা বসে করে তারা 'বঙ্গ' এবং তাদের 'নিবাস' ভূমি 'বঙ্গ' দেশ।

আবার কারও কারও মতে, 'বঙ্গ' শব্দটি গঙ্গা বা 'গঙ্গা' শব্দের বিকৃত রূপ। অপ উচ্চারণের ফলে 'গঙ্গা' 'বঙ্গ' কিংবা 'গঙ্গা' বঙ্গা হয়েছে।

ছিল। তাঁদের মধ্যে যিনি যে অঞ্চলে বসবাস করতেন, তাঁর নামানুসারে সে জনগোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়। আর তাঁদের অধ্যুষিত এলাকাও তাঁদেরই নামের স্বাক্ষর বহন করে। 'হাম'-এর এক পুত্র ছিল। তাঁর নাম 'হিন্দ'। আর এ 'হিন্দ' থেকেই হিন্দু বা হিন্দুস্থান। অপরদিকে এ 'হিন্দ'-এর ছিল চার পুত্র। তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল 'বঙ'। 'বঙ'-এর বংশধরদের আবাসনস্থলই 'বঙ্গ' নামে পরিচিত।

ইসলাম আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র জীবন বিধান।[১৭৯] আর আল্লাহ্‌র দূত আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এ ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী। তিনি ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ প্রচেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে জীবন, জগৎ ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে সঠিক 'আকীদা-বিশ্বাস জীবন চলার সহজ সরল পথ ও পদ্ধতির দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।[১৮০] তাঁর প্রবর্তিত আদর্শিক ইসলামি রাষ্ট্র- মানবতার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করে। তাঁর ওফাতের পরবর্তীতে তাঁর উত্তরসূরীগণ একে একে ইসলামের অমিয় বাণী ও জীবন বিধান নিয়ে বিশ্বের বিশাল ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন।

ব্যবসা-বাণিজ্যে 'আরবদের নাম বহুকাল পূর্ব হতেই সমাদৃত ছিল। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে 'আরবের মুসলিম বণিকরাও তাদের তাবলীগি দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ইসলামি রাষ্ট্র উত্তরে ইউরোপের ফ্রান্স, স্পেন সীমান্তের পিরোনীজ পর্বতমালা হতে দক্ষিণে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া এবং একই সময় ভারতের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত এক বিশাল ভূ-খণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।[১৮১] এ সময়ে বণিক তথা সূফী সাধকগণের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, ফিলিপাইন, সিবিলিশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ এমনকি চীন দেশে পর্যন্ত ইসলামের তৌহিদবাণী প্রচারিত হয়।[১৮২]

বঙ্গে ইসলামের আগমন কবে কোথায় প্রথম হয়েছিল তা জানা যায় না। আমরা জানি, বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অংশ ছিল। সুতরাং এ দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে জানতে

---

১৭৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَام -'নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।' [বি.দ্র. আল কুর'আন ৩: ১৯]

১৮০. ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী, *তারিখুর রসূল ওয়াল মুলুক*, মিশর: দারুল মা'রিফ, ১৩৫৭ হি., খণ্ড- ৩, পৃ. ৫২০; মোহাম্মদ আব্দুল করিম, *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলামি শিক্ষা ও দা'ওয়াহ-এর সম্প্রসারণ: প্রখ্যাত আলেমদের অবদান ১৯০৫-১৯৪৭ খ্রি.*, কুষ্টিয়া: ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ ৫৬

১৮১. সাহিদুর রহমান, *রংপুরে ইসলাম*, অগ্রপথিক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ৮২; *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলামি শিক্ষা ও দা'ওয়াহ-এর সম্প্রসারণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

১৮২. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৬৫; মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৩৮; মোহাম্মদ আশরাফ উজ্-জামান, *বৃহত্তর রংপুর জেলায় ইসলাম প্রচারে আউলিয়া কেরামের ভূমিকাঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

গেলে ভারতীয় উপমহাদেশও আমাদের আলোচনায় চলে আসবে। কারণ তৎকালীন সময়ে ভারতে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে বঙ্গ দেশে ইসলামের আগমন ঘটে। ইসলামের আগমনের পূর্ব হতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে 'আরবদের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর এ সূত্র ধরেই এক একজন ব্যবসায়ী এক একজন ধর্মপ্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। কারণ, ইসলাম শুধু নিজের জন্য নয়, একে অপরের নিকট পৌঁছে দেয়াই হল ইসলামের নীতি ও আদর্শ। আর তখনকার এ মুসলিম বণিকরা তাদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে বেদ[১৮৩] সংকলন করা হয় এবং ঋগ্‌বেদ ও জৈন উপাঙ্গ নামক গ্রন্থে প্রথম 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮৪] তাছাড়া মহাভারত ও মৎসপুরাণেও 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ আছে।[১৮৫] শামস্-ই-সিরাজী আকিফ লিখিত তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থে 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' উভয় শব্দের একত্রে ব্যবহার পাওয়া যায়।[১৮৬] এই 'বঙ্গাল' শব্দ হতেই 'সুবা বাঙলা' শব্দটি গৃহীত হয়েছে।[১৮৭] তাছাড়া ময়নামতি ও গোপীচাঁদের কাহিনীতে "ভাটি হইতে আইল বঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি" চরণের মধ্যে 'বঙ্গাল' শব্দটি পাঙক্তেয় শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৮৮] মহাভারত ও মৎসপুরাণের বর্ণনা মতে, বলি রাজার পাঁচ পুত্র যথাক্রমে- অঙ্গ, বঙ্গ, কোলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুক্ষ্ম। এই পাঁচ পুত্রের দ্বিতীয় পুত্র বঙ্গ-এর নাম হতেই 'বঙ্গ' নামের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়।[১৮৯] প্রাচীনকালে অঙ্গ, কোলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুক্ষ্ম ও বঙ্গ নামে যে পাঁচটি রাজ্যের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বঙ্গ ছিল সর্বপূর্বে অবস্থিত।[১৯০] আবার ফার্সি শব্দ "বঙ্গালহ্" হতে 'বঙ্গ' শব্দ এবং আইল বা আল (সীমানা) "আল" দু' শব্দ মিলে বঙ্গাল বা বাঙালা বা বাঙলা হতে পারে।[১৯১] মূলতঃ 'বঙ্গ' শব্দটি আদি তিব্বতী-চীনা ভাষা গোষ্ঠীর একটি শব্দ, যার দু'টি অংশ "বা" ও "অং"। "বা" শব্দের শাব্দিক অর্থ সহিত বা সাথে

---

১৮৩. **বেদঃ** বেদ হিন্দুদের ধর্মমতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বেদ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞান। যার অনুশীলনে ধর্মাদি চতুবর্গ লাভ হয় তাই বেদ। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, বেদকে অপৌরুষের অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী বলা হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে, বেদ ঐশ্বরিক বাণী। তিনি কুর'আনের সঙ্গে বেদের অনেক মিলও খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এমনকি বহুকাল পূর্বে মোঘল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো তার "মাজমাউল বাহ্‌রাইন" গ্রন্থে পরিস্কার বলেছিলেন যে, বেদ ঐশ্বরিক বাণী। মুলতঃ বেদ কতগুলো মন্ত্র বা সুক্তের সংকলন। বেদের রচনাকাল খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ২৫০০-৯৫০ এর মধ্যে বলে মনে করা হয়। [বি.দ্র. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়্যদ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, একাদশ মুদ্রণ, ২০১০ খ্রি., পৃ. ৬২; *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড- ৭, পৃ. ১৮৭-১৮৮]

১৮৪. ড. সৌমিত্র শেখর, *বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা*, ঢাকাঃ অগ্নি পাবলিকেশন্স, ৩য় সং., ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১; মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকাঃ খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি ১২তম সং., ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২০

১৮৫. ড. সৌমিত্র শেখর, *বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৮৬. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; ড. সৌমিত্র শেখর, *বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা*, পৃ. ৩

১৮৭. ড. সৌমিত্র শেখর, *বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা*, পৃ. ৩; মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ২০

১৮৮. ড. সৌমিত্র শেখর, *বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা*, পৃ. ১; মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ২০

১৮৯. ড. সৌমিত্র শেখর, *বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা*, পৃ. ১; মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ২০

১৯০. মীনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, পৃ. ২২

১৯১. ড. সৌমিত্র শেখর, *বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা*, পৃ. ৩; মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ.২০

"অং" শব্দের শাব্দিক অর্থ পানিসহ ভূমি বা জলাময় ভূমি। সুতরাং 'বাঅং' শব্দের অর্থ জলাময় বা জল নিমগ্নভূমি। এই জলাময় ভূমিতে যারা বসবাস করেন তারা 'বঙ্গ' নামে এবং এই নিবাসভূমি বঙ্গদেশ নামে পরিচিত।[১৯২] আবার কারো মতে, 'বঙ্গ' শব্দটি গঙ্গা শব্দের বিকৃতরূপ। অপভ্রংশ হয়ে গঙ্গা শব্দটি কালক্রমে বঙ্গা বা বঙ্গ হয়েছে।[১৯৩] বঙ্গ শব্দ বাংলাপিডিয়ার ভাষ্যমতে, ঐতরেয় আরণ্যক-এ সর্বপ্রথম মগধের সঙ্গে "বঙ্গ" নামক একটি জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। বোধায়ণ ধর্ম সূত্রে যারা আর্য সভ্যতার সীমার মধ্যে বসবাস করত তারাই বঙ্গ।[১৯৪] ইতিহাসবিদ আব্দুল করিম-এর মতে, ঋগ্‌বেদে 'বঙ্গ' এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে "বঙ্গ" এবং "মগধ" এর কথা বলা হয়েছে । কিন্তু ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থ-এর ভিত্তিতে এর প্রাচীনতা নির্ণয় সম্ভব নয়।[১৯৫] বোধায়ণ ধর্ম সূত্রে 'বঙ্গ'-এর স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, এই সূত্রে জনপদগুলোকে আর্যদের পবিত্রতার আলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এর সর্বনিকৃষ্ট অংশ 'বঙ্গ'।[১৯৬] পুরাণে বর্ণিত দেশসমূহের তালিকায় "অঙ্গ", "বিদেহ" ও "পুণ্ড্র" এর সঙ্গে বঙ্গ যোগ করা হয়েছে।[১৯৭] রামায়ণে অযোধ্যার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারী দেশের তালিকায় 'বঙ্গ' এর উল্লেখ আছে। এ থেকে বুঝা যায়, বঙ্গরা অস্পৃশ্য বা বর্বর নয়।[১৯৮] মহাভারতেও বঙ্গ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভীমের দিগ্বিজয় অংশে বলা হয়েছে যে, ভীম পুণ্ড্র এবং কুশী নদীর তীরের রাজাকে পরাজিত করে বঙ্গ রাজাকে আক্রমণ করেন। পরে ভীম তাম্রলিপ্তির রাজাকে পরাস্ত করে কর্বট সূক্ষ্ম ও অন্য ম্লেচ্ছদের পরাজিত করেন। এই অঞ্চলসমূহ জয় করে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) এর দিকে যাত্রা করেন ও সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারীদের নিকট তিনি কর আদায় করেন। উপর্যূক্ত সূত্রগুলোতে বঙ্গ-এর উল্লেখ পাওয়া গেলেও এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে এটুকু বুঝা যায় যে, বঙ্গ একটি পূর্বাঞ্চলীয় দেশ বা জনপদ, যার অবস্থিতি ছিল অঙ্গ, সূক্ষ্ম, তাম্রলিপ্ত, মুদগরক, মগধ এবং পুণ্ড্র-র কাছাকাছি। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়ের সীমা দেওয়া আছে লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্র। সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, উল্লিখিত জনপদগুলো ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল।[১৯৯]

বাংলাদেশে নৌপথে ইসলাম প্রচারে বণিকদের অবদান

ইসলামের আগমনের বহুকাল পূর্ব থেকেই আরবরা ব্যবসা-বাণিজ্যে পারদর্শী হওয়ায় ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকার সাথে তাদের যোগাযোগ থাকার কারণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইসলামের দাও'আত পৃথিবীর বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামি দাও'আতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে

---

১৯২. মোঃ মাসুম 'আলিম, *ইসলাম প্রচারে বৃহত্তর খুলনা জেলার মস্‌জিদ সমূহের ভূমিকা*, রাজশাহী: অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৫০

১৯৩. *প্রাগুক্ত*

১৯৪. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম পুর্নমুদ্রণ, মার্চ ২০০৪ খ্রি., খণ্ড -৬, পৃ. ১৯৪

১৯৫. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৪র্থ সং., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৯৬. *প্রাগুক্ত*

১৯৭. *প্রাগুক্ত*

১৯৮. *প্রাগুক্ত*

১৯৯. *প্রাগুক্ত*

দেখা যায় যে, একজন ব্যবসায়ী ব্যবসার পাশাপাশি ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদের মাধ্যমেই ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলামের সত্যবাণী পশ্চিমে মরক্কো, স্পেন, পর্তুগাল থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বিজেতাদের বিভিন্ন অঞ্চল জয়ের পাশাপাশি আরব ব্যবসায়ীরা ইসলাম বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এমন কয়েকটি অঞ্চল ও দেশ রয়েছে যেখানে কোনদিন কোন মুসলিম বিজেতার আগমন হয়নি। একমাত্র ইসলাম প্রচারকদের নিঃস্বার্থ সত্য প্রচার আকাঙ্ক্ষা ও নিষ্কলুষ চরিত্র মাধুর্যই সে সব দেশে ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পূর্ব ও ভারত মহাসাগরীয় দীপপুঞ্জ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও তথা গোটা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এভাবেই বণিকদের মাধ্যমে প্রথম ইসলামের দাও‘আতের সূচনা হয়।[২০০] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।[২০১] হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আমল থেকে ভারতের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। হযরত সোলায়মান (আ.) ওফির (বর্তমান রায়পুর) থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তীদন্ত, বানর ও ময়ূর সংগ্রহ করতেন।[২০২] প্রাক্ ইসলাম যুগ থেকেই আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য লোহিত সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে আসা-যাওয়া করতেন।[২০৩] খ্রিষ্টীয় প্রথম দিক্‌কার শতকসমূহে আরব ও ইহুদিরা সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যে কুঠি স্থাপন করে।[২০৪] সে সময় গ্রীক ও রোমানরা পূর্ব উপকূলে বিস্তৃত বাণিজ্যের অধিকারী ছিল। গ্রিক ও রোমানদের নৌযানসমূহ বেশির ভাগই চালাত আরব নাবিকরা। ১৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আরব বণিকরা চীন যাওয়ার পথে কারোমন্ডল উপকূল হয়ে যেতেন। ক্যান্টনে প্রাক্ মুসলিম আরবদের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।[২০৫] ঐতিহাসিক খালিক আহমদ নিযামী আরবদের সাথে ভারতীয়দের (ইসলামের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই) চমৎকার একটি বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। আরব বণিকরা ভারতীয় পণ্যসামগ্রী নিয়ে মিশর ও সিরিয়া হয়ে ইউরোপের বাজারে বাণিজ্য করত।[২০৬]

ভারতের বিশিষ্ট ইসলামি গবেষক সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী তাঁর লিখিত গ্রন্থ ‘অরবোঁ কি জাহাজ রানী’-তে লিখেন যে, মিশর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত দীর্ঘ নৌপথে আরবগণ যাতায়াত করতেন।

২০০. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশ ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদশ, ৩য় সং, ডিসেম্বর ২০০২ খ্রি., পৃ. ৬৩-৬৪

২০১. এলফিন স্টোন, *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, উদ্ধৃত বাংলা ও বাঙ্গালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধার, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ঢাকা: সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ফাল্গুন ১৩৯৭, পৃ. ৯৭

২০২. হান্টার, *হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া*, ভলিউম ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২০৩. এ কে এম নাজির আহমেদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জানুয়ারী ১৯৯৯খ্রি., পৃ. ২০

২০৪. ডা. তারা চাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, অনুবাদ, এম মুজিবুল্লাহ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং, জুন ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৪৩

২০৫. এবকিনস, *এনসাইন্ট নেভিগেশন ইন ইন্ডিয়ান ওসিয়ান*, জে, আর, এস, ১৮৮৬ খ্রি., পৃ. ৪

২০৬. মোঃ ওয়ালী উল্লাহ্, *বাংলাদেশের ইসলামের আগমন: বণিকদের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডোশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ১১৫-১১৬

মালাবার উপকূল হয়ে তারা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন।[২০৭] এ সময় আরব দেশের বণিকেরা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতির দাঁত, গরম মসলা, সূতি কাপড় বিশেষতঃ মসলিন কাপড় ও নানাবিধ মূল্যবান রত্ন ক্রয় করতেন এবং জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করতেন।[২০৮] মাওলানা আকরাম খাঁ উল্লেখ করেন যে, আরব বণিকগণ এই পথ ধরেই বাংলাদেশ ও কামরূপ হয়ে চীনে যাতায়াত করতেন। মালাবার ছিল মধ্য পথের প্রধান বন্দর।[২০৯] বাণিজ্যিক এ সম্পর্কের কারণেই আরবীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জানা যায়, ভারতীয়দের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী উপহার পেয়েছিলেন। এমনকি আচার পর্যন্ত উপহার পেয়েছিলেন একজন ভারতীয় রাজার পক্ষ থেকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার হযরত 'আইশা (র.)-এর অসুস্থতার সময় আরবে অবস্থানরত একজন ভারতীয় চিকিৎসককে রোগ সম্পর্কে অবহিত করান। একথা ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়।[২১০] ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানরাই তাঁদের পূর্বসূরীদের বাণিজ্যের উত্তরাধিকার স্বরূপ প্রথা গ্রহণ করেন। আরবদের সাধারণ নৌপথ আরব সাগর থেকে পারস্য উপসাগর এবং চীন পর্যন্ত ছিল, এর মধ্যে ছিল পক প্রণালী ও বঙ্গোপসাগর। আরবদের কাছে যার নাম ছিল শেলাহাত বা কালাহাবর ও কেরাদনজ।[২১১] তারা পথে চীনের খানকু ক্যান্টন হতে আরও এগিয়ে গিয়ে কোরিয়া ও জাপানের সাথে বাণিজ্য করত। ৮০৮ খ্রি. খানকু বিধ্বস্ত হলে তাদের ব্যবসা মালাবার পশ্চিম উপকূলস্থ কালা বন্দরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।[২১২] মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে (৭১১-১২ খ্রি.) সিন্ধু জয়ের ফলে এ পথে মুসলমানদের বাণিজ্য আরও জোরদার হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদেরই ছিল এ পথে বাণিজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য। মুসলমানরা নিরাপদে এ এলাকায় তাদের বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের বিস্তার ঘটায়। দক্ষিণ এশিয়াসহ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা বার্মা (বর্তমান মায়ানমার), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ চীনে তাদের বাণিজ্যিক প্রভাব একচ্ছত্রভাবে বৃদ্ধি পায়।[২১৩] মুহাদ্দিস ইমাম আবাদান মারওয়ারী'র গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী ও মামা হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইব্ন ওহাইব (র.) নবুয়তের পঞ্চম সনে (৬১৪ খ্রি.) হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিযরত করেন। নবুয়াতের সপ্তম সনে তিনি হযরত কায়েস ইব্ন হুযাইফা (র.), হযরত আবু কায়েস ইব্ন হারিছ (র.), হযরত উরাওয়াহ ইব্ন আছাছা (র.) এবং কিছু সংখ্যক হাবশি

---

২০৭. মুহিউদ্দীন খান; *বাংলাদেশে ইসলাম* : কয়েকটি তথ্যসূত্র, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৮ খ্রি.

২০৮. এ.কে.এম. নাজির আহমেদ, *বাংলাদেশ ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

২০৯. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকা: আজাদ এন্ড পাবলিকেশন্স লি., ১ম সং, নভেম্বর ১৯৬৫ খ্রি., পৃ. ৫০

২১০. নাসির হেলাল, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০০ খ্রি., পৃ. ৭৬

২১১. ডা. তারা চাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

২১২. ড. আব্দুল কাদের, *নোয়াখালীতে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯১ খ্রি., পৃ. ২৪

২১৩. বিস্তারিত দেখুন, George Faldo hourani, *Arab Seafaring in the Indian ocean in the Ancient and Medival Times,* Princetion University Press. P. 195
Dr, Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Begnal,* Islamic Foundation, Dhaka, 2nd edition, Aug 2003, VOL. IA, PP. 29-30

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমসহ দুইটি জাহাজে করে চীনের পথে সমুদ্র পাড়ি দেন।[২১৪] হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইব্‌ন ওহাইব (র.) দীর্ঘ নয় বছর সফরে ছিলেন এবং খ্রিস্টীয় ৬২৬ সনের কাছাকাছি কোন একটা সময়ের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারকগণ চীনে অবতরণ করেন। হযরত আবু ওয়াক্কাস (র.) চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। অন্যরা চীনের অভ্যন্তরভাগে চলে যান। হযরত আবু ওয়াক্কাস (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটাং মসজিদ এখনও সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।[২১৫] চীন যাবার পথে দীর্ঘ নয় বছরের সফরে তার মাধ্যমে ইসলামের দাও'আত ভারত, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলে পৌঁছেছে। কেননা চীন যাবার পথে রসদ সংগ্রহের জন্য নিশ্চিতভাবে কিছু বন্দরে নোঙ্গর করেছেন বলে ধারণা করা হয়। তাঁর পবিত্র সাহচর্যে এসে কিছু সংখ্যক মানুষ নিশ্চয়ই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[২১৬] তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমাদের কাছে নেই। ধারণা করা হয়, হযরত আবু ওয়াক্কাস (র.) ও তাঁর সঙ্গীরা যে জাহাজে আরোহন করেছিলেন সেগুলো ছিল বাণিজ্যিক জাহাজ। কেননা হাবশায় হিযরতের তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘ পথ ভ্রমণের উপযুক্ত দুইটি জাহাজ সংগ্রহ করা তাদের জন্য অনেকটাই অসম্ভব। তাই বলা যায়, হাবশা বা অন্য কোন দেশীয় বাণিজ্যিক জাহাজে আরোহন করে তাঁরা চীন পৌঁছেছিলেন।

বণিকদের দ্বারা সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখানকার হিন্দু রাজা চেরুমল, পেরুমল ইসলাম গ্রহণের অভিলাষে মক্কা গমন করেন।[২১৭] রাজা চেরুমল, পেরুমল সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বিষয়টি শায়খ জয়নুদ্দীন তাঁর 'তুফ্‌ফাতুল মুজাহিদীন ফি বা'যে আহওয়ালিল বরতাকালীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আরব দেশের একদল লোক জাহাজ যোগে মালাবারে আগমন করেছিলেন। তাদের প্রভাবেই রাজা চেরুমল, পেরুমল ইসলামে বায়'আত হন। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে সাক্ষাত লাভের বাসনা নিয়ে রাজা একদল লোকসহ মক্কা শরীফে পৌঁছান। রাজা রাসূলুল্লাহ্ (র.)-এর জন্য কিছু মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে আদা এবং এদেশে নির্মিত একটি মূল্যবান তরবারীও ছিল।[২১৮] এ কে এম নাজির আহমেদ-এর মতে, রাজা চেরুমল, পেরুমল হযরত আবু ওয়াক্কাস (র.)-এর মাধ্যমে ইসলামের দাও'আত লাভ করেন।[২১৯] ড. আব্দুল কাদের এর মতে, ৬২৮ খ্রি. হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ইসলামের দাও'আত প্রেরণ করেন, তখন তাঁর জনৈক দূত এরূপ একখানা পত্র নিয়ে মালাবারের রাজা চেরণসা পেরুমলের দরবারে উপস্থিত হন। তার প্রভাবেই রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন।[২২০] ড. তারা চাঁদ-এর মতে, নবম শতাব্দীর প্রথম সিকিভাগে মালাবরের চেরুমল, পেরুমল বংশীয় রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আব্দুর রহমান সামেরী নাম নেন।

---

২১৪. মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন, *বাংলাদেশে ইসলাম*, কয়েকটি তথ্যসূত্র, ঢাকা: মাসিক মদিনা, জানুয়ারী ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৪১

২১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২১৬. এ কে এম নাজির আহমেদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২১৭. বাংলা বিশ্বকোষ, ১৪-২৩৪ উদ্ধৃত মোহাম্মদ আকরাম খাঁন, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

২১৮. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

২১৯. এ কে এম নাজির আহমেদ, *বাংলাদশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২২০. ড. আব্দুল কাদের, *নোয়াখালীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬

Dhaka University Institutional Repository

সিংহাসন ত্যাগ করে তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এর চার বছর পর সেখানেই ইন্তিকাল করেন।[২২১] রাজার ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অধিক সংখ্যক আরব বণিক সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং প্রজাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আরবদের বাণিজ্যিক জাহাজগুলো ভারতের পশ্চিম উপকূল অতিক্রম করার সময় বঙ্গোপসাগর হয়ে যেতো। ফলে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের স্বাভাবিক চলাফেরা ছিল। জানা যায়, সপ্তম-অষ্টম শতকে বঙ্গোপসাগর জাহাজ চলাচল ও বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। বাংলার উপকূল তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) ও শৎগং (বর্তমান চট্টগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর[২২২] খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী আরব ভূগোলবিদগণ ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় সমুদ্র বন্দর ও বাণিজ্যিক স্থানগুলোর মূল্যবান বিবরণ রেখে গেছেন। এগুলোর কতকগুলোকে পূর্ব ভারতের এবং কিছু স্থান বাংলার হিসেবে শনাক্ত করা যেতে পারে।[২২৩] আবুল কাশিম উবায়দুল্লাহ ইব্ন খুরদাদবিহ (মৃ. ৩০০ হি./ ৯১২ খ্রি.) তাঁর 'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থে আরব সাগরের উপকূল থেকে চীন উপকূল পর্যন্ত বাণিজ্য পথের আলোচনা করেছেন। খুরদাদবিহ সমন্দর বন্দর সম্পর্কে বলেন, সেখানে প্রচুর পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয়। কামরুত ও অন্যান্য স্থান থেকে ১৫ দিনের মিঠা পানি দিয়ে (অর্থাৎ নদী পথে) এখানে চন্দন কাঠ আমদানি করা হয়।[২২৪] আবু আব্দুল্লাহ আল ইদ্রিসী বলেন, সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী স্থান। এ কারণে এ বন্দর কনৌজের অধীন। কাশ্মীর দেশ থেকে আসা এক নদীর তীরে এটি অবস্থিত। চাল এবং অন্যান্য শস্য বিশেষত: উৎকৃষ্ট গম এখানে পাওয়া যেত। ১৫ দিনের দূরত্বে অবস্থিত কামরুতের দেশ থেকে এখানে মিঠা পানির নদী পথে চন্দন কাঠ আনা হয়।[২২৫] ড. আব্দুল করিম তাঁর গ্রন্থে ইব্ন খুরদাদবিহ ও আল ইদ্রিসী বর্ণিত কামরুত বা কামরূপকে বর্তমান আসাম, মিঠাপানির নদীকে ব্রহ্মপুত্র নদী এবং সমন্দরকে চট্টগ্রাম হিসেবে প্রমাণ করেছে।[২২৬] ড. মোহর আলী ইব্ন খুরদাদবিহ ও আল ইদ্রিসীর বর্ণনা বিশ্লেষণ করে মিঠা পানির নদীকে মেঘনা ও সমন্দরকে আধুনিক চাঁদপুর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[২২৭] এ এইচ দানি-এর মতে, আরব ভৌগোলিকদের বর্ণিত সমন্দর ছিল বাংলার উপকূলীয় কোন স্থানে অবস্থিত খুব সম্ভবত: এটা মেঘনা মোহনায় অবস্থিত ছিল।[২২৮] বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ ও আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সমন্দর ছিল উপকূলবর্তী কোন বন্দর, যেখানে আরবরা নিয়মিত ব্যবসার জন্য আসত এবং মিঠা পানির নদী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন নদী।

---

২২১. ড. তারা চাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

২২২. *প্রাগুক্ত*

২২৩. ড. আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস,* (অনুবাদ, মোকাদ্দেসুর রহমান), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৩০

২২৪. Ibn Khurdadbih, *Kitab-al-Maslik wa-Mamalik,* ej. Brill, 1889, PP. 63-64

২২৫. Al-Idrisi, Nuzhal-Mushalq, etc. extract translated in Elliot, Arab Georaphers, PP. 90-91

২২৬. ড. আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৬, ড. আব্দুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রাম: সোসাইটি ফর পাক স্টাডিজ, ১৯৭০ খ্রি., পৃ. ৪-১৫

২২৭. Dr.Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* ibid, PP.30-34

২২৮. AH Dani, *Early Muslim contact with Bengal,* Procedings of the History conference, Karachi: 1951, P.191

কিছু কিছু বিশেষজ্ঞদের আরব ভূগোলবিদ কর্তৃক বর্ণিত জাযিরাতুর রামিকে বাংলাদেশের উপকূলীয় কোন স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২২৯] ইব্ন খুরদাদবিহ লিখেন যে, স্বরন্দীপের পর জাযিরাতুর রামি নামে একটি ভূ-খন্ড আছে।[২৩০] আল মাসউদী উল্লেখ করেন যে, স্বরন্দীপের পরে ভারত মহাসাগরের তীরে নদী বিধৌত একটি দেশ রয়েছে।[২৩১] ইয়াকুত ইব্ন আব্দুল্লাহ[২৩২] এ ভূ-খন্ডটিকে মালাক্কার[২৩৩] দিকে ভারতের দূরতম অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[২৩৪] নবম শতাব্দীর আরব ব্যবসায়ী "সুলাইমান রুহুমি" এক রাজ্যের কথা আলোচনা করেছেন। সে রাজ্যের রাজার পঞ্চাশ হাজার হাতি ও পনের হাজার সৈন্য ছিল। এছাড়া সেখানে চন্দন কাঠ, সোনা, রুপা ও সূক্ষ্ম মিহি কাপড় পাওয়া যায়।[২৩৫] এসব তথ্য এই ইঙ্গিত বহন করে যে, আরব ভূগোলবিদগন জাযিরাতুর রামি নামে যে ভূ- খন্ডের উল্লেখ করেছেন তা- চট্টগ্রাম, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার অঞ্চলই ছিল। কক্সবাজারের সমুদ্র সন্নিকটবর্তী আজকের রামু সেই রাজ্যেরই একটা ক্ষুদ্রাংশ।[২৩৬] এসব আলোচনা দ্বারা আরব বণিকদের সাথে চট্টগ্রামের যোগাযোগের বিষয়টি প্রমাণ করেন।

চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ানের বক্তব্য থেকে জানা যায়- চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মাঝামাঝি কোন এক জায়গায় জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। এখানে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত করা হত। এখানকার তৈরি জাহাজ সমগ্র প্রাচ্যে ব্যবহার হত। এ পথে যাতায়াতকারী জাহাজগুলো এ বন্দরে স্বাভাবিকভাবেই যাত্রা বিরতি করত। গবেষকরা ধারনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মামা হযরত আবু ওয়াক্কাস (র.) এ পথে যাওয়ার সময় এখানে যাত্রা বিরতি করেন। এখান থেকে প্রয়োজনীয় লোক-লস্কর ও রসদাদি সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীতে আরব বণিকগণ এ পথে যাতায়াতের সময় চট্টগ্রাম যাত্রাবিরতি করতেন এবং লোক-লস্কর ও রসদাদি সংগ্রহের পাশাপাশি তারা উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতেন।[২৩৭] ড. এম এ. রহিম বলেন, গঙ্গার ব-দ্বীপে বা শেষ প্রান্তে এ স্থানটির অবস্থিতি বলে 'আরব বণিকরা এর নাম দেয় শাতি উল গঙ্গা বা শাতগাম এবং তা থেকে কালক্রমে চাটগাঁও ও চিটাগাং তথা চট্টগ্রাম নাম হয়েছে।[২৩৮]

---

২২৯. AH Dani, *Early Muslim contact with Bengal.* Procedings of the History conference, ibid, P.195: MA Rahim, *Social and cultural History of Bengal.*Vol - 1, Karachi. 1996, PP.40-41

২৩০. Ibn Kurdadhih,*kitab al Maslik Wa-al Mammalik,* Ibid, P. 65

২৩১. Ibn Masudi. *Muruj al- dhahab wa ma' adin al-jawhar,* Cairo edition, 1938.Vol-1 PP. 129-130

২৩২. *Yaqut, Mujam, al Buldan,* Beirut edition, 1957, Vol. 111. p. 18

২৩৩. *Elliot and Dawson,* Beirut edition, 1957, Vol. 1, P.5

২৩৪. এ কে এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২৩৫. মুহিউদ্দীন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম*, কয়েকটি তথ্যসূত্র, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন ১৯৮৮ খ্রি.

২৩৬. Board of researchers ; *Islam in Bangladesh through ages,* Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, July 1995, introduction p. 11

২৩৭. MA Rahim, *Social and cultural History of Bengal.* ibid, P. 43

২৩৮. K.N Dikshit, *Memories of the Archael Logical Servery of India,* No – 55, 1938, P. 87; ড. আব্দুল কাদের, *নোয়াখালীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর ১৯৩৭- ৩৮ খ্রি. খনন কার্যের সময় বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) সোমপুর বিহারে আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর রশিদ-এর আমলে একটি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। মোহাম্মদিয়া টাকশালে মুদ্রিত মুদ্রার তারিখ ছিল ১৭২হিজরী (৭৮৮ খ্রি.)[২৩৯] অন্যদিকে, কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে দু'টি আব্বাসীয় যুগের রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে।[২৪০] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ৮ম বা ৯ম শতকে আরব বণিক অথবা ধর্মপ্রচারক কর্তৃক এই মুদ্রা উপরোল্লিখিত স্থানে আনীত হয়।[২৪১] তাই ড. এনামুল হক মনে করেন, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে ধর্মপ্রচারকগণ বাংলা উত্তরাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেন।[২৪২] সম্ভবত: আরব বণিকদের দল বাংলার বৃহত্তম নদী গঙ্গার উপকূল বেয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি ধর্ম প্রচার ও ধর্ম আলোচনার জন্য তাদের কেউ কেউ তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় কেন্দ্র পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে ও ময়নামতির শালবন বিহারে গিয়ে থাকবেন এবং তাদের কাছ থেকেই এই মুদ্রাগুলো সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ বিহারসমূহে আমদানি করা হয় ।[২৪৩]
বৃহত্তর রংপুরের লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামাদাশ মৌজার মজদের আড়া গ্রামে ৬৯ হিজরীতে নির্মিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। কারবালায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন (র.)-এর শাহাদাতের আট বছর পর ও মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের চব্বিশ বছর পূর্বে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে নির্মিত এ মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন ।[২৪৪]

মাওলানা আব্দুর রহিমের মতে, আরবদের সাথে উপমহাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রাচীন হওয়ার কারণে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে আরব সাগরের পশ্চিম উপকূলে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল তা পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ভারতীয় উপমহাদেশে খুব দ্রুত পৌঁছাটা স্বাভাবিক ছিল। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত 'উমর (র.)-এর আমলে বিশ্বনবীর সাহাবীদের কেউ কেউ উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন।[২৪৫] তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন- হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ উৎবান (র.), হযরত আসেম ইব্ন 'আমের আত তামীমী (র.), হযরত ছাহার ইব্ন আল-'আবদী (র.), হযরত সুহাইব ইব্ন আদী (র.), হযরত আল্ হাকাম ইব্ন আবীল আছ আস-সাকাফী (র.),[২৪৬] হযরত ওসমান (র.)-এর সময়ে হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা ইব্ন হাবীব ইব্ন আবদ শামস

---

২৩৯. F.A Khan, *Recent Archaeological Discoveries in East Pakistan Mainamati,* Pakistan Publications, Karachi. N.d. 11: ড. আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

২৪০. Dr. Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* ibid, P. 36

২৪১. ড. এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্থানে ইসলাম,* ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং ১৯৪৮, পৃ. ১২

২৪২. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭; *Islam in Bangladesh through ages.* Ibid, P. 13

২৪৩. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *বাংলা ও বাঙ্গালী মুক্তি সংগ্রামে মূলধারা,* ঢাকা: সৃজন প্রকাশনী লি. ১৯৩৭ খ্রি., পৃ. ১০৮

২৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৪৫৭

২৪৫. *সিয়ারুস সাহাবা,* উদ্ধৃত, মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৬, পৃ. ৪৫৭

২৪৬. *প্রাগুক্ত*

(র.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (র.)-এর সময়ে হযরত সিনান ইব্‌ন সালমাহ ইব্‌ন আল হুযালী (র.) প্রমুখ সাহাবী এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন।[২৪৭] উল্লিখিত সাহাবী ছাড়াও অনেক সাহাবী ভারতীয় উপমহাদেশে আসতে পারেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশে এসে থাকতে পারেন। যার প্রমাণ ৬৯ হিজরী সনে নির্মিত মসজিদের আবিস্কার। ধারণা করা হয়, এ সকল সাহাবীরা কোন কোন বাণিজ্যিক জাহাজে করে এ উপমহাদেশে আগমন করেন। বিশেষজ্ঞরা আরব বণিকরা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে মত দেন। কেননা বাণিজ্যিক এ পথে মালাবার, স্বরণদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা, মালাক্কা-সহ বিভিন্ন বন্দর ও দ্বীপে আরবরা প্রথম যুগে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাই বাংলাদেশের মত উর্বর ও লাভজনক এলাকায় আরবেরা স্বাভাবিক ভাবে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে বসতি স্থাপন করেন।[২৪৮] ইসলামের সোনালী যুগেও তার নিকটবর্তী যুগের মুসলমানগণ যে উদ্দেশ্যে যেখানেই যেতেন না কেন তাঁরা ইসলামি জীবন দর্শনে মর্মকথা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ হাত ছাড়া করতেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যেসব মুসলিম বাংলাদেশে এসেছিলেন তারাও নিশ্চয়ই মুবাল্লিগ হিসেবে তাদের কর্তব্য পালন করেছেন। তবে তাদের তৎপরতা ও দাও'আত সম্পর্কে কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই।[২৪৯]

আরব বণিকগণ সাধারণত: স্ত্রী-পরিজন নিয়ে বিদেশ সফরে বের হতেন না। দীর্ঘ সফরের মধ্যে প্রয়োজনমত বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতি করতেন এবং স্বাভাবিক চাহিদানুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের বিধর্মী মহিলাদের ইসলামি শরী'আত মোতাবেক ইসলামে দীক্ষিত করে বিবাহ করতেন। এভাবেই বহু স্থানীয় মহিলা এবং তাদের গর্ভজাত সন্তান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়।[২৫০] তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলায় স্থায়ী হয়ে যান এবং বাংলাকে ইসলামি দাও'আতের একটি কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন। এদের দ্বারাই বাংলায় ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়।[২৫১] চট্টগ্রামে মুসলমানদের বসতি স্থাপনকারীদের কারণে একটি শক্ত উপনিবেশ গড়ে ওঠে। আরাকানী উপাখ্যান থেকে জানা যায় যে, তখনকার রাজা সু-লা তেইং সন্দা ইয় এক থুরাতানকে পরাজিত করেন। আরব বসতি স্থাপনকারীরা এতই শক্তিশালী হয় যে, উপকূলীয় অঞ্চল চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার প্রধানের উপাধী ছিল সুলতান। আর তুরাতান-ই হচ্ছে সুলতানের আরকানী ভাষার পরিবর্তিত রূপ।[২৫২] ড. আব্দুল কাদের এ মতটিকে সঠিক নয় বলে মনে করেন।[২৫৩] ড. এম এ রহিম-এর মতে, সুলতান হচ্ছে সুলতান-এর আরাকানী ভাষায় পরিবর্তিত রূপ। তিনি আরও বলেন, আরব ব্যবসায়ীরা ব্যবসার খাতিরে চট্টগ্রামে অবস্থান নেন। শিক্ষিত ও সম্পদশালী হওয়ার কারণে তারা বন্দরনগরীতে একটি প্রভাবশালী সমাজ গঠন করেন। আর আরব ব্যবসায়ীদের

---

২৪৭. Dr. Muhammad Mohor Ali, *History of the Muslims of Bengal,* ibid, p. 36

২৪৮. এ.কে.এম, নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৪৯. *Islam in Bangladesh through Ages,* Ibid, P. 14

২৫০. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* Voll XIII, P. 36

২৫১. ড. এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; ড. আব্দুল করিম ও ড. এনামুল হক সম্পাদিত : *আরাকান রাজ্য সভায় বাংলা সাহিত্য*, কোলকাতা: ১৯৩৫ খ্রি., পৃ. ৩

২৫২ ড. আব্দুল কাদের, *নোয়াখালীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২

২৫৩. Dr. M A Rahim, *Social and cultural History of Bengal,* ibid, P. 44

প্রধানকেই সুলতান বলা হত।[২৫৪] সুলতান (থুরাতান) প্রভাবশালী আরব বণিকদের প্রধান অথবা নোয়াখালী চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রের শাসনকর্তা অথবা কিছু ব্যক্তির সমষ্টি। যাই হোক না কেন বিশেষজ্ঞাদের কাছে এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, বৃহত্তর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম-এর উপকূলীয় অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক আরব ব্যবসায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে মুসলিম বিজেতাদের সামরিক অভিযানের পূর্বেই তাদের প্রভাবশালী অবস্থান ছিল।[২৫৫] প্রাচীনকাল থেকে আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সংস্কৃতিতে তাদের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক চট্টগ্রামী ভাষায় প্রায় ৫০% শব্দ সরাসরি আরবি শব্দ অথবা আরবি শব্দের রূপান্তরিত রূপ।[২৫৬] চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষার প্রভাবের ফলে। চট্টগ্রামের লোকদের মুখের আদল অনেকেই আরবদের অনুরূপ বলে মনে করেন। চট্টগ্রামের অনেক পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবি করেন। চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকা যেমন আলকরন, মূলক, বহর, বাকলিয়া ইত্যাদি আজও আরবী নাম বহন করছে। এসবই বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম যোগাযোগের প্রমাণ। আরবী ভাষা ও আরবীয় সংস্কৃতি ও আরবীয় মিশ্রণই এলাকায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সহায়ক হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।[২৫৭] বাংলাদেশে আরব বণিকদের পরিচিতি এমন ছিল যে, ১২০৪ খ্রি. তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী যখন ১৮ জন অশ্বারোহী সেনা নিয়ে নদীয়া আক্রমণ করেন তখন তাদেরকে কেউই বাঁধা দেয়নি। তাদের ধারণা ছিল যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরব বণিকরা খুব ভালভাবে পরিচিত ছিল।

উপরোক্ত আলোচনা, তথ্য ও প্রমাণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে বাংলার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকার কারণে ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলাম বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তবে ঠিক কখন বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে তার নির্দিষ্ট সন তারিখ আমাদের জানা নাই। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে নাই। যা আছে সবই অস্পষ্ট। তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশে ইসলামের গোড়াপত্তন ঘটে আরব বণিকদের হাতে। তারা ব্যবসার পাশাপাশি যেখানেই যেতেন সেখানে ইসলাম প্রচার করতেন। যার ফলশ্রুতিতে ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী-এর বঙ্গ জয়ের বহুকাল পূর্বে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীসহ উপকূলীয় অঞ্চলে মুসলমানদের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আরব অভিবাসী ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত স্থানীয় অধিবাসীরা উপকূলীয় অঞ্চলে একটি শক্তিশালী সমাজ গঠন করে। তাই বলা যায়, মুসলিম বিজেতা ও দা'য়ী সূফী সাধকগণের ইসলাম প্রচারের বহুকাল পূর্ব থেকে বাংলাদেশ ইসলামের উর্বর ভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে দা'য়ী, সূফী সাধক ও বিজেতাগণ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের গতি জোরদার করেন।

---

২৫৪. Dr. Muhammad mohar Ali, *history of the Muslims of the Bengal,* ibid, P. 36
২৫৫. ibid, P. 39
২৫৬. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯
২৫৭. Minhaj al Din Siraj. *Tabaqat-I-Nasiri,* Vol-1, Text (ed) Abdul Hai Habibl, Kahul; *Historical Society of Afganistan,* 1963, p. 426

স্থলপথে ইসলামের আগমন

নৌপথের ন্যায় স্থলপথেও এতদ্ অঞ্চলে অনেক ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটে। আর এ ব্যাপারে মুসলমানদের আরো উৎসাহ প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস।

এ উপমহাদেশ বিজয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিশ্চয়তা দান সম্পর্কিত হাদীস, হযরত সাওবান (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, ''আমার উম্মাতের মধ্যে দুই দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি দিবেন। তার মধ্যে একটি হল হিন্দ অভিযানকারী সেনাদল, আর অপরটি হ'ল হযরত মারইয়াম তনয় হযরত 'ঈসা (আ.) এর সহযোগী সেনাদল।[২৫৮]

হযরত আবূ হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। সে সময় যদি আমি জীবিত থাকি তবে অবশ্যই আমি আমার ধনসম্পদ ও জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হব না। সেখানে আমি নিহত হলে পাব শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা, আর যদি আমি ফিরে আসি তাহলেও আমি পাব জাহান্নাম থেকে মুক্তি।[২৫৯] শেষ নবী (সা.) কর্তৃক এভাবে ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধকরণের কারণে মুসলমানরা সেখানে শত বাধার মুখেও বারবার ইসলাম প্রচার বা অভিযানের কাজ চালিয়ে গেছেন।

স্থলপথে এ উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা.)-এর খিলাফত 'আমলে। তার শাসনামলে হিজরী ১৫ সালের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। আর এ সময়ে কয়েকজন প্রচারক বঙ্গে আগমন করেন। এদের মধ্যে যাঁদের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাঁরা হলেন- হযরত মাহমূদ (রা.), হযরত মোহাইমেন (রা.), হযরত হোসেন উদ্দীন (রা.), হযরত আবূ তালেব (রা.) প্রমূখ।[২৬০] তাঁদের হাতে কোন অস্ত্র-সস্ত্র ছিল না। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শুধু ধর্ম প্রচার করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের ৩২ বছরের মধ্যেই আফগানিস্তান মুসলমানদের অধীনে আসে। তারপরেই ভারতীয় পানিসীমায় প্রথম মুসলিম রণতরীর আগমন ঘটে বম্বের থানা নামক স্থানে।[২৬১] এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীগণ তাঁর প্রদর্শিত আদর্শে ও তাঁরই প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম প্রচারে কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না। যে কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁরা একদিকে নীলনদের অপর পাড় এবং অন্যদিকে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত অভিযানে পৌঁছে যান। এ উপমহাদেশের বিরুদ্ধে অভিযানসমূহে যে সকল সাহাবীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানা যায়, তারা হলেন- হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ ইব্‌ন ইতবান, হযরত আসিম ইব্‌ন 'আমর তামিমী, হযরত সুহাব ইবনুল 'আবদী এবং হযরত হাকাম ইব্‌ন আবিল আস- সাকাফী,[২৬২] হযরত

---

২৫৮. ইমাম আহমদ ইব্‌ন শুয়া'ইব নাসায়ী, *সুনানু-নাসাঈ*, কিতাবুল-জিহাদ, কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৯ খ্রি., খণ্ড -২, পৃ. ৬৩

২৫৯. *প্রাগুক্ত*

২৬০. ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে, পৃ. ২১২; মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান ১৭৫৭-১৮৫৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে, পৃ. ৭০-৭১

২৬১. নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, যশোর: সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে, পৃ. ৪১

২৬২. ড. মোহাম্মদ এছহাক, '*ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে, পৃ. ১৩; *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলামী শিক্ষা ও দা' ওয়াহ-এর সম্প্রসারণ*, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা, হযরত উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মার আত্-তামিমী এবং হযরত সিনান ইব্‌ন সালামা (রা.)।

১.**হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইতবান :** হযরত 'আব্দুল্লাহ (রা.) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী এবং আনসারদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ২১ হি./৬৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কূফার গভর্ণর নিযুক্ত হন। তারপর তিনি ইরান ও উপমহাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের সূচনা করেন।[২৬৩]

২.**হযরত 'আসেম ইবন 'আমর তামীমী :** হযরত 'আসেম (রা.), রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনিই প্রথম হিলমন্দের পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন এবং সিন্ধু উপত্যকার বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।[২৬৪]

৩.**হযরত সুহাব ইব্‌ন আবাদী :** হযরত সুহাব ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম কবূল করেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধসমূহে অংশ নেন। সিন্ধু নদের পূর্বাঞ্চলের যে বিবরণ তিনি প্রদান করেন তা থেকে বুঝা যায় যে, এখানকার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি অনেক কিছুই জানতেন। তিনি হযরত 'আমীর মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনামলের শেষদিকে বসরায় ইন্তিকাল করেন।[২৬৫]

৪.**হযরত হাকাম ইব্‌ন 'আমর আস-সাকাফী :** হযরত হাকাম (রা.) বসরায় হিজরতকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি নিজে রাসূলের (সা.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৪৪ হি./৬৬৪ খ্রি. পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।[২৬৬]

৫.**হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা :** হযরত 'আব্দুর রহমান (রা.) কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ৩১ হি./৬৫০ খ্রি. সালে সীস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। কার্যভার গ্রহণের পর তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা অধিকার করেন।[২৬৭] তিনি হযরত 'ওসমান (রা.)-এর আমলে ৫০ হি./৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে বসরায় ইন্তিকাল করেন। বসরায় তার নামে একটি সড়কের নাম রাখা হয়েছিল ''সিক্কা ইবনে সামুরা''।[২৬৮]

৬.**হযরত 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মা'মার আত-তামীমী :** হযরত 'উবায়দুল্লাহ (রা.) ছিলেন মদীনার বাসিন্দা এবং অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। তৃতীয় খলীফা হযরত 'ওসমান (র.) ২০ হিজরীতে খলীফা হওয়ার পর তাকে পার্বত্য বিদ্রোহ দমন করার জন্য মুকরান অভিযানে প্রেরণ

---

২৬৩. ইব্‌ন 'আব্দিল বার, *আল-ইস্তিয়াব*, হায়দ্রাবাদঃ দাক্ষিণাত্য, ১২২৬ হিজরী, খণ্ড -৩, পৃ. ৯৪৫; *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলামী শিক্ষা ও দা'ওয়াহ-এর সম্প্রসারণ*, পৃ. ৬১-৬২

২৬৪. ইব্‌ন আব্দিল বার, *আল-ইস্তিয়াব*, খণ্ড- ৩, পৃ. ৯৪৫; *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলামি শিক্ষা ও দা'ওয়াহ-এর সম্প্রসারণ*, পৃ. ৬১-৬২

২৬৫. আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, *আল-ইসাবা*, হায়দ্রাবাদঃ দাক্ষিণাত্য, তা. বি., খণ্ড- ১, পৃ. ২৪৭

২৬৬. ইব্‌ন 'আব্দিল বার, *আল-ইস্তিয়াব*, খণ্ড- ৩, পৃ. ৩৬১

২৬৭. আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, *আল-ইসাবা*, খণ্ড- ১, পৃ. ৪০০-৪০১; *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলামী শিক্ষা ও দা'ওয়াহ-এর সম্প্রসারণ*, পৃ. ৬৪

২৬৮. ড. মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

করেছিলেন। মুকরানে তিনি শুধু বিদ্রোহীদেরই দমন করেননি, বরং সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা করতলগত করেন।[২৬৯] এভাবে ‘আরবদের ক্ষমতা স্থায়ী হয়ে যায়।

৭. **হযরত সিনান ইব্ন সালামা :** উপমহাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ আগমনকারী সাহাবী হযরত সিনান ইবন সালামা (রা.)। তাঁর জন্মের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং তাঁর নাম রেখেছিলেন। ইব্ন হাজার তাঁকে কম বয়সী সাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন।[২৭০] খলীফা হযরত মু'আবিয়া (র.)-এর সময় ‘ইরাকের গভর্ণর ৪৮ হি./৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে সিনানকে উপমহাদেশ অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি ‘মুকরান’ জয় করে সেখানে শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। সিনানের মৃত্যু তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তিনি বেলুচিস্তানের ‘খুযদার’ নামক স্থানে শাহাদাত বরণ করেন। ‘খুযদার’ পূর্বে ‘কুসদার’ নামে পরিচিত ছিল।[২৭১]

এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন খলীফার সময়ে উপমহাদেশে মুসলমানগণ একের পর এক অভিযান পরিচালনা করতে থাকে। এ সব অভিযানে মুসলমানগণ কখনো সাফল্য, আবার কখনো ব্যর্থতার সম্মুখীন হন। অবশেষে ৯৩ হি./৭১২ খ্রিস্টাব্দে হাজ্জাজ বিন ইউসূফ ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পর সতের বছরের তরুণ মুহাম্মদ বিন কাসিম-কে সেনাপতি করে ভারত অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি সমগ্র সিন্ধু জয় করে মুলতান পর্যন্ত দখল করেন। এ অভিযানে তাঁর সঙ্গে চার হাজার ভারতীয় জাত সৈন্যও ছিল। কাসিম কোন জনপদ জয় করেই সেখানে গভর্ণর নিযুক্ত করতেন। তিনি বর্তমান করাচী নগর জয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং চার হাজার মুসলিম অধিবাসীর জন্য বসতি স্থাপন করেন। এভাবে হিজরী প্রথম শতকেই ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে ইসলামের আগমন ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। ইব্ন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে স্থলপথে মুসলমানদের আগমন আরো সহজতর করে দেয়। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নিপীড়িত অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।[২৭২]

অষ্টম শতকের শেষের দিকে বঙ্গ দেশের বৌদ্ধ সম্রাট ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রি.) সিন্ধু নদ ও পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত জয় করে রাজধানী কান্যকুঞ্জে এক জাঁকজমক রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মালদহের কাছাকাছি খালিশপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের একটি রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, করু, খদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণ উপস্থিত ছিলেন।[২৭৩] এ রাজ্যগুলোর মধ্যে ‘যবন’ রাজ্যটিকে সম্ভবত সিন্ধু দেশ বা সিন্ধু নদের কোন তীরবর্তী রাজ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২৭৪] এতে প্রমাণিত হয়, অষ্টম শতকের শেষ পাদে ও নবম শতকের প্রথম পাদে বঙ্গের সাথে সিন্ধুর মুসলিম শাসকের যোগাযোগ ছিল। হয়তো তাদের মধ্যে দূত বিনিময়ও হত। এম. সোবহান তাঁর ‘Sufismists saints and Shrines’ গ্রন্থে উভয় দেশের মনীষীদের পরস্পর পরস্পরের দেশে যাতায়াতের কথা উল্লেখ করেন। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশ ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে।

---

২৬৯. *আল-ইস্তিয়াব*, খণ্ড- ৩, পৃ. ১০১৪; *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলামী শিক্ষা ও দা'ওয়াহ-এর সম্প্রসারণ*, পৃ. ৬৫

২৭০. আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন হাজার ‘আসকালানী, *আল-ইসাবা*, খণ্ড -১, পৃ. ৩২৩

২৭১. ড. মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২৭২. ড. ইব্ন গোলাম সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২৭৩. অক্ষয় কুমার মৈত্রের, *গৌড়লেখ মালা*, কলিকাতা: তা. বি., পৃ. ২১-২২

২৭৪. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

তবে এ সময়ের কোন সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় বলা যায় না যে, কখন কারা কিভাবে বঙ্গে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। তবে একথা ঠিক যে, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও একাদশ শতকের আগ থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বস্তুত: বঙ্গে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে একাদশ হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাতশো বছর একটি চিহ্নিত সময়কাল। এ সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশের চর্তুদিকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অচিরেই এ দেশে ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্মের মর্যাদা লাভ করে।

'আলিম, মুজতাহিদগণের ইসলাম প্রচারে অনন্য অবদান

সূফী ও 'ওলামায়ে কেরাম বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা অবিস্মরণীয়। 'আরব, ইয়ামেন, 'ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে এ সূফী ও 'আলিম মুজতাহিদগণ বঙ্গে আগমন করেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা অনেকে নিজেদের সহচরবর্গসহ এ অজ্ঞাত ও অপরিচিত দেশে আগমন করেছেন। অনেকে আবার আবহাওয়ার প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে একাকী এ দেশে আসার ঝুঁকি নিয়েছেন। কেউ নৌপথে, আবার কেউবা স্থলপথে ও পদব্রজে এ দেশে এসেছেন।

ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও শাসকরা এ সমস্ত মুসলমানদের আগমন ও ধর্মপ্রচারকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তাই তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় সামরিক শক্তি প্রয়োগ এবং নির্যাতন চালানো হত। এ জন্য ধর্মপ্রচারকরা তাদের সঙ্গে অনেক সময় যুদ্ধ করেছেন এবং অনেকে শহীদও হয়েছেন। আবার অনেকে তাদের জীবন, চরিত্র কর্ম ও চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষের উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। সূফী ও দরবেশগণের অনেকেই নিজেদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, অলৌকিক শক্তির (কারামাত) সাহায্যে মানুষের মন জয় করতে সমর্থ হন। ফলে ধীরে ধীরে বঙ্গে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। মূলত: ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ একত্ববাদ ও ইসলামের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির জোরেই পৌত্তলিক আদর্শহীন নর পূজা, প্রতিমা পূজা ও অবতারবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ও জয়লাভে সমর্থ হয়েছেন। ইসলামের উদার সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক নীতির বলেই মুসলমানরা তাদের পতাকাতলে জনতাকে মিলিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সূফী, মুজাহিদ, 'আলিমদের দ্বারা ইসলাম প্রচারের সময়কাল অর্থাৎ এগার শতক থেকে সতের শতক পর্যন্ত 'সাতশ বছর' এ দেশে ইসলামের সুবর্ণ যুগ। এ সময় ইসলাম প্রচারের ধারাকে আমরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি।

প্রথম পর্যায় : একাদশ হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত সময়। এ সময়কে বঙ্গে ইসলাম প্রচারের শৈশব ও কৈশোর বলা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায় : ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। এ সময়কে দেশে ইসলাম প্রচারের আসল সময় অর্থাৎ যৌবন কাল বলা হয়।

তৃতীয় পর্যায় : পনের, ষোল ও সতের শতকে ইসলাম প্রচারকদের পথ ছিল অনেকটা সুগম। তবুও অনেক ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।[২৭৫] এখন আমরা ইসলাম প্রচারের তিনটি পর্যায় নিয়ে আলোচনা করব।

বঙ্গে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়

প্রথম পর্যায়ে এ দেশে 'আলিম ও সূফীগণ আসেন সমুদ্রপথে, যা শুরু হয় ২য় খলীফা হযরত 'উমর (রা.) সময় থেকে যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এ সময়ে কত সংখ্যক 'আলিম, সূফীর আগমন ঘটেছিল তা জানা সম্ভব হয়নি। তবে শতাধিক প্রচারক যে এ সময়ে এসেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁদের মধ্যে অনেকের সম্বন্ধে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রচারকদের সম্বন্ধে যা জানা যায় তাও তথ্যবহুল নয়।

ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে যে সমস্ত সূফী, 'আলিমগণ এগিয়ে এসেছিলেন তারা এ দেশের কোন শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা পাননি। বরং তাদের ইসলাম প্রচার পরবর্তীকালে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠায় সহযোগী শক্তির কাজ করে। ফলে দেখা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ের পর ইসলাম প্রচারের ধারা বন্যার বেগে এগিয়ে যায়। এ সমস্ত সূফী 'আলিমগণ বিভিন্ন দেশ হতে এসে বঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁদের মধ্যে সকলের নাম আমরা জানতে পারিনি। যে অল্প সংখ্যক মুজাহিদের নাম আমরা জানতে পারি তারা হলেন যথাক্রমে- ১. মীর শাহ সুলতান বলখী (র.), ২. শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমি (র.), ৩. শাহ সুরখুল আনতিয়াহ (র.), ৪. বাবা আদম শাহ শহীদ (র.), ৫. মাখদুম শাহদৌলা শহীদ (র.), ৬. শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযী (র.), ৭. শাহ নিয়ামতুল্লাহ (র.), ৮. শাহ মাখদুম রুপোশ (র.), ৯. বায়েজীদ বোস্তামী (র.), ১০. ফরিদুদ্দীন শাকরগঞ্জ (র.), ১১. মাখদুম শাহ গজনভী ওরফে পীর (র.)। তাঁর সঙ্গে আরো সতের জন দরবেশ এ দেশে আসেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন- শাহ তাজুদ্দীন (র.), খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র.), শাহ হাজী আলী, শাহ সিরাজুদ্দীন (র.), শাহ ফিরোজ (র.), পীর ঘোড়া শহীদ, পীর পাঞ্জাতন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[২৭৬]

বঙ্গে ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলার রাজধানী নদীয়া ও গৌড় দখল করেন। কিন্তু তারপরেও বিরোধী রাজশক্তি ব্রাহ্মণ্য শাসনের জের যেতে আরো সময় লেগে যায়। যে কারণে আমরা ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ হতে চতুর্দশ শতকের শেষ পর্যন্ত সময়কে বঙ্গে ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায় ধরেছি। প্রথম পর্যায়ে সূফী-দরবেশের যেমন বিভিন্ন অত্যাচার, জুলুম ও নিপীড়নের মোকাবেলা করে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়েও ঠিক অনুরূপ বাধার সম্মুখীন হন, তবে এ পর্যায়ে বাধার তীব্রতা অতটা গুরুতর ছিল না। কারণ, সর্বক্ষেত্রেও পূর্ণ সহায়তা না পেলে প্রচারকগণ এ সময় মুসলিম রাজশক্তির অঘোষিত সহায়তা লাভ

---

২৭৫. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, *ইসলাম প্রচারে বৃহত্তর রংপুর জেলার মসজিদসমূহের ভূমিকা*, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ২-১০

২৭৬. *প্রাগুক্ত*

করেন। যা তাদের অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যায়। যে কারণে এ পর্যায়কে এ দেশে ইসলাম প্রচারের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়ে ‘আরব, ইয়ামান, ইরান, ‘ইরাক, তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানের উত্তর এলাকা থেকে বহু ‘আলিম, সূফী, দরবেশ ও মুজাহিদগণ বঙ্গে আগমন করেন। তাঁদের মধ্য হতে প্রধান কয়েকজনের নাম আমরা এখানে উল্লেখ করছি। শাহ তুর্কান শহীদ (র.), মওলানা তাকীউদ্দীন আরাবী (র.), শায়খ শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.), শায়খ শারফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী (র.), ‘আব্দুল্লাহ ওয়ালী হুসায়নী কিরমানী (র.), শায়খ আমীর খান লোহানী (র.), ড. শাহ সুফী শহীদ (র.), উলুঘ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী (র.), পীর বদরুদ্দীন ওরফে পীর বদর (র.), ‘আব্বাস আল-মক্কী ওরফে পীর গোরাচাঁদ (র.), রওশন আরা মক্কী (র.), শাহ বদরুদ্দীন ওরফে শাহ বদর (র.), শাহ মহসীন (র.), কাত্তাল পীর (র.), শাহ মোল্লা মিসকীন (র.), শাহ পীর (র.), শরীফ শাহ (র.), পীর মুবারক ‘আলী গাজী (র.), বড় খান গাজী (র.), উগওয়ান খান গাজী (র.), শায়খ সিরাজুদ্দীন (র.), শায়খ ‘আলাউদ্দীন আলাউল হক (র.), মাখদুম শাহ জালালুদ্দীন বুখারী (র.), শায়খ বখতিয়ার মাইসূর (র.), আহমদ তান্নরা (র.), সায়্যিদুল আরেফীন (র.), শাহ লঙ্গর (র.), রাসতী শাহ (র.), শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী (র.), শাহ কামাল (র.), নাসিরুদ্দীন শাহ (র.)।[২৭৭]

বঙ্গে ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়

ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়ে আসার পূর্বেই বঙ্গে মুসলিম রাজশক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। চর্তুদশ শতাব্দীর শেষ অবধি পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এছাড়া বিদেশাগত মুসলমানদের সংখ্যাও কম ছিল না। ফলে তৃতীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রচারকদের পথ তুলনামূলক সুগম ছিল। তবুও ওলী-দরবেশদের বহুস্থানে অমুসলিম শক্তিকে মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হয়েছে। এ যুগে অসংখ্য সূফীয়ায়ে কিরামের মধ্য থেকে আমরা প্রধান কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি-

শাহ নূর কুতুবুল আলম (র.), শায়খ আনওয়ার শহীদ (র.), শায়খ জয়নুদ্দীন বাগদাদী (র.), মীর আশরাফ (র.), শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ (র.), শাহ ইসমা‘ঈল গাজী (র.), খান জাহান ‘আলী (র.), খালাস খান (র.), বদরুদ্দীন বদরে আলম যাহিদী (র.), শাহ শরীফ জিন্দানী (র.), শাহ মজলিস (র.), বাবা আদম শহীদ (র.), শাহ জালাল দক্ষিণী (র.), শায়খ হুসামুদ্দীন মানিকপুরী (র.), হাজী বাবা সালেহ (র.), মুবারক গাজী (র.), শাহ আফজাল মাহমূদ (র.), শাহ মুয়াজ্জাম দানিশ (র.), শাহ ‘আলী বাগদাদী (র.), শাহ আদম কাশ্মীরী (র.), শাহ চাঁদ আউলিয়া (র.), শাহপীর (র.), কাজী মুওয়াক্কিল (র.), শাহ নি‘য়ামতুল্লাহ (র.), সাইয়্যেদ ‘আব্দুল খালেক বুখারী (র.), শাহ ‘আব্দুর রহীম শহীদ।[২৭৮]

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায়, এ দেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস সুপ্রাচীন। সেই হিজরী প্রথম শতক থেকে এ দেশে ইসলাম প্রচারকদের আগমন সম্পর্কে জানা যায়। এ দেশে ইসলাম প্রচারের এ প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন কোন ঐতিহাসিকদের দ্বিমত থাকলেও ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে আবিস্কৃত ৬৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ এ সন্দেহকেও দূর করে দিয়েছে।[২৭৯] রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ

---

২৭৭. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১৫৩

২৭৮. *প্রাগুক্ত*

২৭৯. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

মাইল দূরে তিস্তা নদীর তীরে লালমনিরহাট সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাসপুর মৌজার 'মজদের আড়া' গ্রামে এ মসজিদ আবিস্কৃত হয়েছে। এ মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবৎ প্রদত্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। মজদের আড়া নামে পরিচিত ৩০ শতাংশ জমিতে মালিক জনাব নবাব আলী প্রয়োজনের তাগিদে ৯/১০ ফুট উঁচু জঙ্গল বা একটি বাঁশঝাড়ের উঁচু মাটির টিলা সমতল করতে গিয়ে এ মসজিদ আবিস্কৃত হয়েছে। এর গম্বুজ থেকে প্রাপ্ত ৬×৬×১ আকৃতির বিশেষ ধরনের ইটগুলোতে নানা প্রকার ফুল, নকশা ও 'আরবী হরফে কালিমা-ই তাইয়্যিবাসহ হিজরী ৬৯ সন লেখা আছে। ১৭ হাত দীর্ঘ ও ১৫ হাত একটি দালানের ছক মাটির নীচে দেখা যায়, যা মসজিদের ছাদ মনে হয়। গ্রামের নাম মজদের আড়া যে মসজিদের আড়ার অপভ্রংশ তা সহজেই অনুমেয়। এ মসজিদের উপর ভিত্তি করেই ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে এখানে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং এ স্থানটি মসজিদের আড়া নামে পরিচিত হয়েছিল।[২৮০] এ মসজিদ অবস্থিত হওয়ায় আমাদের নিকট পরিস্কার হল যে, ৬৯ হিজরীতে যেহেতু মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সুতরাং এদেশে ইসলামের প্রচার আরো অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে। উমায়া খলিফা প্রথম মারওয়ানের পুত্র 'আব্দুল মালিকের শাসনামলে এ মসজিদই বাংলাদেশে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত নিদর্শন।

আমরা বলতে পারি যে, ইসলাম প্রচারের জন্য এদেশে অনেক সাহাবা, সূফীদের আগমন ঘটে। যাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এদেশে ইসলাম শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্রুত ইসলামের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হতে থাকে। ফলে বাহির হতে আনা মুসলমান ও স্থানীয় লোকদের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পেতে আজও বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।[২৮১]

ব্যক্তি বা দল কর্তৃক ইসলাম প্রচার

ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্য জয়ের বাইরে কিছু নিরস্ত্র মানুষ ইসলাম প্রচারের সুমহান ব্রত নিয়ে এই উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন। এই প্রচারনাও রাসুলূল্লাহ (সা.)-এর যুগেই শুরু হয়েছিল। হিজরতের পূর্বেই মহানবীর নবুওতের ৫ম বর্ষে যখন মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল ইসলামের হুকুম-আহকামের উপর প্রকাশ্যে আমল বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল এবং ইসলামের প্রকৃত রূপ সুচারুরূপে অন্যদের সামনে তুলে ধরা যাচ্ছিল না এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে হুকুম দিলেন তোমরা মক্কার বাইরে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়! সাহাবারা আরজ করলেন কোন্ দিকে ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)? তিনি আবিসিনিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন এই দিকে।[২৮২] এরপর কয়েক দফায় রাসুলূল্লাহ (সা.)-এর মাতা আমিনার আপন চাচাতো ভাই এবং রাসুলূল্লাহ (সা.)-এর মামা[২৮৩] হযরত আবু ওয়াক্কাস[২৮৪] (র.) সহ সর্বমোট ১০৪ জন সাহাবী

---

২৮০. হিজরী ৬৯ সনের মসজিদ আবিস্কৃত (সংবাদ), *দৈনিক বাংলা*, ঢাকা : ২৩ এপ্রিল, ১৯৮৬ খ্রি.

২৮১. ড. এবনে গোলাম সামাদ, পৃ. প্রাগুক্ত, ৭-৮; Jagadish Narayan Sarker, *Islam in Bengal,* Calcutta: Patna prakasan, 1972, P.P-21-22

২৮২. আল-বালাযুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, খণ্ড -১, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯০

২৮৩. মোহাম্মদ আশরাফ উজ্-জামান, *রংপুর জেলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

২৮৪. প্রকৃত নাম হযরত আবু ওয়াক্কাস ইব্‌ন বুয়াইব। রাসুল (সা.) এর মামা। নবীজির মাতা হযরত আমিনার আপন চাচাতো ভাই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মদিনায় হিজরতের পূর্বেই সমুদ্র পথে বাংলাদেশে আসেন

আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং ইসলাম প্রচারের সুযোগ-সুবিধা অনুসন্ধান করেন। পরবর্তীতে এই ১০৪ জন সাহাবীর সকলে মক্কায় ফেরৎ আসলেও একজন সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস (র.) আর ফিরে আসেননি। দুই বছর পর নবুওয়াতের সপ্তম খ্রিস্টাব্দে তিনি আবিসিনিয়ার (হাবশা) বাদশা নাজ্জাসীর[২৮৫] দেওয়া একটি জাহাজ নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে অগ্রসর হয়ে মালাবার বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করে দীর্ঘ যাত্রা বিরতি করে ইসলাম প্রচারের কাজ করেন। কিছুদিন পর আবার যাত্রা করে তিনি চীন দেশ পর্যন্ত ইসলামি দাও'আত নিয়ে যান সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন।[২৮৬]

দ্বিতীয় খলিফা হযরত 'উমর (রা.)-এর শাসনকালে (৬৩৪-৬৪৪) হযরত মামুন ও মোহায়মেন (র.) এর নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারকদল এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। তারও পরে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত হামিদ উদ্দীন (র.), হযরত হাশেম উদ্দীন (র.), হযরত মর্তুজা (র.), হযরত আব্দুল্লাহ (র.) ও হযরত আবু তালিব (র.)-এর নেতৃত্বে পর পর পাঁচটি ইসলাম প্রচারকদল বাংলাদেশ বা এ অঞ্চলে আগমন করেন।[২৮৭]

এরপর পর্যায়ক্রমে অনেক সূফী-সাধক, ওলি-আওলিয়া ও 'আলিম বা পণ্ডিত ব্যক্তি এদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছেন, কাজ শেষে তাঁদের অনেকে হয়তো স্বদেশে ফিরে গেছেন আবার কেউবা এখানেই ইন্তিকাল করেছেন। যাঁরা এখানে ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের অনেকেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন আর কেউবা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছেন। ইসলাম প্রচার করে বাংলাদেশের মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

শাহ সুলতান বলখী মাহিসওয়ার, শাহ সুলতান রূমী, বাবা আদম শহীদ, মাখদুম শাহ দৌলা, শাহ সুরুখুল আনতিয়াহ, শাহ মাখদুম রূপোশ, বায়োজিদ বোস্তামী, শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি, মাখদুম শাহ গজনভী, শাহ নিয়ামত উল্লাহ, শাহ জালাল উদ্দীন বুখারী, শাহ পরান, খাজা দ্বীন চিশতী, শাহ আলী, ফরিদ উদ্দীন শাকরগঞ্জ, শাহ সিরাজুদ্দীন, শাহ তুকান শহীদ, মাওলানা তাকীউদ্দীন আরাবী, শায়খ শারফুদ্দীন ইয়াহইয়া, শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, খান জাহান আলী, শাহ বদরুদ্দীন, মাখদুম শাহ জালালুদ্দীন, মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, শাহ ইসমাইল গাজী, শায়খ জয়নুদ্দীন বাগদাদী, শাহ ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল হুসায়নী কিরমানী, শায়খ আমির খান লোহানী, উলুঘ-ই-আযম জাফর খাঁ, আব্বাস আলী আল মক্কী, শাহ বদর, শায়খ আলাউদ্দীন, শায়খ বখতিয়ার মাইসূর, শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী, শায়খ বদরুদ্দীন যাহিদী, শাহ আদম কাশ্মিরী, শাহ শরীফ জিন্দানী ইত্যাদি।

এবং ইসলাম প্রচার করেন, এরপর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে চীন দেশে গমন করেন, সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করে সেখানেই ইন্তিকাল করেন। [বি.দ্র. ৬৯ *হিজরীর মসজিদ ও রংপুরে দ্বীনি দাওয়াত*, পৃ.১০]

২৮৫. আবিসিনিয়া (হাবশা) এর সম্রাট। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে না দেখে ইসলাম গ্রহন করেছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাহাবী। রাসুলুল্লাহ (সা.) কে না দেখলেও তাকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে অনেকে তাকে তাবেই-এর মধ্যে গণ্য করেন। [বি.দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খণ্ড- ১৩, পৃ.৬৭০]

২৮৬. মোহাম্মদ আশরাফ উজ-জামান, *রংপুর জেলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

২৮৭. ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; মোহাম্মদ আশরাফ উজ-জামান, *রংপুর জেলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সাফল্যের কারণ

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রারাম্ভিককালে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত অস্থিতিশীল ছিল। এ অঞ্চলে সে সময় হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য ও অনার্যদের বসবাস ছিল। এ সব ভিন্ন ভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বদা কলহ-কোন্দল লেগে থাকতো। গোত্রে-গোত্রে সংঘাত-সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ী অবস্থার মধ্যে আবার সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি বৈষম্য ও জাতিভেদ ছিল অতি প্রবল। বৈদিক যুগ থেকে চলে আসা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যকার বর্ণ বৈষম্য ও রাজ্য শাসনের নামে রাজন্য বর্গের অমানুষিক নির্যাতন, রাজ কর্মচারীদের আধিপত্য ও রাজপুরুষদের নিপিড়নমূলক আচরণ। রাজ কর্মচারীদের বাইরে উচ্চ শ্রেণি কতৃক নিম্ন শ্রেণির প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ; মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের মধ্যে স্থায়ী সংঘাত ছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, বিচিত্র জাতি গোষ্ঠির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জনগোষ্ঠির মধ্যকার শিথিল সামাজিক বন্ধন এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের অনুপস্থিতি।[২৮৮]

অপরদিকে, ইসলামের সার্বজনীন সাম্যের নীতি, ইসলামের অতি উন্নত-উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির সংস্পর্শ, ইসলাম প্রচারক ওলি ও বণিকগণের উন্নত ব্যক্তিগত চরিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ সহায়ক কার্যক্রমের প্রতি মুসলিম শাসকদের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষকতা এবং ইসলামের সার্বজনীন উদার বর্ণ ও শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা নির্যাতিত, নিগৃহীত, নিপীড়িত মানুষদেরকে আকৃষ্ট করেছিল।[২৮৯]

বাংলার সাথে আরবদের সম্পর্কের সূচনাকাল ও ইসলামের আগমন প্রসঙ্গ

ভৌগোলিক বা অবস্থানগত কারণে বাংলার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সূদুর অতীতকালে। মরুময় আরববাসীগণ জীবনধারণের জন্য খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আবহমানকাল থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। আবিসিনিয়া হতে সূদুর চীন পর্যন্ত তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি ছিল।[২৯০] জলপথ ও স্থলপথ উভয় পথেই তারা ব্যবসা পরিচালনা করতো। উটের সাহায্যে স্থলপথে এবং নৌযানের সাহায্যে জলপথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে একদেশ থেকে অন্যদেশে ভ্রমণ করতো।[২৯১] ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই আরবগণ তাদের আদি পিতার অবতরণ স্থান[২৯২] এ উপমহাদেশে যাত্রা করে আসছে।[২৯৩] হযরত ইউসূফের (আ.) আমল থেকেই এ

---

২৮৮. মোহাম্মদ আশরাফ উজ্-জামান, *রংপুর জেলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩

২৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

২৯০. আল্লামা সৈয়্যদ সুলায়মান নদভী, *আরব নৌবহর*, (অনুবাদক : হুমায়ূন খান), ২য় সং, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮৮ খ্রি., ভূমিকা, পৃ. খ

২৯১. আব্বাস আলী, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ১৪

২৯২. মানবজাতির পিতা হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে সর্বপ্রথম ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপ সিংহলে আগমন করেন। মা হাওয়া (আ.) পৌঁছেন আরবে। উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে জেদ্দায় ও পরে আরাফাতে। কেউ এটিকে আরব ও ভারত উপমহাদেশের প্রথম সম্পর্ক মনে করেন। হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে বের হওয়ার সময় হাজারে আসওয়াদ বা জান্নাতের কালো পাথরটি তাঁর সাথে ছিল। পরে সে কালো পাথরটি লংকা এবং দক্ষিণ ভারত হয়ে মক্কার কা'বা গৃহে স্থাপিত হয়। হযরত আদম (আ.) সর্বপ্রথম নবী হিসেবে ভারতে এসেছেন, ফলে আল্লাহর প্রধান ফিরিস্তা হযরত জিব্রাঈল (আ.) সর্বপ্রথম ভারতের মাটিতেই পদার্পণ করেন। হযরত আদম (আ.) যখন ভারতে আসেন তখন স্বর্গীয় সুগন্ধে তাঁর দেহ অনুমোদিত ছিল। ফলে ভারতের সুগন্ধি দ্রব্য তুলনামূলকভাবে পৃথিবীতে বিখ্যাত। যেমন- মৃগনাভী, কর্পূর, চন্দন কাঠ, জাফরান, কেওড়া,

উপমহাদেশের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু ছিল।[২৯৪] হযরত ঈসার (আ.) জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্ব থেকে দক্ষিণ আরবের সাবা সম্প্রদায়ের লোকেরা এ উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব এলাকায় পাল তোলা জাহাজে করে যাতায়াত করতো।[২৯৫] আরব থেকে চীনের মাঝ পথে তাদের কয়েকটি ঘাঁটিও ছিল। প্রথম ঘাঁটি ছিল মালাবার।[২৯৬] মালাবার উপকূল হয়ে আরবগণ চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতো।

আরব বণিকগণ বাংলার দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দনকাঠ, হাতীর দাঁত, মসলা এবং সূতি কাপড় ক্রয় করতো এবং জাহাজ বোঝাই করে নিজ দেশে নিয়ে যেতো। আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসার হওয়ার সাথে সাথে এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে পাশে আরবদের স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলাম প্রচারপূর্ব কয়েক শতাব্দী পূর্বে গড়ে উঠেছিল। আরবদেশ থেকে বছরে কমপক্ষে দু'বার এসব উপনিবেশে নৌবহর নোঙর করতো। ফলে ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই তা এদেশের জনগণের কাছে পৌঁছেছিল।[২৯৭] কারণ ইসলামের আবির্ভাব তখন সমগ্র আরবে দারুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমন একটি সাড়া জাগানো খবর বণিকদের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে পৌঁছেনি এমনটি ধারণা করা যায় না। বরং তখন রাসূলের (সা.) আবির্ভাব এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলামের কথা লোকমুখে এক চমকপ্রদ খবর হিসেবে প্রচারিত হতো বলেই অনুমান করা যায়।[২৯৮]

একদিন গুজরাটের রাজা ভোজ তাঁর ইমারতের ছাদে উঠেন এবং চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত দেখতে পান। এ রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠান। তারা যোগ সাধনা করে বললেন-আরব দেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য আঙ্গুলের ইশারায় এ অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন। রাজা হযরত মুহাম্মদের (সা.) কাছে দূত পাঠালেন ও সাথে একখানি পত্র দিলেন। তাতে লিখেছেন, হে মহামান্য! আপনার এমন একজন প্রতিনিধি আমাদের দেশে পাঠান,

---

গোলাপ ইত্যাদি। [বি.দ্র. গোলাম আহমদ মোর্তুজা, *চেপে রাখা ইতিহাস,* ঢাকা : মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, জানুয়ারী ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৩০-৩১]

২৯৩. মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী সম্পাদিত, *হিন্দে ইসলামের আবির্ভাব,* পাবনা : মাসিক তরজমানুল হাদীস, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃ. ৪৩২

২৯৪. নাসির হেলাল, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৭৫

২৯৫. James Tailor. Remarks on the sequal to peripulus of the eritrian sea, *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Vol. 16, 1847. p. 76

২৯৬. মালাবার ভারতের মাদ্রাজ বা তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি জেলার নাম। মালাবার আরবি মন্দ, মালয়+আবার। মালয় মূলত: একটি পর্বতের নাম, আবার অর্থ কূপ পুঞ্জ জলাশয়। আরবরা এদেশকে মা'বার (معبر) বলে থাকেন। মা'বার অর্থ অতিক্রম করে যাওয়ার স্থল, পারঘাট। আজকালকার ভূগোলে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট। আরব বণিক ও নাবিকেরা এ ঘাট দু'টি পার হয়ে মাদ্রাজ ও হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত করতেন এবং মিশর হতে চীন দেশ ও পথিপার্শ্বস্থ অন্যান্য নগরে বন্দরে গমনাগমন করতেন, এজন্য তারা এদেশকে মা'বার বলে উল্লেখ করতেন। [বি.দ্র. *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ. ১৪-১৫]

২৯৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *বালাদেশে ইসলাম* : কয়েকটি তথ্য সূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা: ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৩৪৫

২৯৮. *প্রাগুক্ত*

যিনি আমাদেরকে আপনার সত্য ধর্ম শিক্ষা দিতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর জনৈক সাহাবীকে হিন্দে পাঠিয়ে দেন। তিনি রাজা ভোজকে ইসলামের বায়‘আত[২৯৯] করান। তাঁর নাম রাখেন ‘আব্দুল্লাহ। রাজার ধর্ম পরিবর্তনে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তারা রাজার পরিবর্তে রাজার ভাইকে সিংহাসনে বসায়। যে সাহাবী এসেছিলেন তিনি এদেশেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর ও ‘আব্দুল্লাহর (রাজা ভোজ) মাজার গুজরাটের দারদা শহরেই রয়েছে।[৩০০]

অপর এক বর্ণনায় বাবা রতন আল-হিন্দ নামে এক লোক মহানবীর (সা.) সমীপে গিয়ে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়।[৩০১] আরবে রাসূলুল্লাহ্র (সা.) ইসলাম প্রচারের কথা জানতে পেরে স্মরণদ্বীপের বাসিন্দারা রাসূলের (সা.) কাছে দূত পাঠান। এ দূত মদীনায় পৌঁছে হযরত ‘উমরের (র.) খিলাফত কালে। হযরত ‘উমরের (র.) সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কিছু কাল সেখানে অবস্থান করেন। ইসলাম ও ইসলামের নবী ও সাহাবীদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দেশে ফেরার পথে ঐ দূত বেলুচিস্তানের কাছে ‘মাকরান’ এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তার সাথী স্মরণদ্বীপের কাছে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। এতে স্মরণদ্বীপের জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। স্মরণদ্বীপের রাজাও এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩০২]

রাসূলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায় তাঁর কয়েকজন সাহাবী ভারতের মালাবার উপকূলে আগমন করেন। সেখানে তাঁরা চেরুমল ও পেরুমল নামক হিন্দু রাজার সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। রাজারা শরীফ ইব্ন মালিক নামক একজন আরবীয় মুসলিমকে ভূমি প্রদান করেন ও ইসলাম প্রচারের অনুমতি দেন। আরবীয় বণিকগণ সমগ্র মালাবার উপকূলে ও দাক্ষিণাত্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।[৩০৩] মালাবারের ইসলাম প্রচারকারী মুহাজিরগণ ‘মোপলা’[৩০৪] নামে পরিচিত।

---

২৯৯. বায়‘আত (بيعت) অর্থ হচ্ছে আনুগত্য, আনুগত্যের শপথ, মুরীদ হওয়া, বিক্রয় করা, শ্রদ্ধা, অঙ্গীকার, চুক্তি ইত্যাদি। [বি.দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড- ১৫, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৫৮৭; হযরত মাওলানা মসীউল্লাহ খান, *শরী‘আত ও তাসাউফ*, খণ্ড- ১, ঢাকা: নাদিয়া তুল কুর’আন, জুলাই ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৪১। ড. ত্বহাবী (র.) *শরহু মা‘আনীল আছার*, করাচী : মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা.বি., পৃ. ১৬৪; Abdul Haque Hony, *The Students Standard English-Urdu dictionary,* Karachi: Printed at Anjuman Press, Fourth Edition, 1956, P. 25] আল্লাহর নিকট জানমাল বিক্রয় করাকে বায়‘আত বলে। কোন নবী, অলী অথবা আধ্যাত্মিক নেতার হাতে হাত রেখে নিজের কৃত সকল গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং শরী‘আতের বিষয়সমূহে তার আনুগত্য স্বীকার করাকেও বায়‘আত বলা হয়। [বি.দ্র. মুফতী ‘আমীমুল ইসলাম, *মাজমু‘আতু কাওয়ায়িদিল ফিক্হ*, করাচীঃ মীর মোহাম্মদ কুতুবখানা, তা.বি., পৃ. ২১৬]

৩০০. এ. কে এম. মহিউদ্দীন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলাকি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪৯৭ হি./১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ১৫-১৬; মুফাখ্খারুল ইসলাম, উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৭১৭

৩০১. ইব্ন হাজার ‘আসকালানী, *ইসবা ফী তামউজ আস-সাহাবা,* বৈরূত: দারুল-যিক্র, ১ম সং. ১৪২১ হি., ২০০১ খ্রি. খণ্ড -১, পৃ. ১০৯৫

৩০২. *প্রাগুক্ত*

৩০৩. ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য,* ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ২১১

৩০৪. ‘মোপলা’ শব্দের অর্থ মহৎ সন্তান। ছোট বড় নৌকার সাহায্যে মাছ ধরা এবং মাল ও যাত্রী বহন করা ছিল তাদের জীবিকার্জনের প্রধান পেশা। এজন্য তারা অনেক সময় ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আরবদেশে

ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার অভিলাসে মক্কা নগরীতে গমন করে রাসূলের (সা.) সান্নিধ্যে হাজির হন। তাঁর নিকট ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করেন।[৩০৫] মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় রাজা আল্লাহ্‌র নবীর জন্য আদা ও এদেশে তৈরি একটি তরবারীসহ কিছু মূল্যবান উপহারসামগ্রী সঙ্গে করে নেন। নবী করীম (সা.) সেই আদা নিজে খান এবং সাহাবীদের মধ্যেও বণ্টন করে দেন। সে সময় থেকেই স্থানীয় মুসলিম ও অমুসলিমগণ এ ধারণা পোষণ করতো যে, রাজা কিছুকাল রাসূলের (সা.) সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। পরে দেশে ফেরার পথে শহর নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[৩০৬]

মহানবী (সা.) কর্তৃক (৬১০ খ্রি.) আরব ভূমিতে ইসলাম প্রচারের এক শতাব্দী কালের মধ্যে মুসলিমদের আধিপত্য আটলান্টিক মহাসাগর হতে ভারত সীমান্ত এবং কাস্পিয়ান সাগর হতে উত্তর আফ্রিকা (মিসর) পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এতে সহজেই অনুমান করা যায়, পরবর্তীতে আরবের সাথে অপরাপর অঞ্চলের মত ভারতের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। আরব নাবিক ও বণিকগণ সর্বদা মালাবার দিয়ে বঙ্গ প্রদেশ ও কামরূপ হয়ে চীন দেশে যাতায়াত করতেন। এ মালাবারই ছিল তাদের মধ্যপথের প্রধান বন্দর। এখানকার মুহাজিরগণের ভাষাও ছিল আরবী। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলাম ধর্মের সকল প্রকার বিবরণ সম্পর্কে তারা যথাসময়ে সম্যকরূপে অবগত হতে পেরেছিলেন, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এ প্রসঙ্গে এটিও স্মরণযোগ্য যে, আরব বণিকরাই ছিল হিজরী সপ্তম শতক পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের প্রধান উদ্যোগী ও সদা সক্রিয় উপলক্ষ।[৩০৭] উক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে, এ উৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ প্রচারকগণের সংশ্রবে আসার ফলেই মালাবারের আরব মুহাজিরগণ রাসূলের (সা.) জীবনকালে খুব সম্ভবত হিজরী সনের প্রথমদিকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।[৩০৮]

খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকের শেষভাগ এবং নবম শতকের প্রথম ভাগে সিন্দু নদীর তীরবর্তী আরব মুসলিম শাসিত এক বা একাধিক রাজ্যের সাথে পাল শাসিত বাংলার যোগাযোগ ছিল। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় পাল বংশের রাজত্ব শুরু হয়। আর ৭৫০ খ্রিস্টাব্দেই বাগদাদে 'আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মপাল যখন বাংলার শাসক তখন বাগদাদের শাসক ছিলেন হারুন-অর-রশীদ। রাজশাহীর পাহাড়পুরে বৌদ্ধ বিহার (সোমপুর বিহার) খননকালে একটি মুদ্রা পাওয়া যায়। এ মুদ্রাটি 'আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশীদের শাসনামলে (৭৯৬-৮০৯ খ্রি.) ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে আল-মুহাম্মদিয়া টাকশালে মুদ্রিত হয়েছিল। আরব বণিকরাই এ মুদ্রা নিয়ে আসেন এবং তা বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের হস্তগত হয়।[৩০৯]

যাতায়াত করতো। এভাবে তারা ইসলামী দাও'আতের সংস্পর্শে আসে। মোপলারা ছিল অত্যন্ত কর্মঠ ও অধ্যবসায়ী। তাদের মুখে দাঁড়ি ছিল এবং মাথায় টুপি পরিধান করতো। তাদের মধ্যে অনেকেই ধীবর জাতীয় এবং ধীবরদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করাই ছিল তাদের প্রদান কাজ। [বি.দ্র. আব্বাস আলী, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪১৪হি./১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ১৫-১৬]

৩০৫. আব্বাস আলী, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৩০৬. এ.কে.এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

৩০৭. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ৫৪

৩০৮. মাওলানা আকরাম খাঁ, *মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

৩০৯. শ.ম. শওকত আলী, *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৩৯

কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অনুরূপ খননকালে 'আব্বাসীয় যুগের দু'টি মুদ্রা পাওয়া যায়।[৩১০] মুসলিম পর্যটকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আরাকান হতে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগটি খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল। এসব পর্যটকগণ তাদের বর্ণনায় এমন একটি দেশ ও বন্দরের নাম উল্লেখ করেছেন, যে দেশকে বাংলাদেশ হিসেবে শনাক্ত করা যেতে পারে। তারা এদেশকে 'রুহমী' বা "রাহমী"[৩১১] নামে এবং চট্টগ্রাম বন্দরকে সমন্দর নামে অভিহিত করেন।[৩১২] আরাকানী ঘটনাপঞ্জী থেকে জানা যায় যে, রাজা মা-বা তোয়িং-মান-দা-যার (৭৮৮-৮১০ খ্রি.) শাসনামলে আরব মুসলিমদের কয়েকটি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে আরাকান উপকূলের নিকট বিধ্বস্ত হয়। যাত্রীদের মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন তারা রাহমী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তারা আরাকানের মূল ভূ-খণ্ডে পৌঁছে রাজার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের আলাপ ও আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাদের বসবাসের জন্য কয়েকটি গ্রাম নির্দিষ্ট করে দেন। আরব মুসলিমগণ ঐ গ্রামগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।[৩১৩]

আর একটি আরাকানী ঘটনাপঞ্জী থেকে খ্রিস্টীয় দশম শতকের প্রারম্ভে চট্টগ্রামে আরবদের বসতি স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায়। আরাকান রাজা সু-লা-তায়িং-সান-দ্যা-য়া (৯৫১-৯৫৭ খ্রি.) বাংলা আক্রমণ করে থু-রা-তান-কে পরাজিত করে সেত-তাগোয়ং (চাটগাঁও বা চট্টগ্রাম) নামক স্থানে তিনি তাঁর বিজয় স্মারক হিসেবে একটি প্রস্তর ফলক স্থাপন করেন। এ থু-রা-তান হচ্ছে সুলতান উপাধির আরাকানী অপভ্রংশ। এ থেকে বোঝা যায়, ঐ সময়ে চট্টগ্রামে মেঘনার মোহনা থেকে পূর্বে নাফ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি আরব্য রাজ্য বিদ্যমান ছিল এবং এর শাসনকর্তা সুলতান উপাধী ধারণ করতেন।[৩১৪] চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি থেকেও অনুমান করা হয় যে, এ স্থানের সঙ্গে আরবদের দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিল। চট্টগ্রাম গঙ্গার মোহনার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলে এর (চট্টগ্রাম) অবস্থানের দরুন আরব বণিকরা চট্টগ্রামের নাম দিয়েছিল শাত-আল-গঙ্গা (ব-দ্বীপ বা গঙ্গার চরম সীমা), যা কালক্রমে চাটগাঁও বা চট্টগ্রাম নামে রূপান্তরিত হয়।[৩১৫]

বাংলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূল এলাকা অধিকতর আরবীয় প্রভাবযুক্ত। এখানকার স্থানীয় উপভাষায় অসংখ্য আরবী শব্দ, বাগধারা ও ভাষা প্রয়োগ পদ্ধতি বহুল

---

৩১০. এ.কে.এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

৩১১. রাহমী নামটির উৎপত্তি রামু থেকে। রামু চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাংশের অন্তর্গত কক্সবাজারের একটি স্থান। আরব বণিকগণ সমুদ্র ও কামরূপের মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলকে এ নামে অভিহিত করেন। [বি.দ্র. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, খণ্ড -১, পৃ. ৩৪-৩৫ ।] রামির রাজার পঞ্চাশ হাজার হাতী ও পনের হাজার সৈন্য ছিল। [বি.দ্র. Muhammad mohar Ali, *History of the Muslin of Bengal,* vol. IA. (Riyadh: Imam Muhammad Ibn Sa`ud islamic University, 1985, PP. 34-35]

৩১২. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৭১

৩১৩. আব্দুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম.* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬

৩১৪. মুহাম্মদ এনামুল হক. *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ১৭; ড. এম.এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮২ খ্রি., খণ্ড -১, পৃ. ৩৫

৩১৫. ড. এম.এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮২ খ্রি., খণ্ড -১, পৃ. ৩৬

পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। এসব অঞ্চলের অনেক স্থানে আরবী নাম দেখা যায়। আজও অনেক আরবীয় সংস্পর্শে থাকার ফলেই এমনটি হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

রংপুরে ৬৯ হিজরী সনের এক মসজিদ আবিস্কার হওয়ায় বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন তথ্যের যোগ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তথ্যে রয়েছে-সম্প্রতি বৃহত্তর রংপুর জেলার তিস্তা নদীর অদূরে লালমনিরহাট জেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নে মজদের আড়া নামে একটি সুপ্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। জঙ্গলের মালিক জনাব নবাব আলী প্রয়োজনের তাগিদে জঙ্গল পরিষ্কার করে ৯/১০ ফুট উঁচু মাটির স্তুপ সরাতে গিয়ে একটি প্রাচীন প্রাসাদের অস্তিত্ব খুঁজে পান। জঙ্গল পরিষ্কার করে ইটের নুমনা ধরে মাটি খুঁড়তে গিয়ে ৫৫ ইঞ্চি দালানের ভিত বেরিয়ে আসে। এ সঙ্গে আরো বেরিয়ে আসে স্পষ্টাক্ষরে আরবী ভাষায় লিখিত একটি শিলালিপি, যাতে লিখা রয়েছে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্-হিজরী সন ৬৯। উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের পুত্র 'আব্দুল মালিকের শাসনামলে এ মসজিদে বাংলাদেশে এ যাবত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন।[৩১৬]

উপরোক্ত বিবরণসমূহের ভিত্তিতে বলা যায় যে, হিজরী প্রথম শতকের প্রারম্ভেই ভারতের পশ্চিম উপকূল ইসলামের সত্যবাণীর সংস্পর্শে আসে। এটিও স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলামের বাণী নিয়ে যে সকল মুসলিম বণিক সে সময় এ অঞ্চলে এসেছিলেন তাঁরা সাহাবী। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন বন্দর হয়ে চীন দেশ ও তার আশপাশে ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক শক্তিশালী দলিলের অভাবে তাঁদের পরিচয়, আগমনের সঠিক তারিখ চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে রাসূলের (সা.) যুগে সাহাবীদের মাধ্যমে যে মালাবারে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। রাসূলের (সা.) মামা হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.)[৩১৭] নবুওয়াতের ৭ম সালে হাবশা থেকে একখানি সমুদ্রগামী জাহাজে তিনজন সঙ্গীসহ পূর্বদিকে সুদীর্ঘ বাণিজ্য পথ ধরে বের হয়ে পড়েন। অভিযাত্রী দল পূর্ব দিকে জাহাজ ভাসিয়ে প্রথমে ভারতের মালাবারে উপনীত হন। সেখানকার রাজা চেরুমল ও পেরুমলসহ বহুসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশেষে অনেক স্থানে যাত্রা বিরতির পর চীনের ক্যান্টন বন্দরে উপনীত হন। চীনা ভাষায় সে দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কিত যে সব তথ্য সূত্র রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় ৬২৬ শতাব্দীর কাছাকাছি কোন এক সময়ের মধ্যে এ ইসলাম প্রচারক দল চীনের উপকূলে অবতরণ করেন।[৩১৮] এ প্রচারক দলের নেতা হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটা মসজিদটি এখনও সমুদ্র তীরে তার সুউচ্চ মিনারগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের অদূরে তার কবর এখনও

---

৩১৬. ড. শাহ মুহাম্মদ এমদাদুল হক, *"বাংলাদেশে সাহাবী (র.)-এর হাতেগড়া মসজিদ,"* দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২৩ মে ১৯৯৮ খ্রি.; নাসির হেলাল, *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৮০

৩১৭. হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) ছিলেন রাসূলের (সা.) মাতা হযরত আমিনা (র.)-এর ভাই। সে হিসেবে তিনি রাসূলের (সা.) মামা। রাসূলের (সা.) নবুওয়াতের ৫ম বছরে কোন এক সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। চীনের কোয়াংটা মসজিদের অদূরে তাঁর কবর অবস্থিত। [বি.দ্র. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪]

৩১৮. সাইয়েদ সুলায়মান নাদাভী, *আরব হিন্দকে তায়ালুকাত*, এলাহাবাদ: ১৯৩০ খ্রি., পৃ. ৬৯

বিদ্যমান। তাঁর তিন সঙ্গীর দু'জন সমাহিত রয়েছেন উপকূলীয় চুয়ামচু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের উপর। তৃতীয় জন দেশের অভ্যন্তরভাগে চলে গিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকগণের পরিবেশিত তথ্য থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ প্রচারক দলটি হাবশা থেকে নবুওয়াতের সপ্তম সালে যাত্রা করে ষোড়শ বর্ষে এসে চীনে পৌঁছেন। তাঁরা পথিমধ্যে কমপক্ষে নয় বছর কাল অতিবাহিত করেছিলেন। দীর্ঘ এ নয় বছর তারা সমুদ্র বক্ষে কি কাজে ব্যয় করেছিলেন তা একটি অনুসন্ধানের ব্যাপার। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁদের এ নয় বছরের ভ্রমণ বৃত্তান্তের লিখিত কোন দলিল পাওয়া যায় না। চীনের পরিব্রাজক মাহুয়ান-এর বর্ণনানুযায়ী জানা যায়, বর্তমানে চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের মধ্যবর্তী কোন একটি স্থানে এমন একটি বন্দর নগরী ছিল, যেখানে খুব উন্নতমানের জাহাজ তৈরি হত। এসব তৈরি জাহাজ সমগ্র প্রাচ্য জগতে ব্যবহৃত হত। দূর থেকে আগত প্রতিটি জাহাজ এ বন্দরে যাত্রা বিরতি করত।[৩১৯]

হযরত আবু ওয়াক্কাসের (রা.) কাফেলা সেই বিখ্যাত বন্দরে যাত্রা বিরতি না করেই সুদূর চীনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, এমনটি কল্পনাও করা যায় না। বরং অনুমান করা যায় যে, এখানে যাত্রা বিরতি করে কিছুকাল অবস্থান করে কিছু লোককে ইসলামের দীক্ষা দিয়েছেন। এ প্রচারক দলের চারটি নাম হচ্ছে-আবু ওয়াক্কাস মালিক ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন মুনাফ (রা.), উরওয়া ইব্ন আছাছা (রা.), কায়স ইব্ন হুযায়ফা (রা.) ও আবু কায়স ইব্ন আল-হারিস (রা.)।[৩২০]
চট্টগ্রামে ইসলাম গ্রন্থে এ প্রচারক দলের পাঁচটি নাম উল্লেখ রয়েছে। সেখানে উক্ত চারজনসহ তামীম আনসারীর (রা.) নাম সংযোগ রয়েছে।[৩২১] তামীম আনসারী হাবশায় হিজরতকারী ছিলেন না। ফলে তিনি আবু ওয়াক্কাসের সাথী হিসেবে আগমন করেননি, এটি নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। কিন্তু তিনি হয়তো পরবর্তীকালে কোন মুসলিম বণিকদের সাথে এদেশে এসেছিলেন। হযরত 'উমরের (রা.) খিলাফতকালে প্রথমে কয়েকজন ইসলাম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন। একই উদ্দেশ্যে এ রকম পাঁচটি দল পরপর এদেশে আগমন করেন। তাঁদের সাথে কোন অস্ত্র বা বই থাকত না। তাঁরা রাজ ক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাঁদের প্রচার পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল যে, তাঁরা এদেশের চলতি ভাষার মাধ্যমেই ইসলাম প্রচার করতেন। সফর করে ধর্ম প্রচার করা তাঁদের প্রধান কাজ ছিল। এরপর আরো পাঁচটি দল মিশর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁদের বলা হত 'আবিদ। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে খানক্বাহ্[৩২২] স্থাপন করে ধর্ম প্রচার চালিয়ে যেতেন।[৩২৩]
হযরত 'উমরের (রা.) খিলাফতকালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। 'উসমান ইব্ন আবূল আবী সাকাফী, তার ভাই মুগীরা সাকাফী, হারিস ইব্ন মুরুরী

---

৩১৯. *প্রাগুক্ত*

৩২০. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৩২১. এ.কে.এম মহিউদ্দীন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৩২২. খানক্বাহ : যে স্থানে কোন সূফী সাধকগণ 'ইবাদত করেন। দুনিয়াত্যাগী ফকীর দরবেশদের আবাসস্থল। খান-ফকীর, দরবেশ, সূফী কাহ-স্থান। অর্থাৎ ফকীর দরবেশদের স্থান। যারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে উৎসুক তারা খানক্বাহ্ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। [বি.দ্র. বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫০]

৩২৩. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলামা প্রচারে সূফীদের অবদান*, পৃ. ৫৮-৫৯

'আবদী প্রমুখ সেনাপতি কয়েকবার সিন্ধু সীমান্তে আসেন এবং বিভিন্ন এলাকা দখল করেন।[৩২৪] চুয়াল্লিশ হিজরীতে আমীর মু'য়াবিয়ার (রা.) শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইব্‌ন আবু সফূরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজ নামক স্থানে পৌঁছেন। মুহাল্লাবের পর 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাওয়াব, রাশেদ ইব্‌ন 'আমর জাগীবী, সিনান ইব্‌ন সালামাহ, 'আব্বাস ইব্‌ন যিয়াদ ও মুসজির ইব্‌ন জারুদ 'আবদী কয়েকবার হিন্দুস্থান সীমান্তে অভিযান চালান।[৩২৫] হযরত 'উমরের (রা.) শাসনকাল ৬৩৪ খ্রি. থেকে হযরত মুয়াবিয়ার (রা.) শাসনকাল (৬৭৩ খ্রি.) পর্যন্ত নয়জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়, যারা ভারত উপমহাদেশে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।[৩২৬] যে সকল সাহাবী হযরত 'উমরের (রা.) শাসনামলে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন তাঁরা হলেন- 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইতবান (রা.), 'আসিম ইব্‌ন আল-'আবদী (রা.), সুহার ইব্‌ন আল-'আবদী (রা.), সুহায়ল ইব্‌ন 'আদী (রা.) ও হাকাম ইব্‌ন আবীল-'আস সাকাফী (রা.)।[৩২৭] হযরত 'উসমানের (রা.), খিলাফতকালে (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) ভারত উপমহাদেশে আগমন করেছেন 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মা'মার তামীমী (রা.) ও 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.)।[৩২৮] হযরত মু'আবিয়ার (রা.) শাসনামলে (৬৬১-৬৭৩ খ্রি.) সিনান ইব্‌ন সালমা আল-হুযালী (রা.) ও মুহাল্লাব ইব্‌ন আবী সফুরা (রা.) ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন।[৩২৯]

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে সূফীগণের অবদান

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সূফী[৩৩০] ও মুসলিম বণিকদের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র থেকে তাঁরা বাংলায় আগমন করেন। তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন আরব ও ইরানীয়।[৩৩১] তাঁরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন এবং হিন্দু রাজাদের আমলে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার

---

৩২৪. খন্দকার আবদুর রশীদ, *বগুড়ায় ইসলাম*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৩৬

৩২৫. আব্দুল গফুর, *মহানবীর যুগে উপমহাদেশে ইসলাম*, অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৪৯-৫৪; খন্দকার আবদুর রশীদ, *বগুড়ায় ইসলাম*, পৃ. ৩৬; আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭১

৩২৬. ড. মো. এছহাক, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ১২

৩২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৩২৮. *প্রাগুক্ত*

৩২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৩৩০. মানুষের মধ্যে যাঁরা আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী তাঁরাই সূফী নামে পরিচিত। ইসলামে সূফীবাদকে বলা হয় আত-তাসাউফ। তাসাউফ শব্দটি সূফী হতে উৎপন্ন। সূফী শব্দটি সূফ শব্দ থেকে উদ্ভূত অর্থ পশম, তাসাউফ অর্থ পশমী বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। ইসলামি পরিভাষায় সূফী বলা হয় ঐ ব্যাক্তিকে যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভালবাসায় বা প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাগতিক ঐশ্বর্য, ধন-সম্পদ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং আল্লাহ্‌কে পাবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার ইবাদতে নিজেকে মগ্ন রাখেন। সাথে সাথে মহানবী (সা.)-এর জীবানাদর্শকে গোটা জীবনে বাস্তবায়ন করেন। এক কথায় একজন সূফী মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা ছাড়া তার মনে আর কোন পার্থিব কামনা-বাসনা থাকে না। [বি.দ্র. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন, *সূফিবাদ ও বাংলাদেশে সূফী সাধনা: একটি পর্যালোচনা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০১০ খ্রি.]

৩৩১. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ৫

করে এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন।[৩৩২] ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা কখনও একাকী আবার কেউ সাথীদের নিয়ে অচিন দেশে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বসতি স্থাপন করেছেন। প্রথম যুগের অনেক সূফী সমুদ্র পথে এদেশে আগমন করেন। আরবদের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠার মূল কারণ হলো- এ অঞ্চলের সমুদ্র পথ তাঁদের নিকট সুপরিচিত ছিল। এদেশে ইসলামের দ্রুত প্রসার লাভের এটিও একটি কারণ। সূফীদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া না গেলেও হাজারের কম হবে না এতে সন্দেহ নেই।[৩৩৩]

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন বখতিয়ার খিলজী যে সময় বহু অঞ্চল বিজয় করেন, তারও অনেক আগে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইসলামের বাণী বহন করে আনেন। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় এবং সেখানে বসতি স্থাপনের ফলে স্বভাবতই প্রাচ্য ও ভারতের সঙ্গে আরব বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হয়। খ্রিস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল আরবিয় বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং এ ধর্ম এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়, তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার অনেক পীর[৩৩৪] দরবেশ ও সূফী ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে স্বদেশ ত্যাগ করে পূর্ব বঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[৩৩৫]
বাংলায় সূফীদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এ প্রভাব সাধারণ মানুষের গৃহাঙ্গন থেকে শাসন কর্তাদের প্রাসাদ পর্যন্ত সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় কর্তব্যবোধের তাগিদে সূফীগণ শহরে বন্দরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে খানক্বাহ্‌র সঙ্গে মসজিদ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে লোকদেরকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। ধর্মীয় অনুরাগ, ধর্মপ্রচারের আগ্রহ, আদর্শ চরিত্র ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর দ্বারা জনমানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেন।[৩৩৬] সূফীদের ধর্মীয় কার্যাবলী বাংলার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিজয়ে এবং প্রদেশে মুসলিম শাসন সংহতকরণে সাহায্য করেছে। রাজ্য বিজয়ে কখনো মুসলিম বিজেতা ও শাসনকর্তাগণ সূফীদের সাহায্যে এগিয়ে গেছেন, কখনো সূফীগণ সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে অস্ত্র ধরেছেন, আবার কখনো সূফীগণ নিজেরাই হয়েছেন যুদ্ধের সিপাহসালার। এমনও হয়েছে যে, বিজয়ী সিপাহসালার বিজিত ভূ-খণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন, ইসলামি আদর্শে বিজিত ভূ-খণ্ড শাসন করেছেন, জনসমাজে পরিচিত হয়েছেন সূফীরূপে।

---

৩৩২. ড. এম.এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খণ্ড -১, পৃ. ৩৯

৩৩৩. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫

৩৩৪. পীর শব্দটি ফারসী, আরবিতে শায়খ বলা হয়। অর্থ মুরব্বী ও ওস্তাদ। ইসলামের 'আমলী শিক্ষা তথা কুর'আন-সুন্নাহর 'ইলম হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) সন্তুষ্টির অধীন নফসকে যিনি ভস্মীভূত করার দীক্ষা দেন, ইসলামী পরিভাষায় তাঁকে পীর বা শায়খ বলা হয়। [বি.দ্র. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, *তাসাউফ তত্ত্ব*, ঢাকা: ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ২৮]

৩৩৫. ড. এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-২০

৩৩৬. ড. এম.এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, খণ্ড -১, পৃ. ৬৬

ত্রিবেণী-হুগলী বিজয়ী খান জাহান, রংপুর বিজয়ী শাহ ইসমা'ঈল গাজী, চট্টগ্রাম বিজয়ী কদল খান গাজী, দক্ষিণবঙ্গ বিজয়ী খান জাহান আলী এমনি সিপাহসালার সূফীর দৃষ্টান্ত।[৩৩৭]

বাংলায় সূফীদের আগমন ধারাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ধারা মুসলিমদের বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত। দ্বিতীয় ধারা বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। প্রথম ধারার তুলনায় দ্বিতীয় ধারার তথ্য চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ এবং পনের শতকেই বাংলায় সূফীদের আগমন ঘটেছে অনেক বেশি। বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেকার যেসব সূফীর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের আগমনকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এসব পুণ্যাত্মা সূফীর আগমনকাল কিছু প্রমাণ কিছু জনশ্রুতিকে ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গ বিজয়ের পরে যে সব সূফীর আগমন ঘটেছে তাঁদের ও সকলের আগমন কালের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৩৩৮] বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে যেসব সূফী আগমন করে ইসলামের ঝাণ্ডাকে উচ্চকিত করেন তাঁরা হলেন-সুরতান বায়েজীদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম, মৃ. ৮৭৫ খ্রি.), সৈয়্যদ সুলতান মাহী সাওয়ার-প্রথমে ঢাকা জেলার হরিরামনগরে এবং পরে বগুড়া জেলার মহাস্থানে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৩৩৯] শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার (বর্তমান জেলা) মদনপুরে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। বাবা আদম শহীদ প্রথমে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার আবদুলপুর গ্রামে ও পরে বগুড়ায় দ্বীনের প্রচারকার্য চালান। ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩৪০] খায়রুল বাশার ওমজ-দ্বাদশ শতকের শেষপাদে কুষ্টিয়া জেলার (বর্তমান চুয়াডাঙ্গা) আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোলদাড়ী গ্রামে এসে দ্বীন প্রচার করেন।[৩৪১]

বঙ্গ বিজয় উত্তর আগত সূফীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-মখদুম শেখ জালাল উদ্দীন তাবরীজী। তিনি লক্ষণ সেনের সময় উত্তর বঙ্গের পাণ্ডুয়ায় গমন করেন। ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৩৪২] মখদুম শাহ দৌলাহ্ শহীদ ইয়ামন থেকে পাবনার শাহজাদপুরের পোতাজিয়ায় পৌঁছেন। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু রাজার আক্রমণে তিনি ও তাঁর কয়েকজন অনুচর শাহাদাত বরণ করেন।[৩৪৩] মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-'আরাবী ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলাধীন মাহীসুন বা মাহীসন্তোষে এসে 'ইলমে দ্বীন প্রচার করেন। তিনি মাহীসুনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাহীসুনে তাঁর মাজার রয়েছে।[৩৪৪] শেখ ফরিদউদ্দীন গঞ্জ-ই শকর তের শতকের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসেন। ফরিদপুর অঞ্চলেও তিনি তাওহীদের দাও'আত প্রচার

---

৩৩৭. আসকার ইব্‌ন শাইখ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং, জানু. ২০০৩ খ্রি., পৃ. ২৫১

৩৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

৩৩৯. *প্রাগুক্ত*

৩৪০. শ.ম. শওকত আলী, *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; আসকার ইব্‌ন শাইখ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪

৩৪১. শ.ম. শওকত আলী, *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪

৩৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০ ; আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৩৪৩. ড. এম.এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খণ্ড -১, পৃ. ৭৫

৩৪৪. মো. আব্দুল করিম, *বৃহত্তর রাজশাহী জেলার কতিপয় আলোচিত সূফী-সাধক;* মাঠ পর্যায়ে একটি অনুসন্ধান রিপোর্ট, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০২ খ্রি., পৃ. ১৫২; ড. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.পৃ. ১৮৬

করেন। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে বুখারা থেকে দিল্লীতে এবং ১২৭০ মতান্তরে ১২৭৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁয়ে আসেন। তিনি সেখানে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করে দ্বীন প্রচার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ছহীহাইন[৩৪৫] শিক্ষাদান শুরু করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে হাদীস চর্চার প্রসার ঘটাতে থাকেন। এজন্য তাঁকে বাংলার ইসলামি শিক্ষার পথিকৃৎ বলা হয়।[৩৪৬] তিনি ঢাকা জেলার প্রথম ফার্সি বই লেখক। ৭০০ হি./১৩০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩৪৭] শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী বিহারের অন্তর্গত মান-এর অধিবাসী। শায়খ মানেরী আনুমানিক ১৫ বছর বয়সে ১২৭০-১২৭৫ খ্রিস্টাব্দে শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার ছাত্র হিসেবে সোনারগাঁয়ে আসেন। তিনি বিদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ইন্তিকাল করেন।[৩৪৮] জাফর খাঁ গাজী পুরা নাম উলুগ-ই-আজম হুমায়ুন জাফর খাঁ বাহরাম ইংসীন গাজী সংক্ষেপে জাফর খাঁ গাজী। তিনি একজন সেনাপতি ও ধর্মীয় নেতা। দিনাজপুর জেলার দেবীকোটে ইসলামের ঝাণ্ডা প্রোথিত করে ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৩৪৯] পীর বদরউদ্দীন দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ নামক স্থানে ইসলাম প্রচার করে সাফল্য লাভ করেন।[৩৫০] মাওলানা 'আতা আনুমানিক ১৩০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিনাজপুরে ইসলাম প্রচার করেন।[৩৫১] শাহজালাল (র.) ৭০৩ হি./১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে ৩৬০ জন সঙ্গীসহ সিলেটে আসেন। সেখানে হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে জিহাদ করে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৫২]

শাহ তুরকান রাজশাহী শহরে ইসলাম প্রচার করেন। ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে শাহাদাত বরণ করেন। রাজশাহী কলেজ সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে তাঁর মাজার রয়েছে।[৩৫৩] হযরত সৈয়্যদ 'আবদুর কুদ্দুস ওরফে শাহ শখদুম রূপোশ (র.) ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীতে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন। ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। রাজশাহী শহরের দরগাপাড়ায় তাঁর মাজার রয়েছ।[৩৫৪] হযরত শাহদৌলাহ (র.) ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীর বাঘায় ইসলাম প্রচার করেন।[৩৫৫] সৈয়্যদ শাহ নেয়ামতুল্লাহ (র.) গৌড় এলাকার ফিরোজাবাদে (আধুনিক পিরোজপুর গ্রাম) আগমন করেন। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৩৫৬] মীর সৈয়্যদ জালালুদ্দীন বুখারী (১৩০৭-১৩৮৩ খ্রি.) রংপুর জেলার মাহীগঞ্জে

---

৩৪৫. দু'টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফকে একত্রে ছহীহাইন বলা হয়।

৩৪৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশ খ্যাতনামা আরবিবিদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৪

৩৪৭. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০৩ খ্রি., পৃ. ১৬৬; *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, পৃ. ১৩৫-১৩৬

৩৪৮. আসকার ইব্‌ন শাইখ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৩৪৯. *প্রাগুক্ত*

৩৫০. *প্রাগুক্ত*

৩৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

৩৫২. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *হযরত শাহজালাল কুনিয়াবী (র.)*, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯93 খ্রি., পৃ. ০১

৩৫৩. মুহাম্মদ আবু তালিব, *হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (র.)-এর জীবনেতিহাস*, ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৯৬৯ খ্রি., পৃ. ৫৪; ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩৫৪. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩৫৫. *প্রাগুক্ত*

৩৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

লোকদেরকে দ্বীনের দাও'য়াত দেন।[৩৫৭] কদল খাঁন গাজী ও পীর বদর আলম চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁদের সংগ্রামের ফলে ১৩৩৮ থেকে ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চট্টগ্রাম এলাকা ইসলাম অনুসারীদের অধিকারে আসে।[৩৫৮] সৈয়দ শাহ মুর ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দে মক্কা শরীফ থেকে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে এসে সুদীর্ঘ ৫০ বছর ইসলাম প্রচার করেন। ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৩৫৯] শেখ আখী সিরাজ উদ্দীন 'উসমান চিসতিয়া ত্বারীকার বাঙ্গালী সূফী। ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩৬০] শেখ 'আলাউল হক আখী সিরাজ উদ্দীনের খ্যাতনামা শিষ্য ও খলীফা ছিলেন। তিনি পাণ্ডুয়া ও সোনারগাঁয়ে দ্বীন প্রচার করেন। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুয়াতে ইন্তিকাল করেন।[৩৬১]
শেখ নূর কুতুবুল আলম শেখ 'আলাউর হকের পুত্র ও আধ্যাত্মিক খলীফা ছিলেন। তিনি ১৪১৫ মতান্তরে ১৪৪৭ মতান্তরে ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুয়াতে ইন্তিকাল করেন।[৩৬২] সৈয়্যদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী ইরান থেকে বাংলায় আসেন এবং শেখ 'আলাউল হকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমে পাণ্ডুয়া এবং পরে জৌনপুরে গিয়ে ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত হন।[৩৬৩] শীর মোল্লা 'আতা নওগাঁ জেলার পত্নীতলায় ষোড়শ শতকে আগমন করেন। তিনি একজন বৈষ্ণব বিরোধী সাধক ছিলেন।[৩৬৪] শেখ হুসাম উদ্দীন পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত সূফী-দরবেশদের নিকট আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে মানিকপুরে চলে যান। সেখানে ইসলামের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৪৪৯ মতান্তরে ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৩৬৫] শেখ আনোয়ার, শেখ নূর কুতুবুল 'আলমের পুত্র ছিলেন। রাজা গনেশ কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত হন। নির্বাসিত অবস্থায়ই গনেশের আদেশে ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন।[৩৬৬] দক্ষিণ বঙ্গের ইসলাম প্রচারক বীর যোদ্ধা ও রাজ কর্মচারী খানজাহান আলী এক সর্বজন মান্য দরবেশ হিসেবেই বাংলায় সুপরিচিত। ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগেরহাটে সমাহিত হন।[৩৬৭] শাহ ইসমাঈল গাজী একাধারে দরবেশ, যোদ্ধা ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। প্রথমে লক্ষণাবতী ও পরে রংপুর জেলার কাঁটা-দুয়ার নামক স্থানে আস্তানা ও সৈন্য ঘাঁটি নির্মাণ করে ইসলাম প্রচার করেন। ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হন।[৩৬৮]
এ পর্যন্ত যে সব সূফীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল, তাঁদের ছাড়া আরো অসংখ্য সূফী বাংলার আনাচে-কানাচে সমাহিত আছেন। তাঁদের সকলের পরিচয় তুলে ধরার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আমরা শুধু এ সত্যটি তুলে ধরতে চেয়েছি যে, বাংলায় মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছেন সূফী দরবেশগণ। বাংলার শাসনকর্তাগণ তাঁদেরকে এ কাজে সাহায্য করেছেন।

---

৩৫৭. আসকার ইব্‌ন শাইখ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

৩৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

৩৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

৩৬০. ড. এম.এ রহিম, *বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, খণ্ড -১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০

৩৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০২

৩৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৬

৩৬৩. ড. এম.এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, খণ্ড -১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭

৩৬৪. কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*, ঢাকা: ১৯৬৫ খ্রি., ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২

৩৬৫. ড. এম.এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, খণ্ড -১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯

৩৬৬. আসকার ইব্‌ন শাইখ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

৩৬৭. *প্রাগুক্ত*

৩৬৮. *প্রাগুক্ত*

বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে মুসলিম শাসনের প্রভাব

বাংলাদেশে মুসলিমদের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত পাঁচশত চুয়ান্ন বছরে অসংখ্য মুসলিম শাসক বাংলায় শাসন পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের স্থপতি বখতিয়ার খিলজী একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। মুসলিম শাসকদের অধিকাংশই ছিলেন দক্ষ শাসক। সোনালী যুগের আমীরুল মু'মিনীনদের মত না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুসলিম শাসকগণ দেশ ও জাতির কল্যাণে যে অবদান রেখেছেন তার মূল্য অনেক। মুসলিম শাসকগণ এ দেশে ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে আসেননি। কিন্তু তাঁদের শাসনামলে ইসলামের মুবাল্লিগদের আগমন পথ প্রশস্ত হয়। শত শত মুবাল্লিগ আসেন এদেশে। তাঁরা সকল শ্রেণির মানুষের কাছে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য উপস্থাপন করেন।

মুসলিম শাসনের শেষ দিকের ঘটনা প্রবাহ বেদনাদায়ক। দেশ ও জাতির কর্ণধারগণ এ সময় চরম হিংসা-বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হন। তাঁদের মাঝে প্রতিহিংসাপরায়নতা এক জঘন্য রূপ ধারণ করে। প্রতিপক্ষের শক্তি খর্ব করার জন্য তাঁরা বিদেশীদের সাহায্য নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। বাংলার মুসলিম শাসনকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। বাংলা খিলজীদের অধীনে ১২০৩/১২০৪-১২২৭ খ্রিস্টাব্দ, দিল্লীর অধীনে ১২২৭-১৩৪১ খ্রিস্টাব্দ, ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে (প্রথম ধারা) ১৩৪২-১৪১৩ খ্রিস্টাব্দ, গনেশ জালাল উদ্দীনের অধীনে ১৪১৪-১৪৪১ খ্রিস্টাব্দ, ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে (দ্বিতীয় ধারা) ১৪৪২-১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ, হাবশী শাসনাধীনে ১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ, হুসেন শাহী বংশের অধীনে ১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ, পাঠানদের অধীনে (শেরশাহ ও সূর বংশ) ১৫৩৮-১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ, কররানী বংশের অধীনে ১৫৫৬-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ, মোঘল শাসনাধীনে ১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ।[৩৬৯]

এ সুদীর্ঘ সময়ে যাঁরা বাংলার মসনদে সমাসীন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন ছিলেন যাঁরা আপন বাহুবলে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে দিল্লী সম্রাটের অনুমোদন লাভ করেন। কিছু সংখ্যক শাসক ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর অবশিষ্টাংশ দিল্লীর দরবার থেকে নিয়োগপত্র লাভ করে গভর্ণর অথবা নাজিম হিসেবে বাংলা শাসন করেন।[৩৭০] নিম্নে বাংলার মসনদে সমাসীন মুসলিম শাসকদের একটি তালিকা উপস্থাপিত হলো।[৩৭১]

সারণি-১

নাম	শাসনামল
ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজী....................	১২০৩/৪-১২০৬ খ্রি.
ইয্‌যুদ্দীন মুহাম্মদ শীরান খিলজী......................	১২০৬-১২০৮ খ্রি.
হুসামউদ্দীন ইওয়াজ খিলজী...........................	১২০৮-১২১০ খ্রি.
আলী মার্দান খিলজী.....................................	১২১০-১২১৩ খ্রি.
গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খিলজী..........................	১২১৩-১২২৭ খ্রি.

৩৬৯. আব্বাস আলী, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩৭০. প্রাগুক্ত

৩৭১. এ.কে.এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৯১; আসকার ইব্‌ন শাইখ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-২০০

প্রিন্স নাসির উদ্দীন......................................	১২২৭-১২২৯ খ্রি.
মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বলকা খিলজী..............	১২২৯-১২৩১ খ্রি.
মালিক আলাউদ্দীন মাসউদ জানী....................	১২৩১-১২৩২ খ্রি.
মালিক সাইফুদ্দীন আইবেক..........................	১২৩২-১২৩৬ খ্রি.
তুগ্রল তুগান খান......................................	১২৩৬-১২৪৫ খ্রি.
মালিক তামার খান...................................	১২৪৫-১২৪৬ খ্রি.
মালিক জালালুদ্দীন মাসউদ জানী.......................	১২৪৭-১২৫১ খ্রি.
মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন ইউজবাক....................	১২৫১-১২৫৭ খ্রি.
মালিক ইয্যূদ্দীন বলবন ইউজবাকী.....................	১২৫৭-১২৫৯ খ্রি.
মালিক তাজউদ্দীন আরসালান...........................	১২৫৯-১২৬৫ খ্রি.
তাতার খান...	১২৬৫-১২৬৮ খ্রি.
শেরখান	১২৬৮-১২৭২ খ্রি.
আমীর খান, মুগীসুদ্দীন তুগ্রল..........................	১২৭২-১২৮০ খ্রি.
সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ বুগরা খান...............	১২৮২-১২৯০ খ্রি.
সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউস..........................	১২৯০-১৩০০ খ্রি.
সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজশাহ.........................	১৩০১-১৩২২ খ্রি.
নাসিরউদ্দীন ইব্রাহীম....................................	১৩২২-১৩২৪ খ্রি.
বাহরাম খান, বাহাদুর শাহ..............................	১৩২৫-১৩৩৬ খ্রি.
ফাখরুদ্দীন মুবারক শাহ, কাদার খান..................	১৩৩৬-১৩৪৯ খ্রি.
আলাউদ্দীন আলী শাহ, ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ...	১৩৪৯-১৩৫২ খ্রি.
শাহ-ই-বাঙালাহ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ..............	১৩৪২-১৩৫৭ খ্রি.
আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ..........................	১৩৫৮-১৩৯০ খ্রি.
গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ.................................	১৩৯০-১৪১২ খ্রি.
সাইফুদ্দীন হামজা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়েজীদ শাহ.....	১৪১২-১৪১৫ খ্রি.
জালালুদ্দীন আবুল মুযাফফর মুহাম্মদ শাহ.............	১৪১৫-১৪৩৪ খ্রি.
শামসুদ্দীন আবুল মুজাহিদ আহমাদ শাহ...............	১৪৩৪-১৪৩৯ খ্রি.
নাসির উদ্দীন আবুল মুযাফফর মাহমুদ শাহ...........	১৪৩৯-১৪৫৯ খ্রি.
রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ.................................	১৪৫৯-১৪৭৫ খ্রি.
শামসুদ্দীন আবুল মুযাফফার ইউসূফ শাহ..............	১৪৭৫-১৪৮১ খ্রি.
জালালুদ্দীন আবুল মুযাফফার ফাতেহ..................	১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি.
সুলতান বারবাক শাহ....................................	১৪৮৭ খ্রি.
সাইফুদ্দীন আবুল মুযাফফার ফিরোজ শাহ-২য়.........	১৪৮৭-১৪৮৯ খ্রি.
নাসির উদ্দীন আবুল মুযাফফার মাহমুদ শাহ-২য়......	১৪৯০-১৪৯১ খ্রি.
শামসুদ্দীন মুযাফফার শাহ সিদি বদর..................	১৪৯১-১৪৯৪ খ্রি.
আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ................................	১৪৯৪-১৫২০ খ্রি.
নাসিরউদ্দীন আবুল মুযাফফার নুসরাত শাহ...........	১৫২০-১৫৩২ খ্রি.
আলাউদ্দীন আবুল মুযাফফার ফিরোজ শাহ...........	১৫৩২-১৫৩৩ খ্রি.
গিয়াসুদ্দীন আবুল মুযাফফার মাহমুদ শাহ-৩য়.........	১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রি.
ফরিদুদ্দীন আবুল মুযাফফার শের শাহ.................	১৫৩৮-১৫৪৫ খ্রি.

মুহাম্মদ খান শূর..	১৫৪৫-১৫৫৫ খ্রি.
গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ..................................	১৫৫৫-১৫৬০ খ্রি.
গিয়াসুদ্দীন আবুল মুযাফফার জালাল শাহ.............	১৫৬০-১৫৬৩ খ্রি.
তাজখান কররানী..	১৫৬৩ খ্রি.
সুলাইমান খান কররানী.................................	১৫৬৩-১৫৭৩ খ্রি.
বায়েজীদ খান কররানী.................................	১৫৭৩- খ্রি.
দাউদ খান কররানী......................................	১৫৭৩-১৫৭৬ খ্রি.
খান জাহান হুসাইন কুলী বেগ...........................	১৫৭৬-১৫৭৮ খ্রি.
মুযাফফার খান তুরবাতি................................	১৫৭৯-১৫৮০ খ্রি.
খান-ই-আযম..	১৫৮২-১৫৮৪ খ্রি.
শাহবাজ খান..	১৫৮৪-১৫৮৭ খ্রি.
সাঈদ খান	১৫৮৭-১৫৯৩ খ্রি.
মানসিংহ...	১৫৯৪-১৬০৫ খ্রি.
কুতুবুদ্দীন খান কোকা...................................	১৬০৬-১৬০৭ খ্রি.
জাঁহাঙ্গীর কুলী খান.......................................	১৬০৭-১৬০৮ খ্রি.
শায়খ আলাউদ্দীন ইসলাম খান চিশতী.................	১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.
কাসিম খান..	১৬১৩-১৬১৭ খ্রি.
ইব্রাহীম খান..	১৬১৭-১৬২৪ খ্রি.
মহব্বত খান..	১৬২৫-১৬২৬ খ্রি.
মুকাররাম খান...	১৬২৬-১৬২৭ খ্রি.
মির্যা হিদায়াতুল্লাহ ফিদাই খান..........................	১৬২৭-১৬২৮ খ্রি.
কাসিম খান..	১৬২৮-১৬৩২ খ্রি.
আযম খান...	১৬৩২-১৬৩৫ খ্রি.
ইসলাম খান মাশহাদী....................................	১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রি.
শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা..................................	১৬৩৯-১৬৫৮ খ্রি.
মুয়াযযাম খান মীর জুমলা...............................	১৬৫৯-১৬৬৩ খ্রি.
দাউদ খান...	১৬৬৩-১৬৬৪ খ্রি.
শায়েস্তা খান..	১৬৬৪-১৬৭৭ খ্রি.
ফিদাই খান (আযম খান).............................	১৬৭৮ খ্রি.
শাহজাদা সুলতান মুহাম্মদ আযম......................	১৬৭৮-১৬৭৯ খ্রি.
শায়েস্তা খান...	১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রি.
খান-ই-জাহান বাহাদুর................................	১৬৮৮-১৬৮৯ খ্রি.
ইব্রাহীম খান..	১৬৮৯-১৬৯৭ খ্রি.
আযীমুদ্দীন..	১৬৯৭-১৭১২ খ্রি.
খান-ই-জাহান..	১৭১২-১৭১৩ খ্রি.
ফারখুন্দা সিয়ার..	১৭১৩ খ্রি.
মীর জুমলা উবাইদুল্লাহ..................................	১৭১৩-১৭১৬ খ্রি.
মুর্শিদ কুলী খান...	১৭১৬-১৭২৭ খ্রি.
সুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খান...............................	১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আলাউদ্‌দাওলাত সরফরাজ খান......................	১৭৩৯-১৭৪০ খ্রি.
আলীবর্দী খান..	১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.
সিরাজুদ্দৌলা খান......................................	১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রি.

বাংলাদেশের সর্বশেষ মুসলিম শাসক ছিলেন সিরাজুদ্দৌলা খান। ১৯৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে তাঁর পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে ৫৫৪ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। দি ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিজয় লাভের পরিণতিতে এ দেশের জনগণকে পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ হতে হয়। তাদের উপর নেমে আসে দুর্দিন। ইংরেজরা মুসলিম রাজশক্তিকে তছনছ করে ফেলে। তাদের সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক শোষণের ফলে মুসলিমদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। দেশে গোলাম বানানোর উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। অপসংস্কৃতি চালু হয়। অপরিনামদর্শী স্বার্থান্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ নেতৃবৃন্দের ভুল সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের ফলে এ দেশের গণমানুষকে ইংরেজদের গোলামী করতে হয় ১৯০ বছর।[৩৭২]

৩৭২. এ.কে.এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনা

আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) মক্কা নগরীর অধিবাসী। আল্লাহ্র প্রেরিত ওহী তিন বছর নিজ পরিবার ও গোত্রের মধ্যে গোপনে প্রচার করেন।[৩৭৩] আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের ঘোষণা এল "আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে, আপনি তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিন।"[৩৭৪] -এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে তিনি প্রকাশ্যে কুর'আনের বাণী প্রচার শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে অপর আয়াত নাযিল হল "এবং আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে (আল্লাহ্র আযাবের) ভয় প্রদর্শন করুন এবং আপনার ঈমানদারদের স্বীয় বাহু নত করুন। অথবা যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে, তবে আপনি বলুন, তোমাদের কার্য-কলাপের ব্যাপারে আমি অসন্তুষ্ট। আমি পরাক্রমশালী দয়াময় আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখি।[৩৭৫] মূলতঃ ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র এখান থেকেই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলেন। ৬২২ খ্রি. মদীনা শরীফে হিজরত করার পর তাঁরই এ প্রচার কার্যের ফলশ্রুতিতে সমগ্র আরব ভূ-খণ্ড ঘিরে এক ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।[৩৭৬] অতীত ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, ইসলাম পূর্বকাল হতেই ভারত বাংলার সাথে আরবদের বাণিজ্য যোগাযোগ ছিল। ফলে খুলাফা-ই রাশিদীন[৩৭৭] এবং উমাইয়া শাসনামলে ভারত ও সিন্ধু উপকূলে ইসলামের আগমন ঘটে। মাত্র ৯৩ হি. সনে (৭১২ খ্রি.) মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম সিন্ধু জয় করেন। অঞ্চলটি ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত হয়। মুজাহিদদের একটি দল সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।[৩৭৮] যাদের মধ্যে বহু তাবি'ঈ ও তাবি' তাবি'ঈ ছিলেন। তারা কুরআনের শিক্ষা বিস্তারে নিজেদের নিয়োজিত করেন। তাই দেখা যায়, ইসলামের প্রথম তিন দশকে ভারতে ইল্‌মে হাদীসের আলো প্রতিফলিত হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈনিক ছাড়াও এসময় বহু সংখ্যক আরবীয় মুসলিম অধিবাসী ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সিন্ধু এলাকায় আগমন করে। ফলে সহজে সিন্ধু এলাকায় কুর'আন-হাদীস চর্চা

---

৩৭৩. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৮তম সং., ১৯৮২ খ্রি., পৃ. ১১১

৩৭৪. আল-কুর'আন, ১৫:৯৪

৩৭৫. আল-কুর'আন, ২৬ :২১৪-২১৭

৩৭৬. আবদুল খালিক, *সায়্যিদুল মুরসালীন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ১১০

৩৭৭. নবী কারীম (সা.)'র জীবদ্দশার পর তাঁরই আদর্শে খিলাফতকাল থাকবে ত্রিশ বছর। তিনি ইরশাদ করেন, 'আমার খিলাফত ব্যবস্থা থাকবে ত্রিশ বছর।' প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ওফাতের পর ৪ জন বিশিষ্ট সাহাবী পর্যায়ক্রমে কুর'আন-সুন্নাহ অনুসারে নিষ্ঠার সাথে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচলনা করেন। তাঁদের পরিচয় ও কার্যকাল নিম্নরূপঃ ১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খিলাফতকাল : দু'বছর তিন মাস নয় দিন। (১৩ রবিউল আউয়াল ২২ হি.-২২ জামাদিউস্-সানী ১৩ হি.) ২. হযরত 'উমর ফারুক (রা.) খিলাফতকাল : এগার বছর এগার মাস আটাশ দিন। (১ মুহররম ২৪ হি.-২৮ যিল-হজ্ব ৩৫ হি.) ও ৪. হযরত 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) খিলাফতকাল: চার বছর আট মাস তেইশ দিন। ৫. ইমাম হাসান (রা.)-এর খিলাফতকাল: ২২ রমজান ৪০ হি. ৯ রবিউল আউয়াল ৪১ হি.

৩৭৮. আব্দুল খালিক, *সায়্যিদুল মুরসালীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৪

কেন্দ্র গড়ে উঠে।[৩৭৯] এভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্ষুদ্র দেশগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের শিথিলতার সুযোগে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে।[৩৮০]

দীর্ঘদিন পর ৯৯৭ খ্রি. সনের ৪১২ হিজরীতে সুলতান মাহমুদ গযনভী লাহোর দখল করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে সকল ভারত দখল করতে আরও ৩০০ বছর লেগে যায়। কিন্তু মুসলমানদের রাজ্য জয়ের জন্য ইসলামের দাও'আত থেমে থাকেনি। সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবি' তাবি'ঈদের পর আয়িম্মায়ে মুজতাহিদ বা দ্বীন ও পীর-ফকীররা ইসলামের দাও'আত নিয়ে অমুসলিম পাক-ভারত বাংলায় আল্লাহ্‌র দ্বীন (ইসলাম শিক্ষা) প্রচার করেন।[৩৮১]

ইংরেজ শাসনের পূর্বে এদেশের ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতের মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পর অন্যান্য মুসলিম দেশের মত এখানকার মসজিদগুলোও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। যেহেতু হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের শিক্ষার ভিত্তি হল স্ব-স্ব ধর্ম। এজন্য এ ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রে সরকারের তেমন ব্যয় ভার বহন করতে হয় নি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মাদ্‌রাসা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ও উইলের টাকায় পরিচালিত হত। ধর্মপরায়ণ লোকেরা পরকালীন পূণ্য অর্জনের জন্য এসব শিক্ষাকেন্দ্রিক মাদ্‌রাসার এ অবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্ত থাকে। মুসলমানদের জন্য গ্রামের আনাচে-কানাচে মক্তব ধরনের প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করায় এসব মক্তবে গ্রামের কৃষক ও অন্যান্য কৃষিজীবী লোকদের ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করে। মুসলমানদের দ্বিতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিল তখনকার দিনের প্রচলিত মাদ্‌রাসা। এসব শিক্ষাকেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেন দেশের আমীর-উমারা এবং নবাব-বাদশাহ্‌রা। তারা এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ-সম্পদ দান করতেন। মাদ্‌রাসাকে বেঁচে রাখতে চেষ্টা করতেন।[৩৮২]

মুসলিম শাসনামলের কতিপয় মাদ্‌রাসা

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে শাসকদের উদ্যোগে ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কিছু মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নে প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসার পরিচয় তুলে ধরা হল-

বখতিয়ার খিলজীর মাদ্‌রাসা

একমাত্র মুসলিম জেনারেল মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী-ই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ জয় করেন। তার বিজিত এলাকা নদীয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাংলাদেশ অধিকার করার পর তিনি রাজধানী নদীয়ার পরিবর্তে রংপুর নির্ধারণ করেন। তিনি বহু মসজিদ মাদ্‌রাসা এবং খানক্বাহ্‌ স্থাপন করেন।[৩৮৩]

লক্ষ্মণাবতী ও গৌড়ের মাদ্‌রাসা

সুলতান গিয়াস উদ্দীন প্রথম ১২১২ খ্রি. হতে ১২১৭ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি একটি সুরম্য মসজিদ, একটি মাদ্‌রাসা এবং প্রবাসীদের জন্য

---

৩৭৯. মুফতী 'আমীমুল ইহসান, *হাদিস শাস্ত্রের ইতিকথা*, ঢাকা: ইসলামী একাডেমি ১৪১১ হি., পৃ. ১২৯

৩৮০. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৩৮১. *প্রাগুক্ত*

৩৮২. আবদুস সাত্তার, '*আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ২২

৩৮৩. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণাবতীতে একটি সরাইখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে এসব স্থাপত্যের মধ্যে শুধু মাদ্‌রাসা ভবনটির ভগ্নাংশ রয়েছে।[৩৮৪]

হোসাইন শাহ্‌-এর মাদ্‌রাসা

হোসাইন শাহ এবং তাঁর পুত্র নসরত শাহ্‌র সাথে বাংলার হোসাইনী বংশের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তারা অনেক মাদ্‌রাসা এবং খানক্বাহ্‌ স্থাপন করেন। গৌড়ের সাগরদিঘীর উত্তরাংশে চতুষ্‌কোণ বিশিষ্ট মাদ্‌রাসা ভবন এখনো তাঁদের স্মৃতি বহন করছে। বর্তমান নিদর্শন হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ মাদ্‌রাসা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ শিক্ষায়তন ছিল। চত্বর ও দেওয়ালে রকমারি পাথর দেখে একথা প্রমাণিত হয় যে, গৌড়ের অন্যান্য প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদ। এ ভবনের দেওয়ালে শিলালিপিতে হোসাইন শাহ্‌র নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এ খ্যাতিমান মাদ্‌রাসা সুলতান হোসাইন শাহ্‌ আল-সালিকুল হোসাইনী মহানবী (সা.) এর আদেশক্রমে ১৪৯৩ খ্রি. (৯০৭ হি.) ১ রমযান স্থাপন করেন।[৩৮৫]

ঢাকার মাদ্‌রাসা

আমিরুল উমরা শায়িস্তা খান (সম্রাট আলমগীরের মামা) ১৬৬৪ খ্রি. হতে ১৬৮০ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকার সুবেদার ছিলেন। এ সময় তিনি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে একটি মাদ্‌রাসা এবং মসজিদ স্থাপন করেন। এ মাদ্‌রাসা বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিছু কাল অব্যবহৃত থাকার পর মাদ্‌রাসা ভবনে হাসপাতাল চালু করা হয়। বর্তমানে নদীর তীরে একটি ভগ্নঘাট ও একটি মসজিদের চিহ্ন বহন করছে।[৩৮৬]

ঢাকার হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁর এক নিবন্ধে বলেন যে, ঢাকার উপকণ্ঠের বিশিষ্ট ব্যক্তি শাহ্‌ নূরী (র.) তাঁর “কিবরিয়াতে আহমর” গ্রন্থে উল্লেখ করেন- তিনি রোজ চার মাইল পথ অতিক্রম করে মগবাজার হতে শায়িস্তা খানের মাদ্‌রাসায় পড়তে আসতেন। হাকিম হাবিবুর রহমান আরো বলেন, তার কাছে “ফতাওয়া-ই খানিয়া” নামক একখানি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আছে, যা এই মাদ্‌রাসার জনৈক ছাত্র রচনা করেছে। এ মাদ্‌রাসা মূলত: আত্মশুদ্ধির জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে এ আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি ইল্‌মে যাহির (সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষা) দেয়ার প্রচলন হয়।[৩৮৭]

মুর্শিদাবাদের মাদ্‌রাসা

মুসলিম শাসনামলে নবাব আলীবর্দী খান বহু জ্ঞান ও শিক্ষার বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় আযিমাবাদের (পাটনা) ‘আলিম, ফাযিল ও শিক্ষাবিদদেরকে মুর্শিদাবাদে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ করেন। আমন্ত্রিত শিক্ষাবিদদের মধ্যে মীর মুহাম্মদ আলী, হোসাইন খান ও হাজী মুহাম্মদ খান অন্যতম। এদের প্রথমোক্ত পণ্ডিত মীর মুহাম্মদ আলীর একটি বিশাল লাইব্রেরি ছিল, যাতে দু’হাজার গ্রন্থ ছিল। যেকালে পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনা দুরূহ কাজ

---

৩৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩৮৫. *প্রাগুক্ত*

৩৮৬. *প্রাগুক্ত*

৩৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬

ছিল, সেকালে এত পরিমাণ গ্রন্থ সংগ্রহ নি:সন্দেহে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। নওয়াব জা'ফর মুরশিদ আলী খান মুর্শিদাবাদে 'কাটারা মাদ্‌রাসা' স্থাপন করেন। মাদ্‌রাসাটি এখনো অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে তার পূর্ব গৌরব ঘোষণা করেছে।[৩৮৮]

বোহর মাদ্‌রাসা

বোহর বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম। এখানকার প্রখ্যাত জমিদার মুন্‌শী সদর উদ্দীন বিখ্যাত পণ্ডিত ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তিনি জ্ঞানী গুণীদের যথেষ্ট কদর করতেন। তাঁরই আমন্ত্রণে লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত 'আলিম মাওলানা আব্দুল আলী, বাহ্‌রুল উলূম (বিদ্যাসাগর) বোহরে আগমন করেন। মাওলানা মুনশী সদর উদ্দীন এর জন্য একটি স্বতন্ত্র মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এতে তিনি বহুকাল শিক্ষকতা করেন। তাঁর ৪০০ টাকা বেতন নির্ধারিত ছিল। লক্ষ্ণৌ হতে মাওলানার সাথে আসা একশ' ছাত্রকে বৃত্তি দেয়া হত। বর্ধমানের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গোলাম মোস্তাফা এ মাওলানার শিষ্য ছিলেন। কালক্রমে বোহর মাদ্‌রাসা বন্ধ হয়ে যায়। পরে এ মাদ্‌রাসার বিশাল লাইব্রেরি ইংরেজ সরকারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং সমূদয় কিতাব পত্র ও হস্তলিখিত অসংখ্য পাণ্ডুলিপি কলিকাতায় ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে স্থানান্তর করা হয়। এ লাইব্রেরির বর্হির্বিভাগ অদ্যাবধি এ কথা স্মরণ করে দেয়।[৩৮৯]

মুসলিম ভারতে মাদ্‌রাসাভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। মুসলিম রাজত্বকালে এশিয়ার মাদ্‌রাসাসমূহ সমাজে প্রত্যাশিত মানে পরিচালিত হত না। গৌরবময় মুসলিম শাসনামলে মাদ্‌রাসার সিলেবাস এবং পাঠ্যক্রমের দু'টি ভাগ ছিল। একটি আল-'উলূমুন নাক্‌লিয়া এবং অপরটি আল-'উলূমুল আক্‌লিয়া।[৩৯০]

আল-'উলূমুন নাক্‌লিয়া

কুর'আন-হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞান হল নকল বা নাক্‌লিয়া সংক্রান্ত জ্ঞান। প্রতি রাকা'আত নামাযে একটি রুকু' এবং দু'টি সিজদা আছে, রুকু' যখন একটি করি, সিজদাও প্রতি রাকা'আতে একটি করব, অথবা সিজদা যখন দু'টি করব রুকুও একটি করবো; এমন আকল বা যুক্তি খাটানো যাবে না। বামপন্থীদের প্রভাবে আমরা যদি নামাযের শেষে সালাম বাম দিকে প্রথমে ফিরাই এবং ডান দিকে দ্বিতীয় সালাম ফিরাই তা হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেভাবে নামায আদায় করেছেন তা অনুসরণ করতে হবে। প্রিয় নবী (সা.)-এর যে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে সে বিষয়ে কোন যুক্তির প্রশ্নই উঠে না।[৩৯১]

আল-'উলূমুল 'আক্‌লিয়া

অন্যদিকে রাষ্ট্র সাধনা, যুদ্ধ পরিচালনা, গৃহ নির্মাণ, চাষাবাদ, ওষুধ আবিষ্কার, আকাশ যান, সামরিক সরঞ্জাম, উৎপাদন, খনিজ সম্পদ উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে আল-কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র সীমারেখার মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা নতুন নতুন আবিস্কারের ভিত্তিতে নতুন কিছু প্রবর্তনের সুযোগ আছে।

---

৩৮৮. *প্রাগুক্ত*

৩৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩৯০. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *মাদ্‌রাসা শিক্ষা*, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ, কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ২য় সং., ২০০২ খ্রি., পৃ. ১

৩৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

অতীতকালের মুসলমানরা জাগতিক বিষয়ে লেখাপড়া ও গবেষণা করতেন। যুদ্ধবিদ্যার নব নব প্রকরণ ও উপকরণ উদ্ভাবন করতেন। অমুসলিমদেরকে জিহাদে পরাজিত করে সমাজ ও রাষ্ট্রে দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতেন।[৩৯২]

তাজমহলের নির্মাতা ঈসা আফিন্দী, দার্শনিক আবু হামিদ গাযালী (র.), সমাজতত্ত্ববিদ ইব্ন খালদুন, চিকিৎসক ইব্ন সীনা, গাযী সালাউদ্দিন আইউবী, গাযী নূরুদ্দীন জঙ্গী এ মাদ্রাসারই ছাত্র ছিলেন। কুর'আন-সুন্নাহ্র চৌহদ্দির মধ্যে থেকে তারা জাগতিক উন্নয়নমূলক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতেন এবং আমল ও বিবেক খাটিয়ে ইব্ন সূত্র আবিষ্কার করতেন। বর্তমানে ইসলামি মাদ্রাসাসমূহে আল-উলূমুন-নাক্লিয়া আগের মত চলছে, কিন্তু আল-'উলূমুল 'আক্লিয়া মাদ্রাসা থেকে বিচ্যুত হয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান করে নিয়েছে।[৩৯৩]

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার অবস্থা

প্রায় সাতশত বছরের মুসলিম শাসিত ভারত উপমহাদেশ ছিল শিক্ষা ও সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। মুসলিম শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বাণিজ্যের নামে এদেশে আশ্রয় নিয়ে বাণিজ্যের সাথে সাথে রাজ্য বিস্তারের অপকৌশল অবলম্বন করে।[৩৯৪]

নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের (১৭৫৭ খ্রি.) পর ইংরেজরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা শাসন করতে থাকে। নাম মাত্র কেন্দ্রীয় সরকার প্রধান সম্রাট শাহ আলম বাধ্য হয়ে বাংলার দেওয়ানী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন, এর মাধ্যমে উত্থান ঘটে ইংরেজ শাসনের। এভাবেই পাক-ভারত বাংলাদেশ জুড়ে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ একশত নব্বই বছর পর্যন্ত তারা এদেশে শাসনের নামে লুণ্ঠন, বাণিজ্যের নামে শোষণ চালাতে থাকে। ধ্বংস করে দেয় মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং শাসন কাঠামো।[৩৯৫]

মুসলিম শাসনামলে দেশের শহরে নগরে বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার জন্য অসংখ্য মক্তব, মাদ্রাসা ও শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ম্যাক্স মুলারের মতে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই আশি হাজার বিদ্যালয় ছিল। স্যার জন এডামস্-এর রিপোর্ট অনুযায়ী তখন বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ স্কুল ছিল। প্রতি ৪০০ জনের জন্য গড়ে একটি ও প্রায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় ছিল।[৩৯৬]

এডামস্ পাক-ভারত-বাংলাদেশে আট রকম বিদ্যালয়ের কথা বলেছেন। তিনি আরবি, নতুন ও পুরাতন ফার্সি মাদ্রাসা, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত এবং বালিকা বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও দক্ষিণ বিহার জেলায় প্রতি ২৫০ জনের জন্য গড়ে একটি করে বিদ্যালয় ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৯৭] তাঁর এ বিবরণী প্রাক-বৃটিশ যুগের অগ্রসর শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতির এক উজ্জ্বল নিদর্শনের সাক্ষ্য।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করার পর যে সীমাহীন অত্যাচার চালাতে থাকে, তার ফলে মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি

---

৩৯২. *প্রাগুক্ত*

৩৯৩. *প্রাগুক্ত*

৩৯৪. *ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ৪৮

৩৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৩৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৩৯৭. অধ্যাপক মোহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, *শিক্ষার ইতিহাস*, ঢাকা: রহমান আর্ট প্রেস, ১৯৬৯ খ্রি. পৃ. ৩৪১-৩৪২

ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। বলা যায়, ইংরেজ শাসনের প্রথম এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত মুসলিম জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। কর্নওয়ালিস-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের প্রায় সমস্ত জমিদারী হিন্দুদের দখলে চলে যায়। ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতিকে তরতাজা রাখা আর মুসলমানের জন্য সহজসাধ্য থাকল না। কারণ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় চলত।[৩৯৮]

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করে আইন পাশ করা হয় এবং ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের পহেলা এপ্রিল থেকে সরকারিভাবে ইংরেজির ব্যবহার শুরু হয়। ইংরেজরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও ইংরেজি ভাষার প্রচলন করে।

ইংরেজ কোম্পানি, ব্রিটিশ মিশনারী সবাই বরাবরই মুসলমানদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিল। তারা মুসলমানদের দুশমন মনে করত এবং হিন্দুদের মনে করত বন্ধু। মুসলমানদের ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাৎ করে সে অর্থ দিয়েও ইংরেজ বেনিয়ারা হিন্দুদের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।[৩৯৯]

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের সাব-কমিটিতে প্রদত্ত বিবরণে বলা হয়েছিল, দেশের বর্তমান প্রচলন এবং রেওয়াজ অনুযায়ী মুসলমানরা আমাদেরকে অভিশপ্ত কাফের এবং বিধর্মীদের দলভুক্ত মনে করে। তারা আরও মনে করে যে, আমরা বলপূর্বক একটি সমৃদ্ধশালী ইসলামি সাম্রাজ্যে আধিপত্য কায়েম অর্থ দাঁড়াবে তাঁদের মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়া।[৪০০]

ইংরেজ বণিকদের পেছনে পেছনে মিশনারীরাও এদেশে আগমন করে এবং খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত হয়। কোম্পানি শাসন প্রবর্তনের পর থেকেই মিশনারীরা উৎসাহী হয়ে উঠে। তারা ভারতে মিশনারী কার্যের সুবিধার্থে ইংরেজি শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। মিশনারীদের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষার আকর্ষণ বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো হয়। খ্রিস্টান হলেই চাকরি পাওয়া মিশনারীদের এ প্রলোভনে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার হতে থাকে।[৪০১] এ ছাড়াও জনগণের মন-মানসিকতার পরিবর্তন এবং বিপ্লবী চেতনা দমন ও পাশ্চাত্য শিক্ষা চালুর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা কমিটির রিপোর্টে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, এ শিক্ষার প্রসার হলে ক্রমান্বয়ে তারা আমাদের আর জবরদস্তী শাসনকারী হিসেবে মনে করবে না। বরং তারা আমাদের বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনে করবে। মনে করবে তাদের হেফাজতে থেকে আগামীতে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারব। বৃটিশদের প্রবর্তিত এ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল- প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন ইউরোপিয় ধাচের সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন এবং এ দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নির্ভর করে গড়ে তোলা।[৪০২] শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজদের এ নীতি ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সহায়তায় 'আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর তারা মুসলিম মিল্লাতকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেয়। এক ভাগ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজদের শিক্ষা দর্শন গ্রহণ করে সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। অপর দল মাদ্‌রাসায় পড়ে আখেরাতে

---

৩৯৮. *ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া, *ওলামায়ে হিন্দ-কা শানদার মাজী*, দিল্লী: কিতাবিস্তান, তা.বি, পৃ. ৫৮১

৩৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১; এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য মুহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস কাশেমী সংকলিত সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানীর রচনাবলী দেখা যেতে পারে

৪০০. মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, *বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস, (১৯৭১-১৯৯০),* রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ২০০১ খ্রি., পৃ. ৭৪-৭৫

৪০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৪০২. *প্রাগুক্ত*

যাওয়ার আশায় অপেক্ষা করবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামি শিক্ষার প্রতি জনগণের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে যায়। এমনকি ইসলামি শিক্ষার মূল বুনিয়াদ মক্তবগুলোর সংখ্যাও কমতে শুরু করে। নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে খুব সহজেই এ বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায়।

ছাত্র সংখ্যা[৪০৩]

সন	মক্তব	অন্যান্য প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট
১৮৯১-৯২	৭০, ৩৬০	২৩, ২৮০	৯৩, ৬৪০
১৮৯৬-৯৭	৫৯, ৭৯০	১৯, ৬৭৫	৭৯, ৪৬৫
১৯০১-০২	৫৩, ০৯৯	২১, ৭৩৬	৭৪, ৮৩৫

(ইংরেজ আমলে ইসলামি শিক্ষার কার্যক্রম "'আলিয়া মাদ্‌রাসার ক্রমবিকাশ" শিরোনামে আলোচনা করা হবে।)

বঙ্গে দরসে নিজামী মাদ্‌রাসা

মুসলমানগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ জয় করেছেন এবং বিজিত দেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেন। বাংলাদেশেও বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শাসক ও ওলামা সম্প্রদায় বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন। প্রথম মুসলমান বঙ্গ বিজয়ী মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী সম্পর্কে ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ বলেন, যে স্থানে এখন লখনৌতি অবস্থিত সেখানে (অর্থাৎ লখনৌতিতে) তিনি (মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী) রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ দেশের বিভিন্ন অংশ নিজের অধীনে আনয়ন করে তিনি প্রত্যেক খিত্তায় (শহরে) খোতবা পাঠের ব্যবস্থা করেন এবং মুদ্রা জারী করেন। তাঁর এবং তাঁর আমীরদের প্রশংসনীয় উদ্যোগের দ্বারা মসজিদ, মাদ্‌রাসা এবং খান্‌ক্বাহ সমূহ তৈরি হয়।[৪০৪] সুলতান গিয়াস উদ্দীন খিলজী সম্পর্কে মিনহাজ বলেন, ঐ দেশে (বাংলায়) তাঁর মহৎ কাজের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তিনি জামে মসজিদ এবং অন্যান্য মসজিদ তৈরি করেন এবং ওলামা মাশায়েখ ও সৈয়্যদদের মত পূণ্যবান লোকদের বেতন-ভাতা দান করেন। আনুমানিক ১২০০ খ্রি. থেকে ১৫৭৬ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় পৌনে চারশত বৎসর কালকে সুলতানী আমল বলা হয়। এ সময়ে নির্মিত কোন মাদ্‌রাসা এখন আর টিকে নেই। কালের কুটিল চক্রে এগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। বাংলাদেশের আবহাওয়াই এগুলো ধ্বংস হওয়ার প্রধানতম কারণ। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ শিলালিপি আবিস্কৃত হওয়ার ফলে এবং কিছু কিছু লিখিত প্রমাণের দ্বারা আমরা কয়েকটি মাদ্‌রাসার অস্তিত্বের কথা জানতে পারি।

এর পরে আসে সোনারগাঁও-এ মাওলানা শায়খ শরফ উদ্দীন আবু তাওয়ামার মাদ্‌রাসা। মাওলানা আবু তাওয়ামা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সোনার গাঁওে-এ আগমন করেন এবং মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।[৪০৫] শিলালিপি সূত্রে বেশ কয়েকখানি মাদ্‌রাসার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্ কর্তৃক নির্মিত আর একখানি মাদ্‌রাসার কথা জানা যায়। এই সুলতানের ৮৩৫ হিজরীর (১৪৩২ খ্রি.) সুলতানগঞ্জ শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু শিলালিপির

---

৪০৩. *History of traditional Islamic Education,* ed. 1983, P. 78

৪০৪. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী প্রেস, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ২২৩

৪০৫. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ*, ঢাকা: সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৪১৩ হি./ ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ১৮৫; Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal,* 2nd edition. pp. 96-100

ভাষা দৃষ্টে আধুনিক পন্ডিতেরা মনে করেন যে, এই মসজিদ সংলগ্ন একখানি মাদ্‌রাসাও ছিল।[৪০৬] সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ-এর দুইখানি শিলালিপিতে মাদ্‌রাসা নির্মাণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।[৪০৭] **১৩১৩** খ্রিস্টাব্দের শিলালিপিতেও মাদ্‌রাসা নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, هذه المدرسة المسمّات دار الخيرات অর্থাৎ- এই মাদ্‌রাসা দার-উল-হায়রাত নামে পরিচিত এবং ইহা জাফর খানের আদেশে নির্মিত হয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সুলতানী আমলের মাদ্‌রাসাসমূহের বা ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না, তবে শিলালিপির এবং অন্যান্য সূত্রে যা কিছু তথ্য পাওয়া যায়, তাও অত্যন্ত মূল্যবান এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এসব তথ্যে সুলতানী আমলের মাদ্‌রাসা শিক্ষার এবং মাদ্‌রাসাসমূহের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। সুলতানী আমলের বাংলাদেশের মাদ্‌রাসাসমূহের পাঠ্যসূচীর বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং জাফর খানের শিলালিপিতে মাদ্‌রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য হিসেবে لتدريس علم الشرع এবং لاظهاردين الله আলা-উদ্দীন হোসেন শাহের প্রথম শিলালিপিতে لتدريس علوم الدين و تعليم علم اليقين বলা হয়েছে।

উপরোক্ত শিলালিপিগুলো পাঠে মনে হয়, মাদ্‌রাসাগুলো উচ্চতর ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে ইলমে দ্বীন বা ইলমে শরাহ শিখে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত আলেম-এ পরিণত হতে পারতেন। এগুলো ছাড়াও নিম্নতর স্তরে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরো যে ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা বা মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৪০৮]

দরসে নিজামী-এর সূচনা

ইসলামের সূচনালগ্ন হতেই চলে আসছে দরসে নিজামী শিক্ষার ধারা প্রকৃতি।[৪০৯] এর নামকরণের সূত্রপাত হয় দ্বাদশ শতকে উপমহাদেশে সুলতানী শাসনামলে। এ যুগে মোল্লা নিজামুদ্দীন সাহলুভী (মৃ. ১১৬১ খ্রি.) ছিলেন একজন স্বনামধন্য 'আলিম ও বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি।[৪১০] এ সময় তিনি ইসলামি শিক্ষার যে মজবুত ভিত্তি রচনা করেছেন কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর আজও তার ধারা বিদ্যমান রয়েছে।[৪১১] মূলতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি এ সুদূরপ্রসারী প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য

৪০৬. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Vol. No. 1, 1963. pp. 55-66

৪০৭. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৪০৮. ড. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৪০৯. *বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া*, বাংলাদেশে কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪০৪ হি. ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ২৮

৪১০. মোল্লা নিজমুদ্দীন সাহলুভী ফিরিঙ্গী মহল্লীর পিতার নাম মোল্লা কুতুবুদ্দীন সাহলী। মোল্লা কুতুবুদ্দীন সাহলী গ্রামে 'উসমানী' সুয়্যুখদের সাথে বাস করতেন। একবার ক্ষেতে পানি দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় উসমানীরা রাতে এসে উক্ত আনসারী মোল্লা কুতুবুদ্দীনকে শহীদ করে দেয়। মোল্লা সাহেবেরে চার সন্তান ছিল। ওসমানীরা তার ঘরও জ্বালিয়ে দেয়, একারণে বাদশা আওরঙ্গজেব লক্ষ্ণৌর নিকটে একটি খালি স্থান "যেখানে পূর্বে কোন সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাস করতো"- মোল্লা শহীদের বংশধরদেরকে দান করেন। উপমহাদেশের এই একমাত্র খান্দান যাঁদের মধ্যে প্রায় দু'শত বছর শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বংশানুক্রমে চলে আসে। এ বংশের বহু হাজার ওলামা ও ইসলামি চিন্তাবিদ জন্মগ্রহণ করেন। আর শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়ে উপমহাদেশের প্রত্যেক প্রদেশে ও জিলায় এ বংশের অবদান ও উপকারিতা অসংখ্য লোক প্রত্যেক যুগে গ্রহণ করে আসছে। [বি.দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *মাদ্‌রাসা ও আলিয়া ঢাকা- অতীত ও বর্তমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬]

৪১১. সে যুগের পাঠ্যসূচী: ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার রচিত *মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া অতীত ও বর্তমান*, দেখা যেতে পারে।

ওস্তাদগণের সূত্রে, বিশেষ করে মীর ফতহুল্লাহ শীরাজীর[৪১২] সূত্রে লাভ করেছিলেন ইলমে মাকুলিয়াতের জ্ঞান। মীর ফতহুল্লাহ থেকে মোল্লাহ নিজামুদ্দীন পর্যন্ত মধ্যবর্তী ছয়জন ওস্তাদ। তাঁরা সকলেই ছিলেন হিকমত এবং ফালসাফা শাস্ত্রে দক্ষ পণ্ডিত।[৪১৩] ফলে মোল্লাহ নেজামুদ্দীনের প্রণীত পাঠ্যসূচীতে এ দু'টি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, দরসে নেজামী মাদ্‌রাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে মীর ফতহুল্লাহ শীরাজীর জ্ঞানের প্রভাব ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়ে মোল্লাহ নেজামুদ্দীনের আমলে তাঁর নামানুসারে এ পদ্ধতির নাম হয়েছে "দরসে নেজামী"।[৪১৪]
১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মিশর থেকে প্রকাশিত 'মুবহুল আশা' গ্রন্থের বর্ণনানুসারে রাজধানী শহর দিল্লীতেই এক হাজার (দরসে নিবাসী) মাদ্‌রাসা ছিল।[৪১৫] প্রফেসর মার্কমিলসের বর্ণনানুসারে বৃটিশ শাসনের পূর্বে শুধু বাংলাদেশেই ছিল ৮০ হাজার মাদ্‌রাসা। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কুট ষড়যন্ত্রের ফলে এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র দিল্লীর বহিমিয়্যার মত মাত্র দু'চারটি প্রতিষ্ঠান স্ব-উদ্যোগে টিকে থাকলেও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পর এগুলোকেও বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে ভারতে মুসলামানদের শিক্ষা-দীক্ষার আর কোন প্রতিষ্ঠানই অবশিষ্ট থাকল না।[৪১৬] তবে ইংরেজগণ নিজেদের অনুগত আমলা তৈরির উদ্দেশ্যে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা স্থাপন করে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৭৯০ পর্যন্ত পাঠ্য তালিকায় দরসে নেজামিয়া-কেই অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নেসাব থেকে তাফসীর ও হাদীসবিহীন দীনি শিক্ষা চালু রাখে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘ ১১৮ বছর পর টাইটেল শ্রেণির নামে পুনরায় তাফসীর ও হাদীস শিক্ষা চালু করা হয়। সরকার পরিচালিত এ মাদ্‌রাসার নিয়মনীতি অনুযায়ী তখন বঙ্গদেশে আরো কিছু সরকারি মাদ্‌রাসা চালু হয়েছিল। ঢাকার প্রসিদ্ধ মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা, হুগলী মাদ্‌রাসা ইত্যাদি তখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অবশ্য লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পর এসব সরকারি মাদ্‌রাসাগুলিই তখন মুসলামানদের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে অবশিষ্ট থাকে।[৪১৭] কিন্তু দরসে নেজামী-র মাধ্যমে

---

৪১২. মীর ফতহুল্লাহ ছিলেন তাঁর সমসাময়িক যুগে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের ইমাম, পৃ. ২৬

৪১৩. "শিক্ষকদের ধারাবাহিক তালিকা"
মীর ফতহুল্লাহ সিরাজী
↓
মোল্লা আব্দুস সালাম লাহুরী
↓
মোল্লা আব্দুস সালাম দেওভী
↓
মোল্লা দানিয়াল চৌরাসী
↓
মোল্লা কুতুবুদ্দীন সাহলী
আমানুল্লাহ বেনারসী মোল্লাহ কুতুবুদ্দীন শামস আবাদী
মোল্লা নিজামুদ্দীন সাহলুভী/ফিরিঙ্গী মহল্লী,
(দরসে নিযামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা)
[বি.দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *মাদ্‌রাসা আলিয়া অতীত ও বর্তমান*, পৃ. ২৭]

৪১৪. *তারিখে মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬, ২৭

৪১৫. সাইয়্যেদ মাহবুব রেজভী, *তারিখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, দেওবন্দ: ইদারা ইহতিমাম দারুল 'উলূম, ১৯৯২ খ্রি., খণ্ড -১, পৃ. ৭৪

৪১৬. আবুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান*, ঢাকা: আল আমিন রিসার্চ একাডেমী, ১৪১৮ হি./ ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ১৩৬-১৩৭

৪১৭. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

ওহীর জ্ঞান ও মহানবীর শিক্ষার আলোকে খোদা ভীরু আদর্শ মানুষ সৃষ্টির যে প্রয়াস চলছিল তা তাৎক্ষণিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এ বিষয়টি তদানিন্তনকালের জ্ঞানানুরাগী সকল আ'লেম 'উলামাদেরকেই ভাবিয়ে তুলেছিল নিঃসন্দেহে। ভারতে ইসলামি শিক্ষার (দরসে নিজামী) ধারাকে টিকিয়ে রাখার বিকল্প কি পন্থা অবলম্বন করা যায়, এই চিন্তা তখন সকলের ভাবনার জগৎকে আন্দোলিত করেছিল। এ থেকেই উৎপত্তি হয় দেওবন্দ মাদ্‌রাসার ধারণা।[৪১৮]

দেওবন্দ মাদ্‌রাসার সূচনা

দেওবন্দ-এর দেওয়ান মহল্লায় ছিল হযরত কাশেম নানুতবী[৪১৯] (মৃ. ১৮৮০ খ্রি.) এর শ্বশুরালয়। তিনি এখানে বেড়াতে আসলে সংলগ্ন চাত্তা মসজিদের ইমাম হাজী আবিদ হোসাইন (র.) (মৃ. ১৩২৮ হি./ ১৯১২ খ্রি.) এর সঙ্গে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করতেন। হযরত নানুতবী তাঁর কাঙ্খিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালালে হাজী আবিদ হোসাইনসহ স্থানীয় বুযর্গগণ তাতে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। হযরত নানুতবীর পরামর্শ অনুযায়ী হাজী আবিদ (র.) সর্বসাধারণের নিকট থেকে চাঁদা গ্রহণের উদ্যোগ নেন। প্রথম যাত্রায়ই আশাতীত সুফল দেখা দেয়।[৪২০] ফলে মাদ্‌রাসা স্থাপনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়। হযরত নানুতবী মীরাঠ থেকে মাওলানা মোল্লা মাহমুদ সাহেবকে ১৫ টাকা বেতনে শিক্ষক নিয়োগপূর্বক দেওবন্দে পাঠিয়ে দেন। এভাবে অবশেষে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে বুধবার ছাত্তা মসজিদের বারান্দায় একটি ডালিম গাছের নিচে মোল্লা মাহমুদ সাহেব তাঁর সর্বপ্রথম ছাত্র মাহমুদুল হাসান (শায়খুল হিন্দ)-কে সামনে নিয়ে দারুল উলুমের সর্বপ্রথম সবক উদ্বোধন করেন।[৪২১] তখন

---

৪১৮. আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

৪১৯. কাসেম নানুতবীর পরিচিতি এ অধ্যায়ের শেষে সংযোজিত হবে

৪২০. একদিন সাত্তা মসজিদের ইমাম হাজী আবেদ হুসাইন ফজরের নামাজান্তে ইশরাকের নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে মুরাকাবারত ছিলেন। হঠাৎ তিনি ধ্যানমগ্নতা ছেড়ে দিয়ে নিজের কাঁধের রুমালের চারকোন একত্রিত করে একটি থলি বানালেন এবং তাতে নিজের পক্ষ থেকে তিন টাকা রাখলেন। অতঃপর তা নিয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন মাওলানা মাহতাব আলীর কাছে। তিনি সোৎসাহে ৬ টাকা দিলেন এবং দু'আ করলেন, মাওলানা ফজলুর রহমান দিলেন ১২ টাকা, হাজী ফজলুল হক দিলেন ৬ টাকা। সেখান থেকে উঠে তিনি গেলেন মাওলানা জুলফিকার আলীর নিকট; জ্ঞানানুরাগী এই ব্যক্তিটি দিলেন ১২ টাকা, সেখান থেকে উঠে এই দরবেশ সম্রাট "আবুল বারাকাত" মহল্লার দিকে রওয়ানা হলেন, এভাবে দুইশত টাকা জমা হয়ে গেল এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনশত টাকা জমা হয়ে গেল। [বি.দ্র. *দেওবন্দ আন্দোলন*, পৃ. ১৩৭; *তারিখে দারুর উলূম দেওবন্দ*, খণ্ড -১, পৃ. ১৫০]

৪২১. তারিখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ' গ্রন্থের ভুমিকায় একথা উল্লেখ আছে যে, আকাবিরে সিত্তাহ পরস্পর পরামর্শ করে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর একে অপরকে বলতে লাগলেন, এরূপ প্রতিষ্ঠান বানানোর প্রয়োজনীয়তা আমি দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভব করে আসছিলাম, কেউ বললেন স্বপ্নে আমাকে এরূপ দেখানো হয়েছিল। আবার কেউ বললেন কাশ্‌ফের মাধ্যমে আমিও এমনটি অনুভব করেছিলাম। এতে একথাই প্রতিয়মান হয় যে, এ কাওমী মাদ্‌রাসা হচ্ছে খালিস ইলহামী মাদ্‌রাসা। শুধু তাই নয় পূর্বেকার বুজুর্গানে দ্বীন থেখেও অনুরূপ ইশারা বিদ্যামান রয়েছে। একদা হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) দেওবন্দ এলাকা হয়ে সীমান্ত প্রদেশের দিকে যাচ্ছিলেন, মাদ্‌রাসার এ স্থানটিতে পৌঁছার পর তিনি বলছিলেন "এ স্থান হতে আমি ইলমের সুঘ্রান পাচ্ছি।" এমনিভাবে এর ইমারতও ইলহামী। মাদ্‌রাসার প্রথম ইমারত তথা নওদারার (অর্থাৎ নতুন ঘরে) ভিত্তি স্থাপনের সময় মাটি কেটে নির্ধারিত স্থানে ভিত্তি রাখা হয়। ঐদিন রাত্রেই মুহতামিম হযরত মাওলানা শাহ্ রফী উদ্দীন (র.) স্বপ্নে দেখেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাশরীফ এনেছেন এবং তিনি তাঁকে বর্তমান নওদারার স্থানটি লাঠি মোবারক দিয়ে চিহ্নত করে দেন। তৎপর তিনি তাকে বললেন, পূর্বের জায়গা যথেষ্ট নয়। এ স্থানে ভিত্তি স্থাপন কর। ভোরে তিনি ঐ স্থানে গিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর লাঠি মুবারকের স্পষ্ট দাগ

থেকে দেওবন্দে "আরবী মাদ্‌রাসা" নামে হযরত নানুতবীর গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। অধ্যাপক ড. শফিকুল্লাহর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, "ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসন ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ দেশে মুসলামানগণের শিক্ষাই ছিল ইসলামি শিক্ষা। অমুসলিমদের শিক্ষা ছিল তাদের ধর্মানুসারে। উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর তারা এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ তারা বঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার গোড়াপত্তন করে। স্যার সৈয়্যদ আহমদ এ সময় আলীগড় মোহামেডান কলেজ স্থাপন করেন। এ সময়ই আল্লামা কাসেম নানুতবী (র.) সহ কিছু সংখ্যক আলেমে দ্বীন নেজামিয়া মাদ্‌রাসার অনুকরণে দেওবন্দ মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।"

দেওবন্দ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছয় মাস পরে সাহারানপুর ও অন্যান্য অঞ্চলেও এ নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে থাকে। মাদ্‌রাসায় শুরুর বছরে প্রায় ২১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। বছরের শেষ প্রান্তে শিক্ষার্থীদের এই সংখ্যা ৭৮ জনের কোটায় গিয়ে পৌঁছে।[৪২২]

দেওবন্দ মাদ্‌রাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেওবন্দ মাদ্‌রাসার মূল গঠনতন্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১. এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিকতা সৃষ্টি এবং একটি ব্যাপকতর শিক্ষা সিলেবাসের মাধ্যমে শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন করে তোলা। শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে দীনের খেদমত করা।

২. আ'মাল ও আখলাকের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনে ইসলামি ভাবাদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো।

৩. ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সমাজের চাহিদার নিরিখে যুগসম্মত কর্মপন্থা অবলম্বন এবং খায়রুল কুরুনের (সাহাবীগণের যুগের) ন্যায় আখলাকী ও 'আমলী চেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া।

৪. সরকারি প্রভাবমুক্ত থেকে ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা ও চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখা।

৫. দীনি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সেগুলোকে দারুল উলূমের সাথে সংশ্লিষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[৪২৩]

সরকারি অনুদান ছাড়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং ইসলামি তাহজীব ও তামুদ্দুনকে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি তৎকালীন 'আলিমগণ নিজেদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের যে অভিনব ধারার সূচনা করলেন, তা জাতির ইতিহাসকে এক নতুন ধারায় পরিচালিত করে। এ ব্যাপারে যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিত্ব অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদেরকে বলা হয় "আকাবিরে সিত্তা" বা প্রতিষ্ঠাতা ছয় মনীষী। তাঁদের নাম-

---

দেখতে পান। [বি.দ্র. *মাসিক তাকবীর*, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩০; মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দারুর উলূম দেওবন্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬]

৪২২. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৪২৩. আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

নাম	জন্ম তারিখ	প্রতিষ্ঠাকালে বয়স	মৃত্যু তারিখ
মাওলানা যুলফিকার আলী	১৮১৯ খ্রি./ ১২৩৭ হি.	৪৫ বৎসর	১৯০৪ খ্রি./ ১৩২২ হি.
মাওলানা ফজলুর রহমান	১৮২৯ খ্রি./ ১২৪৭ হি.	৩৫ বৎসর	১৯০৭ খ্রি./ ১৩২৫ হি.
মাওলানা কাসেম নানুতবী	১৮৩২ খ্রি./ ১২৪৮ হি.	৩৪ বৎসর	১৮৮৪ খ্রি./ ১৩০২ হি.
ইয়াকুব নানুতবী	১৮৩৩ খ্রি./ ১২৪৯ হি.	৩৩ বৎসর	১৯১২ খ্রি./ ১৩২৮ হি.
হাজী আবেদ হুসাইন	১৮৩৪ খ্রি./ ১২৫০ হি.	৩২ বৎসর	১৯১২ খ্রি./ ১৩২৮ হি.
মাওলানা রফী উদ্দীন	১৮৩৬ খ্রি./ ১২৫২ হি.	৩০ বৎসর	১৮৯০ খ্রি./ ১৩০৬ হি.[৪২৪]

বাংলাদেশে দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শ, উদ্দেশ্য, নিসাব ও শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসরণে স্থাপিত সর্ব প্রথম কাওমী মাদ্‌রাসা হল "মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা"। চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাটহাজারী থানায় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এই মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়। তারপর থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও একই প্রক্রিয়ায় আরো অসংখ্য মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়। ১৯৬৪ খ্রি. পর্যন্ত এ দেশে প্রায় ৪৪৩ টি কাওমী মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রায় ৫1টি ছিল 'দাওরা হাদীস' মাদ্‌রাসা। সে মতে, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ইসলামিয়া আরাবিয়্যা জিরি মাদ্‌রাসা, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্‌রাসা, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা আশরাফুল উলূম বড় কাটরা মাদ্‌রাসা, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম চারিয়া কাসেমুল উলূম মাদ্‌রাসা, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে জমিরিয়া কাসেমুল উলূম মাদ্‌রাসা পটিয়া, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সিলেট হুসাইনিয়া আরবিয়া রানাপিং মাদ্‌রাসা, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম গাওহার ডাঙ্গা মাদ্‌রাসা, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম আযীযুল উলূম বাবু নগর মাদ্‌রাসা, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জামেয়া কুর'আনিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসা, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে মোমেনশাহী আশরাফুল উলূম বালিয়া মাদ্‌রাসা, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট দারুল উলূম কানাইঘাট মাদ্‌রাসা, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়া মাদ্‌রাসা, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালী হোসাইনিয়া দারুল উলূম উলামা বাজার মাদ্‌রাসা, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে যশোর এজাযিয়া দারুল উলূম রেলওয়ে ষ্টেশন মাদ্‌রাসা, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে নেত্রকোনা মিফতাহুল উলূম মাদ্‌রাসা ও ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ দারুস সালাম সোহাগী মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠা লাভ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অত:পর ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের পরে এ সংখ্যা উত্তরোত্তর আরো বহুগুণে বৃদ্ধি লাভ করে। বর্তমানে ছোট-বড় সকল কাওমী মাদ্‌রাসার সংখ্যা চার সহস্রেরও অধিক বলে ধারণা করা হয়।[৪২৫]

ইসলামি বিশ্বকোষ দেওবন্দ দারুল উলূম শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাওলানা কাশেম নানুতবী এ মাদ্‌রাসার জন্য আটটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এগুলি উসূল-ই "হাশ্‌ত গানা" অর্থাৎ অষ্ট মূলনীতি রূপে প্রসিদ্ধ। বর্তমানেও ঐ মূলনীতি অনুসৃত হয়ে আসছে।[৪২৬] ধর্ম বিমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন ও সংস্কৃতির অনিষ্টকর প্রভাব হতে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির হিফাজতের ক্ষেত্রে বিশেষ আযাদী আন্দোলনে এই দারুল 'উলূমের অবদান অনস্বীকার্য। শায়খুল হিন্দ হযরত

৪২৪. আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮

৪২৫. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

৪২৬. আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি., খণ্ড -১৩, পৃ. ৫৫২

মাওলানা মাহমুদল হাসান (র.) (মৃ. ১৯২০ খ্রি.),[৪২৭] শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (মৃ. ১৯৫৭ খ্রি.), হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহরানপুরী (মৃ. ১৯২৭ খ্রি.),[৪২৮] মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (মৃ. ১৯৪৩ খ্রি.),[৪২৯] হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) (মৃ. ১৮১৫ খ্রি.),[৪৩০] হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) (মৃ. ১৯৪৯ খ্রি.),[৪৩১] কুতুবে আ'লম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) (মৃ. ১৯৫৭ খ্রি.),[৪৩২] শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা

---

৪২৭. শায়খুল হিন্দ ওয়াল আলম হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান (র.) ছিলেন বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রথম ছাত্র। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসিম নানুতবীর নিকট তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। পরে এর শায়খুল হাদীস ও প্রধান অধ্যাপক হিসাবে আমৃত্যু কার্যরত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই দেওবন্দ মাদ্রাসার নাম দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবন-যাপন সত্ত্বেও তিনি আমৃত্যু দরসে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। বহু মুল্যবান গ্রন্থ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। মান্টায় বন্দী জীবনকালে তিনি কুর'আনে কারীমের একটি প্রামাণ্য অনুবাদ সমাধা করেন। ১৯২১ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪২৮. হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহরানপুরী (র.) ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের আম্বঠায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে দেওবন্দ মাদ্রাসায়, পরে সাহরানপুর মুজাহিরুল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষালাভের পর তিনি দীর্ঘদিন উক্ত মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীস ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানেই ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

৪২৯. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছিলেন অনন্য লেখনী শক্তির অধিকারী। বিভিন্ন বিষয়ে ছোট বড় সহস্রাধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করে গিয়েছেন। তাফসীরে বায়ানুল কুর'আন, বেহেশতী জেওর তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পৃথিবীর বহু ভাষায় তদরচিত জন্ম হয় এবং দেওবন্দে ইয়াকুব নানুতাবী-এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। দীর্ঘদিন কানপুর মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রি. তাঁর ইন্তিকাল হয়।

৪৩০. হাফিযুল হাদীস হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) ছিলেন অসাধারণ প্রজ্ঞা, সুক্ষ্মদর্শিতা ও স্মরণ শক্তির অধিকারী। তাঁর স্মরণশক্তি প্রবাদে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তৎকালে। একবার কোন গ্রন্থ দেখার বিশ বছর পরও কোন পৃষ্ঠায় কি আছে, বলে দিতে পারতেন তিনি। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তি ছিল অনন্য। প্রথম যুগের হাদীস বিশারদগণের জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর জ্ঞানের তুলনা করা হত। হানাফী মাজহাবকে হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করার দুরূহ কাজ সমাধা করে গিয়েছেন তিনি। 'চলতা ফিরতা কুতুব খানা' বা বিচরণরত গ্রন্থগার আখ্যায় তিনি পরিচিত ছিলেন তৎযুগে। তিনি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত শায়খুল হিন্দ ছিলেন তাঁর হাদীসের উস্তাদ। বৃটিশ বিরোধী জেহাদী আন্দোলনের অংশ হিসাবে শায়খুল হিন্দ হেজাজ সফরকালে দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হিসাবে তাঁকে স্থলাভিসিক্ত করে যান। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেওবন্দে ইন্তিকাল করেন। তিনি হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। বোখারী পাঠনাদ কালে তত্ত্ববহুল বক্তৃতামালা 'ফয়জুল বারী' নামে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৪৩১. শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) ছিলেন উপমহাদেশের মুসলিম স্বাধীকার আন্দোলনের বীর মুজাহিদ। এই অনন্য সাধারণ মনীষী একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, সু-বক্তা, লিখক হিসাবে প্রসিদ্ধ অর্জন করেছিলেন। দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষালাভের পর দীর্ঘদিন এর প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। মুসলিম স্বাধীকার আন্দোলনের অংশ হিসাবে পাকিস্তানের আন্দোলনে যোগ দেন এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাটি গঠন করেন। বস্তুত: তাঁর যোগদানের পর থেকেই পাকিস্তান আন্দোলন উপমহাদেশের মুসলিম জনতার আস্থালাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করে গিয়েছেন। মুসলিম শরীফের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত তার রচিত আরবি গ্রন্থ 'ফতহুল মুলহিম' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে ইন্তিকাল করেন।

৪৩২. কুতবে আলম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) বাতিল বিরোধী সংগ্রামের অত্যাশ্চর্য চেতনা নিয়ে জন্মেছিলেন। তিনি প্রিয়তম উস্তাদ শায়খুল হিন্দের অনুপ্রেরণায় বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জীবনের একটি বিরাট অংশই তাঁর কেটেছে বৃটিশ বেনিয়াদের জিন্দানে। দীর্ঘদিন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি ছিলেন। সফল অর্থেই তিনি ছিলেন প্রথম যুগের মুসলিম মুজাহিদগনের জ্বলন্ত উদাহরণ। ভারত বিভক্তির পর ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনিই। দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করার পর তেরো বছর মদীনায় মসজিদে নববীতে শিক্ষাদান করেন। একত্রিশ বছরকাল দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ও প্রধান অধ্যাপক হিসাবে তিনি সমাসীন ছিলেন। এই উপমহাদেশ ছাড়াও তুর্কিস্তান, আফগাস্তিান,

জাকারিয়া (র.),[৪৩৩] হযরত মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (র.),[৪৩৪] মুফতি আ'জম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী (র.) (মৃ. ১৯৭৬ খ্রি.),[৪৩৫] হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ (র.),[৪৩৬] হযরত মাওলানা আতাহার আলী (র.) (মৃ. ১৯৭৬ খ্রি.),[৪৩৭] হযরত মাওলানা শায়খুল হক ফরীদপুরী (র.) (মৃ. ১৩৮৮ খ্রি.),[৪৩৮] হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম (র.),[৪৩৯] হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ (র.)[৪৪০]

আরব দেশগুলিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর প্রথিতযশা শত শত ছাত্র ছড়িয়ে আছেন। সীমান্ত প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী পি, এন, এ, প্রধান মাওলানা মুফতি মাহমুদ (র.) তার অন্যতম ছাত্র। তিনি ১৯৫৭ সালে দেওবন্দে ইন্তিকাল করেন।

৪৩৩. শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র.) ছিলেন সাধক, শিক্ষাবিদ, তিনি সাহরানপুর মাদ্‌রাসায় শিক্ষালাভ করার পর প্রথমে উহার অধ্যাপক পরে দীর্ঘদিন শায়খুল হাদীস ও প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর মদীনা শরিফে বসবাস করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিকের বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আরবি গ্রন্থ 'আওজাজুল মাসালিক' তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তৎরচিত ফাজায়েলের সিরিজও খুবই জনপ্রিয়। বাংলা আরবি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই সিরিজের অনুবাদ হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধির অধিকারী ইসলাম প্রচার সংঘ তাবলীগী জামায়াতের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সহযোগী ছিলেন।

৪৩৪. হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (র.) ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উপমাহদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি কানপুর ও সাহারানপুরে শিক্ষালাভ করেন। '৪০-৪৮ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকা ইউনির্ভাসিটির অধ্যাপক এবং '৪৯-৫০' খ্রি. পর্যন্ত ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসার হেড মাওলানা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে 'ই'লাউসসুনান' নামক গ্রন্থ তাঁর অন্যতম অবদান। এছাড়া আরো বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করে গিয়েছেন। তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

৪৩৫. মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শাফী (র.) দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় শিক্ষালাভ করার পর দীর্ঘদিন তথায় মুফতী হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর করাচী চলে আসেন এবং দারুল উলূম নামে বৃহৎ একটি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইসলামি ফিকহ্ ও আইনে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল। বহু আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। আমৃত্যু পাকিস্তানের প্রান্ত মুফ্‌তি হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ্ ইত্যাদি বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছন। বিখ্যাত 'ফতওয়ায়ে দারুল উলূম' তাঁরই সম্পাদিত বৃহৎ গ্রন্থ। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে করাচীতে ইন্তিকাল করেন।

৪৩৬. হযরত মাওলানা মুফ্‌তি মাহমুদ (র.) ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী। দেওবন্দে শিক্ষালাভ করার পর বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেন। পরে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। পাকিস্তান বিভক্তির পর সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পি, এন, এ এর প্রধান হন তিনি।

৪৩৭. মর্দে মুজাহিদ হযরত মাওলানা আতহার আলী (র.) বাতিলের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কণ্ঠ। এই সাধক রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষালাভ করার পর দীর্ঘদিন হযরত থানবী (র.) এর সংসর্গে তাসাউফ শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর নির্দেশক্রমে জন্মভূমি বাংলাদেশে ইসলামকে দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা নিয়ে ফিরে আসেন। মোমেনশাহী জেলার কিশোরগঞ্জে দীর্ঘদিন নীরব তা'লীম ও ইরশাদের কাজে নিয়োজিত থাকেন। পরে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেন। রেফারেন্ডামের মাধ্যমে সিলেট জেলার সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের অংশ হওয়ার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় তৎকালীন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের বিস্তৃত ভুমিকায় নেজামে ইসলাম পার্টি নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দীর্ঘদিন তিনি এর সভাপতি পদে সমাসীন ছিলেন। '৫৪-এর নির্বাচনে তার নেতৃত্বে এই পার্টি যুক্তফ্রন্টের শক্তিশালী অঙ্গদল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। পরে এইদল তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাও কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি প্রাদেশিক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই বিদ্যোৎসাহী কর্মী-পুরুষ কিশোরগঞ্জে জামিয়া ইমদাদিয়া নামে আন্তর্জাতিক মানের বিরাট একটি দীনি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন যা আজও সগৌরবে বিদ্যমান। 'অধম এরই একজন নগন্য সন্তান। তাঁর উদ্যম ও কর্ম প্রেরণা ছিল অসাধারণ। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছেন। শেষ পর্যায়ে মোমেন শাহী শহরে অবস্থিত দারুল উলূম মাদ্‌রাসাকে জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত করার ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে গিয়েছেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এই কর্মী পুরুষ ইন্তিকাল করেন।

৪৩৮. নির্ভিক চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরি (র.) বাংলাদেশের এই নির্বিক সংগ্রামী পুরুষ ফরিদপুরের এক ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত শহীদ সৈয়দ আহমদ (র.) এর ইংরেজি-বিরোধী জেহাদের পরবর্তী অধ্যায়ে অংশ নিয়েছিলেন। ইসলামকে সম্যকভাবে উলব্ধি করার

প্রমুখ ওলামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, লেখক, সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতিক এই দারুল 'উলুমেরই উজ্জ্বল কতিপয় রত্ন।[৪৪১]

কাওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাধারা

কাওমী মাদ্‌রাসা সমাজ বা কাওম দ্বারা পরিচালিত মাদ্‌রাসাকে বোঝায়। এ জাতীয় মাদ্‌রাসাগুলো সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে এবং সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত, স্তরভিত্তিক, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি ইত্যাদির কোন স্বাতন্ত্র্য নিয়মনীতির অনুসরণ করা হয় না। তাছাড়া এ সকল মাদ্‌রাসায় সরকারী অর্থও বরাদ্দ করা হয় না। পাবলিকের অনুদানে এসব মাদ্‌রাসা পরিচালিত হয়ে থাকে।[৪৪২] এ জাতীয় মাদ্‌রাসার শিক্ষা কার্যক্রম ভারতের দারুল 'উলূম দেওবন্দ'র শিক্ষাধারার মূল উৎস হতে অনুসৃত। বাংলাদেশের কাওমী মাদ্‌রাসাসমূহ ইসলামি শিক্ষা ও আক্বিদাগতভাবে দারুল 'উলূম দেওবন্দের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আক্বিদাকে পালন করে থাকে। ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জিলার দেওবন্দ নামক এক নিভৃত পল্লীতে ৩০ মে ১৮৬৬ খ্রি. / ১ মহররম ১২৮৩ হি. মাওলানা কাসিম নানুতবী (১৮৩২-১৮৮০ খ্রি.)/ ১২৪৮-১২৯৮ হি.) এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৪৩] ১৮৭০ খ্রি. এ মাদ্‌রাসাকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে মুরাদাবাদ, লক্ষ্ণৌ

ঐকান্তিক প্রেরণায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াকালে তিনি হযরত থানভী দরবারে উপস্থিত হন এবং তার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে প্রথমে মুজাহিরুল উলূম পরে দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে ইসলামের মূল সুরটি দেশের জনগণের সামনে তুলে না ধরা পর্যন্ত সার্বিক ইছলাহ সম্ভব নয়। তাই তিনি অর্ধশতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে গিয়েছেন। এই বিদ্যোৎসাহী কর্মী পুরুষ ঢাকা আশরাফুল উলূম মাদ্‌রাসা, লালবাগ মাদ্‌রাসা ও ফরিদপুরে গওহরডাঙ্গা খাদেমুল ইসলামি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। খাদেমুল ইসলাম নামে একটি ইসলামি ইসলাহী সংগঠন ও কায়েম করে গিয়েছেন। তিনি ১৩৮৮ হি. সনে ইহলোক ত্যাগ করেন।

৪৩৯. ফখ্‌রে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম (র.) বাংলার গৌরব এই মনীষী কৃতিত্বের সঙ্গে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষালাভ করার পর জন্মভুমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় চলে আসেন। জনাব ইউনুস সাহেবের সহযোগীতায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আজীবন তিনি এর দায়িত্বে ছিলেন। হকের ব্যাপারে তিনি কারও মতামতের পরওয়া করতেন না। এই দেশে ইসলাম বিরোধী শক্তি বিশেষ করে ক্বাদিরিয়ানীদের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সফল সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। তার প্রজ্ঞা ও উপস্থিত বুদ্ধি অত্যান্ত প্রসিদ্ধ ছিল। কায়রো ইসলামি সম্মেলনে তিনি অতি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আরবি সাহিত্যে তার বুৎপত্তি ছিল অতুলনীয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ৭১ বৎসর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৪৪০. মুফতীয়ে 'আযম হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ (র.) সুন্নাতে নববীর উপর ইস্পাত কঠিন দৃঢ় এই বুযুর্গ দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষালাভ করার পর দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দীনি প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ইসলামি ফিকহ ও আইনে তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল। মৃত্যুর পূর্বে সংগ্রাম চমখালে একটি আদর্শ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান পুস্তক রচনা করে গিয়েছেন। হায়দারাবাদ উসমানিয়া ইউনিভার্সিটির দীনিয়াতের প্রাক্তন চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী, আলীগড় ইউনিভার্সিটির দীনিয়াতের প্রধান মাওলানা সাইফুদ্দীন আহমদ, আকবর আলী, মাওলানা ছহুল উসমানী, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিন্তাবিদ লেখক মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নৌরী, মাওলানা ইদ্রিস কান্দলভী, মাওলানা মুশাহিদ আলী, তাবলীগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.) এঁরা প্রত্যেকে এই কওমী মাদ্‌রাসা সমূহের এক একজন অনন্য সাধারণ প্রতিভা।

৪৪১. *বিশ্বকোষ*, খণ্ড -১৩, পৃ. ৫৫৩

৪৪২. *প্রাগুক্ত*

৪৪৩. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলি, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা: ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ১৫১

প্রভৃতি স্থানে আরো কওমী মাদ্‌রাসা গড়ে উঠে।[৪৪৪] বর্তমানে কওমী মাদ্‌রাসাগুলোতে বিষয়ভিত্তিক লেখাপড়া করানো হয় এবং সম্পূর্ণ বিষয়ে সমস্ত কিতাব পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।[৪৪৫] তবে তাদের গৃহীত শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীনতম। 'আলিয়া মাদ্‌রাসাগুলোতে বাংলা ও আরবি ভাষা প্রাধান্য থাকলেও কওমী মাদ্‌রাসাগুলোতে উর্দূ ও ফার্সি ভাষায় লিখতে বই পাঠ্য করা করা হয়েছে।[৪৪৬] কোন কোন পাঠ্য বইসমূহ শতাব্দী প্রাচীনতম। তাই তাদের এ শিক্ষাধারায় যুগোপযোগী শিক্ষিত করতে সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম হচ্ছে না বলে বিজ্ঞ মহলের ধারণা।[৪৪৭] বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট বড় প্রায় চার হাজার ক্বওমী মাদ্‌রাসা রয়েছে।[৪৪৮]

---

৪৪৪. *প্রাগুক্ত*

৪৪৫. অফিস রেকর্ড : ক্বাওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড

৪৪৬. ড.আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

৪৪৭. *প্রাগুক্ত*

৪৪৮. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলি, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে 'আলিয়া মাদ্‌রাসার গোড়াপত্তন

মুহাদ্দিস দেহলভী ও মোল্লা নিযামউদ্দীন (দরসে নিযামিয়ার প্রবর্তক) এ শিষ্য ছিলেন। জনসাধারণের জন্য তিনি মৌলভী মদন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত গুণাগুণ এবং দক্ষতা লোকদের মাঝে কিংবদন্তি হিসেবে প্রচলিত আছে।[৪৪৯]

১২ আগস্ট ১৯৬৫ খ্রি. দিল্লীর বাদশাহ শাহ্ আলম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলার দেওয়ানী (রাজস্ব আদায়কারী) নিয়োগ করলেও মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের তাৎক্ষণিক পরিবর্তন ঘটেনি। মুগল সাম্রাজ্য পতনের পর থেকে মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজ্য ও সম্মানহারা মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার বেসরকারী উদ্যোগ ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যেতে থাকে। অবস্থার অবনতি দেখে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, এক সময় রাজকার্য নির্বাহের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব হয়ে পড়বে।[৪৫০] প্রথম অবস্থায় ভারত-বাংলার জনসাধারণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত না করে শুধু নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির চিন্তা-চেতনা থাকলেও সময়ের চাহিদা তাদের সেই ধারণা পাল্টে দেয়। ফলে তৎকালীন বড়লাট বিচক্ষণ ইংরেজ গর্ভনর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস দেশের প্রশাসনিক এবং সার্বিক ব্যবস্থার প্রয়োজনের বিবেচনায় ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৫১]

কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ এপ্রিল প্রদত্ত একটি বিবরণী থেকে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়।

"১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতঃ আমাকে অনুরোধ করে যে, প্রেসিডেন্সীতে মোল্লা মাজদুদ্দীন নামের জনৈক ব্যক্তিকে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে রাখার ব্যাপারে আমি যেন সচেষ্ট হই। যাতে এখানকার মুসলমান ছাত্ররা প্রচলিত ইসলামি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে। এ প্রতিনিধি দল আমাকে অবহিত করে যে, এ ব্যক্তি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন। এ ধরনের গুণী লোক সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ব্যক্তি বিশেষ যোগ্যতা রাখেন।"[৪৫২]

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ১৪৭ বছর পর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে নিযুক্ত হন শামসুল 'উলামা কামাল উদ্দিন আহমদ, যিনি এ মাদ্‌রাসার প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ। তৎপূর্বে প্রথম অধ্যক্ষ ড. এ স্প্রেঙ্গার হতে আলেকজান্ডার হেমিলটন পর্যন্ত ২৫ জন অধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজরা।[৪৫৩]

---

৪৪৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসা ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট'২০০৪ খ্রি./রজব- ১৪২৫ হি., পৃ. ১২০

৪৫০. ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৪৫১. *Report of the Muslim Advisory Committee* (1934), Page- 17

৪৫২. M. Fazlur Rahman, *The Bengal Muslim and Engligh Education,* Page. 43

৪৫৩. এ জেড এম শামসুল আলম, মাদ্‌রাসা শিক্ষা, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. মে' ২০০২ খ্রি., পৃ. ০৪

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসা স্থাপিত হওয়ার পর ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১০ বছর কলকাতা ''আলিয়া মাদ্‌রাসা পাঠ্য তালিকায় দরসে নিযামিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল। অত:পর মাদ্‌রাসা সিলেবাস হতে হাদীস, তাফসীর বাদ দেয়া হয়। 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় ১১৮ বছর পর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ কলিকাতা মাদ্‌রাসায় হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্র চালু করা হয় এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রীকে 'টাইটেল' নাম দেয়া হয়।[৪৫৪]

মাওলানা মাজদুদ্দীন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রাথমিক অনুমতি পাওয়ার পরেই ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে শিয়ালদা রেল স্টেশনের নিকট ভাড়া বাড়িতে দরসে নিযামিয়া রীতি অনুযায়ী এ মাদ্‌রাসার ক্লাস শুরু করেন।[৪৫৫]

মোল্লা মাজদুদ্দীন প্রণীত কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষাক্রম ছিল নিম্নরূপ:

১। সরফ : মিযান মুনশা'ঈব, সরফ-ই মীর, পাঞ্জেগঞ্জ, যুবদা, ফসূলে আকবরী ও শাফিয়া।

২। নাহু : নাহুমীর, শরহে মিয়াতে 'আমিল, হেদায়াতুন্‌নাহু, কাফিয়া ও শরহে জামি।

৩। মানতিক : ছোগরা, কোব্‌রা, ইসাগুযি, শরহে তাহযীব, কিবতী মা'মীর ও সুল্লামুল 'উলূম।

৪। হিকমত : (বিজ্ঞান) মায়বুযী, শামছে বাজেগা।

৫। গণিত : খোলাসাতুল হিসাব, তাহরিকে আকলিদাস (মালাকায়ে উ'লা) তা'শরিহুল আখলাক, রেসালায়ে কুশজিয়া, শরহে চগমুনী।

৬। বালাগাত : মুখতাসারুল মা'আনী, (মোতাওয়্যাল)।

৭। ফিক্‌হ : শরহে বেকায়া, হেদায়া (আখিরাইন) ও আইয়্যালাইন।

৮। উসূল-ই ফিক্‌হ : নূরুল আন্‌ওয়ার, তাওজিহ, তালবিহ, মুসাল্‌রামুচ্ছবূত।

৯। কালাম : শরহে আকায়েদ-ই নাসাফী, শরহে আকা'ঈদে জালালী, মীর জাহেদ ও শরহে মাওয়াবিফ।

১০। তাফসীর : জালালাইন ও বায়দ্বাবী।

১১। হাদীস : মিশকাতুল মাসাবীহ।[৪৫৬]

অত:পর মোল্লা মাজদুদ্দীনের কর্মতৎপরতা ও আগ্রহ দেখে হেস্টিংস নিজ ক্ষমতা বলে বৌদ্ধপুকুর নামক স্থানে এক খন্ড জমি ক্রয় করে একটি ভবন নির্মাণ করেন এবং মাদ্‌রাসা পূর্ণমাত্রায় চালু করেন।[৪৫৭]

৪৫৪. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলীয় মাদ্‌রাসার ইতিহাস* ঢাকা: ই.ফা.বা.' ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ৪৩

৪৫৫. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ- ১২০ ও ১২১; এ.জেড.এম শামসুল আলম, *মাদ্‌রাসা শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪

৪৫৬. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলীয়াা মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, ঢাকা: ই. ফা.বা. ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ৪৩

৪৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর সমুদয় ঘটনার বিবরণ ও 'আলিয়া মাদ্‌রাসার সময়ের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব গর্ভনর উক্ত কাজের অনুমতি ও ব্যয় অনুমোদনের উদ্দেশ্যে পত্র লেখেন।[৪৫৮]

মাওলানা মাজদুদ্দীন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রাথমিক অনুমতি পাওয়ার পরেই ১৭৮০ খ্রি. সনে অক্টোবর মাসে শিয়ালদা রেল স্টেশনের নিকট ভাড়া বাড়িতে দরসে নিযামিয়া রীতি অনুযায়ী এই মাদ্‌রাসার ক্লাস শুরু করেন।[৪৫৯]

বাংলাদেশে 'আলিয়া মাদ্‌রাসা

কলিকাতা ''আলিয়া মাদ্‌রাসার নেসাবকে মডেল করে বাংলাদেশে ''আলিয়া মাদ্‌রাসার পত্তন হয় এবং প্রাসঙ্গিক প্রয়োজন অনুভব করে দেশের বিজ্ঞ জ্ঞানতাপসরা এ নেসাবকে আরো পরিমার্জিত করেছেন। যে কারিকুলাম ও নেসাব ছাত্র-ছাত্রীদের ইহকালীন ও পরকালীন জগতে উপকৃত করবে সেটিই অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত কামিল মাদ্‌রাসা ছিল ৪৮ টি, ফাযিল মাদ্‌রাসা ৩৯৯ টি, আলিম মাদ্‌রাসা ৪৩৪ টি এবং দাখিল মাদ্‌রাসা ৭৪১টি, সর্বসাকুল্যে ১৬২২টি। এতে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৭৬২৪ জন এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ। মাদ্‌রাসা শিক্ষিতের সংখ্যা ধরা হয় আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ।[৪৬০]

যুগ ও কালের বিবর্তনে পরিবেশ এবং সভ্যতার আধুনিকায়নে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশের 'আলিয়া মাদ্‌রাসারও প্রভূত উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে। গড়ে ওঠে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অনেক 'আলিয়া মাদ্‌রাসা। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে কামিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা হয়েছে ১২৬, ফাযিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা ৯৫৯, 'আলিয়া মাদ্‌রাসার সংখ্যা ৯৬৯, দাখিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা ৪৭৯৫, সর্বমোট ৬৮৪৯। এছাড়া ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসার সংখ্যা ২৩০৬৬, সর্বসাকুল্যে ২৯,৯১৫।[৪৬১] মাদ্‌রাসা শিক্ষার সূচনা হতে ইসলামি শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাস প্রণয়ন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া ও বেতন-ভাতা প্রভৃতি বিষয়ে অসঙ্গতি বিদ্যমান।[৪৬২] অন্যদিকে, সরকারী পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যার ক্ষেত্রে সরকারী মাদ্‌রাসা খুবই অপ্রতুল।[৪৬৩] সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে তিনটি ''আলিয়া মাদ্‌রাসা রয়েছে। এক. মাদ্‌রাসা-ই-'আলিয়া, ঢাকা,[৪৬৪] দুই. সরকারী 'আলিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট[৪৬৫] ও তিন. মোস্তাফাবিয়া সরকারী 'আলিয়া মাদ্‌রাসা, বগুড়া।[৪৬৬]

---

৪৫৮. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *'আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৪৫৯. *প্রাগুক্ত*

৪৬০. এ. জেড.এম. শামসুল আলম, *মাদ্‌রাসা শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬

৪৬১. *প্রাগুক্ত*

৪৬২. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *'আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৪৬৩. ড.আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

৪৬৪. *"মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা"* ইসলামি শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, বাংলাদেশের প্রাচীনতম মাদ্‌রাসা। বৃটিশ রাজত্বকালে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ দেশের কতিপয় মুসলিম মণীষীদের বিশেষ উদ্যোগে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বৌ বাজারে মাদ্‌রাসাটির কার্যক্রম শুরু হয়; তবে উক্ত এলাকাটি হিন্দু অধ্যুষিত হওয়ায় ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালেসী স্ট্রীটে স্থানান্তর করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মাদ্‌রাসাটি ৩৮ বছর পর্যন্ত (১৭৮১ খ্রি.-

১৮১৯ খ্রি.) (ইংরেজ পরিচালক কর্তৃক এবং ১৮১৯ খ্রি. থেকে ১৮৫০ খ্রি.), পর্যন্ত ইংরেজ সেক্রেটারী এবং মুসলমান সহকারী সেক্রেটারী দ্বারা পরিচালিত হয়। পাক-ভারত বিভক্তির পর এ দীনি শিক্ষা নিকেতন ঢাকায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্থানান্তরিত হয়, তখনকার মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন খ্যাতমান 'আলিম-ই দ্বীন ও ইসলামি শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর মুহাম্মদ যিয়াউল হক। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মাদ্‌রাসা ও লাইব্রেরীর যাবতীয় আসবাবপত্র ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার সদর ঘাটস্থ বর্তমান লক্ষ্মীবাজারের মুসলিম হাইস্কুলের ডাফলীন হলে এর কার্যক্রম শুরু করে। অতঃপর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বখশী বাজার মাদ্‌রাসার জন্য প্রয়োজনীয় জমি খরিদ করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 'আতাউর রহমান খান মাদ্‌রাসা ভবন ও ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে মাদ্‌রাসার স্থায়ীভাবে বখশী বাজারে (বর্তমানে যে স্থানে অবস্থিত) স্থানান্তরিত হয়। মাদ্‌রাসার বর্তমানে ১টি বিজ্ঞান ভবন, মিলনায়তন, একাডেমিক ভবন, ছাত্র সংসদ কক্ষ, ছাত্রাবাস ভবন এবং ৩০ হাজার মূল্যমানের দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বিশালাকারে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। তবে যথার্থ তত্ত্বাবধানের অভাবে ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। অতীব ঝাঁককজমক ও মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসার ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে দু'শত তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। [বি.দ্র. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর, ২০০৫ খ্রি. পৃ. ২৪৫ এবং গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন।] (তারিখ: ২৩.১০.২০১৫ খ্রি.)

৪৬৫. "*সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা সিলেট*" বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত তিনটি আলিয়া মাদ্‌রাসার মধ্যে সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা-ই সিলেট নিজ ঐতিহ্যে লালিত একটি দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এ মাদ্‌রাসা-ই আলিয়ার চেয়েও প্রাচীনতম। পাক-ভারত ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিভক্তির পর মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া, ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। অথচ সরকারী মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া সিলেট ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১-১৯০২ খ্রিস্টাব্দে সিলেট শহরের নাইওরপুর এলাকায় ইসলামি শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি বেসরকারী সংগঠন কর্তৃক "আনজুমান-ই-ইসলামিয়া" নামে একটি প্রাথমিক স্তরের মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এলাকার ধর্মানুরাগী মুসলমানদের ঐকান্তিকতায় অতি অল্প সময়ে লেখাপড়ায় অগ্রগতি সাধিত হয় এবং এর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী খানবাহাদুর আব্দুল মজিদ সি.আই.ই প্রকাশ কাপ্তামিয়া এক সময় মাদ্‌রাসাটির পরিদর্শনে আসেন। প্রতিষ্ঠানটির গুণগত মান দেখে ভূয়ঁসী প্রশংসা করলেন এবং ১৯১৩ খ্রি. থেকে মাদ্‌রাসাটিকে সরকারী ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিলেট শহরের কেন্দ্রস্থলে চৌহাট্টা নামক স্থানে মাদ্‌রাসার জন্য ৭.১৭ একক জমি সংগ্রহ করা হয়। প্রথমদিকে মাদ্‌রাসাটিতে ইবতেদায়ী, জুনিয়র পর্যায়ক্রমে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসার অনুসরণে ফাযিল শ্রেণি পর্যন্ত চালু করা হয়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ আবু নসর মোহাম্মদ ওহীদ এ মাদ্‌রাসায় কামিল শ্রেণীর অনুমোদন দান করেন। তখন কামিল হাদিস বিভাগ খোলা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে এ মাদ্‌রাসা থেকে ৪৯৭ জন ছাত্র কামিল "মুহাদ্দিস" হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছে। ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে সিলেটের মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। দেশের খ্যাতিমান ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আব্দুস সামাদ আযাদ, বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ এম. সাইফুর রহমান, স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এ মাদ্‌রাসার কৃতী ছাত্র। [বি.দ্র. ড. আ.ই.ম.নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত এবং গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন।] (তারিখ: ২৩.১০.২০১৫ খ্রি.)

৪৬৬. 'সরকারী বগুড়া মুস্তফাবিয়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা' বগুড়ার কতিপয় জনহিতৈষী ও ধর্মানুরাগী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার সময়ে বগুড়া অঞ্চলের এটিই একমাত্র দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা হলেন তৎকালীন বগুড়ার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের কৃতী সন্তান দানবীর সাতানী বাড়ীর জমিদার খানবাহাদুর হাফিযুর রহমান। তিনি নিজ তহবিলে থেকে প্রাথমিক উদ্যোগে সকল ব্যয় বহন করেন। অতঃপর উদ্যোগের সাথে সাথে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ব্যয়ভারে অংশগ্রহণ করেন। খানবাহাদুর হাফিযুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দীর্ঘদিন পরিচালনা কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্‌রাসার জন্য ১৫০ হাত/২০ হাত আকারের প্রাথমিক ঘরটি সাতানী জমিদার বাড়ীর মসজিদ এলাকায় তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে আরও আরো একটি আধাপাকা ভবন নির্মাণ করে একাডেমিক ভবন প্রসার করা হয়। ১৯৪১ খ্রি. দাখিল, 'আলিম ও ফাযিল শ্রেণির কার্যক্রম হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কামিল (হাদীস

উল্লেখ্য, সরকার স্বীকৃতি 'আলিয়া মাদ্রাসা ছাড়াও বাংলাদেশে আছে কয়েকশ' বা কয়েক হাজার কওমী মাদ্রাসা (খারেজী মাদ্রাসা) যা তাদের নিজস্ব সিলেবাস ও পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে।"[৪৬৭]

'আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাধারা

বাংলাদেশে 'আলিয়া মাদ্রাসাগুলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে পরিচালিত। এ বোর্ডের আওতাভুক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা বর্তমানে ৬৮৩৮ টি।[৪৬৮] **১৭৮১** খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনামলে মুসলিম যুবকদেরকে শিক্ষা ও আইন-আদালতে উপর্যুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আরবি ও ফার্সি শিক্ষার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এটিই ছিল উপমহাদেশের প্রথম 'আলিয়া মাদ্রাসা, যার উত্তরসূরী বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের 'আলিয়া মাদ্রাসাগুলো।[৪৬৯] এ মাদ্রাসার নেসাবকে মডেল করে বাংলাদেশ 'আলিয়া মাদ্রাসার পত্তন হয় এবং প্রাসঙ্গিক প্রয়োজন অনুভব করে দেশের বিজ্ঞ জ্ঞানতাপসরা নেসাবকে আরো পরিমার্জিত করেন। যে কারিকুলাম ও নেসাব ছাত্র-ছাত্রীদের ইহকালীন ও পরকালীন জগতে উপকৃত করবে তাই অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৪৭০]

১৯৭৮ খ্রি. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কামিল, ফাযিল, 'আলিম এবং দাখিল মাদ্রাসা সর্বসাকুল্যে **১৬২২**টি ছিল। এতে শিক্ষক সংখ্যা ছিল **১৭৬২৪** জন এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ধরা হয় আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ।[৪৭১] মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সাধারণ শিক্ষিতদের সাথে বৈষম্যপূর্ণ বিদ্যমান। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে ইবতেদায়ী, দাখিল 'আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরের ক্লাসসমূহ। ফাযিল ও কামিল সাধারণ শিক্ষা ধারায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের হয়েও এর জন্য কোন এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় নেই। সাধারণ শিক্ষা ধারায় এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি স্তরের সাথে যথাক্রমে দাখিল ও আলিম স্তরকে **১৯৮৫** খ্রি. থেকে সমমান প্রদান করা হয়েছে।[৪৭২] তবে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের দীর্ঘ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফাযিল ও কামিলকে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের সমমান প্রদান করেছে বাংলাদেশ সরকার। তবে আপাতত এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার অধীনে এ স্তরদ্বয় পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৬ খ্রি. থেকে বাংলাদেশে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেও পরিচালিত হচ্ছে।

বিভাগ), ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে কারিগরী বিভাগ, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে দাখিল বিজ্ঞান বিভাগ এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'আলিম বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। এ মাদ্রাসার দালানগুলো বিভিন্ন ব্লকে আকর্ষণীয় দৃশ্যে সুবিন্যস্ত। ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাসাটি ব্যাপক অবদান রাখছে। প্রতি বছর শতাধিক শিক্ষার্থী কুর'আন হাদীসের জ্ঞান আহরণ করে দ্বীন-মাযহাবের খিদমতে নিয়োজিত আছে। [বি.দ্র. ড.আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, পৃ. ২৫৬- ২৫৭, প্রাগুক্ত এবং গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন।] (তারিখঃ ২৩.১০.২০১৫ খ্রি.)

৪৬৭. ড. আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৪৬৮. মুহাম্মদ ইমতিয়ায চৌধুরী, *ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কাঙ্খিত শিক্ষানীতি*, ঢাকাঃ মাসিক পৃথিবী, নভেম্বর' ২০১২ খ্রি.

৪৬৯. ড. মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৪৭০. প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, *ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি পর্যালোচনা*, রজত জয়ন্তী, স্মারক পত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৪৭১. *প্রাগুক্ত*

৪৭২. *প্রাগুক্ত*

‘আলিয়া মাদ্‌রাসা ও এর ক্রমবিকাশ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭৫৭ খ্রি. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদৌলা পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজয় বরণ করেন। পরাজিত মুসলিম শাসক ও নাগরিকদের উপর নেমে আসে বিজয়ী ইংরেজদের জুলুম অত্যাচার ও নিষ্পেষণ। ইসলামি শিক্ষা সংস্কৃতি ও তাহাজীব তমুদ্দুনের উপর নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। বিলুপ্ত হতে থাকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্রগুলো। দু’এক যুগের মধ্যেই সকল মসজিদ ও মাদ্‌রাসার লালনক্ষেত্র ওয়াক্‌ফ স্টেটগুলো রাষ্ট্রয়ত্ত ও বেহাত হতে থাকে। ফলে শান্তিকামী মুসলিম জনতা কাঙ্গাল শ্রেণিতে পরিণত হয়।[৪৭৩]

এ সময় মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনে ইংরেজদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ফলে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার কতিপয় মুসলিম শিক্ষাবিদ ও নাগরিকের এক প্রতিনিধি দল তৎকালীন ভারতের বড়লাট স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সাক্ষাতকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বয়ং লর্ড হিস্টিংস-এর জবানীতে পেশ করা যেতে পারে।

“১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল আমার সাথে সাক্ষাত করে এবং আমাকে অনুরোধ করে যে, প্রেসিডেন্সিতে মোল্লা মাজদুদ্দীন[৪৭৪] নামক জনৈক ব্যক্তিকে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে রাখার জন্য আমি যেন সচেষ্ট হই, যাতে এখানকার মুসলমান ছাত্ররা প্রচলিত ইসলামি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে। এ প্রতিনিধি দল আমাকে অবহিত করে যে, এই ব্যক্তি ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানে অগাধ বুৎপত্তি সম্পন্ন, এ ধরণের গুণীলোক সচরাচর পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য, কলিকাতা এখন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নগরপীঠ হিসেবে উন্নীত হয়েছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্য অঞ্চল হতেও লোকেরা এই শহরে চলে আসছে। অন্যান্য প্রাচ্য দেশীয় রীতি অনুযায়ী ভারত এবং ইরানের জন্য ইহা খুবই গৌরবের বিষয় যে, এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লোকেরা তাদের মানসিক উন্নতির প্রয়াস পাচ্ছে। ভারতে মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর এখানকার শিক্ষাদীক্ষার অবনতি ঘটেছে এবং এই লুপ্ত প্রায় শিক্ষা পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সরকারেরও এমন অসংখ্য অফিসারের প্রয়োজন যাদের প্রচুর যোগ্যতা রয়েছে। কেননা অভিজ্ঞতা হতে দেখা গিয়েছে যে, ফৌজদারী আদালতে এবং দেওয়ানী আদালতে এ সময় জজ নিয়োগের ব্যাপারে খুবই যোগ্যতা সম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য লোকের প্রয়োজন। এই গণ্যমান্য মুসলমান প্রতিনিধিরা মনে করেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি যথার্থ যোগ্য লোকেদের মর্যাদা দিতে জানি। এজন্য তাঁরা এ ধরনের আবেদন নিয়ে আমার নিকট এসেছে। মোটামুটিভাবে তাদের দরখাস্তের বিষয়বস্তু ইহাই ছিল। সম্মিলিতভাবে পেশকৃত এই দরখাস্তের আসল বক্তব্য উদ্ধার করতে গিয়ে আমাকে আমার স্মৃতিশক্তির উপর জোর দিতে হয়েছে।

আমি এ প্রতিনিধি দলকে এই আশ্বাস দিয়ে বিদায় করেছি যে, যতটুকু সম্ভব আমি এ ব্যাপারে চেষ্টা করব। আমি উক্ত মোল্লা মাজদুদ্দীনকে অতঃপর ডেকে পাঠাই এবং জিজ্ঞেস করি যে, মুসলমানদের

---

৪৭৩. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলি, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা: ১৯৯৯, পৃ. ১৮

৪৭৪. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *তারিখে মাদ্‌রাসা আলিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

আকাঙ্খা অনুযায়ী এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারবেন কিনা। তিনি আমার কথায় সম্মত হলেন এবং ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাবিত মাদ্‌রাসার জন্য কার্যক্রম শুরু করে দিলেন"।[৪৭৫]
আজ সারাদেশে যে ওল্ড-স্কীম মাদ্‌রাসা প্রচলিত রয়েছে তার আদি সুতিকাগৃহ হল এ কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা, যাকে ঘিরে সকল মাদ্‌রাসা কার্যক্রম যুগ যুগ ধরে আবর্তিত হয়ে এসেছে, এভাবেই বৃটিশ আমলে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

মোল্লা মাজদুদ্দীন ছিলেন দরসে নিজামী মাদ্‌রাসার ছাত্র, তাই তিনি কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় দরসে নিজামী মাদ্‌রাসার শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। যা যুগের পরিবর্তনশীল চাহিদার তাগিদে সময় সময় কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আজও চালু রয়েছে। বিভিন্ন সংস্কার ও পরিবর্তনের পরও শিক্ষাসূচির মূল কাঠামো দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত ছিল, বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ্-এর মত বিষয়গুলো আজও মূলধারার উপর বিদ্যমান।[৪৭৬] যেসব শিক্ষাসূচি ও পাঠ্যপুস্তক তখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত ছিল তা নিম্নরূপ-

ক্রমিক	**বিষয়**	**পাঠ্যপুস্তক**
১.	সরফ (শব্দ প্রকরণ)	মিযান, মুনশাইব পাঞ্জেগাঞ্জ, যুবদাহ, সরফমীর, দাস্তরুল মুবতাদী ও ফসুলে আকবরী ও ইত্যাদি।
২.	নাহউ (বাক্য প্রকরণ)	নাহুমীর, শারহেমিয়াতু 'আমিল, হিদায়াতুন্নাহ, কাফিয়া ও শারহেযামী ইত্যাদি।
৩.	বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র)	মুখতাসারুল মা'য়ানী, মুতাওয়াল ও তালখীসুল মিফতাহ ইত্যাদি।
৪.	আদব (আরবী সাহিত্য)	নুফহাতুল ইয়ামান, সাব'আহ মুয়াল্লাকাহ, দীওয়ানে হামাসা, দীওয়ানে মুতানাব্বী ও মাকামাতে হারীরী
৫.	ফিকহ (ইসলামি আইন)	কুদুরী, শারহে বিকায়াহ ও হিদায়াহ ইত্যাদি।
৬.	উসুলে ফিকহ (আইন শাস্ত্রের নীতিমালা)	নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ-তালবীহ ও মুসাল্লাম ইত্যাদি
৭.	মানতিক (তর্কশাস্ত্র)	সুগরা, কুবরা, মীযান, আল-মানতিক, কুতবী, শারহে তানবীর ও মোল্লা হাসান, ইত্যাদি।
৮.	হিকমত (প্রাকৃতিক দর্শন)	মায়বুযী, সাদরা ও শামসে বাযেগা ইত্যাদি।
৯.	কালাম (ধর্ম তত্ত্ব)	শারহে আকায়েদুন্নাসাফী, খেয়ালী, মীরযাহেদ ও উসুরে 'আম্মাহ ইত্যাদি।
১০.	ফারাইয (অংশীদারিত্ব)	সিরাজী ও শরীফিয়াহ ইত্যাদি।

৪৭৫. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *তারিখে মাদ্‌রাসা আলিয়া*, পৃ. ৩৫; ম্যাগাজিন, পৃ. ২; ড. আইয়ুব আলী-৩৪ ১৭৮০ সালে লর্ড হিস্টিংস এর বোর্ড অব ডাইরেকটার্স ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এর নিকট লিখিত উক্ত চিঠির পূর্ণ বিবরণ *তারিখে মাদ্‌রাসা আলিয়া* এর ২৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে।

৪৭৬. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলি, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ওশিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *মাদ্‌রাসা আলিয়া ঢাকা. অতীত ও বর্তমান*, ১৭৮০-১৯৮০ খ্রি., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫; Dr. A.K.M Ayyub Ali, *History of traditiuional Islamic Education in Bangladesh*, Dhaka: Islamic Foundation 1403/1983, p. 35

১১.	রিয়াযী ও হায়াত (গণিত ও জ্যোতিবিদ্যা)	খুলাসাতুল হিসাব, তাহরীর-ই ওকলদিসা, তাহরীর শারহে চুগমানি, তাসরীহ ইত্যাদি।
১২.	মুনাযিরা (প্রতিযোগিতা)	রশীদিয়াহ
১৩.	তাফসীর (কোর'আনের ব্যাখ্যা)	তাফসীরে জালালাইন, বায়দাভী
১৪.	হাদীস (রাসুলের বাণী)	বুখারী শরীফ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মুয়াত্তা ইমাম মালেক ও ইবন মাজা।

শিক্ষার মাধ্যম

কলিকাতা মাদ্‌রাসা শিক্ষার মাধ্যম ছিল মুলতঃ আরবি ভাষা। তবে ক্ষেত্র বিশেষে উর্দু ও ফার্সি ভাষা ব্যবহারেরও সুযোগ ছিল।[৪৭৭]

'আলিয়া মাদ্‌রাসায় টাইটেল ক্লাস প্রবর্তন

মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়নকল্পে ও কলিকাতাবাসীদের দাবীর প্রেক্ষিতে আলো শিক্ষা কমিশনের সুপারিশক্রমে উচ্চ শ্রেণিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হিসেবে ১৯০৭ খ্রি. কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় টাইটেল কোর্স খোলা হয়। টাইটেল ক্লাস খোলার পর প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। প্রথমে এ টাইটেল ক্লাসের মেয়াদ ছিল তিন বছর। এ তিন বছর মেয়াদী টাইটেল (কামিল) কোর্স সমাপ্তির পর পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে "ফখরুল মুহাদ্দেসীন" ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তখন কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি পেতে নম্বর লাগত ৬৬% এবং দ্বিতীয় শ্রেণী পেতে প্রয়োজন হত ৫০% নম্বর।[৪৭৮]

'আলিয়া মাদ্‌রাসায় পরীক্ষা প্রবর্তন

১৮২০ খ্রি. পর্যন্ত সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণের কোন নিয়ম এদেশে ছিল না। মাদ্‌রাসা কমিটি শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সর্বপ্রথম ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এ নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা কেন্দ্র দেখার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উচ্চপদস্থ অনেক অফিসার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরীক্ষা কেন্দ্রে ভীড় করতে দেখা যেত কারণ এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি স্থানীয় লোকের কাছে ছিল তখনকার দিনে অপরিচিত ও এক নতুন ঘটনা।[৪৭৯]

'আলিয়া মাদ্‌রাসায় ইংরেজি প্রবর্তন

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত নওয়াব স্যার শামসুল হুদা কমিটির সুপারিশক্রমে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। মুসলমান শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গনে এবং মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মি. এ.

---

৪৭৭. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলি, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৪৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৪৭৯. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *তারিখে মাদ্‌রাসা আলিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

এইচ হার্ল-এর তত্ত্বাবধানে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তাঁর উপরই প্রথমে উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার অর্পন করা হয়।[৪৮০]

‘আলিয়া মাদ্‌রাসায় কোর্স প্রবর্তন

কলিকাতা মাদ্‌রাসায় ভর্তির মেয়াদ ছিল তের থেকে পনের বছর। মক্তবে বা অন্য শিক্ষকের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী মাদ্‌রাসার জুনিয়র বিভাগে হাশতুম বা অষ্টম জামায়াতে (শ্রেণি) ভর্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হত। সাত বছরের পাঠ শেষ করে তাদের সনদ দেয়া হতো। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসার শিক্ষাকাল আট বছর করা হয়। জুনিয়র শ্রেণি চার বছর এবং সিনিয়র শ্রেণি চার বছর। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে জুনিয়র শ্রেণির শিক্ষাকাল পাঁচ বছর করা হয়, যা ১৯০৮ খ্রি. পর্যন্ত চালু থাকে।[৪৮১]

মাদ্‌রাসা শিক্ষা থেকে হাদীস, তাফসীর পরিহারের সিদ্ধান্ত

মাদ্‌রাসার শিক্ষাক্রম থেকে হাদীস তাফসীর বাদ দিয়ে একটি আইন প্রণীত হয়। যার ফলে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্‌রাসার বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। পরে শিক্ষার্থীদের জোর প্রতিবাদের মুখে বিষয়গুলো আবার শিক্ষাসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[৪৮২]

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম “Board of Central Examination” নামে একটি মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। তৎকালীন সময়ে মাদ্‌রাসায় প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন শামসুল ওলামা খাজা কামালুদ্দীন আহমদ। তাকেই পদাধিকার বলে বোর্ডের প্রথম রেজিষ্ট্রার ও সহ-সভাপতি হিসেবে সার্বিক প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হয়। ওল্ড স্কীম মাদ্‌রাসাসমূহের পরীক্ষা পরিচালনার কতিপয় নিয়ম কানুন প্রবর্তন করা হয়। এ বোর্ডের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মাদ্‌রাসা-ই-‘আলিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৪৮৩]

শিক্ষা সংস্কার কমিটি ও নিউ স্কীম মাদ্‌রাসা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর সাত দশক পর্যন্ত শিক্ষা সংস্কার উন্নয়নের জন্য বহু কমিটি ও কশিন গঠিত হয়েছিল। তন্মধ্যে যে সব কমিশন মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছিল, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হল-

১. ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার কমিশন

২. ১৯০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দের আর্ল কনফারেন্স

৩. ১৯০৯-১০ খ্রিস্টাব্দের মাদ্‌রাসা কমিটি

৪. ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের হার্লী কমিটি- মোহামেডান এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি।

---

৪৮০. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলি, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৬; প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *তারিখে মাদ্‌রাসা আলিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৪৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; সে যুগে মাদ্‌রাসা শিক্ষা স্তর সমুহ ছিল নিম্নরূপ: ১. دهم ২. نهم ৩ هشتم ৪. هفتم ৫. ششم ৬. پنجم ৭. چهارم ৮. سوم ৯. دوم ১০. اولی [বি.দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *তারিখে মাদ্‌রাসা আলিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬]

৪৮২. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলি, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৪৮৩. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা*, অতীত ও বর্তমান ১৭৮০-১৯৮০, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

৫. ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের শামসুল হুদা কমিটি (বাটলার কমিটি)
৬. ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি বা মোমেন কমিটি
৭. ১৯৩৮-৪০ খ্রিস্টাব্দের মাওলা বখশ কমিটি।
৮. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সৈয়্যদ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসাইন কমিটি।
৯. ১৯৪৯-৫১ খ্রিস্টাব্দের ইষ্ট বেঙ্গল এডুকেশনাল সিস্টেম রিকনষ্ট্রাকশন কমিটি, আকরাম খাঁ কমিটি।
১০. ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী কমিটি।
১১. ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন।
১২. ১৯৫৯-৬২ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
১৩. ১৯৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দের ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন।
১৪. ১৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
১৫. ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের মাদ্‌রাসার শিক্ষা সংস্কার সংস্থা।
উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি কমিটি ও কমিশন মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কারের নানাবিধ উপায় সুপারিশ করে। তন্মধ্যে ২য় নম্বরে বর্ণিত আর্ল কমিটি ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন ও উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ৩য় ও ৪র্থ নম্বরে বর্ণিত কমিটির সুপারিশক্রমে মাদ্‌রাসা শিক্ষা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি পুরাতন মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতি যা ওল্ড স্কীম নামে পরিচিত। আর অপরটি শামসুল ওলামা আবু নসর ওয়াহিদ (মৃ. ১৯৫৩ খ্রি.) কর্তৃক উদ্ভাবিত নিউ স্কীম মাদ্‌রাসা নামে অভিহিত। এতে আরবি শিক্ষার সাথে ইংরেজি, বাংলা, গণিত ইত্যাদি বিষয়গুলো সাধারণ শিক্ষা সমমানে সংযুক্ত করা হয়।

সকল জুনিয়র ও সিনিয়র ওল্ড স্কীম মাদ্‌রাসাকে এটা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এমনকি নিউ স্কীম মাদ্‌রাসাতে সরকারি সাহায্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করেও তার প্রতি ছাত্র শিক্ষকদের আকৃষ্ট করা হয়। ফলে নিউ স্কীম মাদ্‌রাসার খবর অল্পদিনের মধ্যেই দেশের আনাচে-কানাচে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেশের মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ধর্মপ্রাণ লোকদের মধ্যে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়।[৪৮৪]

নিউ স্কীম শিক্ষাসূচি ও শিক্ষাকাল

নিউ স্কীম মাদ্‌রাসায় দু'টি স্তর। স্তর দু'টি হল- জুনিয়র মাদ্‌রাসা ও সিনিয়র মাদ্‌রাসা। জুনিয়র স্তরের শিক্ষাসূচিতে যে কোর্স অনুমোদিত হয় সে শিক্ষাসূচিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
(১) আরবি ও ইসলামি বিষয়াদী (২) আল কুর'আন (৩) উর্দু (৪) বাংলা (৫) গণিত (৬) ভূগোল (৭) ইতিহাস (৮) ইংরেজি (৯) অঙ্কন (১০) হাতের কাজ (১১) ড্রিল।
জুনিয়র মাদ্‌রাসায় যে সব বিষয় ছিল সে সব বিষয় সিনিয়র মাদ্‌রাসাতেও ছিল। তবে সিনিয়র স্তরের চারটি শ্রেণিতে যেসব বিষয়ে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয় তা হল-আরবি, ইসলামি আকায়েদ, ফারায়েজ ফিকহসহ গণিত ও ইংরেজি। মোট কথা, নিউ স্কীম মাদ্‌রাসা কোর্স এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে হাই মাদ্‌রাসা কোর্স সফলভাবে পরিসমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনবোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি শিক্ষা বিষয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের যেকোন বিষয়ে ভর্তি হতে

৪৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

সক্ষম হয়। ফলে নিউ স্কীম মাদ্রাসাকে ইসলামি শিক্ষা বিষয়ের ফিডার ইনস্টিটিউশনে পরিণত করা হয়।[৪৮৫]

নিউ স্কীম মাদ্রাসার জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ ও তার পরিণতি

দেশে বহু নিউ স্কীম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এমনকি কিছু কিছু সিনিয়র মাদ্রাসাতেও নিউ স্কীম কোর্স প্রবর্তিত হয় বটে, কিন্তু সেসব কোর্সের পড়ুয়া ছাত্রদের মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হতে থাকে। কারণ, মাদ্রাসার এত ভারী কোর্স পাঠে ছাত্ররা দিন দিন অনাগ্রহ ও অনিহা প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে দিনের পর দিন এ কোর্স পরিমার্জিত হতে থাকায় ইসলামি বিষয়ই কমতে থাকে এবং তদ্স্থলে সাধারণ বিষয় কোর্সভূক্ত হতে হতে একদিন নিউ স্কীম মাদ্রাসা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন এ নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে চালু থাকার পর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে "আতাউর রহমান খানের শিক্ষা কমিশনের" সুপারিশের আলোকে হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয়। হাই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বছরভিত্তিক খতিয়ান বিচার করলে দেখা যায় যে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে তথা আজকের বাংলাদেশে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে হাই মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৬৪টি। সেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১২৯৫০ জন। তৎকালীন সময়ে জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৮৯৬ টি এবং পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৩, ৩০৪ জন। একই সময়ে দেশে তখন ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ছিল ৭টি এবং সেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১২৯৪ জন। হাই মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ১৯৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৮৪টি। এরপর থেকেই নিউ স্কীম মাদ্রাসার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। তৎকালীন শিক্ষা পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৫৮ খ্রি. থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে হাই মাদ্রাসার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬ টিতে, যেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৮৩৯৩ জন। এ সময় জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৫১৫টি। তৎমধ্যে বালিকা মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৬৭টি। ১৯৬৫ খ্রি. থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে হাই মাদ্রাসার সংখ্যা সর্বনিম্ন দাঁড়ায় ৪টিতে এবং তখন জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৪টি অর্থাৎ তখন মোট নিউ স্কীমভূক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৮টি। এভাবেই নিউ স্কীম মাদ্রাসা সত্তর দশকে এসে একেবারেই নি:শেষ হয়ে যায়। এভাবে নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলো শিক্ষার আলো বিকিরণ করতে করতেই এক সময় নিষ্প্রভ হতে হতে মিটিমিটি জ্বলতে জ্বলতে একসময় স্কুলে বিলীন হয়ে নিজস্ব অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।[৪৮৬]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপনের পর থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই একের পর এক কমিটি তৈরি করে ইসলামি শিক্ষার সার্বিক সমস্যা সমাধান করার প্রয়াস চালিয়েছে। কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে মূল্যবান সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এসব সুপারিশ মানার সাথে একমত হতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুসলিম শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আলো কমিটি, শার্প কমিটি, নাথন কমিটি এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে হালে কমিটি নিয়োগ করে মূল্যবান সুপারিশ জমা করে। কিন্তু এ সকল সুপারিশের আলোকে কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

---

৪৮৫. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলি, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
৪৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

বরং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদাকে প্রেসিডেন্ট করে আবারো একটি কমিটি গঠন করা হয়। এতে বুঝা যায় ইংরেজ সরকারের এ কমিটির গঠন ছিল ইসলামি শিক্ষার প্রতি প্রহসন মাত্র। এছাড়া ইংরেজদের দোসর হিন্দুদেরও ইসলামি শিক্ষার প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট প্রণয়নকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি এর স্কীম সমর্থনে উল্লেখ করে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও মুসলমান ছাত্রদের সুবিধার্থে ইসলামি শিক্ষা অনুষদ থাকবে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামি বিষয় খোলার ব্যাপারে বিমাতাসুলভ আচরণ করে সেখানে মুসলমানদের ইসলামি শিক্ষার পথ চিরতরে বন্ধ করে রাখে।[৪৮৭]

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল এক পত্রের মাধ্যমে ভারতের ইংরেজ সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান কর্মসূচিতে যে কয়টি অনুষদ থাকবে তন্মধ্যে ইসলামি শিক্ষা হবে একটি আবশ্যিক অনুষদ। পরে মি. নাথন এ অনুষদকে বিভাগে রূপান্তরিত করেন আর এ বিভাগের সাথে জুড়ে দেয়া হয় আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগটিকে। পরে অবশ্য ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে বিভাগটিকে পৃথক করে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ নামে দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপদান করে।[৪৮৮]

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত শামসুল হুদা কমিটির সুপারিশক্রমে 'আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নতি লাভ করে। এ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতেই কামিল শ্রেণিতে ফিক্হ ও উসূসুল ফিক্হ বিভাগ খোলা হয়।[৪৮৯]

মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারী (মুমিন কমিটি) ১৯৩১-৩৪ খ্রি. খান বাহাদুর মৌলভী আব্দুল মোমেনের নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ইসলামি শিক্ষার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি গঠনমূলক সুপারিশ পেশ করে। যেমনঃ 'আলিয়া মাদ্রাসায় আরবি সাহিত্য, ইতিহাস তর্কশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রে কামিল ক্লাস খোলা, সাধারণ ইংরেজি স্কুলের ন্যায় মাদ্রাসায় ইংরেজি বাংলা ও গণিত সমমান করা। কলিকাতা মাদ্রাসায় মেডিসিন বিভাগ খোলা, স্কুলগুলোতে ৪র্থ শ্রেণিতে আরবি সিলেবাসভুক্ত করা, মাতৃভাষার মাধ্যমে ধর্মিয় শিক্ষা প্রদান করা, হুগলী মাদ্রাসা স্থানান্তরের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করা।[৪৯০]

এ কমিটির সুপারিশের শেষদিকে উল্লেখ করা হয় যে, সমাজের কিয়দংশ বিশেষ করে যুব শ্রেণিভুক্তরা চিন্তা করে যে, মাদ্রাসা কর্মক্ষম কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। তাই এগুলোর বিলুপ্ত সাধন করাই তাদের কামনা। কমিটি মনে করে যে, এটা অপরিপক্ক বয়সের বিভ্রান্ত ধারণা। তারা এর গভীরে প্রবেশ না করেই বাহ্যিক দিক থেকে এসব অবাস্তব মন্তব্য করেছে। তাই কমিটি এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করে। কমিটি আরো মত পোষণ করে যে, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা দানের

---

৪৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭
৪৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
৪৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
৪৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

গ্রহণ যোগ্যতার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এতে প্রয়োজন হবে কারিকুলামের কিছু পরিবর্তন করা।[৪৯১]

এ কমিটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কি নীতি অবলম্বন করা যায়, সে বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করা।

ইংরেজ আমলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পর্কে সর্বশেষ কমিশন গঠিত হয় **১৯৪১** খ্রিস্টাব্দে। এ কমিটির দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় করে মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সমস্যাদি চিহ্নিত করে একটি বড় ধরনের সুপারিশমালা পেশ করে। এ কমিটির নাম ছিল মাদ্‌রাসা শিক্ষা (মাওলা বক্স) কমিটি, **১৯৪১** খ্রিস্টাব্দে এ সুপারিশমালা কার্যকর হলে ইসলামি শিক্ষার মান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হতো। এক ডজন সংসদ সদস্য ও অনেক দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে গঠিত এ কমিটির মূল্যবান রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। তাঁদের এ সুপারিশমালা ইসলামি শিক্ষার ইতিহাসে এক মূল্যবান দলিল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[৪৯২]
মাওলা বখ্‌শ কমিটি তার ব্যাপক প্রতিবেদনে ৬৮টি সুপারিশ সন্নিবেশিত করেন। এগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল দেশের উভয় ধরনের মাদ্‌রাসার (ওল্ড ও নিউ-স্কীমভুক্ত) সার্বিকভাবে উন্নয়ন সাধন।

---

৪৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৪৯২. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *তারিখে মাদ্‌রাসা আলিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭;
মাওলা বখ্‌শ কমিটির সুপারিশমালা নিম্নরূপ ছিল:
কমিটি পুরাতন স্কীম মাদ্‌রাসার পাঠ্য বিষয়ের সংস্কারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কতগুলো সুপারিশ পেশ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১. কলকাতায় একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, যার আওতায় থাকবে ওল্ড-স্কীম ও নিউ-স্কীমভুক্ত সকল মাদ্‌রাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব। কমিটি অনুধাবন করেন যে, একটি এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ছাড়াও ইসলামি শিক্ষার উন্নয়ন, প্রসার ও গবেষণাসহ সমকালীন সাধারণ শিক্ষার আধুনিক বিষয়েও জ্ঞানার্জন প্রয়োজন।
২. প্রস্তাবিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় উপরোক্ত বিষয়সমূহের পরীক্ষা গ্রহণ করে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা প্রদান করবে।
৩. কমিটি মনে করেন, এসব দুর্বল, অদক্ষ ও অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা মাদ্‌রাসা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক ও অনভিপ্রেত।
৪. কমিটি লক্ষ্য করেন যে, মাদ্‌রাসাগুলোর ওপর একই সাথে দ্বিবিধ নিয়ন্ত্রক কাজ করছে। একদিকে সরকার, অন্যদিকে শিক্ষা বোর্ড, যার কারণে পরস্পরের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি করছে। এ ব্যাপারে কমিটি মনে করেন যে, মাদ্‌রাসাগুলোর ওপর একক প্রশাসন কাজ করা উচিত। সে লক্ষ্যেই কমিটি এধরণের সুপারিশ করেছেন।
৫. যখন প্রস্তাবিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। তখন প্রাথমিকভাবে তা একটি এফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি হবে। পরবর্তীতে এটাকে এমনভাবে উন্নীত করতে হবে, যাতে পর্যায়ক্রমে একটি একটি শিক্ষাদানকারী ও গবেষণা পরিচালনাকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
৬. কমিটি জোর সুপারিশ করেন যেন সরকার এ ধরনের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয়"এ্যাক্ট" দ্বারা এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেন।

মাওলা বখ্‌শ কমিটির আর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল

"That the lowest classes of old and new scheme Madrasahs be treated as equivalent in status to ordinary primary schools and maktabs established under the Primary Education Act and be allowed the same rights and privileges as are or may be enjoyed by other free primary schools"

কমিটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সুপারিশ করা হয় যে, ওল্ড ও নিউ-স্কীমভুক্ত মাদ্‌রাসাগুলোর সর্বনিম্ন চারটি শ্রেণিকে এবং যেসব মক্তব "Primary Education Act"-এর অধীনে স্থাপিত হয়েছে, সেগুলোকে একইভাবে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানের সমতুল্যভাবে গণ্য করতে হবে এবং অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ইংরেজ আমলে মাদ্‌রাসা শিক্ষার সিলেবাস সম্পর্কে সর্বশেষ কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। এ কমিটি মাদ্‌রাসা সিলেবাস (সৈয়্যদ মুয়াযযামুদ্দীন হোসেন) কমিটি ১৯৪৭ খ্রি. শিক্ষা নামে খ্যাত। কমিটির সুপারিশমালা ছিল ইসলামি শিক্ষার ইতিহাসে এক বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ। ইহা একান্ত যুগোপযোগী ও বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত হয়েছিল।[৪৯৩]

---

৪৯৩. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *তারিখে মাদ্‌রাসা আলিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫; সৈয়্যদ মুয়াযাম উদ্দিন কমিটির সুপারিশমালা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. বাংলার মুসলমানদের যথাযথ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতির উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে একটি "মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপন করা অপরিহার্য, যাতে মুসলমানরা তাদের লালিত ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রমে ধর্মীয় বিষয়ক শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত থাকে এবং সর্বোপরি মাদ্‌রাসা শিক্ষা একটি সুষ্ঠু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সে ব্যাপারে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

২. পুরাতন স্কীম মাদ্‌রাসার জন্য প্রচলিত "সেন্ট্রাল মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ড"- এ বেতনভুক্ত সচিব নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করতঃ অবিলম্বে "বেঙ্গল মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ড" নামে পুনর্গঠন করার সুপারিশ করা হয়।

৩. সনাতনী-স্কীমভুক্ত মাদ্‌রাসার কর্মকর্তাগণের সাথে "বেঙ্গল মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ডের" সচিবের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হবে উর্দূ ভাষা যেহেতু এখানে প্রয়োজনীয় করণিক ও টাইপ রাইটার মেশিনের প্রয়োজন হবে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থা গ্রহেণের সুপারিশ করা হয়।

৪. যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে মাদ্‌রাসা পরিদর্শনের জন্য একটি ভিন্ন পরিদর্শন কার্যালয় স্থাপন করে সেখানে ইসলামি বিষয়ে শিক্ষিত, যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের দায়িত্ব দিতে হবে। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনভাবেই কদাচ কোন হিন্দু ইন্সপেক্টর পরিদর্শনে যাবার সুযোগ না পায়।

৫. কোন শিক্ষার্থী যদি ইসলামি শরিয়তের বিধি বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করে, তবে সে মাদ্‌রাসা থেকে বহিস্কারের যোগ্য বলে বিবেচনা হবে।

৬. ক. মাদ্‌রাসার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন দানকল্পে মুসলিম শিক্ষার সহকারি জনশিক্ষা পরিচালককে চেয়ারম্যান করে একটি সাব কমিটি নিয়োগদানের সুপারিশ করা হয়।
খ. মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য চিহ্নিত বাংলা পাঠ্যপুস্তক ইসলামি শব্দের ব্যবহার ও ইসলামি আদর্শ ও ভাবধারার সন্নিবেশ ঘটাতে হবে।

৭. ক. মাদ্‌রাসায় কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষনার্থে অতিশীঘ্রই একটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা অপরিহার্য। সাথে সাথে উপযুক্ত শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণার্থে মিশর ও অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রেরণের জন্য সুপারিশ করা হল।

খ. উপরে ৪নং ক্রমিক-এ সুপারিশকৃত মাদ্‌রাসা পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সনাতনী-স্কীমভুক্ত মাদ্‌রাসাগুলোতে গ্রান্ট-ইন-এড দেওয়ার ব্যাপারে খরচের হার ও বেসরকারে দান ইত্যাদি বিষয়ে কোনরূপ সহযোগিতা না করেই মঞ্জুরি প্রদানের সুপারিশ করা হল। অন্যান্য শর্তাদি পূর্বে যেমন শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি পূর্ববৎ বহাল থাকবে।

৯. প্রতিটি মাদ্‌রাসায় (সনাতনী ও নতুন) অবৈতনিক প্রাথমিক শাখা থাকবে, যার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা ফান্ড থেকে অর্থায়ন করা হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে কিছু পরিমার্জন করা প্রয়োজন হবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম থেকে ইংরেজি শিক্ষা বিলোপ করার জোর, সুপারিশ করা হয়।

১১. ক. মুসলমান ছেলে-মেয়ের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণ বিদ্যালয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। আর তা হবে ইসলাম ধর্মের আদর্শের আলোকে। মুসলমান ছেলে-মেয়েদেরকে লেখাপড়ার জন্য মক্তবগুলোকে পুনর্গঠন করতে হবে।

খ. মুসলিম ছেলে-মেয়েদের জন্য চিহ্নিত স্কুলগুলোতে তৃতীয় শ্রেণী হতেই বাধ্যতামূলকভাবে আরবি বিষয় পড়াতে হবে।

গ. সাধারণত: প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা ইসলামি নীতিশিক্ষাসহ পবিত্র কুর'আন পাঠের জন্য সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে।

১২. ক. সনাতনী-স্কীমের মাদ্‌রাসার ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হওয়া উচিত। তবে সেক্ষেত্রে নরমাল পাশ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেন কোন বাধ্যবাধকতা অবলম্বন করা না হয়, তার সুপারিশ করা হয়।

খ. সনাতনী স্কীমভুক্ত মাদ্‌রাসায় নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের পরে বাংলা অবশ্যই ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৩. ক. মাদ্‌রাসার (ওল্ড এ্যান্ড নিউ) প্রাথমিক স্তরে উর্দূ অবশ্যই তৃতীয় শ্রেণি থেকেই পাঠ্যভুক্ত হবে।

খ. উর্দূ ভাষা মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে ৪র্থ শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত এবং সকল মাদ্‌রাসায় ৩য় শ্রেণি হবে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবিষয় হিসেবে থাকবে। এ স্তরের পর থেকে উর্দূ হবে ঐচ্ছিক বিষয়।

১৪. পাঠদানের ও পরীক্ষায় উত্তর লিখনের ক্ষেত্রে 'আলিম স্তর পর্যন্ত বাংলা ও উর্দূ উভয় ভাষা ব্যবহার করা হবে। তবে 'আলিম ও ফাযিলের ক্ষেত্রে তা হবে উর্দূ বা আরবি কিন্তু কামিল শ্রেণিতে আরবি ভাষা অত্যাবশ্যকীয় হবে।

১৫. বিভিন্ন স্তরে সনাতনী-স্কীম মাদ্‌রাসার পাঠদানের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল হবে নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	**স্তরের নাম**	**মেয়াদকাল**
১	জুনিয়র	৬ বছর মেয়াদি
২	আলিম	৪ বছর মেয়াদি
৩	ফাযিল	২ বছর মেয়াদি
৪	কামিল	২ বছর মেয়াদি

১৬. ওল্ড-স্কীম মাদ্‌রাসায় পাঠরত শিক্ষার্থীদের জন্য ৪টি সমাপনী ব্যবস্থা রয়েছে। একটি জুনিয়র কোর্সের সমাপ্তিতে, অপরটি 'আলিম কোর্সের পর তৃতীয়টি ফাযিল শেষে এবং সর্বশেষ পরীক্ষাটি হবে কামিল কোর্স সমাপনের পর। এসব পরীক্ষার পরিধি হবে নিম্নরূপ:

ক. জুনিয়র পরীক্ষা হবে চতুর্থ বছরের সিলেবাসের ভিত্তিতে।

খ. আলিম পরীক্ষা হবে শেষ দু'বছরের সিলেবাসের ভিত্তিতে।

গ. ফাযিল পরীক্ষা হবে এর সমস্ত সিলেবাসের ভিত্তিতে।

ঘ. কামিল পরীক্ষা হবে এর সমস্ত সিলেবাসের ভিত্তিতে।

১৭. ওল্ড-স্কীমের বিভিন্ন স্তরের ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ:

ক্রমিক নং	**স্তরের নাম**	**কয়টি নেওয়া যায়**	**ঐচ্ছিক বিষয়ক নাম**
১	জুনিয়র স্তর	একটি	ইংরেজি অথবা ফার্সি
২	আলিম স্তর	দুইটি	বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দূ, ফার্সি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান
৩	ফাযিল স্তর	একটি	বাংলা, ইংরেজি, উর্দূ, ফার্সি ও অর্থনীতি

১৮. মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ভাষা ও পাঠ্য বিষয় হবে নিম্নরূপ:

মাদ্‌রাসার বিভিন্ন স্তরের ভাষা

ক্রমিক নং	**স্তরের নাম**	**ভাষা**
১	প্রাথমিক স্তর	আরবি, বাংলা ও উর্দূ
২	জুনিয়র স্তর	বাংলা,আরবি, উর্দূ,ইংরেজি ও ফারসি
৩	আলিম স্তর	আরবি, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজি ও ফার্সির মধ্যে যেকোন দুটি ভাষা
৪	ফাযিল স্তর	আরবিসহ উর্দূ, বাংলা, ইংরেজি ও ফার্সির মধ্যে যেকোন আর একটি ভাষা

মাদ্‌রাসার বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ঃ

ক্রমিক নং	**স্তরের নাম**	**পাঠ্য বিষয়ের নাম**
১	প্রাথমিক স্তর	আরবি, বাংলা, উর্দূ, দীনিয়াত, গণিত, ভুগোল ও গ্রামীণ বিজ্ঞান
২	জুনিয়র স্তর	আরবি সাহিত্য ব্যাকরণসহ, কুরআন, হাদীস, ফিকহ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান ইংরেজি/ফার্সি
৩	আলিম স্তর	আরবি সাহিত্য, ফারায়েয, মানতিক, মুনাযারা ও উসূলে ফিকহ, বালাগাত, ইসলামের ইতিহাসসহ যেকোন দু'টি বিষয় (ইংরেজি, ফার্সি, বাংলা, উর্দূ ও পৌরনীতি ও তৎসহ একটি কর্মমুখী বিষয়, দর্জি বিজ্ঞান, কাঠের কাজ, সাবান প্রস্তুতি)
৪	ফাযিল স্তর	আরবি সাহিত্য (ব্যাকরণ ও কম্পজিশনসহ) হাদীস, উসুলে ফিকহ, কালাম, আধুনিক দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ও তাসাউস ইংরেজি/ফার্সি/বাংলা, উর্দূ/অর্থনীতি (যেকোন একটি) (দর্জি বিজ্ঞান, সাবান প্রস্তুত ও কাঠের কাজের মধ্যে একটি কর্মমূখী বিষয়) আলিম ও ফাজিল কোর্সে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের মান হবে এস.এস.সি-এর সমতুল্য।
৫	কামিল স্তর	নিম্নোক্ত ৬টি গ্রুপ প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পাড়ার সুযোগ থাকতে হবেঃ ১. হাদীস ও তাফসীর ২. ফিকহ ও উসূলে ফিকহ ৩. আদাব আরবি সাহিত্য (মর্ডান ও ক্লাসিক্যাল) ৪. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৫. ইসলামি দর্শন এবং তাবলীগ।

১৯. মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে বিশেষত: ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় । আর এটি হবে ঐচ্ছিক বিষয়ের একটি। এ মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় প্রতি বিভাগের প্রতি বিভাগের একটি কেন্দ্রে।

২০. আলিম ও ফাযিল কোর্সের সাথে অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকবে (দর্জি বিজ্ঞান, কাঠের কাজ ইত্যাদি)।

২১. ওল্ড-স্কীম মাদ্‌রাসার বিস্তারিত সিলেবাস সুপারিশমালা প্রস্তাব অনুসারে তৈরি হবে।

রিপোর্ট বাস্তবায়ন

এ কমিটিতে যেহেতু শুধু শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন না তিনি নিজেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বেও ছিলেন। তাই তিনি আগ্রহভরে এর সফল বাস্তবায়ন কামনা করেছিলেন। তাই যখন কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুতকরত: প্রথানুসারে সরকারের কাছে পেশ করা হলে অবিলম্বেই সরকার ৪ জুলাই, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তা অনুমোদন করেন। সরকার কমিটি কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টের ওল্ড-স্কীম মাদ্‌রাসা সিলেবাস সংক্রান্ত সুপারিশ অনুমোদন করেছে। আরো উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত সিলেবাস ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই থেকে সংশ্লিষ্ট মাদ্‌রাসায় চালু করা হবে।

সরকারি ঘোষণা অনুসারেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই থেকেই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক নতুন সিলেবাস কলকাতা ‘আলিয়া মাদ্‌রাসাসহ অন্যান্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্‌রাসাগুলোতে চালু করা হয়। কমিটি অন্যান্য প্রস্তাবাবলীর মধ্যে যেগুলো ক্রমিক নং ৩, ৫, ১০, ১২, ১৪-তে সুপারিশ করা হয় তা একটি পৃথক চিঠির মাধ্যমে অনুমোদনের ঘোষণা দেয়া হয়।

ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তানের জন্ম : কলকাতা ‘আলিয়া ‘আলিয়া মাদ্‌রাসা ঢাকায় স্থানান্তরকরণ

ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের জন্য যে সংগ্রাম চলছিল তা সফলতা লাভ করে। ফলে পৃথিবীর বুকে পাকিস্তান নামে একটি নতুন রাষ্ট্র ভারতবর্ষের বুক চিরে বেরিয়ে আসে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগষ্ট। ভারতবর্ষ বিভক্তির সময় ভারত ও বাংলাদেশের পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা দু’ভাগে বিভক্ত হয়। দুর্ভাগ্যবশত: কলকাতা শহর পশ্চিমবাংলার ভাগে পড়ে যায়। পূর্ববাংলার রাজধানী হয় ঐতিহাসিক ঢাকা শহর।

দেশ বিভাগের পর বিভিন্ন দফতর ভাগাভাগির জন্য অনেকগুলো কমিটি গঠন করা হয়। ঠিক তেমনি গঠন করা হয় শিক্ষাক্ষেত্রে। এ কমিটির উপরই কলকাতা মাদ্‌রাসার বন্টনের দায়িত্ব পড়ে।

কলকাতা মাদ্‌রাসার তদানীন্তন অধ্যক্ষ জিয়াউল হক সাহেব অনেক চেষ্টা-চরিতের পর কলকাতা ‘আলিয়া মাদ্‌রাসার আরবি বিভাগকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরে রাজি করান। আর এ অংশের ফার্সি বিভাগকে কলকাতার মূল মাদ্‌রাসায় রাখার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। তবে শর্তারোপ করা হয় যে, পশ্চিম বাংলার লজিস্ট্রিক জেনারেল এ মুসলিম লীগের যিনি সদস্য (স্যার খাজা নাজিম উদ্দীন সাহেব) তার অনুমোদন প্রয়োজন হবে। এদিকে যে কমিটি এসব ভাগাভাগির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তারা মাদ্‌রাসার লাইব্রেরির পুস্তকাদি, আসবাবপত্র, সরঞ্জাম, যা এ বিভাগের অধীনে ছিল তা পূর্বাহ্নেই পৃথক করে একটি ভিন্ন তালিকা প্রস্তুত করেন। একটি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সিলেবাসসহ কমিটির অন্যান্য প্রস্তাবাদির বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ দান করা হয়।[৪৯৪]

---

৪৯৪. নির্দেশের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ:

“সরকারের স্মারক নং ১৭২২ ইডেন তারিখ ৪ জুলাই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের বরাতে নির্দেশনামাবলে সাধারণভাবে মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নকল্পে এবং বিশেষভাবে ওল্ড-স্কীম মাদ্‌রাসা সম্পর্কে যে কমিটি গঠন করা হয়, উক্ত কমিটি তাদে অর্পিত দায়িত্ব যথারীতি পালন করতঃ তাদের কর্ম পরিধির আলোকে কমিটির রিপোর্ট পেশ করেছেন। [বি.দ্র. *বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*, ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রাণালয়, ১৯৭৪ খ্রি., পৃ. ২৪৩-৪৪]

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে ভারতের পক্ষে এস.এন.রায় এবং পাকিস্তানের পক্ষে এম.এম.খান পরস্পর দস্তখত করে মাল বুঝে নেন। মুসলিম লীগের নেতাও এ প্রস্তাব মেনে নেন এবং মাদ্‌রাসার উক্ত মাল সামান্য আসবাবপত্র, রেকর্ড, নথি বই পুস্তক, পূর্ব পাকিস্তানের আনার সিদ্ধান্ত হয়।
মাদ্‌রাসায় কর্মরত শিক্ষকদের 'অপশান' দেয়া হয় যে, যাঁরা ইচ্ছা করবেন তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে আসতে পারেন, আর যাঁরা চাইবেন কলকাতায় থেকে যেতে পারবেন। তবে কারো চাকরির ব্যাপারে কোনরূপ ক্ষতি করা হবে না। আর তাঁদের গচ্ছিত অর্থও ঠিকমত তাঁদের মালিকানায় থাকবে। এ চাকরি স্বাধীনতা পাবার ফলে, কলকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসার দু'জন জুনিয়র শিক্ষক ব্যতীত প্রায় সকল শিক্ষকই ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় এসে যোগদান করেন। কলকাতা মাদ্‌রাসার আসবাবপত্র, কিতাবাদি ও সাজ-সরঞ্জাম একত্রিত করে আনার জন্য প্যাকেটকরণসহ প্রয়োজনীয় কাজে মাদ্‌রাসার শিক্ষকরা যারপরনাই কষ্ট স্বীকার করেছেন। একত্রিত মালসামানার প্রথম পৃথক তালিকা প্রস্তুতকরণে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তন্মধ্যে মওলানা ওয়ালীউল্লাহ খানের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি লাইব্রেরির বইপুস্তকসহ তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে আনতে অমানবিক পরিশ্রম করেছেন। ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসার লাইব্রেরির প্রতিটি দ্রব্যের সাথে তার ছোঁয়া আজও লেগে আছে।

পাকিস্তান শাসনামলে ইসলামি শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা ১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.

১৯৪৭-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর থেকে ২৪ বৎসর চার মাস এদেশের শাসন ক্ষমতায় ছিল পাকিস্তানী শাসকবর্গ। পাকিস্তান একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল।[৪৯৫] এর নেতৃবৃন্দ ইসলামি সমাজ কায়েম, ন্যায় বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তারা পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্রে রুপান্তরিত করার কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেননি। ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে পরিবর্তন আনা দরকার ছিল তা করা হয়নি।

পাকিস্তানের আদর্শানুযায়ী শিক্ষার সমন্বিত উন্নয়নের পরিবর্তে বাস্তব ক্ষেত্রে বস্তুগত ভোগ বিলাসী মানসিকতা প্রাধান্য পেল। পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিশন যদিও ঘোষণা দিয়েছিল যে, আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা হবে।[৪৯৬] বৃটিশ শাসনামলেও আরবি ভাষা আবশ্যিক হিসেবে মাধ্যমিক পর্যায়ে পর্যন্ত সিলেবাসভুক্ত ছিল। অথচ পাকিস্তান আমলে জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে আরবি ভাষাকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে রাখা হয়।[৪৯৭] ফলে অনেক স্কুলে আরবি শিক্ষকদের পদে বিলুপ্ত হয়।
জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও নতুন শিক্ষানীতি নির্ধারণ কমিটি মাদ্‌রাসা শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র অক্ষুণ্ন রেখে এ শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করেছিলেন।[৪৯৮] শেষ পর্যন্ত

---

৪৯৫. মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, *বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস (১৯৭১-১৯৯০),* রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ ২০০১ খ্রি. পৃ. ৯৫

৪৯৬. The Pakistan commission on National Education declared that our educational system must play a fundamental part in the Preservation of the ideals which led to the creation of Pakistan and strengthen the concept of it as a unified nation.
[বি.দ্র. *History of traditional Islamic Education,* P. 180]

৪৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

৪৯৮. প্রাগুক্ত, PP. 176.177

সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগও নিয়েছিলেন। নতুন শিক্ষানীতিতে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদ্‌রাসা শিক্ষার কাঠামো পুনর্বিন্যাস করার এবং সাধারণ শিক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার সুপারিশ করা হয়েছিল। পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুযায়ী ইসলামই জাতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তি, উন্নতির সোপান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায় বিচারের উৎস এসব বিষয় শিক্ষাদানের জন্য পাঠক্রম ও পূনর্বিন্যাস করার সুপারিশ করা হয়েছিল।[৪৯৯]

উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলার সুপারিশ করা হয়েছিল। এ বিভাগের ছাত্ররা শুধু ইসলামই শিক্ষা করবে না তারা যেন প্রতিযোগিতায় বিশ্বে সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলাও করতে পারে, সে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এ লক্ষ্যে কয়েকটি নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করা হয়েছিল।[৫০০] পাকিস্তানের চব্বিশ বৎসরে কোন কর্তৃপক্ষই এ মহৎ উদ্যোগ ও সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করেননি, সরকারি মাদ্‌রাসা সংখ্যাও বৃদ্ধি করেনি। মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের জন্য কোন প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থাও করা হয়নি। পাকিস্তান আমলে নতুন করে যে তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তাতেও ইসলামি শিক্ষার উন্নয়নে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।[৫০১]

প্রস্তাবিত ইসলামি শিক্ষা ও গবেষণা ইনিষ্টিটিউট ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নেয়া হয়নি। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফোরকানিয়া, হাফিজিয়া, কাওমী ও দরসে নিজামী মাদ্‌রাসার উন্নয়নেও কোন ভূমিকা রাখা হয়নি। ১৯১৫ খ্রি. নিউ স্কীম মাদ্‌রাসাগুলো বন্ধ করে দিয়ে অধিকাংশ নিউ স্কীম মাদ্‌রাসাগুলোকে স্কুলে পরিণত করা হয়।[৫০২]

---

৪৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

৫০০. At the higher level the Islamic studies Departments of the universities should be strengthened in order to produce men. Who are not only well versed in religion but also fully responsive to the challenges of the contemporary world in selected universities full-feidged. Institutes of Islamic studies with programes of teaching research and publication should be developed
[বি.দ্র. *History of traditional Islamic Education in Bangladesh,* P. 181]

৫০১. পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়:
(১) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ খ্রি.
(২) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৫ খ্রি.
(৩) জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০ খ্রি.
উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম কমিটিতে ইসলামিক স্টাডিজ খোলা হয় বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর। [বি.দ্র. *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪]

৫০২. শামসুল 'উলামা আবু নসর ওয়াহিদ বৃটিশ ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার ভিত্তিতে একটি নতুন শিক্ষা কাঠামো নির্মাণ করেন। সে কাঠামোকে নিউ স্কীম আখ্যা দেয়া হয়। কাঠামোর আওতায় ইংরেজি, আরবি, ধর্মীয় শিক্ষা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইংরেজির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এ স্কীম তৈরি করা হয়। মোটামুটি একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে তা গড়েও উঠেছিল। ১৯১৫ খ্রি. থেকে নিউ স্কীম মাদ্‌রাসা চালু করা হয়। এ শিক্ষার মাধ্যমে যারা শিক্ষিত হয়ে বের হয়ে আসছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জীবন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তারা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এবং অনেকে প্রচুর খ্যাতিও কুঁড়িয়েছেন। এ শিক্ষা কাঠামোর মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান দ্বৈত দূর করে একমুখী ও একক একটা কাঠামো নির্মাণ করাই লক্ষ্য

এ সকল কমিটির মধ্যে নিম্নলিখিত ৮টি কমিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:
(১) মাওলানা আকরাম খান কমিটি, ১৯৪৭ খ্রি.[৫০৩] (২) আশরাফুদ্দিন কমিটি ১৯৫৬ খ্রি.[৫০৪]

ছিল। মাদ্রাসা শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার মাঝে সমন্বয় সাধন করা সহজ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৫ খ্রি. পূর্বে পাকিস্তান সরকার এ শিক্ষা পদ্ধতিকে বন্ধ করে দেয়। মাদ্রাসাসমূহে পুরাতন পদ্ধতি চালু করা হয়।

৫০৩. মাদ্রাসা সংক্রান্ত মাওলানা আকরাম খান কমিটির সুপারিশমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

(১২ তম) মাদ্রাসা পাঠ্যসূচির বিশেষ বিশেষ ইসলামিক বিষয়সমূহের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের ব্যবস্থা রেখে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার সকল গ্রুপের জন্য একান্ত আবশ্যিক বিষয়সমূহ পূর্ণগঠিত মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

(১৩ তম) পুরাতন স্কীমের মাদ্রাসার স্বীকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমন্বিত প্রচলিত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়াদী মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

(১৪ তম) মাদ্রাসার ইবতেদায়ী ও দাখিল কোর্সের বিষয়বস্তুকে সাধারণ শিক্ষার সমস্তরে সমন্বয় করতে হবে, যাতে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসার আলিম কোর্সে ভর্তি হতে পারে।

(১৫ তম) মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কোর্সের সময়কাল হবে নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	মেয়াদকাল
১	দাখিল	৪ বছর মেয়াদি।
২	আলিম	৪ বছর মেয়াদি।
৩	ফাজিল	২ বছর মেয়াদি।
৪	কামিল	২ বছর মেয়াদি।

(১৬ তম) মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষাদানের ভাষা হবে নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	শিক্ষার স্তর ও পরীক্ষার নাম	শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষার ভাষা	কোর্সের মেয়াদ
১	দাখিল	মাতৃভাষা	জুনিয়র স্কুলের মতই
২	আলিম	উর্দূ	শেষ দুই বছর
৩	ফাজিল	উর্দূ	পূর্ণ কোর্স
৪	কামিল	আরবি	পূর্ণ কোর্স

(১৭ তম) মাদ্রাসায় বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে উৎসাহদানের জন্য সরকার বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করবেন, যাতে করে এ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ বৃত্তিদানের উপরও জোর দেয়া হয়।

সুপারিশের বাস্তবায়নঃ

মাওলানা আকরাম খানের 'পূর্ববঙ্গ' শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণগঠন কমিটির' সুপারিশের আলোকেই ১৯৬৫ খ্রি. হতে প্রচলিত ও লালিত নিউ-স্কীম মাদ্রাসাগুলো ক্রমান্বয়ে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

৫০৪. মাদ্রাসা সংক্রান্ত আশরাফুদ্দিন চৌধুরী কমিটি সুপারিশমালাঃ

মাদ্রাসা সিলেবাসে সাধারণ বিষয়ে যেমন বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভুগোল, সাধারণ বিজ্ঞানও স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(খ) কামিল কোর্সে বর্তমানে ৪টি গ্রুপ রয়েছে। যথাঃ (১) হাদীস, (২) তাফসীর (৩) ফিক্হ (৪) আরবি সাহিত্য। এ স্তরে আরো নিচের গ্রুপ দু'টির অন্তর্ভূক্তির সুপারিশ করা হয়েছে।

- তুলনামূলক ধর্ম (Comparative Religion)
- ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (Islamic History and culture)

(গ) প্রাথমিক স্তরে আরবি গ্রামার শেখানো হবে তৃতীয় শ্রেণি থেকে। তার পূর্বে দু'বছর আরবি ভাষা পড়বে (ব্যাকরণ ছাড়া) যাতে ছেলেরা সহজেই এবং শীঘ্রই আরবি ভাষা শিখতে পারে।

(৩) আতাউর রহমান খান কমিটি, ১৯৫৭ খ্রি.[৫০৫] (৪) শরীফ কমিশনের রিপোর্ট ১৯৫৮ খ্রি.[৫০৬] (৫)

(ঘ) ফাযিল স্তরের ইংরেজি, আরবি, বাংলা ও গণিত সাধারণ শিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষার মানের সমতুল্য হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা ফাযিল পাস করার পর প্রয়োজনে সাধারণ শিক্ষার ইন্টারমিডিয়েট কোর্সে ভর্তি হবার সুযোগ পেতে পারে।

(ঙ) মাদ্‌রাসা সিলেবাস সংস্কার এমনভাবে করা উচিত, যাতে মাদ্‌রাসা শিক্ষার মূল কিতাব থেকে উচ্চমানের শিক্ষাদানের অভীষ্ট লক্ষ্য অব্যাহত থাকে এবং সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কোর্সভুক্ত করা নিশ্চিত, যাতে শিক্ষার সমাপান্তে মাদ্‌রাসা শিক্ষিতরা দেশের অর্থকরি কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে।

(১৭ তম) বর্তমানের ন্যায় মাদ্‌রাসায় বিভিন্ন স্তরে ৪টি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, যথা- দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল।

(১৮ তম) পি.টি.আই.গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামিয়াত শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫০৫. আতাউর রহমান খান কমিটির মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত সুপারিশমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

(ক) ওল্ড-স্কীম মাদ্‌রাসায় বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে ইংরেজি, বাংলা ও গণিত একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সিলেবাসভুক্ত করা হয়, যাতে উপযুক্ত শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল ইনিষ্টিটিউটে ভর্তি হতে পারে।

(খ) শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

(গ) মাদ্‌রাসায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষাধারায় গমণাগমণের সুযোগ অবশ্যই থাকবে।

(ঘ) যেখানে সাধারণ শিক্ষাধারায় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোর্স সমাপনে ৬ বছর সময় লাগে সেখানে ওল্ড-স্কীম মাদ্‌রাসায় সমপর্যায়ের কোর্স সম্পন্ন করতে সময় লাগে ১০ বছর তাই ওল্ড-স্কীম মাদ্‌রাসা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়:সীমা ২ বছর বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়।

(ঙ) বর্তমানের ওল্ড-স্কীম মাদ্‌রাসাগুলোর অবস্থা বর্তমান মাদ্‌রাসা বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতার আলোকে আগাগোড়া মনোযোগের সাতে নিরীক্ষণ করে দেখা দরকার, যাতে করে অযোগ্য ও অপ্রয়োজনীয় মাদ্‌রাসাগুলোকে চিহ্নিত করে বন্ধ করা সম্ভব হয় এবং উপযুক্তগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে অধিকতর উন্নত করা যায়।

(চ) ঢাকার মাদ্‌রাসা-ই-‘আলিয়াতে পর্যাপ্ত গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে মিশর ও আধুনিক মুসলিম বিশ্বের ন্যায় শীর্ষস্থানীয় একটি অন্যতম উচ্চমানসম্পন্ন ইসলামি শিক্ষাদান কেন্দ্র হিসাবে উন্নীত করা প্রয়োজন।

(১৮ তম) পূর্ণগঠিত মাদ্‌রাসাগুলোকে ১৯৫৮ খ্রি. থেকে সাধারণ শিক্ষার সাথে একীভূত করতে হবে এবং যে সব সুযোগ-সুবিধা এ মাদ্‌রাসাগুলো এতদিন যাবত ভোগ করে এসেছে তা অব্যাহত থাকবে।

(১৯ তম) পুরানো স্কীম মাদ্‌রাসাগুলোর ইবতেদায়ী শাখাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে একত্রীভুত করে এবতেদায়ী শাখা এখন থেকে বন্ধ করে দিতে হবে।

(২০ তম) প্রতি জেলায় অবস্থিত মাদ্‌রাসাগুলোর অবস্থান ও সংখ্যাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহকল্পে মাদ্‌রাসাগুলোর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জেলা শিক্ষা সার্ভে কমিটি গঠন করে মাদ্‌রাসার-প্রকৃত অবস্থা নিরুপন করতে হবে।

(২১ তম) এলাকায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট ও মহাবিদ্যালয়গুলোতে মাদ্‌রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

৫০৬. মাদ্‌রাসার শিক্ষা সম্পর্কে এস.এম শরীফ কমিশনের আংশিক সুপারিশমালা-

(ক) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল মুসলমান ছাত্রের জন্য ইসলামিয়াত একটি বাধ্যতামূলক পাঠ্যবিষয় হওয়া প্রয়োজন। যার সিলেবাস শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ-

i. সকল ছাত্র পবিত্র কোরআন শরীফ (নাজিরা) পাঠ করতে শিখবে।

ii. কালেমা, নামাজে ব্যবহৃত সূরা শিক্ষা, সকল মুসলিম ছেলে-মেয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। পবিত্র কুরআন শরীফ হতে আরও কয়েকটি সুরা মুখস্ত করতে হবে।

এস.এম হোসাইন কমিটি, ১৯৬৩ খ্রি.[৫০৭] (৬) বিচারপতি হামিদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৬ খ্রি.[৫০৮] (৭) নূর খাঁন শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৯ খ্রি.[৫০৯] (৮) শামসুল হক কমিটি, ১৯৭০ খ্রি.[৫১০] এক কথায় পরিপূর্ণ ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রচলন না করে পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করে এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত কমিশন ও কমিটিগুলোর সুপারিশ যদিও কখনও পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি তথাপি তাদের সুপারিশসমূহ শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিস্তর ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষার

---

iii. পবিত্র কুর'আন শরীফ, হজরতের (সা.) জীবনী, মুসলিম ইতিহাস, শিক্ষা ও সাহিত্য হতে গৃহীত উপাখ্যান ও উপদেশমূলক গল্প ইসলামিয়াত সম্পর্কিত পুস্তকে সন্নিবেশ করতে হবে। একে সহজ, সরল ও আকর্ষনীয় ভাষায় পরিবেশন করতে হবে এবং এতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে হবে।

iv. পবিত্র কুর'আন শরীফ হতে সামাজিক সৎকার্য ও বাস্তবক্ষেত্রে সাধুতা শিক্ষামূলক আয়াতের সংগ্রহ সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে এবং তরজমাসহ উহা শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। ছাত্রদিগকে এরূপ "আয়াত" আবৃত্তিতে সক্ষম হতে হবে।

v. (খ) নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণি

vi. ৯ম ও ১ম শ্রেণিতে ধর্ম শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তণ করতে হবে।

vi. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ধর্ম শিক্ষা ইসলামিক স্টাডিজ এর অঙ্গীভুত হবে এবং তা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে শিক্ষা দিতে হবে।

৫০৭. মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদ্‌রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ পাদপীঠ হিসাবে দেশে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবীতে দেশের মাদ্‌রাসার ছাত্র ও ইসলাম দরদী জনতার আন্দোলন দিন দিন তীব্রতর হতে থাকে। এ আন্দোলনের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে তদানীন্তন সরকার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস প্রদান করেন। সরকার তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে মে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর এবং আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি পূর্ণ এক বছর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কর্ম পরিধি মোতাবেক কার্য সম্পাদন করতঃ ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর রিপোর্ট জমা দেন।

৫০৮. বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশনের মাদ্‌রাসা সংকান্ত একমাত্র সুপারিশ-
মাদ্রসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ, বৈজ্ঞানিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রচলিত মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে।

৫০৯. এম নূর খাঁন কমিটির মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত সুপারিশের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ
পূর্ব পাকিস্তানের মাদ্‌রাসা, দারুল উলূম ও মক্তব ধরণের অনেক মাদ্‌রাসা প্রচলিত আছে, যেখানে প্রায় ৬ লক্ষ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে থাকে। এ শিক্ষার্থী বিভিন্ন স্তরে যথা দাখিল, আলিম ও কামিল পর্যায়ে পড়াশোনা করে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার ইতোমধ্যেই মাদ্‌রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক মাদ্‌রাসা বোর্ডও স্থাপন করেন। এসব মাদ্‌রাসা সিলেবাসের প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের মাধ্যমে সুপারিশ অনুযায়ী সিলেবাসে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয় ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়াদিও অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এ সমন্বয়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তকাম্য। সাথে সাথে এটা বাস্তবায়নের জন্য মাদ্‌রাসা বোর্ডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেয়া হয়। মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তর যথা দাখিল, আলিম, ফাযিল, ইত্যাদিকে সাধারণ শিক্ষার সমস্তরের সাথে সমতা বিধান এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহেণর পদক্ষেপ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কোর্স ও সময় লাগাতে হতে পারে। এ কাজ সম্পন্ন করা হলে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরা যে মর্যাদার চাকরি পেয়ে থাকেন তারাও সকল সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একইভাবে ঐ সুযোগ সুবিধা পাবেন।

৫১০. শামছুল হক কমিটির মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত সুপারিশের অংশ বিশেষ-
পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে প্রায় চার হাজার মাদ্‌রাসা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় তিন হাজারই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় নিয়োজিত। প্রায় এক হাজারের মত মাদ্‌রাসা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদান করে আসছে, যার কিছু কিছু কামিল পর্যায়ে (কলেজ স্তরে) এ সব মাদ্‌রাসায় পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষের মত।

ভৌত অবকাঠামো তৈরি, সিলেবাস কারিকুলাম প্রস্তুত, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শ্রেণিবিন্যাসে সাহায্য করে।

পাকিস্তান আমলের **১৯৪৭-১৯৭১** পর্যন্ত মাদ্‌রাসা শিক্ষার একটি খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হল:[৫১১]

	মাদ্‌রাসা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	মাদ্‌রাসা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা
সাল	১৯৪৭-৪৮		১৯৭০-৭১	
অনুমোদিত	১৯৪৭	-	৫০০৫	৬,৪৮০৬১
অনুমোদন ছাড়া	৯০৭	৩৯,৩৮১	৭০	৩২৩১

---

৫১১. ক.পূণর্গঠনের প্রস্তাব, প্রচলিত মাদ্‌রাসাগুলোর পুনর্গঠন সম্পর্কে জনগণের মতামত ও প্রস্তাবনা দেখা দরকার। দেশের উভয় পদেশের অধিকাংশ প্রখ্যাত আলেমগণ, মাদ্‌রাসায় নিয়োজিত অধ্যক্ষবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেচেন যে, প্রচলিত মাদ্‌রাসা শিক্ষকে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুর্নগঠিত করত: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে গ্রহণ করত: উভয় প্রদেশে একটি করে সংবিধিবদ্ধ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড গঠন করে তার অধীনে মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, স্বীকৃতি প্রদান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নসহ পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আরো প্রস্তাব করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডকে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ন্যায় সংবিধিবদ্ধ ভাবে পূর্নগঠিত করে মাদ্‌রাসার প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়নসহ সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণের কাজ অব্যাহত রাখবে।

খ. ধর্মীয় শিক্ষাকে যুগের চাহিদা অনুসারে পুনর্বিন্যাস করা দরকার, যাতে ইসলামের শিক্ষাকে এমন ভাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিফলিত করতে হবে, যাতে তা অনুপ্রেরণার উৎস ও চালিকাশক্তি হিসাবে দেশের একতা, সংহতি ও উন্নতি সাধনে এবং গণতন্ত্র পরমতসহিঞ্চুতা চর্চায় তথা আদর্শ সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে যা পাকিস্তান স্বাধীনতার জন্মমূলে নিহিত ছিল। এতোদ্দেশ্য সাধনে যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্বকারী একটি কারিকুলাম কমিটি গঠন করা দরকার যার সক্রিয় তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষাক্রম তৈরি করা যায়। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরা যাতে স্ব-স্ব ধর্মশিক্ষা পেতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

গ. উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে এমনভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে এ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা শুধু ধর্মীয় বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করবে না, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ সহজে ও পুরোপুরিভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

ঘ. আরো প্রস্তাব করা হয় যে, নির্বাচিত কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় একটি পূর্নাঙ্গ ইনিস্টিটিউট ফর ইসলামিক স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে পাঠদান কার্যক্রমসহ গবেষণা ও প্রকাশনার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর পরিচিতি ও ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর পরিচিতি ও ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

গবেষণা অঞ্চলের পরিচয় ও ইসলাম প্রচার

চট্টগ্রাম বাংলার একটি ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ ভৌগোলিক এলাকা। সংগত কারণেই বৃহত্তর চট্টগ্রামের পরিচিতির পূর্বে প্রাচীনকালের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি। বাংলা বলতে মূলত: সংগত কারণেই বৃহত্তর চট্টগ্রামের পরিচিতির পুর্বে প্রাচীন বাংলায় সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি তুলে ধরা সমাচীন মনে করছি। এক বিশাল বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের বুঝায়। প্রাথমিক পর্যায়ে একই ভূ-খণ্ডে মধ্যে বিভিন্ন ভৌগোলিক নামের অবস্থিতি ছিল। মূলত: ১৯৪৭ এর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রদেশের ভূ-খণ্ডই "বাংলা" নামে পরিচিত ছিল যা বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। প্রায় ৮০ হাজার বর্গ মাইল বিস্মৃত নদী, বিধৌত পলিদ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এ বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো, লুসাই পর্বতমালা, উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপাল তারই অঞ্চল; পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পর্বতরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। মুসলিমরাই সর্বপ্রথম বাংলার সমগ্র অঞ্চলকে 'বাংগালাহ' নামে অভিহিত করেন। বাংলার আদি নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীনকালে এখানাকার রাজার অপর দশ গজ উঁচু ও বিশ গজ বিস্মৃত প্রকান্ড 'আল' নির্মাণ করতেন বলেই এই এলাকাকেই বাংলা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

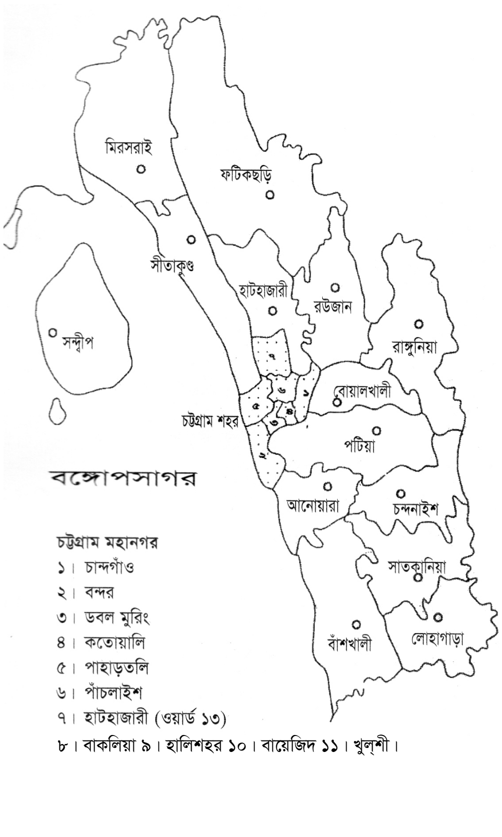

চট্টগ্রামের ভৌগলিক পরিচয়

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জিলা ও শহর। পশ্চিমে সমতল ভূমি ও পূর্বে গভীর জঙ্গলে ভরা দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল নিয়ে গঠিত চট্টগ্রামের ভূমণ্ডল। পশ্চিমে ছিল হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী। পূর্বে ১০টি মোঙ্গলীয় বংশ থেকে আগত উপজাতিদের অবস্থান। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলা গঠিত হয়।[১]

উত্তর চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী নদীর উত্তর-পশ্চিম তীর থেকে ফেনী নদীর দক্ষিণ-পূর্ব তীরে মধ্যবর্তী ভূ-ভাগটিকে উত্তর চট্টগ্রাম নামে খ্যাত করা হয়। কিন্তু স্থানীয়ভাবে উত্তর চট্টগ্রামকেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : উত্তর পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম চট্টগ্রাম। সীতাকুণ্ড পর্বতমালা পূর্ব দিকস্থ উত্তর চট্টগ্রামের অংশটির উত্তর-পূর্ব চট্টগ্রাম নামে খ্যাত হয়। সীতাকুণ্ড পর্বতমালা পশ্চিম দিকস্থ উত্তর চট্টগ্রামের অংশটি, সন্দ্বীপ ও উড়ির চরসহ উত্তর-পশ্চিম চট্টগ্রাম নামে খ্যাত হয়।

মধ্য চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম তীর থেকে মাতামুহুরী নদীর উত্তর তীরের মধ্যবর্তী ভূভাগটি মধ্য চট্টগ্রাম নামে খ্যাত হয়।

দক্ষিণ চট্টগ্রাম

মাতামুহুরী নদীর দক্ষিণ তীর থেকে নাফ নদীর উত্তর তীরের মধ্যবর্তী ভূভাগ ও কুবুবদিয়া, মহিষবাড়ী, সোনাদিয়া, শাহপরী ও সেন্ট দ্বীপ দক্ষিণ চট্টগ্রাম নামে খ্যাত হয়।

চট্টগ্রাম জিলার প্রশাসনিক বিভাগ

চট্টগ্রাম জিলা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ও তিন মহকুমায় বিভক্ত।[২] যথা :

১. সদর মহকুমা ২. পটিয়া মহকুমা ৩. কক্সবাজার মহকুমা।

চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন শহর সংলগ্ন নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী কিছু এলাকাসহ ছয়টি থানা নিয়ে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন গঠিত। যথা : কোতোয়ালী, ডবলমুরিং, বন্দর, পাহাড়তলী, পাঁচলাইশ ও চান্দগাঁও।

১. সদর মহকুমা সাতটি থানায় বিভক্ত যথা : সীতাকুণ্ড, সন্দ্বীপ, মিরসরাই, পাহাড়তলী, পাঁচলাইশ ও চান্দগাঁও।

২. পটিয়া মহকুমা ছয়টি থানায় বিভক্ত। যথা : পটিয়া, বোয়ালখালী, আনোয়ারা, সাতকানিয়া, বাঁশখালী, লোহাগাড়া।

৩. কক্সবাজার মহকুমা সাতটি থানায় বিভক্ত। যথা : চকরিয়া, কক্সবাজার, রামু, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, উখিয়া ও বাঁশখালী।

সম্প্রতি ১৯৮৫ সালে প্রশাসনিক প্রয়োজনে চট্টগ্রাম জিলা থেকে কক্সবাজার মহকুমার সাতটি থানাকে পৃথক করে নতুন জিলা কক্সবাজার-এর সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

১. আহসানুল হক, *চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, চট্টগ্রাম : ২০১৪ খ্রি., পৃ.- ১৩
২. *প্রাগুক্ত*

ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ও নবগঠিত কক্সবাজার জিলা এক ও অভিন্ন বলে এ গ্রন্থে লিখিত। চট্টগ্রাম বলতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম এবং তার সমাজ ও সংস্কৃতি বলতে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি বুঝতে হবে। থানা বলতে বর্তমান উপজিলা বুঝতে হবে।

চট্টগ্রাম জিলা

সীমানা

পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও ফেনী নদী, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ব্রহ্ম দেশের আরাকান। উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাফ নদী, এ ছাড়া সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, মাতার বাড়ী, সোনাদিয়া, শাহপরী, সেন্টমার্টিন, উড়ির চর- এই আটটি দ্বীপও চট্টগ্রাম অন্তর্ভূক্ত।

দৈর্ঘ্য-প্রস্থ

চট্টগ্রাম জিলা উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য টেকনাফ থেকে রামগড়ের ফেনী নদী পর্যন্ত ১৬৬ মাইল। প্রস্থে পূর্ব-পশ্চিমে-উত্তরে পাশে ৩০ মাইল এবং দক্ষিণে ৪ মাইল।

আয়তন : ২৭৮৭ বর্গ মাইল।

অবস্থান : ২০.৩৫ এবং ২২.৫৯ উত্তর দ্রাঘিমাংশ ৯১.২৭ এবং ৯২.২২ পূর্ব অক্ষাংশ।

প্রাকৃতিক বিভাগ : ১. উত্তর চট্টগ্রাম

২. মধ্যম চট্টগ্রাম

৩. দক্ষিণ চট্টগ্রাম

এই জিলার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য জিলা থেকে কিছুটা ভিন্ন। এ অঞ্চল পাহাড়, সমুদ্র উপত্যকা, অরণ্য ইত্যাদি নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। স্মরণাতীতকাল থেকে এর অসম ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশ বহির্বিশ্বের মানুষকে এখানে বসতি স্থাপনে আকৃষ্ট করেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত সীমায় ২০°-৩৫ থেকে ২২°-৫৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°-২৭ থেকে ৯২°-২২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ বরাবর এর অবস্থান।[৩]

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের লোক গণনা জরিপে আয়তন ২০৩৯ বর্গ মাইল বা ৫২৮২.৯৮ বর্গ কিলোমিটার উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে নদী এলাকা ৫৬১.৯৮ বর্গ কিলোমিটার এবং বনাঞ্চল ১২৪৩.১৪ বর্গ কি.মি.। একই গণনা অনুসারে চট্টগ্রাম জিলার লোকসংখ্যা ৫২,৯৬,১২৭। ঐ হিসাবে চট্টগ্রাম মহানগরীর আয়তন ৯৮৬.৩৪ বর্গ কিলোমিটার এবং লোক সংখ্যা ২১,৪৩,৮৬৬ জন। চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতির একটি বিবরণ নিম্নরূপ:

৩. ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৮৯ খ্রি., পৃ. ২

[৪]

চট্টগ্রামের নামকরণ

এ অঞ্চলের নাম কি করে চট্টগ্রাম হল এ বিষয়ে গবেষক লেখকদের বিভিন্ন মত দেখা যায়। জানা যায়, ১৬৬৬ সালে মোগলরা আরকানিদের পরাজিত করে চট্টগ্রাম দখল করে এ অঞ্চলের নাম রাখে ইসলামাবাদ। মোগল কর্তৃক চট্টগ্রাম দখলের পূর্বে জিলা হিসেবে চট্টগ্রামের কোন প্রশাসনিক কাঠামো ছিল না এবং কোন স্থায়ী সীমাও ছিল না। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর কাশিম আলী খানের নিকট থেকে ব্রিটিশরা এই জিলা অধিগ্রহণের পর এর নামকরণ করে চিটাগাং। জনশ্রুতি আছে যে, খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আরকানের বৌদ্ধ রাজা বাংলাদেশ আক্রমণ করে চট্টগ্রামে এক বিজয় স্তর স্থাপন করেন। ঐ স্তরে চি: তৌৎ গৌং অর্থাৎ ‘যুদ্ধ করা অন্যায়’ এই কথাগুলি লিখিত ছিল। সেই শব্দ হতে সম্ভবত চিটাগাং বা চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়েছে। গবেষক আবদুল হক চৌধুরী বন্দর শহর চট্টগ্রাম শীর্ষক গ্রন্থে চৈতগ্রাম ও চট্টল নামের উল্লেখ করেছেন। উক্ত বর্ণনায় দেখা যায়-চট্টগ্রামের পৌরাণিক নাম

৪. মুহাম্মদ খালেদ, সম্পাদক, *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রামঃ আজাদী প্রিন্টার্স লি. আন্দরকিল্লা, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১৫

ছিল চট্টল। হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরাণগ্রন্থে চট্টল নামের উল্লেখ দেখা যায়। চট্টগ্রামের বাঙ্গালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অভিমত যে, প্রাচীনকালে এখানে অসংখ্য বৌদ্ধ চৈত্য অবস্থিত ছিল বলে এ স্থানের নাম হয় চৈতগ্রাম। চৈত্য অর্থ বৌদ্ধ মন্দির কেয়াং বা বিহার। এই চৈত্যের সঙ্গে গ্রাম শব্দ যুক্ত হয়ে চৈত্যগ্রাম নামের উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে চৈত্যগ্রাম নাম বিবর্তিত হয়ে চট্টগ্রাম রূপ প্রাপ্ত হয়।

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ-এর চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্ব থেকে এ অঞ্চল চাটিগাঁও বা চাটগাঁও নামে পরিচিত ছিল। কথিত আছে যে, মুসলমান কর্তৃক গৌড় বিজয়ের কিছুকাল পর ১২ জন আউলিয়া চট্টগ্রামে আগমন করেন। তাঁরা জ্বীন-পরিদের দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য একটি আলোক বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করে একটি পাহাড়ে সংস্থাপন করেন। আলোক বর্তিকাটি ছিল একটি মৃৎ-প্রদীপ, যাকে চট্টগ্রামের ভাষায় চাটি বলা হয়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এ চাটির আলো ও আযানের ধ্বনির বিস্তারে এলাকা থেকে দৈত্য দানবরা পালিয়ে যায়। এভাবে এ স্থানটি মানুষের বাস উপযোগী হয়। উক্ত চাটি থেকে এলাকাটির নাম হয়েছে চাটিগাঁও বা চাটগাঁও। অদ্যাবধি প্রচলিত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক নাম হচ্ছে চাটগাঁ। যা উপরোক্ত ‘চাটিগাঁও’ বা ‘চাটগাঁও’ নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৫]

চট্টগ্রামের সীমানা হল উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। এ চুতু:সীমার মধ্যবর্তী ২৪৯৮ বর্গমাইলের ভূ ভাগই চট্টগ্রাম। কিন্তু চট্টগ্রামে ইসলামের আগমনকালে এর সীমানা এরূপ ছিল না। তৎকালে চট্টগ্রাম আরকানের অংশ ছিল, না ত্রিপুরার অংশ ছিল এ প্রসঙ্গে ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ড. আহমদ শরীফ স্বীয় গ্রন্থে সমতট ও হারিকেল রাজ্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রাচীন চট্টগ্রামের যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, চট্টগ্রাম আরকানেরই অন্তর্ভূক্ত একটি অঞ্চল। উক্ত গবেষকের তথ্য মারফৎ জানা যায় খ্রিষ্টীয় চার/পাঁচশতক অবধি আরকান ও চট্টগ্রাম ছিল এক অভিন্ন অঞ্চল।

চট্টগ্রাম একটি প্রাচীন সামুদ্রিক বন্দর। রোমান, গ্রীক, আরব নাবিক ও ভৌগলিকদের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দর প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন বন্দর। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের আমলে সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম অত্যাধিক খ্যাতি লাভ করে। কালক্রমে চট্টগ্রাম বন্দর জাহাজ শিল্প এবং বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। এ বন্দরে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের শক্তিশালী নৌ ঘাঁটি ছিল। ১৩৪০ সাল থেকে প্রায় দুই শ’ বছরে ইহা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন নদীপথে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ বাণিজ্য পরিচালিত হত। মোগল আমলে আধুনিক চট্টগ্রাম বন্দরের গোড়াপত্তন হয়। মোগল আমলে কর্ণফুলী নদীতে সদরঘাটের পত্তন হয়। তখন মোগল নৌঘাঁটি ও সওদাগরী জাহাজ সুলুকের পোতাশ্রয় চালু হয়।[৬]

---

৫. আবদুল হক চৌধুরী, *বন্দর শহর চট্টগ্রাম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৪

৬. আবদুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০, হেলাল উদ্দীন মুহাম্মদ নোমান, *ইস্‌লামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় চট্টগ্রামের ‘আলিমদের ভূমিকা*, চট্টগ্রাম : অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৫-৬

চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার

চট্টগ্রাম ইসলামের আবির্ভাব বিষয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাঁদের বর্ণনা থেকে জানা যায়- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আমলেই চট্টগ্রামে একাধিক সাহাবী এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের শাসনকালে বেশ কয়েকজন তাবিয়ী'র আগমন ঘটে। এরপর পর্যায়ক্রমে আরব বনিক-সূফী ও ইসলাম প্রচারকগণ আগমন করতে থাকেন। আধুনিক গবেষণায় চট্টগ্রামে আগমনকারী যে সকল মহান সাহাবী ও তাবিয়ীর নাম বেরিয়ে এসেছে এঁরা হলেন–

সাহাবী-

১. হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওয়াহাব (রা.)

২. হযরত তামীম আনসারী (রা.)

৩. হযরত কায়েস ইবন ছায়রফী (রা.)

৪. হযরত উরওয়াহ ইবন আছাছা (রা.)

৫. হযরত আবু কায়েস ইবন হারিসা (রা.)

তাবি'ঈ

১. হযরত মোহাম্মদ মামুন (র.)

২. হযরত মোহাম্মদ মোহাইমেন (র.)

৩. হযরত মোহাম্মদ আবু তালিব (র.)

৪. হযরত মোহাম্মদ মুর্তজা (র.)

৫. হযরত মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (র.)

৬. হযরত হামিদ উদ্দীন (র.)

৭. হযরত হোসেন উদ্দীন (র.)।[৭]

আরবেরা ছিল ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবসায়ী এবং সমুদ্র যাত্রায় অভ্যস্থ। প্রাচ্যের ব্যবসা বাণিজ্যে তাঁদের ছিল একক আধিপত্য। ইসলাম বিস্তারের পর কালক্রমে আরব ব্যবসায়ীরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম আগমন করেন এবং তারা ক্রমশ এদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। জানা যায় সপ্তম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রামের সন্দীপের সাথে আরব বণিকদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তবে এ সম্পর্ক শুধু বাণিজ্যিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। যাযাবর আরবরা পৃথিবীর যেখানেই গমন করেছে সেখানেই স্থায়ী হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিদায় হজ্বের সময় এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাহাবীকে সম্বোধন করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অথচ আরবে ১০০০ সাহাবীরও সমাধিস্থল পাওয়া যায় না। তাঁরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সেসব জায়গায় স্থায়ী হয়েছিলেন তেমনিভাবে এমন ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক যে, অনেক আরব বণিক স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে চট্টগ্রামে স্থায়ী হয়েছিলেন। চট্টগ্রামের অনেক পরিবার নিজদেরকে আরব বংশোদ্ভুত বলে দাবী করেন

৭. এ, কে, এম. মহিউদ্দীন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ২২

তাঁদের এ দাবী একেবারে উপেক্ষা করার মত নয়। অনেক চট্টগ্রামবাসীর চেহারা আদল গাত্রবর্ণ ও শারিরিক গঠন আরবদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আরব বণিকগণ ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

ড. এম. এ রহিমের ভাষ্য থেকে জানা যায়- পঞ্চদশ শতকে সন্দ্বীপ হাতিয়া ও বাংলার উপকূল এলাকায় বাংলার মুসলিম শাসকদের অধিকার বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে বারথেমা, বার্বোসা যখন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মেঘনার মোহনায় 'বাঙ্গালা' শহর পরিভ্রমণ করেন তখন তারা তথায় বহু আরব, ইরানী ও আবিসিনীয় বণিক এবং অন্যান্য মুসলমান বসতি দেখেছিলেন।[৮] ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক পর্যটক ইবন বতুতা চীন যাওয়ার পথে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়- তৎকালে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ ও উপকুলীয় দ্বীপে বহু আরব বসবাস করতেন।

আরব বণিক ছাড়া একদল সূফী দরবেশও চট্টগ্রাম তথা বাংলায় ইসলাম প্রচার করেন। খ্রিষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুফী সাধকের চট্টগ্রামে আগমন করার কথা এখানে প্রচলিত। জনশ্রুতিসূত্রে জানা যায়; তিনি হলেন সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী তিনি উত্তর পুর্ব ইরানের বোস্তামী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পীর ছিলেন সিন্ধুর সুফী সাধক আবু আলী। সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পীরের উপদেশ অথবা স্বেচ্ছায় সিন্ধুদেশ থেকে সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম আগমন করেন। তিনি চট্টগ্রামে আসার পথে প্রথমে সন্দ্বীপে অবতরণ করত: সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেন। অত:পর তিনি চট্টগ্রামে এসে নাসিরাবাদের এক জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় শীর্ষে আস্তানা স্থাপন করেন। তথা হতে তিনি লোকদের ইসলাম প্রচার করেন।[৯] ইতিহাস সূত্রে জানা যায় তিনি সর্বমোট ছয় বছর চট্টগ্রামে অবস্থান করেন। চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদে তাঁর একটি স্মারক সমাধি রয়েছে।

বায়েজিদ বোস্তামীর পরেও কিছু সংখ্যক ধর্ম প্রচারক ও আধ্যাত্মিক সাধক সন্দ্বীপে আগমন করেছিলেন তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ না পেলেও ১০৪৭ সালে মীর সৈয়দ সুলতান মাহমুদ মাহীসওয়ারের আগমন একটি ঐতিহাসিক সত্য। বায়েজিদ বোস্তামীর পর ইনিই হচ্ছেন বাংলার প্রথম এবং প্রাচীন ধর্ম প্রচারক। বল্‌খ হতে বাংলায় আগমনের পর প্রথমে তিনি সন্দ্বীপে ধর্মপ্রচার করেন। এর পর মৎস্যাকৃতির নৌকায় চড়ে বগুড়ায় চলে যান। এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। মহাস্থানে তাঁর মাজার রয়েছে।

চট্টগ্রামকে বার আউলিয়ার দেশ বলা হয়। চট্টগ্রাম শহর থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে সীতাকণ্ড থানাধীন সোনাইছড়ি ইউনিয়নে বার আউলিয়া নামে একটি গ্রাম এখনও বিদ্যমান এবং পাশাপাশি বারজন আউলিয়ার আস্তানা দেখানো হয়ে থাকে। ১৩শ শতাব্দীতে এ সকল মহান ওলী চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।[১০]

পাক ভারতের প্রথম তূর্কী সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবেকের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে বঙ্গ বিজয়ের সময় হতে রবার্ট ক্লাইভের দেওয়ানী লাভের সময় পর্যন্ত

---

৮. ড. আবদুল করীম *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রাম : ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ৯

৯. ওহীদুল আলম প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

১০. এ,কে,এম, মহিউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৫৬২ বৎসর কালব্যাপী ৭৬ জন মুসলমান সুবেদার সুলতান ও নওয়াব কর্তৃক বাংলাদেশ শাসিত হয়। এ সুদীর্ঘ কালে সন্দ্বীপে বিভিন্ন সময় মুসলিম উপনিবেশ স্থাপিত হয়।[১১]

চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের জৌনপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম তত্ত্ববিদ হিসেবে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি স্বীয় পীরের নির্দেশে বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কার কার্যে নিজকে উৎসর্গ করেন। তিনি ১২৮৩ সালে সন্দ্বীপে আগমন করেন। তাঁর দাওয়াতে সন্দ্বীপ তথা চট্টগ্রামের বহু অধিবাসী ইসলামে দীক্ষিত হয়।[১২] চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের সূচনা হয় সন্দ্বীপে। কারণ সে সময় জলপথই যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল। কালক্রমে চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে।

চট্টগ্রামে রাজনৈতিক ভাবে ইসলাম প্রচার বিষয়ে প্রখ্যাত গবেষক প্রফেসর ড. আবদুল করিম স্বীয় ‘চট্টগ্রামে ইসলাম’ শীর্ষক গ্রন্থে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষ্য মতে চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সর্বপ্রথমে যাঁরা ইসলাম প্রচার করেন, তাঁরা ছিলেন সূফী সাধক। এ সকল সূফী সাধক যখনই বিধর্মী কর্তৃক আক্রমনের শিকার হয়েছেন তখনই মুসলমান শাসকরা সূফী সাধকদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন অথবা মুসলিম শাসক ও সীমান্তবর্তী হিন্দু রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ লাগলে শাসকরা মুসলিম সৈন্যদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে সিলেটের ন্যায় চট্টগ্রামেও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একদিকে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের নাম জড়িত, অন্যদিকে কদল খান গাজী, পীর বদর প্রমুখ সূফীদের নাম জড়িত। প্রকৃতপক্ষে ‘চতুর্দশ শতক বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারও মুসলিম শাসন বিস্তারের স্বর্ণযুগ।[১৩]

মুসলিম শাসকগণ সূফীদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং তাঁদের সাহায্যার্থে সবসময় উদারতার পরিচয় দিতেন। ড. আবদুল করিম ইবন বতুতার বর্ণনা বিশ্লেষণ পূর্বক বলেন, সুলতানের পক্ষ থেকে একটি আদেশ জারী করা হয়। এ আদেশে বলা হয় সূফীদের থেকে যেন পথকর বা নৌকা ভাড়া আদায় করা না হয় এবং সূফীরা যে কোন শহরে পৌঁছলে তাদের যেন অর্ধ দিনার প্রদান করা হয়। প্রয়োজন বশত সূফীদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা হয়। এ তথ্যের আলোকে ড. আবদুল করিম মন্তব্য করেন, পরিস্কার বুঝা যায় এ সময় অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে চট্টগ্রাম, সিলেট ও সোনারগাঁও অঞ্চলে অধিক সংখ্যক সূফী যাতায়াত করেন। একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খ্রিষ্টীয় অষ্টম/নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রামের মুসলমানদের আগমন শুরু হয় এবং চতুর্দশ শতাব্দী থেকে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার জোরদার হয়। ঐ সময় ইসলাম প্রচারের সঙ্গে চট্টগ্রামে মুসলিম শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪]

---

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪, ৪৫

১২. মাওলানা আবদুল বাতিন, *সীরাত এ মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী*, এলাহবাদ : আসরারে করীমী প্রেস, ১৩৬৮ হি., পৃ. ৯-২৩

১৩. ড. আবদুল করীম, *চট্টগ্রামে ইসলাম* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

আনজুমান ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান হল একটি আদর্শ বা মিশনের বুনিয়াদ। কোন আদর্শ-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দরকার একই চিন্তাচেতনায় উজ্জীবিতদের ঐক্য ও সংহতি। সমমনারা আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই নির্দেশে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করার যে ব্যবস্থা তাই সংগঠন। আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর কালামে মজীদে ঐক্যবদ্ধ থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا[১৫] 'তোমরা আল্লাহর রশিকে মজবুত করে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'। স্বয়ং আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (সা.) এ আয়াতের বাস্তব নমুনা ছিলেন। তিনি নুবূয়াত প্রকাশের পূর্বে 'হিলফুল ফুযূল' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে বিশৃংখল আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। মদীনায় হিজরত করে পরস্পর বিবাদমান এক একাধিক ধর্ম গোত্র জাতির মানুষকে মদীনা সনদ এবং সাংগঠনিক ও সংবিধানিক সমঝোতার আওতায় ঐতিহাসিক ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন ফলে দ্রুত ইসলামকে মদীনা রাষ্ট্রের নেতৃত্বে নিয়ে এসেছিল। সংগঠনের যে যাত্রা শুরু হয় 'হিলফুল ফুযূল, সংঘ বা সমিতি দ্বারা, পর্যায়ক্রমে এর অনুসৃত আদর্শে গঠিত হয় তারই পরিনত রূপ হলো মদীনা রাষ্ট্র। এরপর হুদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা হল মহাবিজয়। ইরশাদ হয়েছে- انا فتحنا لك فتحامبينا[১৬] 'নিশ্চয় আমি আপনাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি'। ইসলাম এখন মদীনায় সীমিত থাকলনা। একের পর এক রাজ্যে ইসলামের আদর্শ বিকশিত হতে চলেছে। দশম হিজরিতে মাত্র দশ বছরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করলেন দীনের পূর্ণতা, নেয়ামতের পরিপূর্ণতা এবং জীবন ব্যবস্থা হিসেবে (দ্বীন) মনোনয়ন দিলেন। আধ্যাত্মিক অপ্রতিরোধ্য মহাশক্তির সাথে জাগতিক সাংগঠনিক হিকমতের যে অপূর্ব সমন্বয়ে ইসলাম এর মহাবিজয় ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। দীনের শ্বাশ্বত আদর্শ বাস্তবায়নে সিরিকোট আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর (১৮৫২- ১৯৬১) জীবন দর্শন ও কর্মকৌশলে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ভিত্তিকে শরী'আত-ত্বারীক্বাত প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন বিধায় কখনো মসজিদ, কখনো মাদ্রাসা, কখনো আন্জুমান, কখনো খানক্বাহ্ শরীফ, তৈরী করে সমমানাদের কাজে লাগানোর প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারে রেখেছেন ব্যাপক ভূমিকা এবং তিনিও মুসলমানদের সংগঠিত করে দ্বীন ইসলামের উপর অটল রাখতে সেখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন।[১৭] এছাড়া নিজ বাড়িতে দরবারে আলীয়া ক্বাদিরিয়া মসজিদটি এরও আগে নির্মিত হয়েছে। ১৯১২-১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের চৌহর শরীফে তাঁর পীর খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী[১৮] (র.)

---

১৫. আল-কুরআন, ৩: ১০৩

১৬. আল-কুরআন, ৪৮: ০১

১৭. Dr. Ibrahim M.Mahdi, *A Short history of Islam in South Africa*. P. No. 22-40

১৮. **হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.):** হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) হি. ১২৬২ মুতাবিক ১৮৪৩ খ্রি. পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এবোটাবাদ জিলার হরিপুর চৌহর মৌজার বুযর্গ হযরত ফকীর মুহাম্মদ খিজরী (র.) এর ঔরশে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তিনি

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। ছোট বেলায় কেবল পবিত্র কুরআন হিফ্য করেন। মা'আরিফে লুদুন্নীর প্রস্রবন উলূমে ইলাহীর ধারক, গুপ্ত রহস্যের অধিকারী আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান বিস্তারের অন্তরদ্রষ্টা, খাজা চৌহরভী (র.) হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর সালাত ও সালাম বিষয়ে রচিত রচিত বিশ্বের অদ্বিতীয় সর্ববৃহৎ ত্রিশপারা গ্রন্থ। এ গ্রন্থের পূর্ণনাম 'মুহায়য়্যিরুল উকূন ফী বয়ান আওসাফ-ই-আক্বলিল উকূল মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতির রাসূল' (সা.)' যা মাজমুওয়া-ই-সালাওয়াত-ই-রাসূল (সা.) নামে পরিচিত। ত্রিশপারা মহাগ্রন্থ আল কুরা'আনুল করীম এরপর ত্রিশপারা বুখারী শরীফ এরপর দুরূদ শরীফের উপর লিখিত ত্রিশপারার এটা।

রচনাকাল : ইল্মে লুদুনীর ধারক-বাহক, আল্লাহ্ প্রদত্ত অসাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ভান্ডার খাজা চৌহরভী (র.) রচিত ত্রিশপারা দুরূদ শরীফ। প্রতি পারা ৪৮ পৃষ্ঠা করে ১৪৪০ পৃষ্ঠার এ বিশাল গ্রন্থখানা ১২ বছর ৮ মাস ২০ দিনে রচনা করেছেন। যা রচয়িতার কামালিয়াত ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

প্রকাশকাল : হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) রচিত মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াত-ই-রাসূল (সা.) কিতাবখানা লিখার কাজ তাঁর জীবদ্দশায় সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশী সময়ের রচনা কাজের বিষয়টি কেউ বুঝতে পারেনি। প্রচারবিমুখ এ মহান সাধক সর্বদা ও তাঁর নিজকে গোপন রাখার চেষ্টা করতেন। ত্রিশপারা দুরূদ শরীফের রচনা কাজ সমাপ্ত হলে রেঙ্গুনে অবস্থানরত খলীফা হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-কে পত্র মারফত তা মুদ্রণ ও প্রকাশে নির্দেশ দেন, মুর্শিদের নির্দেশ পেয়ে তিনি বলেন,
"হামতো তাজ্জুব হো গিয়া, হাম তো হামারা আন্দর নাথা, এইসে আযীমুশ্শান হাস্তি হামকো নসীব হুয়া, লেকিন আপ আপকো ছুপায়া, উম্মী থে, লেকিন তিস পারা দুরূদ শরীফ লিখা জু দুনিয়া মে বে মেসাল হ্যায়। যব দুরূদ শরীফ ছাপানে কো প্রেস মে দিয়া, চৌহর শরীফ সে খবর আয়া কেহ্ হুযূর সিরিকোটি দুনিয়াসে রুখসত ফরমায়া। আগর ইয়ে দুরূদ শরীফ ছাপাওয়াতে তব তো আপকা বেলায়ত ওয়া জযবাত যাহির হো যাতে, ইস্কি পহেলে আপ ছুপ গেয়া"
হযরত সিরিকোটি (র.) এর পত্রে আরো উল্লেখ করা হয়, মাজমুয়ায়ে সালাওয়াত-ই-রাসূল (সা.) এর যেন একটা মুদ্দামাহ্ (ভূমিকা) প্রস্তুত করা হয়। ভূমিকায় দুরূদ শরীফের ফযীলত, তিলাওয়াতের পদ্ধতি ও ক্বিরাতের নিয়মাবলী ব্যক্ত করা হয়। খাজা চৌহরভী (র.) জীবদ্দশায় এ কাজের দায়িত্ব মুহ্তারাম মাওলানা আজমত উল্লাহ সিরিকোটি কে অর্পন করেন, তিনি খাজা চৌহরভীর (র.) নির্দেশে একটা মুকাদ্দামাহ্ (ভূমিকা) তৈরি করে হযরতের সামনে পেশ করেন। খাজা চৌহরভী (র.) বলেন, মুকাদ্দমাহ্ যথার্থ হয়েছে তবে আরো কিছু সংযোজন দরকার। তাই ২য় সংস্করণে মুকাদ্দামাহ্ সংযোজন করে রেঙ্গুনে হযরত সিরিকোটি (র.) নিকট প্রেরণ করেন। মাওলানা আজমত উল্লাহ লিখিত মুকাদ্দমায় আরো কিছু সংযোজন করে খাজা চৌহরভীর (র.) সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শাজরায়ে কাদিরীয়াসহ তরতীব দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রেসালা প্রকাশ করা হয়। হযরত খাজা চৌহরভীর (র.) নির্দেশে এ বিশাল কিতাবখানা তাঁর খলীফা সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.) দ্বার কিতাবখানা সর্ব প্রথম ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বার্মার রেঙ্গুন শহরে ছাপানো হয়। আহমদ উল্লাহ এবং ভক্ত-অনুরক্তরা। প্রকাশনার খরচ নির্বাহ করেন।
হিজরী ১৩৭২ মুতাবিক ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমীর শাহ পেশোয়ারী (র.) এর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ করেন। পরবর্তীতে সিরিকোট দরবারের মুর্শিদে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) এর নির্দেশে আঞ্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর তত্ত্বাবধানে হিজরী ১৪০২ মুতাবিক ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা, উর্দূ ও ইংরেজি ভূমিকাসহ ৩য় সংস্করণ ছাপানো হয়। পরে মুর্শিদে বরহকের তত্ত্বাবধানে পূর্ণ উর্দূ অনুবাদসহ সিরিকোট দরবার থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সাজ্জাদানশীন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা. জি. আ.) ও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ (মাঃ জিঃ আঃ) এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ উর্দূ অনুবাদসহ ১৪১৬ হিজরী মুতাবিক ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরিকোট দরবার থেকে প্রকাশিত হয়। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) এর নির্দেশে পাকিস্তানের বিখ্যাত উর্দূ সাহিত্যিক, ইসলামি চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আবুল হাসনাত মুহাম্মদ আশরাফ সিয়ালভী এ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করেন।
বৈশিষ্ট্যা : খাজা চৌহরভী (র.) রচিত ত্রিশপারা গ্রন্থখানি আল্লাহ্র কুদরত, রাসূল (সা.)-এর মুযিজা ও খাজা চৌহরভী (র.)-এর আধ্যাত্মিকতার দলীল। এ গ্রন্থের মর্মস্পর্শী আবেদন পাঠক ও শ্রোতাকে আধ্যাত্মিক জগতে

নিয়ে যার। গ্রন্থের প্রতিটি বাক্য আল্লাহ্‌ভীতি ও নবীপ্রেমের আকর্ষণীয় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থের তিলাওয়াতের মোহনীয় আস্বাদ পাঠককে মোহিত করে। ভাষার সাবলীলতা ও অলংকার সর্বত্র সমভাবে দীপ্তমান। অভিনব উপস্থাপনা ও অপূর্ব বাচনভঙ্গি পাঠককে মুগ্ধ করে। অনুপম ভাষাশৈলী, অপূর্ব শব্দচয়ন, বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা, ভাবের গভীরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ইত্যাদির বিচারে এ বিশাল গ্রন্থ শ্রেষ্ঠত্বের মানে অধিষ্ঠিত।

বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বিন্যাস : উলূমে ইলাহীর ধারক খাজা চৌহরভী (র.) রচিত মাজমুয়ায়ে সালাওয়াত-ই-রাসুল (সা.) গ্রন্থের বিষয়বস্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হুযূর (সা.)-এর জীবনধারা পবিত্র হাদীস শরীফ থেকে উৎসারিত। এ গ্রন্থের আবেদন ও বক্তব্যসমূহ শতাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাব দ্বারা সমর্থিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ গ্রন্থের জুড়ি নেই। অলৌকিক ও আধ্যাত্মিকতার মানদন্ডে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এ গ্রন্থের আবেদন চিরন্তন। এ গ্রন্থের গভীর আলোচনা ও গবেষণার অবকাশ রয়েছে। এ গ্রন্থে মহান রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বাগত প্রকাশগত শাশ্বত চিরন্তন, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সত্বা অপরিসীম ক্ষমতা, মহান, শ্রেষ্ঠ ও বিশালত্বের বর্ণনা ব্যক্ত হয়েছে। সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন স্তরগত, অস্তিত্বগত, দর্শনগত, তাওহীদ স্তরের বিভিন্ন রহস্যময় আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। রাসূল পাক (সা.) এর সত্বাগত, নূরগত, জ্ঞানগত, গুণগত, চরিত্রগত, কর্মগত, নুবূয়াত-রিসালাত, ইমামত, বেলায়ত, খেলাফত, ইবাদত, রিয়াযত প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় চমৎকারভাবে তাত্ত্বিক আলোচনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। মনোমুগ্ধকর হৃদয়গ্রাহী মহিমা ও বরকতময় এ বিশাল গ্রন্থ রচয়িতার অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, ত্রিশপারার প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা বিষয়বস্তু :

১ম পারা : ফী নূরীহি ওয়া যাহুরিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
২য় পারা : ফী সালাওয়াতিহি ওয়া সালামিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
৩য় পারা : ফী বাদ্‌নিহি ওয়া আযায়িহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
৪র্থ পারা : ফী লিবাসিহি ওয়া মালাবাসিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
৫ম পারা : ফী নাসাবিহি ওয়া হাসাবিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
৬ষ্ঠ পারা : ফী আসমায়িহি ওয়া শারাফাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
৭ম পারা : ফী আসমায়িহি ওয়া সিফাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
৮ম পারা : ফী সিয়াদাতিহি ওয়া সায়্যিদিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
৯ম পারা : ফী তাহ্‌মীদিহি ওয়া তামজীদিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
১০ম পারা : ফী ইসরায়িহি ওয়া মি'রাজিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
১২দশ পারা : ফী হিলমিহি ওয়া হুলূমিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
১৩দশ পারা : ফী দু'আয়িহি ওয়া ইলতিযায়িহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
১৪দশ পারা : ফী ক্বালিহি ওয়া মাক্বালিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
১৫দশ পারা : ফী হুবুয়্যাতিহি ওয়া রিসালাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
১৬দশ পারা : ফী আয্‌মাতিহি ওয়া ইয্‌মাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
১৭দশ পারা : ফী শাফাআতিহি ওয়া ওয়াসীলাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
১৮দশ পারা : ফী ক্বাদরিহি ওয়া ইক্বতিদায়িহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
১৯দশ পারা : ফী আয়াতিহি ওয়া বিশারাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
২০দশ পারা : ফী হুব্বিহি ওয়া মাহ্‌বূবিয়্যাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
২১দশ পারা : ফী ইল্‌মিহি ওয়া ইল্‌মি গায়বিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
২২দশ পারা : ফী মুজিযাতিহি ওয়া খাওয়ারিক্বাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
২৩দশ পারা : ফী দাওয়াতিহি বি তাওয়াস্‌সুলি সালাওয়াতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
২৪দশ পারা : ফী আওয়ামিরিহি ওয়া নাওয়ায়িহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
২৫দশ পারা : ফী শুহূদিহি ওয়া মাশহূদিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
২৬দশ পারা : ফী খুলক্বিহি ওয়া আখলাক্বিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,
২৭দশ পারা : ফী ক্বুরবিহি ওয়া ক্বারাবাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২৮দশ পারা : ফী ওয়াসলিহি ওয়া মায়্যিয়াতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২৯দশ পারা : ফী লিওয়া-ই হামদিহি ওয়া মাক্বাম-ই মাহ্মূদিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

৩০দশ পারা : ফী খায়রি খাল্ক্বিহি ওয়া খায়রি উম্মাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

বিষয়বস্তুরগুলোতে প্রিয়নবী (সা.)-এর শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ, পরিধেয় পোষাক-পরিচ্ছেদের বিবরণ, মহত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব বংশগত মর্যাদা, গুণবাচক নামসমূহের ব্যাখ্যা ক্ষমতার ব্যাপকা-বিশালতা, আল্লাহ্‌র ভাষায় নবীর মর্যাদা, নবী (সা.)-এর মিযরাজ পরিভ্রমণ নভোমন্ডলের সর্বোচ্চে পদচারণ, মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জন, মহান প্রভূর গুণকির্তন, তার সমুন্নত স্বভাব-চরিত্র, আল্লাহ্‌র প্রতি আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনা নূরানী কথামালা, অনুমোদন, সমর্থন ও জীবনাদর্শ বিবরণ, মহিমাময় পবিত্র সত্ত্বার শান-মান ও জীবন-দর্শন, পরকালে তাঁর শাফা'আত লাভে ওয়াসীলা ধারণ, তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর অনুসরণ-অনুকরণের নির্দেশ পালন, আল্লাহর কুদরত নিদর্শন ও করীম নবী (সা.)-এর প্রতি সুসংবাদ জ্ঞাপন, তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ তাঁর অসীম মর্যাদা ও অলৌকিক ক্ষমতার বিবরণ, তাঁর আহ্বানে সাড়া দান ও দুরূদ-সালামের ওয়াসীলাহ্ ধারণ, তাঁর আদেশ-নিষেধের যথার্থ পালন, তাঁর স্বত্বাগত ও দর্শনগত পরিচয় অর্জন, তাঁর নৈতিক ও চরিত্রগত অবস্থার বিশদ বিবরণ, তাঁর সান্নিধ্য লাভ ও নৈকট্য অর্জনের গুরুত্ব জ্ঞাপন, তাঁর তিরোধান ও মাওলায়ে হাক্বীক্বীর সান্নিধ্য লাভ, তাঁর সমুন্নত মর্যাদা ও বেহেশ্‌তের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিতকণ, সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠনবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদার বিবরণ ইত্যাদি সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর ও প্রামাণ্য আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছে এ গ্রন্থকে, তিনি এতে রাসূল (দ.)-এর জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাগতিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক একক কথায় নবী জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ তুলে ধরেন।

করীমনবী (দ.)-এর শানে রচিত, সর্ববৃহৎ দুরূদ শরীফের এ গ্রন্থে তাফসীর, হাদীস, ফিক্বহ্, উসূল ফিক্‌হ, মানতিক, বালাগাত, আক্বাইদ, সূফীতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, শরীয়ত তারীক্বাত, দর্শনসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ বলা যাবে। মাজ্‌মুওয়ায়ে সালাওয়াত-ই-রাসূল (দ.) গ্রন্থে অসংখ্য নবী-রাসূল (সা.) এর নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, এতগুলো নবী আলাইহিমুস্ সালাম-এর নাম সম্বলিত কিতাব পৃথিবীর অন্য কোন কিতাবে একসাথে সন্নিবেশিত হয় নি। সালাত আদায় ও নাতে মুস্তাফার পটভূমিতে এ কিতাব রচিত হলেও এ গ্রন্থে ইসলামি শরী'আতের অসংখ্য জটিল-কঠিন বিষয়াদির সুষ্ঠু সমাধান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদির সন্ধান মিলবে। এ কিতাবে রাসূল (সা.) এর দরবারে সালাত-সালামের হাদিয়া নাযরানা পেশ করার পাশাপাশি হাদীসে রাসূলের অসংখ্য দুর্লভ রেওয়ায়েত সন্নিবেশন করা হয়েছে। মানবাত্মার পবিত্রতা অর্জন, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন কাব্য অর্জনে স্রষ্টা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে মুনাজাত বরকতময় দু'আ এককভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দু'আগুলো আল্লাহর দরবারে দু'আ ক্বুবুলের নিশ্চয়তা আশা করা যায়। বিপদাপদ, দুঃখ-বেদনা, দুঃশ্চিন্তা-অশান্তিসহ যাবতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে দু'আসমূহ অত্যন্ত বরকতময় ও ফযিলতপূর্ণ এবং মহান প্রভূর পাক আলীশান দরবারে দু'আ প্রার্থনা ক্বুবুলের সহায়ক। এ কিতাবে হুযূর পাক (দ.)-এর মৌল সত্বাগত পরিচয় ও প্রকৃত গুণাবলীর সৌন্দর্য ও সিফাতে কামালিয়ার হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শীভাবে অপূর্ব বাচনভঙ্গি অভিনব পন্থায় এমন চিত্তাকর্ষকরূপে তুলে ধরার প্রয়াস পান, যা পাঠে মুসলিম বিশ্বের বহু খ্যাতনামা 'আলিম, পীর মাশায়িখ, ত্বরীক্বতপন্থী, সূফীতত্ববিদরা প্রশান্তি অর্জন করে। এ গ্রন্থের উদহারণ গ্রন্থাকার নিজেই। গভীরভাবে অধ্যায়নে এ গ্রন্থের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। এর মধ্যে-

১। এ গ্রন্থের ভাব-বক্তব্য ব্যাপক অর্থবোধক,

২। ভাব-বক্তব্য, বাক্য বিন্যাস, শব্দ চয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত,

৩। ভাবের গভীরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, অলংকারিক বিশুদ্ধতা চিরন্তন,

৪। বিষয়স্তুর বিন্যাস শৈলী সুসমন্বিত,

৫। আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত,

৬। প্রতিটি পারার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি অভিন্ন ধারায় অনুসৃত,

৭। অপূর্ব বাচনভঙ্গি ও রচনাশৈলির আলোকে শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ডে অধিষ্ঠিত,

৮। পাঠককে আল্লাহ্‌ভীতি ও নবীপ্রেমে উজ্জীবিত করে,

৯। নবী (দ.)-এর শান-মান, সমুন্নত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়

কর্তৃক নির্মাণাধীন মসজিদের জন্য তিনি প্রথম পরিচয়ে একশ টাকা দান করে সহযোগিতা দেন। খাজা চৌহরভী কতৃক ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত দারুল উলূম ইসলামিয়া রহমানিয়া মাদ্‌রাসা, হরিপুর, পাকিস্তান-কে তিনি শিক্ষা দীক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেন। এর বিশাল দ্বিতল ভবনটি ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয় সিরিকোটি (র.)-এর নেতৃত্বে রেঙ্গুন-চট্টগ্রামের ভাইদের অর্থায়নে। এই মাদ্‌রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদ নির্মিত হয় সিরিকোটি হুযূরের বদান্যতায়। সিরিকোটি হুযূর তাঁর পীরের নির্দেশে রেঙ্গুন যান ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে দ্বীনী খিদমতের উদ্দেশ্যে। তিনি প্রথমে পীরের কাছে কোলাহলমুক্ত নির্জন পাহাড়-জঙ্গলে গিয়ে একাকী ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু খাজা চৌহরভী তাঁকে অনুমতি না দিয়ে বলেন, একাকী ইবাদতের চেয়ে জনসমাজে দ্বীনী খিদমত অনেক উত্তম। তাই তিনি দ্বীনী খিদমতের জন্য প্রথমে লাহোর বাদশাহী জামে মসজিদে খতীবের দায়িত্ব নিতে চাইলেও পীর খাজা চৌহরভী সম্মতি না দিয়ে রেঙ্গুনে খিদমতের নির্দেশ দেন। সে থেকে রেঙ্গুনে গিয়ে প্রথমে ক্যামবেলপুর মাওলানা সুলতানের মাদ্‌রাসা, পরে একাধারে রেঙ্গুনের প্রধান শাহী জামে মসজিদ তথা বাঙ্গালী সুন্নিয়া জামে মসজিদের ইমামত-খিতাবতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় রেঙ্গুন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এবং দেশী-বিদেশী মানুষের ভিড়ে সরগরম শহর। ব্যবসা-চাকরিতে আসা হাজার হাজার নারীপুরুষের ত্রাণকর্তা ও পথপ্রদর্শক হয়ে সিরিকোটি হুযূর সমগ্র রেঙ্গুনে হয়ে ওঠেন সর্বত্র শ্রদ্ধেয়[১৯]। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জুলাই তাঁর পীর খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) ইন্তিকাল করেন। এর আগে সিরিকোটি হুযূরকে তাঁর প্রধান খলীফা মনোনীত করে যান এবং শারী'আত-ত্বারিক্বাতের এই বিশাল মিশনের প্রধান কর্ণধারের উপর ৩০ পারা দুরূদ শরীফ 'মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' ছাপানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়।[২০] পীরের ইন্তিকালের পর হরিপুর দারুল উলুম ইসলামিয়া রহমানিয়া মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষকতা, দরূদ শরীফের বিশাল গ্রন্থ ছাপানোর দায়িত্বসহ শারী'আত-ত্বারীক্বাতের এই বিশাল যিম্মাদারী যথাযথভাবে আনজাম দিতে এবং এ মহৎ কাজে তাঁর মুরীদ-ভক্তদের অংশীদার করে তাদের দুনিয়া আখিরাত উজ্জ্বল করতে তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'আনজুমান-এ শুরায়ে রহমানিয়া, রেঙ্গুন'।[২১] তার নেতৃত্বে দ্বীনী খিদমতে শামিল হল হাজার হাজার ভক্ত। তখন থেকে ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রি. পর্যন্ত রেঙ্গুন অধ্যায়ের যাবতীয়

১০। আল্লাহ্‌র সত্ত্বাগত, নূরগত, দর্শনগতবিষয়ক দলীল।

১১। দু'আর বাক্য হৃদয়স্পর্শী ও আবেদনময়,

১২। সমার্থবোধক শব্দের বিপুল সম্ভার,

১৩। উলূমে ইলাহীর আলোকচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত,

১৪। সৃজনশৈলী ও রচনাশৈলীর মানদন্ডে প্রতিদ্বন্ধী

১৫। বর্ণনারীতি ও গ্রন্থনারীতি অলৌকিকতায় সমুজ্জ্বল,

১৬। রেওয়ায়েতসমূহের সত্যতা শতাধিক কিতাব দ্বারা সমর্থিত,

ইন্তিকাল : এ মহান অলীয়ে কামিল হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) ১৯২৩ খ্রি. ৮০ বছর বয়সে ১ জিলহজ্ব ১৩৪২ হি. মোতাবেক রোজ শনিবার, মাগরিবের নামাজের পর ইন্তেকাল করেন। দ্র. মাওলানা মোহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন*, চট্টগ্রাম: রেজা ইসলামিক একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি. পৃ.৮২-১১

১৯. মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, *হযরত সৈয়্যেদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) এবং আন্‌জুমান জামেয়ার ইতিকথা*, চট্টগ্রাম: মাসিক তরজুমান, মাহে যিলক্বদ সংখ্যা ২০০৩ খ্রি. ১৪২৪ হি. পৃ. ১৩

২০. *প্রাগুক্ত*

২১. *প্রাগুক্ত*

কর্মকান্ড চলে এ আনজুমান এর মাধ্যমে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের হরিপুরে রহমানিয়া মাদ্রাসার দ্বিতল ভবন তৈরী, এর দৈনন্দিন যাবতীয় খরচ মেটানো, সিলসিলাহ ও সুন্নীয়তের প্রচার-প্রসার, বিশেষত ৩০ পারা দরূদগ্রন্থ ছাপানোর বিশাল যিম্মাদারী সবকিছু সম্পন্ন করে এ আনজুমান ট্রাস্ট। আনজুমান ট্রাস্ট-এর আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের সাথে জাগতিক হিকমতের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় এই সিলসিলাহ্কে রেঙ্গুন থেকে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেয়। সে সময় রেঙ্গুনে কর্মরত চট্টগ্রামের ধর্মপরায়ণ মানুষদের দেখা যায় সিরিকোটি (র.) এর মুরীদ এবং আনজুমান ট্রাস্ট-এর কর্মী হয়ে নিজেদের জীবন ধন্য করতে, বাংলাদেশকেও রেঙ্গুনের আলোতে আলোকিত করতে। চট্টগ্রাম সংবাদপত্র শিল্পের জনক আলহাজ্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার,[২২] মাস্টার আবদুল জলিল[২৩],

---

২২. **আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার (১৮৯৮- ১৯৬২ খ্রি.):** বাংলাদেশে সিলসিলায়ে ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া আলিয়া প্রচার-প্রসারে যুগান্তকারী অবদানে যার অগ্রণী ভূমিকা ছিল, তিনি হলেন, এতদাঞ্চলের বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় পত্রিকা দৈনিক আজাদীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার (১৮৯৮-১৯৬২ খ্রি.)। অবিভক্ত ভারতের শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে ডিগ্রী অর্জনকারী ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক ছিলেন মহৎপ্রাণ, উদার ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ২০ এর দশকে তিনি ত্বারীক্বাত জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক সূফী-সাধক আল্লামা হাফিজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর বায়'আত গ্রহণ করেন এবং ত্বারীক্বাতের প্রসারে ভূমিকা রাখেন। তিনি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠায় ও কার্যকরী ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে জুলাই রাউজান উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর বর্ণাঢ্যময় জীবনের অধিকারী এ মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্ব ইন্তিকাল করেন। তাঁকে চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা জামেয়া মসিজদ সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হয়। *দ্র. বাগে তৈয়্যবাহ্*, প্রকাশনায় আল্লামা তৈয়্যবিয়া সোসাইটি-বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম: ১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ১২৩।

২৩. **মাস্টার আবদুল জলিল (১৮৯৭-১৯৬২ খ্রি.):** সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদিরিয়ার অন্যতম মুরীদ মুহাম্মদ আবদুল জলিল (র.) কে 'মাস্টার' উপাধিটি দিয়েছেন প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক কুতবুল আউলিয়া গাউসে যামান হযরতুল আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)। বার্মার (মায়ানমার) রাজধানী রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন) জলিল সাহেব ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। হুযুর স্নেহধন্য মুরীদকে মাস্টার বলে সম্বোধন করতেন। কালক্রমে এ নামেই তিনি অধিক পরিচিত হন। মুহাম্মদ আবদুল জলিল রাউজান উপজেলার ডাবুয়া ইউনিয়নের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ শোকর আলী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁদের পূর্বপুরুষ পশ্চিম থেকে আগত ধর্মপ্রচারক হযরত গোলামী খলীফ ও হযরত ইয়াসিন শাহ্ (র.)। বর্তমান ইয়াসিন নগর গ্রাম নামকরণ হয়েছে তাঁর নামানুসারে। পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে উচ্চশিত পিতা ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি পারিবারিক বলয় স্থানীয় মক্তব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষে উত্তর চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ রাউজান আর আর সি ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং সেখানে ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক-এর সহপাঠী হন। উভয়ে এক সাথে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রাস পাস করেন। আবদুল খালেক চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন, আর আবদুল জলিল ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ডিস্টিংশন' নিয়ে বি.এ পাশ করেন। এরপর রেঙ্গুনে চাকরিরত পিতার নিকট চলে যান। রেঙ্গুনে স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। সে সময়ে পিতা এবং চট্টগ্রামবাসীর সান্নিধ্যে এসে অনুপ্রাণিত হয়ে আওলাদে রাসূল কুতবুল আউলিয়া হযরত আল্লামা সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর জীবনে নতুন মোড় নেয়। পারিবারিকভাবে ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও দ্বীন, মাযহাব, মিল্লাত, সিলসিলার কাজে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। সর্বদা হুযুরের সান্নিধ্যে থাকাতে সচেষ্ট হন। তাঁর মধ্যে নবী ও অলীপ্রেমের তীব্র আগ্রহ লক্ষ্য করে হুযুর ক্বিবলাহ্ তাঁকে সান্নিধ্য দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক সহপাঠী মাস্টার আবদুল জলিল-এর সাথে প্রথম রেঙ্গুনে গমন করে এবং হুযুর ক্বিবলাহ্র হাতে বায়'আত লাভ করেন।

আলহাজ্ব সূফী আবদুল গফুর (১৯০০-১৯৬৮ খ্রি.),[২৪] মাস্টার আবদুল লতিফ, ডা. মুজাফফরুল

কিছুকাল রেঙ্গুনে কাটিয়ে পুনরায় দেশে ফিরে ফটিকছড়ির সম্ভ্রান্ত পরিবার খান বাহাদুর মকবুল হোসনের ভাগ্নী স্বনামধন্য সিদ্দিকী পরিবারের সন্তান মোখলেসুর রহমানের কন্যার সাথে শাদীয়ে মুবারক হয়। এরপর তিনি সস্ত্রীক রেঙ্গুন প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সহধর্মিনীকেও মুর্শিদ ক্বিবলাহ্র হাতে বায়'আত করান। এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মুর্শিদ ও পীরভাইদের খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন। তাঁর অন্তরের খবর জানতে পেরে তাঁকে খেলাফত দানে ধন্য করেন। তিনি 'ফানাহ্ ফিশ্ শায়খ' এর মর্যাদা লাভ করে গৌরবোজ্জ্বল স্তরে অধিষ্ঠিত হন। শিক্ষা-দীক্ষা মেধা-মনন, আচার-ব্যবহার, নৈতিকতা-সামাজিকতা, মানবদরদী এবং নিঃসংকোচ মনে সকল অনুভূতি নিয়ে আল্লাহ-রাসূল প্রেমে বিভোর হয়ে পীরের কদমে নিজকে সমর্পিত করেছিলেন তিনি। প্রতিদানে পেলেন পীরের রেযামন্দী। এক সময় শিক্ষকতা পেশা ত্যাগ করে রেঙ্গুনের শিক্ষানুরাগী সমাজসেবক আবদুল বারী চৌধুরীর মালিকানাধীন বেঙ্গল নেভিগেশান কোম্পানিতে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে যোগ দেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কক্সবাজার সেন্ট্রাল কো-অপরেটিভ ব্যাংকে ম্যানেজার পদে চাকুরীতে যোগ দেন। ১৯৩৭ খ্রি. পর্যন্ত সেখানে চাকুরি করে চট্টগ্রাম শহরে প্রত্যাবর্তন করে আন্দরকিল্লায় ইসলামাবাদ টাউন কো-অপারেটিভ-এ ম্যানেজার চাকুরী নেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বন্ধু আবুদল খালেক ইঞ্জিনিয়ারসহ তিনি পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। দেশে এসে পুরনো চাকরিতে যোগ না দিয়ে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ কোম্পানি মেসার্স এলাহী বক্স অ্যাণ্ড কোম্পানীতে অ্যাকাউন্টেন্ট পদে চাকুরী নেন। নাসিরাবাদ চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি গঠিত হলে পূর্ববর্তী চাকরি ইস্তিফা দিয়ে এর সুপারিন্টেডেন্ট পদে চাকুরী নেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ চাকুরী।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আনজুমন-এ শু'রায়ে রহমানিয়া বর্তমান আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর সেক্রেটারী জেনারেল এবং ট্রাস্ট পরিচালনাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া 'আলিয়া মাদ্রাসা গভর্ণিং বডির প্রথম সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়ে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ও তাঁর সমসাময়িক পীর ভাইদের খিদমাতের বদৌলতে আনজুমান ট্রাস্ট ও জামেয়া মাদ্রাসা পর্যায়ক্রমে এক বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়েছে। গাউসে যামান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) বলতেন, 'বা-জীনে রোযা রাখকা, আউর হাম ঈদ মানাতা,' আসলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে বৃক্ষ রোপন করে যান তার ফল খাচ্ছি আমরা। তাঁদের সকলে যোগ্যতা ও মুর্শিদের স্নেহধন্য ও আস্থাভাজন হয়ে খিলাফাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৫০ দশকের শুরুতে তিনি আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম জজ আদালতের জুরার ছিলেন।

তিনি ৫ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তানের জনক। ১ম পুত্র মুহাম্মদ জমিল অগ্রণী ব্যাংকের এজিএম ছিলেন, ২য় পুত্র আহমাদ জমিল অগ্রণী ব্যাংকের এসপিও ছিলেন, ৩য় পুত্র মুহাম্মদ সাবের জমিল ম্যানোলা কোম্পানীর অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন, ৪র্থ পুত্র আলহাজ্ব মুহাম্মদ জাহেদ জমিল অগ্রণী ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক ছিলেন, ৫ পুত্র তাহের জমিল ম্যানোলা কোম্পানীর অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। তাঁর ৪র্থ পুত্র মুহাম্মদ জাহেদ জমিল গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার চকবাজার ওয়ার্ডের সভাপতি ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা তাহেরা বেগম আমেরিকায় এবং কণিষ্ঠ কন্যা তৈয়্যবা বেগম চকবাজার জয়নগরে অবস্থান করছেন। মরহুম আবদুল জলিল-এর পুত্র-কন্যাদের নাম রেখেছেন আল্লামা সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)।

কুতবুল আউলিয়া আওলাদে রাসূল হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে তাঁর খলিফা আনজুমান ট্রাস্ট ও জামেয়া মাদ্রাসার অন্যতম স্তম্ভ সিলসিলায়ে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার নিবেদিত খাদেম আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল জলিল ইন্তিকাল করেন। তাঁকে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া 'আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন দায়েম নাজির জামে মসজিদ কবরস্থানে দাফন করা হয়।

২৪. **আলহাজ্ব সূফী আবদুল গফুর (১৯০০-১৯৬৮ খ্রি.)** : তিনি সূফী-দরবেশ ও পীর মুর্শিদ হযরত আল্লামা হাফিজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) এর সংস্পর্শে এসে তাঁর বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি বার্মায় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে জেনারেল পোস্ট অফিসে চাকুরীরত ছিলেন। পীরের প্রতি একাগ্রতা, রিয়াজত ও মুশাহাদার মাধ্যমে তিনি পরহেযগারীর উচ্চতর স্থানে আরোহণ করছিলেন এবং বার্মায় অবস্থান কালে পীরের খিলাফত লাভ করেন।

ইসলাম, মোয়াজ্জেম হোসেন পোস্ট মাস্টার, আবদুল মজিদ সওদাগর (১৯১৫- ১৯৮২ খ্রি.)[২৫] সহ চট্টগ্রামের বিশিষ্ট মুরীদদের অনুরোধে হযরত সিরিকোটি (র.) চট্টগ্রাম আসতে সম্মত হন এবং করাচি-কলিকাতা-রেঙ্গুন সমুদ্র পথে যাতায়াত কালে চট্টগ্রামে যাত্রা বিরতি শুরু করেন ১৯৩৫-৩৬ খ্রিষ্টাব্দের দিক থেকে।[২৬] তিনি যে কদিন চট্টগ্রামে অবস্থান করতেন তখন সিলসিলাহ্‌র সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়তে থাকে এখানে। রেঙ্গুন ফেরত মুরীদান এবং চট্টগ্রামে নবদীক্ষিত ত্বারীক্বাতপন্থীদের সুন্নীয়তের কর্মকাণ্ডের এই বিশাল মিশনে সমন্বয় সাধন করতে ২৯ আগস্ট ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে গঠন করা হয় 'আনজুমান-এ শুরায়ে রহমানিয়া, চট্টগ্রাম শাখা'।[২৭] শুরু হল শরী'আত-ত্বারীক্বাতে রেঙ্গুন-চট্টগ্রামের সেতুবন্ধন। শাহনশাহে সিরিকোট (র.)'এ দ্বীনী মিশনের বাধভাঙ্গা জোয়ারের ধাক্কা রেঙ্গুন সীমানা

১৯৪৩ খ্রি. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বার্মায় জাপান আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে তিনি বার্মা হতে স্ব-পরিবারে চট্টগ্রাম চলে আসেন। ১৯৪৮ খ্রি. পীরের দু'আ নিয়ে বিওসি (বার্মা অয়েল কোম্পানীতে) বিওসি চাকুরী নেন। তখন থেকে তিনি চট্টগ্রামে পীরের সিলসিলাহ্ প্রসারে নিজকে নিয়োজিত করেন এবং পীরের চট্টগ্রাম সফরকালীন তিনি চাকুরী হতে ছুটি নিয়ে সার্বক্ষণিক মুর্শিদের খিদমতে লিপ্ত থাকেন।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের ষোলশহরে পীরের প্রতিষ্ঠিত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর পীর কর্তৃক জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন হলে ভবন নির্মাণকাজে সার্বক্ষণিক তদারকীর জন্যে একজন দক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। এ মর্মে আলাপ-আলোচনাকালে আল্লামা সিরিকোটি (র.) বলেন, দক্ষ ব্যক্তিটি সূফী আবদুল গফুর হলে ভাল হয়। তখন সূফী আবদুল গফুর মুর্শিদের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে চাকুরী হতে অব্যাহতির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট ইস্তিফা পত্র দেন। তিনি চাকুরী থেকে অব্যাহতি নিয়ে পীরের নিকট এসে বললেন, 'হুযূর আমি ইস্তাফা দিয়েছি। কাল হতে মাদ্‌রাসার কাজে আত্মনিয়োগ করব। দু'আ করবেন, যেন গুরুদায়িত্ব যথাযথ আঞ্জাম দিতে পারি'।

সেদিন হতে তিনি আমৃত্যু পর্যন্ত মাদ্‌রাসার খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। সূফী আবদুল গফুর ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে রাউজান উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের গশ্চি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর ৩০ রমযান ৬৮ বছর বয়সে ইফতারের পূর্বক্ষণে ইন্তিকাল করেন।

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর নামাযের পরে রাহ্‌নুমায়ে শারী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) এর ইমামতিতে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। রাউজান উপজেলার গশ্চি গ্রামে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের পাশে মহান সাধককে পারিবারিক করবরস্থানে দাফন করা হয়। *দ্র. বাগে তৈয়্যবাহ্,* প্রকাশনায়, আল্লামা তৈয়্যবিয়া সোসাইটি-বাংলাদেশ, চট্টগ্রামঃ ১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ১২৯-১৩০

২৫. **আলহাজ্ব আবদুল মজিদ সওদাগর (১৯১৫-১৯৮২ খ্রি.) :** বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন শহরে প্রসিদ্ধ বাঙালি মসজিদে আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) সংস্পর্শে এসে বায়'আত গ্রহণে তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালী মুসলমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে বার্মা হতে স্বদেশ প্রত্যবর্তন করেন। হুযূর আল্লামা সিরিকোটি (র.)-এর চট্টগ্রাম সফরকালে তিনি আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারের সাথে থেকে ছায়ার মত পীরকে অনুসরণ করতেন।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মশাল প্রজ্বলনের মহান লক্ষ্যে কুতুব-উল-আউলিয়া হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ চট্টগ্রামে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা ভিত্তি স্থাপন করেন। তখন আবদুল মজিদ সওদাগর পীরের হাতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসার খিদমতের সুবিধার্থে ফতেয়াবাদস্থ নিজের বসতবাড়ী ত্যাগ করে মাদ্‌রাসার পাশে নাজির পাড়ায় এসে স্ব-পরিবারে বসবাস শুরু করেন। সিলসিলাহ্‌র জন্য তাঁর খিদমত এবং পীর ভাই-বোনদের প্রতি সহমর্মিতা ছিল রূপকথার মত।

আবদুল মজীদ সওদাগরের জন্ম ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে হাটহাজারী উপজেলার খন্দকিয়া গ্রামের ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারে। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১ জিলহজ্ব সোমবার দিবাগত রাত ১১টা ২৫ মিনিটে ইন্তিকাল করেন।

২৬. অফিস রেকর্ড, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম।

২৭. *প্রাগুক্ত*

অতিক্রম করে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত আছড়ে পড়তে লাগল। এ সময় চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লাহ্ শাহী জামে মসজিদের খতীব ছিলেন পীরে কামিল আওলাদে রাসূল (সা.) আল্লামা সৈয়্যদ আবদুল হামীদ বাগদাদী (র.)। দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। একবার সিরিকোটি হুযূরকে তিনি খাবারের দাও'আত দিয়েছেন। সিরিকোটি হুযূর তাঁর ইমামতে এ মসজিদে নামায আদায় করতেন তিনি যতদিন ইমাম ছিলেন। অবশ্য তিনি এরপর খুব বেশিদিন এ ঐতিহাসিক জামে মসজিদে ছিলেন না। জানা যায়, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে) সময় শহীদ হন। চট্টগ্রামের শীর্ষস্থানীয় 'আলিমরা তাঁর মুরীদ ছিলেন। ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আল্লামা আযীযুল হক শেরে বাংলা (র.) ও তাঁর মুরীদ ছিলেন। এমন এক আধ্যাত্মিক সম্রাটের শূন্যতা পূরণ না হলে-চট্টগ্রামের জন্য বড় ধরনের দ্বীনী বিপর্যয় নেমে আসত। হয়ত এই ইসলামাবাদ চট্টগ্রামকে আল্লাহ পাক অলি-গাউস-কুতুব দান করে ধন্য করেছেন। হযরত সৈয়্যদ আবদুল হামীদ বাগদাদী (র.)-এ অন্তরঙ্গ বন্ধু শহনশাহে সিরিকোট (র.) এই যুগ সন্ধিক্ষণে তাঁর রেঙ্গুন মিশন সমাপ্তি করে পরবর্তী মিশন নিয়ে চট্টগ্রাম আসেন।[২৮] তিনি এ সময় ঘোষণা দেন, রেঙ্গুনে ভয়াবহ বোমা হামলা হবে এবং জান মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। তাই শীঘ্রই যেন সকলে রেঙ্গুনের কাজ কারবার গুটিয়ে স্ব স্ব দেশে ফিরে যায়। তাঁর কথায় বিশ্বাস রেখে যারা কাজ করেছেন তারা লাভবান হয়েছেন, আর যারা রেঙ্গুনে থেকে যান, তাদের জান-মালের অপূরাণীয় ক্ষতি হয়। হুযূর আল্লামা তৈয়্যব শাহ (র.)-এর রেঙ্গুনস্থ খলীফা হাজী ইসমাঈল বাগিয়া (র.) বলেন, তাঁর বাবা হাফিয দাউদজী বাগিয়া সিরিকোটি (র.) নির্দেশে স্বপরিবারে রেঙ্গুন ত্যাগ করেন ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে। আর ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র রেঙ্গুন শহর ভয়াবহ বোমাহামলায় বিধ্বস্ত হয় এবং রেঙ্গুনের পতন ঘটে। সিরিকোটি (র.) রেঙ্গুন ছাড়েন এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে। তিনি রেঙ্গুন ছাড়ার সময় তাঁর হুযূরায় রেখে আসেন তাঁর প্রিয় খাদিম ফজলুর রহমান সরকার (র.)-কে এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তিন দিন পর তিনিও দেশে চলে আসেন। সরকার (র.) স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে রেঙ্গুন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। ১৯৪২ থেকে ১৯৫৮ খ্রি. পর্যন্ত সিরিকোটি হুযূরের মিশন চলেছে এই বাংলাদেশে, বিশেষত চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে আলহাজ্ব আব্দুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারের আন্দরকিল্লাস্থ বাসভবন কোহিনুর মনযিলে যা সাপ্তাহিক কোহিনুর ও দৈনিক আজাদী অফিস ও প্রেস-এর দ্বিতীয় তলা।[২৯] ইতোপূর্বে ২৯ আগষ্ট ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত আন্‌জুমানে শুরায়ে রহমানিয়া, চট্টগ্রাম শাখার কর্মকান্ডে শুরু হল নবউদ্দীপনায়। তখন থেকে এটা শাখা কমিটি নয় বরং মূল সংগঠন হয়ে কাজ শুরু করে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বাংলাদেশে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ২৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম লালদিঘী ময়দানে অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান' এর জনসভায় হযরত সিরিকোটি (র.) সভাপতিত্ব করেন এবং সেদিন তাঁর সভাপতির ভাষণটি ছিল দেশের বর্তমান-ভবিষ্যত রাজনীতি ও ধর্মীয় গতিপ্রকৃতির ভবিষ্যতবাণী সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল যা 'খুতবায়ে সাদারাত' নামে পাকিস্তান থেকে উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়। তিনি জাতীয় রাজনীতির সাথে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক রেখে রাষ্ট্রীয় অবস্থা পরিস্থিতির উন্নয়নের ভূমিকা রাখতেন, তাঁর খুতবায়ে সাদারাত সূত্র থেকে তা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়। ১৯৫২ থেকে ঢাকা কায়েৎটুলীতে প্রতিষ্ঠা করেন খানক্বাহ্‌য়ে ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া' যা এখনো শারী'আত-ত্বারীক্বাত ও সুন্নিয়াতের মারকাজ।

---

২৮. *প্রাগুক্ত*

২৯. মোছাহের উদ্দীন বখতিয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি* চট্টগ্রাম: গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার ২০১২ খ্রি., পৃ. ১-১০

পরবর্তীতে এই মারকাজ থেকে ঢাকার মুহাম্মদপুরে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আল্লামা গাউসে যামান সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) প্রতিষ্ঠা করেন ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা।[৩০]

২২ জানুয়ারি ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন সংগঠন 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া'। এ সংগঠনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে 'মাদ্‌রাসা-এ আহমদিয়া সুন্নিয়া' নামে একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়।[৩১] ২৫ জানুয়ারী ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহনশাহে সিরিকোট (র.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এ মাদ্‌রাসাকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। তাই এর নামের সাথে 'জামেয়া' শব্দটি সংযোজন করে 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' নামকরণ হয় এবং তৎকালিন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর শুভাগমনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। ১৮ মার্চ ১৯৫৬ খ্রি. এক সভায় 'আনজুমানে শুরায়ে রহমানিয়া' এবং 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া'-কে একত্রিত করে 'আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট নামকরণ করা হয়।' ১ এপ্রিল ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে থেকে এই নতুন আনজুমানের অফিসিয়াল যাত্রা শুরু হয়। ৮ জানুয়ারি ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এক সভা হযরত আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটি (র.) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে আনজুমানের সংবিধান সংশোধন করার জন্য গঠিত উপ-কমিটিতে শাহযাদা আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.)-কে প্রধান দায়িত্ব অর্পন করে তাঁকে আনজুমানের কাজে অফিশিয়ালি অর্ন্তভূক্ত করা হয়। এই সংবিধান সংশোধন কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত অপর পাঁচ সদস্য হলেন-[৩২]

১. মৌলভী জয়নুল আবেদীন চৌধুরী,

২. হাজী নূর মোহাম্মদ সওদাগর,

৩. হাজী সূফী আবদুল গফুর,

৪. মৌলভী এস এম বদিউল আলম

৫. হাজী আবদুল জলিল

২১ জানুয়ারী ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এ কমিটি সংবিধান সংশোধন করে খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে। যা সামন্য রদবদলের মধ্যেদিয়ে গৃহীত হয়।

এ বছরের চট্টগ্রাম সফরে আল্লামা সিরিকোটি (র.) তাঁর শাহ্‌যাদা আল্লামা তৈয়্যব শাহ হুযূরকে প্রধান খলীফার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং সে থেকে এই দ্বীনী কাফেলা তাঁর নেতৃত্বে আরো বেগবান হতে থাকে। ১৯৫৮ খ্রি. ছিল সিরিকোটি (র.) এর শেষ সফর। এ বছর তিনি শাহ্‌যাদা আল্লামা তৈয়্যব শাহ (র.)-কে দরবারে আলিয়া ক্বাদিরিয়া সাজ্জাদানশীন ঘোষণা এবং আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর কর্মকান্ডে অভিষিক্ত করা, প্রিয় বড় নাতি আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহির শাহ হুযূরকে চট্টগ্রামে এনে এখান থেকে বিরাট কাফেলার সাথে তাঁকে হজে নিয়ে যান। তখন তাঁর বয়স ছিল সতের বছর। এর পূর্বে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের হজ্জ পালনকালীন বড় নাতি তাহের শাহ হুযূরকে

---

৩০. অফিস রেকর্ড, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৩১. মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, প্রাগুক্ত

৩২. অফিস রেকর্ড, আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম।

হজে নিয়ে যেতে মদীনা পাক থেকে নির্দেশিত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। এরপর তিনি আর বাংলাদেশে তাশরীফ আনেন নি এবং ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে (১১ যিলক্বদ ১৩৮০ হি.) ইন্তিকাল করেন।[৩৩]

এরপর থেকে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) বাংলাদেশ সফর শুরু করেন এবং শরী'আত ত্বারিক্বাতের মিশনকে উত্তরোত্তর উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যান। তৈয়্যব শাহ (র.) তৎকালীন পূর্বে পাকিস্তান (বাংলাদেশ) আমলে ১৯৬১-১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত প্রথম দশক এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৬-১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত অপর এক দশক নিয়মিত আসা-যাওয়ার মাধ্যমে এদেশে শরী'আত ত্বারীক্বাত ও আদর্শে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এর প্রসারে যে ব্যাপক খিদমত আনজাম দিয়েছেন তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। ১৯৬৮ খ্রি. রাজধানী ঢাকা মুহাম্মদপুরে ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা স্থাপন করে তিনি এদেশের সুন্নি মুসলমানদের দ্বীনী শিক্ষার গোড়া পত্তন করেন। রাজধানীতে দাঁড়ানোর মত একটি আশ্রয় কেন্দ্র দিয়ে গেছেন।[৩৪] তিনি সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ছাত্রদের উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে এটি অন্যতম প্রদান অবলম্বন। এ মাদ্‌রাসার শিক্ষকরা বর্তমানে রাজধানীভিত্তিক সুন্নী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, সিলেট, নারায়ণগঞ্জসহ সমগ্র দেশে বর্তমানে অর্ধশতাধিক মাদ্‌রাসা-খানক্বাহ্‌-মসজিদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা তাঁরই অবদান ও স্মৃতি স্বরূপ সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি শুধু এ দেশে নয়, পাকিস্তানের করাচি, পেশোয়ার, সিরিকোট, কাশমীর, আফগানিস্তান, রেঙ্গুন, লন্ডন, মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতির অতুলনীয় বিকাশ সাধন করেছেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে তাঁর নির্দেশ ও রূপরেখায় পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম[৩৫] কার্যক্রমের বিশেষ আকর্ষনীয় কর্মসূচি 'জশ্‌নে জুলুসে'[৩৬]

---

৩৩. মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, *আনজুমান ট্রাস্ট্রের ইতিবৃত্ত*, দৈনিক ইনকিলাব, ২১/১১/২০১২ খ্রি., পৃ. ১০

৩৪. *প্রাগুক্ত*

৩৫. পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.): ঈদ অর্থ খুশি, আর মীলাদুন্নবী অর্থ নবী করীম (সা.)-এর শুভ আবির্ভাব, শুভাগমন, জন্ম ইত্যাদি। সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নবী মানে নবীজীর জন্ম উৎসব পালন করার মাধ্যমে আনন্দ ও খুশি উদ্‌যাপন করা।

অতএব এই পৃথিবীতে বিশ্বনবীর শুভাগমন উপলক্ষে ওয়ায, নসিহত, আলোচনা, জশনে জুলুস সভা-সেমিনার, সেম্পোজিয়াম, খানাপিনা, দান-খয়রাত, তাবারুক বিতরণসহ অতি সমারোহে আলোক সজ্জা সহকারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করাকে ঈদে মিল্লাদুন্নবী (সা.) বলা হয়। যা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে অত্যন্ত পুণ্যময় ইবাদত এবং নবীয়ে পাক রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের প্রতি আন্তরিক মুহাব্বাত, প্রেম ও ভালোবাসা প্রদর্শনের সর্বোত্তম পন্থা। নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) এর দলিল পেশ করা হল।

আল্‌ কুরআনের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী

এক. পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন- واذ اخذ الله ميثاق النّبيّن لمآ اتيتكم مّن كتاب وّ حكمة ثمّ جآء كم رسول مّصدق لّما معكم لتؤمننّ به ولتنصرنّه ـ قالء اقررتم واخذتم علي ذالكم اصري ـ قالوآ اقررنا ـ قال فاشهدواوانامعكم مّن الشّهدين ـ فمن تولّي بعد ذالك فآولئك هم الفسقون 'আর যখন আল্লাহ তা'আলা সকল নবী আলা্‌হিস সালাম থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করব। অতঃপর যখন শুভাগমন করবেন সম্মানিত রাসূল তোমাদের সাথে যা রয়েছে সেগুলোর সত্যায়নকারী, তখন তোমরা তার ওপর অবশ্যই ঈমান আনবে এবং তাকে অবশ্যই সাহায্য সহযোগিতা করবে। তোমরা কী স্বীকার করে নিয়েছ এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছ? সকলে আরজ করল আমরা স্বীকার

করলাম। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তবে তোমরা পরস্পরের সাক্ষী হয়ে যাও। আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীর অন্তর্ভুক্ত হলাম।' অতঃপর যারা অঙ্গীকার করার পর তা থেকে বিমুখ হবে তারা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্যকারী' (আল-কোর'আন-৩:৮১-৮২)। কি চমৎকার মর্যাদা আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এর। আল্লাহ্ তা'য়ালা রূহ জগতে নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, যা সর্বপ্রথম মীলাদ। আল্লাহ তা'আলা নবিজীর শান-মান ও মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য নিজেই ব্যবস্থা করেছে। এতে প্রমাণিত হল মীলাদ পাঠ করা মহান আল্লাহ্র সুন্নাত আর মীলাদ শ্রবণ করা নবীদের সুন্নাত।

দুই. আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদের সূরা ইব্রাহীমে ঘোষণা করেন- وذ كّرهم با يّم الله 'তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলো স্মরণ করিয়ে দিন' (আল-কোর'আন- ১৪:৩)। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, সকল দিবসই তাঁর। এর পরের আয়াতে করীমায় কোন দিনকে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত বিশেষভাবে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এ প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরকুল শিরোমনি হযরত ইবন আব্বাস, হযরত উবাই ইবন কা'ব, হযরত মুজাহিদ এবং হযরত কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম প্রমুখ তাফসীর বিশারদরা বলেন, এ আয়াতে আল্লাহর দিন দ্বারা ওই দিনগুলো উদ্দেশ্য, যে দিবসসমূহের মধ্যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের ওপর অফুরন্ত নিয়ামত, রহমত ও করুণা বর্ষণ করেন। একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন মহান আল্লাহ প্রদত্ত সকল নিয়ামতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বউৎকৃষ্ট নিয়ামত। অতএব এই জগতে তাঁর শুভাগমনের দিবস সৃষ্টিকূলের জন্য মহান নিয়ামত। তাই দিনকে স্মরণ করা এবং অন্যদেরকে স্মরণ করার জন্য উৎসাহিত করা আল্লাহ পাকের নির্দেশের প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন।

তিন. আল্লাহ পাক কালামে মাজীদ তাঁর দয়া ও পুরস্কার লাভ করার পর খুশি উদ্‌যাপনের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন- قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو حير ممّا يجمعون 'হে মাহবুব আপনি ঘোষণা করুন, আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং করুণা (নবীজীকে) পাওয়াতে মানবজাতির আনন্দ উদ্‌যাপন করা উচিত। এ খুশি ও আনন্দ সকল ধন ভান্ডার হতে অতি উত্তম' আল-কোর'আন, ১০:৫৮। এই আয়াতে আল্লাহর ফযল ও রাহমাতকে উপলক্ষ করে খুশি ও আনন্দ উৎসব করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আল্‌মীন হচ্ছেন, সর্বউৎকৃষ্ট নিয়ামত। ফলে পৃথিবীতে তাঁর আগমনের দিন শরী'আত সম্মত পন্থায় ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) পালন করা কুরআন পাকের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

চার. আল্লাহ তা'আলা আল্ কুরআনে ইরশাদ করেন, لقد منّ الله علي المومنين اذ بعث فيهم رسولا 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের ওপর বড়ই দয়া করেছেন যে, তাদের কল্যাণের জন্য সম্মানিত রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রেরণ করেছেন' (আল-কোর'আন, ৩:১৬৪)। আয়াত দ্বারা বোঝা গেল হুযূর পাক (সা.) এর শুভ আগমন মুমিনদের জন্য বড় নেয়ামত। সুতরাং নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য ১২ রবিউল আউয়াল ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন করা সর্বোত্তম নেক আমল।

পাঁচ. মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনের সূরা আলে ইমরানের আয়াতে বলেন, واذ كروا نعمت الله عليكم 'তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন' (আল-কোর'আন- ৩:১০৩)। সৃষ্টির ইতিহাসে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বোত্তম নেয়ামত হলেন তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীরা আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য ১২ রবিউল আউয়াল নবিজীর পৃথিবীতে শুভ আবির্ভাব কেন্দ্র করে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন করে থাকেন।

ছয়. পরবর্তীকালে সকল নবী রাসূল স্ব স্ব যুগে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে দিবসে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ.) এর মীলাদুন্নবী পালন করার কথা বর্ণনা দিয়ে আল্ কুরআনে ইরশাদ করেন- واذ قال عيسي ابن مريم يبني اسراءيل انّي رسول الله اليكم مّصدقا لّمابين يديّ من التوراة ومبشّرا برسول يّا تي من بعدي اسمه احمد 'হে আমার প্রিয় নবী ওই সময়ের কথা আপনি স্মরণ করুন, যখন মারিয়াম তনয় ঈসা (আ.) বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল আমি তোমাদের নিকট রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যায়ন করছি এবং এমন এক মহান রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। আর যার নাম হবে আহমাদ' আল-কোর'আন, ৬১:৬।

উপরের কুর'আনে পাকের আয়াতসমূহ হুযূরে পাক সাহিবে লাওলাক সরকারে দু আল্ম (সা.) এর পবিত্র মীলাদ বৈধ হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। অতএব, এটা শরী'আতসম্মত অনুষ্ঠান, নবিজীর প্রতি আন্তরিক মুহাব্বাত ও অকৃত্রিম প্রেম-ভালোবাসা ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা।

হাদীস শরীফের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী

এক. বিশ্ব বরণ্যে আলেমেদীন, মোফাস্সারে কুরআন আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) রচিত কিতাব "আল্ হাবী লিল্ফাতওয়া" এর ১৯৪ পৃষ্ঠায় হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন, হযরত রাসূল পাক (সা.) হিজরতের পর ছাগল জবেহ করে নিজের মীলাদ নিজেই উদ্যাপন করেছেন।

দুই. হুযূর পাক (সা.) সপ্তাহের প্রতি সোমবার নফল রোযা রাখতেন। প্রিয় নবীর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ কাতাদাহ্ (রা.) আনাস এর কারণ জানতে চাইলে তিনি ইরশাদ করেন- فيه ولدت وفيه انزل 'ওই দিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং ওই দিনেই আমার উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। সুতরাং নবীজী নিজের জন্ম দিনে শুকরিয়া স্বরূপ প্রতি সোমবারে রোযা পালন করার মাধ্যমে নিজের মীলাদ নিজে উদ্যাপন করেছেন।

তিন. প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবিজীসহ হযরত আবূ আমের আনসারী (রা.)-এর ঘরে গমন করলে দেখতে পান, হযরত আবূ আমের আনসারী (রা.) তাঁর সন্তানাদিসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে একত্রিত করে নবী কারীম (সা.) এর বেলাদত শরীফের বিবরণ শিক্ষা দিচ্ছেন। আজই এ বিশ্বে তাঁর শুভ বেলাদতের তারিখ। এ অবস্থা দেখে নবীজী খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন, হে আবু আমের নিশ্চয় আল্লাহ তোমার জন্য তার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং ফিরিশতাকুল তোমাদের সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। হে আবু আমের যারা তোমার মত এ কাজ করবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও তোমার মত পুরষ্কৃত করবেন।

চার. সাত'শ হিজরীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস হযরত শায়খ আবুল খাত্তার ইবন দাহিয়া (র.) রচিত কিতাব "আত্ তানভীর ফী মাওলিদিল বশীরে ওয়ান নযীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি একদিন নিজ ঘরে জনগণকে সমবেত করে নবিজীর জন্ম কাহিনী বর্ণনা করছিলেন, যা শ্রবণ করে উপস্থিত সবাই আনন্দ উৎফুল্লচিত্তে নবিজীর (দ.) প্রতি সালাম পেশ করতে থাকেন। এ অবস্থায় নবিজী সেখানে উপস্থিত হয়ে অবস্থা দেখে তাঁদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ ফরমালেন, "হাল্লাত লাকুম শাফায়াতী" অর্থাৎ, তোমার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল। নবী মুস্তফার নূরানী জবানোর মন্তব্য প্রমাণ করে, যে ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্যাপন করা উত্তম ইবাদত ও উৎকৃষ্ট আমল।

পাঁচ : সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হযরত ইমাম কুস্তলানী (র.) বলেন, রবিউল আওয়াল বিশ্বনবী মুহাম্মদ (দ.) এর শুভ আগমনের মাস। এ মাসে সারা বিশ্বের মুসলমান সবসময় মীলাদের ব্যবস্থা করে থাকেন, তারা রাত্রে দান সাদক্বা এবং সাওয়াবের কাজ পালন করে থাকেন। বিশেষ করে এ সকল অনুষ্ঠানাদিতে নবিজীর শুভ বেলাদতের আলোচনা করে আল্লাহর রহমত হাসিল করেন। মীলাদ মাহফিলে বরকত লাভ করাটা পরীক্ষিত। মীলাদ মাহফিলের বারকাতে সারা বছর শান্তি বিরাজমান থাকে উদ্দেশ্য পূরণ হয়। যে ব্যক্তি নবীজির শুভআবির্ভাব মাসের রাত্রিসমূহে খুশি উদ্যাপন করবে, আল্লাহ্ তাকে করুণা ও অনুগ্রহ দান করবেন।

খুলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নবী :

কুরআন হাদীসের অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত অশেষ ফযিলতপূর্ণ মীলাদুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠান সাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশিদীন পালন করেছেন এবং অন্যদেরকে পালন করতে উৎসাহিত করেছেন। 'আল্-নিয়া'মাতুল কুবরা আলাল্ আলম গ্রন্থে বর্ণিত খুলাফায়ে রাশিদীন মুখ নি:সৃত বাণী পেশ করা হল।

ইসলামের প্রথম খলীফা, সাহাবাকুল শিরোমনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন, "মান আনফাকা দিরহামান আল্া ক্বিরাতি' মাওলিদিন্নবীয়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা রফিকী ফিল্ জান্নাহ্" অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সা.) আয়োজন করার জন্য কমপক্ষে এক দিরহাম ব্যয় করবে সে বেহেশতে আমার বন্ধু হবে।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ফারুক্বে আযম (রা.) বলেন, "মান আয্যামা মাওলিদিন নবীয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ফাক্বাদ আহলাল ইসলাম," অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সা.)' কে সম্মান করল সে যেন ইসলামকে যিন্দা করল।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী যুন্নুরাইন (রা.) বলেন, "মান আনফাকা দিরহামান আল্া ক্বিরায়াতে মাওলিদিন নবীয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাকাআন্নামা শহিদা গাজওয়াতা বাদরা ওয়া হুনায়না।" যে ব্যক্তি, মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কমপক্ষে একটাকা ব্যয় করবে সে যেন বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী মুরতুজা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবীকে সম্মান করবে তাঁর বিনিময়ে সে দুনিয়া হতে ঈমানী দৌলত নিয়ে যেতে পারবে এবং কোন প্রকার হিসাব নিকাশ ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করবে। দ্র. আল্লামা ইবেন হাযার হায়তমী শাহফে'য়ী, *আল্-নিয়া'মাতুল কুবরা আলাল্ আলম*, ইস্তাম্বুল: মাকতাবাতুল হাকীকা ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৪৬

কুরআন-হাদীসের-দলিল-প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন শরীয়ত সম্মত। যা পালনে ইহকাল ও পরকালে অসংখ্যঅগণিত কল্যাণ লাভ করা যায়। (বি.দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আনোয়ারী, *আলোর দিশা* ইসলামি সমাজ কল্যাণ সংঘ, ২৫ মার্চ ২০১৪ খ্রি.]

৩৬. **জশনে জুলূস** : জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী আমাদের ধর্মের মৌলিক উৎসব থেকে উৎসারিত। এ ঈদ বা আনন্দোৎসব পালিত হয় প্রথম সৃষ্টি নূরের নবী হুযূর করীম (সা.) এর শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে। এ প্রসঙ্গে শাইখ মুহাক্কীক্ব হযরত শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) বলেন, "এটি এক শ্বাশত ও চিরন্তন সত্য যে, সৃষ্টিকুলের প্রথম এবং সমগ্র কায়েনাত সৃষ্টির কারণ আর তামাম আলম ও আদম (আ.) পয়দা হওয়ার মাধ্যম হল নূরে মুহাম্মদী (সা.)। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী'। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টি আগে আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। সকল উর্ধজগত ও তাঁরই নূর থেকে সৃষ্ট। তাঁরই নূরানী (মূল একক) সত্তা থেকে আত্মাসমূহ, কায়াসমূহ, আরশ ও কুরসী, লওহ, কলম, জান্নাত, দুযোখ, আসমান, যমীন, জীন, ইনসান এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

সমগ্র সৃষ্টি ও সকল নবীরও পূর্বে ছিল মুহাম্মদী সত্তা (সা.)। এটা কুর'আন কারীম দ্বারা ইঙ্গিত এবং বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وما ارسلنا ك الا رحمة للعا لمين 'হে হাবীব, আমি আপনাকে সমগ্র জগতের রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছি' (আল'কুরান- ২১:১০৭)। সাহাবায়েকেরাম নবী করীম (সা.)'কে নিয়ে হুদায়বিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। দশ সহস্র সাহাবীর সুসংহত পদযাত্রা যখন মক্কা শরীফ বিজয়ের পবিত্র উল্লাসে রাজপথ কাঁপিয়ে তাকবীর ও হামদ-নাত পড়ে পুরা কোরাশ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, আজকের জশনে জুলূস এর শোভাযাত্রার রূপরেখা সেই বিজয় মিছিলের অনুকরণ। মক্কার কাবাগৃহের ৩৬০ মূর্তি থেকে খোদার ঘরকে মুক্ত করতে আসা সেই শোভাযাত্রার অগ্রনায়ক ছিলেন রাহমাতুলিল আলামীন (সা.)। বিজয় বা তার সূচনাকে কুরআনুল কারীমে 'ফাতহি মুবীন' বলা হয়েছে। নবীর শুভজন্মের পবিত্র মুহূর্তে সদল বলে ফেরেশতাদের অবতরণের কথাও স্মরণ করা হয়েছে। সে দিনের সেই জুলূসের আগমনে পবিত্র হয়ে ওঠেছিল খানায়ে কা'বা। এ মুক্তির পরিবেশ হয়েছিল এর ছয় দশক আগে। সে আনন্দে, সে আবেগে, আর কৃতজ্ঞতায় ঝুঁকে পড়েছিল খোদ্ কা'বা। সেদিন ছিল বার রবিউল আউয়াল। কা'বার মর্যাদা ও পবিত্রতা নিশ্চিতকারীর শুভ জন্মের খুশী ও আবেগের আতিশয্যে কাবা লুটে পড়েছিল। ষাট বছর পরে সেই কা'বার পবিত্রতার আনুষ্ঠানিকতায় অগণিত সাহাবীদের মিছিল হয়েছিল অষ্টম হিজরীতে। আমরা আমাদের ধ্যানে সেই দৃশ্যকে ধারণ করতে পারি। জশনে জুলূস এর মিছিল শুধু-বৈধই নয়, এটা আমাদের বিকৃত রুচির অপসংস্কৃতি রোধের জন্যও অপরিহার্য। শ্লোগান দেয় উচ্ছসিত প্রাণের মানুষ। জশনে জুলূসে শ্লোগানে উদ্ধুদ্ধ করা হয় নারায়ে তাকবীর। আল্লাহু আকবর, নারায়ে রেসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, উচ্চরিত হয় 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'র যিকর। ধ্বনিত হয়, 'সব্‌সে আওলা ওয়া আ'লা হামারা নবী।" হজ্ব পালনকারী বান্দারা হজ্বের আনুষ্ঠানিকতায় জনসম্মুখে মিশ্তে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয় সম্মিলিত শব্দ, ইসলামের পরিভাষায় একে 'তালবিয়া' বলে। لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ দ্বারা প্রাণে উচ্ছাস জাগায়। এটা ইবাদত, পূণ্য আমল। মসজিদে নববীতে যখন ফরয নামাযের সালাম ফেরানো হত, তখন সাহাবায়ে কেরাম আওয়াজে যিকর করতেন। তখন আশপাশের গৃহবাসী মহিলারা বুঝতেন মসজিদে জামা'আত শেষ হয়েছে।

তথা বর্ণাঢ্য শোভযাত্রা চালু হয় ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের 'জশ্নে জুলূস' ছিল লাখো জনতার উপচে পড়া জন সমুদ্র। পরবর্তীতে এই জশ্নে জুলূস'ই সমগ্র বাংলাদেশের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। অন্যান্য সুন্নি প্রতিষ্ঠান ও পীর মাশায়িখদের অনুসরণের মাধ্যমে। তাই তাঁকে জশ্নে জুলুসের 'জশ্নে-এ জুলূস' এর মাধ্যমে উদ্‌যাপনের নির্দেশ দেন। তাই তাঁকে 'জশন-এ জুলূস'-এর রূপকার বলা হয়ে থাকে ধর্মীয় অঙ্গনে। শুধু বাংলাদেশে নয়, রেঙ্গুনে এখনো প্রতি বছর ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন উপলক্ষে বের হয় 'জশ্নে জুলূস'- যা তাঁর নির্দেশে রেঙ্গুনস্থ তাঁর খলীফা হাজী ইসমাঈল বাগিয়া (র.) এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৭] আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ লন্ডনে চিকিৎসাধীন সময়ে সেখানে সিলসিলাহ্‌র কার্যক্রম এবং 'জশ্নে জুলূস' চালু করেছিলেন। তিনি ১৯৮১-১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সেদেশ সফর করে সিলসিলাহ্ কার্যক্রমের বিকাশে যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর প্রভাব এখনো বিদ্যমান। রেঙ্গুনে এখনো সুন্নীদের একমাত্র অবলম্বন হয়ে আছে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) এর খলীফা ইসমাঈল বাগিয়া (র.)-এর পৃষ্ঠাপোষকতায় পরিচালিত বাগিয়া গার্ডেনের মাদ্‌রাসাটি। তিনি ১৬'ডিসেম্বর ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আন্‌জুমান ট্রাস্ট সভায় সিদ্ধান্ত দেন, বাংলা ভাষায় সুন্নি মতাদর্শভিত্তিক মাসিক পত্রিকা 'তরজুমান' প্রকাশের।[৩৮] সিদ্ধান্ত মতে, 'মাসিক তরজুমান' জানুয়ারি ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রকাশ

হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, আহযাব যুদ্ধের সময় হুযূর (সা.) স্বয়ং পরিখা খননে ব্যস্ত। সাহাবীরা দেখলেন, তিনি মাটি উঠাচ্ছেন, আর তাঁর পবিত্র উদরের শুভ্রতা মাটিতে ঢাকা পড়ছিল। তখন তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহার রচিত শে'র পড়ছিলেন, "আল্লাহুম্মা লাওলা আনতা মাহতাদাইনা.........ইন আরাদনা ফিতনাতান আবাইনা।" শে'র এর সর্বশেষ শব্দ 'আবাইনা, আবাইনা' বলে দ্বিরুক্ত উচ্চারণ করছিলেন। জা-আ রাসূলুল্লাহ্ ওয়া জা-আ নাবীয়্যুল্লাহ।' আমরা সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি স্মরণ করতে পারি, যখন প্রিয় নবীকে বরণ করতে আনসারদের সকল গোত্রের পর্দানশীন মহিলা নিজ নিজ ঘরের ছাদে, দরজায় ও গলির মাথায় দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়ে বলতে ছিলেন, طلع البدر علينا ....। (পূর্ণ শশীর উদয় ঘটেছে আমাদের মাঝে)। আমাদের 'জশনে জুলূস'এ গগণবিদারী উচ্চকণ্ঠের হাম্‌দ ও না'তের সুরলহরী, সেই পবিত্র ঐতিহ্যের রঙে আজকের প্রজন্মকে রাঙ্গাবার প্রত্যয় ঘোষণা করেন।

এ জুলূসে আলোচিত হয় নবী তত্ত্ব, নবীর শান। এ সংস্কৃতিকে জোরদার করতে বর্ণাঢ্য এ উৎসবের নেতৃত্ব দেন খোদ রাসূলের আওলাদ। সংস্কৃতির পূণ্যময় সংস্কারে বিশ্বের বৃহত্তম এ জুলূস মুসলিম ঐক্য ও ইসলামি সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য সংযোজন কবি কাজী নজরুলের উচ্চারণ যথার্থ, 'ধুলির ধরা বেহেশতে আজ, জয় করিল দিলরে লাজ।' দ্র. মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান, *পাক পঞ্জতন;* মীলাদুন্নবী সংখ্যা, চট্টগ্রাম: ষোলশহর, নাজির পাড়া, ফেব্রুয়ারী- ২০১০ খ্রি. পৃ. ০৬)

৩৭. স্বাক্ষাৎকার: হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম। (০১.০৮.২০১৫ খ্রি.)

৩৮. **মাসিক তরজুমান :** ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পীরে ত্বারীক্বাত হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) মাসিক তরজুমান প্রকাশ করার জন্য আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর কেবিনেট সভায় সিদ্ধান্ত দেন। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকাটি সরকারী রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। ১৯৭৯ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি প্রতি মাসে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। মাসিক পত্রিকাটির বর্তমান পৃষ্ঠপোষকতার আছেন রাহ্‌নুমায়ে শরী'আত ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) ও রাহ্‌নুমায়ে শরী'আত ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)। বর্তমানে পত্রিকাটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আহলে সুন্নাত আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। পত্রিকাটি বর্তমানে প্রতিমাসে আঠার হাজার কপি ছাপানো হয়ে থাকে। [দ্র. সাক্ষাৎকার: সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, মাসিক তরজুমান ৩২১ দিদার মার্কেট, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ২০.০৮.২০১৫ খ্রি.)]

হতে থাকে যা আজ বাংলা ভাষা-ভাষি পাঠকের কাছে সুন্নিয়তভিত্তিক প্রধান ও নিয়মিত প্রকাশনা। ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডনে সুন্নিদের প্রধান অবলম্বন এই 'তরজুমান' দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) বলেছিলেন, 'ইয়ে তরজুমান বাতিল ফেরকা কেলিয়ে মাউত হ্যায়'[৩৯]

ডিসেম্বর ১৯৭৬ খ্রি. তিনি সুন্নি 'উলামার ঐক্য-সংহতি এবং সাংগঠনিক পদক্ষেপের উপর গুরুত্ব দিয়ে 'উলামা সম্মেলন আহ্বানের নির্দেশ দেন এবং যথাসময়ে আয়োজিত হয়। পরবর্তীতে 'উলামা সম্মেলন আয়োজিত হয় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ময়দানে। সব উদ্যোগে আমাদের গাফেলতি কিংবা স্বার্থান্বেষীদের তৎপরতার কারণে মাঠে মারা যায় দুঃখজনকখভাবে। ১৯৮৩-১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্র সেনা'র কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যোগদান করে এই সংগঠনের আকাশচুম্মি জনপ্রিয়তা ও গ্রহনযোগ্যতা এনে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্র সেনাকে তিনি 'ঈমানী ফৌজ' বলেছেন, একে সার্বিক সহযোগিতা দিতে বলেছেন এবং আন্‌জুমানকেও নির্দেশ দিয়েছেন একে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে। যা আন্‌জুমান বহু বছর ধরে পালনও করেছিল।[৪০] একই সময়ে তিনি সুন্নিদের অনিবার্য ভবিষ্যত পরিণতির কথা ভেবে জাতীয় সংগঠনের পথ সুগমের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। যা উলামায়ে কেরামের সহযোগিতার অভাবে আলোর মুখ দেখেনি। শেষ যুগ পর্যন্ত তাঁর আখেরী সফরে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে, শারী'আত-ত্বারীক্বাতের এ দ্বীনী মিশনকে সাংগঠনিক রূপ দিয়ে একে গ্রাম ও মফস্বলে ছড়িয়ে দিতে নির্দেশ দেন। আজ গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, দেশ-বিদেশে সুন্নীয়ত ও ত্বারীক্বাতভিত্তিক অরাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় মর্যদায় পৌঁছেছে। আমাদের হযরাতে কেরামের 'কাম্ করো দ্বীনকো বাঁচাও, সাচ্চা আলেম

মাসিক তরজুমানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : মাসিক তরজুমানে প্রতি সংখ্যায় দরসে কুরআন, দরসে হাদীস, শানে রিসালাত, এচাঁদ-এমাস শিরোনামে চন্দ্র-মাসের ফযীলত, যুগোপযোগী প্রবন্ধ এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে মাসয়ালা-মাসায়িল সম্পর্কিত অধ্যায় রয়েছে।

দরসে কুরআন শিরোনামের প্রবন্ধে নিয়মিত কুরআনুল কারীমের আয়াতের আনুষঙ্গিক মাসয়ালা-মাসায়িলসহ ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ প্রাঞ্জলময় নির্দেশনা থাকে। এতে সাধারণ মুসলমানরা কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করে আলোকিত জীবন গঠনে সহায়তা পায়।

দরসে হাদীস শিরোনামের প্রবন্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ-দর্শন সম্বলিত সাবলীল লেখা দ্বারা পাঠক সমাজ ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি অনুপ্রাণিত হয়।

এ চাঁদ এ মাস শিরোনামের প্রবন্ধে চন্দ্র মাসের ফযীলতের উপর সম্যক ধারণাসহ স্ব স্ব চন্দ্র মাসে ইন্তিকাল হওয়া সাহাবী, তাবি-তাবিতাবিঈ, গাউস, কুতুব, প্রসিদ্ধ অলী বুযুর্গের জীবনী সমৃদ্ধ কালাম দ্বারা পাঠক নতুন নতুন তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিহাল হয়ে ধন্য হন।

শানে রিসালাত-শিরোনামের নিয়মিত প্রবন্ধে বাতিলপন্থীদের কুফরী আক্বীদাহ্ মনোভাব ও অসৌজন্য অভিমতের দলীল দ্বারা জওয়াবসহ কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অতুলনীয় মর্যাদা ও অনুপম জীবন চরিত তুলে ধরা হয়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শিরোনামে প্রতি সংখ্যার প্রশ্নোত্তর পর্ব দ্বারা পাঠক শরী'আতের যুগোপযোগী বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়। [বি.দ্র. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন] (তারিখ: ২৯.১০.২০১৫ খ্রি.)

৩৯. স্বাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মাওলানা মুফ্তী ওবাইদুল হক নঈমী, শায়খুল হাদীস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ০২.০৮.২০১৫ খ্রি.)

৪০. স্বাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মন্নান, মহাপরিচালক, আন্‌জুমান গবেষণা কেন্দ্র, আলমগীর খান্‌কাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ০২.০৮.২০১৫ খ্রি.)

তৈয়্যার করো'। এই নির্দেশকে শিরোধার্য করে এই সংগঠন মাঠে ময়দানে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে দ্বীন রক্ষার শপথ নিয়ে। বর্তমানে এর পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন গাউসে যামান সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) এর বর্তমান দু সাজ্জাদানশীন শাহযাদা রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) এবং রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)। ইতোপূর্বে হযরাতে কেরাম বলতেন, 'আনজুমান চালানা হুকুমত চালানা' আর হুযূর আল্লামা তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) বলেন, 'হুকুমত কেলিয়ে ফৌজ কা যরূরত হ্যায়, গাউসিয়া কমিটি আনজুমান কা ফৌজ হ্যায়'। গাউসিয়া কমিটি প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য ও রহস্য সম্পর্কে পীর সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.) ১৯ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত 'গাউসিয়া তারবিয়াতি নেসাব দিক নির্দেশনা' সভায় বলেন,[৪১] "আমি বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, গাউসিয়া কমিটি গঠিত হয়ে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। এ কমিটি গঠনের হিকমত কি? এটা আবার কখনো আনজুমান' এর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে না তো? তখন বাবাজী হযরত তৈয়্যব শাহ্ (র.) বলেছিলেন, "আপনার প্রশ্নের জবাব এখনো দিচ্ছিনা। সময়ই এ প্রশ্নের জবাব দেবে হয়তো আমি তখন দুনিয়াতে থাকব না"। সুতরাং গাউসুল আযম বড় পীর আবদুর ক্বাদির জিলানী (র.) এর গাউসিয়াতের পতাকাবাহী 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' সুদূর প্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস।[৪২]

এ হিকমত-এর উদ্দেশ্য এবং অবস্থা সময়ের অগ্রসরতার সাথে বোধগম্য হবে। অনেক বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠনের জন্ম হয়েছে। পীর সাবির শাহ্'র ভাষায়, "মাকসাদ আ'যীম হ্যায়, হাম খাকসার হ্যায়"। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য অনেক বড় কিন্তু আমরা যারা এ কাজের জন্য নির্বাচিত হয়েছি, তারা কিন্তু অতীব নগন্য-অধম, আর এমন অধম ব্যক্তিদের এ মহান দায়িত্বের জন্য পছন্দ করে আল্লাহ তা'লা আমাদের উপর অনেক বড় ইহ্সান (অনুগ্রহ) করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে অন্য কারো মাধ্যমেও এ কাজ নিতে পারতেন। তিনি আরো বলেন, হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) এ মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি হলেন এ মিশনের সিপাহ্‌শালার। আর আমরা হলাম সিপাহী। হুযূর পীর সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.) বক্তব্যে নিজেকে ও আমাদের মত একজন সিপাহী অভিহিত করে তাঁর বিনয় বা মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যদিও বা তিনি এ জিহাদে আকবর-এর ময়দানের অন্যতম সিপাহ্সালার। সংগঠনের এই দ্বিতীয় সিপাহশালার হযরত আল্লামা পীর সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)-এ নির্দেশে এই গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'-এর সিপাহীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করতে আনজুমান ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে 'গাউসিয়া তারবিয়াতি নেবাস'।[৪৩] বাংলা ভাষায় রচিত হওয়ায় এটি আমাদের কর্মীদের প্রধান সিলেবাস করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁর নির্দেশনায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ শুরু করেছে 'দাওয়াতে খায়ের' কর্মসূচি। মসজিদে-মসজিদে, মহল্লায়-মহল্লায়, মাসায়েল-ফাযায়েল বর্ণনাসহ দ্বীনী আলীমের ব্যবস্থা করার জন্যে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে মুয়াল্লিমরা। মানুষকে কল্যাণের পথে আহবান (দাওয়াতে খায়ের) এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন আমল বা কাজ আর নেই। ১৯ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ভাষণটি ছিল এ মিশনের মাইলফলক। ২১ নভেম্বর ২০১২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ২৫ বছর পূর্তি সম্মেলনে বেশ কিছু

---

৪১. স্বাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল্‌ক্বাদেরী, সাবেক অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও খতীব, জমিয়তুল ফলাহ্ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ০৪.০৮.২০১৫ খ্রি.)

৪২. মুহাম্মদ সেলিম খান চাট্‌গামী, *আলোর দিশা*, চট্টগ্রাম: ইসলামি সমাজ কল্যাণ সংঘ, চাকতাই, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৫

৪৩. অফিস রেকর্ড, আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম

মূল্যবান দিক-নির্দেশনা এসেছে। যা গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশকে আধুনিক বিশ্বে উপযোগি করে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। এই সংগঠনের শুরুটা ছিল আন্‌জুমানের কিছু রুটিন ওয়ার্ক কেন্দ্রিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে। 'জশ্‌নে জুলূস', কোরবানীর চামড়া সংগ্রহ, যাকাত-ফিত্‌রা, খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (র.), হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.), হযরত আব্দুর কাদের জিলানী গাউসে পাক (র.) এর উরস শরীফ,' খত্‌মে গাউসিয়া, গেয়ারভী শরীফ ইত্যাদি কর্মকান্ডের সাথে সহযোগিতা দেওয়া মাত্র। কিন্তু ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে থেকে এতে যুক্ত হয় নতুন সাংগঠনিক কার্যক্রম ও চেতনাবোধ। শুরুতে চেয়ারম্যান ছিলেন মরহুম আলহাজ্ব গোলাম সারোয়ার। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। তিনি নিরলস শ্রম ও আন্তরিকতা দিয়ে একজন সাধারণ কর্মির মত খেটেছেন এই সংগঠনের জন্য। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আলহাজ্ব লোকমান হাকিম মুহাম্মদ ইব্রাহিম চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালনের সময়ে ডাকা হয় এক বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন। ঘোষণা করা হয় সংগঠনের প্রথম বারের মত সাংগঠনিক পক্ষ ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় প্রথম বারের মত সংবাদ সম্মেলন' চট্টগ্রাম মেট্রোপোল চেম্বারে এবং বের করা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। হঠাৎ করে ঝিমিয়ে পড়া গাউসিয়া কমিটি চাঙ্গা হয়ে ওঠে।[৪৪] শুরু হয় থানা কমিটি ঢেলে সাজানোর কাজ এবং এরপর গঠন করা হয় জেলা কমিটিগুলো। সংগঠনের ধারায় ফিরে আসে গাউসিয়া কমিটি। বিভিন্ন ইস্যুতে সভা-সেমিনার শুরু হয়ে গেল। এরমধ্যে নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আসেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক। তিনি দায়িত্ব পালন করেন এক দশকের মত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। এরপর বর্তমান চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ (কমিশনার) এর যাত্রা শুরু হয়। তিনি বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গসহ বিভিন্ন জেলায় অনবরত সফর করে সংগঠনের শিকর তেতুলিয়া পর্যন্ত নিয়ে যান এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশেও নিয়ে গেছেন সংগঠনের কার্যক্রম। অবশ্য এ ধারা ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে থেকে শুরু হয়। যা হোক, ১৯৮৬-১৯৯৪ খ্রি. পর্যন্ত ছিল এর শৈশবকাল। ১৯৯৫-২০১২ খ্রিষ্টাব্দে এর বর্তমান সময় কালকে বলা যায় এর কৈশোর ও তারুণ্যের অর্জন। ১৪৩৩ হি. বিদায় দিয়ে ১৪৩৪ হি. এ যৌবনে পা রেখেছে। আর এ যৌবনের দাবীটি বয়স বিবেচনায় নয়, কাজের বিবেচনায়। এখন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের'র শাখা প্রশাখা মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের সক্রিয় কমিটিগুলো আনজুমান-এ রহমানিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা সুন্নীয়তের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।[৪৫] বিগত (১৪৩৩ হি.) ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আনজুমান ট্রাস্ট কর্তৃক চট্টগ্রামে আয়োজিত বিশ্বের প্রধান জশ্‌নে জুলূসটি সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত শাখা। পরে পি. এইচ. পি. গ্রুপের উদ্যোগে আর. টিভি, জশ্‌নে জুলূস সরাসরি সম্প্রচার করে। জশ্‌নে জুলূস-এর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক গ্রহণ যোগ্যতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গণ্য হচ্ছে। জুলূসে বিশ লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষের অংশগ্রহণের চিত্র আর টিভি ছাড়াও অন্যান্য টিভি চ্যানেল কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় পরিষদ বিভিন্ন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিকে টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার এতে বিশ লক্ষাধিক উপস্থিতির সম্ভাবনার

---

৪৪. সাক্ষাৎকার : আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সৈয়্যদ অসিয়র রহমান, প্রধান ফকীহ্, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ০৫.০৮.২০১৫ খ্রি.)

৪৫. মোছাহের উদ্দিন বখতেয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি*, চট্টগ্রাম: দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার, পৃ. ১৪-১৫

কথাটি জানিয়ে দেয়, যা দেশের বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রচার করে। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সময় ও প্রেক্ষাপটে সংবাদ সম্মেলনের মধ্যমে আমেরিকায় ইসলাম ও নবী কারীম (সা.) এর বিরুদ্ধে মর্যাদা হানিকর চলচ্চিত্র নির্মাণ, ফ্রান্সে একই উদ্দেশ্যে কার্টুন সন্ত্রাস, বাংলাদেশে বৌদ্ধ উপসনালয় এবং বার্মায় মসজিদ ও মুসলমানদের উপর নগ্ন হামলার প্রতিবাদ করা হয়। এ উপলক্ষে চট্টগ্রাম লালদিঘী চত্বরে আয়োজন করে এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণ মিছিল। পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোর প্রচারণায় সুন্নি মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করেছে। গাউসিয়া কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় গাউসে যামান, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার। নগরীর 'রয়েল গার্ডেন'-এ কেন্দ্রিয় পরিষদ আয়োজিত এ সেমিনারে শীর্ষস্থনীয় শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও উলামায়ে কেরাম আলোচনায় অংশ নিয়ে এ মিশনকে আন্তরিক সহযোগিতা দিয়েছেন, যা এই সংগঠনের ভাবমূর্তি ও উজ্জ্বল করে দিয়েছে বলে অনেকের ধারণা। অবশ্য এর আগেও ১৯৯৬-২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত গাউসুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.), খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.), আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.), আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) এর জীবন-কর্ম, অবদান ও দর্শন বিষয়ক বহু সেমিনার চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ হল, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চট্টগ্রাম সংবাদপত্র শিল্পের পথিকৃৎ ও আল্লামা সিরিকোটি হুযূরের অন্যতম খলীফা আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারসহ উপরোক্ত মনীষিদের উপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেকবার। এ অনুষ্ঠানগুলোর সুবাধে দেশের কিছু বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়েছে আমার বিশ্বাস-যা অব্যাহত থাকা দরকার। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ওয়ার্কশপ, পীরভাই সম্মেলন, দাওরায়ে ত্বারীক্বাত, দাওরায়ে দাওয়াতে খায়ের ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষ জনশিক্তিতে উন্নীত করার যে কর্মসূচি ১৯95 খ্রিষ্টাব্দে থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা সচল রাখা দরকার। সংগঠনের প্রত্যেকটা ইউনিটে'র পক্ষ থেকে কেন্দ্রিয় দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে 'দাওয়াত এ খায়ের' কার্যক্রম চালু করা এবং নতুন-নতুন সদস্য ও পীর ভাই-বোন সংগ্রহ করার প্রয়াস বৃদ্ধি করতে হবে।[৪৬]

আন্‌জুমান ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনায় ইসলামিক দিবসসমূহ উদ্‌যাপন[৪৭]

১. হিজরী নববর্ষ উদ্‌যাপন : এ অনুষ্ঠানটি বিগত হিজরী বছরের বিশেষ ক'টি দিন ২৮-৩০ জিলহজ্ব, ১-৩ মুহারামে আলোচনা, মাহফিল, হাম্দ-নাত-অনুষ্ঠান, সেমিনার, মুক্ত আলোচনা, শোভযাত্রা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বিগত বছরের পর্যালোচনা ও নতুন বছরের পরিকল্পনাভিত্তিক গঠনমূলক কার্যক্রম। তবে আয়োজিত র‍্যালি বা শোভাযাত্রা যেন মুহরমে উপলক্ষে শিয়া সম্প্রদায়ের তাজিয়া মিছিলের সাথে মিলে না যায়। সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা প্রয়োজন অবলম্বন করতে হবে।

২. মুহাররাম উপলক্ষে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে কর্মসূচি।

৩. সফর মাসে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) স্মরণ।

---

৪৬. গবেষকের নিজস্ব অভিমত।

৪৭. মোছাহের উদ্দিন বখতেয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৪. রবিউল আওয়াল মাসে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে জশ্নে জুলুসে আয়োজন। চট্টগ্রামের বাইরে বিভিন্ন জেলায় ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে জশ্নে জুলূস আয়োজন করে। ৯ রবিউল আওয়াল আনজুমান ট্রাস্ট ঢাকা শাখা কর্তৃক ঢাকা মুহাম্মদপুরস্থ ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা হতে যে 'জশ্নে জুলূস' বের হয়। যাতে চট্টগ্রামের মত মহা জনসমূদ্রে পরিণত হয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

৫. রবিউল সানি মাসে 'ফাতিহা ইয়াযদাহুম' উপলক্ষে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঐচ্ছিক ছুটি চালু আছে। আর 'ফাতিহা ইয়াজদাহুম' এর অপর নাম হল 'গেয়ারভী শরীফ যা গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর ১১ রবিউস সানী মুতাবেক উরস শরীফ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-কার্যক্রম পালনের সরকারি স্বীকৃতি বটে। এ সংগঠনের নাম এবং আদর্শ সেই গাউসুল আযম' এর 'গাউসিয়্যত' অনুসরণে রাখা হয়েছে 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' সেহেতু এ মাসে তাঁর স্মরণে অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন হয়।

৬. জামাদিউস সানি মাসে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ওফাত হয়েছে ২২ জমাদিউস সানী। সে দিবসে বা মাসে তাঁর স্মরণে অনুষ্ঠান হয়।

৭. রজব মাসে ২৭ তারিখে (২৬ দিবাগত রাতে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মি'রাজ সংগঠিত হয় সশরীরে। এ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান আমাদের ঈমান-আক্বীদাকে চাঙ্গা করে বিধায় সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী পালন করা হয়। এ মাসের ১-৬ তারিখে উপমহাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত, সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মুঈনদ্দীন চিশতী (র.) স্মরণে অনুষ্ঠান হয়।

৮. শাবান মাসে ১৪ তারিখে দিবাগত রাত শবে বরাত বা 'লাইলাতুল বরাত'। এ উপলক্ষে সরকারি ছুটি রয়েছে শত শত বছর ধরে। এ উপলক্ষে কুর'আন-সুন্নাহ্ ও ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা হয়।

৯. রমযান মাসে ১ তারিখে শুভ জন্ম হয় গাউসুল আ'যম বড়পীর হযরত আবদুল ক্বাদের জিলানী (র.), ১৭ তারিখ সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধ (বদর দিবস), ২০ তারিখ শাহাদাত বরণ করেন শেরে খোদা হযরত আলী (র.), ২৬ দিবাগত রাত লাইলাতুল কদর এবং কুর'আন নাযিলের স্মৃতিময় সময়, মাহে রমযানের তাৎপর্য ও যাকাত এর গুরুত্ব আলোচনা করা হয়।

১০. শাওয়াল মাসে ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও ঈদ পুনর্মিলন সাধারণ মুসলমানদের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

১১. যিলক্বদ মাসে ১১ যিলক্বদ ১৩৮০ হি. ওফাত বরণ করেন শাহানশাহে সিরিকোট আল্লামা হাযেজ সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.)। এ উপলক্ষে উরস শরীফ উদ্‌যাপনসহ পূর্বে বর্ণিত কর্মসূচিসমূহ পালন করা হয়। এই সিলসিলাহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ সুতরাং তাঁকে স্মরণ করা হয়।[৪৮]

---

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২০

১২. জিলহাজ্ব মাসে ১ যিলহজ্ব গাউসে দাঁওরান, কুতবে 'আলম খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) এর বার্ষিক উরস শরীফ এবং ১৫ যিলহজ্ব ১৪১৩ হি.) গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, তরজুমান এ আহলে সুন্নাত, বাংলাদেশে জশ্নে জুলূস, ঢাকায় ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসাসহ অসংখ্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) এর বার্ষিক উরস শরীফ উপলক্ষে সম্ভাব্য কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়।

সাংগঠনিক কর্মসূচীসমূহ

১. মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি নবায়ন

জেলা থেকে ইউনিট পর্যন্ত সকল কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে নবায়নের ব্যবস্থা করতে হয় কোন কারণে মেয়াদের মধ্যে সম্ভব না হলে উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কমিটি থেকে যৌক্তিক মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

২. বার্ষিক কর্মী সম্মেলন

কমিটির মেয়াদ বছর পূর্ণ হবার আগে-পরে যে কোন সুবিধাজনক সময়ে, অথবা অক্টোবর-মার্চ-এর মধ্যে মৌসুম ভাল বিধায় এ সময়েও এ বার্ষিক সম্মেলন করা হয়। বার্ষিক সম্মেলন উন্মুক্ত ময়দানে কিংবা মিলনায়তনে করা হয়। কেন্দ্র থেকে ইউনিট পর্যন্ত সকল কমিটির একটি বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করা বাধ্যতামূলক।

৩. প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বছরে কমপক্ষে একবার সংগঠনের সর্বস্তরে (কেন্দ্র থেকে ইউনিট পর্যন্ত) প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করতে । ত্বারীক্বাত দর্শন, দাওয়াতে খায়ের বাস্তবয়ন পদ্ধতি, দফ্তর পরিচালনা, সাংগঠনিক পদ্ধতি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে কর্মীদের নির্দেশিত কাজের যোগ্য করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হয়। ঠান্ডা বা শুকনো মৌসুমে আয়োজনে তেমন কোন সমস্যা হয় না বিধায় বছরে যে কোন সময়ে বা অন্যান্য কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে সময় নির্ধারণ করে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। উষ্ণ মৌসুমের সমস্যা না হলে, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে এ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

৪. আওতাধীন কমিটির সাথে মতবিনিময়

কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত উর্ধ্বতন কমিটিগুলো তাদের আওতাধীন কমিটিগুলোর সাথে বছরে কমপক্ষে দুবার মতবিনিময়ে মিলিত হয়। নিম্নতম কমিটি ভিজিট করে তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম তদারকি, সাংগঠনিক ও আর্থিক প্রতিবেদন যাচাই বাছাই করা হয়। এ কাজগুলো যেহেতু অভ্যন্তরীণ এবং কর্মী সংশ্লিষ্ট-সেহেতু এগুলো যে কোন, মৌসুমে এমনকি বর্ষা মৌসুমে সমন্বয় করে বছরের সুবিধাজনক সময়গুলোকে ভাগ করে অন্তত দুবার এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়।

৫. দাওয়াতে খায়ের

মানুষকে মসজিদে-মসজিদ, মহল্লায়-মহল্লায়, সুবিধাজনক স্থানে দাও'আত দিয়ে শরি'আতের বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল বয়ান করার যে দায়িত্ব বর্তমানে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের উপর অর্পিত হয় "দাও'আতে খায়ের"। এ কাজ সংগঠনের সর্বস্তরে অবশ্যই পালনীয়। এ জন্য উর্ধ্বতন কমিটিগুলো মুয়াল্লিম নির্ধারণ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। যার নাম "দাওরায়ে দাও'আত ই খায়ের" বলা হয়। 'দাও'আতে খায়ের' এর বিশেষ নির্দেশাবলী কেন্দ্রিয় পরিষদ থেকে লিখিতভাবে দেওয়া হবে। 'দাওয়াতে খায়ের' সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক নিয়মিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

৬. দাওয়াতি মাস

প্রতি বছর মাহে রমযানের ১-৩০ পর্যন্ত, পুরো মাস, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের সর্বস্তরে 'দাওয়াতি মাস' পালিত হয়। হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (র.) এর শুভ জন্মদিন ১ পহেলা রমযান 'দাওয়াতি মাস' উদ্বোধন করা হয় এবং মাসের প্রান্তে ২৯-৩০ রমযানের ঈদ শুভেচ্ছা, ঈদকার্ড, ইত্যাদি বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচি পালন করা হয়। রমযান মাসে পালনীয় কর্মসূচি বিষয়ে ইতোপূর্বে বর্ণিত কার্যক্রম থেকে সুবিধাজনক ও সামর্থ্যনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হবে। বিশেষ করে এ বিশেষ মাস 'দাওয়াতি মাস' উপলক্ষে অবশ্য পালনীয় কার্যক্রমগুলো হলোঃ

(ক) পীর ভাই বোন জরিফ।

(খ) নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান।

(গ) সুন্নিয়ত পরিস্থিতি জরিপ অন্যান্য দরবার, মসজিদ-মাদ্‌রাসা খানক্বাহ্, বাতিলের প্রভাব, অবস্থান, উল্লেখযোগ্য 'আলিম ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান, অন্যান্য সুন্নিয়দের অবস্থান এবং বাতেলের অবস্থানের তুলনামূলক চিত্র প্রস্তুত করা হয়।

(ঘ) মাসিক তরজুমান পাঠক, গ্রাহক ও এজেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হয়।

(ঙ) সংগঠনের দাওয়াত প্রচার পত্রসহ ব্যক্তি বিশেষ, প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন সহ সম্ভাব্য সর্বক্ষেত্রে সংগঠনের দাওয়াত প্রদান করা হয়।

(চ) আন্‌জুমান ট্রাস্ট পরিচালিত মাদ্‌রাসাসমূহের জন্য যাকাত-ফিতরা সংগ্রহ করা হয়।

(ছ) মাহে রমযানের আহ্বান সম্বলিত ক্যালেন্ডার, তোহফা, পোস্টার, হ্যান্ডবিল এবং প্রয়োজনীয় মাসায়িলসহ গুরুত্বপূর্ণ নসীহত দাবী-দাওয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রচার ও প্রকাশনা বিতরণের ব্যবস্থা করা।[৪৯]

---

৪৯. *প্রাগুক্ত*

৭. পীরভাই সম্মেলন

সংগঠনের উদ্যোগে সিলসিলায়ে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়া তথা মুর্শিদ হুযূরের মুরীদ-ভক্তদের নিয়ে বছরে একটি পীরভাই বোনদের জন্য প্রীতি সমাবেশ করা হয়। এটা ত্বারীক্বতের ভাই-বোনদের মিলনমেলা এবং সিলসিলাহ 'দাওর' বা সিলসিলাহর দৈনন্দিন অযীফা, তা'লীম শরী'আত-ত্বারীক্বাতের মৌলিক শিক্ষা, খিদমতের সুফল ইত্যাদি তুলে ধরার জন্য, বিশেষত পীর ভাইয়ের পরিচিতি ও সম্পর্ক মজবুত করার জন্য, বছরে একবার আয়োজন করা সিলসিলাহর উন্নয়ন এবং সংগঠনের নতুন কর্মী সৃষ্টির জন্য জরুরী। তবে, পীরবোনদের জন্য পৃথক পর্দাযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। ধর্মীয় দিবস উপলক্ষে সমন্বয় করে আয়োজন করা যেতে পারে। নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে এ আয়োজন করা যায়।[৫০]

৮. গাউসিয়া কমিটি মহিলা শাখা গঠন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ-মহিলা শাখা মহিলাদের দ্বীনী কাজে সক্রিয় এবং সংগঠিত করা সময়ের দাবী। এ জন্য ইতোপূর্বে মুর্শিদে বরহক সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) অনুমতি পাওয়া যায়। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনায় এ নতুন আইডিয়ার সংবেদনশীল নারী সমাজকে সংগঠিত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে চলেছে। এ জন্য আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট গবেষণা কেন্দ্রের প্রকাশনার মহাপরিচালক, লেখক ও গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান একটি খড়সা নীতিমালা তৈরী করেছেন। নীতিমালার আলোকে সৌভাগ্যবান মা-বোনদেরকে দায়িত্ব অর্পন করে কাজ শুরু হয়।[৫১]

৯. সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ

আল্লামা শেখ সাদী (র.) বলেন, "ত্বারীক্বাত ব জুজে খিদমতে খলক্বে নিস্ত-না তসবিহ না সাজ্জাদাহ ওয়া দলকে নিস্ত"। সুতরাং সেবা ছাড়া ত্বারীক্বাত অর্থহীন। শুধু তসবিহ-সিজদা বা আলখেল্লাতে ত্বারীক্বাত হয় না। সেবাই ত্বারিক্বাতের প্রধান সিঁড়ি। আর সেবা দু'প্রকার। ১. আধ্যাত্মিক; ২. জাগতিক। হাক্কুল্লাহ আর হুক্কুল ইবাদ দুটিই আদায়ের দায়িত্ব-আমাদের উপর বর্তায়। মানুষের জন্য দ্বীনী খিদমতসহ আধ্যাত্মিক ও মানবিক সাহায্য সহযোগিতা করা হয়।

(ক) শীত মৌসুমে গরীবদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ।

(খ) রমযানে ইফতার সামগ্রি বিতরণ।

(গ) ঈদ সামগ্রি, পোষাক ইত্যাদি বিতরণ।

(ঘ) গরীব শিশুদের ফ্রি-খতনার ব্যবস্থা করা, মেয়েদের কান ছেদনের ব্যবস্থা করা।

---

৫০. *প্রাগুক্ত*

৫১. সাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, সভাপতি, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ। (তারিখ: ০৮.০৮.২০১৫ খ্রি.)

(ঙ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ফ্রি-চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন কিংবা এতে সহায়তা দান।

(চ) গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সমাগ্রি বিতরণ।

(ছ) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এককালিন বৃত্তির ব্যবস্থা।

(জ) হত দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা।

(ঝ) সমস্যা ও অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে এলাকাবাসীকে সাথে নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা।

(ঞ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি।[৫২]

মাদ্‌রাসা ও খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠা[৫৩]

আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) বলতেন, 'মাদ্‌রাসা সে 'আলেম নিকেলতে হ্যায়, আউর খানক্বাহ্ সে অলী নিকেল্‌তে', । তাই সাচ্চা আলেম তৈরীর জন্য মাদ্‌রাসা কায়িমের পাশাপাশি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস চালানো হয়। মাদ্‌রাসা সম্পর্কে হুযূর সিরিকোটি (র.) এর বাণীগুলো বাস্তবায়নে আন্‌জুমান ট্রাস্ট সদা তৎপর, যে বাণী তা-ই গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের আদর্শ। 'কাম করো, দ্বীন কো বাঁচাও, সাচ্চা 'আলেম তৈয়্যার করো'। যেখানে সুন্নীয়তভিত্তিক মাদ্‌রাসা নেই সেখানে মাদ্‌রাসা কায়িমের চেষ্টা চালানো হয়। যেখানে আনজুমান পরিচালিত মাদ্‌রাসা রয়েছে সেগুলোর সার্বিক সহযোগিতা দেওয়া দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। খানক্বাহ্ ত্বারীক্বাতের কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই প্রতি উপজেলায় খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেয়া হয়। মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এতে করে 'সংশ্লিষ্টদের আগ্রহ বাড়তে থাকে।[৫৪]

---

৫২. সাক্ষাৎকারঃ এড্‌ভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, যুগ্ম-সম্পাদক গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ। (তারিখঃ ১০.০৮.২০১৫ খ্রি.)

৫৩. সাক্ষাৎকারঃ আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুহসিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ানাবাজার, চট্টগ্রাম। (তারিখঃ ১৫.০৮.২০১৫ খ্রি.)

৫৪. সাক্ষাৎকারঃ আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সেক্রেটারী জেনারেল, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম। (তারিখঃ ১৬.০৮.২০১৫ খ্রি.)

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর অবদান: আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহ এবং ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে এগুলোর অবদান

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর অবদান: আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহ এবং ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে এগুলোর অবদান

ইসলাম একটি শাশ্বত জীবন বিধান। ইরশাদ হয়েছে- انّ الدّين عند الله الاسلام "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম।" যুগে যুগে মানবজাতিকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণের কাজ সমাপ্ত করেছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, সৈয়্যদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণের মধ্য দিয়ে। ঐশী বাণী আল-কুর'আন মানুষের নিকট পৌঁছানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, - ياايها الرّسول بلّغ مآانزل اليك من ربّك - وان لم تفعل فما بلّغت رسلته 'হে রাসূল (সা.) পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর বাণী কিছুই পৌঁছাননি।'[২] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটিই করেন নি। তাঁর দায়িত্ব পালনে তিনি শতভাগ সফলতা অর্জন করেছেন। তাঁর এ সফলতার কথা পবিত্র কুর'আনে এভাবে এসেছে, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম।[৩]

স্বদেশের ন্যায় তিনি অনারব বিশ্বেও দূত মারফত ও ভাষান্তর মাধ্যমে পবিত্র কোর'আনের বাণী পৌঁছিয়েছিলেন। উম্মতের প্রতিও এ দায়িত্ব পালনে জোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন, بلّغوا عنّي ولو اية 'আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছিয়ে দাও'।[৪] বিদায় হজের ভাষণে তিনি উম্মতদের উদ্দেশ্যে বলেন "উপস্থিত লোকদের দায়িত্ব হল অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া।"[৫] মহানবী (সা.) এর এ বাণী বিশ্ব দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য ছড়িয়ে পড়েন সাহাবায়ে কেরাম, তাবি'ঈন, তাব্'ই তাবি'ঈন ও আউলিয়ামে কিরাম। আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলদের মহান দায়িত্ব শরী'আতের 'আলিমদের স্পন্দে অর্পন করেন। তাঁরা নবী-রাসূলদের প্রকৃত উত্তরসূরী। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন- العلماء ورثة الانباء 'উলামায়ে কেরাম নবীদের উত্তরসূরী।'[৬] নবী-রাসূলদের পর পথচ্যুত মানব গোষ্ঠিকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেয়ার গুরু দায়িত্ব 'উলামা-ই-কিরাম ও আউলিয়া-ই 'ইযামের উপর বর্তায়। তাঁরা ইসলামের সঠিক বাণী বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার মানসে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। আর ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য প্রয়োজন আনুকুল্য পরিবেশ। তাই নবী করীম (সা.) পবিত্র মক্কা নগরী (প্রতিকূল পরিবেশ) ত্যাগ করে মদীনা শরীফ (অনুকুল পরিবেশ)-এ হিজরত করেছিলেন। চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার পদধূলিতে

২. আল-কুর'আন, ৫: ৬৭

৩. আল-কুর'আন, ৫: ৩

৪. আবদুর রহিম আম্বর, *হেদায়া আল-বারী ইলা তারতীব সহীহ আল-বুখারী*, বৈরূত: ১৯৭০ খ্রি., খণ্ড. -১, পৃ. ২৮৭

৫. প্রাগুক্ত, খণ্ড. -১, পৃ. ৩৫৬

৬. খতীব তাবরিযী *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দিওবন্দ : মি'রাজ বুক ডিপু., তা. বি কিতাবুল ইলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪

পূণ্যময় শহর। ইসলামি বীজ বপন করার জন্য এ ঐতিহ্যবাহী নগরকে আউলিয়া-ই কিরাম নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবোটাবাদ শেতালূ হতে ১৯৩৭ খ্রি. মহান সাধক খ্যাতমান কামিল অলী আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) চট্টগ্রামে আগমন করেন।[৭] তাঁর আগমণে আপামর জনসাধরণের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা আরো বহুলভাবে বেগমান হয় ও উত্তররোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করে। ইসলামি শিক্ষাকে জনসাধরণের দৌরগোড়ায় পৌছানোর একনিষ্ঠ লক্ষ্যে হযরত সিরিকোটি (র.), হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর ও বর্তমান সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর কঠোর পরিশ্রমের বদৌলতে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে অসংখ্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠান। নিম্নে এসব প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত পরিচিতি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল:

প্রথম পরিচ্ছেদ

কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদ্‌রাসা

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ষোলশহর, চট্টগ্রাম

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, ভিত্তিস্থাপন ও মাদ্‌রাসার ভৌত অবকাঠামো

মাদ্‌রাসার ভিত্তির স্থাপন

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে দৈনিক আজাদী চট্টগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতা বরেণ্যব্যক্তিত্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার-এর অনুরোধে হযরত আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) চট্টগ্রামে আগমণ করেন। তিনি এতদ্অঞ্চলের মুসলিম জনতাকে কোর'আন হাদীসের মর্মবাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার নিমিত্তে মহান দ্বীনী দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[৮]

তাঁর একনিষ্ঠ দ্বীনী দাওয়াতের প্রভাবে চট্টগ্রামের মুসলিম জনতা আহল-ই-সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ ও মত গ্রহণ করতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় হুযূর আল্লামা সিরিকোটি (র.) একটি ও'য়াযের প্রোগ্রাম নির্ধারিত হয় চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার শেখেরখিল এলাকায়। বাঁশখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অগণিত লোকের সমাবেশ ঘটলে যথারীতি মাহফিল শুরু হয়। মাহফিলের শুরুতে তিনি কুর'আন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন- ان الله وملا ئكته يصلون علي النبيّ يايها الّذين امنوا صلّوا عليه وسلموا تسلميا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ফেরেস্তারা নবীর উপর দুরূদ পাঠ করছেন, হে মুমিনরা! তোমরাও তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ কর।[৯] এ আয়াত শ্রবণের পরও কেউ নবীজীর উপর উপর দুরূদ পড়ল না, সবাই নিরব-নিস্তব্ধ। নিয়মতান্ত্রিকভাবে ও বিশুদ্ধরূপে উপর দুরূদ শরীফ তারা পড়তে পারল না। আল্লামা সিরিকোটি শাহ্ (র.) এ ঘটনায় মর্মাহত হয়ে

---

৭. মাওলানা বদিউল আলম রিযভী, *সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন*, চট্টগ্রাম: রেজা ইসলামিক একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ১২১

৮. প্রাগুক্ত

৯. আল-কুর'আন, ৩৩: ৫৬

বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এমনকি তিনি সে রাতে এবং পরদিন কোন পানাহার পর্যন্ত করেননি।[১০] এমন মর্মাহত হওয়ার কথাও কেননা আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সা.) উপর উপর দুরূদ পাঠ করা তাঁর প্রেম ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভালবাসা থাকা ঈমানের মূল এবং পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি ও অন্যান্য লোকের চেয়ে প্রিয় না হব।[১১] যার অন্তরে আল্লাহর রাসূল (সা.) এ ভালবাসা ও তাঁর আদর্শের চর্চা নেই, হাজারো দাবি করলে কিংবা রাতদিন আমল করলেও তার এ ঈমানের বিন্দুমাত্র দাম নেই। তাঁর মুহব্বত ঈমানের মূল চালিকাশক্তি।

মাদ্‌রাসার স্থান নির্ণয় পক্রিয়া

আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিকিরোটি (র.) ভাবলেন, প্রিয় রাসূল (সা.)এর প্রেম-ভালবাসা যাদের অন্তরে নেই সে অন্তর নির্জীব ও নিস্প্রাণ। তিনি চিন্তা করলেন, তাঁদেরকে রাসূল আদর্শে উজ্জীবিত করতে হবে। বাংলার ঘরে ঘরে উপর দুরূদ সালামের গুরুত্ব ও আমল পৌঁছাতে হবে। তিনি আরো ভাবলেন, এদেশের মুসলিম জনতাকে কোর'আন-হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ ও মতে আহ্বানের বিকল্প নেই। ইসলামের মূলধারা সুন্নী মতাদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। অতঃপর তাঁর মুরীদদেরকে দ্বীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ের হুকুম দেন, এমন স্থান নির্ণয় কর যা শহরও হবে না গ্রামও হবে না। যেখানে পুকুর থাকবে এবং মসজিদও থাকবে।[১২]

পীরের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা স্থান নির্ধারণে তৎপর হয়ে উঠলেন। অনেক খোঁজখবর ও অনুসন্ধানের পর তাঁর বিশিষ্ট মুরীদ ও আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্মকর্তা মরহুম আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম সওদাগর (বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এর পিতা) তাঁকে নিয়ে বর্তমান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসাসংলগ্ন দায়েম নাযির জামে মসজিদের নিকট আসেন। সিরিকোটি শাহ্ (র.) জায়গাটি দেখা মাত্রই মুচকি হাসি দিয়ে সন্তুষ্টচিত্রে বললেন, "হ্যাঁ এহি হে, ইসসে ইলমকি খুশবো আরেহিহে" অর্থাৎ, 'এটিই, এখান থেকে জ্ঞানের সুঘ্রাণ আসছে'। হুজুরের অভিব্যক্তি দেখে উপস্থিত মুরীদরা বুঝতে পারলেন, এ জায়গাটিই তাঁর পছন্দ হল। এখানেই মাদ্‌রাসার ভিত্তি দিতে হবে। তাঁর পরম স্বপ্ন বাস্তবায়ন হল।[১৩]

তাঁরই পবিত্র হাতে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপিত হল।[১৪] বার আউলিয়ার পূণ্যভূমিতে আহল-ই সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ধারক-বাহক ঐতিহ্যবাহী

---

১০. *শাজরা শরীফ*, চট্টগ্রাম: সিলসিলা-ই ক্বাদিরিয়া আলিয়া, আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২১তম সং. ২০০২ খ্রি., পৃ. ১০

১১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাওলানা এম.এন.এম 'ইমাদুল্লাহ ও মাওলানা এ.কে.এম ফযলুর রহমান মুনশী, ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী ২০০৯ খ্রি., পৃ. ৫৪

১২. *শাজরা শরীফ*, সিলসিলা-এ-কাদিরিয়া আলিয়া, প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপনের সময় হুযূরের ভক্ত-অনুরক্ত নাযিরপাড়া এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিরা অনুপস্থিত ছিলেন। নির্মাণ কাজে ইট, বালি ও সরঞ্জমাদি যোগানে সহযোগিতা করেন 'মুহাম্মদ মুন্সি মিয়া (নাযির পাড়া), আব্দুল মজিদ সওদাগর (নাযির পাড়া), নূরুল ইসলাম

দ্বীনী শিক্ষা নিকেতন। এ জামেয়া আহল-ই সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রাণকেন্দ্র পরিণত হল।[১৫] জায়গাটির মালিক ছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট দানবীর জনাব জামাল উদ্দীন চৌধুরীর পিতা মরহুম হযরত উদ্দিন চৌধুরী।

মাদ্‌রাসার ভৌত অবকাঠামো

বাংলাদেশের বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রাম শহরের পাঁচলাইশ থানাধীন পশ্চিম ষোলশহরের নাযিরপাড়া মৌজায় সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ রোডস্থ প্রাকৃতিক নৈসর্গিক পরিবেশে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অবস্থান। মাদ্‌রাসার পশ্চিম পাশে চট্টগ্রাম-দোহাজারী রেল লাইন পর্যন্ত বিশাল খোলা মাঠ (১২০০ শতাংশ), উত্তর পাশে বড় পুকুর (০.৬৮০০ শতাংশ), উত্তর পাশে দায়িম নাযির পাড়া জামে মসজিদ এবং পূর্ব-উত্তরে আধ্যত্মিক কেন্দ্র খানক্বাহ্-ই কাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া (আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ)। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মূল একাডেমিক ভবন ৪৫০০ বর্গফুটে নির্মিত শৈল্পিক সৌন্দর্যের অনন্য প্রতীক। ভবনটির দ্বিতল প্রশাসনিক অফিস (অধ্যক্ষ অফিস, উপাধ্যক্ষ অফিস, শিক্ষক মিলনায়তন, ক্যাশ বিভাগ, টাইপ প্রশিক্ষণ বিভাগ ও আইসিটি ল্যাব। নিচ তলা অডিটোরিয়াম কক্ষ এবং তিন, চার ও পাঁচ তলা শ্রেণিকক্ষ। আর ছয়তলা আধুনিক বিজ্ঞানাগার এবং আন্তর্জাতিক মানের বিশাল লাইব্রেরী। এ ভবনের পশ্চিম পাশে সংযুক্ত ছয়তলা বিশিষ্ট উন্নত মানের হিফ্‌য বিভাগ। দূরাগত ছাত্রদের আবাসন সুবিধার

সওদাগর (বর্তমান আনজুমান সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের পিতা) ও চুন্নু মিয়া সওদাগর (নাযির পাড়া) প্রমুখ। আর ভিত্তিস্থাপনকালীন ইপস্থিত ছিলেন, 'আব্দুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার, নূর আহমদ সওদাগর আল-কাদেরী, ওয়াযির আলী সওদাগর আল্-কাদিরী, আমিনুর রহমান আল কাদিরী প্রমুখ।

১৫. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা কিশ্‌তী-ই নূহ (আ.) : হযরত নূহ (আ.) পৃথিবীতে প্রেরিত সর্বপ্রথম রাসূল। যিনি সাড়ে নয়শ বছর তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচারে কাজ করেছিলেন। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক লোক ঈমান এনেছিলেন। গোত্রপতিরা তাঁকে দৈহিক ও মানসিক সব ধরনের নির্যাতন চালিয়েছিল। এমনকি সাধারণ জনগণ ওয়ারিসদের ওসিয়ত করে যেত, তারা যেন হযরত নূহ (আ.)-এর উপদেশ গ্রহণ করে না। কওমের এই চরম উদাসীনতা দেখে আল্লাহর কাছে তাদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, "হে আল্লাহ এ ভূখন্ডে নির্দিষ্ট কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে তুমি রেহাই অব্যাহতি দিওনা"। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করেছেন এবং তাঁকে একটি নৌকা তৈরী করতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর নৌকা তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে তিনি পশু, প্রাণী, পাখি, পোকা-মাকড়ের এক এক জোড়া নিজের তিন সন্তান ও ৭২ জন মু'মিন লোক মোট ৮০ জন লোক এতে উঠালেন।

পরবর্তীতে নৌকাতে যারা উঠেছিল তাঁর প্রাণে বেঁচে গেল। বাকিরা লাঞ্ছনার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মহান অলী আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তায়্যিব শাহ (র.) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসাকে নূহ (আ.) এর কিস্তীর সাথে উপমা দিয়ে এর আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন এবং আপন আপন মুরিদ-ভক্তদেরকে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ভালবাসা ধারণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ঐতিহ্যবাহী এ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ইসলামি নিদর্শন' রূপে মুসলিম জনতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্থান করে নিয়েছে। এ অলৌকিকত্ব বুকে ধারণ করে মুক্তির মাধ্যম মনে করে আল্লামা তৈয়ব শাহ্ (র.) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসাকে কিশতী নূহ (আ.) অভিহিত করে বলেন, 'ইয়ে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা নূহ আলাহিস সালাম কিশতী হ্যায়'। দ্র. মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, প্রাগুক্ত পৃ.- ৯

জন্য রয়েছে সবুজ গম্বুজ বিশিষ্ট ত্রিতল 'ইউ' সাইজের আকর্ষণীয় আবাসিক হোস্টেল।[১৬] আধুনিক কারুকার্য শৈল্পিক নির্মিত মাদ্‌রাসার প্রধান ফটকের সাথে সংযুক্ত রয়েছে পাঁচতলা বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দিত দ্বিতীয় একাডেমিক ভবন। জমির পরিমাণ মালিকানা সূত্রে ৪.৭৫২৫ শতাংশ এবং ওয়াক্‌ফ সূত্রে ২.৫৪৭৫ শতাংশ এবং অন্যান্য ০.০৫০১, সর্বমোট ৭.৩৫০১ শতাংশ।[১৭]

আজ যে মূল্যবান জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে জামেয়া ইলমে্ দ্বীনের উঁকি মারছে তা ছিল একটি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি। তাই ওয়াক্‌ফ কমিশনারের অনুমতি নিয়ে অন্যজন খরিদ করে এ জমির সাথে রদবদল করতে হয়। এ সময় পাঁচ কানি পরিমাণ জমি খরিদ করতে ব্যয় হয় ৫০০১/৯০ আনা। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মূলভিত্তি অবকাঠামো ছিল ১৬৮ হাত ফুল লম্বা ত্রিতল দালানের উপর।[১৮]

মাদ্‌রাসার নামকরণ

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন ও নির্মাণ কাজ শুরু হয় 'মাদ্‌রাসা আহমদিয়া সুন্নিয়া' নামে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা মহান অলী হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) মাদ্‌রাসার ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে সমান রেখে মাদ্‌রাসার স্থলে সাথে 'জামেয়া' শব্দটি সংযোজন করেন। তাই মাদ্‌রাসা আহমদিয়া সুন্নিয়া পরিবর্তন করে 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' রাখা হয়।[১৯] জানুয়ারী ১৯৫৬ খ্রি মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং নতুন নামেই ২১ মার্চ ১৯৫৬ খ্রি. মাদ্‌রাসার প্রথম বার্ষিক সভা (সালানা জলসা) অনুষ্ঠিত হয়।[২০]

আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটির চিন্তাধারা

ত্রয়োদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দি-ই দিহলভী (র.), আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (র.) ও বাহাদুর শাহ্ জাফর (র.) এর পরে নেতৃত্ব শূন্যতা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভী (র.)[২১] ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

---

১৬. মাওলানা মুহাম্মদ সগীর ওসমানী, প্রসঙ্গ : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, *আবারাত: কামিল বিদায়ী স্মরণিকা'৯৫* পৃ. ১৬-১৭; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'ইউনিট প্রশ্নমালা' তথ্য অনুসারে জামি'আর অফিস রেকর্ড।

১৭. বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এস.ই.এস.ডি পি প্রকল্পের সহযোগিতায় (২০১০-২০১১ খ্রি.) এ ভবন নির্মিত হয় বর্তমানে অফিসিয়ালভাবে ভবনটি অনার্স ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

১৮. প্রফেসর কামাল উদ্দিন আহমদ ও প্রফেসর এস.কে. মঈনুল হক চৌধুরী, Jamia the top most spiritead center of sunniat, স্মরণিকা : *আসলাফ-ই জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা*, পৃ. ২৬

১৯. মুহাম্মদ শায়েস্তা খান, সৈয়্যদুল আউলিয়া কুতুবুল ইরশাদ হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) প্রতিষ্ঠিত এশিয়ার অন্যতম দ্বীনী শিক্ষানিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, *আসলাফ-ই জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা*, পৃ. ২৬

২০. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার উদ্দীন, '*আলা হযরতের চিন্তাধারা ও শাহেনশাহে সিরিকোট*, প্রকাশনায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, পৃ. ১৫

২১. ইমাম আহমদ রেযা খান (র.) : ইমাম আহমদ রেযা খান (র.) প্রকাশ আ'লা হযরত এ সংখ্যাতাত্ত্বিক নাম (আবজাদী নাম) 'আল মুখতার' ভারতের বেরলভী শরীফে (ইউপি) ১২৭০ হিজরী, ১০ শাওয়াল মোতাবেক ১৪

ভারত উপমহাদেশে ইমাম আহমদ রেযা খান (র.)-এর অসাধারণ লেখনী ও সাহসী বক্তব্যের সামনে কাদিয়ানী, শি'য়াসহ সকল ভ্রান্তদল হেরে যায়। তাঁর সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় 'আলিম সমাজ স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাই তাঁর সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় 'আলিম সমাজ স্বীকৃতি প্রদান করেন। আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.) বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামি শিক্ষার চর্চা ও বিকাশে দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তাতে ইমাম আহমদ রেযা খান (র.)-এর মাসলাক ও চিন্তাধারা প্রতিফলনে ভূমিকা রাখেন। তিনি জামে'য়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ভিত্তি স্থাপনের সময় বলেন, "ইয়া জামেয়া মাসলাকে 'আলা হযরত (ইমাম আহমদ রেযা) পর বেনা ঢালা গিয়া হ্যায়"। এ মাদ্রাসাটি মাসলাকে (চিন্তাধারা) আহমদ রেযা (র.) উপর প্রতিষ্ঠা করা হল।[২২]

জুন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা নকী আলী খান (র.) (মৃ. ১২৯৭/১৮৮০ খ্রি.) ছিলেন তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ও সূফীসাধক। আর পিতামহ মাওলানা আহমদ রেযা আলী খান (র.) (মৃত ১২৮২-১৮৬৬) ভারতের বিখ্যাত ইসলামিক ব্যক্তিত্ব ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। পিতা তাঁকে আহমদ মিঞা ডাকতেন। নবী প্রেমের অনন্য নমুনা স্বরূপ নামের পূর্বে আব্দুল মুস্তফা (প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনুগত) শব্দদ্বয় সংযোজন করেন। তাঁর পুরো নাম হল আব্দুল মুস্তফা আহমদ রেযা বিন নক্বী অলী বিন রেযা আলী খান। তিনি মাত্র ১৪ বছরের কম বয়সে (অর্থাৎ ১৩ বৎসর ১০ মাস ০৫ দিন) ইসলামি শিক্ষার প্রায় সকল বিষয়ে একাডেমিক জ্ঞানার্জন ও সনদ লাভ করেন। প্রতিভা, অনুসন্ধিৎসু চিন্তা ও গবেষণায় আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও রাসূলে পাক (সা.) এ ফুয়ূযাত লাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পঞ্চাশটিরও অধিক শাখায় গভীর পান্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। উপমহাদেশের ধর্মীয়-অঙ্গনে ইংরেজ শাসনের ছাত্রছায়ায় সঠিক ভাবে সুন্নিয়তের বিকাশ যখন নানাভাবে বাবাগ্রস্থ হয়েছিল; ঠিক এমনি সময়ে সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধে ইমাম আহমদ রেযা খানা (র.) এ কলমযুদ্ধ শুরু হয়। তিনি লা-মাযহাবী, সালাফী, কাদিয়ানী ও শিয়াসহ সকল বিপদগামী যাত্রা থামিয়ে দেন এবং ইসলামের নামে তাদের সকল অপব্যাখ্যা খণ্ডন করে ইসলামের সঠিক রূপরেখাকে তুলে ধরেন। তিনি উঁচু মাপের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। গবেষণা কর্ম (মকামে ফিক্র) ও তথ্যকর্ম (মকামে যিক্র) উভয় গুণে গুণান্বিত অনন্য জ্ঞান তাপস। ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (র.) ছিলেন জ্ঞানের বিশ্বকোষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পদচারণা ও ব্যুৎপত্তি তাঁকে উঁচু মানের ইসলামি স্বীকৃতি দেয়। অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মেধা প্রয়োগ করে শরী'আত ত্বারীক্বাত, মা'রিফাত ও দর্শনসহ প্রায় ৫৫টি বিষয়ে এক হাজারোধিক গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রিশ বছর বয়সে ৭৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৩২৩ হি. মুতাবিক ১৯০৫ খ্রি. তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা চার শতাধিকে উপনীত হয়। মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার উদ্দিন, 'আলা হযরতের চিন্তাধারা ও শাহেন শাহে সিরিকোট, প্রকাশনায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, পৃ. ১৫, 'আলা হযরত ডট কম প্রচারণায় জামা'আতে আহলে সুন্নাত, পাকিস্তান করাচী; সৈয়্যদ ওয়াজাহাতুর রাসূল ক্বাদিরী, পয়গাম-ই রেযা, স্মরণিকা আলা হযরত কনফারেন্স ২০০২, পৃ. ০৭; ফতওয়ায়ে রেযভিয়া, ইমাম আহমদ রেযা খান (র.) এ জীবনী অংশ; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, দীনের সফল সংস্কারক আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (র.) : আল মুখতার, আ'লা হযরত কনফারেন্স ২০০৮ খ্রি. স্মারক, পৃ. ১৯; মুহাম্মদ আবু তালেব বেলাল, স্মারক ইমাম আহমদ রেযা (র.) এক বিস্ময়কর প্রতিভা, আ'লা হযরত কনফারেন্স-২০১২ খ্রি. পৃষ্ঠা. ১০। সময়ে (১৮৫২-১৮৫৭) হলেও তাঁর পবিত্র জীবন ইমাম আহমদ রেযা (র.)-এর চেয়ে ৪০ বছর বেশি।

২২. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার '*আলা হযরতের চিন্তাধারা ও শাহেনশাহে সিরিকোট*, চট্টগ্রাম: গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, পৃ. ১৫

মাদ্‌রাসার ক্রমবিকাশ ও সংস্কার

আনুষ্ঠানিক পাঠদান, পাঠদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার স্তর

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে এর প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদান শুরু হয়। ইবতেদায়ী ১ম হতে ফাযিল (স্নাতক) পর্যন্ত ক্লাসভিত্তিক একসাথে পাঠদান শুরু হয়।[২৩.] জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠার কথা চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা চতুর্দিক থেকে জামেয়ায় ভর্তি হতে শুরু করে। দক্ষ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত ও বিজ্ঞ অধ্যক্ষ এবং যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদানের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাদ্‌রাসার সুনাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মানসম্মত লেখাপড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে দ্রুত সময়ে জামেয়া মাদ্‌রাসার পড়ালেখার মান ও উন্নয়ন দেখে তদানিন্তন ইস্ট পাকিস্তান মাদ্‌রাসা বোর্ড জামেয়াকে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে সরকারীভাবে ফাযিল মানের স্বীকৃতি ঘোষণা করে।[২৪] দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ও উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। ধারাবাহিক উন্নয়ন সাধনের ফলে এ মাদ্‌রাসা ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে কামিল হাদীস-এ উন্নীত হয় এবং ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কামিল ফিক্‌হ্ অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে কামিল তাফসীর বিভাগ খোলার অনুমতি পায়।[২৫] সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে ৩১টি 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় অনার্স চালু করলে তখন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়। তখন ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক অনার্স পরীক্ষার কেন্দ্র স্থায়িত হয়।[২৬]

শিক্ষার স্তর

বর্তমানে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় ইসলামি শিক্ষার ছয়টি স্তর চালু আছে। ১. ইবতেদায়ী স্তর, ২. মাধ্যমিক স্তর, ৩. উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর, ৪. ফাযিল (স্নাতক) স্তর, ৫. ফাযিল (স্নাতক) সম্মান স্তর ও ৬। কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তর।[২৭]

ইব্‌তেদায়ী স্তর

১ম হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ইবতেদায়ী তথা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর। ১ম শ্রেণি ৪র্থ শ্রেণি এক সেকশনে (শাখা বিহীন) নির্ধারিত ছাত্রসংখ্যার কোটাপূর্ণ করে নতুন বছরের জানুয়ারীর প্রথম তারিখ হতে শ্রেণির পাঠদান শুরু করা হয়। শিশুর মানসিকতা, যোগ্যতা ও চাহিদানুপাতে যোগ্য শ্রেণি শিক্ষক নির্ধারণ করা হয় এ স্তরের লেখাপড়া ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে খুবই স্পর্শকাতর বিবেচনা করা হয়। ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণিকে আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিশেষ মনোযোগে বিবেচনা করা হয়। সরকার ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে ৫ম শ্রেণির শিক্ষা সনদকে "প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী" সন নামকরণ করে। বর্তমানে মাদ্‌রাসা

---

২৩. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

২৪. *প্রাগুক্ত*

২৫. *প্রাগুক্ত*

২৬. *প্রাগুক্ত*

২৭. *প্রাগুক্ত*

ও স্কুলের ৫ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা একই তারিখে অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ ক্লাসের লেখাপড়ার গুণগত মান বৃদ্ধি ও আশানুরূপ ফলাফলের জন্য ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে একে ডাবল সেকশন (দু'ভাগ)-এ উন্নীত করা হয়েছে । উভয় সেকশনে ক্লাসের পরিবেশ, ভারসাম্য ও গতিশীলতা আনয়নে যোগ্য দু'জন শ্রেণি শিক্ষক কর্মরত আছেন। এ দু'জন শ্রেণি শিক্ষক নতুন ভর্তির কার্যক্রম, রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণসহ সার্বিক দায়িত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেন।[২৮]

মাধ্যমিক স্তর

দাখিল ৬ষ্ঠ হতে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসসমূহ মাধ্যমিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত। ২০০২ খ্রি. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পড়ালেখার মান আরো উন্নয়ন ও গতিশীল করার লক্ষে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়াকে দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ডাব্‌ল সেকশন খোলার অনুমোদন দিয়েছে। তাই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দাখিল ৬ষ্ঠ হতে দাখিল ১০ম পর্যন্ত ডাবল সেকশন চালু করেছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বমোট পাঁচ শ্রেণিতে ডবল সেকশনসহ সর্বমোট ১০ ক্লাসে যোগ্য, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান শ্রেণি শিক্ষকমন্ডলী দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।[২৯]

অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণের ভিত্তিতে পূর্বের শাখা অনুযায়ী উপরের উত্তীর্ণ শ্রেণির অভিন্ন শাখায় পাঠ গ্রহণের সুযোগ পায়। নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা অফিস কর্তৃক শাখা নির্ধারিত হয়ে পাঠদান গ্রহণের অনুমতি পায়। অধ্যয়নরত কোন শিক্ষার্থীর স্বেচ্ছায় শাখা পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। তবে বিশেষ প্রয়োজনে শ্রেণি শিক্ষক ও যথাযথ অভিভাবকের মাধ্যমে অফিস অনুমোদনের ভিত্তিতে শাখা পরিবর্তনের সুযোগ।[৩০]

আলিম ক্লাস

২০০২ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণির সাথে আলিম ও ফাযিল (স্নাতক) ক্লাসে সেকশন চালুর অনুমতি পায়। উভয় শাখার স্তরের সেকশনে জন্য যোগ্য শ্রেণি শিক্ষক রয়েছে। প্রতিটি শাখায় সাধারণত ১৫০ জন করে মোট ৩০০ শিক্ষার্থী শিক্ষার্জনের সুযোগ পায়।

উভয় শাখা শিক্ষার্থী জন্য শ্রেণী পাঠে পূর্ণ সাত ঘন্টা উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। প্রতি শাখার শিক্ষার্থীদের পাঠদান বিষয়ভিত্তিক যোগ্য শিক্ষকমন্ডলী রয়েছে। ক্লাসের শ্রেণী পাঠদানের শৃঙ্খলা, ভারসাম্য, গতিশীলতা ও ধারাবাহিকতার জন্য অফিস থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রমিকের ছাত্রকে মনিটরিং দয়িত্ব দেয়া হয়। শ্রেণীর ক্লাসের যেকোন সমস্যা, উদ্ভুত পরিস্থিতি, শিক্ষকমন্ডলীর যথাসময় উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়সমূহের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে তাদের পালন করতে হয়। তাদের উপরই অর্জিত হয় পর্যায়ক্রমে। অফিসের তদারকি, শিক্ষকদের পাঠদানে আন্তরিকতা ও শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগিতা, এ তিনের সমন্বয়ে কার্যকরী ও অধ্যয়নমুখী ক্লাসে পরিণত হয়।[৩১]

---

২৮. *প্রাগুক্ত*

২৯. *প্রাগুক্ত*

৩০. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৩ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৩১. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

ফাযিল ক্লাস

মাদ্‌রাসায় ফাযিল ১ম বর্ষ (ক ও খ শাখা), ফাযিল ২য় বর্ষ (ক ও খ শাখা) এবং ফাযিল ৩য় বর্ষ (ক শাখা ও খ) এ ৬ শাখায় নির্দিষ্ট কোটায় শিক্ষার্থীরা ইসলামি জ্ঞানার্জন করে আসছে। এ চার ক্লাসে সিনিয়র আরবি প্রভাষক পর্যায়ের ৬ জন যোগ্য শ্রেণি শিক্ষক দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার মহান উদ্যোগ নিলে অক্টোবর ২০০৬ খ্রি. ফাযিলকে (স্নাতক) এবং কামিলকে (মাস্টার্স) বা স্নাতকোত্তর মান দিয়ে সরকার মাদ্‌রাসা শিক্ষায় নতুন দিগন্তের সূচনা করে। সাধারণ শিক্ষা সমন্বয় করে ফাযিল (স্নাতক)-কে তিন বৎসরে উন্নীত করে। তখন থেকে ফাযিল ক্লাস ছয় শাখায় উন্নীত হয়। ফাযিল ৩ বছর, কামিল ২ বছর ও ফাযিল (সম্মান) দু বিষয়ে (আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ও আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ) অনার্স চালু হওয়ায় ক্লাসের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই ২০১০ খ্রি. থেকে ফাযিল ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষকে এক সেকশনে একীভূত করা হয়। তবে ফাযিল প্রথম বর্ষে ছাত্র সংখ্যাধিক্যে কারণে এ ক্লাসে শাখা বহাল রাখা হয়।[৩২]

ফাযিল (সম্মান) ক্লাস

সরকার মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে দেশের প্রসিদ্ধ ৩২ 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় মোট পাঁচ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করে। জামেয়া কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ এবং আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ নামে দু'বিষয়ে অনার্স খোলার অনুমতি পায়। এ স্তরের লিখ-পড়ার মানোন্নয়ন, সমৃদ্ধিশীল ও অগ্রগতির লক্ষে এ্যাফিলিয়িটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার অধীনে কামিল ও ফাযিলের সাথে অনার্স কোর্স পরিচালনার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনার্স কোর্সকে চার বর্ষে ভাগ করে আট সেমিস্টারে বিয়াল্লিশ কোর্স বিন্যাস করে। ২০১৩ খ্রি. হতে উভয় বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ৮ম সেমিস্টারের ক্লাস চালু আছে।[৩৩]

কামিল ক্লাস (স্নাতকোত্তর)

চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া একমাত্র কামিল মাদ্‌রাসা। যেটি কামিল স্তরে (স্নাতকোত্তর) এক সাথে হাদীস, তাফসীর ও ফিক্বহ বিভাগে সুষ্ঠু পরিবেশে ধারাবাহিকভাবে ক্লাসের মাধ্যমে পাঠদান হয়। ১৯৭২ খ্রি. কামিল হাদীস ১৯৮৫ খ্রি. কামিল ফিক্বহ এবং ১৯৯৭ খ্রি. কামিল তাফসীর পাঠদানের অনুমতি লাভ করে। এ তিন বিভাগে দু'বর্ষ করে ছয় বর্ষের জন্য ৬ জন বিষয়ভিত্তিক অধ্যাপক দক্ষতার সাথে পাঠদানে কর্মরত আছেন। তিন বিভাগের পাঠদানকে সুবিন্যস্ত ও অগ্রগতির লক্ষে জামেয়া কর্তৃপক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক বেতনে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ফক্বীহ নিয়োগ দান করে পড়ালেখার মান উন্নীতকরেণের ব্যবস্থা করেন।[৩৪]

---

৩২. *প্রাগুক্ত*

৩৩. অফিস রেকর্ড, ইবি, কুষ্টিয়া এবং জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

৩৪. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম।

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক জারীকৃত পাঠ্যক্রম প্রজ্ঞাপন মতে সেমিস্টারভিত্তিক নির্দিষ্ট সিলেবাস সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ প্রস্তুতির জন্য শিক্ষকমণ্ডলী কর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দৈনিক পত্রিকায় পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই শিক্ষকরা সম্ভাব্য প্রশ্ন ও প্রশ্নপত্র সাজেশান্স শিক্ষার্থীদের প্রদান করেন। ফলে তারা পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে আশানুরূপ ফলাফল লাভ করতে সামর্থ হয়।[৩৫]

পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস

যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখার বস্তুনিষ্ঠ, অগ্রগতি ও উন্নতির পূর্বশর্ত, পরিকল্পিত, মানসম্মত ও গুণগত পাঠ্যক্রম। জামেয়া কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, পরিবেশিত ও প্রকাশিত পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস-এ অনুসরণ করে। তবে সত্যিকার 'আলিম-ই দ্বীন তৈরী এবং ইসলামের মৌলিক জ্ঞান লাভের অভিপ্রায়ে সরকারী সিলেবাস (মাদ্‌রাসা বোর্ড ও ইবি)-এর পাশাপাশি অতিরিক্ত মৌলিক বিষয়াদির কিতাবও সিলেবাস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরবি ব্যাকরণ (নাহু-সারফ্), উসূল, বালাগত, আক্বীদাহ্, আমল ও আদর্শ বিষয়ক অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস সংযোজন করে।[৩৬]

সরকারী সিলেবাস বহির্ভুত জামেয়া কর্তৃপক্ষ শ্রেণিভেদে যে সকল মূল কিতাব (উর্দূ-আরবি) সিলেবাসে যুক্ত করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক্র:	শ্রেণির নাম	গ্রন্থের নাম লিখক/প্রকাশক
০১	১ম শ্রেণি	نیك تحرير
০২	১ম শ্রেণি	ক্বা'য়িদাহ্ বাগদাদী
০৩	২য় শ্রেণি	تعمير ادب
০৪	২য় শ্রেণি	نیك تحرير
০৫	২য় শ্রেণি	ক্বা'য়িদাহ্ বোগদাদী
০৬	৩য় শ্রেণি	نیك تحرير
০৭	৩য় শ্রেণি	تعمير ادب
০৮	৩য় শ্রেণি	শাজরাহ্ সিলসিলা-ই 'আলিয়া ক্বাদিরিয়্যা।
০৯	৪র্থ শ্রেণি	পান্জ নিগারীন (হস্তলিপি)
১০	৪র্থ শ্রেণি	'আমপারা ২য় পারা'
১১	৪র্থ শ্রেণি	নুয্হাতুল ক্বারী
১২	৪র্থ শ্রেণি	শাজরাহ্-ই সিলসিলা-ই 'আলিয়া কাদিরিয়্যাহ্।
১৩	৪র্থ শ্রেণি	তা'মীর-ই আদব (২য় খণ্ড প্রথমার্দ্ধ)।
১৪	৫ম শ্রেণি	ফার্সী: কি পহিলী কিতাব।
১৫	৫ম শ্রেণি	ফার্সী: কাওয়ায়িদ জামি'উল মাসাদির (প্রথমার্ধ)

৩৫. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখ: ০৪.১১.২০১৫ খ্রি.)

৩৬. অফিস রেকর্ড, ইবি, কুষ্টিয়া এবং জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

১৬	৫ম শ্রেণি	সরফ: ক) ‘আযীযূল মুবতাদী (উর্দূ)।
১৭	৫ম শ্রেণি	উর্দু: তা‘মীর-ই আদব (২য় খণ্ড দ্বিতীয়ার্ধ)
১৮	৬ষ্ঠ শ্রেণি	ফার্সীঃ কারীমা (শায়খ সা’দী)
১৯	৬ষ্ঠ শ্রেণি	ফার্সীঃ কাওয়ায়িদ জামি‘উল মাসাদির (দ্বিতীয়ার্ধ)
২০	৬ষ্ঠ শ্রেণি	নাহুঃ ‘আযীযুন নুহাত (উর্দূ)
২১	৬ষ্ঠ শ্রেণি	মিয়াতু ‘আমিল মানযূম (ফার্সী)
২২	৬ষ্ঠ শ্রেণি	সরফ: মীযান ও মুনশা’ঈব (ফার্সী)
২৩	৬ষ্ঠ শ্রেণি	উর্দূ: তা‘মীর-ই আদব (৩য় খণ্ড)
২৪	৭ম শ্রেণি	নাহু ও তারজমাঃ নাহুমীর ও হিদায়াতুত্তিলমীয
২৫	৭ম শ্রেণি	জুমাল, খুলাসা ও তাতিম্মাহ্
২৬	৭ম শ্রেণি	সরফ: পান্জ ওগান্জ ও যুব্দাহ্
২৭	৭ম শ্রেণি	উর্দূ: তা’মীর- ই আদব (৪র্থ খণ্ড)
২৮	৭ম শ্রেণি	ফার্সীঃ পান্দ নামাহ্
২৯	৮ম শ্রেণি	নাহ্ঃ কিতাবুন্নাহু,শরহু মিয়াতি‘আমিল ও মিরকাতুত্ তারজমাহ্
৩০	৮ম শ্রেণি	সরফ: ফুসূল-ই আকবারী (ফার্সী)
৩১	৮ম শ্রেণি	উর্দু: তা‘মীর-ই আদব (৫ম খণ্ড)
৩২	৮ম শ্রেণি	ফার্সীঃ গুলিস্তান-ই সা’দী (৮ম অধ্যায়)
৩৩	৯ম ও ১০ম শ্রেণি	নাহুঃ হিদায়াতুন নাহু (আরবি)
৩৪	৯ম ও ১০ম শ্রেণি	সরফ: ইল্মুস সীগাহ (ফার্সী)
৩৫	আলিম ১ম ও ২য় বর্ষ	নাহুঃ কাফিয়া (আরবি)
৩৬	আলিম ১ম ও ২য় বর্ষ	আক্বাইদ ও আ’মালঃ জা’ল হক
৩৭	ফাযিল ১ম বর্ষ	নাহুঃ শরহে জামি (আরবি)[৩৭]

শিক্ষার পরিবেশ

সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত শান্ত পরিবেশ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার লেখা-পড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশের হরতাল-ধর্মঘটের সময়ও মাদ্রাসার ক্লাস যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের আন্তরিকতায় ইবতেদায়ী স্তর থেকে অনার্স এবং কামিল হাদীস, ফিক্বহ্ ও তাফসীর পর্যন্ত সমগ্র মাদ্রাসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।[৩৮]

ছাত্র ইউনিফর্ম

লেবাস পোশাক তথা মানুষের সৌন্দর্য বর্ধক ও ভূষণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’আলা মানব জাতিকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- ‘আদম সন্তান! নিশ্চয় আমি

৩৭. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।
৩৮. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

তোমাদের প্রতি এমনই এক পোশাক অবতরণ করেছি, যা দ্বারা তোমাদের লজ্জার স্থানগুলো গোপন করবে এবং এটি এমনও যে, তোমাদের শোভা হবে এবং তাক্ওয়ার পোশাক সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৩৯] এ আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, সতর ঢাকা পরিমাণ পোশাক পরা ফরয আর সৌন্দর্য্যের পোশাক পরা মুস্তাহাব।[৪০] তাই জামেয়া কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম নির্ধারণ করেন সাদা পায়জামা, সাদা পাঞ্জাবী ও সাদা টুপি। নির্ধারিত এ পোশাক প্রিয় নবীজী (সা.)-এর পছন্দনীয় পোশাকের অন্যতম। তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা তাহল পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয়।[৪১]

অ্যাসেম্বলি

এ্যাসেম্বলি শব্দটি আসেম্বল (Assemble) ক্রিয়ার বিশেষ (Noun) শাব্দিক অর্থ জোড়া হওয়া, সম্মিলিত হওয়া (Meet together) শিক্ষার্থীরা স্কুল বা মাদ্‌রাসার নির্দিষ্ট জায়গায় একত্র হওয়া। (The pupils assembled in the school hall)[৪২] এ শব্দটি বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি পরিভাষায় সমাদৃত হয়ে ইংরেজী ভাষা হতে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ হয়েছে। সকাল ৮.১৫ মিনিটে সতর্ক ঘন্টা বাজার সাথে সাথে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীরা মাঠে শৃংখল ও আদবের সাথে শিক্ষকমন্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। আর অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ্, মুফাস্‌সিরসহ মুদাররিসীনে কেরামের উপস্থিতিতে কুর'আন তিলাওয়াত ও ইমাম আহমদ রেযা খান (র.) এ রচিত না'ত-ই মোস্তাফা (সা.) "সাব্‌সে আলা ওয়ালা ওয়া হামারা নবী'র[৪৩] পরিবেশনায় অ্যাসেম্বিলী শুরু হয়। অতঃপর অধ্যক্ষের মুনাজাতের মাধ্যমে অ্যাসেম্বিলী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। প্রতিদিন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার বিশাল ময়দানে যখন শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা সাদা পোশাক পরিধান করে দাঁড়ায় তখন সত্যিই বেহেশ্‌তী পরিবেশ অনুভূত হয়।[৪৪]

মুনাজাতের পর শিক্ষার্থীরা ক্লাসওয়ারী স্ব স্ব ক্লাসে সুশৃংখলভাবে প্রবেশ করে। শ্রেণি শিক্ষকমন্ডলী উপাধ্যক্ষ এর মহোদয়ের কক্ষে শিক্ষক হাযিরা খাতায় স্বাক্ষর করে সংরক্ষিত থেকে ছাত্র হাযিরা সংগ্রহ করে আপন আপন ক্লাসে প্রবেশ করেন। শিক্ষক ছাত্রদের রোল কল করে ক্লাস ক্যাপ্টেন কে

---

৩৯. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

৪০. আল-কুর'আন, ৫ : ২৬

৪১. মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), *তাফসীর-ই নূরুল 'ইরফান*, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান অনূদিত খণ্ড. -১, পৃ. ৩৯৮

৪২. Md. Moniruzzaman Khan. *Oxford Advanced Learner's Dictonary,* (Oxford Press and publications Dhaka), New Edition-2006, p. 52

৪৩. আল্লাহর প্রিয় রাসূল (দ.)-এর শানে রচিত এক অনবদ্য আকর্ষণীয় প্রস্তুতিমূলক কবিতা। ৪৪ শ্লোক বিশিষ্ট এ কবিতায় ইমাম আহমদ রেযা খান (র.) উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও উচ্চাঙ্গের ভাষা এবং উন্নত রচনাশৈলী ব্যবহার করে প্রিয় রাসূল (দ.)-এর স্তুতি বর্ণনা করেন। এ কবিতায় উর্দু সাহিত্যে ইমাম আহমদ রেযা খান (র.)-এর পরিপক্কতা ও দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। উপমহাদেশে তাঁর এ নামটি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে। দ্র. ইমাম আহমদ রেযা, হাদায়িক-ই বখশিস, পৃ. ১০৭

৪৪. *পাঠ পরিকল্পনা ও সিলেবাস* : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

মার্কার কলম দিয়ে বোর্ডে উপস্থিত-অনুপস্থিত ছাত্রদের সংখ্যা লিখতে আদেশ করেন। এভাবে নির্দিষ্ট সময়ে (৪৫.০০ মি.) প্রথম ঘন্টা সমাপ্ত হয়।[৪৫]

দৈনন্দিন পাঠদান

মর্নিং শিফ্টে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার পাঠদান ও শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়। শিক্ষকদের পাঠদান ও পাঠ গ্রহণের সমন্বয় এবং শ্রেণির কার্যক্রমকে উৎসব মুখর ও বেগবান করার প্রয়াসে জামেয়া কর্তৃপক্ষ এ শিফট চালু করেন। জামেয়া কর্তৃপক্ষের লেখাপড়ার মানোন্নয়নে পরিকল্পনাভিত্তিক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত অন্যতম। ১ম থেকে ৭ম ক্লাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একটানা ক্লাসের কার্যক্রম চলে, প্রতি ক্লাসে সময় বন্টন হয় ৪০ মিনিট। মাঝখানে বিরতি (ফাঁক) বিহীন সকাল ৮.৩০ টায় শুরু হয়ে ১.১৫ মিনিটে পাঠদান সমাপ্ত হয়। ক্লাসের ছাত্র উপস্থিতির ধারাবাহিকতা ও শ্রেণি কক্ষের ভারসাম্য রক্ষা করতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক যে কোন ঘন্টায় ক্লাসে নাম, রোল কল্ করতে পারেন। অনুপস্থিত ছাত্রদের শাস্তির বিধানও চালু আছে। ছাত্র অনুপস্থিতির প্রতি শিক্ষকদের কঠোরতা ও বিশেষ দৃষ্টির ফলে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার আদর্শিক লেখাপড়া এবং ঈর্ষান্বিত ফলাফল। বর্তমান ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান চলছে। এ পাঠদান ফলপ্রসু ও কার্যকর করার জন্য শিক্ষকরা হাতে কলমে শিক্ষা দেন, প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অধ্যক্ষের অনুমতিতে কোন শিক্ষক ছুটিতে থাকলে উপাধ্যক্ষ ছুটিতে থাকা শিক্ষকের ক্লাসগুলো উপস্থিত শিক্ষকদের বন্টন করে দেন। অফিসের তদারকি, শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও ছাত্রদের মনোযোগিতা ইত্যাদিতে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে উঠে।[৪৬]

সরকারের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রজ্ঞাপন মতে জু'মাবার ব্যতিত শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সাপ্তাহিক ৬ দিন শ্রেণী কার্যক্রম চলে। প্রত্যেক ছাত্রদের প্রতিদিন অ্যাসেম্বলীসহ ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। বিনা ছুটিতে কোন ছাত্র মাদ্‌রাসা হতে অনুপস্থিত থাকার অনুমতি নেই। তিন দিনের অধিক বিনা ছুটিতে মাদ্‌রাসায় অনুপস্থিত থাকলে যথাযথ অভিভাবক ব্যতিরেকে ক্লাসে প্রবেশের অনুমতি নেই। অধ্যক্ষের নিকট নির্দিষ্ট কারণ বর্ণনা করে শ্রেণি শিক্ষকের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সংশোধনের অঙ্গীকারের শর্তে সে পুনরায় ক্লাস করার অনুমতি লাভ করে।[৪৭]

ক্লাস টেস্ট ও মডেল টেস্ট

ষান্মাষিক এবং বার্ষিক পরীক্ষার ভাল রেজল্টের জন্য শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় মনোযোগিতা ও অগ্রগতির জন্যে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ক্লাস টেস্ট নেয়া হয়। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, দাখিল ও আলিম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক ফাযিল স্নাতক (পাশ) ও ফাযিল (সম্মান) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পরীক্ষা নেয়ার পূর্বে

৪৫. *প্রাগুক্ত*

৪৬. *প্রাগুক্ত*

৪৭. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

এ সকল শিক্ষার্থীদের মডেল টেস্টে অংশ নিতে হয়। এ মডেল টেস্ট শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ভাল ফলাফল ও প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।[৪৮]

অতিরিক্ত ক্লাস

কেন্দ্রীয় ফলাফলসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে জামেয়া কর্তৃপক্ষ ইবতেদায়ী ৫ম থেকে কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত নির্দিষ্ট ক্লাস সময় ব্যতিত অতিরিক্ত সময়ে নিবিড় গুরুত্ব ও পর্যবেক্ষণ সহকারে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করেন।[৪৯]

ক্লাসের স্ব স্ব শ্রেণি শিক্ষক অফিসের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করে কোচিং-এর প্রধান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের থেকে মাসিক সামান্য ফিস নিয়ে তা অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের নিকট বন্টন করা হয়। অতিরিক্ত ক্লাসে শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও ছাত্রদের মনোযোগিতায় কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল বয়ে আনে।[৫০]

মাদ্‌রাসার পরীক্ষা পদ্ধতি ও ভর্তির কার্যক্রম

ভর্তির কার্যক্রম ও নিয়ম-পদ্ধতি

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ইবতেদায়ী ১ম থেকে কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু ও সুন্নীয়মতান্ত্রিকভাবে ভর্তি হয়। ক্লাস ও স্তরভেদে ভর্তির কার্যক্রম ও কর্মকান্ডের জন্য নির্দিষ্ট কতগুলো নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।[৫১]

ইবতেদায়ী ১ম হতে দাখিল ৮ম ক্লাসসমূহের ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা নতুন বছরের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়।[৫২] ডিসেম্বর মাসে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার মাধ্যমে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করা, জমা দেয়ার তারিখ, ভর্তির সময় জানিয়ে দেয়া হয়। অফিস নোটিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকমন্ডলী ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে নির্দিষ্ট তারিখে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করে অফিসে জমা দেন। শ্রেণি শিক্ষক তা পরিমার্জিত করে উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট জমা করেন। উপাধ্যক্ষ ভর্তি পরীক্ষা উপ কমিটির কাছে পৌঁছান। কমিটি প্রশ্নপত্র সংশোধন ও কম্পোজকরণসহ ভর্তি পরীক্ষার সব কর্মকান্ড অফিসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।[৫৩]

ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীরা ভর্তি ফরম জমা দেয়ার সময় অফিস কর্তৃক প্রবেশ পত্র গ্রহণ করে। প্রবেশ পত্রে ভর্তির তারিখ, সময় ও প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন উল্লেখ থাকে। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা

---

৪৮. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখ: ০৫.১১.২০১৫ খ্রি.)

৪৯. *পাঠ পরিকল্পনা ও সিলেবাস*: জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

৫০. ইবতেদায়ী ৫ম, দাখিল ৮ম (জেডিসি), দাখিল ১০ম ও আলিম ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীদের এ বিশেষ কোচিং-এর আওতায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি করে তোলা হয়। [বি.দ্র. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন।] (তারিখ: ০৬.১১.২০১৫ খ্রি.)

৫১. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখ: ০৭.১১.২০১৫ খ্রি.)

৫২. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৫৩. *প্রাগুক্ত*

অফিস থেকে ঘোষিত নির্দিষ্ট তারিখে যথাযথ অভিভাবকের স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন পূর্বক ভর্তির সুযোগ পায়।[৫৪]

উপাধ্যক্ষ শিক্ষার্থীর আখলাক, মনোযোগ ও স্বভাব চরিত্র ইত্যাদি বিবেচনা করে অধ্যক্ষ-এর নিকট সুপারিশ করেন। অধ্যক্ষের অনুমোদনের পর ক্যাশ বিভাগে নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা দিয়ে নির্দিষ্ট রিসিভ কপি শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা করে শ্রেণি শিক্ষক তার নাম হাযিরা খাতায় রেজিস্ট্রি করেন। এরপর সে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ছাত্রের মর্যাদা অর্জন করে।[৫৫]

'আলিম ক্লাসে ভর্তির জন্য কতিপয় শর্তাদি জুড়ে দেয়া হয়। বোর্ড কর্তৃক দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরই জামিয়া অফিস থেকে আলিম ১ম বর্ষে "ছাত্র ভর্তি" শিরোনামে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় তারিখ ঘোষণা করা হয়। দাখিল পরীক্ষায় অর্জিত পয়েন্ট এর ভিত্তিতে ভর্তি ফরম দেয়া হয়।

দাখিল ক্লাসসমূহের ন্যায় আলিম প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রেও পরীক্ষা পদ্ধতি চালু ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল হওয়ায় অর্জিত পয়েন্ট ও গ্রেট ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কোটায় ছাত্র সংখ্যা নির্বাচন করা হয়। ভর্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার পর্বে অংশগ্রহণ করে। এতে মেধা ও চারিত্রিক আচারণ বিবেচনা করে যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ণয় করা হয়। মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অফিস থেকে প্রচারিত নির্দিষ্ট তারিখে যথাযথ অভিভাবক (শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা) নিয়ে অফিসে যোগাযোগ করে ও উপাধ্যক্ষ এর যৌথ স্বাক্ষরিত ভর্তি ফরমটি ক্যাশ বিভাগে জমা করতে হয়। ক্যাশ বিভাগে দায়িত্বরত অফিস সহকারী ফরমে উল্লেখিত টাকা গ্রহণ করে রশিদ প্রদান করেন।

অফিস প্রদত্ত রিসিটের ভিত্তিতে শ্রেণি শিক্ষক ভর্তি হওয়া ছাত্রের নাম হাযিরা খাতায় রেকর্ড করেন।[৫৬] সাধারণতঃ দাখিল পরীক্ষায় সর্বনিম্ন ৩.৫০ পয়েন্ট থাকলে ভর্তি ফরম নেয়ার যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়।[৫৭] এভাবে ফাযিল স্নাতক (পাশ), ফাযিল স্নাতক (সম্মান) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম বর্ষে ভর্তি ইচ্ছুকদের দৈনিক পত্রিকার ভর্তি বিজ্ঞপ্তির অপেক্ষায় থাকতে হয়। জামেয়া অফিস বিজ্ঞপ্তি দেয়ার সময় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার প্রজ্ঞাপন ও নিয়ম পদ্ধতি সমন্বয় করে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তির তথ্য ও শর্ত মতে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থী ফরম সংগ্রহ করে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অফিসে ফরম জমা করে। ভর্তি উপ কমিটি অফিস জারীকৃত শর্ত মোতাবেক যাচাই করে মেধা তালিকা তৈরি করে উপাধ্যক্ষ বরাবরে পেশ করেন।

---

৫৪. ইবতেদায়ী ১ম থেকে দাখিল নবম শ্রেণি পর্যন্ত শুধু লিখিত ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তাদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয় না। ভর্তি পরীক্ষায় মোট নম্বর থাকে ১০০। আরবি ও সাধারণ উভয় বিভাগে ৫০ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

৫৫. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখ: ০৮.১১.২০১৫ খ্রি.)

৫৬. দাখিল ও নবম শ্রেণিদ্বয়ের পরীক্ষা ব্যতিক্রম, এ শ্রেণির বার্ষিক ফলাফল জাতীয় পর্যায়ে মাদ্‌রাসা বোর্ডের উপর নির্ভর করে। তাই সরকার কর্তৃক ফলাফল ঘোষণার এক সপ্তাহ পর এ শ্রেণিদ্বয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৭. শিক্ষার্থীর আক্বীদাহ্, আখলাক ও আচরণ কোন ত্রুটি পরিদৃষ্ট হলে জমে'য়া কর্তৃপক্ষ তার ভর্তি বাতিল করার অধিকার রাখেন।

অতঃপর উত্তীর্ণ ছাত্র নির্দিষ্ট তারিখে ভর্তি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।[৫৮] উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনীয় কোন কাগজপত্র দাখিল করতে ব্যর্থ হলে বা কোন ধরনের গরমিল হলে বা কোন ত্রুটি ধরা পড়লে জামেয়া অফিস তার ভর্তির সুযোগ বাতিল করতে পারে।[৫৯]

অনার্স ভর্তি পরীক্ষা

সরকার মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী, উন্নয়ন ও জাতীয় পর্যায়ে আরো গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষে ২০১০ খ্রি. দেশের শীর্ষস্থানীয় ৩২ মাদ্‌রসায় ফাযিল স্নাতক (সম্মান) চালু করে।[৬০] চট্টগ্রামে শুধু জামেয়ার দু'টি বিষয়ের অনার্স চালু করার অনুমোদন পায়। বিষয় দুটি হল, (ক) আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ এবং (খ) আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ভিত্তিতে জামেয়া অফিস থেকে পত্রিকা মারফত ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সারা দেশে একই তারিখ ও সময়ে অভিন্ন প্রশ্নে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। জমেয়া অফিসের সহযোগিতায় ভর্তি পরীক্ষায় মূল দায়িত্ব পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রতিনিধি। উভয় পরীক্ষায় ই.বি কুষ্টিয়ার দু'জন প্রফেসর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[৬১] পরীক্ষা শেষে একই অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনেই যথাযথ খাতা মূল্যায়ন করে অর্জিত নাম্বার অনুসারে বিষয় ভিত্তিক ৫০ জন করে মেধা তালিকা ঘোষণা করা হয়। তবে বিশেষ বিবেচনায় ৫০ জনের অতিরিক্ত কিছু সংখ্যার অপেক্ষমান তালিকাও প্রকাশ করা হয়। মেধা তালিকায় উন্নীত শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে ভর্তির নির্দিষ্ট তারিখ হওয়ার পর কোটা (জায়গা) খালি থাকলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে প্রাপ্ত নাম্বারের সিরিয়াল মতে ভর্তির সুযোগ পায়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বাক্ষরিত তালিকার পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হয়। তালিকা পরিবর্তনে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের সুযোগ থাকেনা।[৬২]

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা

ইবতেদায়ী ১ম হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত এবং দাখিল ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণতঃ দু'টি পরীক্ষা নেয়া হয়।[৬৩] ইবতেদায়ী ৫ম ও দাখিল ৮ম শ্রেণিদ্বয়ের সরকারী পর্যায়ে যথাক্রমে সমাপনী ও জুনিয়র দাখিল পরীক্ষার (সরকারী পর্যায়ে) পূর্বে টেস্ট পরীক্ষা নেয়া হয়। এভাবে দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষার প্রস্তুতি স্বরূপ মডেল টেস্ট নেয়া হয়। দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষার্থীদের মাদ্‌রাসা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা নেয়া হয়। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহ মাদ্‌রাসার বার্ষিক একাডেমিক ক্যালেন্ডার মোতাবেক যথা তারিখে

---

৫৮. *প্রাগুক্ত*

৫৯. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

৬০. *প্রাগুক্ত*

৬১. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

৬২. ভর্তি পরীক্ষার মোট নাম্বার ১০০, লিখিত পরীক্ষায় ৮০ এবং দাখিল ও আলিম পরীক্ষাদ্বয়ের অর্জিত পয়েন্ট ও গ্রেডে ২০। এতে আবশ্যিক বিষয় ৩টি, বাংলা ১০ নাম্বার, আরবি সাহিত্য ৩০ নাম্বার, ঐচ্ছিক চার বিষয়ের একটিতে ৩০ নাম্বার। ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ (১) আল কুর'আন, (২) আল-হাদীস, (৩) ইসলাম শিক্ষা, (৪) ইসলামের ইতিহাস, [বি.দ্র. অফিস রেকর্ড, ই.বি. কুষ্টিয়া।]

৬৩. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

অনুষ্ঠিত হয়। পাঠ্যক্রম অনুসারে ষান্মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নির্ধারিত সিলেবাস সমাপ্ত করে ছাত্রদেরকে পরীক্ষার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি করে তোলেন। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফি, হোস্টেল ফি ও অন্যান্য আদায় শ্রেণিশিক্ষক থেকে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করে। শতকরা সত্তর ভাগ উপস্থিত হারের পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র পেয়ে থাকে।[৬৪]

ফলাফল ঘোষণা

পরীক্ষার ফলাফল ছাত্র-অভিভাবকের কাছে কাঙ্খিত ও প্রত্যাশিত বিষয়। এ ফলাফল প্রমাণ করে শিক্ষার্থীর অর্ধ ও পূর্ণ বছরের লেখাপড়ার মাপকাঠি। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ইবতেদায়ী **১**ম থেকে দাখিল **১০**ম শ্রেণি পর্যন্ত বাৎষরিক দু'টি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। বার্ষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নাম্বারের সাথে ষান্মাষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নাম্বার যোগ করে শিক্ষার্থী মেধাক্রম রোল নির্ণয় করা হয়। ছাত্র, অভিভাবক ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। অধ্যক্ষ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের 'পাঠোন্নতি বিবরণ' প্রদান করেন। অবশিষ্ট ছাত্রদের ফলাফল কার্ড শ্রেণি শিক্ষক ক্লাসে ফলাফল কার্ড প্রদান করেন।[৬৫] এ ভাবে আলিম **১**ম বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা ও আলিম নির্বাচনী পরীক্ষা, ফাযিল **১**ম বর্ষ, ২য় বর্ষ, ৩য় বর্ষ, অনার্স **১**ম বর্ষ, ২য় বর্ষ, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ বর্ষ, কামিল **১**ম বর্ষ ও ২য় বর্ষের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল শ্রেণি শিক্ষকরা যথাসময়ে প্রস্তুত করে অফিসে জমা করেন।[৬৬]

তাখাস্‌সুস (বিশেষ) ক্লাস

বোর্ড কর্তৃক ফাযিল ও কামিল ক্লাসের নেসাব ব্যাপক হওয়ায় নির্দিষ্ট মেয়াদে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। তাই জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের মৌলিক কিতাবের পাঠদানে দ্বীনী শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি লাভের মানসে জামেয়ার প্রথম পৃষ্ঠপোষক আল্লামা তায়্যিব শাহ্ (র.) **১৯৮৫-৮৬** শিক্ষাবর্ষে সকাল ৮-৯ পর্যন্ত, আর বা'দে ইশা থেকে রাত **১১** টা পর্যন্ত দরজায়ে তাখাস্‌সুস বিশেষ পাঠদানের নির্দেশ দেন। তখন থেকে আলিম, ফাযিল এবং কামিল (হাদীস, ফিক্বহ ও তাফসীর) ক্লাসসমূহের মৌলিক কিতাবসমূহ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী শিক্ষকমন্ডলী পাঠদান করে আসছেন। বিশেষ করে কামিল হাদিস বিভাগের বুখারী শরীফ এবং কামিল ফিক্বহ বিভাগের আল-আশবাহ্ ওয়া নাযায়ের কিতাব দুটি পরিপূর্ণভাবে খতম করতে চেষ্টায় থাকেন ছাত্র-শিক্ষক। কামিল হাদীস ৩য়

---

৬৪. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখঃ ০৯.১১.২০১৫ খ্রি.)

৬৫. ২০১৩ খ্রি. সন হতে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড'র প্রজ্ঞাপন মতে ইবতেদায়ী ১ম হতে ৫ম পর্যন্ত তিনটি এবং দাখিল ৬ষ্ঠ হতে ১০ম পর্যন্ত দু'টি পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। [বি.দ্র. প্রজ্ঞাপন, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড ও অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।]

৬৬. ইবতেদায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণি দু'ই বিষয়ের কৃতকার্য ছাত্ররা 'অটোপাস' হিসেবে পরবর্তীতে ক্লাশে উন্নীত হয়। তবে ৩য় শ্রেণি থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত এক বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও সে পরবর্তী ক্লাশে (উপরের ক্লাশে) উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ পায় না। আর একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা শ্রেণি শিক্ষকের মতামত সাপেক্ষে তাকে টিসি (ছাড়পত্র) দিয়ে অন্য মাদ্‌রাসায় চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়; এতে কারো কোন সুপারিশ কিংবা আবেদন অধ্যক্ষ মহোদয়ের সমীপে গৃহীত হয় না। [বি.দ্র. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ষোলশহর, চট্টগ্রাম।]

ব্যাচে বুখারী শরীফের ত্রিশ পারা খতম সর্বপ্রথম সূচনা করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রথিতযশা মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ (র.) এবং আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ের **১**ম খতম সর্বপ্রথম সূচনা করেন ফিক্বহ বিভাগের অধ্যাপক স্বনামধন্য মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান।[৬৭] দরজায় তাখাস্‌সুস-এ বর্তমানে নিয়োজিত আছেন। শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী, মুফতী ক্বাযী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজিদ, মুহাদ্দিস হাফিয মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী, মুফাস্‌সির ক্বাযী মুহাম্মদ সালিকুর রহমান।[৬৮]

টাইপ প্রশিক্ষণ

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। দক্ষ প্রশিক্ষক মুহাম্মদ আবু সাঈ'দ টাইপ প্রশিক্ষণের নিয়োজিত আছেন।[৬৯]

কিতাব (হস্তলিপি) প্রশিক্ষণ

হাতের লেখা সুন্দর ও শৈল্পিক করাই কিতাবতের উদ্দেশ্য। সুন্দর হস্তাক্ষর শিক্ষার উল্লেখযোগ্য অঙ্গ । তাই শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য অর্জনের কথা বিবেচনা করে কিতবত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন জামেয়া কর্তৃকপক্ষ। মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন অবসরগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সুনামের সাথে কিতাগত প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন।[৭০]

কির'আত বিভাগ

বিশুদ্ধ কুর'আন তিলাওয়াত ইসলামের একটি অন্যতম গুরুত্ব বিধান। পবিত্র কুর'আন তারতীল-এ (ধীরস্থীরভাবে) তিলাওয়াত করার আদেশ হয়েছে। তাই বিশুদ্ধ ও সুলিলত কণ্ঠে কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াতের উপর গুরুত্বারোপ করে জামেয়া কর্তৃপক্ষ দু'জন অভিজ্ঞ ক্বারী ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ আন্‌ওয়ারুল ইসলাম ও ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম) এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণে নিয়োজিত আছেন। মাদ্‌রাসার ছাত্ররা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারীভাবে কির'আত, না'ত-ই রাসূল (সা.) ও আযান বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের গৌরব অর্জন করছে।[৭১]

---

৬৭. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৬৮. *কামিল বিধায়ী স্মরণিকা*, *আত-তৈয়্যব*, চট্টগ্রাম, ২০০০ খ্রি. পৃ. ১০৪

৬৯. *প্রাগুক্ত*

৭০. *প্রাগুক্ত*

৭১. *প্রাগুক্ত*

মাদ্‌রাসার আবাসন ব্যবস্থা

ছাত্রাবাস ও আবাসন সুবিধা

সুন্দর ও পরিমার্জিত আবাসন সুবিধা ও উন্নত লেখাপড়ার পূর্বশত। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থীরা ইসলামি জ্ঞানার্জন করে যাচ্ছে। তাদের থাকা-খাওয়াসহ সার্বিক সুবিধা দেওয়া নিমিত্তে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছে উন্নত ও পরিস্কার ছাত্রাবাস। ইসলামের মহামনীষী চারজন খুলাফা-ই রাশিদার নামে চারটি আবাসিক হল রয়েছে। (ক) হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর (র.) হল, (খ) হযরত ফারূক আযম (র.) হল, (গ) হযরত 'উসমান বিন 'আফ্‌ফান (র.) হল ও (ঘ) হযরত আলী মুরতাযা (র.) হল। আবাসিকের সার্বিক তত্ত্বাবধান, তদারক ও পরিচালনায় নিয়োজিত আছেন,

১. মাওলানা আবু তাহির মুহাম্মদ নূরুল আলম (ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়ক, প্রশাসন)।
২. ড. মাওলানা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী (ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়ক, হাউস টিউটর)।
৩. মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, শৃঙ্খলা)।
৪. মাওলানা মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, পর্যবেক্ষণ)।
৫. মাওলানা মুহাম্মদ জহরুল আনোয়ার (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, তথ্য সংরক্ষণ)।
৬. মুহাম্মদ শাহ আলম (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, মার্কেটিং)।

আবাসিক ছাত্রদের লেখাপড়া ও আদর্শিক চরিত্রে গঠন করার জন্য কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত শিক্ষকমন্ডলীকে নিয়োগ দান করেছেন। হোস্টেলে অবস্থানরত এক হাজার শিক্ষার্থী দৈনিক দু'বেলা খাবার, নিয়মিত জামা'আত সহকারে নামায আদায়সহ আবাসিক হলসমূহ বিধি-বিধান পালনে বদ্ধপরিকর।[৭২]

আবাসন লাভের নিয়ম-কানুন

নিম্নোক্ত শর্তের ভিত্তিতে ছাত্রাবাসের সুবিধা লাভ করতে পারে।
০১. দূরাগত ও মেধাবী ছাত্র হওয়া বাঞ্চনীয়,
০২. ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হওয়া,
০৩. সৎ চরিত্র ও আদর্শবান হওয়া,
০৪. মাদ্‌রাসার নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে,
০৫. স্থানীয় ইউ.পি পৌর মেয়র/ সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলর কর্তৃক সত্যায়ন,
০৬. মাদ্‌রাসার বিমাদার শিক্ষকদের সাক্ষর।
০৭. যথাযথ অভিভাবকের সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ।[৭৩]

---

৭২. সাক্ষাৎকার: মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নূরুল আলম, প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ষোলশহর, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ১০.১০.২০১৫ খ্রি.)

৭৩. অফিস রেকর্ড, হোস্টেল, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা

আমাদের দেশে মেট্রো এলাকায় বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট রয়েছে। দেশের অধিকাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানির অভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ছাত্র-শিক্ষক যাতে বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে তজ্জন্য ফিল্টার মেশিন দ্বারা রয়েছে বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ পানির ব্যবস্থা করা হয়। শুভাকাঙ্খী শিল্পপতি মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ও মুহাম্মদ সেলিমের যৌথ উদ্যোগে প্রায় তিন লাখ টাকা ব্যয়ে ওয়াটার ট্রিট প্যান্ট নামে আধুনিক মেশিনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাসার শিক্ষক ও আবাসিক-অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা এ থেকে পানি পান করেন। এ প্রকল্পের মেশিনারী জিনিসপত্রের দেখাশুনা ও সার্বিক রক্ষণা-বেক্ষণোর জন্য দানবীর মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী মনোনীত করেন। তাদের এ বদান্যতা মঠ মহলে প্রশংসিত হন।[৭৪]

আইসিটি ল্যাব

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার লেখাপড়ার গুণগতমান বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় গড়ে তোলার লক্ষে সরকার এ প্রতিষ্ঠানে ২৫টি উন্নতমানের কম্পিউটার প্রদান করেছে, এ গুলো দ্বারা উন্নত মানের একটি আইসিটি ল্যাব-এর ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ। আইসিটি ল্যাব-এর শুভ উদ্বোধন করেন মাদ্রাসার বর্তমান পৃষ্ঠপোষক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহির শাহ ১৭ অক্টোবর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে দুপুর ১২ টায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনজুমান ট্রাস্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল-ক্বাদিরী, আন্‌জুমান জয়েন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, সদস্য আলহাজ্ব মোহাম্মদ রশিদুল হক, উপাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সগীর ‘উসমানীসহ আনজুমান কর্মকর্তাবৃন্দ ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ।[৭৫] অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় জামেয়াকে আইসিটি ল্যাব উপহার প্রদানের মধ্য দিয়ে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ল্যাবে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য নিয়োজিত আছেন দক্ষ কম্পিউটার শিক্ষক মুহাম্মদ আকতারুল আলম সোহেল। অবাধ ও সহজ পন্থায় শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার শিখে আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা অর্জন করছে। ল্যাবের মাধ্যমে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় নিজস্ব ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট চালু করা হয়।[৭৬]

বি,এ অনার্স (সম্মান) ওরিয়েন্টেশন ক্লাস

২০১২ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা বি,এ অনার্সের আল কুর’আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ও আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ক্লাস উপলক্ষে মাদ্রাসার

---

৭৪. তথ্য প্রতিবেদন, প্রকৌশলী মুহাম্মদ জামশিদ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম ।

৭৫. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

৭৬. *প্রাগুক্ত*

অডিটোরিয়ামে তৎকালীন মুফাসসির মাওলানা আব্দুল আলীম এবং হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামানের সঞ্চালনায় এক অনাড়ম্বর ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদিরীর সভাপতিত্বে।[৭৭] অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন পাঠদান করেন মিসর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আব্দুল বাসিত হামীদ কারামত মাজদী। অতিথি উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এস এম রফিকুল আলম, একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আ.ব.ম. হারুনুর রশিদ এবং সরকারী অধ্যাপক ড. মাওলানা মুহাম্মদ জা'ফরুল্লাহ্, আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এ সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ সগীর 'উসমানী, শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতী 'উবাইদুল হক না'ঈমী, ফিক্বহ বিভাগের অধ্যাপক মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান, ফক্বীহ ক্বাজী মাওলানা মুহাম্মদ 'আব্দুল ওয়াজিদ, মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. মাজদী 'আরবি ভাষায় ইসলাম ধর্মের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং উপমহাদেশে ইসলাম প্রসারে আউলিয়া কিরামের ভূমিকা ও ত্যাগের কথা তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথি ড. এস, এম রফিকুল 'আলম বলেন, বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার বিকাশে জামেয়া আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসার পরিকল্পিত পাঠদানের, উপযুক্ত 'আলিম তৈরিতে সুষ্ঠু পদক্ষেপ প্রশংসানীয়। প্রিয় রাসূল (সা.) এর সঠিক আদর্শ চর্চায় এ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনবদ্য অবদান পালন করে যাচ্ছে। শিক্ষকদের পক্ষে আরবি ভাষায় বক্তব্য রাখেন মুফতী ক্বাজী মুহাম্মদ 'আব্দুল ওয়াজিদ।[৭৮]

হিফয বিভাগ

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে মানসমৃদ্ধ হিফযখানা। বিশুদ্ধ কোর'আন তিলাওয়াত ও নিখুঁত হিফয শিক্ষায় মাদ্রাসার হিফয বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে অবদান রাখছে। এ বিভাগে আন্তরিকতার সাথে দেশ খ্যাত বিজ্ঞ হাফিযরা শিক্ষকতার দয়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে প্রায় দু'শ শিক্ষার্থী পবিত্র কুর'আন হিফ্স শিক্ষা গ্রহণের লিপ্ত আছে। শিক্ষকতায় আছেন-হাফিয ক্বারী মুহাম্মদ ফরিদুল আলম (প্রধান), হাফিয ক্বারী মুহাম্মদ ফরিদ (সহকারী), হাফিয ক্বারী মুহাম্মদ মূসা ও হাফিয ক্বারী মুহাম্মদ নূরুচ্ছাফা প্রমুখ।[৭৯]

মাদ্রাসার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

জামেয়া আহ্মদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসায় বিভিন্ন দিবস, অনুষ্ঠান, বার্ষিক সভা ও ধর্মীয় শিক্ষা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। এসকল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল।

বার্ষিক সভা ও মীলাদ-ও'য়ায মাহফিল

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা গভর্নিং বডি প্রতিবছর মাদ্রাসার আয়-ব্যয় হিসাব, লিখাপড়া অগ্রগতি ও বার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরার নিমিত্তে বার্ষিক

---

৭৭. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

৭৮. *দৈনিক পূর্বকোণ*, ১৯ মার্চ, ২০১২ খ্রি.

৭৯. দাফ্তরিক রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া হিফ্যখানা।

একবার সভার আয়োজন করে। এতে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে আগত সাধারণ মুসলিম জনতার সম্মুখে 'কোর'আন-হাদীসের আলোকে তাৎপর্যবহ ও স্বারগর্ভ আলোচনা করার জন্য জামেয়াসহ দেশের খ্যাতিমান 'আলিম, বিজ্ঞ আলোচক ও ইসলামি চিন্তাবিদ-গবেষকরা আলোচনা করেন। দেশ-বিদেশের মন্ত্রী, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সভাকে প্রাণবন্ত করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৬১ খ্রি. পর্যন্ত বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.), ১৯৬২ খ্রি. থেকে ১৯৮৬ খ্রি. পর্যন্ত আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) এবং ১৯৮৭ খ্রি. থেকে অদ্যবধি (২০১৬ খ্রি.) আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহির শাহ।[৮০]

সাপ্তাহিক বির্তক অনুষ্ঠান

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কর্তৃপক্ষ ইসলামি শরী'আতের অর্জিত জ্ঞান ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সুদূর প্রসার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একজন শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাকে আদর্শিক বক্তা, দক্ষ উপস্থাপক ও আলোচক গড়ে তুলতে হয়।[৮১] তাই জামেয়া কর্তৃপক্ষ প্রবর্তন করেছেন সাপ্তাহিক বির্তক অনুষ্ঠান। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার চতুর্থ ঘন্টার পর অভিজ্ঞ দু'জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এ বির্তক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।[৮২] ইসলামি শরী'আতের মৌলিক বিষয়, প্রিয় রাসূল (সা.), সাহবায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র জীবনী এবং বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয়ক বির্তকের আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়। বিতর্কের বিষয় এক সপ্তাহ আগে বিতর্ক উপ কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ পূর্বক অধ্যক্ষের অনুমোদনের পর ক্লাসসমূহে পৌঁছানো হয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত আলোচ্য বিষয়ের উপর কুর'আন-হাদীসের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দ্বারা উপস্থাপনের সুযোগ পায়। অধ্যক্ষ, উপধ্যক্ষ ও জামেয়ার শিক্ষকমন্ডলী বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি শোধরিয়ে দেন। অনুষ্ঠান শেষে অধ্যক্ষ উপদেশমূলক বক্তব্য ও মুনাজাতের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (র.) বাংলাদেশে সফলকালে বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এবং বর্তমান পৃষ্ঠপোষক আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহির শাহ্ শরীক হন। শিক্ষার্থীর কথা ও বক্তব্যে সৃজনশীলতা ও নিপুণতা সৃষ্টির অনুষ্ঠানটি কার্যকরী ভূমিকা রাখে।[৮৩]

জ্ঞানমূলক বিতর্ক (মুনাযারা) অনুষ্ঠান

জ্ঞান নির্ভর বিতর্ক অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের যে কোন জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জনে সহায়ক। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীরা স্ব উদ্যোগে শিক্ষকদের সহযোগিতায় জ্ঞানমূলক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে তাদের মধ্যে সংস্কৃতি মনোভাব জাগিয়ে তোলে।[৮৪] এ আসরের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত

---

৮০. বার্ষিক প্রদিবেদন ২০05 খ্রি., জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৮১. বার্ষিক প্রদিবেদন ২০০৬ খ্রি., প্রাগুক্ত

৮২. অফিস কেকর্ড, প্রাগুক্ত

৮৩. বর্তমানে দায়িত্বে পালন করছেন মুহাদ্দিস হাফিয আশরাফুজ্জামান (প্রধান) এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (সহযোগী)।

৮৪. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

থাকে নাহু সরফ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা, ইংরেজী এবং আন্তর্জাতিক ও ধর্মীয় বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দু'দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে। বিচারক শিক্ষকরা উভয় দলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কৃত করে উৎসাহব্যঞ্জক উপদেশ দিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘোষণা করেন।[৮৫]

ম্যাগাজিন, সাময়িকী, বার্ষিকী ও পুস্তক প্রকাশ

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাহিত্যমোদী মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর বিদায় স্মারক ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে। পবিত্র ঈদ-ই মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে দেয়ালিকা, ইসলামি ম্যাগাজিন, পোস্টার, ব্যানার-ফ্যাস্টুন এবং জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা, ত্বারীক্বাতের প্রখ্যাত অলীদের ওয়াফাত বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করে। প্রকাশনার কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা হল।

১. আল-বশীর দেওয়াল পত্রিকা

জামেয়ার শিক্ষার্থীরা ক্লাসের লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সৃজনশীল লেখক তৈরীতে বদ্ধপরিকর। সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা সিনিয়র ছাত্ররা প্রতি মাসে প্রকাশ করে 'আল-বশীর' দেওয়াল পত্রিকা। জামেয়ার ২১তম কামিল (হাদীস) ব্যাচ এ মেধাবী ছাত্র আবুল ইয়াহ্‌ইয়া মুহাম্মদ মুহসিনসহ ব্যাচ এ সাহিত্যমনা শিক্ষার্থীদের প্রয়াসে দেওয়ালিকা পত্রিকা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৮৬] মেধা, মনন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদর্শ ও মানসম্মত লেখক ফোরাম তৈরির প্রয়াসে আল-বশীর দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়।[৮৭] সিনিয়র, অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত শিক্ষার্থী সমন্বয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি উপকমিটি রয়েছে। দেওয়ালিকায় ইসলামি মৌলিক বিষয়, প্রিয় নবীজী (সা.) আদর্শিক জীবন ও সাহবায়ে কিরামসহ ইসলামি মনীষীদের অনুসরণীয় জীবন ও আদর্শের উপর বিভিন্ন প্রবন্ধ, রচনা, ইসলামি কবিতা ও কৌতুক-কণিকা বাংলা, আরবি, ইংরেজী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত স্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাক্ষরের এ দেওয়ালিকা জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাহিত্য ও সংস্কৃতিভাব জাগিয়ে তুলতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। একজন মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীকে ভালমানের লেখক, সাহিত্যিক, প্রাবান্ধিক সৃষ্টি করতে উৎসাহ যোগায়।[৮৮]

---

৮৫. গবেষকের সরেজিমন জরিপ। (তারিখঃ ০৯.১১.২০১৫ খ্রি.)

৮৬. আল বশীর: বার রবী'উল আউয়াল তারিখটি রাসূল স্মৃতি বিজড়িত একটি মহিমান্বিত দিন। নিখিল বিশ্ব আনন্দ রবে মেতে উঠেছিল সৃষ্টির সেরা আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দ.)-এর সান্নিধ্য পেয়ে। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাহিত্যমনা শিক্ষার্থীরা রাসূল আগমনের এদিনকে বরণ করার প্রয়াসে তাঁর আদর্শনীয় জীবন, অনুপম ও অনন্য আদর্শ চরিত্র নিয়ে প্রকাশ করে 'আল-বশীর' দেওয়াল পত্রিকা। এর নামকরণ করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ 'আল্লামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদিরী এবং প্রথম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন কামিল হাদীস ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ক্বাযী মুহাম্মদ আনওয়ারুল ইসলাম খান। [বি.দ্র. স্বাক্ষাৎকার : আবুল মুহসিন মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, ২১ তম ব্যাচ : কামিল হাদীস, তারিখ : ০১.০৪.২০১৬ খ্রি.]

৮৭. *কামিল বিধায়ী স্মরণীকা আত্-তৈয়্যব*, চট্টগ্রাম: জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ২০০০ খ্রি. পৃ. ৫০

৮৮. *প্রাগুক্ত*

২. আত্-তাসনীম

বিগত কয়েক বছর হতে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা 'আত্তাসনীম' নামে আরেকটি দেওয়ালিকা পত্রিকা বের করছে। পত্রিকাটিও বেশ পরিচিত লাভ করে[৮৯]

৩. স্মরনিকা

সাহিত্য চর্চা আধুনিক পড়া লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশে সাহিত্যচর্চা অপরিহার্য। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে সৃজনশীল অবদান রাখছে। কামিল ক্লাস হল দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদায়ী ও সমাপনী ক্লাস। শিক্ষার্থীর স্বর্ণালী ছাত্রজীবনের অনেক খণ্ডচিত্র ভবিষ্যত জীবনে ধরে রাখতে বা অতীতের স্মৃতিকে কর্মময় জীবনে প্রতিফল ঘটাতে চায়। ক্লাসের সহপাঠীরা যেন স্ব স্ব পরিবারের সহোদর ভাই। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে গড়ে ওঠা প্রীতি, ভালবাসা ও স্মৃতি আজীবন অম্লান রাখতে চায়। তাই এ বন্ধন ধরে রাখতে বিদায়ী স্মরণিকা প্রকাশ করে প্রতি বছর।[৯০] বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কামিল মাদ্রাসার খ্যাতিমান অধ্যাপক, দেশের বরেণ্য লেখক, গবেষকদের লেখা, সাহিত্যমানের কবিতা ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে এ স্মরণিকা হয়ে ওঠে সংগ্রহের রাখার মত সাহিত্য সম্ভার। বিদায়ী ছাত্রদের এ স্মারক শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট সমাদৃত।[৯১]

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের স্মারক গ্রন্থ

বিদায়ী স্মারক	প্রকাশ বছর	ব্যাচ	বিদায়ী স্মারক	প্রকাশ বছর	ব্যাচ
রাহমাতুল্লীল আলামীন	১৯৮১	৮তম[৯২]	শাহরূর	১৯৮৮	১৫তম
যিকরা	১৯৯৩	২০তম	'আবরাত	১৯৯৫	২৩তম
ছালছাবিল	১৯৯৬	২৪তম	আত্-তুহফা	১৯৯৭	২৫তম
আল্-লিওয়া	১৯৯৮	২৬তম	আল্-'উয়ুন	১৯৯৯	২৭তম
আত্-তৈয়্যব[৯৩]	২০০০	২৮তম	আত্-তৈয়্যব	২০০১	২৯তম
আত্-তৈয়্যব	২০০২	৩০তম	আত্-তৈয়্যব	২০০৩	৩১তম
আত্-তৈয়্যব	২০০৪	৩২তম	আত্-তৈয়্যব	২০০৫	৩৩তম
আত্-তৈয়্যব	২০০৭	৩৫তম	আত্-তৈয়্যব	২০০৮	৩৬তম

---

৮৯. গবেষকের সরেজমিন জরিপ। (তারিখঃ ১৬.১১.২০১৫ খ্রি.)

৯০. প্রাগুক্ত

৯১. বার্ষিক প্রতিবেদন, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৯২. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা তাৎকালী পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক ১৯৭২ খ্রি. কামিল হাদীস পরীক্ষার অনুমতি লাভ করে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এ স্তরের পরীক্ষায় অনুষ্ঠিত হয়। তাই ১৯৭৪ খ্রি. থেকে কামিল হাদীস'র প্রথম ব্যাচ হিসেবে গণনা করা হয়। ১৯৮১ খ্রি. কামিল হাদীসের শিক্ষার্থীরা ৮ম ব্যাচ 'রাহমাতুল লিলআলামীন' নামে সর্বপ্রথম কামিল বিদায়ী স্মরণিকা প্রকাশ করে।

৯৩. ২০০০ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদেরী বিদায়ী স্মারক এর নাম 'আত-তৈয়্যব রাখতে সিদ্ধান্ত নেন। এ বছর হতে বিদায়ী স্মরণিকা আত-তৈয়্যব প্রকাশিত হয়। [বি.দ্র. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।]

আত্-তৈয়্যব	২০০৯	৩৭তম	আত্-তৈয়্যব	২০১০	৩৮তম
আত্-তৈয়্যব	২০১১	৩৯তম	আত্-তৈয়্যব	২০১২	৪০তম
আত্-তৈয়্যব	২০১৩	৪১তম	আত্-তৈয়্যব	২০১৪	৪২তম
আত্-তৈয়্যব	২০১৫	৪৩তম			

৪. আসলাফ-ই জামেয়া

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, বরেণ্য ফক্বীহ মুফাস্‌সির দ্বীনী খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের শিক্ষাদানে গড়ে উঠেছেন প্রতিভাবান, উলামা-ই দ্বীন। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ইল্‌মে দীনের খিদমতে নিবেদনপ্রাণ অনেকে জান্নাতবাসী হয়েছেন। এ সকল মনীষীর জীবন ও অনুকরণীয় আদর্শ স্মৃতি চারণ করে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে 'আস্‌লাফ-ই জামেয়া' নামে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ খ্রি. জামেয়া প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবধি ওফাতপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বর্ণালী জীবনের স্মরণে এ স্মরণিকা প্রকাশের প্রথম উদ্যোগগ্রহণ করে নেন জামেয়া শিক্ষক পরিষদ। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাবেক প্রথিতযশা শায়খুল হাদীস 'আল্লামা আব্দুল হামীদ (র.) সংখ্যা' নামে আসলাফ-ই জামেয়া ২০০৭ খ্রি. ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[৯৪] জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফক্বীহ ও সর্বস্তরের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীর জীবনী ও অনুসরণীয় আদর্শ সম্বলিত এ স্মরণিকা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হওয়ায় তা সর্বস্তরে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। এ সকল মনীষীর জীবন ও চরিত্র চর্চা করে পরবর্তী মুসলিম প্রজন্ম ইলম-ই দ্বীন অর্জন এবং দ্বীনী খিদমতে আত্মনিয়োগ করতে প্রেরণা সঞ্চয় করবে স্মরণিকায় ১৫ জন শিক্ষককে জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের অবদানের তথ্য স্থান পেয়েছে। ভবিষ্যতে আরো শিক্ষকমন্ডলীর স্বর্ণালী জীবনী ও কর্মের উপর স্মরণিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ।[৯৫]

৫. আল-ওয়াফা

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ১৯৯৮ খ্রি. কামিল (হাদীস) ছিল এ প্রতিষ্ঠানের ২৬তম ব্যাচ।[৯৬] ২৬ মার্চ ২০০২ খ্রি. আধ্যাত্মিক কেন্দ্র আলমগীর খানক্বাহ শরীফে এ খ্রিষ্টাব্দের বিদায়ী ছাত্ররা ছাত্রজীবনের অনেকটা স্মৃতিময় ভালবাসা, সুখ-দুঃখ, বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি আমৃত্যু ধরে রাখার জন্য "আল-লিওয়া" নামে একটি 'সেতুবন্ধন ছাত্র ফোরাম' গঠন করে। বন্ধুত্বের আবদ্ধে একিভূত হয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও মিল্লাত-মাযহাবের খিদমতের মহা প্রত্যয়ে 'আল-লিওয়া ছাত্র ফোরাম এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়।[৯৭] এ ফোরামের ১১জন শিক্ষাবিদ পরিচালক ও ২৩জন সদস্য নিয়ে গঠিত পরিষদের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার কৃতি ছাত্র মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন (এমফিল গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক ইসলামি

---

৯৪. বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৯৫. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৯৬. *প্রাগুক্ত*

৯৭. *কামিল বিদায়ী স্মরণীকা, আল-ওয়াফা*, চট্টগ্রাম: জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩৬

ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগ, পোমরা জামি'উল 'উলূম ফাযিল মাদ্‌রাসা)। এ ফোরামের ৪র্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সাহিত্যসমৃদ্ধ প্রকাশনার নাম 'আল ওয়াফা'।[৯৮]

আরবি, বাংলা ও ইংরেজী তিন ভাষায় প্রকাশিত এ প্রকাশনায় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ইতিহাস, ঐতিহ্য, ইসলামি প্রবন্ধ ও কবিতা-কৌতুক ইত্যাদি সাহিত্যসমৃদ্ধে ভরপুর। সুচিন্তিত লেখক, উঁচুমানের সাহিত্যিক ও গবষকের গবেষণামূলক লেখায় প্রকাশনাটি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাহিত্য ও প্রকাশনা অঙ্গনে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। বিশেষত এর 'লিওয়া কে তলে'[৯৯] প্রবন্ধটি পাঠক সমাজে সাড়া জাগিয়েছে।

৬. পাকপাঞ্জাতন পত্রিকা

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার আরবি প্রভাষক মাওলানা আবুল আসাদ মোহাম্মদ যুবাইর রজভী সম্পাদিত এবং মাওলানা মোহাম্মদ নুরুন্নবী ও মাওলানা জিয়াউল হক রিযভীর সহযোগিতায় পাকপঞ্জতন পত্রিকাটি প্রতি বছর বার রবিউল আউয়াল উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ ট্যাবলয়েড পত্রিকাটিতে দেশের সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকসহ ইসলামি চিন্তাবিদ ও দক্ষ- অভিজ্ঞ লেখক ও সাহিত্যিকদের গবেষণামূলক লেখা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[১০০]

৭. গুলযার-ই সিরিকোট

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের সাহিত্যঙ্গনে সংযোজন হল 'গুলযার-ই সিরিকোট' ট্যাবলয়েড পত্রিকা। ১২ রবিউল আউয়াল পবিত্র ঈদ-ই মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ইতিহাস, ঐতিহ্যসহ আক্বীদাহ্ ও আমলগত অভিজ্ঞ লিখক ও সাহিত্যিকদের গষেণামূলক প্রবন্ধ স্থান পায় এ পত্রিকায়। জামেয়ার মেধাবী ছাত্র মুহাম্মদ সাইফুল করিম নাঈমের সার্বিক দিক-নির্দেশনায় রুকনুদ্দীন মুহাম্মদ ফরহাত সম্পাদতি বিশেষ বুলেটিন পাঠক মহলে বেশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।[১০১]

---

৯৮. প্রাগুক্ত

৯৯. এ প্রবন্ধের প্রবন্ধকার জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার আরবি প্রভাষক হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আনীসুজ্জামান, প্রিয় রাসূল (সা.)-এর অনুসারী ও প্রেমিকরাই কিয়ামতের দিন তাঁরই লিওয়া- ই হামদেও (প্রশংসার পতাকা) নিচে আশ্রিত হবে- একথায় এখানে তুলে ধরেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীকূল সম্রাট (সা.) এরশাদ করেন, 'ঐ দিন আমার হাতে থাকবে লিওয়াউল হাম্‌দ বা প্রশংসার জয়নিশান। 'হযরত আদম (আ.) এবং পরবর্তীতে আগমনকারী সকাল নবী আমার পতাকা তলে অবস্থান করবেন, এ আমার অহংকার নয়। দ্র. *মসনাদ- ই ইমাম-ই আহমদ*, খণ্ড. -১, পৃ, ২৮১

১০০. গবেষকের সরেজমিন প্রতবেদন। (তারিখ: ১৭.১১.২০১৫ খ্রি.)

১০১. *প্রাগুক্ত*

৮. স্মৃতি নামক স্মারক প্রকাশ

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ফাযিল ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীরা রেখে আসা ছাত্র জীবনের স্মৃতিময় ইতিহাস ধরে রাখার জন্য 'স্মৃতি' নামক স্মারকটি ২০১২ খ্রি. প্রকাশ করে।[১০২] 'আল মাহমুদ' একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আত্মিক সংগঠন এর প্রকাশনায় সাইফুল করিম নাঈম ও শিহাব উদ্দীন রেজা প্রমুখের সম্পাদনায় ৬৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ পুস্তকে সম্পাদকীয় ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ এর বাণীসহ ১৭টি মূল্যবান লিখা স্থান পেয়েছে। এ প্রবন্ধের মধ্যে মুহাদ্দিস ড.আ.ত.ম. লিয়াকত আলীর 'স্মৃতির পাতায় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীসগণ', প্রভাষক মুহাম্মদ ইলিয়াস আল-কাদিরী'র 'নৈতিক শিক্ষায় জামেয়া' এবং ওই শ্রেণীর শিক্ষার্থী মুহাম্মদ গাউছুল হকের 'মাই ট্রু ফীলিংস' পাঠক সমীপে বেশ সমাদৃত হয়েছে। পুস্তকটির শেষে ফাযিল শ্রেণীতে পাঠদানকারী শিক্ষকরা এবং ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নাম ছবিসহ অপসেট কাগজে ছাপানো হয়েছে। বইটির অবয়ব ছোট হলেও এর গবেষণামূলক প্রবন্ধ, কৌতুক ও উপদেশমূলক কবিতাই জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনা ফুটে উঠেছে।[১০৩]

৯. জালওয়ায়ে নূর

প্রকাশনা জগতে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মেধাবী ছাত্ররা পিছিয়ে নেই। ২০১২ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ফাযিল ও কামিল ক্লাসের মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'আল-ইহসান' নামে এক প্রকাশনার আত্মপ্রকাশ হয়। এর সার্বিক দায়িত্বে ছিল মুহাম্মদ গাউসুল হক, মুহাম্মদ শফিউল আলম ও মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন। সংস্কৃতমনা এ সকল শিক্ষার্থীর প্রকাশনা ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল 'জালওয়ায়ে নূর' নাম পুস্তকখানা। এতে হাম্‌দ, কবিতা ও প্রবন্ধসহ ১৩টি লেখা স্থান পায়।[১০৪]

কিরা'আত, হামদ, না'ত ও রচনা প্রতিযোগিতা

কেরা'ত, হামদ, না'ত ও রচনা প্রতিযোগিতা জামেয়া শিক্ষার্থীদের সাহিত্য জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশুদ্ধ সুরে কোর'আন তেলাওয়াত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের অন্যতম কৃতিত্ব। বিশুদ্ধ উচ্চারণে পবিত্র কোর'আন তিলাওয়াতের জন্য পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ورتل القران تر تيلا 'তারতীল অনুযায়ী কোর'আন পাঠ কর'।[১০৫] কোর'আনের পঠন পদ্ধতি তিনটি। ১. হাদর, ২. তারতীল, ৩. তাদবীর।[১০৬] এ তিন পদ্ধতিতে পবিত্র কোর'আন পাঠদানে রত আছেন দু'জন অভিজ্ঞ ক্বারী। ১. ক্বারী মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ারুল ইসলাম, ২. ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম। কিরাতের পাশাপাশি বিশুদ্ধ ও সুললিত কণ্ঠে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন হামদ, নাত, ইসলামি

---

১০২. *প্রাগুক্ত*

১০৩. *প্রাগুক্ত*

১০৪. *প্রাগুক্ত*

১০৫. আল-কুর'আন, ৭৩: ৪

১০৬. আবুল বারকাত মুহাম্মদ হিযবুল্লাহ, দুরূসু ফি 'ইলমিততাজিবীদ, প্রকাশ- মার্চ, ২০১২/ রবিউল আউয়াল আখির, ১৪৩৩ হি. তৃতীয় সংরক্ষণ, মাকতাবা-ই আযহার, ঢাকা, পৃ. ২৬

গযলের। হাম্‌দ ও না'ত দুটি ইসলামি সংস্কৃতি। দেশ বিদেশের বিভিন্ন ইসলামি সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। শা'য়িরই রাসূল (রাসুল কবি) হযরত হাসসান বিন সাবিত আনসারী (রা.)-এর জন্য (সুন্দর ও অর্থসহ কবিতা রচনা করার ক্ষেত্রে) প্রিয় রাসূল (সা.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ তুমি হাস্‌সানকে পবিত্র আত্মাদ্বারা সাহায্য কর।[১০৭] জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের হাম্‌দ ও নাত চর্চা ও প্রশিক্ষণে প্রেরণা যোগাচ্ছেন। এই প্রেরণা ও উৎসাহ কাজে লাগিয়ে জামেয়ায় আয়োজন হয় বাৎষরিক দু'বার হাম্‌দ ও নাত প্রতিযোগিতা ইসলামি আসর, বিশেষ করে বছর শেষে সালানা জলসা উপলক্ষে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অফিস কর্তৃক হাম্‌দ, না'ত, ও ইসলামি মনীষীদের জীবনীর উপর বিভিন্ন ভাষায় বির্তক প্রতিযোগিতার আয়োজন হত। নির্বাচন কমিটি ১ম, ২য় ও ৩য় জনকে মনোনীত করে আনুষ্ঠানিকভাবে জলসার মঞ্চে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মেধাবী শিক্ষার্থীরা জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অঙ্গনের বাইরেও বিভিন্ন ইসলামি সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে কিরাত, হাম্‌দ, নাত ও রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে কৃতিত্ব অর্জন করে। বিশেষত চট্টগ্রাম শহরের মুসলিম হলে প্রতিবৎছর অনুষ্ঠিত আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের উদ্যোগে থানা, আন্তঃজেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিরল কৃতত্বি ও সাফল্য অর্জন করে।[১০৮] সুললিত ও আকর্ষণীয় কণ্ঠ ও বিশুদ্ধ কুর'আন তিলাওয়াতে যে সকল শিক্ষার্থী দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে তাদের উল্লেখযোগ্য হল-

১. আবুল আসাদ মোহাম্মদ যুবাইর রযভী, শীতলপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
২. মীর মুহাম্মদ আলা উদ্দীন, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
৩. মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৪. মোহাম্মদ হাসান রেযা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৫. মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
৬. মোহাম্মদ ইউসুফ, আল ক্বাদিরী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
৭. মোহাম্মদ আব্দুল আযীয আনওয়ারী, আনওয়ারা, চট্টগ্রাম।
৮. মুহাম্মদ আব্দুল আযিয আশরাফী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
৯. মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
১০. মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন রিজভী, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১১. মোহাম্মদ রিয়ায মাহমুদ, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
১২. মোহাম্মদ নুরুল আলম সাবিরী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৩. মোহাম্মদ উমাইর রিজভী, শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১৪. হাফিয মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১৫. মুহাম্মদ মুখতার আহমদ রিজভী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

১০৭. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, পাকিস্তানঃ নুর মুহাম্মদ আসাহ্হুল-মাতাবি', ১৩৮১ হি., ১৯৬১ খ্রি., খণ্ড. -২, পৃ. ৭০১

১০৮. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১৬. মুহাম্মদ হাসান মুরাদ, রাউজান, চট্টগ্রাম।[১০৯]

১৭. মুহাম্মদ ইমদাদুল ইসলাম, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

১৮. মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন সিদ্দীকী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১৯. মোহাম্মদ তারিক 'আবিদীন, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

২০. মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, রাউজান, চট্টগ্রাম।

২১. মোহাম্মদ আসিফ, রাউজান, চট্টগ্রাম।

২৩. মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

২৪. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৫. মোহাম্মদ আব্দুল আযীয রেজভী, টেকনাফ, চট্টগ্রাম।

২৬. হাফিয মুহাম্মদ আতীকুর রহমান, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৭. মোহাম্মদ তানযীলুর রহমান, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৮. মুহাম্মদ ওয়াহীদুর রহমান, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

২৯. মুহাম্মদ সোহাইল উদ্দীন, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

৩০. হাফিয মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, বি বাড়িয়া।

৩১. মুহাম্মদ কাশিম তাহিরী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।[১১০]

সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সভা অনুষ্ঠান

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাহিত্য ও সাংস্কৃতি উপ-কমিটির সার্বিক প্রচেষ্টা ও কর্তৃপক্ষের পরামর্শে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও শুভেচ্ছাবিনিময় সভা অনুষ্ঠান। পবিত্র মাহে রমদ্বানের গুরুত্ব, শব-ই বরাত, শব-ই ক্বদর, মীরাজুন্নবী (সা.), ঈদ-ই মীলাদুন্নবী (সা.), ফাতিহা ইয়াযদাহুমসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা ধর্মীয় ভাবাবেগে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে আলাদাভাবে পাঠদান বিষয়ক সৌজন্যে সাক্ষাতও গুরুত্ব সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।[১১১]

পুরষ্কার বিতরণ সভা

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ছাত্ররা শিক্ষকদের নিরলস পাঠদান, পরিচালনার পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ছাত্রদের মনোযোগিতা প্রভৃতির ফলে ছাত্ররা মেধা তালিকায় স্থান পায়। জামেয়া কর্তৃপক্ষ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন ও চর্চার উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে পুরষ্কার বিতরণের আয়োজনের বরাদ্দ দেন। কেন্দ্রীয় ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় মেধা তালিকায় অবস্থান,

---

১০৯. গবেষকের সরেজিমন প্রতিবেদন। (১৮.১১.২০১৫ খ্রি.)

১১০. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (১৮.১১.২০১৫ খ্রি.)

১১১. পাঠ পরিকল্পনা, দাখিল নবম শ্রেণী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

স্বভাব-চরিত্র ও ক্লাসে উপস্থিতি বিবেচনা করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। দেশের গুণীজন, আঞ্জুমান উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পুরষ্কার বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১১২]

জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জামেয়া দেশের সার্ভমৌত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আসছে। সরকার ঘোষিত প্রজ্ঞাপন মোতাবিক জাতীয় দিবসসহসমূহ পালন করে থাকে। বিশেষভাবে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শোক দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসসমূহ গুরুত্ব সহকারে উদযাপিত হয়। এক্ষেত্রে জামেয়ার শিক্ষক পরিষদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, হোস্টেল তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কদের সহযোগিতায় এ দিবসসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানাগুলোর নিউজ প্রেস-ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয়।[১১৩]

মাদ্‌রাসার প্রশাসনিক অবকাঠামো

সরকার অনুমোদিত গভর্নিং বডি

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সংস্কার সফলতা ও সার্থকতা নির্ভর করে দক্ষ পরিচালনা পরিষদ বা গভর্নিং বডির উপর। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে জামেয়া পরিচালিত হয়ে আসছে সরকারী বিধি মোতাবেক গঠিত একটি শক্তিশালী পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে। যুগে যুগে গঠিত আত্মোৎসর্গী পরিচালনা পরিষদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সুনাম দেশের গন্ডি পেরিয়ে ছাড়িয়ে পড়েছে গোটা ইসলামি বিশ্বে। সরকার অনুমোদিত একটি যোগ্য, দক্ষ, কর্মঠ ও আত্মনিবেদিত পরিচালনা পরিষদের সুন্নীপুণ ব্যবস্থায় জামেয়া পরিচালিত হচ্ছে।

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার বর্তমান গভর্ণিং বডি

ক্রম.	নাম	পদবী
১.	প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম	সভাপতি
২.	আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	সদস্য সচিব, (ট্রাস্ট মনোনীত)
৩.	আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সদস্য (সভাপতি মনোনীত)
৪.	আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সদস্য (সভাপতি মনোনীত)
৫.	আলহাজ্ব মোহাম্মদ শামসুদ্দীন	সদস্য (সভাপতি মনোনীত)
৬.	মাওলানা হাফিয সোলাইমান আনছারী	সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)
৭.	মুহাম্মদ সিরাজুল হক	সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি)
৮.	মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন কমিশনার	সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি)
৯.	জিলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম।	(বিশ্ব, ভি.সি কর্তৃক মনোনীত)
১০.	আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ	(বা.মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)[১১৪]

---

১১২. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১১৩. *প্রাগুক্ত*

১১৪. রেজিস্ট্রার, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ফাযিল ও কামিল মাদরাসা অধিভুক্ত সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স, খ- ১১.২.(জ) ধারা।

মাদ্‌রাসার চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীবৃন্দ

ইসলামি তাহ্‌যীব-তামুদ্দুনের ব্যাপক প্রচার প্রসারে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার যে ভিত্তি স্থাগিত হয়েছিল তার সদূর প্রসারী কর্মসূচী ও কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য একদল আত্মত্যাগী ও শিক্ষানুরাগী পরিচালনার গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে। তাঁদের পরিচিতি ও কার্যকাল নিম্নরূপ

চেয়ারম্যানবৃন্দ

নাম	কার্যকাল
১। আলহাজ্ব জয়নুল আবেদীন চৌধুরী	১৯৫৪ খ্রি. থেকে ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত।
২। আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	১৯৮৩ খ্রি. থেকে ১৯৯২ খ্রি. পর্যন্ত।
৩। আলহাজ্ব এম এ ওয়াহাব আল-কাদিরী	১৯৯৩ খ্রি. থেকে ২০০৪ খ্রি. পর্যন্ত।
৪। প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম	২০০৪ থেকে অধ্যাবধি (২০১৩ খ্রি.)[১১৫]

সেক্রেটারী

নাম	কার্যকাল
১। আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ আল-কাদিরী	১৯৫৫ খ্রি.
২। মাষ্টার মোহাম্মদ আব্দুল জলিল	১৯৬২ খ্রি.
৩। আলহাজ্ব শেখ মুহাম্মদ আফতাব উদ্দীন চৌধুরী	১৯৬২ খ্রি.

অধ্যক্ষবৃন্দ

৬. মাওলানা মুহাম্মদ নসরুল্লাহান পাকিস্তান এম,এম	১৯৬৭-৬৯ খ্রি.
৭. মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিহ উদ্দীন,(র.) চন্দনাইশ,এম,এম (হাদীস) এম,এ (ইতিহাস)	১৯৭৭ খ্রি.
৮. হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলীল, (র.) চাঁন্দপুর, এম,এম (হাদীস), এম,এ (ইতিহাস), বি.সি.এস (শিক্ষা),	১৯৭-৭৮খ্রি.
৯. মাওলানা মুহাম্মদ আকব্দুল গফুর (র.) কুমিল্লা, এম,এম	১৯৭৮ খ্রি. এর কিছুকাল
১০. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ মুযাফ্ফর, (র.) মিরসরাই এম,এম.এম,এফ	১৯৭৮-৭৯ খ্রি.
১১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল গফুর, কুমিল্লা, এম,এম	১৯৭৯-৮০ খ্রি.
১২. মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল-কাদিরী, চট্টগ্রাম এম,এম ও এম,এফ	১৯৮০/২০১৪ খ্রি.

প্রাক্তন শিক্ষকবৃন্দের তালিকা[১১৬]

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য গুণী শিক্ষক ইসলামি শিক্ষার পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। এদের মধ্যে যারা ওফাত হয়েছেন তাদের নাম, ঠিকানা ও বিষয়ভিত্তিক দায়িত্ব পালনের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করছি।

---

১১৫. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম ।

১১৬. *প্রাগুক্ত*

ক. ওফাত হওয়া শিক্ষকবৃন্দ[১১৭]

ক্রম	শিক্ষকের নাম ও ঠিকানা	বিষয়	পদ
১.	মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন (র.) লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	হাদীস	মুদাররিস
২.	মাওলানা মুহাম্মদ দায়িম (র.) ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	আরবি	মুদাররিস
৩.	মাওলানা আবুল ফসীহ মুহাম্মদ ফোরকান (র.) কক্সবাজার।	হাদীস	মুহাদ্দিস
৪.	মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আবিদ শাহ্ (র.) কুমিল্লা।	হাদীস	মুহাদ্দিস
৫.	মাওলানা মুহাম্মদ জাফর আহমদ সিদ্দিকী (র.) চট্টগ্রাম।	হাদীস	মুহাদ্দিস
৬.	মাওলানা ফলুল করীম কিশবন্দী (র.) নোয়াখালী		
৭.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর নোমানী (রা.) কুমিল্লা		
৮.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ (রহ), কুমিল্লা।	হাদীস	মুহাদ্দিস
৯.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল ফোরকানী (র.), চট্টগ্রাম।	হাদীস	মুহাদ্দিস
১০.	মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল হক নঈমী (র.) পটিয়া, চট্টগ্রাম।	হাদীস	মুদাররিস
১১.	মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	আরবি	মুহাদ্দিস
১২.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান (র.), কুমিল্লা।	হাদীস	উপাধ্যক্ষ
১৩.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম কাযিমী, চট্টগ্রাম।	আরবি	মুদাররিস
১৪.	মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, কুমিল্লা	হাদীস	মুহাদ্দিস
১৫.	মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম, রাউজান, চট্টগ্রাম।	আরবি	মুদাররিস
১৬.	মাওলানা মুহাম্মদ আলী আহমদ রিযভী, (র.) চট্টগ্রাম।	হাদীস	মুহাদ্দিস
১৭.	মাওলানা মুহাম্মদ সৈয়্যদুল হক (র.) বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	আরবি	মুদাররিস
১৮.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সবুর (র.) সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।	আরবি	মুদাররিস
১৯.	মাওলানা মুহাম্মদ ইন‘আমুল হক, চট্টগ্রাম	হাদীস	মুহাদ্দিস
২০.	মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ দায়েম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	আরবি	মুদাররিস
২১.	মাওলানা মুহী উদ্দীন ওয়ালী উল্লাহ্, কুমিল্লা	আরবি	মুদাররিস
২২.	মাওলানা মুহাম্মদ যয়নুল আবিদীন, কুমিল্লা	আরবি	মুদাররিস
২৩.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল সাত্তার, কুমিল্লা	আরবি	মুদাররিস
২৪.	মুহাম্মদ নুরুচ্ছফা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।	গণিত	সহ. শি.
২৫.	মুহাম্মদ আবুল ফায়িয	বাংলা	সহ. শি.
২৬.	মুহাম্মদ ফরীদুল আলম, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	গণিত	সহ. শি.
২৭.	মাওলানা মুহাম্মদ শাহ আলম	আরবি	
২৮.	মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম নাঈমী	আরবি	
২৯.	মাওলানা মুহাম্মদ ফযলুর রহমান, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার	আরবি	মুদাররিস
৩০.	মাওলানা মুহাম্মদ গণী আহমদ	আরবি	
৩১.	মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া	আরবি	
৩২.	মাওলানা আহমদুল্লাহ হাশিমী	আরবি	

১১৭. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৩৩.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আযীম, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	আরবি	মুদাররিস
৩৪.	মুহাম্মদ শিহাব উদ্দীন	বাংলা	প্রধান শি.
৩৫.	মীর আহমদ সা'ঈদ	ইংরেজী	
৩৬.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল ওহাব	আরবি	
৩৭.	মুহাম্মদ আবুল কালাম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	বাংলা	
৩৮.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান	আরবি	
৩৯.	মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস	আরবি	
৪০.	মাওলানা মুহাম্মদ 'আব্দুল মাবুদ	মুহাদ্দিস	
৪১.	মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ রশীদ আহমদ, দোহাজারী, চট্টগ্রাম	ক্বারী	
৪২.	মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম	আরবি সি.মুদাররিস	
৪৩.	মুহাম্মদ মাহমূদুর রহমান	বাংলা প্রধান শিক্ষক	
৪৪.	মুহাম্মদ মুসা	বাংলা	
৪৫.	মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, চকরিয়া চট্টগ্রাম	ইংরেজী সহ. শিক্ষক	
৪৬.	মাওলানা মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা	আরবি	
৪৭.	মুহাম্মদ ইসহাক, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম	গণিত সহ. শিক্ষক	
৪৮.	মুহাম্মদ আকতার আহমদ	ইংরেজী প্রভাষক	
৪৯.	শাহাব উদ্দীন	বাংলা	
৫০.	শাহায উদ্দীন	বাংলা	
৫১.	মাওলানা মুহাম্মদ 'আব্দুল আউয়াল চৌধুরী চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	আরবি	মুদাররিস
৫২.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফারূকী, মীরশরাই, চট্টগ্রাম	আরবি	মুদাররিস
৫৩.	মাওলানা মুহাম্মদ মুযাফ্‌ফর আলী	আরবি	মুদাররিস
৫৪.	মাওলানা আহমদ রিযা	আরবি	
৫৫.	মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল করীম, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	আরবি	প্রভাষক
৫৬.	মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ আবদুল আলমি, পটিয়া, চট্টগ্রাম	হা.কুর'আন হিফজ শি.	
৫৭.	মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ আবুল বশর, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম	হা.কুর'আন হিফজ শি.	

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী[১১৮]

নাম	দায়িত্বকাল
১. মুহাম্মদ উবাউদুর রহমান	(১৯৫৪-১৯৮০ খ্রি.)
২. মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান	(১৯৮০ খ্রি.)
৩. মুহাম্মদ বদী'উর রহমান	(১৯৮০ খ্রি.)
৪. মুহাম্মদ ফযল আমীন	(১৯৮০ খ্রি.)
৫. মুহাম্মদ মুখলেছুর রহমান	(১৯৮০ খ্রি.)
৬. মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম	(১৯৮০ খ্রি.)
৭. মুহাম্মদ নাওয়াব মিয়া	(১৯৮০ খ্রি.)

১১৮. *প্রাগুক্ত*

৮. মুহাম্মদ কবীর হোসেন	(১৯৮০ খ্রি.)
৯. মুহাম্মদ সিদ্দীক আহমদ	(১৯৮০ খ্রি.)
১০. মুহাম্মদ লোকমান	(১৯৭০ খ্রি.)
১১. মুহাম্মদ সিরাজ	(১৯৮২ খ্রি.)
১২. মুহাম্মদ আব্দুল আযীয	(২০০২ খ্রি.)
১৩. মুহাম্মদ আবদুর রাহীম	(১৯৮৮ খ্রি.)
১৪. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান	(২০০৯-২০১৩ খ্রি.)
১৫. মুনীর আহমদ	(২০১৬ খ্রি.)

খ. অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষকমণ্ডলী[১১৯]

যুগশ্রেষ্ঠ অসংখ্য 'আলিম-ই দ্বীন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা সফলভাবে পাঠদান করে জামেয়া থেকে সম্মানজনকভাবে বিদায় গ্রহণ করে অবসর জীবন যাপন করছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

০১. মাওলানা ক্বাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশিমী, চট্টগ্রাম	হাদীস	মুহাদ্দিস
০২. মাওলানা মুহাম্মদ সগীর উসমানী, রাউজান, চট্টগ্রাম	হাদীস	উপাধ্যক্ষ
০৩. মাওলালা মুহাম্মদ আব্দুল হক, বি.বাড়িয়া	হাদীস	মুহাদ্দিস
০৪. মাওলানা মুহাম্মদ আহমদুল হক, পটিয়া, চট্টগ্রাম।	হাদীস	মুহাদ্দিস
০৫. মাওলানা মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।	আরবি	প্রভাষক
০৬. মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুদ্দীন সিদ্দীকী, আনওয়ারা, চট্টগ্রাম।	আরবি	প্রভাষক
০৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল 'আলীম রিযভী, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।	তাফসীর	সহ.অধ্যা.
০৮. মাওলানা মুহাম্মদ জা'ফরুল্লাহ বাঁশখালী, চট্টগ্রাম,	আরবি	
০৯. মাওলানা কারী মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, পটিয়া, চট্টগ্রাম।	আরবি	মুদাররিস
১০. মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।	আরবি	মুদাররিস
১১. মুহাম্মদ আয়ায মাহমুদ,	বাংলা	সহ. শি.
১২. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর,	ইংরেজি	প্রভাষক
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আযাদ, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	আরবি	মুদাররিস
১৪. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	ইংরেজী	
১৫. মুহাম্মদ আদিল চৌধুরী, উকিয়া কক্সবাজার	বাংলা	প্রভাষক
১৬. চৌধুরী মুহাম্মদ মুস্তফা, মীরশ্বরাই	গণিত	প্র. শি.
১৭. মাওলানা মুহাম্মদ রূহুল আমীন, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	খতিব	
১৮. মাওলানা আব্দুল খালিক	আরবি	
২০. মাওলানা মুহাম্মদ জহরুল হক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	আরবি	মুদাররিস
২১. মাওলানা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান, রাউজান, চট্টগ্রাম।	আরবি	মুদাররিস

১১৯. *প্রাগুক্ত*

বর্তমান কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর তালিকা[১২০]

ক্রম	নাম	পদবী	যোগ্যতা
১.	হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান আনছারী	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	এম.এম. ১ম শ্রেণি, সরকারী কর্তৃক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
২.	মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুল হক্ব নঈমী	প্রধান মুহাদ্দিস	এম.এম.দ্বিতীয় ফাযিলে গুজরাট,পাকিস্তান,১ম শ্রেণি।
৩.	মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান	ফকীহ	এম.এম. ১ম শ্রেণি
৪.	কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ	ফকীহ	এম.এম. ২য় শ্রেণি
৫.	মাওলানা মুহাম্মদ সালিকুর রহমান	মুফাসসির	এম.তাফ. ১ম শ্রেণি
৬.	ড. মাওলানা অ.ত.ম. লিয়াকত আলী	মুহাদ্দিস	এম.এম. ১ম শ্রেণি
৭.	মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন	মুফাসসির	এম.তাফ. ১ম শ্রেণি
৮.	হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফুয্যামান আল ক্বাদিরী	মুহাদ্দিস (৩য়)	এম.এম. ২য় শ্রেণি
৯.	মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আবু তালিব	অতিরিক্ত (মুহাদ্দিস)	এম.এম. ২য় শ্রেণি
১০.	মুহাম্মদ আবুল কাশিম	অধ্যাপক (বাংলা)	এম.এম. ২য় শ্রেণি
১১.	মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নুরুল আলম	সহ-অধ্যাপক (আরবি)	এম.এম
১২.	মাওলানা মুহাম্মদ অবুল হাশিম চৌধুরী	সহ-অধ্যাপক (আরবি)	এম.এম. ২য় শ্রেণি
১৩.	শেখ মাঈনুল হক চৌধুরী	সহ-অধ্যাপক (ইংরেজী)	এম.এ. ২য় শ্রেণি
১৪.	মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন	সহ-অধ্যাপক (ইংরেজী)	এম.এ. ২য় শ্রেণি
১৫.	মাওলানা গোলাম মোস্তাফা মুহাম্মদ নূরুন্নবী	সহ-অধ্যাপক (আরবি)	এম.এম. ১ম শ্রেণি
১৬.	মাওলানা মীর মুহাম্মদ আলাউদ্দীন	সহ-অধ্যাপক (আরবি)	এম.এম. ১ম শ্রেণি
১৭.	মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস	সহ-অধ্যাপক (ই. ইতি.)	এম.এ. ২য় শ্রেণি
১৮.	মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিম	সহ-অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	এম,এ, ২য় শ্রেণি
১৯.	হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুয্যামান	প্রভাষক (আরবি)	এম.এম. ১ম শ্রেণি
২০.	মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	প্রভাষক (ইংরেজী)	এম.এ ১ম শ্রেণি
২১.	মাওলানা আবুল আসাদ যুবাইর রেযভী	সহকারী মৌলভী	এম.এম. ২য় শ্রেণি
২২.	হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গনী	সহকারী মৌলভী	এম.এম. ১ম শ্রেণি

১২০. বার্ষিক প্রতিবেদন: ২০০৯ খ্রি., জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম ।

২৩.	হাফিয সৈয়্যদ মাওলানা মুহাম্মদ আযিযুর রহমান	সহকারী মৌলভী	এম.এম. ১ম শ্রেণি
২৪.	মাওলানা মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন	প্রভাষক	এম.এম. ১ম শ্রেণি
২৫.	মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক	প্রভাষক	এম.এম. ১ম শ্রেণি
২৬.	মুহাম্মদ আবদুল‘আলীম	সহকারী শিক্ষক (কৃষি)	বি.এস.সি. বি.এড ২য় শ্রেণি
২৭.	মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	সহ. শিক্ষক (গণিত)	এম.এস.সি ২য় শ্রেণি
২৮.	মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী শিক্ষক (গণিত)	এম.এস.সি ২য় শ্রেণি, বি.এড ১ম শ্রেণি
২৯.	মুহাম্মদ আবু তাহের	সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান)	বি.এস.সি সম্মান ও এম.এস.সি ২য় শ্রেণি
৩০.	এস এম দিদারুল আলম	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি. ১ম শ্রেণি, বি.এড ২য়
৩১.	মোহাম্মদ শাহ-ই-জাহান	সহ.শি. (কম্পিউটার)	বি.এস.এস ২য় শ্রেণি
৩২.	মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন	সহকারী মৌলানা	এম.এম ১ম শ্রেণি
৩৩.	হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ আহমদুল হক	সহকারী মৌলানা	এম.এম ২য় শ্রেণি
৩৪.	হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন	সহকারী মৌলানা	এম.এম ১ম শ্রেণি
৩৫.	মাওলানা মুহাম্মদ তারিকুল ইসলাম	সহকারী মৌলানা	এম.এম ১ম শ্রেণি
৩৬.	মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন খালিদ	সহকারী মৌলানা	এম.এম ১ম শ্রেণি
৩৭.	মাওলানা মুহাম্মদ আন্‌ওয়ারুল ইসলাম	ক্বারী	এম.এম ২য় শ্রেণি
৩৮.	মাওলানা মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন	ইবতিদায়ী প্রধান	এম.এম (এ-গ্রেড)
৩৯.	মাওলানা মুহাম্মদ জহরুল আনোয়ার	সহ. ইবি. প্রধান	এম.এম, বিএ
৪০.	মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুর রহমান	ইবতিদায়ী শিক্ষক	এম.এম ১ম শ্রেণি
৪১.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর রিযভী	ইবতিদায়ী শিক্ষক	এম.এম ২য় শ্রেণি
৪২.	মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইউসুফ রিযভী	জুনিয়র মৌলভী	এম.এম ২য় শ্রেণি
৪৩.	মুহাম্মদ ফিরোজ উদ্দিন	জুনিয়র শিক্ষক	এইচ.এস.সি ২য়
৪৪.	মাওলানা মুহাম্মদ আতাউর রহমান নাঈমী	জুনিয়র মৌলভী	এম.এফ. ১ম শ্রেণি
৪৫.	মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম	ক্বারী	মুজাব্বিদ মাহির
৪৬.	মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান	জুনিয়র মৌলভী	এম.এম ২য় শ্রেণি
৪৭.	মাওলানা মুহাম্মদ ওমর ফারুক	জুনিয়র মৌলভী	এম.এম ১ম শ্রেণি
৪৮.	মাওলানা মুহাম্মদ আবু কাইসার	জুনিয়র মৌলভী	এম.এম ১ম শ্রেণি
৪৯.	মুহাম্মদ আমজাদ হোসেন	জুনিয়র শিক্ষক	বি.এস.সি. বি,এড
৫০.	মুহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরী	জুনিয়র শিক্ষক	এস.এস.সি ২য় শ্রেণি

৫১.	মাওলানা মুহাম্মদ আছির আলি	প্রধান লাইব্রেরিয়ান	লা.সা.ডি ২য় শ্রেণি
৫২.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	লা.সা.ডি ২য় শ্রেণি

বর্তমান কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা[১২১]

কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্রম	নাম	পদবী	যোগ্যতা
১	মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম	হিসাব রক্ষক	বি.কম. এম.কম. ২য় শ্রেণি
২	মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল	অফিস সহকারী	বি.কম ২য় শ্রেণি
৩	মুহাম্মদ ওসমান গণি	অফিস সহকারী	বি.কম ২য় শ্রেণি
৪	মুহাম্মদ জহির উদ্দীন	অফিস সহকারী	এম.এম.
৫	মুহাম্মদ ইনামুল কবির	অফিস সহকারী	বি.এ.
৬	এস এম শাহ নেওয়াজ আলী মির্জা	হোস্টেল সহকারী	এম.এ. এম.এড.
৭	মুহাম্মদ ইখলাসুর রহমান	সহ. হিসাব সহকারী	বি.কম.
৮	মুহাম্মদ আলম সোহেল	কম্পিউটার প্রশিক্ষক	ডি.ইন.কমি. সায়েন্স
৯	মুহাম্মদ আবু সাঈদ	টাইপ প্রশিক্ষক	এইচ.এস.সি ২য়

কর্মচারীবৃন্দ

ক্রম	নাম	পদবী	যোগ্যতা
১	মুহাম্মদ সোনা মিয়া	দপ্তরী	অষ্টম শ্রেণি
২	মুহাম্মদ আবু জাফর	দপ্তরী	আলিম ২য়
৩	মুহাম্মদ আবু নোমান	দপ্তরী	এস.এস.সি ২য়
৪	মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম	দপ্তরী	আলিম ২য়
৫	মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	দপ্তরী	এস.এস.সি ২য়
৬	মুহাম্মদ আরমানুল ইসলাম	দপ্তরী	এইচ.এস.সি ২য়
৭	মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ ফারুকী	দপ্তরী	এস.এস.সি ২য়
৮	মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম	দপ্তরী	অষ্টম শ্রেণি
৯	মুহাম্মদ জুবাইদুল্লাহ্ ফারুকী	দপ্তরী	অষ্টম শ্রেণি
১০	মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন	দারোয়ান	অষ্টম শ্রেণি
১১	মুহাম্মদ ইদ্রিস	দারোয়ান	অষ্টম শ্রেণি
১২	মুহাম্মদ সিরাজ	দারোয়ান	অষ্টম শ্রেণি[১২২]

১২১. *প্রাগুক্ত*

১২২. *প্রাগুক্ত*

মাদ্‌রাসার আয়-ব্যয়ের খাত[১২৩]

Jamiah Ahmadiah Sunniah Aliah

Sholashahar, Chittagong, Bangladesh.

RECEIPTS (INCOME) STATEMENT

(Financial year of July 2014 to June 2015

SL	PARTICULARS	AMOUNT	TOTAL
1	Opening Balance Fixed Deposit Bank Balance Cash in Hand	 4,38,773.00 3,80,807.72 3,67,373.89	**11,86,95.00**
2	Govt, Donation (Salary)	38,92,816.00	
3	Student's Scholarship	2,81,780.00	
4	Receipts From Anjuman	50,14,827.00	
5	Hostel (income)	17,59,891.00	
6	Lillah Boarding	14,39,176.00	
7	Donation (Out)		
8	Examination Fee (Board)	14,10,400.00	
9	Tuition & Examination Fee (Internal)	11,10,500.00	
10	Admission Fee	6,81,000.00	
11	Sales of Admission Form	1,50,400.00	
12	Loan Recovery	44,300.00	
13	Tastimonial & Marks sheet	2,60,100.00	
14	Registration Fee	2,27,500.00	
15	Tarjuman	1,00,320.00	
16	Bank Profit	6,895.00	
17	Identity card & Syllabus	45,000.00	
18	Mascellaneous	1,86,187.00	**1,66,08,092.43**
		Grand Total	**1,77,95,047.04**

১২৩. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮-০৯ খ্রি., জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

Jamiah Ahmadiah Sunniah Aliah
Sholashahar, Chittagong, Bangladesh.

EXPENDITURE STATEMENT

(Financial year of July 2014 to June 2015

SL	PARTICULARS	AMOUNT	TOTAL
1.	Govt. Donation (Salary)	38,92,816.00	
2.	Scholarship	2,81,780.00	
3.	Salary (Institution)	41,05,831.00	
4.	Honoureum	1,26,838.00	
5.	Gass bill	82,814.00	
6.	Repair	7,92,430.00	
7.	Hostel	42,73,011.00	
8.	Examination expenses (Internal)	87,355.00	
9.	Examination expenses (Board)	7,00,480.00	
10.	Advertisement	79,365.00	
11.	Salana jalsa	4,36,969.00	
12.	Furniture	97,2000.00	
13.	Stationary	2,69,254.00	
14.	Registration Ree	3,08,883.00	
15.	Loan	44,500.00	
16.	Tarjuman	90,720.00	
17.	Conveyance	74,929.00	
18.	Wasa Bill	23,858.00	1,66,08,092.43
19.	Telephone Bill	9,259.00	1,77,95,047.04
20.	Electricity Bill	2,90,949.00	
21.	Entertainment	57,648.00	
22.	Newspaper	11,724.00	
23.	Library	2,28,000.00	
24.	Photocopy	13,000.00	
25.	Eid Bonus	66,700.00	
26.	Postage	1,666.00	
27.	bank Charge	4,732.13	
28.	Donation	11,500.00	
29.	Miscallaneous	1,02,645.00	1,65,66,856.13
30.	Closing Balance		

SL	PARTICULARS	AMOUNT	TOTAL
1	fixed deposit (F.D.r)	4,56,654.00	
2	Bank Balance	6,62,229.91	
3	**Cash in Hand: General Cash**	**49,263.00**	**12,28,190.91**
4	Hostel Case	60,044.00	
5	Total		1,77,95,047.04

গ্রন্থাগার ও সংরক্ষিত গ্রন্থের পরিসংখ্যান

গ্রন্থাগার মানসম্মত দুর্লভ গ্রন্থাদি ও দুষ্প্রাপ্য কিতাবাদি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ও উন্নয়নে ভীত রচিত হয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক, অধ্যাপক ও গবেষকদের গবেষণাকর্মের তথ্য ও তত্ত্ব জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা লাইব্রেরীতে রয়েছে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ সম্ভার। অনেক বিষয়ের মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা লাইব্রেরী আন্তর্জাতিকমানের লাইব্রেরীতে পরিণত হয়। এম.ফিল ও পিএইচ.ডি.সহ উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন তথা গবেষণাকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি, সর্বস্তরের শিক্ষার্থী ও পাঠকের পদচারণায় জামেয়া লাইব্রেরী সদা মুখরিত। বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থসমূহের নাম ও সংখ্যা উল্লেখ করা হল[১২৪]

ক্রম	বিষয়- কিতাব	সংখ্যা
০১.	তাফসীর শাস্ত্র	৪৫১ টি
০২.	হাদীস শাস্ত্র	২১১৫ টি
০৩.	ফিক্বহ	৩০২১ টি
০৪.	ইতিহাস ও জীবনী	১৫৫২ টি
০৫.	আরবি সাহিত্য	১৫৩০ টি
০৬.	নাহু	১২৫ টি
০৭.	সর্‌ফ	১২০ টি
০৮.	তাসাউফ-সূফীতত্ত্ব	২১৮ টি
০৯.	মুসলিম দর্শন	২২০ টি
১০.	পিএইচ.ডি. ও এম.ফিল অভিসন্দর্ভ	৯৫ টি
১১.	অভিধান	৯৩৫ টি
১২.	বিভিন্ন উপন্যাস ও ইতিহাস	১০০ টি
১৩.	বাংলা সাহিত্য	৯৫ টি
১৪.	উর্দূ ভাষা কিতাব	৫০০ টি
১৫.	ফার্সী ভাষার কিতাব	৪৭৮ টি
১৬.	(পদার্থ, রসায়ন, জীব) বিজ্ঞান সংক্রান্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান	৫০১ টি
১৭.	সরকারী বিধি-বিধান বিষয়ক বই	৩৬ টি
১৮.	পত্র-পত্রিকা	৩৫ টি
১৯.	বিবিধ	৩২৮০ টি

১২৪. গ্রন্থাগার অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার বিশাল লাইব্রেরী সমৃদ্ধশালী হলেও সরকারী গ্রন্থগারিক প্রচলিত বিধি-নিয়মের যথাযথ অনুসরণ হয় না। ক্যাটালগের ব্যবহার ও সাংকেতিক চিহ্ন প্রয়োগ না থাকায় গ্রন্থাগারিক মুহাম্মদ আছীর আলী ও তার সহযোগী পাঠকের নিকট থেকে সহজভাবে কিতাব সংগ্রহ করে সমস্যার সম্মুখীন হতে গ্রন্থাগারে কিতাবের সিংহভাগ কর্তৃপক্ষের ক্রয়কৃত। কিছু কিতাব বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা ও শুভাকাঙ্খী থেকে প্রাপ্ত। দাতাদের মধ্যে 'বিশিষ্ট দানবীর মুহাম্মদ খ্রিষ্টাব্দেহ্ আহমদ সওদাগর (বখশির হাট), মুহাম্মদ নূরুন্নবী (বাকলিয়া), ব্যারিস্টার তানজীবুল আলম সরোয়ার (ফটিকছড়ি) ও মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন।[১২৫]

বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ড এর অধীনে ১৯৬২ খ্রি. ফাযিল পর্যন্ত অধিভূক্ত লাভ করে। এরপর থেকে বরাবরই চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় ফলাফল লাভ করে আসছে। জামেয়ায় শিক্ষা পরিবেশ, পরিচালনা পরিষদের সুষ্ঠু পরিচালনা ছাত্র-শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকের পরিকল্পনাভিত্তিক পরামর্শ আল্লাহ তা'আলার অপার দয়ায় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ছাত্রদের বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলের কৃতিত্বপূর্ণ ধারাবাহিকতা প্রশংসনীয়। প্রতি বছর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মেধাবী শিক্ষার্থীরা কৃতিত্ব অর্জন করে প্রতিষ্ঠানের ভাব মর্যাদা সমৃদ্ধ করছে।

১.১ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল[১২৬]

ক্রম	পাশের বছর	ফাযিল	কা. হাদীস	কা. ফিক্বহ্	কা. তাফসীর
০১	১৯৬৫	৩	-	-	-
০২	১৯৬৬	৩	-	-	-
০৩	১৯৬৭	-	-	-	-
০৪	১৯৬৮	-	-	-	-
০৫	১৯৬৯	-	-	-	-
০৬	১৯৭০	-	-	-	-
০৭	১৯৭১	-	-	-	-
০৮	১৯৭২	২২	-	-	-

১২৫. গ্রন্থাগারের বিভিন্ন আসবাব পত্রের মধ্যে রয়েছে- 'কাঠের বড় আলমারী ২০ টি, ছোট আলমারী ৩০টি, স্টিলের বড় আলমারী ৩০টি, ছোট আলমারী ২৭টি, বুক সেল্‌ফ ২৩টি, বড় টেবিল ১০টি, চেয়ার ২০০টি, ভূ-গোলক ৩টি, সিলিং ফ্যান ১৮টি। বিশাল এ গ্রন্থাগার রয়েছে, ৫টি দরজা এবং ১৩টি জানালা: যা গ্রন্থাগারকে সর্বদা আলোক উজ্জ্বল করে রাখে। অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা গ্রন্থাগার।

১২৬. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ফাযিল পর্যন্ত এক সাথে ১৯৬২ সালে তৎকালীন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। এরপর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে কামিল হাদীস, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কামিল ফিক্বহ্ এবং ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে কামিল তাফসীর ক্লাসের অনুমতি পায়। অফিস তথ্য মতে, এ সকল ক্লাসের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান নিম্নে উপস্থাপন করা হল। অবশিষ্ট সালের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল তথ্য মাদ্‌রাসা অফিসে সংরক্ষণ নেই। [বি.দ্র. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন।] (তারিখ: ১৯.১১.২০১৫ খ্রি.)

০৯	১৯৭৩	-	-	-	-
১০	১৯৭৪	-	-	-	-
১১	১৯৭৫	-	১৮	-	-
১২	১৯৭৬	-	১৬	-	-
১৩	১৯৭৭	-	৪৯	-	-
১৪	১৯৭৮	-	৩১	-	-
১৫	১৯৭৯	-	১৭	-	-
১৬	১৯৮০	-	৩	-	-
১৭	১৯৮১	-	-	-	-
১৮	১৯৮২	-	১১	-	-
১৯	১৯৮৩	-	১১	-	-
২০	১৯৮৪	-	১২	-	-
২১	১৯৮৫	-	১১	-	-
২২	১৯৮৬	-	৩৮	৯	-
২৩	১৯৮৭	-	৫৬	-	-
২৪	১৯৮৮	-	-	-	-
২৫	১৯৮৯	-	৪৭	১৬	-
২৬	১৯৯০	-	৪৩	১১	-
২৭	১৯৯১	-	৫৯	৭	-
২৮	১৯৯২	-	৩৯	-	-
২৯	১৯৯৩	-	৬২	৩১	-
৩০	১৯৯৪	-	৮৮	৩৬	-
৩১	১৯৯৫	-	৮৭	৩৬	-
৩২	১৯৯৬	-	৭৩	৫০	৮
৩৩	১৯৯৭	-	৮১	২৯	৭
৩৪	১৯৯৮	-	৭৯	১৯	৬
৩৫	১৯৯৯	-	৭৬	২৬	৮
৩৬	২০০০	-	৮৮	৩০	১৮
৩৭	২০০১	-	১০২	৩১	২২
৩৮	২০০২	-	১১৩	৩৪	১৫
৩৯	২০০৩	-	১৩২	২৯	৬
৪০	২০০৪	-	১৫৭	৩৩	১৯
৪১	২০০৫	-	১৪০	২১	১০
৪২	২০০৬	-	১০৭	২৭	১৮
৪৩	২০০৭	-	১১৯	৩১	১৩

৪৪	২০১০	-	২২১	৬৪	৩১
৪৫	২০১১	৫৬	৯৪	১২	১২
৪৬	২০১২	১০০	১১৭	১৫	৫৩

** ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'ফাযিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মান দেওয়ায় (দু' ব্যাচঃ ২০০৮-০৯ খ্রি.) এক সাথে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

কৃতি শিক্ষার্থীদের নাম ও তাদের কর্মস্থল

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জামেয়া হতে অসংখ্য শিক্ষার্থী ইসলামি শিক্ষার জ্ঞান অর্জন করে দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবিধ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীদের নাম, পাশের বছর ও কর্মরত স্থানের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হল[১২৭]

ক্রম.	ছাত্রের নাম	শিক্ষার্জনের বছর	কর্মস্থল
	ইব. দা. ফা. কা. (হাদীস, ফিক্বাহ্, তাফসীর)		
১	মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল-ক্বাদিরী	আলিম'৬৪	অধ্যক্ষ (অব.), জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া 'আলিয়া, চট্টগ্রাম।
২	এ.কে.এম ইয়াকুব হুসাইন	কামিল হাদিস ৭২	শিক্ষা ভবন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, (১২তম বি.সি.এস)
৩	মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন	আলিম'৬৪	অধ্যক্ষ, (অব.), নেছারিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
৪	মুহাম্মদ আবুল খাইর নিযামী	কামিল হাদিস ৭২	উপাধ্যক্ষ (অব.), শাকপুরা 'আলিয়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৫	মুহাম্মদ লুৎফর রহমান	ফাযিল'৬৬	বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও ব্যবসায়ী, চট্টগ্রাম।
৬	আ.ন.ম মুনীর চৌধুরী	৬২- ৬৪	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
৭	সালাহ্ উদ্দীন আল-ইমামী	৭৫- ৭৮	অধ্যক্ষ, (অব.), দারুল উলুম, চট্টগ্রাম।
৮	এ.এইচ.এম বদী'উয্যামান	দাখিল'৬৭	অধ্যক্ষ, ফাসিয়া খালী বারবাকিয়া, ফা. চকরিয়া, কক্স.
৯	মুহাম্মদ আব্দুল মালিক শাহ্	ফাযিল'৬৭	মুহাদ্দিস (প্রাক্তন), সিপাহতলী, চট্টগাম।
১০	আ র ম মুযাম্মিল হক	কামিল হাদিস ৭৬	উপাধ্যক্ষ, তায়্যিবিয়া ফাযিল মাদ্রাসা চন্দ্রঘোনা, চট্টগ্রাম।
১১	আশরাফুয্যামান আল কাদিরী	ফাযিল'৬৮	মুহাদ্দিস (৩য়), জামেয়া আহ্. সু. আ. চট্টগ্রাম।
১২	আব্দুল মান্নান	কামিল হাদিস ৭৮	লেখক, গবেষক ও অনুবাদক, চট্টগ্রাম।
১৩	যায়নুল 'আবিদীন	কামিল হাদিস ৭৮	অধ্যক্ষ, নেসারিয়া আলিয়া, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
১৪	সৈয়্যদ অসিয়র রহমান	কামিল হাদিস ৮১	ফক্বীহ, জামেয়া আহ. সু. আলিয়া, চট্টগ্রাম।

১২৭. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১৫	কাযী মুহা. 'আব্দুল ওয়াজিদ	কামিল হাদিস ৮১	ফক্বীহ, জামেয়া আহ. সু. আলিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬	কাযী মু'ঈনুদ্দীন আশরাফী	কামিল হাদিস ৮৬	মুহাদ্দিস, সোবহানিয়া 'আলিয়া, চট্টগ্রাম।
১৭	আহমদ হুসাইন আল-কাদিরী	কামিল হাদিস ৮০	অধ্যক্ষ, জামিরজুরী ফাযিল মাদ্‌রাসা দোহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৮	স.উ.ম আব্দুস সামাদ	৭৫-'৭৮	ব্যবসায়ি ও রাজনৈতিক
১৯	'আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ	কামিল হাদিস ৮১	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০	অধ্যক্ষ হাসান রিযভী	আলিম'৬৬	অধ্যক্ষ, বানু বাজার. আলিম মাদ্‌রাসাসীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
২১	এ.কে.এম খায়রুল্লাহ	কামিল হাদিস ৮২	উপা. শাহচান্দ আউলিয়া আলিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২২	মুহাম্মদ ইয়াকুব 'আলী খান	কামিল ফিক্‌হ ৯৩	অধ্যক্ষ, সাবেক সলিমা সিরাজ ফাযিল, মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম।
২৩	মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ	কামিল ফিক্‌হ ৯৩	অধ্যক্ষ, সোবহানিয়া 'আলিয়া, চট্টগ্রাম।
২৪	মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান	৭৪-৮৪	অধ্যাপক, আরবি বিভাগ,চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
২৫	মুহাম্মদ আহমদ কবীর	----	অধ্যাপনা
২৬	মুহাম্মদ আবুল মানসূর	----	বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ.এস.এ
২৭	ড. মুহ্‌মদ আব্দুল অদূদ	----	ডীন, কলা অনুষদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
২৮	মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান	----	অধ্যক্ষ, পশ্চিম গু. দারুসসুন্নাহ মুনীরিয়া রাউজান, চট্টগ্রাম।
২৯	ড. এম. ইয়াকুব 'আলী	ফাযিল'৮৬	অধ্যাপক, আল-কোর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ইবি.
৩০	মুহাম্মদ 'আব্দুল মান্নান	ফাযিল'৮৬	সহকারী শিক্ষক (ইস), নাসিরাবাদ সরকারীর বা.উ: চট্ট:
৩১	মুহাম্মদ আব্দুন নূর	কামিল হাদিস ৮১	অধ্যাপক, হাটহাজারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম।
৩২	মুহাম্মদ সিরাজ-উদ-দৌলাহ কুতুবী	আলিম'৮৪	জিলা দায়রা জর্জ, রাঙ্গামাটি
৩৩	মুহাম্মদ 'আব্দুল আলীম	কামিল হাদিস ৮৯	অধ্যক্ষ, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।
৩৪	মুহাম্মদ জাবিদ ইকবাল	কামিল হাদিস ৮৯	সুপার রউফাবাদ ইস.দা.ম.বায়েযিদ, চট্ট.।
৩৫	মুহাম্মদ নুরুন্নবী	কামিল হাদিস ৮৯	আরবি প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সু. আলিয়া
৩৬	মীর মুহাম্মদ 'আলা উদ্দীন	কামিল হাদিস ৮৯	আরবি প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সু. আলিয়া

৩৭	হাফিয মুহাম্মদ ইয়াকুব হুসাইন	ফাযিল'৭৯	পেশ ইমাম ইউ. এ. ই
৩৮	মুহাম্মদ তৈয়্যব আলী	কামিল হাদিস ৮১	অধ্যক্ষ, লালিয়ার হোসাইনিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
৩৯	জাহাঙ্গীর আলম মুজাহিদী	----	অধ্যক্ষ (প্রাক্তন), কাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া ঢাকা।
৪০	মোহাম্মদ 'উসমান গণী	কামিল হাদিস ৮৯	উপাধ্যক্ষ, কালারপুল ওয়াহীদিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম
৪১	আবুল কাসিম মু. ফজলুল হক	কামিল হাদিস ৯৫	উপাধ্যক্ষ, কাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৪২	মুহাম্মদ তানজীবুল 'আলম	আলিম'৯০	ব্যারিস্টার, সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৩	ড. মুহাম্মদ জা'ফরুল্লাহ্	আলিম'৮৭	অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৪৪	মুহাম্মদ মনজুর আলী তালুকদার	কামিল হাদিস ৯১	অধ্যাপক, ইস. স্টাডিজ, হাটহাজারী, বিশ্ববিদালয় কলেজ
৪৫	মোহাম্মদ আরিফুর রহমান	কামিল হাদিস ৯৩	সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম
৪৬	ড. মুহাম্মদ জা'ফরুল্লাহ	কামিল হাদিস ৯৪	সহকারী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৪৭	মুহাম্মদ আবূ আহমদ	আলিম'৯০	যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয় (বি.সি.এস ১৭ তম)
৪৮	ড. মুহাম্মদ আবদুল হালীম	কামিল হাদিস ৯৪	উপাধ্যক্ষ, রাংগুনিয়া নুরুল উলুম ফাযিল মাদ্‌রাসা
৪৯	মুহাম্মদ মুরশিদুল হক	কামিল হাদিস ৯৫	সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৫০	মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন	কামিল হাদিস ৯৫	মুহাদ্দিস, কাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া, ঢাকা।
৫১	মুহাম্মদ মুনীরুয্যামান	কামিল হাদিস ৯৫	আরবি প্রভাষক, কাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া, ঢাকা।
৫২	মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান	কামিল হাদিস ৯৫	প্রধান ফকীহ, কাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া, ঢাকা।
৫৩	মুহাম্মদ 'আবদুল মা'বুদ	কামিল হাদিস ৯৬	অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাঙ্গুনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ
৫৪	আহমদ রিযা	কামিল হাদিস ৯৭	উপাধ্যক্ষ, রাসুলাবাদ ইস. ফাযিল মাদ্‌রাসা চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
৫৫	মুহাম্মদ ইসমাইল	কামিল হাদিস ৯৭	অধ্যক্ষ,আল-আমীন বারিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
৫৬	হাফিয 'ওছমান গণী	কামিল হাদিস ৯৭	আরবি প্রভাষক, জামেয়া আহ. সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম।

৫৭	মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন	কামিল হাদিস ৯৭	মুফাসসির, জামেয়া আহ. সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
৫৮	মোহাম্মদ আব্দুল আযীম	কামিল হাদিস ৯৭	ম্যানেজার, ইসলামি ব্যাংক, রামু শাখা, কক্সবাজার। (বি.সি.এস ২৪ তম)
৫৯	ড. মোহাম্মদ খলীলুর রহমান	কামিল হাদিস ৯৬	উপাধ্যক্ষ, ফয়যুল বারী ফাযিল, পটিয়া, চট্টগ্রাম
৬০	মোহাম্মদ আলমগীর	কামিল হাদিস ৯৭	সিনিয়র আরবি প্রভাষক, ফয়যুল বারী, ফাযিল. পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৬১	আব্দুল আযীয আনওয়ারী	কামিল হাদিস ৯৮	উপাধ্যক্ষ আল-আমীন বারিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম
৬২	মুহাম্মদ যয়নুল আবিদীন	কামিল হাদিস ৯৮	সিনিয়র আরবি প্রভাষক, নাঙ্গলমোড়া, ফাযিল মাদ্রাসাহাট. চট্টগ্রাম।
৬৩	বাকী বিল্লাহ আযহারী	কামিল হাদিস ৮	লেখক ও গবেষক।
৬৪	কফিল উদ্দীন	কামিল হাদিস ৯৮	আরবি প্রভাষক আহমদিয়া কারিমিয়া ফাযিল মাদ্রাসার, চট্টগ্রাম
৬৫	ড. মোহাম্মদ সাইফুল আলম	আলিম' ৯৩	উপাধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসা, পাঁচলাইশ, চট্ট.।
৬৬	সৈয়্যদ মোহাম্মদ আলা উদ্দীন	কামিল ফিক্হ ৯২	অধ্যক্ষ, হাইদগাঁও আলিম মাদ্রাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৬৭	সাইফুদ্দীন খালিদ আযহারী	কামিল হাদিস ৯৫	শিক্ষক, সাদার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়
৬৮	মোহাম্মদ সাইফুদ্দীন খালিদ	কামিল হাদিস ৯৯	মুহাদ্দিস, শাহচান্দ আউলিয়া আলিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৬৯	হাফিয মুহাম্মদ নুর হুসাইন	কামিল হাদিস ৯৯	সহ অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৭০	মুরশিদুল ইসলাম	আলিম'৯৫	চেয়ারম্যান, সাংবাদিকতা বিভাগ, চবি।
৭১	মুহাম্মদ মু'ঈনুদ্দীন	আলিম ৯৯	সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চবি
৭২	আনওয়ারুল ইসলাম খান	কামিল হাদিস ৮৮	অধ্যক্ষ, বারী ফয়জুল কামিল মাদ্রাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৭৩	আব্দুল গফুর আনওয়ারী	কামিল হাদিস ৯৬	অধ্যক্ষ, ম জা'ফরাবাদ ফাযিল মাদ্রাসা চান্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
৭৪	আবু তৈয়ব চৌধুরী	কামিল হাদিস ৯০	অধ্যক্ষ,মাদ্রাসা-ই তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম
৭৫	মুহাম্মদ আবুল কালাম	কামিল হাদিস ৯০	অধ্যক্ষ, মুফীদুল ইসলাম ফাযিল মাদ্রাসা হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
৭৬	কামরুল হাসান	কামিল ফিক্হ ৯৭	উপাধ্যক্ষ, মুফীদুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৭৭	মুহাম্মদ উমাইর	কামিল হাদিস ০২	আরবি প্রভাষক, মুফীদুল ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৭৮	নজরুল ইসলাম	কামিল হাদিস ৯৫	অধ্যক্ষ, আল আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা রাণীরহাট।
৭৯	শাহাদাত হোসাইন	কামিল হাদিস ৯৪	অধ্যক্ষ,মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া, কক্সবাজার।
৮০	মোহাম্মদ ইস্কান্দর আলম	কামিল হাদিস ৯৪	ম্যানেজার, শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক লি. ওয়াসা, চট্টগ্রাম।
৮১	মুহাম্মদ আবু সা'ঈদ	কামিল হাদিস ৯৬	আইনজীবী, চট্টগ্রাম জর্জ কোর্ট, চট্টগ্রাম।
৮২	আবু সাঈদ কাশিম	ফাযিল'০১	অফিসার, কর্ণফুলি গ্যাস ড্রিসট্রিবিশন, চট্টগ্রাম।
৮৩	শহীদুল ইসলাম	ফাযিল'০০	আইনজীবী, জর্জকোর্ট, চট্টগ্রাম।
৮৪	ইকবাল হাসান	কামিল হাদিস ০৭	প্রভাষক, আইন বিভাগ, ইউ. আই. টি. এস, চট্টগ্রাম।
৮৫	মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান	অল স্কলার	মির্জাখিল দরবার শরীফ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৮৬	আব্দুল্লাহ আল-মামুন	আলিম'৯৮	পরিচালক অনুবাদ বিভাগ, ই.ফা.বা
৮৭	মুশতাক আহমদ	কামিল হাদিস ৮৬	প্রধান মুহাদ্দিস, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৮৮	মুযাম্মিল রিয়া	কামিল হাদিস ০৫	সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন।
৮৯	যাকির হুসাইন	আলিম'০১	উপ-পরিচালক মসজিদভিত্তক গণশিক্ষা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
৯০	রফিক উদ্দীন আনোয়ারী	কামিল হাদিস ৮৫	প্রধান মুহাদ্দিস, নেছারিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
৯১	রফীক আহমদ ওসমানী	কামিল হাদিস ৮৭	অধ্যক্ষ, দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম
৯২	সৈয়্যদ খুরশিদা আলম	কামিল হাদিস ৮৮	অধ্যক্ষ, আহমদিয়া করিমিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।
৯৩	ত্বহা মুহাম্মদ মুদ্দাচ্ছির	কামিল ফিক্‌হ ৯৯	অধ্যক্ষ, কামাল-ই ইশকি মোস্তফা (সা.) মাদ্‌রাসা, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম
৯৪	ইসমা'ঈল কুতুবী	কামিল হাদিস ৯৯	প্রবাসী, আবুধাবী
৯৫	অলী উল্লাহ	কামিল হাদিস ০৪	প্রভাষক, আহমদিয়া করিমিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।
৯৬	ড. আ.ত.ম লিয়াকত আলী	কামিল হাদিস ৯৩	মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
৯৭	ইমদাদুল হক	আলিম'০১	সহকারী অধ্যাপক, পলি. স্টাডিজ এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন শাবিপ্রবি

৯৮	আব্বাস উদ্দীন	কামিল হাদিস ০১	মুদাররিস, পশ্চিমচাল ইসলামিয়া ফা. আনওয়ারা, চট্টগ্রাম।
৯৯	আ.ন.ম. সাইফুল্লাহ	কামিল হাদিস ১৩	লেখক ও প্রাবন্ধিক।
১০০	হামীদ রিযা	কামিল হাদিস ০৭	আরবি প্রভাষক,জামেয়া আহমদিয়া মহিলা মাদ্রাসা চট্টগ্রাম।
১০১	কাশিম রিযা	কামিল হাদিস ০৮	আরবি প্রভাষক,জামেয়া আহমদিয়া মহিলা মাদ্রাসা চট্টগ্রাম।
১০২	আমীর আহমদ আনওয়ারী	কামিল হাদিস ৯১	অধ্যক্ষ, উত্তর সর্ত্তা আলিম মাদ্রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১০৩	ইরফানুল হক	কামিল হাদিস ০৩	অফিসার, সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ।
১০৪	ফায়সাল নাওয়ায	কামিল হাদিস ০৩	অফিসার, সিটি ব্যাংক লিমিটেড নোয়াপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১০৫	এম,এনজুরুল হক	আলিম ০২	ম্যাজিস্ট্রেট, গোপাল গঞ্জ প্রশাসক কার্যালয় (বি.সি.এস ৩১ তম)
১০৬	নিযামুদ্দীন	আলিম’ ৯৯	সি. জুড়িশিয়াল বিচারক,নোয়াখালী জিলা জর্জকোর্ট।
১০৭	মুহ্াম্মদ ‘আব্দুল কাদির	কামিল হাদিস ৮৮	সিনিয়র আরবি প্রভাষক, কাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
১০৮	মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন	কামিল হাদিস ৯৮	আরবি প্রভাষক, গর্জনীয়া রাহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা রাউজান, চট্টগ্রাম
১০৯	আহমদ রিযা	কামিল হাদিস ৯৮	অধ্যক্ষ, সাগাচর মুসাবিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, দোহাজারী, চট্টগ্রাম।
১১০	মুহাম্মদ আব্বাস	কামিল হাদিস ৯৪	আইনজীবী, চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতি, চট্টগ্রাম।
১১১	জসীম উদ্দীন	কা, ফি, ৯৬	উপাধ্যক্ষ, নাঙ্গলমোড়া ফাযিল মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১১২	মুনীরুয্যামান	ফাযিল’ ০৩	সহকারী পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ. ই.ফা.বা
১১৩	মুহাম্মদ নিযাম উদ্দীন	আলিম ৯১	গবেষক, ইবি, কুষ্টিয়া।
১১৪	মুহাম্মদ আবুল মনছুর	আলিম ৯১	অফিসার, ইউ.সি.বি,এল।
১১৫	মুহা.নাসির উদ্দিন তৈয়্যবী	কামিল হাদিস ৯৪	অধ্যক্ষ, রাংগুনিয়া নুরুল উলুম ফাযিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম
১১৬	মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন আলকাদেরী	কামিল হাদিস ৯৬	সিনিয়র আরবি প্রভাষক, রাংগুনিয়া নুরুল উলুম ফাযিল মাদ্রাসা
১১৭	মুহাম্মদ আজিজুল হক আলকাদেরী	কামিল হাদিস ৯৬	অধ্যক্ষ, বায়তুল উলুম মাদ্রাসা, রাউজান।

১১৮	মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন	কামিল হাদিস ৯৬	প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, রাংগুনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম
১১৯	মুহাম্মদ আবদুল জব্বার	কামিল তাফসীর ৯৮	প্রভাষক ইংরেজি, রাংগুনিয়া নুরুল উলুম ফাযিল মাদ্‌রাসা
১২০	মুহাম্মদ আতাউল করিম মুজাহিদ	কামিল হাদিস ৯৬	অধ্যক্ষ, ফরাযিকান্দি আলিয়া মাদ্‌রাসা, মতলব, চাঁদপুর।

১.২ বিগত দশ বছরের দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল (হাদীস, ফিক্‌হ ও তাফসীর) বিভাগের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ফলাফল

সালঃ ২০০১[১২৮]

শ্রেণি	ছাত্রসংখ্যা	১ম বিভাগ শ্রেণি	২য় বিভাগ শ্রেণি	৩য় বিভাগ শ্রেণি	মোট পাশ	পাশের হার
কামিল (হাদিস)	১০৩	৪৮	৫৪	-	১০২	৯৯.০৩%
কামিল (ফিক্‌হ)	৩২	২০	১১	-	৩১	৯৬.৮৮%
কামিল (তাফসীর)	২৪	১১	১১	-	২২	৯১.৬৭%
ফাযিল	১৪৫	৬৩	৭২	০১	১৩৬	৯৩.৮০%
আলিম	১৪৪	৯৩	৪৩	০৩	১৩৯	৯৬.৫৩%
দাখিল	৬৬	০৮ (এ গ্রেড)	৪৫ (বি গ্রেড)		৬৩	৯৫.৪৫%

সালঃ ২০০২[১২৯]

শ্রেণি	ছাত্রসংখ্যা	১ম বিভাগ শ্রেণি	২য় বিভাগ শ্রেণি	৩য় বিভাগ শ্রেণি	মোট পাশ	পাশের হার
কামিল (হাদিস)	১১৪	৩৮	৭৫	-	১১৩	৯৯%
কামিল (ফিক্‌হ)	৩৪	১৬	১৭	১	৩৪	১০০%
কামিল(তাফসীর)	১৭	০৭	০৮	-	১৫	৯৮%
ফাযিল	১৬৬	৭২	৮৭	০৩	১৬২	৯৭%
আলিম	১৬৮	৬৬	৮৬	০৮	১৬০	৯৫%
দাখিল	৯৬	৬৭	২৬	-	৯৬	১০০%

১২৮. বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০০৯ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
১২৯. বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০০২ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম, পৃ. ০৯

সালঃ ২০০৩[১৩০]

শ্রেণি	ছাত্রসংখ্যা	১ম বিভাগ শ্রেণি	২য় বিভাগ শ্রেণি	৩য় বিভাগ শ্রেণি	মোট পাশ	পাশের হার
কামিল (হাদিস, ফিক্বহ, তাফসীর)	১৯২	৪০	১২৮	০৩	১৭১	৮৯.০৬%
ফাযিল	১৩৪	৭৯	৪৯	০১	১২৯	৯৬.২৭%
আলিম	১৭১	২৫	৮৮	১০	১২৩	৮৩.৮৩%
দাখিল	১০৭	২৪	৪৮	২৭	৯৯	৯৬.২০%

সালঃ ২০০৪[১৩১]

শ্রেণি	ছাত্রসংখ্যা	১ম বিভাগ শ্রেণি	২য় বিভাগ শ্রেণি	৩য় বিভাগ শ্রেণি	মোট পাশ	পাশের হার
কামিল	২১৫	৭৪	১৩০	৬	২১০	৯৮.৭৫%
হাদিস, ফিক্বহ ও তাফসীর)						
ফাযিল	১৪০	৫৪	৬৮	০৩	১২৫	৮৯.২৯%

দাখিল ও আলিম[১৩২]

শ্রেণি	মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	ডি গ্রেড	মোট পাশ	পাশের হার
আলিম	১৯২	-	১৯	৩৯	৫০	৫১	০৯	১৬৮	৮৭.৫০%
দাখিল	৮১	০৫	৫৫	১৩	-	-	-	৭৩	৯০.১২%

সালঃ ২০০৫[১৩৩]

শ্রেণি	ছাত্রসংখ্যা	১ম বিভাগ শ্রেণি	২য় বিভাগ শ্রেণি	৩য় বিভাগ শ্রেণি	মোট পাশ	পাশের হার
কামিল (হাদিছ)	১৮৩	৪৯	১১৫	৭	১৭১	৯৩.৪৪%
কামিল	১৬৮	৪৮	৪৫	০৫	৯৮	৫৮.৬৩%

---

১৩০. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১৩১. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১৩২. *প্রাগুক্ত*

১৩৩. *প্রাগুক্ত*

আলিম ও দাখিল পরীক্ষা- ২০০৫ খ্রি.[১৩৪]

শ্রেণি	মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	ডি গ্রেড	মোট পাশ	পাশের হার
আলিম	২৪৬	-	৩১	৩৯	৫৩	৬৯	০৯	২০১	৮১.৭০%
দাখিল	৯৪	১৪	৫৪	১৮	০৪	-	-	৯০	৯৫.৭৫%

সালঃ ২০০৬[১৩৫]

শ্রেণি	ছাত্রসংখ্যা	১ম বিভাগ শ্রেণি	২য় বিভাগ শ্রেণি	৩য় বিভাগ শ্রেণি	মোট পাশ	পাশের হার
কামিল (হাদিছ, ফিকহ ও তাফসীর)	১৫২	৮৫	৬৬	১	১৫২	১০০%
ফাযিল	১৭৫	৮৫	৪৭	০৭	১৩৯	৭৯.৪৩%

আলিম ও দাখিল পরীক্ষা ২০০৬ খ্রি.[১৩৬]

শ্রেণি	মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	ডি গ্রেড	মোট পাশ	পাশের হার
আলিম	১৯৪	০৬	৫০	৩৪	৩৬	৩৮	৮	১৭২	৮৮.৬৬৮
দাখিল	১০৬	৬৬	৩৯	০১	-	-	-	১০৬	১০০৮

সালঃ ২০০৭[১৩৭]

শ্রেণি	ছাত্রসংখ্যা	১ম বিভাগ শ্রেণি	২য় বিভাগ শ্রেণি	৩য় বিভাগ শ্রেণি	মোট পাশ	পাশের হার
কামিল (হাদিস)	৯২	৮২	১০	-	৯২	১০০%
কামিল (ফিক্বহ)	৪১	৩৩	০৮	-	৪১	১০০%
কামিল(তাফসীর)	১১	০৮	০২	০১	১১	১০০%

১৩৪. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১৩৫. *প্রাগুক্ত*

১৩৬. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১৩৭. *প্রাগুক্ত*

ফাযিল[১৩৮]

শ্রেণি	ছাত্রসংখ্যা	ষ্টার	১ম বিভাগ শ্রেণি	২য় বিভাগ শ্রেণি	৩য় বিভাগ শ্রেণি	মোট পাশ	পাশের হার
ফাযিল	১৩৫	১৭	৬৯	৩১	০২	১৯৯	৮৮.১৪

ফাযিল স্পেশাল পরীক্ষা- ২০০৭[১৩৯]

শ্রেণি	ছাত্রসংখ্যা	মোট পাশ	পাশের হার
ফাযিল	২৭৪	২৭১	৯৮.৯০%

আলিম পরীক্ষা ২০০৭ খ্রি.[১৪০]

শ্রেণি	মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	ডি গ্রেড	মোট পাশ	পাশের হার
আলিম	২০৬	২০	৫৭	৫৬	২৫	৩৪	০১	১৯৩	৯৪.৬৬%

দাখিল পরীক্ষা- ২০০৭[১৪১]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	ডি গ্রেড	মোট পাশ	পাশের হার
১৩০	৩৯	৭২	১১	০৩	০০	০০	১২৫	৯৬.১৫%

ফাযিল প্রথম বর্ষ পরীক্ষা- ২০০৮[১৪২]

মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা	এফ গ্রেড	হার
১২৩	১১৭	০৬	৯৫.১২%

ফাযিল দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা- ২০০৮[১৪৩]

মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা	এফ গ্রেড	হার
৯৯	৭৫	২৪	৭৫.৭৬%

---

১৩৮. *প্রাগুক্ত*

১৩৯. *প্রাগুক্ত*

১৪০. *প্রাগুক্ত*

১৪১. বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম পৃ. ১০

১৪২. *প্রাগুক্ত*

১৪৩. ফলাফল বিবরণী, ফাযিল ১ম পরীক্ষা- ২০০৮ পৃ. ইসলামি বিশ্বাবিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

কামিল (হাদিছ) ১ম পর্ব (২০০৮) সেশন (২০০৬-২০০৭)[১৪৪]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	ডি গ্রেড	ই গ্রেড	এফ গ্রেড	মোট পাশ	পাশের হার
১২৮	১১	৫৫	৪০	১০	০১	০১	০১	০১	১৯৯	৯১.৯৭%

কামিল (ফিক্‌হ) ১ম পর্ব (২০০৮) সেশন (২০০৬-২০০৭)[১৪৫]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	ডি গ্রেড	মোট পাশ	পাশের হার
১৩০৩১	০১	০৪	১৭	৭	০২	-	৩১	১০০%

কামিল (তাফসীর) ১ম পর্ব (২০০৮) সেশন (২০০৬-২০০৭)[১৪৬]

মোট পরীক্ষার্থী	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	এফ গ্রড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৪	০৪	০৮	০১	০১	১৩	৯২.৮৬%

কামিল (হাদীস) ১ম পর্ব (২০০৮) সেশন (২০০৬-২০০৭)[১৪৭]

মোট পরীক্ষার্থী	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
৯৫	১২	৪৯	২২	৯	২১	৭৪	৯৮.৯৬%

কামিল (ফিক্‌হ) ১ম পর্ব (২০০৮) সেশন (২০০৬-২০০৭)[১৪৮]

মোট পরীক্ষার্থী	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
৩৩	৪	১৪	১০	০৩	২	৩৩	১০০%

---

১৪৪. ফলাফল বিবরণী, ফাযিল ২য় পরীক্ষা- ২০০৮ খ্রি. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১৪৫. *প্রাগুক্ত*

১৪৬. *প্রাগুক্ত*

১৪৭. *প্রাগুক্ত*

১৪৮. *প্রাগুক্ত*

কামিল (তাফসীর) ১ম পর্ব (২০০৮) সেশন (২০০৬-২০০৭)[১৪৯]

মোট পরীক্ষার্থী	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৭	১	০৮	৬	২	-	১৭	১০০%

দাখিল পরীক্ষা- ২০০৯ খ্রি.[১৫০]

মোট পরীক্ষার্থী	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১১১	৬৪	৪৫	০২	০০	০০	১১১	১০০%

আলিম পরীক্ষা- ২০০৯ খ্রি.[১৫১]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	ডি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২২৮	৬৪	৮৬	৪১	১০	০০	২২৮	১০০%

ফাযিল ১ম বর্ষ পরীক্ষা- ২০০৯ খ্রি.[১৫২]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৩৩	০২	৮০	২০	০৫	১০	১১৭	৯৫.১২%

ফাযিল ২য় বর্ষ পরীক্ষা- ২০০৯ খ্রি.[১৫৩]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
৯৯	০০	৪০	২০	১৭	১০	৮৭	৮৭.৮৭%

---

১৪৯. *প্রাগুক্ত*

১৫০. *প্রাগুক্ত*

১৫১. ফলাফল বিবরণী, আলিম পরীক্ষা- ২০০৯ খ্রি. বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

১৫২. ফলাফল বিবরণী, ১ম বর্ষ ফাযিল পরীক্ষা- ২০০৯ খ্রি. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১৫৩. ফলাফল বিবরণী, ২য় বর্ষ ফাযিল পরীক্ষা- ২০০৯ খ্রি. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ইবতিদায়ী ৫ম সমাপনী- ২০১০ খ্রি.[১৫৪]

মোট পরীক্ষার্থী	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	অনুপস্থিত	এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১০৪	৫৭	৩৯	০৫	০৩	-	১০৪	১০০%

জেডিসি (জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট)- ২০১০ খ্রি.[১৫৫]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি,সি গ্রেড	এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৬৮	৫	৭২	৪৫	২৪ ১০	০৫	১৫৬	৯৭.০২%

দাখিল পরীক্ষা ২০১০ খ্রি.[১৫৬]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	সি গ্রেড	এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৪১	৬৬	৬৪	০৮	০০	০৩	১৩৮	৯৮.৯৫%

আলিম পরীক্ষা- ২০১০ খ্রি.[১৫৭]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২৪৩	৫২	১২২	৫১	১২	৬	২৪৩	১০০%

ফাযিল ১ম বর্ষ- ২০১০ খ্রি.[১৫৮]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি ডি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৪১	০১	২৮	৬৭	২৪	১৯-০২	১৪১	১০০%

---

১৫৪. ফলাফল বিবরণী, ইবতিদায়ী- ৫ম সমাপনী- ২০১০ খ্রি. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

১৫৫. ফলাফল বিবরণী, জেডিসি (জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট), ২০১০ খ্রি. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

১৫৬. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

১৫৭. দৈনিক ইনকিলাব ১৬ মে. ২০১০ খ্রি.

১৫৮. ফলাফল বিবরণী, ২০১০ খ্রি. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকা, এ বছর আলিম পরীক্ষায় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা সারাদেশে ১১ তম স্থান অধিকার হয়েছে। দ্র. দৈনিক ইনকিলাব ১৬ মে. ১০ খ্রি.

ফাযিল ২য় বর্ষ- ২০১০ খ্রি.[১৫৯]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৪১	৬৬	৬৪	০৭	০০	০০-০৪	১৩৭	৯৭.১৬%

ফাযিল ৩য় বর্ষ- ২০১০ খ্রি.[১৬০]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি ডি এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১০০	০০	০০	০৫	৬০	৩২-০১-০১	৯৮	৯৮.০০%

কামিল (হাদীছ)- ২০১০ খ্রি.[১৬১]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি ডি এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২২৩	০১	২৩	১০৪	৬২	১৯-০০-০৩	২১২	৯৫.০৬%

কামিল (ফিক্বহ)- ২০১০ খ্রি.[১৬২]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি ডি এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
৬৪	০১	০৮	৩১	১৭	০৫-০০-০০	৬৪	১০০%

কামিল (তাফসীর)- ২০১০ খ্রি.[১৬৩]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
৩১	০১	০৫	১৬	০৭	০২	৩	১০০%

---

১৫৯. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

১৬০. ফলাফল বিবরণী, ফাযিল ২য় বর্ষ পরীক্ষা- ২০১০ খ্রি. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১৬১. ফলাফল বিবরণী, ফাযিল ৩য় বর্ষ পরীক্ষা- ২০১০ খ্রি. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১৬২. *প্রাগুক্ত*

১৬৩. ফলাফল বিবরণী, কামিল (তাফসীর) পরীক্ষা- ২০১০ খ্রি. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ইবতিদায়ী ৫ম সমাপনী- ২০১১ খ্রি.[১৬৪]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৩৫	০১	১০৫	২২	০৫	০২	১৩৫	১০০%

জেডিসি (জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট)- ২০১১ খ্রি.[১৬৫]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি- সি গ্রেড	এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৫৭	০৩	৭৮	৫১	২১-০২	০২	১৫৫	৯৭.৭৩%

দাখিল পরীক্ষা-২০১১ খ্রি.[১৬৬]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১২২	২৭	৮৭	০৬	০২	০৩	১২১	৯৯.১৮%

আলিম পরীক্ষা- ২০১১ খ্রি.[১৬৭]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি-ডি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২৮৪	৭০	১৩৬	৪৩	২৭	০৫-০১	২৮২	৯৯.৩০%

ফাযিল ১ম বর্ষ- ২০১১ খ্রি.[১৬৮]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি-ডি-এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
৫৯	০০	০১	১৪	২৩	১৫-০৩-০২	৫৬	৯৬.৫৫%

---

১৬৪. ফলাফল বিবরণী, ইবতিদায়ী- ৫ম সমাপনী- ২০১১ খ্রি. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

১৬৫. ফলাফল বিরণী, জে.ডি.সি-২০১১ খ্রি. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

১৬৬. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১৬৭. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম ।

১৬৮. *প্রাগুক্ত*

ফাযিল ২য় বর্ষ- ২০১১ খ্রি.[১৬৯]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি-ডি-এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৩৭	০০	০৫	৩৬	৩৮	৫২-০৪-০১	১৩৫	৯৯.২৬%

ফাযিল ৩য় বর্ষ- ২০১১ খ্রি.[১৭০]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি-ডি-এফ গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৪৩	০০	০২	৩১	৩৬	৩৫-০৫-০২	১৩৯	৯৮.৫৮%

ইবতিদায়ী ৫ম সমাপনী- ২০১২ খ্রি.[১৭১]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি- অনু গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৪৬	০৬	৮৪	৩০	১১	০৬-০৯	১৩৭	১০০%

জেডিসি (জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট) ২০১২ খ্রি.[১৭২]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি-সি গ্রেড	ডি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৫০	১৬	১০৭	২০	০৫-০১	০১	১৫০	%

দাখিল পরীক্ষা-২০১২ খ্রি.[১৭৩]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৫৬	৪১	১০২	১১	০১-	০০	১৫৫	১০০%

১৬৯. ফলাফল বিবরনী, ফাযিল ২য় বর্ষ পরীক্ষা- ২০১১ খ্রি. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
১৭০. ফলাফল বিবরনী, ফাযিল ৩য় বর্ষ পরীক্ষা- ২০১১ খ্রি. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
১৭১. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম ।
১৭২. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম ।
১৭৩. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম ।

আলিম পরীক্ষা- ২০১২ খ্রি.[১৭৪]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
৩২৭	১৩৪	১৫৬	২৭	০৭	০১-	৩২৫	৯৯.০৮%

দাখিল পরীক্ষা-২০১৩ খ্রি.[১৭৫]

মোট পরীক্ষার্থী	এ+ গ্রেড	এ গ্রেড	এ- গ্রেড	বি গ্রেড	সি গ্রেড	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৫১	৭৯	৬৮	০৪	-	-	১৫১	১০০%

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার তত্ত্বাবধানের পরিচালিত অন্যান্য মাদ্‌রাসাসমূহঃ

আনজুমান-ই রহমানিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার আদর্শ, চিন্তাধারা, পাঠদান-পদ্ধতি ও সিলেবাস ইতাদি বৈশিষ্ট্যকে মডেল করে এ দেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: যেগুলো কামিল, ফাযিল, দাখিল ও ইবতিদায়ী স্তরে বিভক্ত হয়ে যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী ও সুন্নীয়মতান্ত্রিক, মনোরম ও শান্ত পরিবেশে ইসলামি শিক্ষার চর্চা ও বিকাশে বর্ণানাতীত অবদান রাখছে। এ সকল দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আহল-ই সুন্নাত ওয়াল জমা'য়াতের মতাদর্শে 'আলিম তৈরী হয়ে দেশ-বিদেশে ইসলামি শিক্ষার আলো প্রজ্জলন করছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'র পরিসংখ্যান নিচে তুলা ধরা হল[১৭৬] :

১. কাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, প্রতিষ্ঠা- ০১.০১.১৯৬৮ সাল।
২. মাদ্‌রাসা-ই তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রি), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম, প্রতিষ্ঠা-১৯৭৬ খ্রি.
৩. মাদ্‌রাসা-ই তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর, চট্টগ্রাম, প্রতিষ্ঠা- ১৬.০১.১৯৭৫ সাল।
৪. দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠা- ১৯৪০ সাল।
৫. মাদ্‌রাসা-ই তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া দাখিল, নুনিয়ারছড়া, এয়ারপোর্ট রোড, কক্সবাজার প্রতিষ্ঠা ০১.০১.১৯৯৪ সাল।
৬. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম, প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৬সাল।
৭. তাহিরিয়া সাবিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা পঠানদণ্ডী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম ১৯৭৪ সাল।
৮. তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কে.পি.আর.সি চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি, প্রতিষ্ঠা- ১৯৮৭ সাল।
৯. কাদিরিয়া তাহিরিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা উত্তর গাঁও, খিলগাঁও, ঢাকা, প্রতিষ্ঠা- ২০০১সাল।
১০. শরিফাবাদ দাখিল মাদ্‌রাসা, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ, সিলেট, প্রতিষ্ঠা- ২০০৩ সাল।
১১. জামেয়া গাউছিয়া তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, বন্দর, নারায়নগঞ্জ, প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৭সাল।

---

১৭৪. *প্রাগুক্ত*

১৭৫. ফলাফল বিবরণী দাখিল পরীক্ষা- ২০১২ খ্রি., বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

১৭৬. অফিস রেকর্ড, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।

১২. পশ্চিম সোনাই মুহাম্মদ নগর তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা মাহনিমুখ,লংগদু,রাঙ্গামাটি,প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৯ সাল।

১৩. লেঙ্গুর বিল মুহীউসসুন্নাহ বালিকা দাখিল মাদারাসা, টেকনাফ, কক্সবাজার, প্রতিষ্ঠা- ২০০৫ সাল।

১৪. কাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া মাদ্‌রাসা, পুরাতন জিলখানা, নারায়নগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জঃ প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৫ সাল।

১৫. তাহিরিয়া বদরুর আলম রুনা সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, আখিরহাট, মিঠাপুকুর, রংপুর।

১৬. তাহিরিয়া বদরুল আলম রুনা সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, চিরাহাটি, ডোমার, নিলফামারী।

১৭. কাদিরিয়া চিশতিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, মেশাদী, চাঁদপুর।

১৮. তাহিরিয়া সাবিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, ঘাটিয়ারা, বি.বাড়িয়া।

১৯. দক্ষিণ রাঙ্গীপাড়া গাউছিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, মাইমিুখ, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্যজিলা।

২০. তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া বালিকা মাদ্‌রাসা, মাতারবাড়ী, মহেষকালী, কক্সবাজার।

২১. বাগমারা অলী শাহ (র.) সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, কাথরিয়া, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

২২. মাদ্‌রাসা-ই গাউছিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া, পূর্ব মুরাদপুর (পেশকার পাড়া) সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

২৩. তৈয়্যবিয়া সাবিরিয়া আযীযিয়া মাদ্‌রাসা, ধোপছড়ি বাজার, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

২৪. মাদ্‌রাসা-ই গাউছিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া, শ্রীপুর, খরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৫. গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, কাহারঘোনা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

২৬. গাউছিয়া তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া কমপ্লেক্স, পূর্ব সাতবাড়িয়া (সাদিক পাড়া),হাজিপাড়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

২৭. পূর্বকৈয়গ্রাম সাবিরিয়া খলিলিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, মালিয়ারা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

২৮. রহমানিয়া মুহাম্মদিয়া কাদিরিয়া মা. হিফযখানা ও ইয়াতিমখানা, করণখাইন, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

২৯. হায়দারনাসী মুহাম্মদিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, লামা, বান্দরবন পার্বত্য জেলা।

৩০. ফয়যুল উলুম মাদ্‌রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৩১. কাদিরিয়া তাহিরিয়া হুসাইনিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা, ফেনী।

৩২. মাদ্‌রাসা-ই তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া মির্জা হুসাইনিয়া, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

৩৩. মাদ্‌রাসা-ই তায়্যিবিয়া তাহিরিয়া দরবেশিয়া সুন্নিয়া, পশ্চিম সরোয়াতলী, ইকবাল পার্ক, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।[১৭৭]

মাদ্‌রাসার প্রতি নিবেদিত মনীষীগণ: প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.) এর সান্নিধ্যে এসে সাধারণ ব্যক্তি থেকে পরিণত হয়েছে সমাজ ও ধর্মের আলোচিত ব্যক্তি। এ সকল ব্যক্তিরা নিজেদের জীবনকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন। নিজ পীরের উৎসাহব্রঞ্জক বাণী "মুঝে দেখনা হ্যায় তু মাদরাসু কু দেখো, আউর মুঝে মুহাব্বত করনা হ্যায় তু মাদ্‌রাসা কু মুহাব্বতত করো।" (অর্থাৎ আমাকে দেখতে ইচ্ছা হলে মাদ্‌রাসাকে দেখ আর আমাকে ভালবাসতে ইচ্ছা হলে মাদ্‌রাসাকে ভালোবাসো।) কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়বনে ঘটাবে গিয়ে জামে'যার প্রতি হয়ে উঠেন আত্মোৎসর্গী ও পরম নিবেদিত। তাঁদের মধ্যে কতিপয় মহা মনীষীদের নাম নিচে উল্লেখ করা হল–

---

১৭৭. দৈনিক ইনকিলাব: ১০-০৫-২০১৩ খ্রি.

০১. আলহাজ্ব আব্দুল খালিক ইঞ্জিনিয়ার (১৮৯৮-১৯৬২খ্রি.)

০২. আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমীনুর রহমান আল-কাদেরী (১৯০৬-১৯৮৩খ্রি.)

০৩. আলহাজ্ব মুহাম্মদ সুফী আব্দুল গফুর (র.) (১৯০০-১৯৬৮খ্রি.)

০৪. আলহাজ্ব আব্দুল জলিল সওদাগর (র.) (১৯১৫-১৯৮২ খ্রি.)

০৫. আলহাজ্ব ডাক্তার টি হোসেন (র.) (১৯০৭/৮ খ্রি.- ১৯৬৮ খ্রি.)

০৬. আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুল জলীল (র.) (১৯০৪-১৯৮৯ খ্রি.)

০৭. শেখ আফতাব উদ্দীন (১৯০৭ খ্রি.- ১৯৬৮ খ্রি.)

০৮. মাওলানা ইযহার আহমদ (মৃ. ১৯৯৩ খ্রি.)

০৯. আলহাজ্ব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগর (মৃত্যু. ১৯৮২ খ্রি.)

১০. মাওলানা আবু বকর শাহ (র.) (১৯৩৩-১৯৯৭ খ্রি.)

১১. অধ্যক্ষ আবুল খাইর চৌধুরী (১৯৩৩-১৯৯৭ খ্রি.)

১২. মুহাম্মদ জালাল আহমদ (র.) (১৯৩৩-১৯৮০ খ্রি.)

১৩. মোহাম্মদ লাল মিযা আখন্দ (মৃ. ১৯৯২)

১৪. আলহাজ্ব সালিহ আহমদ সওদাগর (১৯২০-২০০৭ খ্রি.)

১৫. আলহাজ্ব বাদশাহ মিঞা সওদাগর (মৃত্যু ১৯৯৭ খ্রি.)

১৬. মুহাম্মদ চিনু মিঞা (মৃত্যু ১৯৯৬ খ্রি.)

১৭. মাওলানা আব্দুল হামিদ (মত্যু ১৯৯৬ খ্রি.)

১৮. আলহাজ্ব এম. এ ওহাব আল-কাদিরী (মৃত্যু ২০০৯ খ্রি.)

১৯. মীর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (মত্যু ১৯৯৭)

২০. আলহাজ্ব দিদারুল আলম চৌধুরী (মৃত্যু ১৯৯২ খ্রি.)

২১. আলহাজ্ব মুহাম্মদ যাকারিয়া (মৃত্যু ২০০২ খ্রি.)

২২. আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফাওযুল আলী খান (মৃত্যু ২০০৯ খ্রি.)

২৩. আলহাজ্ব মুহাম্মদ এয়াকুব কন্ট্রাক্টর (জন্ম ১৯৩৩ খ্রি.)

২৪. আলহাজ্ব রশীদুল হক (২০১০ খ্রি.)

ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বা দ্বীনী শিক্ষার ইতিহাস ইসলাম প্রচারের ইতিহাসের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। হযরত নবী করীম (সা.) হযরত আরকাম ইব্‌ন আবিল আরকামের বাড়িতে মাদ্‌রাসা কায়েম করে সাহাবীদের কুর'আন হাদীসের উপর শিক্ষাদান শুরু করেন। তাঁর হিযরতের পর মসজিদে নববীতে দ্বীন ইসলাম শিক্ষাদানের কাজ আরো ব্যাপক পরিসরে চালু করা হয়। আহ্‌লে সুফ্‌ফার সকলে এখানে দ্বীনী শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। কালক্রমে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে মাদ্‌রাসা শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মাদ্‌রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারি। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে পরিচালিত হয়। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত সাহাবায়ে কেরাম অনুসৃত ও আউলিয়ায়ে কেরাম প্রচারিত মত ও পথে ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে শিক্ষা ও আদর্শ, ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং যুগোপযোগী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শবান দেশপ্রেমিক জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে হরিপুর শেতালো শরীফ 'দরবারে আলিয়া ক্বাদিরিয়্যা' পীর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ (র.)-এর উদ্যোগে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন।[১৭৮] এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জাতীয় পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ পাঠ্যক্রমের অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে এই মাদ্‌রাসা ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে মাদ্‌রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে পাঠদানে অত্যন্ত যত্নশীল। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আগ্রহে দাখিল স্তরে সাধারণ গ্রুপের পাশাপাশি বিজ্ঞান বিভাগ এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তরে হাদীস বিভাগের পাশাপাশি ফিক্বহ্ বিভাগ চালু করা হয়। গত কয়েক বছরে এই বিভাগগুলোতে উল্লেখযোগ্য ভাল ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। নিম্নে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করা হল।[১৭৯]

মাদ্‌রাসা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকমণ্ডলী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়নে গভর্নিংবডি ও সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলির সমন্বিত উদ্যোগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সরকার অনুমোদিত ও আন্‌জুমান ট্রাস্ট মনোনীত ১১ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিংবডি মাদ্‌রাসার যাবতীয় কার্যক্রম বিভিন্ন উপ কমিটির মাধ্যমে সুচারুরূপে সম্পাদন করে আসছে। উপকমিটিগুলোর যেমন- (১) অর্থ উপকমিটি, (২) একাডেমিক উপকমিটি, (৩) হোস্টেল উপকমিটি, (৪) সংস্কার ও নির্মাণ উপকমিটি (৫) নিয়োগ-নির্বাচনী উপ-কমিটি। প্রয়োজনবোধে সুষ্ঠুভাবে জরুরী কাজে তাৎক্ষণিক বিশেষ উপকমিটি গঠন করে কাজ সম্পন্ন করা হয়। বিষয়ভিত্তিক দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকমন্ডলির দ্বারা এ মাদ্‌রাসার প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষকমন্ডলী আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে আসছেন। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দেশ ও

---

১৭৮. মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

১৭৯. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখ: ২০.১১.২০১৫ খ্রি.)

সমাজের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। সফলতার এ ধারাবাহিকতা রক্ষায় ও প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে গতিশীলতা আনয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।[১৮০]

১. প্রাত্যহিক দু'আ[১৮১]

ত্বারীক্বাতের ভাই-বোন শুভাকাঙ্খী, মাদ্‌রাসায় দান সাদক্বাহ্ প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রতিদিন ফযরে নামাযের পর হোস্টেল সুপার ও হাউজ টিউটরদের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় পীর ভাই, মুসল্লী ও আবাসিক ছাত্রদের যৌথ অংশগ্রহণে খতমে গাউসিয়া শরীফ ও মীলাদ শরীফ পাঠান্তে সকলের মঙ্গল কামনায় দু'আ করা হয়।

২. পালনীয় অনুষ্ঠানসমূহ

মাদ্‌রাসার ছাত্র-শিক্ষক, পীর ভাই ও সর্বস্তরের মুসলিম মিল্লাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঢাকা আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালনায় শান-শওকত ও যথাযোগ্য মার্যাদায় প্রতি বছর বর্তমান পীর সিরিকোট দরবারে আলীয়া ক্বাদেরিয়া সাজ্জাদানশীন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা.যি.আ.) এর সদারতে পবিত্র জশনে জুলুস ঈদ-এ-মীলাদুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠান পালিত হয়। এছাড়া অত্যন্ত ঝাক্ জমকের সাথে পালিত হয় ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম, মাসিক গেয়ারভী শরীফ, উরস-এ-খাজা গরীবে নওয়াজ (র.) পবিত্র লাইলাতুর মি'রাজ, পবিত্র লাইলাতুল বারাত, উরস-এ-হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.), উরস-এ-খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.), ওরশ-এ-হযরত তৈয়্যব শাহ্ (র.), পবিত্র আশুরা ও শাহাদাতে কারবালা মাহফিল। পাশাপাশি জাতীয় দিবসসমূহও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে থাকে।[১৮২]

৩. ছাত্র সংখ্যা

বর্তমানে আবাসিক ও অনাবাসিকসহ অত্র মাদ্‌রাসার ছাত্রসংখ্যা এক হাজার দু'শত।[১৮৩] মাদ্‌রাসা ও হোস্টেল ভবনের অভাবে হেতু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা ভর্তি ইচ্ছুক অনেক শিক্ষার্থীর আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে নতুন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪. ছাত্রাবাস ও লিল্লাহ বোডিং পরিচালনা

এ প্রতিষ্ঠানে আবাসিক ও অনাবাসিক দু'ভাবেই শিক্ষার্থীরা লেখা-পড়া করে আসছে। তম্মধ্যে প্রায় ৬০০ ছাত্র আবাসিক। আবাসিক ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য অংশ আঞ্জুমান ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাদ্‌রাসার লিল্লাহ ফান্ড এর আওতায় ফ্রি থাকা-খাওয়ার সুবিধা ভোগ করে আসছে। আবাসিক প্রতিটি শিক্ষার্থীর ঘরোয়া পরিবেশে থাকা-খাওয়ার উন্নতমান নিশ্চিত করা হয়েছে। লিল্লাহ ফান্ড পরিচালনায় প্রতি মাসে প্রায় ৬,৫০,০০০.০০ টাকা ব্যয় করা হয়।[১৮৪]

---

১৮০. অফিস রেকর্ড, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

১৮১. বার্ষিক রিপোর্ট, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (২০০৯-২০১০ খ্রি.) পৃ. ৫

১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬

১৮৩. *প্রাগুক্ত*

১৮৪. *প্রাগুক্ত*

৫. সাহিত্য, ইসলামি সাংস্কৃতিক চর্চা ও প্রকাশনা

ছাত্রদের মেধাবী ও মননশীল করে গড়ে তোলার জন্য সাহিত্য ও ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবছর পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বার্ষিক ম্যাগাজিন "রাহমাতুল্লিল আলামীন" প্রকাশ হয়ে আসছে। যাতে স্বনামধন্য লেখকদের সৃজনশীল লেখাসহ ছাত্র-শিক্ষকদের লেখা, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি প্রকাশে প্রাধান্য দেয়া হয়। এছাড়া প্রতি বছর নির্ধারিত ইভেন্টে ছাত্রদের মধ্যে বার্ষিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ও পুরস্কারের আয়োজন করে তাদের নান্দনিক মানসিকতা তৈরী করা হয়, যা ছাত্রদের লেখাপড়ার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া হাম্দ, না'ত, ক্বিরাত, আযান, কবিতা আবৃত্তি ও সিল্সিলাহ্র মাশয়িখে হাযরাতের জীবন রচনা ইত্যাদি বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার প্রদানের জন্য সৃজনশীলতায় উৎকর্ষ সাধনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।[১৮৫]

৬. শারীরিক পরিচর্যা ও অনুশীলন

শিক্ষার জন্য পরিশ্রম, পরিশ্রমের জন্য সুস্বাস্থ্য এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য জন্য চাই শারীরিক ব্যায়াম ও পরিচর্যা। সে লক্ষ্যে প্রতিদিন ক্রীড়া শিক্ষক এসেম্বলীর পর শারীরিক ব্যায়াম ও পরিচর্যা ক্লাস নিয়ে থাকেন। ক্লাস ছুটির পর, মাদ্রাসার মাঠে ছাত্রদের বিভিন্ন খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে।

৭. বিশেষ ক্লাস ও মডেল টেস্ট

বছরের কার্যদিবসে নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার পরও ছাত্রদের বোর্ড পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের করতে পারে সে জন্য অতিরিক্ত বিশেষ ক্লাসের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষা এবং ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।[১৮৬]

৮. নাহু-সরফের বিশেষ ক্লাস[১৮৭]

প্রত্যেক ভাষা বিশুদ্ধরূপে বলা ও লিখার জন্য ব্যাকরণ জানা আবশ্যক। আর বিশুদ্ধ আরবি ইবারত পঠন ও কুর'আন-হাদীসের সঠিক অনুবাদ ও তত্ত্ব উদঘাটনে আরবি ব্যাকরণ অনুশীলন অতীব জরুরী। তাই ছাত্রদের কুর'আন-হাদীসে পারদর্শী করে তোলার জন্য আরবি ব্যাকরণ তথা নাহু-ছরফের বিশেষ পাঠ দৈনন্দিন ক্লাস ছুটির পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা ক্লাস পরিচালনার ফলে ছাত্ররা ভাষার উপর দক্ষতা অর্জন করে চলেছে।

---

১৮৫. শাহ্ হোসেন ইকবাল, *ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা পাঁচদশকের পদার্পণ: প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা*, রাহমাতুল লিল্ আলামীন পবিত্র ঈদ-এ-মীলাদুন্নবী স্মারক ২০১০ খ্রি. পৃ. ৩৩

১৮৬. সাক্ষাৎকার: হাফেজ কাজী আবদুল আলীম রিজভী, অধ্যক্ষ, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা মুহাম্মদপুর, ঢাকা। (তারিখ: ২২.১০.২০১৫ খ্রি.)

১৮৭. সাক্ষাৎকার: মুফতী আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, উপাধ্যক্ষ, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা মুহাম্মদপুর, ঢাকা। (তারিখ: ২২.১০.২০১৫ খ্রি.)

৯. অনার্স চালু[১৮৮]

মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ দিনের দাবী "মাদ্‌রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা"। ছাত্রদের দাবী পূরণে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধীনে আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ও আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ দু'বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুর মাধ্যমে এ মাদ্‌রাসার শিক্ষা কার্যক্রম আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল এবং ইতো:মধ্যে অনার্স কোর্স এর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা হয়েছে এবং তৃতীয় ব্যাচে সম্পন্ন হয়েছে। সরকার সারা দেশে ৩১ মাদ্‌রাসায় অনার্স চালু করলেও অনার্স শ্রেণীতে পাঠদানের কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়নি। দেশের অনার্স প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক স্বল্পতার জন্য নির্জীব হয়ে পড়েছে। সে ক্ষেত্রে অত্র ক্বাদিরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ব্যতিক্রম পদক্ষেপ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা অনার্স ক্লাস পরিচালনা করে সিলেবাস সম্পন্ন করা হয়।

১০. বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল

মাদ্‌রাসার শিক্ষকমন্ডলীর আন্তরিক পাঠদানের ফলে প্রতি বছর বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্ররা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে আসছে। ইতোমধ্যে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া বর্তমানে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ও বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডর প্রশংসা লাভ অর্জন করে।

২০১১ খ্রিষ্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় সারা দেশের শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসার মধ্যে ১১তম শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসার স্থান লাভ করায় শিক্ষামন্ত্রী ০৪ জানুয়ারী ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষের হাতে পদক ও সনদ তুলে দেন।[১৮৯] প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্যে মোহিত হয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভর্তি করতে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে আলিম কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় দেশের সেরা ১০ টি মাদ্‌রাসার মধ্যে ৮ম স্থানে অধিকার করে। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ২০ টিতে ১৬ তম স্থান অধিকার করে এবং ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১ম অনুষ্ঠিত জেডিসি পরীক্ষায় সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে ১৪ তম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে জে.ডি.সি পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগের মধ্যে ১৮ তম স্থান অধিকার করে। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগে ৭ম তম স্থান ও সারাদেশে ১২ তম স্থান অর্জন করেছে। ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের আলিম পরীক্ষায় সারাদেশের শীর্ষ ২০ এর মধ্যে ১৫ তম স্থান এবং ইবতেদায়ী সমাপনীতে ১৯ তম স্থান অর্জন করে। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পরীক্ষায় এ মাদ্‌রাসা রাজধানী ঢাকায় শীর্ষস্থান অর্জন করে।[১৯০] মাদ্‌রাসার ছাত্রদের পড়ালেখা সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য যত রকমের ব্যবস্থা নেয়া দরকার পৃষ্ঠপোষকদের নির্দেশে তা পালন করা হয়।

---

১৮৮. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখ: ২০.১১.২০১৫ খ্রি.)

১৮৯. অফিস রেকর্ড, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

১৯০. *প্রাগুক্ত*

১১. বিভিন্ন শ্রেণিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের তালিকা:[১৯১]

নাম	শ্রেণী	সন
মুহাম্মদ আজিজুর রহমান	ফাযিল স্নাতক (পাশ)	২০১২
মুহাম্মদ মেহেদী হাসান	ফাযিল স্নাতক (পাশ)	২০১২
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম ইসলাম	আলিম	২০১৩
মুহাম্মদ ফয়সাল আহমদ	আলিম	২০১৩
মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক	আলিম	২০১৩
মুহাম্মদ বায়তুল্লাহ্ আকন্দ	আলিম	২০১৩
মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান নুর	আলিম	২০১৩
মুহাম্মদ তাওহিদুল ইসলাম	দাখিল ৮ম	২০১৩
মুহাম্মদ মাহফুজুল হক ফয়সাল	ইবতেদায়ি ৫ম	২০১৩

এ পর্যায়ে মাদ্‌রাসার বিগত ৪ বছরগুলোতে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের ও ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার অধীনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল নিম্নোক্ত সারনীতে দেখানো হল[১৯২]

শ্রেণি-ইবতেদায়ী ৫ম

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১২	৫৪	০৩	৩৭	১৪				৩৭	১০০%
২০১৩	৬২	৪১	১৪	০৪	০৩			৬২	১০০%

১৯১. প্রাগুক্ত
১৯২. অফিস রেকর্ড, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

শ্রেণি-ইবতেদায়ী ৫ম

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১২	৫৪	০৩	৩৭	১৪				৩৭	১০০%
২০১৩	৬২	৪১	১৪	০৪	০৩			৬২	১০০%
২০১৪									
২০১৫									

শ্রেণি-দাখিল ৮ম

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১২	৫২	০২	৩৪	০৫	০৬	০৫		৫২	১০০%
২০১৩	৩১	১৪	১৪	০৩	-	-	-	৩১	১০০%
২০১৪									
২০১৫									

শ্রেণি-দাখিল (সাধারণ+বিজ্ঞান)

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১২	৪৪	১৫	২৮	০১				৪৪	১০০%
২০১৩	৫৫	০৮	২৯	০৯	০৭	-	-	৫৩	১০০%

শ্রেণি-আলিম

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১২	৬৮	২৯	৩১	০৭	০১			৬৮	১০০%
২০১৩	৭৭	২৩	২৩	১৬	০৭	০৪	০৩	৭৭	১০০%

শ্রেণি-ফাযিল স্নাতক (পাশ)

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১২	৩১	-	০১	০৩	০৪	২০	০৩	৩১	১০০%
২০১৩	৪৫	-	১১	১৫	১২	০৫	-	৪৩	৯৫.৫৫%
২০১৪									

শ্রেণি-ফাযিল স্নাতক (সম্মান) আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি+	বি	বি-	সি+	ডি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১২	২৭	-	০১	০৭	১০	০৮	০১	-	-	২৭	১০০%
২০১৩	২৩										
২০১৪											

শ্রেণি-ফাযিলস্নাতক (সম্মান) আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি+	বি	বি-	সি+	ডি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১২	৩৯	-	০৪	১১	১০	০৭	০৩	০২	০২	৩৯	১০০%
২০১৩	২১										
২০১৪											

শ্রেণি-কামিল স্নাতকোত্তর (হাদিস) শেষ পর্ব

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১২	৬৪	-	১৪	৩৫	১১	০২	-	৬২	৯৬.৮৮
২০১৩									
২০১৪									

শ্রেণি-কামিল স্নাতকোত্তর (ফিকহ) শেষ পর্ব

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১২	৫৩	-	০৯	৩০	১০	০২	-	৫১	৯৬.২৩
২০১৩									
২০১৪									

১২. শিক্ষার স্তর:[১৯৩]

হেফজ বিভাগ (নাযেরাহ্ স্তরসমূহ)

আলিয়ার পাশাপাশি এ মাদ্রাসায় হিফযুল কুর'আন বিভাগ চালু রয়েছে। প্রতিবছর নিয়মিতভাবে এখান থেকে পবিত্র কুর'আন শরীফ হিফয শেষ করে অনেক ছাত্র দস্তারে ফযীলতসহ হিফযুল কুর'আন সনদ অর্জন করো আসছে।

চলতি বছর পবিত্র কুরআনের হিফয সম্পন্ন করে দস্তারে ফযীলতসহ সনদপ্রাপ্ত হল।

হিফ্য সম্পন্ন	হিফ্য সম্পন্ন
হাফিয মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম	হাফিয মুহাম্মদ বুরহান উদ্দিন
হাফিয মুহাম্মদ নাজমুল হাসান	হাফিয মুহাম্মদ মাঈনুদ্দীন
হাফিয মুহাম্মদ ফাহিম কাউছার	হাফিয মুহাম্মদ তৌহদুল হক ফাহিম
হাফিয মুহাম্মদ আনিসুল ইসলাম	হাফিয মুহাম্মদ রমজান আলী
হাফিয মুহাম্মদ আফসারুল ইসলাম	হাফিয মুহাম্মদ হাসান মাহমুদ
হাফিয মুহাম্মদ মোফাজ্জল হোসাইন	হাফিয মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম
হাফিয মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম	হাফিয মুহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম
হাফিয মুহাম্মদ ইউসুফ হোসেন	হাফিয মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম

হিফযুল কুর'আন বিভাগের নাযেরাহ্ শাখা:

দেশের সুন্নী জনতার দীর্ঘ দিনের দাবী এ মাদ্রাসায় পবিত্র হিফযুল কুর'আন শিক্ষার পূর্বে ইলম-এ ক্বিরাতে ব্যুৎপত্তি অর্জনে মান সম্পন্ন নাযিরাহ্ শাখা চালু করা। এ দাবী গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ২০১৩ খ্রি. থেকে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা হিফযুল কুর'আন বিভাগে নাজিরাহ্ শাখা চালু করেছেন।

ইবতেদায়ী (প্রাথমিক স্তর)

দাখিল (মাধ্যমিক স্তর, সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ)

আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)

ফাযিল (স্নাতক পাস স্তর) ৩ বছর মেয়াদি

ফাযিল (স্নাতক সম্মান স্তর)

কামিল (স্নাতকোত্তর হাদীস ও ফিক্বহ্ স্তর)[১৯৪]

---

১৯৩. আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া মাদ্রাসা একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা: রহমাতুল লিল আলামীন, পবিত্র-ঈদ-এ-মীলাদুন্নবী (সা.) স্মারক ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৪৪

১৯৪. *প্রাগুক্ত*

১৩. লাইব্রেরী

একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ পাঠাগার অতীব জরুরী। তাই মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক ভবনের ৩য় তলায় লাইব্রেরী স্থাপন করেন। অনুসন্ধিৎসু ছাত্র-শিক্ষক সবাই মনোরম ও নিরিবিলি পরিবেশে প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থা ও কিতাব-পত্র অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছে। লাইব্রেরীর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লাইব্রেরীয়ান নিয়োজিত আছেন। তবে, বর্তমান লাইব্রেরীতে যে পরিমাণ কিতাব মজুদ আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কামিল স্নাতকোত্তর (হাদীস) বিভাগের পর (ফিক্বহ্) বিভাগ চালু করায় কিতাবের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ইতোমধ্যে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধীনে দু বিষয়ে ফাযিল (বি,এ) অনার্স চালু হওয়ায় চলমান প্রয়োজন কমপক্ষে ১০,০০,০০০.০০ (দশ লাখ) টাকা মূল্যের কিতাব ক্রয় করা অতীব জরুরী। সাথে সাথে এসব কিতাব রাখার জন্য মানসম্পন্ন আরও আলমারী ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অতীব প্রয়োজন বিধায় ইতোমধ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১৪. মহিলা মাদ্‌রাসা চালু[১৯৫]

উন্নত জাতি গঠনে শর্ত নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নতি। রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন-[১৯৬] طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمات “বিদ্যা শিক্ষা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয”। যুগচাহিদা পূরণে আনজুমান ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ পৃথক মহিলা মাদ্‌রাসা খোলার গুরুত্ব অনুধাবন করে। মাদ্‌রাসা গভর্নিং বডির সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম আলহাজ্ব চিনু মিয়ার বোন মরহুমা গুল বাহার বেগম হাজী চিনু মিয়া সড়ক সংলগ্ন পৌনে ২ কাঠা জমি মাদ্‌রাসাকে দান করেন। এ জমিতে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা মহিলা শাখার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এখানে পৃথক ক্যাম্পাসের ৭ তলার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে পৃথক মহিলা শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। চলতি বছর শিশু শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। মহিলা মাদ্‌রাসাটি রাজধানী ঢাকার অন্যতম এবং যুগোপযুগী গড়ে তোলার জন্য মাদ্‌রাসা গভর্নিং বডি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৫. কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন[১৯৭]

সরকার ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার বিভাগ চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হওয়া ছাড়া শিক্ষার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। তাই দাখিল ৯ম থেকে পাঠ্য তালিকায় কম্পিউটার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র কম্পিউটার ল্যাব না থাকায় হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গভর্নিং বডির সহযোগিতা ও ক’জন পীর ভাইবোনের আর্থিক অনুদানে মাদ্‌রাসায় একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এতে ১২টি কম্পিউটার সংযোজন করা

---

১৯৫. অফিস রেকর্ড, আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ঢাকাঃ মুহাম্মদপুর।

১৯৬. সুনানে ইব্‌ন মাজাহ, খণ্ড. -১, হাদীস নং. ২২৪

১৯৭. বার্ষিক রিপোর্ট, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ২০০৯-২০১০ খ্রি., পৃ. ১০

হয়েছে। ফলে মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীরা নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে।

১৬. হোস্টেল ডাইনিং হল সংস্কার

হোস্টেলের দৈনন্দিন উন্নতমানের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার (সকল স্তরের ছাত্রদের জন্য) সরবরাহ করা হয়। মাদ্‌রাসার আবাসিক ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ডাইনিং হলের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির সদস্য আলহাজ্ব মুহাম্মদ রেজাউল করীম বাবলুর আর্থিক সহযোগিতায় ডাইনিং হল সংস্কার করা হয়। ২ সিফ্‌টে সকল ছাত্র সাচ্ছন্দে ২ বেলা খাবার গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেছে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ।[১৯৮]

১৭. জেনারেটর স্থাপন

ঢাকা শহরের ভয়াবহ লোড শেডিং এ ছাত্রদের লেখা-পড়া বিঘ্নতা সৃষ্টির বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিচালনার ভিত্তিতে সম্প্রতি আবুধাবী প্রবাসী সংযুক্ত আরব আমীরাত 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ আইয়ুব-এর বদান্যতায় আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন ও মাদ্‌রাসার আরবি প্রভাষক আলহাজ্ব হাফিয মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান আল-কাদেরীর সহযোগিতায় প্রায় ১৪,০০,০০০.০০ (চৌদ্দ লাখ) টাকা ব্যয়ে একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়।[১৯৯]

মাদ্‌রাসার ভৌত অবকাঠামো

১৮. মাদ্‌রাসার মূল ভবন (উত্তর) নতুনভাবে নির্মাণ

যুগের চাহিদায় ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সঠিক দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীরা ঐতিহ্যবাহী ক্বাদিরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তির জন্য ছুটে আসে। ফলে আবাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ তা বিবেচনায় এনে পৃষ্ঠপোষক এর অনুমতিতে চলিত বছরে মাদ্‌রাসার মূল ভবন (উত্তর) ৮ম তলা বিশিষ্ট ১৯০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৩১ ফুট প্রস্থ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।[২০০]

১৯. ভবন সম্প্রসারণ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ছাত্রাবাসের সীমাবদ্ধতায় অনেক ছাত্র ভর্তি করা সম্ভব হয়। তাই আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট ঢাকা শাখা, মাদ্‌রাসা মাঠের দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিম ১০০ ফুট দৈর্ঘ্য একটি ৬ তলা ভবন নির্মাণ করেছেন। এছাড়া ফাযিল ও কামিল শ্রেণী ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এর অধীভুক্ত হওয়ায় উক্ত দু শ্রেণী এবং ফাযিল (স্নাতক) পাশ ও সম্মান এর

---

১৯৮. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখ: ২১.১১.২০১৫ খ্রি.)

১৯৯. সাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব হাফেজ মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, আরবি প্রভাষক, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। (তারিখ: ২৫.১০.২০১৫ খ্রি.)

২০০. অফিস রেকর্ড, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক ক্যাম্পাস তৈরীর লক্ষ্যে আন্জুমান ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসা মসজিদের দক্ষিণ পাশে ৮ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এ ভবনের ৫ম তলার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে ২০১০ খ্রি থেকে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলো সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার সময় অন্যান্য ক্লাসের কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয়নি। এতে করে ছাত্ররা একটানা দীর্ঘদিন ক্লাস ও মডেল টেস্টের মাধ্যমে পড়ালেখার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারছে।[২০১]

২০. মাদ্রাসা অফিসার্স কোয়াটার নির্মাণ[২০২]

মাদ্রাসা শিক্ষকবৃন্দের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষে ৬ তলা বিশিষ্ট মাদ্রাসা অফিসার্স কোয়াটার নামে একটি ভবন নির্মাণের কাজ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে এ ভবনের চতুর্থ তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার কাজ সম্পন্ন করার জন্য ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দের কাজ চলছে।

২১. গভীর নলকূপ স্থাপন[২০৩]

বর্তমানে ঢাকা শহরে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া দুঃসাধ্য। মাদ্রাসায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে প্রায় ২ লাখ টাকা ব্যয় করে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট বসিয়েছে। এরপরও গভীর নলকূপ স্থাপন বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

২২. মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য[২০৪]

ক. এই প্রতিষ্ঠান আওলাদে রাসূলের হাতে গড়া।

খ. আওলাদে রাসূলের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত।

গ. আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত।

ঘ. সুন্নাতে রাসূল অনুসরণের তাক্বীদ।

চ. ইশ্কে রাসূল চর্চা।

ছ. সুন্নী আক্বীদার গ্রহণ ও শিক্ষাদান।

জ. রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ শিক্ষাঙ্গন।

ঝ. বিশাল ছাত্রাবাস ও পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্র।

---

২০১. *প্রাগুক্ত*

২০২. সাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মুহাম্মদ আশরাফ আলী, সভাপতি, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। (তারিখ: ২৭.১০.২০১৫ খ্রি.)

২০৩. সাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, সদস্য সচিব, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর ঢাকা। (তারিখ: ২৮.১০.২০১৫ খ্রি.)

২০৪. আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

ঞ. ক্লাস টেস্ট ও টিউটোরিয়াল সিস্টেমে পরীক্ষা গ্রহণ।

ট. আমল ও আক্বীদাহ্ বিনির্মাণে বাধ্যবাধকতা।

ঠ. সাপ্তাহিক বিতর্ক সভা ও দেয়ালিকা প্রকাশ।

ড. ইসলামি সংস্কৃতির মাধ্যমে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

ঢ. ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বিশাল সমাবেশ, আলোচনা সভা ও জশ্‌নে জুলূস।

ণ. প্রতি বা'দ ফজর খত্‌মে গাউসিয়া শরীফ, মীলাদ শরীফ, মাসিক গিয়ারভী শরীফ ও বারাভী
ত. শরীফের আয়োজন করে দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্র কল্যাণ কামনায় দু'আ করা হয়।

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কর্তৃক অনুমোদিত
ক্বাদিরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্‌রাসার
(২০১৩-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ)

গভর্নিং বডি[২০৫]

ক্রমিক	নাম	পদবী
১.	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আশরাফ আলী	সভপতি
২.	আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক	সদস্য সচিব
৩.	আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফজলুর রহমান	সদস্য
৪.	আলহাজ্ব মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ্	সদস্য
৫.	আলহাজ্ব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম রতন	সদস্য
৬.	মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	সদস্য
৭.	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমির হোসেন	সদস্য
৮.	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুল মালেক বুলবুল	সদস্য
৯.	আলহাজ্ব মুহাম্মদ রেজাউল করিম বাবলু	সদস্য
১০.	অধ্যক্ষ হাফিয কাজী আবদুল আলীম রিজভী	সদস্য
১১.	উপাধ্যক্ষ মুফতী আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক	সদস্য

২০৫. *রাহমাতুল লিল আলামীন*, পবিত্র ঈদ-এ মীলাদুন্নবী (সা.) স্মারক ২০১৪ খ্রি., প্রকাশনায়: ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা, পৃ. ১৩

ক্বাদিরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্‌রাসার

স্কেলধারী শিক্ষক ও কর্মচারী[২০৬]

ক্রম	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
১	হাফিয কাজী আবদুল আলীম রিজভী	কামিল হাদিস, ১ম শ্রেণী, কামিল ফিক্‌হ, ১ম শ্রেণি, কামিল তাফসীর, ১ম শ্রেণী, বি,এ (অনার্স), ১ম শ্রেণি, এম.এ. ১ম শ্রেণি	অধ্যক্ষ
২	মুফতী আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক	কামিল হাদিস ১ম শ্রেণী, কামিল ফিক্‌হ, ১ম শ্রেণি, বি.এ (অনার্স) এম.এ. ১ম শ্রেণি ১ম স্থান	উপাধ্যক্ষ
৩	মাওলানা মুহাম্মদ মুশতাক আহমদ	কামিল হাদিস, বি.এ (অনার্স) ১ম শ্রেণি, এম.এ ১ম শ্রেণি	প্রধান মুহাদ্দিস
৪	মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন আল্ আজহারী	কামিল হাদিস, ১ম শ্রেণি বি.এ (অনার্স) এম.এ ১ম শ্রেণি	মুহাদ্দিস
৫	মুফতী মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান	কামিল হাদিস, ১ম শ্রেণি, কামিল ফিক্‌হ, ১ম শ্রেণি	প্রধান ফক্বীহ্
৬	মাওলানা মুহাম্মদ আবু ইউসুফ	কামিল হাদিস, ১ম শ্রেণি, কামিল ফিক্‌হ, ১ম শ্রেণি	ফক্বীহ্
৭	সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল করিম	বি.এ (অনার্স). এম,এ	প্রভাষক (ইংরেজী)
৮	মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম	এম.এম. বি.এ. (অনার্স) এম.এ স্কলার	সহ. অধ্যাপক (ইস. ইতিহাস)
৯	মাওলানা মাহমুদুর রহমান চিশতী	কামিল হাদিস, ১ম শ্রেণি বি.এ. (অনার্স) ১ম শ্রেণি এম.এ. ১ম শ্রেণি	সহকারী অধ্যাপক
১০	মাওলানা হাযিজ মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান	কামিল হাদিস, ১ম শ্রেণি কামিল ফিক্‌হ, ১ম শ্রেণি, বি.এ	প্রভাষক (আরবি)

২০৬. অফিস রেকর্ড, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

১১	ড. মাওলানা মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন	কামিল হাদিস, ১ম শ্রেণি, কামিল ফিক্‌হ, ১ম শ্রেণি, পিএইচ.ডি. ২০১৬ খ্রি. (ঢা. বি.)	প্রভাষক (আরবি)
১২	খন্দকার মুহাম্মদ ওবায়দুল হক	বি.এস-সি.	সি. সহ. শিক্ষক
১৩	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মুঈদ	কামিল হাদিস, ২য় শ্রেণি, এম.এ. ১ম শ্রেণি	সহকারী মৌলভী
১৪	মাওলানা মোস্তফা কামাল মজুমদার	কামিল হাদিস, ১ম শ্রেণি, কামিল ফিক্‌হ, ১ম শ্রেণি	সহকারী মৌলভী
১৫	মুহাম্মদ আব্দুল মুক্তাদির	এম.এ. বিপিএড	শিক্ষক (শরীর চর্চা)
১৬	এস এম শাহ্ মাহমুদ	বিএসসি. বিএড. ১ম শ্রেণি	সহ.শিক্ষক (বিজ্ঞান)
১৭	মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম পাটওয়ারী	এমএস-সি (গণিত), বিএড. ১ম শ্রেণি	সহ. শিক্ষক (গণিত)
১৮	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ	কামিল হাদিস, ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরী সাইন্স	লাইব্রেরিয়ান
১৯	মাওলানা মুহাম্মদ জাকির হোসেন	কামিল মুজাব্বিদ, ১ম শ্রেণি	দাখিল ক্বারী
২০	আবুল কাশেম মজুমদার	এইচ.এস.সি.	জুনিয়র শিক্ষক
২১	মাওলানা মুহা. ইকবাল হোসাইন খান	কামিল হাদিস, ২য় শ্রেণি	ইবতেদায়ী প্রধান
২২	মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	কামিল হাদিস, ২য় শ্রেণি, কামিল ফিক্‌হ, ১ম শ্রেণি	ইবতেদায়ী সহকারী
২৩	মাওলানা মুহাম্মদ মফিজ উদ্দিন	এইচ.এস.সি ২য় বিভাগ	জুনিয়র শিক্ষক
২৪	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদির	কামিল হাদিস, ২য় শ্রেণি	ইবতেদায়ী ক্বারী
২৫	মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান	বি.এ.	অফিস সহকারী
২৬	মুহাম্মদ আব্দুল বারেক	এম.কম.	হিসাব সহকারী
২৭	মুহাম্মদ আব্দুল মালেক	কামিল হাদিস, বি.এ	মুদ্রাক্ষরিক
২৮	মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ	কামিল	অফিস পিয়ন
২৯	মুহাম্মদ আব্দুল মোতালিব	আলিম	অফিস পিয়ন
৩০	মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	এইচ.এস.সি.	দপ্তরী

নন এমপিও শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের তালিকা[২০৭]

ক্রম	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
১	মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদের	কামিল হাদিস, ১ম শ্রেণি	প্রভাষক (আরবি)
২	প্রফেসর মুহাম্মদ আবুল হাসানাত	বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (অর্থনীতি)	অধ্যাপক (অর্থনীতি)
৩	মুহাম্মদ ফিরোজ খান	বি.এ (অনার্স) এম.এ. (ইংরেজী) ১ম শ্রেণি	প্রভাষক (ইংরেজী)
৪	মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (বাংলা) ১ম শ্রেণি	প্রভাষক (বাংলা)
৫	মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম	এম.এম. ১ম শ্রেণি, বি.এ (অনার্স), এম.এ ১ শ্রেণি	প্রভাষক (স্টাডিজ)
৬	মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন হেলাল	এম.এম. এম.এফ. ১ম শ্রেণি, বি.এস (অনার্স), এম.এ	প্রভাষক (আরবি)
৭	মাওলানা আ.সা.মু. ইয়াকুব হোসাইন	কামিল হাদিস ১ম শ্রেণি, বি.এস (অনার্স)	সহকারী (মৌলভী)
৮	মাওলানা মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ্	এম.এম ১ম শ্রেণি	সহকারী (মৌলভী)
৯	মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন	এমএসসি (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত)	সহকারী শিক্ষক (কর্ম)
১০	মাওলানা মুহাম্মদ নাজমুস সায়াদাত	এম.এম. ১ম শ্রেণি, এম.এফ. ১ম শ্রেণি	সহকারী মৌলভী
১১	মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	এম.এম. ২য় শ্রেণি	হোস্টেল সুপার
১২	মাওলানা মুহাম্মদ আশেক জুনাঈদ	এম.এফ ১ম শ্রেণি, বি.এ- (অনার্স) এম.এ. ১ম শ্রেণি	ইবতেদায়ী সহকারী
১৩	হাযিয ক্বারী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	হাফিয-এ কুর’আন	হিফয শিক্ষক
১৪	হাফিয মুহাম্মদ কারিমুল হাসান	হাফিয-এ কুর’আন	নাজেরা শিক্ষক
১৫	মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন বাচ্চু	৮ম শ্রেণি পাশ	মালী
১৬	মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন গোলাপ	৮ম শ্রেণি পাশ	নৈশ প্রহরী
১৭	শেখ মুহাম্মদ হাসনাইন	৮ম শ্রেণি পাশ	নৈশ প্রহরী
১৮	মুহাম্মদ মোস্তফা হোসেন	৮ম শ্রেণি পাশ	প্রহরী

২০৭. *রাহমাতুল লিল আলামীন*, পবিত্র ঈদ-এ-মীলাদুন্নবী (সা.) স্মারক ২০১৪ খ্রি., প্রকাশনায়: ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা: মুহাম্মদপুর, পৃ. ১৬

১৯	আবদুল আলীম	৮ম শ্রেণি পাশ	পরিচ্ছন্ন কর্মী
২০	মোহাম্মদ কবির হোসেন	৮ম শ্রেণি পাশ	পরিচ্ছন্ন কর্মী
২১	মোহাম্মদ হুমায়ুন মিয়া	৮ম শ্রেণি পাশ	পরিচ্ছন্ন কর্মী
২২	মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ	৮ম শ্রেণি পাশ	বাবুর্চি
২৩	মুহাম্মদ সুরুজ মিয়া	৫ম শ্রেণি পাশ	সহকারী বাবুর্চি
২৪	মুহাম্মদ আলী নেওয়াজ	আলিম	সহকারী বাবুর্চি
২৫	মুহাম্মদ মনছুর আলী মিয়া	৫ম শ্রেণি পাশ	সহকারী বাবুর্চি
২৬	মুহাম্মদ মনির হোসেন	৫ম শ্রেণি পাশ	সহকারী বাবুর্চি

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব[২০৮]

ক্রমিক	আয়ের বিবরণ	টাকা	টাকা
	ক. সরকারী খাতে আয়		
১	সরকারী বেতন	৩৬,৪০,৭০১	
২	বৃত্তি	২৮,২৫৫	
			৩৬,৬৮,৯৫৬
	খ. বেসরকারী খাত		
১	আন্‌জুমান অনুদান		১২,৩৮,৩১১
	গ. মাদ্‌রাসার নিজস্ব খাতে আয়		
১	হোস্টেল ফি	৩৫,৩১,১৩৭	
২	বিদ্যুৎ ফি	৫,৪৫,৭৬০	
৩	গ্যাস ফি	২,৪৮,৪৩৪	
৪	পানি ফি	১,৮৯,৫৯০	
৫	ছাত্র বেতন	১৪,০২,৭৯৫	
৬	পরীক্ষার ফি	২,৮২,০১৪	
৭	বোর্ড ফি	৬,৫২,৬৩০	
৮	রেজিস্ট্রেশন ফি	৯২,২২০	
৯	পাঠোন্নয়ন ফি	২৫,৯০০	
১০	মীলাদ ফি	৪৬,৮৩০	
১১	ম্যাগাজিন ফি	২,৪৭,৮১০	
১২	লাইব্রেরী ফি	৩৩,৩৪০	
১৩	সেশন ফি	১,১৭,৬২৫	
১৪	ক্রীড়া ফি	৩৭,০৬০	
১৫	বেতন কার্ড ফি	২৫,৯৩০	

২০৮. বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৯-২০১০ খ্রি., ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

১৬	পরিচয় পত্র ফি	২৬,৫০০	
১৭	ডায়েরী ফি	৩২,৪৬০	
১৮	সীট ভাড়া	১,৭২,১৩০	
১৯	চুরির টাকার ক্ষতিপূরণ	৪,২৫,৪২৬	
২০	প্রদানকৃত অর্থ ফেরৎ গ্রহণ	৩৩,০০০	
২১	ভর্তি ফি	২,০০,১১০	
২২	বিবিধ	৬,২১,৫৭৪	
	মোট আয় (গ)		৮৯,৯০,২৭৫
	ঘ. প্রারম্ভিক মজুদ		
	এফ ডি আর	২,৫০,০০০	
	চলতি হিসাব	৪,২৮,৪৩৯	৬,৭৮,৪৩৯
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		১,৪৫,৭৫,৯৮১
	ক. সরকারী খাতে ব্যয়		
১	সরকারী বেতন	৩৬,৪০,৭০১	
২	বৃত্তি	৫১,৮৩০	
			৩৬,৯২,৫৩১
	খ. মাদ্‌রাসার নিজস্ব খাতে ব্যয়		
১	প্রতি বেতন	১৯,২৪,৫৪১	
২	ভবিষ্যৎ তহবিল	৭,০৩,৯৩১	
৩	হোস্টেল ব্যয়	৪০,১৯,৫৯২	
৪	বিদ্যুৎ বিল	৩,৮৫,৭৩৪	
৫	গ্যাস বিল	১,৪০,৬৩০	
৬	পানি বিল	২,১২,৪৩৯	
৭	পরীক্ষার খরচ (অভ্যন্তরীণ)	১,৯৭,৫৬৭	
৮	বোর্ড পরীক্ষা	৬,৩৭,৩৪০	
৯	রেজিস্ট্রেশন	১,৪৮,৮৮৬	
১০	টেলিফোন বিল	২,৩১৯	
১১	বিজ্ঞপ্তি	১,১৬,৬২৬	
১২	মীলাদ	১২,৫৫৫	
১৩	ক্রীড়া	৩৩,১৮৯	
১৪	কম্পিউটার কালি	২১,৩৭০	
১৫	স্টেশনারী	১০,৫২৪	
১৬	উন্নয়ন	৫,৭৩,০৫৭	
১৭	প্রিন্টিং	১,৬২,৯৭৯	
১৮	পরিচয় পত্র	৩৪,৩৩৫	

১৯	স্কেনার	৩,৭৭০	
২০	সিটি কর্পোরেশন বিল	২,১৬০	
২১	কম্পিউটার ল্যাব তৈরী	২,০৪,৬০০	
২২	অডিট	৫,০০০	
২৩	তৈজস পত্র	১৫,০০০	
২৪	বালু	২৩,৬০০	
২৫	ব্যাংক চার্জ	৪,০৮৯	
২৬	হোয়াইট বোর্ড	৬,২৫০	
২৭	এসেম্বলী অনু:	১৯,৬৯৩	
২৮	আলিম নবায়ন	২,৪০০	
২৯	নিয়োগ বোর্ডের	১১,৩৫৪	
৩০	ইউপিএস	৬,২০০	
৩১	বিবিধ	২,১৭,৫২৪	
	মোট আয় (খ)		৯৮,৫৯,২৫৪
	গ. সমাপনী মজুদ		
	এফ ডি আর	২,৫০,০০০	
	চলতি হিসাব	৭,৭৪,১৯৬	১০,২৪,১৯৬
	সর্বমোট (ক+খ+গ)		১,৪৫,৭৫,৯৮১

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব

ক্রমিক	আয়ের বিবরণ	টাকা	টাকা
	ক. সরকারী খাতে আয়		
১	সরকারী বেতন	৩৬,৫৫,০৪১	
২	বৃত্তি	২৯,২৪০	
			৩৬,৮৪,২৮১
	খ. বেসরকারী খাত		
	আঞ্জুমান অনুদান		২৩,০০,০০০
	গ. মাদ্‌রাসার নিজস্ব খাত		
১	হোস্টেল ফি	৩৩,০০,০০০	
২	বিদ্যুৎ ফি	৬,৩১,১৩১	
৩	গ্যাস ফি	২,৭১,০২৮	
৪	ভর্তি ফি	২,৭৬,৪৫০	
৫	পানি ফি	১,৯৯,৬৪৫	
৬	ছাত্র বেতন	১৫,৩৮,৪৩০	

৭	পরীক্ষার ফি	৩,৩৫,৮৩৫	
৮	বোর্ড ফি	৪,২৬,২৬০	
৯	এফ ডি আর এর মুনাফা	১,১৪,৩৭৬	
১০	রেজিস্ট্রেশন ফি	১,১২,২৫৫	
১১	পাঠোন্নয়ন ফি	৪০,৫৫০	
১২	মীলাদ ফি	৬৩,৬৪০	
১৩	ম্যাগাজিন ফি	১,০১,৫১০	
১৪	লাইব্রেরী ফি	৪১,৩৯০	
১৫	সেশন ফি	৯১,২৮০	
১৬	ক্রীড়া ফি	৫৪,৩২০	
১৭	বেতন কার্ড ফি	৪০,০৫০	
১৮	পরিচয় পত্র ফি	৩৮,৯০০	
১৯	ডায়েরী ফি	৪৭,৯০০	
২০	সীট ভাড়া	১,৮১,০৭০	
২১	চুরির টাকার ক্ষতিপূরণ	২,২৮,০০০	
২২	প্রদানকৃত অর্থ ফেরৎ গ্রহণ	৩৩,০০০	
২৩	ভর্তি ফি	১,০০,৩২০	
২৪	কেন্দ্র উন্নয়ন	১১,০০০	
২৫	জেনারেটর ফি	৮৩,৪৯০	
২৬	বিবিধ	৫,৫৮,২২১	
	গ. মোট আয়		৮৯,২০,০৫১
	ঘ. প্রারম্ভিক মজুদ		
	এফ ডি আর	২,৫০,০০০	
	চলতি হিসাব	৭,৭৪,১৯৬	১০,২৪,১৯৬
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		১,৫৯,২৮,৫২৮
	ক. সরকারী খাতে ব্যয়		
১	সরকারী বেতন	৩৬,৫৫,০৪১	
২	বৃত্তি	২৯,২৪০	
			৩৬,৮৪,২৮১
	খ. মাদ্‌রাসার নিজ খাতে ব্যয়		
১	প্রাপ্তি বেতন	২৬,৯১,১২৯	
২	ভবিষ্যৎ তহবিল	৭,০৭,৯৬৬	
৩	হোস্টেল ফি	৪৬,৩৮,৩৪২	
৪	বিদ্যুৎ ফি	৫,০৫,৩৩৬	
৫	গ্যাস ফি	৮০,১৪২	

৬	নিয়োগ বোর্ডের	৮,৮৭৫	
৭	পানি ফি	১,৮৪,০২৮	
৮	পরীক্ষার খরচ (অভ্যন্তরীণ)	১,২৭,৭৫৬	
৯	বোর্ড পরীক্ষা	৪,২৩,২৬৫	
১০	রেজিষ্ট্রেশন করার	১,৩৭,৫২৮	
১১	খাট তৈরী	৪,৩৯,০০০	
১২	রেজিস্ট্রেশন ফি	১,৯১৬	
১৩	টেলিফোন বিল	১,১০,৮২৮	
১৪	বিজ্ঞপ্তি	৬২,৩০০	
১৫	মেরামত	২৫,০০০	
১৬	ক্রীড়া	৩১,২২০	
১৭	কম্পিউটার কালি	২৫,৮৫	
১৮	স্টেশনারী	৩৭,০৪২	
১৯	উন্নয়ন	৮৭,৬৪৭	
২০	প্রিন্টিং	৩৮,২২৫	
২১	পরিচয় পত্র	৮,০০০	
২২	মঞ্জুরী নবায়ন	২,২৬৫	
২৩	সিটি কর্পোরেশন বিল	৫১,৯২০	
২৪	কম্পিউটার ল্যাব তৈরী	৫৬,৫১৫	
২৫	ডিজেল	১,৪১,৫৩৬	
২৬	মহিলা মাদ্‌রাসা	৩,০৫০	
২৭	ব্যাংক চার্জ	২,২৫,০০০	
২৮	ম্যাগাজিন	১০,৬৯৩	
২৯	মীলাদ	২,০৪,৯১১	১,১০,৬৪,২৭৭
৩০	বিবিধ		
	খ. মোট আয়		
	গ. সমাপনী মজুদ	৩,৬৪,৩৭৬	১১,৮০,০৭০
	এফ ডি আর	৮,১৫,৬৯৪	১,৫৯,২৮,৫২৮
	চলতি হিসাব		
	সর্বমোট আয় (ক+খ+গ)		

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেট[২০৯]

ক্রমিক	আয়ের বিবরণ	টাকা	টাকা
১	প্রারম্ভিক তহবিল	১১,৮০,০৭০	
২	সরকারী বেতন	৪৮,০০,০০০	
৩	হোস্টেল ফি আদায়	৫৪,০০,০০০	
৪	বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, জেনারেট	১২,০০,০০০	
৫	আঞ্জুমান অনুদান	৫,৩৪,৮৯,৯৩০	
৬	মাদ্‌রাসার অন্যান্য খাতে ব্যয়	১,১০,০০,০০০	
		৭,৭০,৭০,০০০	
১	প্রতিষ্ঠানিক বেতন	৪০,০০,০০০	
২	ভবিষ্যৎ তহবিল	৮,০০,০০০	
৩	সরকারী বেতন	৪৮,০০,০০০	
৪	হোস্টেল	৭২,০০,০০০	
৫	বিদ্যুৎ গ্যাস পানি	৭,৫০,০০০	
৬	সালানা জলসাহ্	৫,০০,০০০	
৭	ভবন নির্মাণ	৫,৫০,০০০	
৮	মেরামত	২,০০,০০০	
৯	মাদ্‌রাসার বিভিন্ন খাতে ব্যয়	২৪,০০,০০০	
১০	সমাপনী তহবিল	১৪,২০,০০০	
		৭,৭০,৭০,০০০	

২০৯. অফিস রেকর্ড, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফাযিল (স্নাতক) মাদ্‌রাসা

মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক)

হালিশহর, চট্টগ্রাম।

আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচালনায় দেশব্যাপী গড়ে উঠেছে অর্ধশতাধিক দ্বীনী প্রতিষ্ঠান। বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক) আনজুমান-এর পরিচালনাধীন একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ২৬জন সুযোগ্য ও সুদক্ষ শিক্ষকমন্ডলীর সুষ্ঠু পাঠদানে শিশু শ্রেণি হতে ফাযিল (স্নাতক) পর্যন্ত সর্বমোট ১৬টি শ্রেণিতে বার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত অধ্যয়নরত। হিফযুল কুর'আন বিভাগে রয়েছে ৫০ জন শিক্ষার্থী।[২১০]

ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে মৌলিক আক্বীদাহ্-বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, যুগোপযোগী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে যথার্থ শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শবান দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, উপরন্তু আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-এর সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে অসংখ্য বৈশিষ্ট্য। তন্মধ্যে যে গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. বিষয়ভিত্তিক দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও আদর্শবান মুহাদ্দিস, অধ্যাপক, প্রভাষক ও শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পাঠদান।
২. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং যুগোপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক সিলেবাসের আলোকে পাঠদান।
৩. লেখাপড়ার পাশাপাশি চরিত্র গঠনে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান।
৪. কেন্দ্রীয় পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাস এর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
৫. মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা।
৬. মেধাবী গরিব ছাত্রদের আবাসিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
৭. সাপ্তাহিক বক্তৃতা ও বিতর্ক সভার আলোচনার ব্যবস্থা।
৮. কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স ও নিয়মিত শরীরচর্চার সুযোগ সুবিধা।
৯. সমৃদ্ধ পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিতকরণ।
১০. আরবি, ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা।
১১. খেলাধুলা ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।
১২. সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক পরিবেশে অধ্যয়নের অনন্য সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি।

২১০. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী:

১. সালানা জলসা (বাৎসরিক সভা)।
২. বার্ষিক সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান।
৩. সাপ্তাহিক বক্তৃতা ও বিতর্ক সভা।
৪. ধর্মীয় ও জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন।
৫. বার্ষিক শিক্ষাসফর/বনভোজন।
৬. বৃক্ষরোপন অভিযান।
৭. ব্লাড পরীক্ষা, রক্তদান ও খতনা কর্মসূচি।
৮. পরিচ্ছন্নতা অভিযান।
৯. দেয়াল পত্রিকা, ক্রোড়পত্র প্রকাশ।
১০. বার্ষিক স্মারক প্রকাশ।
১১. অভিভাবক, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ী কর্তৃক পরামর্শ সভা।
১২. সংবর্ধনা ও দু'আ মাহফিল।
১৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি।

* প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে কমপক্ষে ৫টি সহশিক্ষাক্রমিক কাজে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

* সহশিক্ষা কাজে অংশগ্রহণে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নিশ্চতকরণ ইত্যাদি।

ছাত্র-ছাত্রীদের পালনীয় নির্দেশাবলী[২১১]

১. প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে প্রয়োজনীয় বই, খাতা, কলম, ডায়েরী, ব্যাজ/পরিচয়পত্র ও ইউনিফর্মসহ যথাসময়ে মাদ্‌রাসায় উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক।
২. প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সাপ্তাহিক জলসা ও যে কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা বাধ্যতামূলক।
৩. এসেম্বলীতে যথাসময়ে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।
৪. যথাসময়ে জামা'আত সহকারে সালাত আদায় বাধ্যতামূলক। জামা'আতের সময় ক্লাসে কিংবা ছাত্রাবাসে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।
৫. শ্রেণিকক্ষের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা রক্ষা বাঞ্ছণীয়।
৬. মাদ্‌রাসার ক্যাম্পাসে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ও থু থু ফেলা, দেয়ালে লেখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।
৭. প্রতিষ্ঠানে সার্বিক আইন-কানুন মেনে চলা অপরিহার্য্য কর্তব্য।
৮. ইসলাম বিরোধী ও শরী'আত পরিপন্থী কার্যকলাপ পরিহার করা বাধ্যতামূলক।

---

২১১. প্রসপেক্টাস, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম।

চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ[২১২]

এফপিএবি কর্তৃক মাসে ৪ (চার) দিন মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মাদ্রাসার রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের মাধ্যমে সকাল ১০ টা হতে ১ টা পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা করার সফল ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান।

Results of public Examination[213]

Dhakil/S.S.C Examination (Last 4 Years)

Year	Total Students	A+	A	A-	B	Percent
2011	25	04	13	01	-	100%
2012	29	03	17	08	01	100%
2013	47	18	24	05		100%
2014	48	13	34	01		100%
2015	46	02	34	06	04	100%

Alim/ HSC Examination (Last 4 Years)[214]

Year	Total Students	A+	A	A-	B	C	Percent
2011	25	03	12	05	02	03	100%
2012	33	05	18	08	01	01	100%
2013	40	07	18	11	02	01	97.50%
2014	93	14	63	14	01	01	100%
2015	115	20	65	23	06	01	100%

Fazil B.A Examination (Last 5 Years)[215]

Year	Total Students	A+	A	A-	B	C	D	Percent
2010	57	0	02	16	17	19	03	100%
2011	58		01	07	21	26	03	100%
2012	68	01	04	11	17	33	02	100%
2013	81	-	08	27	23	21	02	100%
2014	**136 (1st, 2nd, 3rd year)**	-	-	-	-	-	-	Result Seeker

---

২১২. *প্রাগুক্ত*

২১৩. *প্রাগুক্ত*

২১৪. *প্রাগুক্ত*

২১৫. *প্রাগুক্ত*

Junior Dhakil Certificate (JDC) Examination (Last 5 Years)[216]

Year	Total Students	A+	A	A-	B	C	F	Percent
2011	54	01	34		16	04	-	100%
2012	51	02	41	06	01		01	98.03%
Year	**Total Students**	**A+**	**A**	**A-**	**B**	**C**	**F**	**Percent**
2013	48	09	37	02				100%
2014	52	12	31	05	02	01		100%
2015	46	-	43	03				100%

Alim/HSC Examination (Last 4 Years)[217]

Year	Total Students	A+	A	A-	B	C	Percent
2011	64	20	36	08	-	-	100%
2012	49	03	35	10	10		100%
2013	65	12	32	12	04	05	100%
2014	59	02	31	21	04	01	100%
2015	58	-	31	14	11	02	100%

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা পদ্ধতি

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক কর্তৃক মাসিক রেকর্ড পত্র মূল্যায়ন, অভ্যন্তরীণ ও পাবলিক পরীক্ষার নম্বর বন্টন পুনঃনির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের নিম্নোক্ত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

মানবন্টন, পদ্ধতি ও কাঠামো[২১৮]

পাশ নম্বর

ক) শ্রেণি মূল্যায়ন = ২০ নম্বর (২০ নম্বর×৭৫%=১৫)

খ) উপস্থিতি = ০৫

গ) H.W. = ০৫

ঘ) C.T=১০

ঙ) অর্ধ- বার্ষিক ও বার্ষিক চূড়ান্ত পরীক্ষা= ৮০ নম্বর

২১৬. *প্রাগুক্ত*

২১৭. *প্রাগুক্ত*

২১৮. *প্রাগুক্ত*

পাশ নম্বর

চ) সৃজনশীল (৯টি থেকে টি) = ৫×১০=৫০ (৫০×৩৩%=১৭)

ছ) MCQ (৩০টি থেকে ৩০টি) = ৩০×১=৩০ (৩০×৩৩%=১০)

অথবা, সৃজনশীল (৯টি থেকে ৬টি) = ৬×১০= ৬০×৮০%=৪৮ (৪৮×৩৩%=১৬)

জ) MCQ ৪০টি= ৪০×১=৪×১= ৪০×৮০=৩২ (৩২×৩৩%=১১)

শ্রেণি মূল্যায়নে ২০ নম্বর নির্ধারণের জন্য সহায়ক নির্দেশিকা

১. উপস্থিতি ও HW একত্রে (৫+৫)= নম্বর

উপস্থিতির ভিত্তিতে নম্বর নির্ধারণে নিম্নোক্ত সূত্রটি অনুসরণ করা হয়।

ক. মোট উপস্থিতি × ১০০

উপস্থিতি ও H.W নম্বর.. বা ১০×প্রাপ্ত শতকরা হার।

মোট কর্মদিবস

দৃষ্টান্ত স্বরূপ: জুলাই মাসের মোট কার্যদিবস হচ্ছে ২৪ দিন, একজন শিক্ষার্থীর মোট উপস্থিতি হচ্ছে ২০ দিন। এক্ষেত্রে তার উপস্থিতি হচ্ছে ২০ দিন। এক্ষেত্রে তার উপস্থিতি ও H নম্বর ১০ এর মধ্যে সে পাবে $\frac{20x100}{24}$ = ৮৩%×১০ নম্বর। অর্থাৎ ১০×৮৩%= ৮ নম্বর।

২. C.T= ১০ নম্বর

এক্ষেত্রে প্রতি মাসে C.T হচ্ছে ৪টি। উদাহরণ স্বরূপ: যদি একজন শিক্ষার্থী ৩টি C.T তে অংশ গ্রহণ করে। ১ম C.T তে ৭, ২য় C.T তে ৮ এবং ৩য় C.T তে ৯ পায় তাহলে তার প্রাপ্ত C.T নম্বর

গড় C.T নম্বর হবে = $\frac{0+7+8+9}{4}$ অর্থাৎ, ... $\frac{24}{4}$ =6 নম্বর।

গৃহীত C.T 'র সংখ্যা

সুতরাং, উপরে বর্ণিত উদাহরণে একজন শিক্ষার্থীর শ্রেণি মূল্যায়নে মোট প্রাপ্ত নম্বর ৮+৬=১৪ নম্বর।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী ক্লাসে ৭৫% উপস্থিতি এবং নিয়মিত ক্লাসে টেস্ট (C.T) তে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। অন্যথায় পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিবেচিত হবে। উপরোক্ত কঠোর ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পরীক্ষা সার্বিক ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়।[২১৯]

---

২১৯. অফিস রেকর্ড, মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম।

এক নজরে মাদ্‌রাসা পরিচিতি[২২০]

প্রতিষ্ঠানের নাম: ♦ মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক)
ডাক: বন্দর, কোড: ৪১০০, থানা: বন্দর, জিলা: চট্টগ্রাম।
(ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া বাংলাদেশের অধিভুক্ত)

প্রতিষ্ঠাতা: ♦ আওলাদে রাসূল রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত হযরতুলহাজ্ব
আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)

পৃষ্ঠপোষক: ♦ আওলাদে রাসূল রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত হযরতুলহাজ্ব
আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)

♦ আওলাদে রাসূল রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বারীক্বত হযরতুলহাজ্ব
আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)

প্রতিষ্ঠাকাল: ♦ ১৬-০১-১৯৭৫ খ্রি.

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কর্তৃক অনুমোদিত

মাদ্‌রাসা এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল'র গভর্নিং বডি[২২১]

ক্রম	নাম	পদবী
০১	মুহাম্মদ মনজুর আলম মনজু	সভাপতি
০২	আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী	সদস্য সচিব
০৩	হোসনে আরা বেগম (জেলা শিক্ষা অফিসার) ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চ্যান্সেলর মনোনীত	সদস্য
০৪	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল হামিদ	সদস্য
০৫	মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী	সদস্য
০৬	মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আমিরী	সদস্য
০৭	আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল মনসুর	সদস্য
০৮	আলহাজ্ব মোহাম্মদ সেলিম	সদস্য
০৯	আলহাজ্ব শেখ আহমদ	সদস্য
১০	আলহাজ্ব মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া	সদস্য
১১	আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইলিয়াছ	সদস্য

২২০. অফিস রেকর্ড, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
২২১. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম।

সরকারী স্বীকৃতি লাভ

০১-০১-১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সরকারীভাবে অনুমতি লাভ। ০১-০১-১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল স্বীকৃতি। ০১-০৭-১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে আলিম স্বীকৃতি। ০১-০৭-২০০১ খ্রিষ্টাব্দে ফাযিল অনুমতি এবং ২৯-০৫-২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার কর্তৃক অধিভুক্তি লাভ।[২২২]

শিক্ষকমন্ডলী	: বর্তমান শিক্ষকমন্ডলীর সংখ্যা ২৮ জন
অফিসিয়াল কর্মকর্তা কর্মচারী	: ১৩ জন
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	: আবাসিক-অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১,১৫০ জন
হিফয বিভাগে ছাত্র সংখ্যা	: ৪০ জন

শিক্ষার স্তরসমূহ[২২৩]

১. ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) স্তর	: শিশু শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত।
২. জুনিয়র দাখিল (নিম্ন মাধ্যমিক) স্তর	: ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত।
৩. দাখিল (মাধ্যমিক) স্তর	: ৯ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত।
৪. আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) স্তর	: আলিম ১ম ও ২য় বর্ষ
৫. ফাযিল (স্নাতক) স্তর	: (৩ বছর মেয়াদী) ১ম, ২য়, ৩য় বর্ষ।
আবাসিক ভবন	: ত্রিতলবিশিষ্ট আবাসিক ভবন ১টি সামনে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী জামে মসজিদ।
কক্ষ সংখ্যা	: অফিস কক্ষ ৩টি, শিক্ষক মিলনায়তন ১টি, শ্রেণি কক্ষ ১৮টি, ইবাদতখানা ১টি।
কম্পিউটার কক্ষ	: ০১টি
লাইব্রেরি কক্ষ	: ০১টি
হিফজখানা কক্ষ	: ০১টি
ডাইনিং হল	: ০১টি
শিক্ষক আবাসন	: ০২টি
কর্মচারী আবাসন	: ০১টি
ছাত্রাবাস কক্ষ	: ২০টি[২২৪]

রাসূলে করীম (সা.) এর সাহাবা-ই কিরাম আওলিয়া-ই-কামিলীন এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে বুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নামে হলগুলো নামকরণ করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের মনন ও

২২২. *প্রাগুক্ত*

২২৩. *প্রাগুক্ত*

২২৪. স্টক রেজিস্ট্রার, মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম।

মানসিকতায় তাদের জীবন-কর্ম, আধ্যাত্মিকতা, অবদানকে মনেপ্রাণে ধারণ করে, দ্বীনদার, হতে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। উক্ত ছাত্রবাসগুলো হল -

১। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হল।

২। হযরত ফারূকে আযম (রা.) হল।

৩। হযরত উসমান জিন্নুরাইন (রা.) হল।

৪। হযরত মাওলা আলী (রা.) হল।

৫। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) হল।

৬। ইমাম বুখারী (র.) হল।

৭। ইমাম মুসলিম (র.) হল।

৮। সুলতানুল ‘আরিফীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) হল।

৯। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) হল।

১০। ইমাম আহমদ রেযা (র.) হল।

১১। খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) হল।

১২। হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.) হল।

১৩। হযরত শাহ আমানত (র.) হল।

১৪। আল্লামা সৈয়্যদ আল্লামা মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) হল।

১৫। আল্লামা ইমাম শেরে বাংলা (র.) হল।

১৬। সদরুল আফাযিল নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.) হল।

১৭। সদরুশ শরী‘আহ্ মুফতী আমজাদ আলী (র.) হল।

১৮। হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) হল।

১৯। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা.যি.আ.) হল।

২০। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ (মা.যি.আ.) হল।

ব্যবহৃত আসবাবপত্রের বর্ণনা[২২৫]

হাই বেঞ্চ ৩৬৩ টি, লো বেঞ্চ ২৯৪ টি শিক্ষক চেয়ার ৮০টি, শিক্ষক টেবিল ৪১টি, ব্ল্যাক বোর্ড ১৬টি, হোয়াইট বোর্ড ১টি, কাঠের আলমারি ৪টি, স্টীল আলমারি ২৬টি, ফাইল কেবিনেট ৪ টি, সিলিং ফ্যান ১১৪টি, টেবিল ফ্যান ১টি, আই,পি,এস ৩টি, মটর ইঞ্জিন ২টি, শিক্ষক সেল্ফ স্টীল (১৮ জন বিশিষ্ট)। হিফযখানায় স্টীল সেলফ ৫টি।

---

২২৫. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীদের সাফল্য[২২৬]

থানা পর্যায়ে নির্বাচিতদের তালিকা

ক্র: নং	নাম	শ্রেণি	প্রাপ্ত স্থান	বিষয়	গ্রুপ
০১	মুহাম্মদ তানভীর হোসাইন	৫ম	১ম	আযান	ক
০২	মুহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম	৭ম	২য়	আযান	ক
০৩	মুহাম্মদ ইরশাদুল আলম	১০ম	১ম	আযান	খ
০৪	মুহাম্মদ হায়দার আলী	৮ম	২য়	আযান	খ
০৫	মুহাম্মদ ইরশাদুল আলম	১০ম	১ম	ক্বিরাত	খ
০৬	মুহাম্মদ হায়দার আলী	৮ম	২য়	ক্বিরাত	খ
০৭	ফাতেমাতুজ জোহরা মীম	১০ম	১ম	ক্বিরাত	খ ছাত্রী
০৮	হাবীবা আকতার	১০ম	২য়	ক্বিরাত	খ ছাত্রী
০৯	লায়লী আকতার	৮ম	৩য়	ক্বিরাত	খ ছাত্রী
১০	আবদুল কাদের	৭ম	১ম	উপস্থিত বক্তব্য	খ
১১	মাহমুদা খানম নওরিন	৯ম	২য়	উপস্থিত বক্তব্য	খ ছাত্রী
১২	সানজিদা আকতার সাথী	১০ম	২য়	হামদ-নাত	খ ছাত্রী
১৩	তৌহিদুল ইসলাম	৮ম	২য়	রচনা	খ
১৪	সাবিক্ষর আরাফাত	১০ম	৩য়	রচনা	খ

জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা:[২২৭]

ক্রম	শিক্ষার্থী তথ্য	ক্রম	শিক্ষার্থী তথ্য
০১	মুহাম্মদ ইরশাদুল আলম পিতা- মুহাম্মদ আবদুল মান্নান শ্রেণি: ১০ম বিভাগ: খ (ছাত্র) বিষয়: ক্বিরাত অর্জিত স্থান: ১ম	০২	লাইলি আকতার পিতা: মুহাম্মদ ইউসুফ শ্রেণি: ৮ বিভাগ: খ (ছাত্রী) বিষয়: ক্বিরাত অর্জিত স্থান: ১ম
০৩	আবদুল কাদের পিতা- মোহন মিয়া শ্রেণি: ৭ম বিভাগ: খ (ছাত্র) বিষয়: উপস্থিত বক্তব্য অর্জিত স্থান: ২য়	-	

২২৬. প্রসপেক্টাস্‌, ২০১৫ খ্রি. মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম।

২২৭. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখ: ২১.১১.২০১৫ খ্রি.)

নিয়মিত কার্যক্রম[২২৮]

সাপ্তাহিক জলসা

প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ৪র্থ ঘন্টার পর আধুনিক যুযোপযোগী বিষয়াদি ও আক্বাঈদের মৌলিক বিষয়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক জলসা, বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণবন্ত এ অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রকাশনা

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও লেখালেখি চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণে অত্র প্রতিষ্ঠান-থেকে বিভিন্ন উপলক্ষে দেয়ালিকা, স্মরণিকা, ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। আত্ব-ত্বাহির স্মারক, গিয়ারভী শরীফের ফযীলত ও 'আল ইসবাহ্' নামে দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়।

খেলাধুলা ও সংস্কৃতিক চর্চা

এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা থানা, জিলা, বিভাগও জাতীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফলতার সাথে বিজয়ী হয়ে নিজেরা গৌরবান্বিত হচ্ছে এবং এতে প্রতিষ্ঠানের গৌরব, খ্যাতি ও সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতি

শিক্ষার্থীদের ফলাফলের সঠিক মূল্যায়নে এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করে পাঠোন্নতি পত্রে ১ম ও ২য় সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধের পর অভিভাবকদের স্বাক্ষর নিয়ে তা শ্রেণি শিক্ষককে পুনরায় জমা দিতে হয়। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে তা চূড়ান্তভাবে ছাত্র-ছাত্রীকে প্রদান করা হয়। ফাযিল (স্নাতক) শ্রেণিতে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ ও তৃতীয় বর্ষ (তিন বছর মেয়াদী) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

ক্লাস টেস্ট

শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়ন ও গতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বছরে তিন পর্বে যথাক্রমে এপ্রিল, আগস্ট ও নভেম্বরে একাডেমিক ক্যালেন্ডারে ঘোষিত তারিখ অনুসারে সিলেবাসভূক্ত প্রতিটি বিষয়ে শ্রেণি রুটিন অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক কর্তৃক মানসম্মত প্রশ্নপত্রের আলোকে ক্লাসটেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ৪র্থ হতে ফাযিল পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। প্রাপ্ত নম্বর মূল পরীক্ষার নম্বরের সাথে যোগ করা হয়।

বিশেষ ক্লাস মডেল টেস্ট

৫ম ও ৮ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার্থী এবং দাখিল, আলিম ও ফাযিল শ্রেণির নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের তিন মাস মেয়াদী বিশেষ ক্লাস বাধ্যতামূলক। এতে তাদের মূল্যায়নে মডেল টেস্ট গ্রহণ করা হয়।

---

২২৮. সাক্ষাৎকার: মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ০১.১১.২০১৫ খ্রি.)

ইউনিফর্ম

এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত ইউনিফর্ম রয়েছে। ছাত্রদের জন্য সাদা পায়জামা, পাঞ্জাবী, টুপি ও সাধারণ জুতো। ছাত্রীদের জন্য সাদা সেলোয়ার-বোরকা, সাদা ওড়না, সাদা নিকাব ও সাধারণ জুতো।

ডায়েরী

ডায়েরী এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক কর্মসূচির নির্দেশনা। এতে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিয়মাবলীর বিবরণ। এ ডায়েরী শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে যোগসূত্রের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ডায়েরী সংগ্রহ করা ও নিয়মিত লিপিবদ্ধ করা অপরিহার্য।

ব্যাজ ও পরিচয়পত্র

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাদ্‌রাসা কর্তৃক সরবরাহকৃত ব্যাজ ও পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা ও কার্য দিবসে সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক।

উপস্থিতি

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য নূন্যতম ৮০% ক্লাসে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক।

কম্পিউটার বিভাগ

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত প্রচেষ্টায় ০১-০১-২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে কম্পিউটার বিভাগের সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। ১৩ এপ্রিল ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ (মা.যি.আ.) কম্পিউটার ল্যাব শুভ উদ্বোধন করেন। বিগত বছরগুলোতে মাদ্‌রাসা গভর্নিং বডির সভাপতি সাবেক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র মুহাম্মদ মনজুর আলম মনজু কর্তৃক ৫টি, সরকারী গভর্নিং বডির ২টি, খানজাহান আলী কম্পিউটারস এর সৌজন্যে ১টি এবং ০৫-০৪-২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ কর্তৃক চট্টগ্রাম-১১ সংসদীয় আসনের এমপি আলহাজ্ব এম এ লতিফের সৌজন্যে ২টি কম্পিউটার অনুদান পাওয়া যায়।[২২৯] বিগত বছরগুলোতে কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্তির সাফল্য অর্জন করেছে। চাহিদার তুলনায় কম্পিউটারের সংখ্যা নিতান্ত অপ্রতুল। তাই একটি সমৃদ্ধ কম্পি ল্যাব প্রতিষ্ঠায় নিমিত্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

লাইব্রেরি

'আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) গ্রন্থাগার' নামে প্রতিষ্ঠানে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। এতে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ ও শুভাকাঙ্খীদের সহযোগিতায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দূর্লভ কিতাবাদি সংগ্রহ করা। আলিম-ফাযিল শিক্ষার্থীরা প্রতি শিক্ষাবর্ষে এ লাইব্রেরি থেকে মূল্যবান কিতাবগুলো সংগ্রহ করে শিক্ষা অর্জন করে থাকে। সংরক্ষিত কিতাব প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল বিধায় আরো দূর্লভ কিতাবাদি সংগ্রহে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

---

২২৯. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম।

সরকারীভাবে নির্মিত নতুন একাডেমিক ভবন[২৩০]

মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগে সরকারের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অর্থায়নে ৫৭,৪৭,১২৫.০০ (সাতান্ন লাখ সাত চল্লিশ হাজার একশ পঁচিশ টাকা) ব্যয়ে ১ম তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২৫-০৪-২০১২ খ্রি. তারিখে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৭-০৪-২০১৪ খ্রি. সালানা জলসায় আওলাদে রাসূল হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) ও আওলাদে রাসূল (সা.) সৈয়্যদ মুহাম্মদ হামিদ শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর উপস্থিতিতে নতুন একাডেমিক ভবন শুভ উদ্বোধন করা হয়।[২৩১]

লিল্লাহ বোর্ডিং

এ মাদ্‌রাসার হোস্টেলে দেশের বিভিন্ন জেলার দুশতাধিক নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারের সন্তানরা অধ্যয়নরত। আবাসিক ছাত্রদের থেকে নামে মাত্র খোরাকী টাকা নিয়ে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা, পীর ভাই-বোন ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের যাকাত-ফিতরা, দান, সাদক্বাহ্, কুরবানীর চামড়া, মান্নত, অনুদান ইত্যাদির ভিত্তিতে মাদ্‌রাসার লিল্লাহ্ বোডিং পরিচালিত হয়ে আসছে। অসচ্ছল পরিবারের ছেলে-সন্তানরা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় আবাসিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে। পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ, সদস্যমন্ডলী, গাউসিয়া কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-কর্মচারি, ছাত্র-ছাত্রীসহ ধর্মপ্রাণ মুসলমান থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতায় এ লিল্লাহ্ বডিং সুচারুরূপে পরিচালিত হয়।[২৩২]

সাপ্তাহিক খতমে গাউসিয়া ও মাসিক গিয়ারভী শরীফ

বর্তমানে পীর সাহেব হুযূর (মা.যি.আ.)-এর অনুমতিক্রমে মাদ্‌রাসা গর্ভর্নিং বডির ব্যবস্থাপনায় এ প্রতিষ্ঠানে প্রতি সোমবার বাদে যুহর খত্‌মে গাউসিয়া শরীফ ও প্রতি চন্দ্র মাসের ১০ তারিখ দিবাগত বাদ মাগরিব হতে ত্বারীক্বাতের মাসিক গিয়ারভী শরীফ নিয়মিত উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এতে পীর ভাই বোনসহ অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশ নিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, যে কোন বালা মুসিবত থেকে নাজাত প্রাপ্তি, রোগ ব্যধি থেকে মুক্তিলাভ, মামলা-মোকদ্দমায় সাফল্য অর্জন, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি, চাকুরীতে পদোন্নতি সর্বপ্রকার বৈধ মনোবাসনা পূরণার্থে বিশুদ্ধ নিয়্যতে টাকা পয়সা, মালামাল বা দ্রব্য-সামগ্রী আনজুমান পরিচালনাধীন মাদ্‌রাসার নামে মান্নত করলে আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.) ও মাশায়িখ হযরাতে কেরামের ওয়াসীলায় সর্বপ্রকারে বৈধ মাক্বসুদ পূর্ণ হয়। যার অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। এ বিষয়কে সামনে রেখে খত্‌মে গাউসিয়া, খত্‌মে খাজেগান ও গিয়ারবী শরীফ উদ্‌যাপন করা হয়।[২৩৩]

---

২৩০. *প্রাগুক্ত*

২৩১. আলহুজ্ব মুহাম্মদ মঞ্জুর আলম মঞ্জুর, সভাপতি, গর্ভনিং বডি, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম।

২৩২. সাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী, সদস্য সচিব, গর্ভনিং বডি, মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ০৩.১১.২০১৫ খ্রি.)

২৩৩. প্রসপেক্টাস্ ২০১৪ খ্রি., প্রাগুক্ত

মালামাল দাতার আংশিক তালিকা (০১-০২-১২ — ২৩-০৩-১৪)[২৩৪]

ক্রম	দাতার নাম	ঠিকানা	তারিখ	বিবরণ
১	মুহাম্মদ মঞ্জুর আলম মঞ্জু	চেয়ারম্যান মাদ্‌রাসা	০৫-১০-১৩	TRANSTEC FREEZER- (ডীপ ফ্রীজ) মডেল-TFM 300 ১টি
২	”	”	০১-০২-১২ ২৩-০৩-১৪	ছাগল প্রদান ২৯টি
৩	আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী	সম্পাদক মাদ্‌রাসা	২৮-০৭-১৩	মাদ্‌রাসা লাইব্রেরির কিতাব ক্রয় বাবদ অনুদান ৬২,০০০.০০ টাকা
৪	”	”	২০-০৭-১৩	হিফজ বিভাগের ছাত্রদের জন্য পায়জামা- পাঞ্জাবী ৪৬ সেট
৫	”	”	০১-১১-১৩	কম্বল ১০০ পিচ
৬	”	”	১৭-০৯-১৩	লাইব্রেরির আলমিরা বাবদ ১৫,০০০.০০ টাকা
৭	”	”	১২-০৯-১৩	পিয়ারভী শরীফ ফাণ্ডে অনুদান প্রদান ৮৭,৪৪৩.০০ টাকা
৮	আলহাজ্ব মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া	সদস্য মাদ্‌রাসা	প্রতিমাসে মাদ্‌রাসায় গিয়ারভী শরীফ উপলক্ষে ২৫০ জনের খাবার	
৯	আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইলিয়াছ	সদস্য মাদ্‌রাসা	২৪-০৬-১৩	মাদ্‌রাসার জন্য ফ্যান প্রদান ১২টি
১০	আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইসহাক নিজামী	সদস্য মাদ্‌রাসা	১৫-১২-১৩	আলমিরা বাবদ ১৫,০০০.০০ টাকা
১১	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	হোটেল সিলমুন, ওয়াসা	২৪-০৯-১৩	২৫,০০০/- লাইব্রেরি আলমিরা বাবদ ২৫,০০০.০০ টাকা
১২	সালাহউদ্দিন	স্টীল মিলস বাজার	০১-০২-১২ ২৩-০৩-১৪	ছাগল ১২টি
১৩	আব্দুর রাজ্জাক	ফকিরহাট	”	চাউল/ চনার ডাল ২৪ বস্তা
১৪	মোস্তফা ওয়াসিফ	খাজা রোড	”	চাউল ২৮ বস্তা
১৫	হাজী মুহাম্মদ ফেরদৌস সওদাগর, মাধ্যম: জনাব মাওলানা মহিউদ্দিন	ঋনক সোসাইটি বন্দর, চট্টগাম	০১-০৯-১৩	লাইব্রেরির আলমিরা ০১ টি
১৬	মেসার্স বাংলা বিল্ডার্স		১৯-০৭-১৩	সিলিং ফ্যান ১টি

২৩৪. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম।

২০১২-২০১৩ সনের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণ[২৩৫]

ক্রম	বিবরণ	শুরুর তারিখ	শেষ হবার তারিখ	মোট বরাদ্দকৃত ব্যয়	অর্থায়নের উৎস
১	নতুন সরকারী ভবনের পিছনে গার্ডওয়াল (উত্তরাংশ) ও মাটি ভরাট (দক্ষিণাংশে) বাবদ নির্মাণ খরচ	২৩-১২-২০১২	২৪-০৩-২০১৩	৪,৪৬,২৪৯	১৮/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ০৭/০৩/২০১৪ পর্যন্ত ০৮টি চেক মূলে আনজুমান ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত ১৪,৪০,২৪০/-
২	একাডেমিক ভবনের দক্ষিণাংশ ২য়/৩য়/৪র্থ তলায় নির্মাণ খরচ	২৮-০৩-২০১৩	২৫-০৪-১৩ ১১-০৫-১৩ ০৯-০৬-১৩ ০৬-০৭-১৩ ০৫-০৮-১৩	৭,৬৮,৮৯৬	
৩	নতুন একাডেমিক ভবনের পিছনে বেইস, মাটি কাটা, সর্টকলম, গ্রেটভিম ও অন্যান্য নির্মাণ খরচ	০১-১০-২০১৩	০৬-১১-২০১৩ ০৬-০৩-২০১৪	২,২৫,০৯৯	
			মোট	১৪,৪০,২৪৪	
৪	একাডেমিক ভবনের ছাদে নির্মাণ, ছাউনি ও নতুন সরকারী ভবনের পিছনে নির্মাণ খরচ	২৩-০১-১৪	০৭-০৪-২০১৪	২,১৪,১৬৯	মাদ্‌রাসা তহবিল
			সর্বমোট =	১৬,৫৪,৪১৩	

২৩৫. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

MADRASHA-A-TAYABIA ISLAMIA SUNNIA FAZIL

Middle Halishahar, Bandar, Chittagong.

Income Statement[২৩৬]

Financial Year of July 2011-June-2012

Sl	Income	Amount	Total
1	Last year balance		1395671
2	Govt Donation (Salary)		1964042
3	Anjuman Donation (Salary)	1682817	
4	Provident fund	494606	
5	Hostel	569728	
6	Hostel Incidental expenses	159101	
7	Electricity, Gas, Wasa and Telephone bill	161422	
8	Advertisement in Tarjuman	3580	
9	Printing	162892	
10	Loan	60000	
11	Salana Jalsa	123407	
12	Govt. Donation	80000	
13	Students tution free	352000	
14	Students Admission and form free	154698	
15	Exams Fee	342000	
16	Board Fee	472549	
17	Delay fine	53000	
18	Testimonial and certificate	50000	
19	Hostel (meals)	781750	
20	Misc exps	37600	
			5741150
		Grand total	**9100863**

২৩৬. প্রাগুক্ত

MADRASHA-A-TAYABIA ISLAMIA SUNNIA FAZIL

Middle Halishahar, Bandar, Chittagong.

Expenditure Statement[237]

Financial Year of July 2011-June-2012

Sl	Income	Amount	Total
1	Govt Donation (Salary)		1964042
2	Anjuman Donation (Salary)	1682817	
3	Provident fund	494606	
4	Hostel	569728	
5	Hostel Incidental expenses	159101	
6	Electricity, Gas, Wasa and Telephone bill	161422	
7	Advertisement in Tarjuman	3580	
8	Printing	162892	
9	Long to teachers	60000	
10	Salana Jalsa	123407	
11	Govt. Donation	80000	
12	Academic expenses	92578	
13	Board exams fee	272549	
14	Tarjuman	64500	
15	Transport	4580	
16	Entertainment	7629	
17	Stationary	24705	
18	Construction Expenses	446249	
16	Misc Exps	64769	
20	Current year balance	2506042	
21	Fixed fund	155263	
22	Cash in hand	404	
			7136821
		Grand total	**9100863**

২৩৭. প্রাগুক্ত

MADRASHA-A-TAYABIA ISLAMIA SUNNIA FAZIL

Middle Halishahar, Bandar, Chittagong.

Income Statement[২৩৮]

Financial Year of July 2012-June-2013

Sl	**Income**	**Amount**	**Total**
1	Last year balance		2506042
2	Govt Donation (Salary)		2077243
3	Anjuman Donation (Salary)	1980029	
4	Provident fund	503346	
5	Hostel	1135290	
6	Hostel Incidental expenses	502344	
7	Electricity, Gas, Wasa and Telephone bill	134161	
8	Advertisement for Tarjuman	2000	
9	Printing	383523	
10	Loan	10000	
11	Scholarship	53325	
12	Students tution free	375013	
13	Students Admission and form free	168000	
14	Exams Fee	556000	
15	Board Fee	489847	
16	Delay fine	92000	
17	Testimonial and certificate	84000	
18	Hostel (meals)	1091210	
19	Misc exps	3526	
			7563614
		Grand total	**12146899**

২৩৮. প্রাগুক্ত

MADRASHA-A-TAYABIA ISLAMIA SUNNIA FAZIL

Maddle Halishahar, Bandar, Chittagong.

Expenditure Statement[২৩৯]

Financial Year of July 2012-June-2013

Sl	Income	Amount	Total
1	Govt Donation (Salary)		2077243
2	Anjuman Donation (Salary)	1980029	
3	Provident fund	503346	
4	Hostel	1135290	
5	Hostel Incidental expenses	502344	
6	Electricity, Gas, Wasa and Telephone bill	134161	
7	Advertisement for Tarjuman	2000	
8	Printing	383523	
9	Loan to teachers	10000	
10	Scholarship	53325	
11	Academic expenses	121449	
12	Board exams	289847	
13	Transport	13059	
14	Entertainment	6086	
15	Stationary	15035	
16	Construction Expenses	1101939	
17	Misc Exps	37971	
18	Current year balance	1599742	
16	Fixed fund	2179925	
20	Cash in hand	585	
			10069656
		Grand total	**12146899**

২৩৯. প্রাগুক্ত

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (১)

- মাদ্‌রাসার পূর্বদিকে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ
- স্বতন্ত্র মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা।
- একটি সুপরিসর মিলনায়তন নির্মাণ
- বিজ্ঞান বিভাগ চালুকরণ
- ইবতেদায়ী বিভাগে সেকশান (শাখা) চালু করণ।
- সুপরিসর পৃথক ডাইনিং হল নির্মাণ।
- বহিরাগতদের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে মাদ্‌রাসার চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও অধ্যক্ষবৃন্দ[২৪০]

ক্রম	নাম	পদবী	ঠিকানা	মেয়াদকাল
১	মাওলানা মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন (মরহুম)	তত্ত্বাবধায়ক	ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।	১৬-০১-৭৫ হতে ১১-১২-৮৩ পর্যন্ত
২	মাওলানা আবু নোমান শাহ্ শামসুল (মরহুম)	সুপারিন্টেন্ডেন্ট	পটিয়া, চট্টগ্রাম।	১২-১২-৮৩ হতে ৩০-০৮-৮৫ পর্যন্ত
৩	মাওলানা মুহাম্মদ নেয়াজুর রহমান	সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত)	ধর্মপুর, চট্টগ্রাম।	০১-০৯-৮৫ হতে ০৭-০২-৮৬ পর্যন্ত
৪	আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	সুপারিন্টেন্ডেন্ট	চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।	০৮-০২-৮৬ হতে ৩০-০২-৮৭ পর্যন্ত
৫	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত)	পটিয়া, চট্টগ্রাম।	০১-০৩-৮৭ হতে ০৩-০৮-৮৭ পর্যন্ত এবং ০১-১২-৮৭ হতে ২৬-০১-৮৮ পর্যন্ত
৬	মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস শামীম	সুপারিন্টেন্ডেন্ট	রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম	০১-০৯-৮৭ হতে ৩০-১১-৮৭ পর্যন্ত
৭	আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের	সুপারিন্টেন্ডেন্ট	শাহরাস্তি, চাঁদপুর	২৭-১০-৮৮ হতে ৩০-০৫-৮৮ পর্যন্ত
৮	মাওলানা আবু বশর মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর	সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত)	লক্ষ্মীপুর	০১-০৬-৮৮ হতে ৩০-১১-৮৮ পর্যন্ত
৯	মাওলানা জহির উদ্দিন মোহাম্মদ ইলিয়াস	সুপারিন্টেন্ডেন্ট	লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।	০১-১২-৮৮ হতে ৩১-১২-৮৯ পর্যন্ত
১০	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আজিম	সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত)	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	০১-০১-৯০ হতে ৩০-০২-৯০ পর্যন্ত

২৪০. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর, চট্টগ্রাম।

১১	মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন (মরহুম)	সুপারিন্টেন্ডেন্ট	রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।	০১-০৩-৯০ হতে ০১-০১-৯৩ পর্যন্ত
১২	মাওলানা আব্দুল্লাহ আল ফারুক (মরহুম)	সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত)	সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।	০২-০১-৯৩ হতে ০৫-০২-৯৩ পর্যন্ত
১৩	মাওলানা এ.এস.এম. জালাল উদ্দিন ফারুকী	সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত)	বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।	০৬-০২-৯৩ হতে ৩০-১০-৯৩ পর্যন্ত
১৪	মাওলানা মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন (মরহুম)	সুপারিন্টেন্ডেন্ট	রাউজান, চট্টগ্রাম।	৩১-১০-৯৩ হতে ১৪-০৪-৯৪ পর্যন্ত
১৫	মাওলানা মো. ইয়াকুব আলী খান	অধ্যক্ষ	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।	০১-০৬-৯৪ হতে ২৯-০৮-৯৭ পর্যন্ত
১৬	মাওলানা মো. আবুল কালাম আমিরী	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।	২২-০৩-৯৭ হতে ১৭-০৪-৯৭ পর্যন্ত
১৭	আলহাজ্ব মাওলানা মো. নুরুল আলম খান	অধ্যক্ষ	চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।	০১-১১-৯৭ হতে ২৪-১০-২০০২ পর্যন্ত
১৮	জনাব আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী	অধ্যক্ষ	চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।	২৫/১০/২০০২ হতে অদ্যাবধি।

শিক্ষকমন্ডলী ও কর্মচারীবৃন্দের তালিকা[২৪১]

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী	অধ্যক্ষ
২	মাওলানা এ.এস.এম জালাল উদ্দীন ফারুকী	সিনিয়র আরবি প্রভাষক
৩	জসিম উদ্দিন মুহাম্মদ ইকবাল	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা
৪	মুহাম্মদ আলতাফ ফিরোজ মন্ডল	প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
৫	মাওলানা আবুল হাসনাত	আরবি প্রভাষক
৬	মুহাম্মদ আমির আলী	প্রভাষক, ইংরেজি
৭	মাওলানা মুজিবুর রহমান	আরবি প্রভাষক
৮	মাওলানা সগির আহমদ	আরবি প্রভাষক
৯	এ.কে.এম রফিক উল্লাহ্ খাঁন	সিনিয়র শিক্ষক
১০	মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস তৈয়্যবী	সহকারী মাওলানা
১১	মাওলানা জহির উদ্দীন	সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার)
১২	মাওলানা মুহাম্মদ শেখ সাদী	সহকারী মাওলানা
১৩	মাওলানা রফিকুল ইসলাম আনোয়ারী	সহকারী মাওলানা

২৪১. অফিস রেকর্ড, মাদ্রাসা এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, বন্দর, চট্টগ্রাম।

১৪	মাওলানা মুহাম্মদ কায়সার হোসাইন	সহকারী মাওলানা
১৫	আতাউর রহমান কায়সার	সহকারী শিক্ষক, গণিত
১৬	মুহাম্মদ জুনায়েদ ফারুক	সহকারী শিক্ষক, ইংরেজি
১৭	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর খাঁন	ইবতেদায়ী প্রধান
১৮	মাওলানা এরফানুর রহমান	ইবতেদায়ী মৌলভী
১৯	মাওলানা মুহাম্মদ হাসান	জুনিয়র মৌলভী
২০	মাওলানা হাফিয রেজাউল করিম	ইবতেদায়ী শিক্ষক
২১	মাওলানা মোস্তাক আহমদ	আরবি শিক্ষক
২২	শাহিদা আখতার	জুনিয়র শিক্ষিকা
২৩	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব	লাইব্রেরীয়ান
২৪	হাফিয ইয়ার মুহাম্মদ	হিফযখানা শিক্ষক
২৫	মুহাম্মদ নুরুল আমিন	হিফযখানা শিক্ষক
২৬	মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন	হিসাবরক্ষক
২৭	মুহাম্মদ সুহাইল	অফিস সহকারী
২৮	দিদারুল আলম রিজভী	অফিস সহকারী
২৯	মুহাম্মদ আবুল বশর	দপ্তরী
৩০	মুহাম্মদ জাগির হোসেন	পিয়ন
৩১	মুহাম্মদ জাকির হোসেন	দারোয়ান
৩২	মুহাম্মদ আবদুল মান্নান	ঝাঁড়ুদার
৩৩	মুহাম্মদ আবদুর রব	ঝাঁড়ুদার
৩৪	মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম	বাবুর্চি
৩৫	মুহাম্মদ বেলাল হোসেন	সহ. বাবুর্চি
৩৬	মুহাম্মদ ইব্রাহীম	সহ. বাবুর্চি

দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা

রাউজান, চট্টগ্রাম।

রাউজান দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত অন্যতম দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি রাউজান, সুলতানপুরে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে আরও দুটি স্থানে ছিল বলে এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিরা বলে থাকেন।[২৪২] তবে বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ২ এপ্রিল।[২৪৩] খ্যাতনামা অলী হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.)-এর সুযোগ্য খলীফা হযরতুল আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্‌ সিরিকোটি (র.)-এর (১৮৫২-১৯৬১ খ্রি.) এর তৎকালীন মুরিদানের উদ্যোগে বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.) উদ্যোগে একটি ভবন স্থাপন হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকালে সর্বপ্রথম জমিদাতা ছিলেন তৎকালীন সুলতানপুর ইউনিয়নের দানবীর, শিক্ষানুরাগী মরহুম আলহাজ্ব মোয়াজ্জেম হোসেন খান চৌধুরী পোস্ট মাস্টার জেনারেল, রেঙ্গুন) ও মরহুম কাজী গোলামুর রহমান মুনশী। পরে আরও যাঁরা অনেকে জমি দান করেছেন তাঁদের তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আলহাজ্ব ডা. শামসুল হুদা চৌধুরী (প্রকাশ লাল মিয়া ডাক্তার), আলহাজ্ব শামসুল হুদা ভেন্ডার, আলহাজ্ব সৈয়দুর রহমান সওদাগর, আলহাজ্ব খায়ের আহমদ, মরহুমা আয়েশা খাতুন, এয়ার মোহাম্মদ সওদাগর, আলহাজ্ব আবদুস সমদ চৌধুরী, আলহাজ্ব আব্দুল গফুর, আলহাজ্ব মফিজুর রহমান, মুহাম্মদ বদিউল আলম, আবদুল হাশেম চৌধুরী প্রমুখ। সর্বশেষ জমি দান করেছেন বর্তমান সভাপতি আলহাজ্ব অধ্যাপক কাজী শামসুর রহমানসহ তাঁর অপর তিন ভাই যথাক্রমে জনাব কাজী শফিকুর রহমান, কাজী মুজিবুর রহমান ও মরহুম কাজী মাহাবুবুর রহমানের পক্ষে তাঁর পরিবার। তাঁদের বদন্যতায় আজকের এই বিশাল প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষার স্তর

মাদ্‌রাসাটি ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে স্বীকৃতি লাভ করে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আলিম, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফাযিল অনুমতি/স্বীকৃতি এবং সর্বশেষ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধিভুক্তি লাভ করে। বর্তমানে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা-এর অধিভুক্ত একটি ফাযিল (স্নাতক) মাদ্‌রাসা এবং কামিল (স্নাতোত্তর) পর্যায়ে অধিভূক্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এটি রাউজান উপজেলা সদর ও পৌরসভার একমাত্র এমপিওভূক্ত ফাযিল (স্নাতক) মাদ্‌রাসা।

২৪২. সাক্ষাৎকারঃ মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানী, অধ্যক্ষ, দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম। (তারিখঃ ১০.১১.২০১৫ খ্রি.)

২৪৩. অফিস রেকর্ড, দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

বর্তমান গভর্নিং বডি

মেয়াদকাল : ১১-০১-২০১৪ খ্রি. হতে ১০-০১-২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত।[২৪৪]

ক্রমিক	নাম	পদবী
০১	আলহাজ্ব অধ্যাপক কাজী শামসুর	সভাপতি
০২	আলহাজ্ব আনোয়ারুল কিবরিয়া	সদস্য সচিব
০৩	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, রাউজান, চট্টগ্রাম।	সদস্য
০৪	আলহাজ্ব আবু বকর চৌধুরী	সদস্য
০৫	আলহাজ্ব কাজী মুজিবুর রহমান	সদস্য
০৬	আবু মাসুদ আজাদ	সদস্য
০৭	আলহাজ্ব মে. খোরশেদুল আলম	সদস্য
০৮	আলহাজ্ব সৈয়দ মো. কামাল উদ্দিন	সদস্য
০৯	মোঃ নাছির উদ্দিন চৌধুরী	সদস্য
১০	মোবারক হোসেন	সদস্য
১১	আলহাজ্ব মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানী	সদস্য

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অধ্যক্ষ তালিকা[২৪৫]

সুপার/অধ্যক্ষ এর কার্যকাল

ক্রম.	নাম	পদবী	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
০১	মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হোসাইন ফারুকী	সুপার	২০-০৭-৭১	৩০-০৬-৭৮
		অধ্যক্ষ	০১-০৭-৭৮	৩০-১১-০৯
০২	মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানী কামিল	ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ	০১-১২-০৯	০৮-১২-১০
		অধ্যক্ষ	০৯-১২-১০	অদ্যাবধি

২৪৪. *প্রাগুক্ত*

২৪৫. *প্রাগুক্ত*

শিক্ষক কর্মচারী তালিকা[২৪৬]

ক্র.	শিক্ষক/কর্মচারীর নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	রফিক আহমদ ওসমানী	অধ্যক্ষ	কামিল (হাদিস, ফিকাহ্ আদব) এস.এ (ইসলামি স্টাডিজ) শিক্ষা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
০২	মোহাম্মদ মারফতুন নুর	উপাধ্যক্ষ	কামিল-১ম শ্রেণি
০৩	মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন	সহ. অধ্যাপক	কামিল-২য় শ্রেণি
০৪	বাবু আশীষ কুমার গুপ্ত	সহ. অধ্যাপক	এম.এ (ইংরেজী) ২য় শ্রেণি
০৫	মো. নাজমুল হুদা	প্রভাষক (বাংলা)	এম.এ (বাংলা) ২য় শ্রেণি
০৬	মোঃ নাছির উদ্দিন চৌধুরী	প্রভাষক (জীব)	এম.এস.সি (জীব) ১ম শ্রেণি
০৭	জনাব মোহাম্মদ ফারুক	প্রভাষক (পৌরনীতি)	এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ২য় শ্রেণি
০৮	আনোয়ার হোসেন	প্রভাষক (পদার্থ)	এম.এস.সি (পদার্থ) ২য় শ্রেণি
০৯	বাবু সুভাষ চন্দ্র নাথ	প্রভাষক (রসায়ন)	এম.এস.সি (রসায়ন) ২য় শ্রেণি
১০	আহমদুল্লাহ ফোরকান খান	প্রভাষক (আরবি)	কামিল (হাদিস) ১ম শ্রেণি
১১	মোহাম্মদ জাকারিয়া	প্রভাষক আরবি)	কামিল (হাদিস) ১ম শ্রেণি
১২	নিশিতা নাসরীন সোনিয়া	প্রভাষক (উচ্চতর গণিত)	এম.এস.সি ১ম শ্রেণি
১৩	মোবারক হোসেন	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি-বি.এড-২য় শ্রেণি বিভাগ
১৪	শামসুল আলম হেলালী	সহকারী মৌলভী	কামিল (হাদিস) ২য় শ্রেণি
১৫	মো. নেয়ামত উল্লাহ	সহকারী মৌলভী	কামিল (হাদিস) (প্রাঃ) ১ম শ্রেণি
১৬	মো. সিরাজুল ইসলাম	সহকারী মৌলভী	কামিল (হাদিস) ২য় শ্রেণি
১৭	কোহিনুর আকতার	সহকারী শিক্ষিকা	বি.এ-বি.এড-২য় বিভাগ
১৮	রমিজ আলম	সহকারী শিক্ষক	বিএ.বিপিএড-১ম শ্রেণি
১৯	আনোয়ারুল আজিম	সহকারী শিক্ষক	কৃষি ডিপ্লোমা
২০	মোঃ আবদুর রহিম	সহকারী শিক্ষক	এম এ (ইংরেজী) ১ম শ্রেণি ELT
২১	মরিয়ম বেগম	সহ. শিক্ষক (বিজ্ঞান)	বি.এস.সি. বি.এড- ২য় শ্রেণি
২২	আবু তৈয়ব আনছারী	ইবতেদায়ী প্রদান	কামিল (হাদিস) ২য় শ্রেণি
২৩	সৈয়দ মোঃ আবদুল্লাহ	ইবতেদায়ী সহ. শিক্ষক	কামিল (হাদিস) ৩য় শ্রেণি

২৪৬. *প্রাগুক্ত*

২৪	শামসুল আলম নুরী	ইবতেদায়ী ক্বারী	কামিল (হাদিস) ৩য় শ্রেণি
২৫	উম্মে কুলসুম	ইবতেদায়ী সহ. শিক্ষক	বি.এ- ২য় বিভাগ।

পরীক্ষা কেন্দ্র

মাদ্‌রাসাটি উপজেলা ও পৌরসভা সদরে হওয়াতে এখানে ইবতেদায়ী, (প্রাথমিক সমাপনী), জেডিসি, দাখিল, আলিম, ফাযিল পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশসহ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে উপজেলা হেড কোয়াটার-এ একাধিকবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর যোগ্যতা ও মর্যাদা অর্জন করে।[২৪৭]

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মাদ্‌রাসায় বর্তমানে সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রায় চল্লিশ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী রয়েছে। আওলাদে রাসূল (সা.) আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) এর নামে একটি ইতীমখানা এবং বর্তমান পীর হুযূর আওলাদে রাসূল (সা.) হযররতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) এর নামে হিফযখানা চালু রয়েছে। প্রতিবছরে বিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল অর্জন করে আসছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখান থেকে সর্বশেষ ডিগ্রী অর্জন করে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত মানখ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়ন করে দেশে বিদেশে চাকরিরত আছেন। অনেক আলিমেদীন এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করে মাযহাব-মিল্লাতের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন।[২৪৮]

মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক)

চন্দ্রঘোনা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

মাদ্‌রাসার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

খুলাফা-ই-রাশিদীন, উমাইয়া, আব্বাসীয়, মুঘল, নবাবী আমল এবং ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত মুসলমানরা মাদ্‌রাসা শিক্ষার মাধ্যমে পড়াশুনা করত। ইংরেজ দু:শাসনের পূর্বপর্যন্ত এদেশে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র তথা মাদ্‌রাসা। তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ দেশে সর্বপ্রথম কোথায় এবং কখন মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে তা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, ৫৮৯ হি. মোতাবেক ১১৯২ খ্রি. শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ গৌরী কর্তৃক হিন্দুস্থানে মুসলিম হুকমত কায়িম হয়। তিনিই সর্ব প্রথম দিল্লিতে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বাদশাহ কুতুবুদ্দীন আইবেক (১২০৬-১২১২ খ্রি.) আজমীরে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন আরোও পরে। মুসলমানদের দীর্ঘ

২৪৭. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখ: ২২.১১.২০১৫)

২৪৮. সাক্ষাৎকার: মুহাম্মদ মারফতুন নূর, উপাধ্যক্ষ, দারুল ইসলাম ফাযিল (স্নাতক) মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ১১.১১.২০১৫ খ্রি.)

আন্দোলনে ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার আদলে গড়ে উঠে অসংখ্য মাদ্‌রাসা ও মক্তব। ধারাবাহিকতায় বার আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত, হাজার বছরের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের জনপদ এই চট্টগ্রামেও উলামা, পীর-মাশায়েখ ও শিক্ষানুরাগী সমাজহিতৈষী লোকদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে অসংখ্য মাদ্‌রাসা।

প্রতিষ্ঠাকাল ও জন্মস্থান

ষাটের দশকে বিধর্মী খ্রিষ্টান ও বাতিলপন্থীদের সক্রিয় তৎপরতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রাংগুনিয়ার সুন্নী মুসলমানদের ঈমান আক্বীদাহ্ রক্ষা করা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠে। কেননা খ্রীষ্টিয় ধর্মের কিল্লা চন্দ্রঘোনা খ্রীস্টান মিশন হাসপাতালকে কেন্দ্র করে তাদের ধর্মযাজকরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে নানাবিধ সুযোগ সুবিধার প্রলোভনে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার করে বিভিন্ন ধর্মের কিছু সংখ্যক লোককে দীক্ষিত করতে লাগল এবং মুসলমানদের মধ্যে অপর দিকে বাতেলপন্থীদের একপক্ষীয় প্রচার ও ধাপটে দুর্বল ঈমানের সুন্নী মুসলমানরা বিভ্রান্তিতে পড়ে বিপদগামী হতে লাগল। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে কিছু ধর্মানুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তি ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শেরে বাংলা আযীযুল হক আল-ক্বাদেরী (র.)-এর অনুপ্রেরায় তৎকালীন সময়ে উত্তর চট্টলার দ্বিতীয় হাজী মুহাম্মদ মহসিন খ্যাত রাউজানের বিশিষ্ট দানবীর বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী একক অবদানে চট্টগ্রাম, রাঙ্গমাটি ও বান্দরবান তিন জেলার সমন্বয়স্থল চন্দ্রঘোনা, দোভাষী বাজার সংলগ্ন ৪৯ শতক জায়গায় একখানা ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে[২৪৯] সুন্নী মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা রক্ষার গ্রহণ করেন। চৌধুরীর ইন্তিকালের পর পৃষ্টপোষকতার অভাবে অর্ধনির্মিত মাদ্‌রাসাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। এ সময় মরিয়ম নগর নিবাসী মরহুম হাজী ছৈয়্যদ আহমদ, হাজী আবদুল মালেক সাহেবের প্রচেষ্টায় চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী আমাতুন নূর বেগম চৌধুরাণী পরিত্যক্ত অর্ধনির্মিত মাদ্‌রাসাটি মহান আধ্যাত্মিক সাধক, জ্ঞানতাপস, গাউসে যামান, আওলাদে রাসূল, রাহ্‌নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র নিকট কবলামুলে হস্তান্তর করেন। তখন থেকে মাদ্‌রাসাটি উপমহাদেশের সুখ্যাতিমান দ্বীনী সংস্থা আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের পরিচালনাধীন হয়। প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়ের স্মরণে মাদ্‌রাসার নামকরণে তাঁদের স্বীকৃতি দেয়া হয়।

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠানটি মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া চন্দ্রঘোনা নামে নবরূপে যাত্রা শুরু করে।[২৫০] উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর সঙ্গে মেহমান ছিলেন দেশ-বরেণ্য জ্ঞানতাপস, শায়খুল হাদীস পীরে কামিল হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ ওবাইদুল মোস্তফা মুহাম্মদ নূরুস্‌সাফা নঈমী (র.)।[২৫১]

---

২৪৯. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), চন্দ্রঘোনা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

২৫০. *প্রাগুক্ত*

২৫১. *প্রাগুক্ত*

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে আউলিয়ায়ে কেরামের অনুসৃত পথে কোর'আন ও সুন্নাহ্র শিক্ষা অনুসরণে বিশ্বব্যাপী ইসলামি আদর্শের প্রচার ও প্রসার ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মৌলিক আক্বীদাহ্ বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য যুগোপযোগী যথার্থ শিক্ষাদানের মাধ্যমে সত্যিকার আদর্শবান দেশপ্রেমিক খাঁটি 'আলিম-ই দ্বীন তৈরী করা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব (সা.)-এর সন্তুষ্টি অর্জন করা।[২৫২]

স্বীকৃতি ও অনুমোদন

আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় ও এলাকার পীর ভাই-বোনদের নিষ্ঠা এবং শ্রমের বিনিময়ে গড়া এই দ্বীনীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আনজুমান কর্তৃপক্ষ গ্রহণের পাঁচ বছরে তার শিক্ষা সহায়ক পরিবেশে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল (মাধ্যমিক), ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) ও ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাযিল (স্নাতক) ক্লাসের চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধিভূক্ত হয়। বর্তমানে কামিল (স্নাতকোত্তর) ও মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্রাসা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে।[২৫৩] বর্তমানে উত্তর চট্টগ্রামে এ মাদ্রাসাটি সুন্নী মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বিতীয় দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হয়েছে।

পরিচালনা পরিষদ

মাদ্রাসার বর্তমান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন যথাক্রমে আওলাদে রাসূল, হযরতুলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) ও পীরে বাঙ্গাল হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)। আনজুমান ট্রাস্ট মনোনীত ও সরকার অনুমোদিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি যোগ্য ও দক্ষ পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। যাদের শ্রম ও ত্যাগে ঐতিহ্যবাহী তৈয়্যবিয়া মাদ্রাসা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্নকাল থেকে যে সব সমাজহিতৈষী, দানবীর ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি নানাভাবে অবদান রেখেছেন তাদের অনেকেই জান্নাতবাসী হয়েছেন। তৎমধ্যে আন্জুমান ট্রাস্ট-এর সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আলকাদেরী, আলহাজ্ব সালে আহমদ সওদাগর, আলহাজ্ব গোলাম সারোয়ার এবং এ মাদ্রাসা পরিচালানা পরিষদের সাবেক সভাপতি হাজী সৈয়দ আহমদ সওদাগর, সাবেক সেক্রেটারী মুহাম্মদ সৈয়দুল হক, অধ্যক্ষ মাওলানা হাবীবুর রহমান, হাজী মতিউর রহমান চৌধুরী, মোক্তার মেম্বার সিদ্দীক আহমদ, আলহাজ্ব আবু আহমদ, ফিরোজুল আনোয়ার, আবু কোম্পানী, হাজী হামীদুল হক সওদাগর, হাজী আবদুল মালেক, মুহাম্মদ আবুল হোসেন, সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মমতাজউদ্দীন তালুকদার আমীরুল হজ্জাজ, মাওলানা ফয়েজ আহমদ হোসনাবাদী, বুলবুলে চাট্গাম মাওলানা মকবুল আহমদ, মুহাম্মদ মুজিবুলদৌলাহ্ সাওদাগর এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। আল্লাহ তা'আলা দরবারে প্রত্যেকের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

---

২৫২. সাক্ষাৎকার: মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী, অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) চন্দ্রঘোনা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ১৩.১১.২০১৫ খ্রি.)

২৫৩. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

শিক্ষকমণ্ডলী

প্রতিষ্ঠালগ্নকাল থেকে এ মাদ্‌রাসায় রয়েছে নবীন-প্রবীণ সমন্বয়ে গড়া মেধাবী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আদর্শবান শিক্ষকমন্ডলী। যাঁদের প্রত্যেকে স্ব স্ব বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের ডিগ্রীধারী এবং শিক্ষকতায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। ফলে দায়িত্ব সচেতন এবং বন্ধুভাবাপন্ন বিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর কাছে সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে সক্ষম হয় শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে সরকারী এমপিওভূক্ত ২৬ জন এবং নন-স্কেলে ১৬ জনসহ মোট ৪২ জন শিক্ষক-কর্মচারী দ্বারা মনোরম দ্বীনী পরিবেশে পীর সাহেব হুযূরের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে।

শিক্ষক ও কর্মচারী[২৫৪]

ক্রমিক	নাম	পদবী
১.	এম এ আবু তৈয়ব চৌধুরী	অধ্যক্ষ
২.	আ.র.ম. মোজাম্মেল হক	উপাধ্যক্ষ
৩.	মুহাম্মদ নূরুল আলম	আরবি প্রভাষক
৪.	মুজিবুর রহমান নেজামী	আরবি প্রভাষক
৫.	এ. এম. নছিমুদ্দীন কাওছার	ইতিহাস প্রভাষক
৬.	মুহাম্মদ আনিছুল হক	বাংলা প্রভাষক
৭.	মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	ইংরেজি প্রভাষক
৮.	মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান	আরবি প্রভাষক
৯.	মুহাম্মদ আবদুল মান্নান	আরবি প্রভাষক
১০.	মুহাম্মদ ইলিয়াছ আহমদ	সহকারী মৌলভী
১১.	মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন	বিপিএড
১২.	মুহাম্মদ রমজান আলী	সহকারী মৌলভী
১৩.	মুহাম্মদ আবু ছালেহ	সহকারী শিক্ষক
১৪.	মুহাম্মদ শাহ আলম	সহকারী শিক্ষক গণিত
১৫.	মুহাম্মদ আবদুল বদরুজ	সহকারী শিক্ষক কৃষি
১৬.	মুহাম্মদ আবদুল জলিল	সহকারী শিক্ষক
১৭.	মুহাম্মদ আব্দুর রহমান	সহকারী লাইব্রেরিয়ান
১৮.	মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ	ইবতেদায়ী প্রধান
১৯.	মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান ফোরকানী	দাখিল ক্বারী
২০.	মুহাম্মদ নেজামুল ইসলাম	ইবতেদায়ী শিক্ষক
২১.	মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	ইবতেদায়ী মৌলভী
২২.	মুহাম্মদ মনজুর আলম	অফিস সহকারী
২৩.	মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম	নিম্নমান অফিস সহকারী
২৪.	মুহাম্মদ আবুল হাশেম	দপ্তরী

২৫৪. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

২৫.	মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন সিকদার	পিয়ন
২৬.	আব্দুল মান্নান	মালী

অত্র প্রতিষ্ঠানের নন-স্কেলধারী শিক্ষক/ কর্মচারীঃ

ক্রমিক	নাম	পদবী
১.	ফয়েজ আহমদ	সহকারী মৌলভী
২.	মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন	জুনিয়র মৌলভী
৩.	মাওলানা কামালউদ্দীন	ক্লার্ক এন্ড কাতেব শিক্ষক
৪.	আবদুল হামিদ	ক্যাশিয়ার
৫.	আবদুল সত্তার	হোস্টেল সহকারী
৬.	হাফিয মুহাম্মদ ইউনুছ	হাফিয শিক্ষক
৭.	হাফিয মুহাম্মদ ইস্কান্দর	হাফিয শিক্ষক
৮.	মুহাম্মদ আব্দুল খালেক	ক্যাশিয়ার আনজুমান
৯.	মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন চৌধুরী	সহকারী ক্যাশিয়ার
১০.	মুহাম্মদ আব্দুল বারেক	প্রধান বাবুর্চি
১১.	মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	সহকারী বাবুর্চি
১২.	মুহাম্মদ আব্দুল মোনাফ	সহকারী বাবুর্চি
১৩.	মুহাম্মদ নাছির মিঞা	সহকারী বাবুর্চি
১৪.	মুহাম্মদ ইদরিস	নৈশ প্রহরী
১৫.	পুজন বিশ্বাস দিবা	দিবা প্রহরী
১৬.	তপন মালী	সুইপার

ছাত্র সংখ্যা ও অবস্থান

বর্তমানে আবাসিক-আনাবাসিক ও হিফযখানাসহ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। চট্টলার পূর্বপ্রান্তে নোয়াশহর খ্যাত চন্দ্রঘোনা দোভাষী বাজারের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় সাড়ে তিন একর জায়গা জুড়ে মাদ্‌রাসা ক্যাম্পাসে গড়ে উঠেছে। ইংরেজী অক্ষর L আকৃতি ত্রিতল বিশিষ্ট বিশাল মাদ্‌রাসা ভবন। সম্মুখে রয়েছে খেলার মাঠ, নির্মাণাধীন বহুতল বিশিষ্ট ইবতেদায়ী শাখা ভবন, চারতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন ও জামে মসজিদ। পশ্চিমাংশে ১টি বিরাট পুকুর ও খানক্বাহ্‌ শরীফ, মাদ্‌রাসা সংলগ্ন ডাইনিং হল ও তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূরুল হক জরিনা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা এবং তৈয়্যবিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাদ্‌রাসাটি চট্টগ্রাম শহর হতে ৩৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এছাড়া রয়েছে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান শহরের সাথে উন্নতমানের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা।[২৫৫]

২৫৫. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখঃ ২২.১১.২০১৫ খ্রি.)

আবাসিক ব্যবস্থাপনা

দূর দূরান্তের ছাত্রদের জন্য মাদ্রাসায় রয়েছে একটি আদর্শ ছাত্রাবাস। আবাসিক শিক্ষকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং বন্ধুত্বসুলভ কঠোর অনুশাসনে শিক্ষার্থীদের চরিত্রে কাঙ্খিত পরিবর্তন এনেছে। যা ভবিষ্যৎ জীবনে রুচি ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ হওয়ার প্রেরণা যোগায়। এ ছাত্রাবাসে গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের ফ্রী থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। ঐক্য, শৃঙ্খলা, আক্বীদাহ্, সুশিক্ষা ও সহমর্মিতার সুন্দর পরিবেশ এবং মানসম্পন্ন খাবারের পাশাপাশি আবাসিক শিক্ষকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে নিয়মিত পাঠ আদায়ের ব্যবস্থা বিশ্বস্ত অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়াও অসহায়, আশ্রয়হীন এতিম শিশুদের পালন ও লেখাপড়া শিক্ষার জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র ইতীমখানা। এতিমখানাটি সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধিভুক্ত।[২৫৬]

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম

লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক উৎকর্ষসাধন, জড়তা কাটিয়ে উঠা এবং সুপ্ত প্রতিভা ও মননশীলতা বিকাশের জন্য কো-কারিকুলাম ও এক্সট্রা-কারিকুলাম পাঠ্যক্রম কর্মসূচীর ব্যবস্থা রয়েছে। ছেলেমেয়েদের নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ক. শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নত চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক দ্বারা পাক্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ও শিক্ষামূলক দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শনের জন্য প্রতি বছর শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

খ. ক্রীড়া ও স্কাউটিং

ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ, সবল, পরিশ্রম ও সেবামুখী করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত শরীর চর্চা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত খেলাধূলা, ব্যায়াম ও স্কাউটিং অনুশীলনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি বছর এ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ সফলতার সাথে শিরোপা ও পদক অর্জন করে আসছে।

গ. প্রকাশনা

এ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, মনন, মুক্তবুদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশের বাহন মাসিক দেয়ালিকা 'আল্ ইরফান' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পবিত্র রমযান উপলক্ষে প্রতি বছর ক্যালেন্ডারসহ তুহ্ফা প্রকাশ করা হয়। বার্ষিক ম্যাগাজিন গুলশানে তৈয়্যব প্রকাশিত হয়ে থাকে।[২৫৭]

লাইব্রেরী

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা বিবেচনা করে পরিচালনা পরিষদের অনুরাগী ও উদ্যমশীল সদস্যদের অর্থ, বুদ্ধি ও প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে বিশাল লাইব্রেরী। বর্তমানে এতে দশ সহস্রাধিক

---

২৫৬. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

২৫৭. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

দুষ্প্রাপ্য কিতাবাদি রয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ানের তত্ত্বাধানে এটা পরিচালিত হয়ে আসছে। ছাড়া এ ছাত্রদের প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে 'শহীদ আব্দুল হালিম পাঠাগার' নামে ক্যাম্পাসে ০১টি পাঠাগার রয়েছে। প্রতি বছর ইবতেদায়ী ১ম হতে ৫ম শ্রেণী এবং আলিম ও ফাযিল শ্রেণীর প্রতিজন শিক্ষার্থীকে মাদ্‌রাসা হতে বিনা মূল্যে কিতাব প্রদান করা হয়।[২৫৮]

বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রতিটি ছাত্রছাত্রী কাজ নিয়মিত করছে কিনা তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তত্ত্বাবধান করা হয়। হাতের লেখা পরিষ্কার ও সুন্দর করান জন্য রয়েছে একজন কাতেব প্রশিক্ষক। বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকদের সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল অর্জনের বিশেষ সহায়তা ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা এবং দাখিল, আলিম ও ফাযিল পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে তিন মাস মেয়াদি বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা।[259]

---

২৫৮. গ্রন্থাগারের তথ্য, প্রাগুক্ত

২৫৯. গবেষকের সরেজমিন জরিপ। (তারিখঃ ২৪.১১.২০১৫ খ্রি.)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) মাদ্‌রাসা

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা

ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

মাদ্‌রাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিটি অঙ্গনে নৈতিকতার অবক্ষয়ের যে স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজতম পথ হচ্ছে একদল আদর্শ ও সু-শিক্ষিত মা-জাতি তৈরি করা। প্রচলিত বস্তুবাদী শিক্ষার পরিবর্তে ইসলামি শিক্ষার্জনের মাধ্যমে তারা তাদের নিজস্ব স্বকিয়তা ও শালীনতার বৈশিষ্ট্যে সঠিক ঈমান-আক্বীদা ও কুর'আন সুন্নাহ্ ভিত্তিক সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রাখবে। এর সুদূর প্রসারী গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুন্নীয়তের প্রাতিষ্ঠানিক রূপকার আল্লামা হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)'র আধ্যাত্মিক নির্দেশনায় আওলাদে রাসূল সাহেবজাদা পীরে বাঙ্গাল সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাহেব শাহ্ (মা.যি.আ.) এর বিশেষ নির্দেশনায় ১৯৯৬ খ্রি. খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা।[২৬০] যা বর্তমান হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মাদ্‌রাসা জি.আ.) পৃষ্ঠপোষকতায় আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত। অত্যন্ত মনোরম ও মানসম্পন্ন পরিবেশে শরীয়ত ত্বারিকতের শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামি তাহ্‌যীব তামাদ্দুন হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। নারী শিক্ষায় এ উদ্যোগ সুন্নীয়তের ময়দানে যুগান্তকারী মাইলফলক।[২৬১]

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের তারিখ	:	০১.০৮.১৯৯৬ খ্রি.।
প্রতিষ্ঠাতা	:	আওলাদে রাসূল হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)
ভূমিদাতা	:	আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট।
অর্থদাতা	:	আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট।
শিক্ষার স্তর	:	দাখিল শ্রেণী পর্যন্ত স্বীকৃতি প্রাপ্ত ও এম পি ও ভূক্ত। আলিম শ্রেণী অনুমতি প্রাপ্ত এবং ফাযিল শ্রেণীর ক্লাস চালুকরণ ও অনুমতি প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন।
একাডেমিক স্বীকৃতির সাল	:	দাখিল পর্যায়ে - ২০০১ খ্রি. আলিম পর্যায়ে - ২০১৪ খ্রি. (অনুমতি প্রাপ্ত)।

২৬০. প্রসপেক্টাস, ২০১৫ খ্রি., জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

২৬১. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

প্রতিষ্ঠা কাল হতে অধ্যক্ষ তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	অধ্যক্ষ, মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন চৌধুরী	ভারপ্রাপ্ত (সুপার)
২.	এ.টি.এম.আবু তাহের	ভারপ্রাপ্ত (সুপার)
৩.	মুহাম্মদ জামেউল আকতার চৌধুরী	ভারপ্রাপ্ত (সুপার)
৪.	মুহাম্মদ আজিজুল হক কুতুবী	সুপার
৫.	এ.টি.এম. আবু তাহের	ভারপ্রাপ্ত (সুপার)
৬.	মুহাম্মদ মুরশেদুল হক	সুপার
৭.	ড. মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দীন	অধ্যক্ষ

শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের নামের তালিকা[২৬২]

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১	ড. মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দীন	অধ্যক্ষ
২	ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম	উপাধ্যক্ষ
৩	মুহাম্মদ আবু ইউসুফ	প্রভাষক (আরবি)
৪	মুহাম্মদ কাসেম রেজা	প্রভাষক (আরবি)
৫	মুহাম্মদ ছাইফুল্লাহ	প্রভাষক (আরবি)
৬	জান্নাতুল আকমাম	প্রভাষক (ইংরেজি)
৭	শাহনাজ আকতার	প্রভাষক (বাংলা)
৮	সুলতানা রাজিয়া	সহকারী শিক্ষিকা
৯	হামিদা বেগম	সহকারী শিক্ষিকা
১০	মীর রোগেনারা হামিদা	সহকারী শিক্ষিকা
১১	শাহান আফরোজ	সহকারী শিক্ষিকা
১২	মুহাম্মদ একরাম আজম	সহকারী মাওলানা
১৩	মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন	সহকারী মাওলানা
১৪	মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	সহকারী মাওলানা
১৫	মুহাম্মদ শামীম আরা বেবী	সহকারী শিক্ষিকা (ইংরেজি)
১৬	মুহাম্মদ শামশুল আলম	জুনিয়র মৌলভী
১৭	মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম	ইবতেদায়ী ক্বারী
১৮	মুহাম্মদ শেখ সা'দী	এবতেদায়ী প্রধান
১৯	জান্নাতুল রায়হান	সহকারী মাওলানা
২০	খালেদা বেগম	সহকারী শিক্ষিকা
২১	লাইজুমান নুর	জুনিয়র শিক্ষিকা

২৬২. *প্রাগুক্ত*

২২	মরিয়ম বেগম	ইবতেদায়ী শিক্ষিকা
২৩	ছৈয়্যদা আমেনা বিবি	ইবতেদায়ী শিক্ষিকা
২৪	নাসমিন সুলতানা	ইবতেদায়ী শিক্ষিকা
২৫	মুহাম্মদ আবুল কালাম	অফিস সহকারী
২৬	মুহাম্মদ বশির আহমদ	অফিস সহকারী
২৭	মুহাম্মদ আবু বকর	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর

ছাত্রী সংখ্যা[২৬৩]

ক্রমিক নং	শ্রেণীর নাম	ছাত্রীর সংখ্যা
১	নার্সারী	১০০
২	প্রথম	১১২
৩	দ্বিতীয়	১০০
৪	তৃতীয়	১১০
৫	চতুর্থ	৮২
৬	পঞ্চম	৮০
৭	ষষ্ঠ	৮৫
৮	সপ্তম	৮৫
৯	অষ্টম	৭৫
১০	নবম	৭৫
১১	দশম	৬২
১২	আলিম ১ম বর্ষ	৪৬
১৩	আলিম ২য় বর্ষ	৫০
১৪	ফাজিল ১ম বর্ষ	৩২
১৫	ফাজিল ২য় বর্ষ	৩২
১৬	ফাজিল ৩য় বর্ষ	১২
		১১৩৮

কৃতি শিক্ষার্থী তালিকা

২০০৮ খ্রি. — ৫ম শ্রেণী : ১. জোবাইদুন্নাহার পান্না - টেলেন্টপুল
২. সানজিদা আকতার - সাধারণ।

২০০৯ খ্রি. ১. সালমা আকতার - সাধারণ
২. জান্নাতুল মাওয়া নওশিন - সাধারণ
৩. নিগার সুলতানা - সাধারণ

২৬৩. *প্রাগুক্ত*

২০০৮ খ্রি. — ৮ম শ্রেণী : ১. নাসরিন আকতার - টেলেন্টপুল
২. পরওয়ানা জান্নাত - টেলেন্টপুল

২০১০ খ্রি. ১. নুসরাত তামান্না - টেলেন্টপুল
২. সাদিয়া আকতার - টেলেন্টপুল

২০১১ খ্রি. ১. তাসমিন আফরোজ - সাধারণ
২. উম্মুল খায়ের মাতজান - সাধারণ

২০১২ খ্রি. ১. নার্গিস আকতার সুমাইয়্যা - টেলেন্টপুল
২. জান্নাতুল মাওয়া নওশিন - সাধারণ
৩. সালমা আকতার - সাধারণ

২০১৩ খ্রি. ১. আফিয়াত শামস - টেলেন্টপুল
২. ছবিলুন নাহার - সাধারণ

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষার ফলাফল[২৬৪]

পরীক্ষার নাম	বছর	A+	A	A-	B+	B		মোট	শতকরা
ইবতেদায়ী সমাপনী	২০১০	৬৪	০৪	×	×	×	×	৬৮	১০০%
ইবতেদায়ী সমাপনী	২০১১	০৭	৪৯	০৯	×	×	×	৬৫	১০০%
ইবতেদায়ী সমাপনী	২০১২	১৬	৪৩	০৫	×	×	×	৬৪	১০০%
ইবতেদায়ী সমাপনী	২০১৩	১৭	৫২	০৩	×	×	×	৭২	১০০%
ইবতেদায়ী সমাপনী	২০১৪	০৮	৭২	০৯	০১	×	×	৭২	১০০%
ইবতেদায়ী সমাপনী	২০১৫	০৫	৭৬	০৩	০০	০০	০০	৮৪	১০০%
জেডিসি	২০১০	০১	৪৮	১০	×	×	×	৫৯	১০০%
জেডিসি	২০১১	১১	৪০	০৬	×	×	×	৫৭	১০০%
জেডিসি	২০১২	১৬	৩৭	০১	×	×	×	৫৪	১০০%
জেডিসি	২০১৩	৪৫	১৭	০৩	×	×	×	৬৫	১০০%
জেডিসি	২০১৪	৪৯	১৪	০১	×	×	×	৬৪	১০০%
জেডিসি	২০১৫	২২	৪০	০০	০০	০০	০০	৬২	১০০%
দাখিল	২০১০	২৭	১০	×	×	×	×	৩৭	১০০%
দাখিল	২০১১	২০	০৬	×	×	×	×	২৬	১০০%
দাখিল	২০১২	৩১	১৬	×	×	×	×	৪৭	১০০%
দাখিল	২০১৩	৩৭	২৫	×	×	×	×	৫২	১০০%
দাখিল	২০১৪	৪২	১২	×	×	×	×	৫৪	১০০%
দাখিল	২০১৫	২৫	২০	×	×	×	×	৪৫	১০০%
আলিম	২০১০	০৯	১২	০১	×	×	×	২২	১০০%

২৬৪. *প্রাগুক্ত*

আলিম	২০১১	১৪	১৮	০১	×	×	×	৩২	১০০%
আলিম	২০১২	২৩	১১	০২	×	×	×	৩৬	১০০%
আলিম	২০১৩	১৬	০৮	০৩	×	×	×	২৭	১০০%
আলিম	২০১৪	১৩	২৯	০৩	×	×	×	৪৫	১০০%
আলিম	২০১৫	১৬	২৩	০২	×	×	×	৪১	১০০%

মাদ্‌রাসার বৈশিষ্ট্যাবলী[২৬৫]

১. বিষয়ভিত্তিক দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও আদর্শবান শিক্ষক/ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পাঠদান।
২. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং যুগোপযোগী সিলেবাস অনুসরণ।
৩. লেখাপড়ার পাশাপাশি চরিত্র গঠনে উন্নত প্রশিক্ষণ
৪. কেন্দ্রীয় পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোচিং করার ব্যবস্থা।
৫. মেধাবী ছাত্রদেরকে বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা।
৬. মেধাবী-গরীব ছাত্রীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা।
৭. সাপ্তাহিক বক্তৃতা ও বিতর্ক সভার আয়োজন।
৮. কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স এর ব্যবস্থা।
৯. সমৃদ্ধ পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ।
১০. আরবি, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে বিশেষ পাঠদান।
১১. সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।
১২. সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস।
১৩. ক্যাম্পাসে মোবাইল ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
১৪. M.B.A (Madrasha Based Assessment) প্রবর্তন।

মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া

নুনিয়ারছড়া, কক্‌সবাজার

পাক–ভারত উপমহাদেশসহ গোটা ইসলামি বিশ্বের সর্বত্র ইহুদী নাসারাদের মদদপুষ্ঠ বাতিল ফিরকারা কৌশলে ঈমানের মূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান মান মর্যাদা সমুন্নতকারী ও চর্চা থেকে সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছিল। বিভিন্ন মাদ্‌রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র ও কুর'আন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব (সা.) ও আউলিয়ায়ে কিরামের শান-মানের বিরুদ্ধে বক্তব্য ও লিখনী দ্বারা সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। শরী'আত, ত্বারীক্বাত মাযহার-মিল্লাত ও সুন্নীয়তের এ দোলুল্যমান পরিস্থিতিতে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখাকে সমাজে বাস্তবায়নের মহান উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হরিপুর সিরিকোট দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্

২৬৫. সাক্ষাৎকার: ড. মুহাম্মদ সরোয়ার উদ্দীন, অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া জামেয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ১৫.১১.২০১৫ খ্রি.)

(মা.যি.আ.) ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মুরীদদের নিয়ে 'মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬৬]

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ৩১.০১.২০০২ খ্রি. দাখিল পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি লাভ করে। পরবর্তীতে ০১.০১.২০০৫ খ্রি. থেকে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ২০০৪ খ্রি. থেকে এ মাদ্‌রাসা দাখিল (মাধ্যমিক) পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে এবং প্রতিবছর কক্সবাজার জেলার শীর্ষস্থানে রয়েছে। বিগত ০১.০৭.২০১৪ খ্রি. হতে ৩ বছর আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) ক্লাসের পাঠদানের অনুমতি লাভ করেছে।[২৬৭]

মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ[২৬৮]

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	আলহাজ্ব ওমর সুলতান	সভাপতি
২	আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল কবির	সদস্য
৩	আলহাজ্ব মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন চৌধুরী	সদস্য
৪	আলহাজ্ব শফিকুর রহমান কোম্পানী	সদস্য
৫	জনাবা মরিয়ম বেগম	সদস্য
৬	মাওলানা সালাহ্‌উদ্দীন মুহাম্মদ তারেক	সদস্য
৭	আজিজুল ইসলাম	সদস্য
৮	অধ্যক্ষ পদাধিকারে	সদস্য সচিব

ছাত্র-ছাত্রী

'ছাত্র' একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উপকরণ ও প্রাণ। ফুলবিহীন যেমন বাগানের অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন তেমনি শিক্ষার্থী ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তেমন প্রাণহীন। বর্তমান ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৭০০'শ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত।[২৬৯] চাহিদানুপাতে ছাত্রদের স্থান সংকুলানের জন্য মাদ্‌রাসা প্রয়োজন আরও ভবন ও খানক্বাহ্‌, মসজিদ, সম্প্রসারণ। এখনো সীমাবদ্ধতার গন্ডিতে আবদ্ধ থাকায় দূর-দূরান্তের অনেক গরীব ও মেধাবী ছাত্র ভর্তি করা ও আবাসিক উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা।

২৬৬. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া, নুনিয়াছড়া, ককস্‌বাজার।
২৬৭. সাক্ষাৎকার: মুহাম্মদ ইউসুফ বদরী, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া, নুনিয়াছড়া, ককস্‌বাজার। (তারিখ: ২৫.১১.২০১৫ খ্রি.)
২৬৮. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া, নুনিয়াছড়া, ককস্‌বাজার।
২৬৯. *প্রাগুক্ত*

ছাত্রবাস ও লিল্লাহ বোর্ডিং পরিচালনা

ঐক্য, শৃঙ্খলা, আক্বিদা, সুশিক্ষা- শ্রদ্ধাবোদ ও সহমর্মিতার ব্যাপক সমারোহে মনোরম, সমুজ্জল পরিবেশে কয়েকজন আবাসিক শিক্ষকের সুষ্ঠ তত্ত্বাবধানে দূর-দূরান্তের প্রায় ২০০ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে অবস্থান করছে। এতিম ও গরিব ছাত্রদের জন্য রয়েছে লিল্লাহ্ বোর্ডিং। কিছু দানবীর ভাই ও আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত মাদ্‌রাসার "লিল্লাহ্ ফান্ড' এর আওতায় মাদ্‌রাসার আবাসিক ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্রি-হাফ ফ্রি ভাবে থাকা-খাওয়ার সুবিধা ভোগ করে আসছে। নি:স্ব দরিদ্র এতিম মেধাবী ছাত্ররা যাতে ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য তাদেরকে লিল্লাহ্ ফান্ডের আওতায় এনে থাকা-খাওয়ার লেখা-পড়া করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, সে কারণে লিল্লাহ্ ফান্ড পরিচালনায় প্রতি বছর লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। বর্তমান পীর সাহেব হুজুরের বক্তবৃন্দের সাহায্য সহযোগিতাই এ কাজের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো হয়। তাই এককালীন অনুদান, যাকাত, ফিত্‌রা কোরবানীর চামড়া, মান্নত ইত্যাদির মাধ্যমে এ ফান্ডে সহযোগিতা করার জন্য মাদ্‌রাসার পক্ষ থেকে এবং আনজ্‌মান ট্রাস্ট কক্সবাজার অত্র দরবারে বক্তবৃন্দের প্রতি আবেদন জানিয়েছে। উল্লেখ থাকে যে, লিল্লাহ্ বোডিং এর জন্য ফিশারী ঘাটের ব্যবসায়ী ভাইয়েরা প্রতিদিন প্রয়োজনীয় মৎস্য দান করে আসছেন এবং ১৩ জন এতিম ছাত্রদের জন্য সমাজ সেবা হতে ক্যাপিটেশন গ্রাণ্ড দেয়া হচ্ছে এবং ঢাকার এক ভক্ত দশ জন এতিম ছাত্রদের মাসিক এক হাজার টাকা করে খরচ বহন করে যাচ্ছেন। এভাবে ছাত্রাবাস ও লিল্লাহ্ বডিং পরিচালনা হয়ে আসছে।[২৭০]

যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন

প্রতিষ্ঠানটি পর্যটন নগরী কক্সবাজারের একটি ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ছাত্রদেরকে একজন প্রকৃত আলেম ও দেশ প্রেমিক যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত ও নির্ধারিত বইয়ের পাশাপাশি বেশ কিছু যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের বই সমূহ ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যাতে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ঠিকতে পারে।

টিউটোরিয়াল পরীক্ষা ও মডেল টেষ্ট

শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মনোন্নয়ন ও গতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিমাসে প্রত্যেক বিষয়ে কমপক্ষে দুটি করে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেওয়া হয়। এছাড়া এবতেদায়ী ৫ম ও দাখিল ৮ম শ্রেণী এবং দাখিল (মাধ্যমিক) পরীক্ষার্থীদের জন্য ফাইনাল পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ ক্লাস নেয়া হয়। এতে তাদের মূল্যায়ন কল্পে তারিখ ঘোষণার মাধ্যমে মডেল টেস্ট গ্রহণ করা হয়।

২৭০. প্রসপেক্টাস ২০১৪-১৫ খ্রি., মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া, নুনিয়াছড়া, ককস্‌বাজার।

বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল

২০০৪ খ্রি. থেকে অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা দাখিল বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ যুগোপোযোগী ও ফলপ্রসূ পদ্ধতিতে ছাত্রদেরকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য গড়ে তুলে। ফলে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন ফলাফল বিপর্যয়ের শংকিত তখন অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলে আন্‌জুমান ট্রাস্ট গর্বিত ও আনন্দিত। ফলাফলে এ প্রতিষ্ঠান কক্সবাজার জেলার শীর্ষে। বিগত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের জেডিসি পরীক্ষায় সারা দেশের শ্রেষ্ঠ ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অত্র মাদ্‌রাসা স্থান করে নেয় এবং সরকারী ভাবে পুরুস্কৃত হয়।

মাদ্‌রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দের নামের তালিকা[২৭১]

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১	মুহাম্মদ ইউসুফ বদরী	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
২	মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন	প্রভাষক (আরবি)
৩	সালাহ্ উদ্দীন মুহাম্মদ তারেক	প্রভাষক (আরবি)
৪	মুহাম্মদ মনির আহমদ	প্রভাষক (বাংলা)
৫	মুহাম্মদ আজিজুল ইসলাম	প্রভাষক (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
৬	শারমিনা হক	প্রভাষক (ইংরেজি)
৭	মুহাম্মদ ছলিম উল্লাহ্	সহকারী মৌলভী
৮	মুহাম্মদ মুছা	সহকারী মৌলভী
৯	মুহাম্মদ মহি উদ্দীন	সহকারী মৌলভী
১০	মুহাম্মদ নাজেম উদ্দীন	সহকারী শিক্ষক (গণিত)
১১	মুহাম্মদ ওসমান গণি	সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)
১২	মুহাম্মদ আরিফ	সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)

মাদ্‌রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দের নামের তালিকা[২৭২]

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১৩	মুহাম্মদ মহিউদ্দীন	সধারণ শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)
১৪	নুর সালমা খাতুন	সহকারী শিক্ষক (কৃষি)
১৫	মুহাম্মদ সুলতান	সহকারী মৌলভী (অতিরিক্ত)
১৬	মুহাম্মদ জমিল	সহকারী মৌলভী (অতিরিক্ত)
১৭	মুহাম্মদ আবু জুনাইদ	সহকারী শিক্ষক (অতিরিক্ত)
১৮	মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্	সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও প্রযুক্তি)

---

২৭১. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া, নুনিয়াছড়া, ককস্‌বাজার।

২৭২. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া, নুনিয়াছড়া, ককস্‌বাজার।

১৯	মুহাম্মদ নুরুল কাদের রেজভী	ইবতেদায়ী প্রধান
২০	সেলিনা আক্তার	জুনিয়র মৌলভী
২১	মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	ইবতেদায়ী ক্বারী
২২	মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান	জুনিয়র শিক্ষক
২৩	মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	হিসাব সহকারী কাম শিক্ষক
২৪	মুহাম্মদ হোছাইন কবির	নিম্নমান সহকারী কম্পিউটার অপারেটর

মাদ্‌রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম)

বানুর বাজার, ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

ভারত উপমহাদেশে ইসলাম এসেছে আউলিয়ালে কেরাম ও সূফী-দরবেশদের মাধ্যমে। তারা ধর্মের মর্মবাণী মানুষের হৃদয়গ্রাহী করতে অনেক ত্যাগ সাধন করেন। উপমহাদেশে ইসলামি আদর্শ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সুন্নী মতাদর্শভিত্তিক যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির প্রয়াসে তাঁদের অতুলনীয় রয়েছে। তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সাধক, গাউসে যামান, আওলাদে রাসূল রয়েছে রাহ্‌নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) এর অসাধারণ অবদান রয়েছে। অসংখ্য দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি চির স্মরণীয় থাকবেন। মাদ্‌রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম) তাঁর স্মৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন। বার আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত চাট্গাঁ অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মহিমায় সমুজ্জ্বল। শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের লীলাভূমি চট্টগ্রাম জেলার শিল্প এলাকা সীতাকুণ্ড উপজেলার ভাটিয়ারী বানুর বাজারস্থ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন পূর্ব পাশে মনোরম পরিবেশে মাদ্‌রাসাটি অবস্থিত। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে হুযূর (র.) ও শেরে মিল্লাত মুফ্তী ওবাইদুল হক নঈমীসহ কুমিল্লা টাউন হলে মাহ্‌ফিল থেকে আসার পথে আসরের নামাযের সময় হলে বানুর বাজার রাস্তার পাশের মসজিদে নামায আদায় করেন। নামাযের পর মসজিদ থেকে পূর্ব দিকে পিরিয়ে কি যেন বলতে চেয়েছেন। নামাযের পর মসজিদ থেকে পূর্ব দিকে ফিরিয়ে কি যেন বলতে চেয়েছেন, আলহাজ্ব মোবারক হোসেন সওদাগর ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি হুযূর ক্বিবলাহ্ (র.)-এর প্রথম সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।[২৭৩]

১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষানুরাগী মরহুম আলহাজ্ব ডা. গোলাম মুর্শেদ চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় ফৌজদার কে.এম. উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সুন্নী সম্মেলনে আওলাদে রাসূল সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ হুযূর (র.) তাশরীফ আনেন। মরহুম মাওলানা মাহবুব আলম রিযভী'র অনুপ্রেরণায় মাহফিলে মরহুম আহমদ সওদাগর, মরহুম আলহাজ্ব সাবের সূফী কামাল, আলহাজ্ব মোবারক হোসেন সওদাগরসহ অনেকে হুযূর ক্বিবলাহ্‌র বায়'আত গ্রহণ করেন।[২৭৪]

২৭৩. আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, *মাদ্‌রাসা-এ-মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম) প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্য*, চট্টগ্রাম: আত্-তৈয়্যব ২০১৫ খ্রি./ ১৪৩৬ হি./১৪২১ বাংলা, পৃ. ৩৩

২৭৪. *প্রাগুক্ত*

খান্ক্বাহ্ ও মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন

আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত খানক্বাহ্গুলো হল ত্বারীক্বাতের আদর্শ বিকাশের কেন্দ্র। এখানে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের আকাঙ্খা পূরণে আধ্যাত্মিকতার চর্চা করা হয়। এ মর্মে মুর্শিদ ক্বিবলাহ্র মুরীদরা খানক্বাহ্ নির্মানে খুঁজতে ছিলেন। তখন রহমত চৌধুরী পরামর্শে মরহুম আলহাজ্ব নেছার আহমদ চৌধুরী ও তাঁর ভাই আলহাজ্ব শাহ্ আলম চৌধুরীকে কিছু জমি দান করতে অনুরোধ করলে তারা ৮ শতক জমি আন্জুমানে রাহ্মানিয়া আহ্মদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টকে দান করেন। আন্জুমান ট্রাস্ট খানক্বাহ্ শরীফ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করার নিমিত্তে জায়গাগুলো বর্তমান মাদ্রাসার নামে রেজিস্ট্রি করে। দানকৃত জমিতে স্থানীয় পীর ভাইদের আবেদন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে হুযূর ক্বিবলাহ্ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) ১২.০৮.১৯৮৩ খ্রি. খানক্বাহ্য়ে ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া এবং মাদ্রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহ্মদিয়া সুন্নিয়ার ভিত্তি দেন।[২৭৫] ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাঁশের বেড়ার তৈরী খানক্বাহ্ থেকে সিলসিলার কাজ আরম্ভ হয়ে মক্তব, পর্যায়ক্রমে ইবতেদায়ী, দাখিল এবং আলিম পর্যন্ত বর্তমানে কার্যক্রম চলছে।[২৭৬]

মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক

আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালনাধীন মাদ্রাসা-এ-মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম)-এর পৃষ্ঠপোষক হলেন আওলাদে রাসূল (সা.) রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)ও পীরে বাঙাল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)[২৭৭]

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মৌলিক আক্বীদাহ্ বিশ্বাস ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে যুগোপযোগী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে যথার্থ শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শবান দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক গড়ে তোলা, বিশেষত: মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর সন্তুষ্টি অর্জন।

মাদ্রাসার সরকারী স্বীকৃতি লাভ

এ মাদ্রাসা ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল এমপিওভুক্ত হয়। ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে আলিম এর অনুমতি লাভ করে বর্তমানে চূড়ান্ত

---

২৭৫. অফিস রেকর্ড, মাদ্রাসা-এ-মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

২৭৬. আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

২৭৭. *প্রাগুক্ত*

স্বীকৃতি লাভের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।[২৭৮] বর্তমানে আবাসিক-আনাবাসিক হিফযখানাসহ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫০০ জন। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য নূন্যতম ৭৫% ক্লাসে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক।

১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষুদ্র কলেবরে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে আজ সীতাকুণ্ড উপজেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যে সব সমাজহিতৈষী ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখেছেন তাদের অনেকে আজ দুনিয়াতে বেঁচে নেই, জান্নাতবাসী হয়েছেন।

যাদের উদ্যোগে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

ক্রমিক	নাম	ঠিকানা	পদবী
১.	আলহাজ্ব নেছার আহমদ চৌধুরী	ইমাম নগর	প্রথম সভাপতি
২.	আলহাজ্ব শাহ্ আলম চৌধুরী	ইমাম নগর	বর্তমান সভাপতি
৩.	আলহাজ্ব সাবের আহমদ সওদাগর	ভাটিয়ারী	প্রাক্তন সভাপতি
৪.	আলহাজ্ব সূফী কামাল উদ্দীন	বি.এম.এ.গেট	কমিটির সদস্য
৫.	আলহাজ্ব মোবারক হোসেন সওদাগর	দূর্লভবাড়ী আব্দুল্লাহ্ ঘাটা	কমিটির সদস্য
৬.	আলহাজ্ব ডা. গোলাম মুর্শেদ চৌধুরী	ফৌজদার হাট	প্রাক্তন সেক্রেটারী
৭.	আলহাজ্ব নূরুল আবছার চৌধুরী	আব্দুল্লাহ ঘাটা	প্রাক্তন সেক্রেটারী
৮.	আলহাজ্ব মাও. আবদুর রহিম আনসারী	চঁন্দনাইশ	প্রাক্তন অধ্যক্ষ
৯.	আলহাজ্ব মাদ্‌রাসা নূরুল ইসলাম	মাদাম বিবির হাট	প্রাক্তন সেক্রেটারী
১০.	আলহাজ্ব ইঞ্জি. আমিনুর রহমান	কদমরসুল	বর্তমান শিক্ষানুরাগী
১১.	আলহাজ্ব নাছির আহমদ জব্বার	ফৌজদারহাট	কমিটির সদস্য

প্রতিষ্ঠা থেকে অধ্যক্ষ

ক্রমিক	নাম	মেয়াদ
১.	আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রাহীম আনসারী	১৯৮৩-২০০৭
২.	আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ হাছান রিযভী, পটিয়া	২০০৭ থেকে অদ্যাবধি

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান[২৭৯]

১. মুহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী, ইমাম নগর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

২. এডভোকেট আবদুস সবুর মোখতেয়ার, সলিমপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

৩. আলহাজ্ব আবুল বশর কন্ট্রাক্টার, ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

৪. নাছির আহমদ চৌধুরী, ইমাম নগর, সলিমপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

৫. এয়াকুব আলী, ব্রিকফিল্ড, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

৬. ফখরী এন্ড সন্স, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

৭. মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম, ফৌজদারহাট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

---

২৭৮. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ-মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

২৭৯. প্রাগুক্ত

৮. আলহাজ্ব সোলাইমান, বিটিসি গেট, ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৯. মুহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, বি.এম.গেট, ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১০. আলহাজ্ব রহমত চৌধুরী, ইমাম নগর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১১. মোহাম্মদ নাদের কেরানী, ফৌজদারহাট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১২. কামাল উদ্দীন চৌধুরী, কদমারসূল, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১৩. সাহাব মিয়া সওদাগর, বিটিসি গেট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১৪. জেবল হোসেন সওদাগর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১৫. মুহাম্মদ মিয়া, বিটিসি গেট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১৬. মুহাম্মদ মিয়া, ফৌজদারহাট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১৭. আলহাজ্ব আবদুল মোতালেব, ফৌজদারহাট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১৮. ওমর আলী মিয়া সওদাগর, ইমাম নগর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১৯. আলহাজ্ব সেলিম আকবর, বি.এম.এ.গেট সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
২০. মাওলানা কামাল উদ্দীন আজহারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
২১. আলহাজ্ব কামাল উদ্দীন, চেয়ারম্যান, সলিমপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
২২. আবদুল বাতেন, পাকা রাস্তার মাথা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
২৩. মুহাম্মদ ইসরাঈল, রহিম স্টিল, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
২৪. আলহাজ্ব আহমদুর রহমান, ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
২৫. আবদুর রহিম, বিএমগেট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
২৬. আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফি, বাংলা বাজার, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
২৭. মরহুম আবদুল জব্বার টেন্ডল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
২৮. মোহাম্মদ বাদশা আলম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
২৯. জামাল উদ্দীন সওদাগর, বিটিসি গেট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৩০. মুহাম্মদ বকসু মিয়া, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৩১. মরহুম মুহাম্মদ ইদ্রিস, বিটিসি গেট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৩২. মজলিশ খান, ফটিকছড়ি, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৩৩. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম চৌধুরী, ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৩৪. মোহাম্মদ আবদুল গণি চৌধুরী, ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৩৫. এয়ার আলী চৌধুরী, ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৩৬. সায়েরা খাতুন, তুলাতলী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৩৭. জানে আলম জনি, ফৌজদারহাট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৩৮. নিগার সুলতান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
৩৯. সোলেমান সওদাগর, বি.এম.এ গেট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৪০. মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান, কালুশাহ নগর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৪১. মুহাম্মদ মুসলিম, মাদামবিবির হাট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৪৩. মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দিন, ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৪৪. মুহাম্মদ লোকমান সওদাগর, বি,এম,এ গেইট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

শিক্ষক ও কর্মচারী

মাদ্রাসায় ১৩ জন স্কেলধারী এবং ১৭ জন স্কেলবিহীন শিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন। শিক্ষকরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ। শিক্ষকদের অনেকে উচ্চতর ডিগ্রী প্রাপ্ত।[২৮০]

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ হাছান রেজভী	অধ্যক্ষ
২	আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ শফিউল আলম	উপাধ্যক্ষ
৩	আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মুসা আল কাদেরী	প্রভাষক (আরবি)
৪	মাওলানা মুহাম্মদ জাবিদ হোসাইন	প্রভাষক (আরবি)
৫	মেরিনা আনোয়ার	প্রভাষক (বাংলা)
৬	মোহাম্মদ ওমর ফারুক	প্রভাষক (ইংরেজি)
৭	মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মজিদ	প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস)
৮	মোহাম্মদ নূরুল করিম	প্রভাষক (ইংরেজি)
৯	আলহাজ্ব মাওলানা এ.এস.এম. হারুনুর রশীদ নুরী	সহকারী মৌলভী
১০	মাওলানা মুহাম্মদ হাসান শরীফ	সহকারী মৌলভী
১১	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম	সহকারী মৌলভী
১২	মুহাম্মদ সারোয়ার হোসেন	সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান)
১৩	জেবুন নাহার	সহকারী শিক্ষিকা (গণিত)
১৪	তাহমিনা আক্তার	সহকারী শিক্ষিকা (সমাজ বিজ্ঞান)
১৫	মুহাম্মদ আলা উদ্দীন	সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার)
১৬	মুহাম্মদ নূরুল আমিন	সহকারী মৌলভী
১৭	মাওলানা মুহাম্মদ রহিম উদ্দীন	ইবতেদায়ী প্রধান
১৮	রিনা আক্তার	ইবতেদায়ী শিক্ষিকা
১৯	মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন ইউসুফ	ইবতেদায়ী শিক্ষক
২০	ক্বারী মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	ইবতেদায়ী ক্বারী
২১	হাফিয মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ	শিক্ষক (হিফযুল কুর'আন)
২২	জুবাইদা আক্তার	শিক্ষিকা (নার্সারী শাখা)
২৩	নাহিদ জাহান	শিক্ষিকা (নার্সারী শাখা)
২৪	মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন	অফিস সহ. কম্পিউটার অপারেটর
২৫	মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন	হিসাব রক্ষক কম্পিউটার অপারেটর
২৬	মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন	এম.এল.এস.এস
২৭	মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	এম.এল.এস.এস
২৮	মুহাম্মদ নুরুন্নবী রুয়েল	ড্রাইভার
২৯	মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ	নৈশ প্রহরী
৩০	মুহাম্মদ শামসুল আলম	বাবুর্চি

২৮০. প্রাগুক্ত

মাদ্‌রাসা ভবন

ত্রিতল বিশিষ্ট ২টি ভবন, এর ১টির মধ্যে প্রশাসনিক ভবন, খানক্বাহ্‌ ও শ্রেণীকক্ষ, অপরটি ৬ কক্ষ বিশিষ্ট ত্রিতল ভবন যার মধ্যে হিফযখানা ও আবাসিক ভবন। আর ২টি ১ তলা বিশিষ্ট ফ্যাসিলিটিজ ভবন রয়েছে যে গুলোর মধ্যে শ্রেণীর পাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাদ্‌রাসার সামনে একটি খেলার মাঠ রয়েছে।[২৮১]

বোর্ড পরীক্ষার সফলতা

মাদ্‌রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেক বছর ইবতেদায়ী সমাপনী, জেডিসি, দাখিল, আলিম কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জন করে আসছে। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে ২ জন জেডিসি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল বৃত্তি লাভ করে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে ১ জন জেডিসি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল বৃত্তি লাভ করে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে ৫ম শ্রেণীতে ২ জন ট্যালেন্টপুল বৃত্তি লাভ করে।[২৮২]

লিল্লাহ বোর্ডিং ও ইতিমখানা

ঐক্য, শৃঙ্খলা, আক্বীদাহ্‌ ও সুশিক্ষা শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতায় মৈত্রীর বন্ধনে মনোরম পরিবেশে ১ জন হোস্টেল সুপার ও ২জন অভিজ্ঞ আবাসিক শিক্ষকের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে হিফযখানাসহ প্রায় একশত ছাত্র ছাত্রাবাসে অবস্থান করে দু'বেলা খাবারসহ আবাসিক শিক্ষকের নিকট থেকে সকাল-বিকাল পাঠ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছে। ছাত্রদের মধ্যে যারা গরীব অসহায় ইতীম মেধাবী ছাত্রদের জন্য ইতীমখানায় ভর্তি করে ফ্রি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ।[২৮৩]

হিফযুল কুর'আন বিভাগ

পবিত্র কুর‘আনুল কারীম হিফয্‌ করার জন্য মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ আলাদা হিফ্‌যুল কুর'আন বিভাগ চালু করেছেন। সুদক্ষ হাফিয কুর'আন তৈরীর লক্ষ্যে দু'জন অভীজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে হিফ্‌যুল কুর'আন বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ৪০ জন শিক্ষার্থী কুর'আন মাজীদ হিফ্‌য করে আসছেন।[২৮৪]

খেলাধূলা ও সংস্কৃতি চর্চা

প্রতি সাপ্তাহের বৃহস্পতিবার ৩য় ঘন্টার পর আধুনিক যুগোপযোগী জটিল কঠিন বিষয়াদি ও আক্বায়িদের মৌলিক বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠিত হয় সাপ্তাহিক জলসা, বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ প্রত্যেকটি জাতীয় দিবস ও

---

২৮১. গবেষকের সরেজমিন জরিপ। (তারিখঃ ২৮.১১.২০১৫ খ্রি.)

২৮২. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

২৮৩. সাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রিজভী, অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। (তারিখঃ ০২.১২.২০১৫ খ্রি.)

২৮৪. আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহ্‌ আলম চৌধুরী, সভাপতি, মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ, মাদ্‌রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া (আলিম), ভারটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

ধর্মীয় দিবসে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধূলা, রচনা প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[২৮৫]

লাইব্রেরী

বর্তমান মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু, প্রভৃতি ভাষায় লিখিত বিষয় ভিত্তিক প্রায় ছয়শত'র কাছাকাছি কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য মাদ্রাসায় ৮টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ একটি ল্যাব রয়েছে। একজন দক্ষ ও অভিক্ষ কম্পিউটার শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার শেখানো হয়।[২৮৬]

পরীক্ষা পদ্ধতি

সরকারী কারিকুলাম অনুযায়ী অর্ধবার্ষিকী, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষা ছাড়াও ক্লাস টেস্ট, মডেল টেস্ট, টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেওয়া হয়। এছাড়া ইবতেদায়ী সমাপনী, জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।[২৮৭]

ইউনিফর্ম, ব্যাজ ও পরিচয়পত্র

এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ইউনিফর্ম বাধ্যতামূলক। ছাত্রদের জন্য সাদা পায়জামা, সাদা পাঞ্জাবী, সাদা টুপি, সাদা জুতো ও সাদা মোজা। ছাত্রীদের জন্য সাদা ফ্রক/কামিজ, সাদা সেলোয়ার, সাদা ওড়না, সাদা জুতো, সাদা মোজা ও কালো বোরকা। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত ব্যাজ ও পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা ও কার্য দিবসে সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক।[২৮৮]

ডায়েরী

ডায়েরী এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক কর্মসূচীর নির্দেশনা। এতে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিয়মাবলীর বিবরণ। এ ডায়েরী শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগসূত্র রচনার উৎকৃষ্ট মাধ্যম। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ডায়েরী সংগ্রহ এবং দৈনিক লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক।

খতমে গাউসিয়া ও গেয়ারভী শরীফ উদ্‌যাপন

হুযূর ক্বিবলাহ্ (মা.যি.আ.)-এর অনুমোদনক্রমে মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় খানক্বাহ্ শরীফে ধর্মীয় গুরুত্ব সহকারে ত্বারীক্বাতের মাহ্ফিল প্রতি বৃহস্পতিবার বাদে ফজর খতমে গাউসিয়া শরীফ এবং প্রতি চাঁদের এগার তারিখ গেয়ারভী শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। মাহ্ফিলে মাদ্রাসার আবাসিক শিক্ষক ও ছাত্রদের উপস্থিতিতে পীর ভাই-বোন মাদ্রাসার শুভানুধ্যায়ীসহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য আল্লাহর দরবারে হযরাতের কেরামের উসীলা নিয়ে বিশেষ মুনাজাত করা হয়।[২৮৯]

---

২৮৫. গবেষকের সরেজমিন জরিপ। (তারিখঃ ২৮.১১.২০১৫ খ্রি.)

২৮৬. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

২৮৭. *প্রাগুক্ত*

২৮৮. *প্রাগুক্ত*

২৮৯. আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দাখিল (মাধ্যমিক) মাদ্‌রাসা

তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা

কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত বিখ্যাত কর্ণফুলি পেপার মিলস্ লি. এর ১নং গেইট সংলগ্ন এক মনোমুগ্ধকর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবস্থিত উক্ত মাদ্‌রাসাটি উপমহাদেশের প্রখ্যাত অলিয়া কামিল, আওলাদে রাসূল (সা.) হযরতুল হাজ্ব আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) নির্দেশ মোতাবেক ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৯০] এতদাঞ্চলে ইসলামের মূলধারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ভিত্তিতে এবং আধ্যাত্মিকতার রৌশনি বিতরণ পূর্বক ইসলামের বিশাল দায়িত্ব পালন করে চলেছে। কেপিএম এর তৎকালীন এম.ডি এ.ই.এম ইসহাক পীর সাহেব হুযুরের অসংখ্য দ্বীনদার, পরহিযগার, দানবীর ও নবী প্রেমিক ভক্ত-অনুরক্তগণকে নিয়ে এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান পীর সাহেব হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) এর পৃষ্ঠপোষকতা, আঞ্জুমান ট্রাস্টের চৌকস নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সহযোগিতা, কেপিএম ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দের নি:স্বার্ত বদান্যতায় প্রতিষ্ঠানটি সুন্দর ও সশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

শরীয়াত তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ত্বারীকাতের অমিয় সুধায় সিক্ত করার অনন্য প্রয়াসে মাদ্‌রাসা ক্যাম্পাস অভ্যন্তরে পীর সাহেব হুযুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, খানক্বাহ্‌য়ে ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া খানক্বাহ্ শরীফ।

প্রতিষ্ঠানটি ০১.০১.২০০৫ ইং সনে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের স্বীকৃতি অর্জন করে।[২৯১] বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি মাওলানা মুহাম্মদ জাফরুল আলম নিজামীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

ইবতেদায়ি প্রথম থেকে দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ১৩ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকার অধ্যাপনায় অধ্যয়নরত।[২৯২] মাদ্‌রাসাটি কাপ্তাই উপজেলা থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ভৌত অবকাঠামোর অংশ হিসেবে এতে রয়েছে ৫টি পাকা এবং ৪টি সেমিপাকা ভবন। এছাড়া বিশুদ্ধ ও সুপেয় পানীয় গ্যাস, স্যানিটেশনসহ সর্বপ্রকার শিক্ষাস্পর্কীয় সুবিধাদির মাধ্যম পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানটি বিগত শিক্ষাবর্ষগুলো প্রশংসনীয় ফলাফলের ভিত্তিতে জেলার অনন্য কৃতিত্বে স্বাক্ষর রেখেছে।

---

২৯০. অফিস রেকর্ড, তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

২৯১. *প্রাগুক্ত*

২৯২. সাক্ষাৎকার: মোহাম্মদ জাফরুল আলম নিজামী, সুপার, প্রাগুক্ত (০৩.১২.২০১৫ খ্রি.)

শিক্ষক-কর্মচারীদের নাম[২৯৩]

ক্রমিক	নাম	পদবী
০১	মোহাম্মদ জাফরুল আলম নিজামী	সুপার
০২	মাওলানা মোহাম্মদ আবু তৈয়্যব	সহকারী মাওলানা
০৩	মোহাম্মদ রেজাউল করিম	সিনিয়র শিক্ষক (গণিত)
০৪	মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন	সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজি)
০৫	মোহাম্মদ আসলাম হোসেন	সিনিয়র শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান)
০৬	মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	সহকারী শিক্ষক (কৃষি)
০৭	মাওলানা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	এবতেদায়ী প্রধান
০৮	মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	জুনিয়র শিক্ষক
০৯	মাওলানা ক্বারী আনোয়ার হোসেন	ক্বারী
১০	মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম	জুনিয়র শিক্ষক

মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ[২৯৪]

ক্রমিক	নাম	সদস্যের ধরন
০১	জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল	সভাপতি
০২	জনাব মোহাম্মদ জাফরুল আলম নিজামী (সুপার)	সদস্য সচিব
০৩	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ শহীদুল আলম	সদস্য
০৪	জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ	সদস্য
০৫	জনাব মাফুজা বেগম	সদস্য
০৬	জনাব মুহাম্মদ রেজাউল করিম	সদস্য
০৭	জনাব মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন	সদস্য

তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূরুল হক জরিনা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা

চন্দ্রঘোনা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত মাদ্‌রাসা সুন্নী আক্বীদাহ্ ভিত্তিক নারী শিক্ষার প্রসারে একটি স্বতন্ত্র মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ ও জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ চট্টগ্রাম-এর খতিব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল্-ক্বাদেরী, শাইখুল হাদীস মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী-এর অনুপ্রেরণা এবং মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা এস,এম, ইকবাল মুজাদ্দেদীসসহ মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির অনুরোধে

---

২৯৩. অফিস রেকর্ড, তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

২৯৪. *প্রাগুক্ত*

রাংগুনিয়ার কৃতি সন্তান দানবীর শিক্ষানুরাগী সমাজসেবী আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু জাফর তাঁর পরিচালিত আল্‌হাজ্ব নূরুল হক জরিনা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূরুল হক জরিনা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) মাদ্‌রাসার একাডেমিক ভবনের ভিত্তি দেন।[২৯৫] ২০০৮ খ্রি. মাদ্‌রাসার নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় এবং ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মার্চ হুযূর ক্বিবলাহ্ (মা.যি.আ.) একাডেমিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। ২০১১ খ্রি. জানুয়ারী থেকে আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট চট্টগ্রাম-এর পরিচালনায় মানবাধিকার গবেষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার এর তত্ত্বাবধানে মাদ্‌রাসার একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণি চালুর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি দাখিল মাদ্‌রাসার পরিপূর্ণতা লাভ করে। বর্তমানে এলাকার নারী শিক্ষার আরো গতিশীলতার লক্ষ্যে দ্বীনী ও যুগোপযোগী শিক্ষার সমন্বয়ে ইসলামি নারী শিক্ষার বিকাশে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের ইবাদত খানা, টয়লেট বাউন্ডারী ওয়াল ও গেট নির্মাণে আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ এর অর্থ বরাদ্দ দেয়। মাদ্‌রাসার উপদেষ্টা পরিষদ এর তদারকী সুষ্ঠু মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ এর ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ সাধিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসহ সরকারীভাবে ইবতেদায়ী সমাপনী ও জেডিসি পরীক্ষায় উত্তম ফলাফলও আনুষ্ঠানিক চাহিদা সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় একাডেমিক স্বীকৃতি বিবেচনাধীন।[২৯৬]

ভিত্তি স্থাপন	:	২১ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি., অবকাঠামো নির্মাণ ২০০৮-২০১০ খ্রি.।
একাডেমিক কার্যাক্রম শুরু	:	জানুয়ারী ২০১১ খ্রি.
প্রতিষ্ঠাতা	:	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু জাফর, চেয়ারম্যান, আলহাজ্ব নূরুল হক জরিনা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।
অর্থদাতা	:	আলহাজ্ব নূরুল হক জরিনা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম ও আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।
শিক্ষার স্তর	:	ইবতেদায়ী ১ শ্রেণি থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত।

প্রতিষ্ঠা কাল থেকে অধ্যক্ষ তালিকা[২৯৭]

ক্রম.	নাম	পদবী	সময়কাল	
			হতে	পর্যন্ত
০১.	মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার	সুপারিন্‌টেনডেন্ট	২৯-০১-২০১১	৩১-০১-২০১৪
০২.	মাওলানা মুহাম্মদ বদরুল হাসান	সুপারিন্‌টেনডেন্ট	০১-০২-২০১৪	চলমান

২৯৫. অফিস রেকর্ড, তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূরুল হক জরিনা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।
২৯৬. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখ: ২৯.১১.২০১৫ খ্রি.)
২৯৭. অফিস রেকর্ড, তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূরুল হক জরিনা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা, চন্দ্রঘোনা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

শিক্ষক-কর্মচারী তালিকা[২৯৮]

ক্রম.	নাম	পদবী
১.	মাওলানা মুহাম্মদ বদরুল হাসান	সুপারিন্‌টেনডেন্ট
২.	মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহিম খন্দকার	সহকারী সুপারিন্‌টেনডেন্ট
৩.	মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	সহকারী মৌলভী
৪.	মাওলানা মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ্‌	সহকারী মৌলভী
৫.	সৈয়দা মুসাম্মৎ উম্মে মুকতুম	সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)
৬.	কাজী আকতার হোসেন	সহকারী শিক্ষক (গণিত)
৭.	মুহাম্মদ একরামুল হক	সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
৮.	মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	জুনিয়র মৌলভী
৯.	তাসলিমা ইসলাম	জুনিয়র শিক্ষক
১০.	রুবি আক্তার	জুনিয়র শিক্ষক
১১.	নিশাত আক্তার	ক্বারী
১২.	ইয়াসমিন আকতার	সহকারী শিক্ষক (সাধারণ বিজ্ঞান)
১৩.	মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	অফিস সহকারী কাম-হিসাব সহকারী
১৪.	মুহাম্মদ নজির আহমদ	এমএলএসএস
১৫.	মনোয়ারা বেগম	আয়া
১৬.	মুহাম্মদ ইলিয়াছ হোসেন	নাইট গার্ড

মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদের তালিকা (২০১৫-২০১৭ খ্রি.)[২৯৯]

ক্রম.	নাম	পদবী
১.	জনাব অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইদ্‌রিস	সভাপতি
২.	জনাব মুহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন চৌধুরী	সম্পাদক
৩.	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান	সদস্য
৪.	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু তালেব	সদস্য
৫.	জনাব হাজী মুহাম্মদ ইসমাঈল শাহ্‌	সদস্য
৬.	জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ সওদাগর	সদস্য
৭.	জনাব মুহাম্মদ ইলিয়াছ তালুকদার	সদস্য
৮.	জনাব কাজী মুহাম্মদ ইমরুল করিম	সদস্য
৯.	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ বদরুল হাসান	সদস্য
১০.	জনাব কাজী আকতার হোসেন	সদস্য
১১.	জনাবা রুবি আক্তার	সদস্য

২৯৮. *প্রাগুক্ত*

২৯৯. *প্রাগুক্ত*

উপদেষ্টা পরিষদ এর তালিকা

ক্রম.	নাম	মন্তব্য
১.	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু জাফর	মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাতা ও ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যান
২.	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার	প্রতিষ্ঠা-সুপার ও ফাউন্ডেশন প্রতিনিধি
৩.	জনাব আলহাজ্ব অধ্যাপক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন	সভাপতি, তৈয়্যবিয়া অদূদিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ
৪.	আলহাজ্ব শামসুল আলম কন্ট্রাক্টর	শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী

কৃতী শিক্ষার্থী তালিকা

ক) ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী তালিকা

ক্র.	নাম	সাল	প্রাপ্ত গ্রেড
১	তাসমিন আকতার	২০১৪	ট্যালেন্ট পুল
২	জান্নাতুল নাঈম জেসমিন	২০১৪	সাধারণ
৩.	জেমি আকতার (তুলি)	২০১৪	সাধারণ
৪.	উম্মে হাবিবা সাহাজাদি	২০১৪	সাধারণ
৫.	মাইমুনা আকতার	২০১৪	সাধারণ
৬.	উম্মে সালমা	২০১৪	সাধারণ
৭.	হাসিনা আকতার	২০১৪	সাধারণ

খ) শহীদ হালিম লিয়াকত স্মৃতি বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী তালিকা[৩০০]

ক্র. নং	নাম	সাল	প্রাপ্ত গ্রেড
১	আমিনা হক আলিফ	২০১৪	সাধারণ
২	জান্নাতুন নূর	২০১৪	সাধারণ
৩.	জান্নাতুল নাঈম জেসমিন	২০১৪	সাধারণ
৪.	তাসমিন আকতার	২০১৪	সাধারণ
৫.	সামিয়া সুলতানা	২০১৪	সাধারণ

৩০০. *প্রাগুক্ত*

ফলাফল বিবরণ[৩০১]

মাদ্‌রাসা শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড অধীনে অনুষ্ঠিত ৫ম শ্রেণির শিক্ষা সমাপনী ও ৮ম শ্রেণির জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক।

২০১৪ শিক্ষা বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল[৩০২]

ক্র. নং	শ্রেণি	মোট পরীক্ষার্থী	কৃতকার্য	পাশের হার
১.	প্রথম	১৩	১২	৯২.৩১%
২.	দ্বিতীয়	২০	১৭	৮৫%
৩.	তৃতীয়	২২	১৮	৮১.৮১%
৪.	চতুর্থ	১৭	১৪	৮২.৩৫%
৫.	ষষ্ঠ	২০	১৭	৮৫%
৬.	সপ্তম	১০	০৮	৮০%

ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল[৩০৩]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	কৃতকার্য	পাশের হার
২০১১	০৬	০৫	৮৩.৩৩%
২০১২	০৮	০৮	১০০%
২০১৩	০৬	০৬	১০০%
২০১৪	২৯	২৯	১০০%

জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলাফল[৩০৪]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	কৃতকার্য	পাশের হার
২০১৪	১৪	১৪	১০০%

বৈশিষ্ট্য[৩০৫]

১. দ্বীনী ও যুগোপযোগী শিক্ষার সমন্বয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী পাঠ দান।

২. দৈনিক এসেম্বলীতে পবিত্র কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত, না'তে রাসূল (সা.) পাঠ, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শপথ বাক্য পাঠ শেষে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু।

---

৩০১. *প্রাগুক্ত*

৩০২. *প্রাগুক্ত*

৩০৩. *প্রাগুক্ত*

৩০৪. *প্রাগুক্ত*

৩০৫. *প্রাগুক্ত*

৩. শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে প্রদত্ত বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়া।
৪. শিক্ষকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে শিক্ষা দান।
৫. দূর্বল শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্নে পাঠ দান।
৬. অধ্যায়ভিত্তিক ক্লাস টেস্ট ও বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা।
৭. শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক জল্সার আয়োজন।
৮. শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম।
৯. নতুন শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের পরিচয় পত্র প্রদান।
১০. সকল শিক্ষার্থীর বেতন ফ্রি।
১১. মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থী সম্পূর্ণরূপে ফ্রি লেখাপড়ার সুযোগ।
১২. পর্যাপ্ত ক্লাস রুম, খেলার মাঠ, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা।
১৩. মহিলাদের নামায আদায়ের ইবাদতখানা।
১৪. স্বাস্থ্য সম্মত পর্যাপ্ত টয়লেট ব্যবস্থা।
১৫. মনোরম পরিবেশ ও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবহার।
১৬. শিক্ষার্থীদের নামায ও শুদ্ধ কুর'আন তিলাওয়াতে বিশেষ প্রশিক্ষণ।
১৭. মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, মেধা পুরষ্কার ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
১৮. বিভিন্ন বেসরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা।
১৯. হুযূর ক্বিবলাহ্ সকল অলী-বুযর্গের ফাতিহা ও উর্স মুবারাক এবং রাষ্ট্রীয় দিবসগুলো মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের যৌথ সমন্বয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা।

তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া বালিকা মাদ্রাসা

মহেশখালী, কক্সবাজার।

কক্সবাজার জেলার সাগর বেষ্টিত মহেশখালী উপজেলাধীন মাতার বাড়ী ইউনিয়নে আহলে সুন্নাত আক্বীদাহ্‌ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠান না থাকায় আওলাদ-এ-রাসূল (সা.) রাহ্নুমায়ে শরী'আত, মুর্শিদে বারহক্ব হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) এর নির্দেশে স্থানীয় মুরীদান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের উদ্যোগে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে পহেলা জানুয়ারি আন্জুমান ট্রাস্ট কর্তৃক তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া বালিকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৩০৬] এ মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মরহুমা মাবিয়া খাতুন। বর্তমানে এ মাদ্রাসাটি দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চলছে।[৩০৭]

---

৩০৬. অফিস রেকর্ড, তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া বালিকা মাদ্রাসা, মহেশখালী, কক্সবাজার ।

৩০৭. স্বাক্ষাৎকার, মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, সুপার, তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া বালিকা মাদ্রাসা, মহেশখালী, কক্সবাজার।

শিক্ষক-কর্মচারী তালিকা

ক্রমিক	নাম	পদবী
০১.	মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	সুপার
০২.	আব্দুল মান্নান ফারুকী	সহ-সুপার
০৩.	আফলাতুন নূরী	সহকারী মৌলভী
০৪.	আব্দুল মান্নান জিহাদী	সহকারী মৌলভী
০৫.	মুফ্‌তী মুজিবুল্লাহ	সহকারী মৌলভী
০৬.	মুফ্‌তী এজাহারুল হক	সহকারী মৌলভী
০৭.	নাসির উদ্দীন	সিনিয়র শিক্ষক
০৮.	জারিয়াতুল মোস্তফা	সিনিয়র শিক্ষক
০৯.	বেলাল হোসাইন	সিনিয়র শিক্ষক
১০.	মুফিজুল আলম	ইবতেদায়ী প্রধান
১১.	আব্দুর রহমান	সহকারী শিক্ষক
১২.	সাহাব উদ্দীন	সহকারী শিক্ষক
১৩.	জ্যোৎস্না বেগম	সহকারী শিক্ষক
১৪.	রফিকুল ইসলাম	অফিস সহকারী
১৫.	ফাতেমা বেগম	এম,এল.এস.এস
১৬.	শেখ ফরিদ	এম,এল.এস.এস

মির্জা হোসাইন তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা

হোসনাবাদ, মোগলের হাট, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

খ্যাতনামা অলী খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.)-এর অন্যতম খলীফা হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) (১৮৫২-১৯৬১ খ্রি.)[৩০৮] পুত্র রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত গাউসে যামান শাহ্ সূফী আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) ৮০ দশকে রাংগুনিয়া উপজেলাধীন হোসনাবাদ ইউনিয়নে সিল্‌সিলার এক মাহ্‌ফিলে যাওয়ার পথিমধ্যে ঐতিহাসিক মোগল দিঘীর বরাবর পৌঁছুলে গাড়ী থামিয়ে সফররতদের নিয়ে জিয়ারত করেন এবং বলেন 'ইহা এক বড়া অলী আরাম ফরমা রাহে হেঁ' এরপর মাহ্‌ফিলের উদ্যোক্তা আল্লামা সিরিকোটি (র.)-এর মুরীদ আমীরুল হজ্জাজ মাওলানা ফয়েজ আহমদ হোসনাবাদী সেখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আক্বীদাহ্ ও সিল্‌সিলায়ে আলিয়া ক্বাদিরিয়ার আদর্শ বিকাশের লক্ষ্যে একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেন এবং উত্তর রাংগুনিয়া মুরীদান, ভক্ত-অনুরক্তদের সংগঠিত করে সিল্‌সিলার কার্যক্রম প্রসারিত করার লক্ষ্যে খিলমোগল তাজ মুহাম্মদ পাড়ায় একটি খানক্বাহ্ শরীফ স্থাপন করেন।[৩০৯]

---

৩০৮. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৩০৯. অফিস রেকর্ড, মির্জা হোসাইন তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনায় এ খান্‌ক্বাহ্‌ স্থাপিত হয় মাওলানা ফয়েজ আহমদ হোসনাবাদী (র.)-এর নেতৃত্বে। সাবেক ইউ,পি চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম চৌধুরী, হাজী আবুল কাসেম সওদাগর, হাজী ইউনুস তালুকদার, হাজী বদিউল আলম চৌধুরী, মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন (র), মাওলানা আ.র.ম. মোজাম্মেল হক প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতা ছিল। খান্‌ক্বাহ্‌ স্থাপনের মধ্য দিয়ে মোগলদিঘী এলাকায় মাদ্‌রাসা স্থাপন প্রক্রিয়া জোরদার হতে থাকে। উদ্যোক্তাদের অনেকে ইন্তেকাল করলেও এক পর্যায়ে ঐতিহ্যবাহী মোগলবাড়ীর মির্জা জামশেদ, ওমরা মিয়া, ইউ,পি চেয়ারম্যান মির্জা নাজিমের পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে মাদ্‌রাসা স্থাপনের প্রয়োজনীয় জমি দান করেন।

আন্‌জুমান ট্রাস্ট-এর সভাপতি হুযূল ক্বিবলাহ্‌ (মা.যি.আ.)-এর নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তর রাংগুনিয়ার সর্বস্তরের মুরীদানরা ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মির্জা হোসাইনিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা নামকরণ করে হুযূর আল্লামা শাহ্‌ সূফী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্‌ (মা.যি.আ.) দ্বারা ভিত্তি দেন। পরবর্তীতে স্থানীয় মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ মাদ্‌রাসা ক্যাম্পাসে মসজিদ ও মাদ্‌রাসার অবকাঠামো নির্মাণাধীন হুযূর ক্বিবলাহ্‌দ্বয়ের নাম দুটি শুরু থেকে শেষে সংযোজন করে। এতে অনেক মুরীদানের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু আন্‌জুমান ট্রাস্ট পরিচালনাধীন মাদ্‌রাসা কিংবা ট্রাস্ট পরিচালনা বিহীন সে সকল প্রতিষ্টানে হুযূর ক্বিবলাহ্‌র নাম প্রথমে এবং ভূমি দাতা বা অর্থ দাতার নাম পরে সংযোজিত।

বর্তমানে ৩৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠদানে নিয়োজিত আছেন।[৩১০]

শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা[৩১১]

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	সৈয়্যদ মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া	সুপার
২	মাওলানা নূরুল আবছার	সহ-সুপার
৩	মাওলানা আনোয়ার হোসাইন	সহকারী মৌলভী
৪	আহমদ ছাফা	সহকারী শিক্ষক
৫	মুহাম্মদ ইছহাক	সহকারী শিক্ষক
৬	মাওলানা আবদুর রহিম	সহকারী মৌলভী
৭	মাওলানা আবদুল মাবুদ	ইবতেদায়ী প্রধান
৮	মাওলানা মোহসেন	ইবতেদায়ী শিক্ষক
৯	ইয়াছমিন আকতার	ইবতেদায়ী শিক্ষিকা
১০	তাইফা সুলতানা	ইবতেদায়ী শিক্ষিকা
১১	মালেকা নাসরিন	জুনিয়র শিক্ষিকা
১২	ইয়াসমিন মির্জা	জুনিয়র শিক্ষিকা
১৩	নজরুল ইসলাম	অফিস সহকারী
১৪	হাফিয সেকান্দর	হেফয খানা (শিক্ষক)

৩১০. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

৩১১. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

পশ্চিম সোনাই মোহাম্মদিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা

লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু উপজেলাধীন সোনাই এলাকায় বাজারের পাশে এ মাদ্‌রাসা অবস্থিত। এলাকার দানবীর ও শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদ্‌রাসা দাখিল এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে।[৩১২]

লংগদু উপজেলার সোনাই এলাকায় এটিই একমাত্র মাদ্‌রাসা। নিভৃত পাহাড়ি অঞ্চলে এ মাদ্‌রাসা প্রথম দিকে নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল দক্ষ শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় ভবনের অভাবে মাদ্‌রাসার শিক্ষার কার্যক্রম ব্যবহৃত হয়েছিল। এলাকার দানবীর, শিক্ষানুরাগী মুহাম্মদ আবু তাহের, মুহাম্মদ মতিউর রহমান, হযরত আলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভবন নির্মাণ এবং দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে মাদ্‌রাসা রশিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে যায়। বর্তমানে মাদ্‌রাসায় দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম চলছে। মাদ্‌রাসার সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রী ৩৫৮ জন।[৩১৩]

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী তালিকা[৩১৪]

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	মাওলানা মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	সুপার
২	মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির	সহ-সুপার
৩	মাওলানা মুহাম্মদ নূরুদ্দীন	সহকারী মাওলানা
৪	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস শাকুর	সহকারী মাওলানা
৫	মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী মাওলানা
৬	মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ	সিনিয়র শিক্ষক
৭	মুহাম্মদ দ্বীন ইসলাম	সহকারী শিক্ষক (গণিত)
৮	মুহাম্মদ ইরশাদ আলী	জুনিয়র মৌলভী
৯	নাসরিন আকতার	সহকারী শিক্ষিকা
১০	সালমা আকতার	সহকারী শিক্ষিকা
১১	মুহাম্মদ বদিউজ্জামান	অফিস সহকারী
১২	জাফর আহমদ	এম,এল.এস.এস.

---

৩১২. অফিস রেকর্ড, পশ্চিম সোনাই মোহাম্মদিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, লংগদু, রাংগামাটি।

৩১৩. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেন। (তারিখ: ০৫.১২.২০১৫ খ্রি.)

৩১৪. সাক্ষাৎকার: মুহাম্মদ আবু তাহের, সভাপতি, মোহাম্মদিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা লংগদু, রাংগামাটি। (তারিখ: ১০.১২.২০১৫ খ্রি.)

মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ তালিকা

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	মুহাম্মদ আবু তাহের	প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
২	মাওলানা মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	সচিব
৩	মুহাম্মদ হযরত আলী	সদস্য
৪	মুহাম্মদ আবদুল হক	সদস্য
৫	মুহাম্মদ ইয়াসিন আলী	সদস্য
৬	মুহাম্মদ আবদুল জব্বার	সদস্য
৭	নাসিমা আকতার	সদস্য

জামেয়া গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা

বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় জামেয়া গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে রমযান মাসে প্রথমে হাফেযিয়া মাদ্‌রাসা এবং ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন থেকে মাদ্‌রাসার একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।[৩১৫] বিশিষ্ট অলী, সূফী-সাধক আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর হাফিয প্রাপ্ত মাওলানা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ আলক্বাদেরী (র.) এলাকার ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের নিয়ে এ স্থাপন করেন। বর্তমানে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩০০ জন।

মাদ্‌রাসা পরিচালক পরিষদ[৩১৬]

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	আলহাজ্ব আবুল কাসেম বাদশাহ্	সভাপতি
২	হাফিয মুহাম্মদ সাহাব উদ্দীন	সেক্রেটারী
৩	কাযী মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	সদস্য
৪	আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম	সদস্য
৫	মুহাম্মদ আবু সাঈদ ক্বাদেরী	সদস্য
৬	কাজী আব্দুল্লাহ্-আল মাসুদ	সদস্য
৭	আলহাজ্ব মুহাম্মদ চান মিয়া	সদস্য
৮	মুহাম্মদ হারুন শেখ	সদস্য
৯	মুহাম্মদ আবদুল হাই	সদস্য
১০	মুহাম্মদ আবুল হোসেন	সদস্য
১১	আবু নাছের মুহাম্মদ মুসা	সদস্য

৩১৫. অফিস রেকর্ড, জামেয়া গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা, নারায়ণগঞ্জ: বন্দর।

৩১৬. প্রাগুক্ত

মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা[৩১৭]

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	আবু নাসের মুহাম্মদ মুসা	সুপার
২	মাওলানা মুবারক হোসাইন	সহ-সুপার
৩	মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবু জাফর	সহকারী মাওলানা
৪	মাওলানা জামিল হোসেন	সহকারী মাওলানা
৫	মাওলানা আব্বাস উদ্দীন	সহকারী মাওলানা
৬	মুহাম্মদ শাহীন	সহকারী শিক্ষক
৭	সাবরিনা আকতার	সহকারী শিক্ষক
৮	মুহাম্মদ আওরঙ্গ জেব	সহকারী শিক্ষক (গণিত)
৯	মুহাম্মদ মাসুদ রেজা	সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা)
১০	মুহাম্মদ খালিদ খান	সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা)
১১	মাওলানা মুহাম্মদ কবির হোসেন	ইবতেদায়ী প্রধান
১২	হাফিয মুহাম্মদ হোসাইন	ইবতেদায়ী ক্বারী
১৩	মাওলানা আল সিরাজ	জুনিয়র মৌলভী
১৪	মাওলানা আকরাম হোসেন	জুনিয়র শিক্ষক
১৫	মুহাম্মদ কামাল হোসেন	অফিস সহকারী
১৬	জ্যোৎস্না বেগম	এম,এল.এস.এস
১৭	দাউদ ইসলাম	দপ্তরী

জামেয়া ক্বাদিরিয়া তাহেরিয়া মাদ্রাসা

কালিগঞ্জ, সাতক্ষিরা

বাংলাদেশে দক্ষিণাঞ্চল বৃহত্তর খুলনা বিভাগের সাতক্ষিরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার রামনগর, কালিকাপুর এলাকায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতাদর্শভিত্তিক সমাজ গঠন এবং পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞান প্রচার-প্রসারে এ অঞ্চলে আগমন করেন। এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করিম নক্শবন্দী (র.) ও ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ ক্বাদিরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা হাফিয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (র.) মাহ্ফিলে তাঁদের ওয়ায ওসীহতে সুন্নী-মুসলমানরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেম, ভালবাসায়, নবীপ্রেম উজ্জীবিত হতে থাকে। বর্তমানে ঢাকার ক্বাদিরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্রাসার বর্তমান উপাধ্যক্ষ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুফ্তী আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক ও চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রধান মুফাসসির মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, লেখক ও গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ বখতেয়ার

৩১৭. *প্রাগুক্ত*

উদ্দীনসহ সুন্নী উলামায়ে কেরামের অনুপ্রেরণায় এলাকার ধর্মপরায়ণ মুসলমান সুন্নী মতাদর্শভিত্তিক একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে।

এক পর্যায়ে রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ..)-এর দিক-নির্দেশনায় উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক এলাকার গণ্যমান্যব্যক্তিদের নিয়ে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে সাতক্ষিরার কালিগঞ্জে জামেয়া ক্বাদেরিয়া তাহেরিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩১৮] ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে শিশু শ্রেণি থেকে দাখিল সপ্তম শ্রেণি এবং হিফ্যুল কুর'আন বিভাগসহ এর একাডেমিক কার্যক্রমের বর্তমানে ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ৩০০ জন। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল খুলনা বিভাগে আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত এটি একমাত্র মাদ্রাসা।

মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীর তালিকা[৩১৯]

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	মাওলানা মুহাম্মদ শাহীনুর রহমান	সুপার
২	মাওলানা মুহাম্মদ জুনায়েদ সিরাজী	সহকারী মাওলানা
৩	মাওলানা মুহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ্	সহকারী মাওলানা
৪	মুহাম্মদ ইয়াছিন আলী	সহকারী শিক্ষক
৫	মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	সহকারী শিক্ষক
৬	মুহাম্মদ আবু আলম	সহকারী শিক্ষক
৭	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আজিজ	ইবতেদায়ী প্রধান
৮	মুহাম্মদ সিদ্দীকুল ইসলাম	ইবতেদায়ী শিক্ষক

মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদ তালিকা[৩২০]

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	মুফতী আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক	সভাপতি
২	মাওলানা মুহাম্মদ নাজমুস সায়াদাত ফয়েজী	সদস্য সচিব
৩	আল্লামা ইসমাঈল হোসেন	সদস্য
৪	জি.এম. আরশাদ আলী	সদস্য
৫	মুহাম্মদ আবদুল আজিজ মোড়ল	সদস্য
৬	মুহাম্মদ ওহীদুজ্জামান	সদস্য
৭	আশরাফ উদ্দীন মোড়ল	সদস্য
৮	আলহাজ্ব শেখ মুহাম্মদ শহিদুর রহমান	সদস্য
৯	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	সদস্য
১০	নুর আহমদ সুরুজ	সদস্য

৩১৮. অফিস রেকর্ড, জামেয়া ক্বাদিরিয়া তাহেরিয়া মাদ্রাসা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষিরা।

৩১৯. *প্রাগুক্ত*

৩২০. *প্রাগুক্ত*

ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা

পুরাতন জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে হাফিয ক্বারী মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) ইন্তিকাল করলে 'সিলসিলায়ে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়া-এর সাজ্জাদানশীন এর দায়িত্ব অর্পিত হয় বর্তমান পীর আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা.যি.আ.)-এর উপর। সিলসিলায়ে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার শায়খুল মাশায়িখ কুতবুল আউলিয়া রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা আলহাজ্ব হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.)-এর উপদেশ "কাম করো ইসলাম কো বাঁচাও, দ্বীন কো বাঁচাও, সাচ্চা আলিম তৈয়্যার করো"। এ বাণীর সঠিক বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সত্যিকার আদর্শ ও নীতিভিত্তিক শিক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে সিলসিলায়ে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসূল হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা.যি.আ.) নারায়ণগঞ্জ সুন্নী জনতার দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবেরূপ দিতে সময়ের চাহিদানুযায়ী তৎকালীন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসার নাম পরিবর্তন করে ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৫০] ১৯৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে হিফযুল কুর'আন শাখার মাধ্যমে মাদ্‌রাসার শিক্ষাক্রম চালু হয়ে দু বছর অত্যন্ত সাফল্যের সহিত পরিচালিত হওয়া অবস্থায় পর ১৯৯৭ খ্রি. হতে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের নেসাব অনুযায়ী ইবতেদায়ী ১ম হতে ৫ম পর্যন্ত আবাসিক প্রকল্পে মাদ্‌রাসার শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। ২০০০ খ্রি. থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ২০০৪ খ্রি. থেকে দাখিল ৮ম পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৩৫১]

শরী'আত ও ত্বারীক্বাতের সঠিক জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে হাক্কানী আলিম তৈরীতে এটি অনন্য দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃত। আবাসিক অনাবাসিক এবং ইয়াতীমদের বিশেষ সুযোগ সুবিধাসহ লিল্লাহ বোর্ডিং সম্বলিত মাদ্‌রাসায় হিফযুল কুর'আন, নাজরাহ্, মক্তব, ইবতেদায়ী ১ম হতে দাখিল ৮ম পর্যন্ত সাধারণ ও ইসলামি শিক্ষার সমন্বয়ে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের নেসাব অনুযায়ী শিক্ষা দানের পাশাপাশি শরী'আত ও ত্বারীকাত এবং বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মাদ্‌রাসাটি পর্যায়ক্রমে কামিল-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।[৩৫২]

ইসলামি শিক্ষা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা, যা থেকে সমাজের সার্বিক চাহিদা পূরণ ও মানবিক গুণাবলী বিকাশের সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শিক্ষায় পাঠদান করে আমল-আখলাকে দীনের স্বাচ্ছা আলিম পয়দা করা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ্‌র সাথে সাধারণ মুসলমানদের পরিচিতি করা এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ অধ্যয়নরত ইয়াতীম ও গরীব শিক্ষার্থীদের থাকা, খাওয়া, কিতাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। এই কথা আজ শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হতে পারে না। বাস্তব জ্ঞান

---

৩৫০. অফিস রেকর্ড, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা, পুরাতন জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ।

৩৫১. মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, *রাহনুমায়ে তৈয়্যবিয়া*, প্রকাশনায় খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা, নারায়ণগঞ্জ: ১৪৩৭ হি./ মার্চ, ২০১৬ খ্রি., ১৪১২ বাংলা, পৃ. ৮০-৮১

৩৫২. সাক্ষাৎকার, মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, সম্পাদক, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা, পুরাতন জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ। (তারিখ: ২৩.১২.২০১৫ খ্রি.)

আদর্শিক শিক্ষা নৈতিকতা, আদব আখলাক, পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদি দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ করে তোলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ছাত্র সংখ্যা[৩৫৩]

হিফযুল কুর'আন বিভাগসহ ইবতেদায়ী ১ম হতে দাখিল ৮ম পর্যন্ত আবাসিক অনাবাসিক মোট ৩০০ শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হচ্ছে।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

আবাসিক প্রকল্পে ইয়াতিমদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাসহ লিল্লাহ বোর্ডিং সম্বলিত এ মাদ্‌রাসা বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের নেসাব অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষক মণ্ডলীর মাধ্যমে শিক্ষা দানের পাশাপাশি শরী'আত ও ত্বারীক্বত এর বিভিন্ন মাসায়ালা-মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মাদ্‌রাসার নিজস্ব ভূমি না থাকায় সরকারী তালিকাভুক্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই স্থানীয় অন্য মাদ্‌রাসা থেকে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ সদর থানায় ২০০৫ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রতি বছর একাধিক ছাত্র ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণিতে বৃত্তি পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়। ৫ম শ্রেণির সমাপনী ও দাখিল ৮ম শ্রেণির জেডিসি পরীক্ষায় শুরু থেকে ২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত অংশ নেওয়া ছাত্ররা বিভিন্ন গ্রেডে ১০০% উত্তীর্ণ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়। হিফযুল কুর'আন বিভাগে প্রতি বছর ১০ থেকে ১২ জন ছাত্র হিফয সমাপ্ত করছে।

শিক্ষকমণ্ডলী

শিক্ষার মানোন্নয়নে বিষয়ভিত্তিক যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে আসছেন। নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালনে ১৮ শিক্ষক শিক্ষা দানে নিয়োজিত আছেন।[৩৫৪]

শারীরিক পরিচর্যা, অনুশীলন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান

শিক্ষার জন্য পরিশ্রম আর পরিশ্রমের জন্য সুস্বাস্থ্য এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক ব্যায়াম ও পরিচর্যা জরুরী। সে লক্ষ্যে প্রতিদিন এসেম্বলী শেষে শারীরিক ব্যায়াম করা হয়। প্রতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া ও ইসলামি সাংস্কৃতি প্রতিযোগিতা, বার্ষিক শিক্ষা সফর করা হয়। জাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে শহীদ দিবসে, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় সকল অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ছাত্রদের সকল বিষয়ে জ্ঞানদান করা হয়।

লাইব্রেরী

মাদ্‌রাসার লাইব্রেরীতে মূল্যবান প্রায় ৩৩২টি কিতাব রয়েছে। অনুসন্ধিৎসু ছাত্র-শিক্ষক সবাই মনোরম পরিবেশে প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থ ও কিতাব অধ্যয়ন করে থাকে।[৩৫৫]

---

৩৫৩. মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, *রাহনুমায়ে তৈয়্যবিয়া*, প্রকাশনায় খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

৩৫৪. *প্রাগুক্ত*

৩৫৫. *প্রাগুক্ত*

ছাত্রাবাস

মাদ্‌রাসার সুনাম ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সারা দেশ থেকে শত শত ছাত্র আসে অধ্যয়নের জন্য দূর দূরান্ত থেকে আগত এসব জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের বয়স খুবই কম হওয়ায় তাদের জন্য রয়েছে আদর্শ ছাত্রাবাস এবং আবাসিক শিক্ষক। তাদের পিতৃ স্নেহে লালন পালন করা হয়। ছাত্রাবাসে গরীব ও ইয়াতিমদের থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে, তা'লিমে সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশও রয়েছে।[৩৫৬]

প্রাত্যহিক দু'আ

জায়িয উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে অনেকে মাদ্‌রাসায় সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। তাদের কল্যাণে খতমে কুর'আন, খতমে মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (সা.), মাসিক গেয়ারাভী শরীফ, মাসিক বারাভী শরীফ, মাসিক ফাতিহা শরীফ, প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব, প্রতি সোমবার বাদ ফজর খতমে গাউসিয়া শরীফ, যিকর-আযকার, সালাতু-সালাম শেষে বিশেষ দু'আ করা হয়।

তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুলতান মোস্তাফা কমপ্লেক্স মাদ্‌রাসা

কধুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলাধীন কধুরখীলের বিশিষ্ট দানবীর আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফীক ২০১২ খ্রিস্টাব্দে তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুলতান মুস্তাফা কমপ্লেক্স মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৫৭] ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল আওলাদে রাসূল রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) সমীপে ১৩ শতক জমির দলীল হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি আজনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম এর নিয়ন্ত্রণাধীনে অর্পন করা হয়। তখন থেকে আনজুমান ট্রাস্ট-এর পরিচালনায় মাদ্‌রাসাটি সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে। মাদ্‌রাসায় শিশু শ্রেণী থেকে দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পাঠ দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে আসছে। বর্তমানে মাদ্‌রাসায় ৩ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও ১৬ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।[৩৫৮]

---

৩৫৬. *প্রাগুক্ত*

৩৫৭. অফিস রেকর্ড, তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুলতান মোস্তাফা কমপ্লেক্স মাদ্‌রাসা, কধুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

৩৫৮. *প্রাগুক্ত*

শিক্ষক-কর্মচারীর তালিকা[৩৫৯]

ক্রম নং	নাম	পদবী
০১	মাওলানা আবুল কাসেম তাহেরী	সুপার
০২	মাওলানা বোরহান উদ্দিন	সহ-সুপার
০৩	মাওলানা মোস্তাক আহমদ রেজ্ভী	সহ-মৌলভী
০৪	মাওলানা	সহ-মৌলভী
০৫	মুহাম্মদ মোরশেদুল আলম	সহ-শিক্ষক
০৬	মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	সহ-শিক্ষক
০৭	মুহাম্মদ শফিউল আলম	সহ-শিক্ষক
০৮	আয়েশা ইয়াসমিন	সহ-শিক্ষক
০৯	মুহাম্মদ জাবেদ হোসাইন	সহ-শিক্ষক
১০	মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ	ইব-প্রধান
১১	মাওলানা মুহাম্মদ তাসলিম উদ্দীন	জু-মৌলভী
১২	জেসমিন আকতার	জু-শিক্ষিক
১৩	শারমিন সুলতানা	জু-শিক্ষক
১৪	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	অ-সহকারী
১৫	মুহাম্মদ ফয়সাল উদ্দিন	দপ্তরী
১৬	মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন	ড্রাইভার

৩৫৯. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) মাদ্‌রাসা
মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া দরবেশিয়া সুন্নিয়া

বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলাধীন পশ্চিম সারোয়াতলী গ্রামের প্রসিদ্ধ বুযর্গ হযরত মাওলানা দরবেশ আলী শাহ্ (র.)-এর নামে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে আবাসিক হিফ্‌যখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৩৬০] ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে হিফ্‌যুল কুর'আন শিক্ষায় প্রতিষ্ঠানটি উপজেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিফ্‌যখানার খ্যাতি অর্জন করে। প্রতিষ্ঠানের সুদূরপ্রসারী সমৃদ্ধি, স্থায়ীত্ব ও রূহানী ফায়িয ও বারাকাত হাসিলের লক্ষ্যে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সিরিকোট দরবারে আলিয়া ক্বাদিরিয়ার ৪০ তম আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) ও দরবারের সাজ্জাদানাশীন রাহ্‌নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা শাহ্ সূফী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর নাম সংযোজন করে প্রতিষ্ঠানটি আন্‌জুমান ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও স্থানীয় পরিচালনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে।

এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মনসুর সিকদার এর প্রারম্ভিক অর্থায়নে মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অর্থায়ন ও সাংগঠনিক তৎপরতায় মাদ্‌রাসার শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।[৩৬১]

এ প্রতিষ্ঠান আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সাথে সম্পৃক্তকরণে ট্রাস্টের তৎকালীন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী মরহুম আলহাজ্ব রশিদুল হক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মুদাররিস মুক্তির দিশারী সাহিত্য পত্রের সম্পাদক, মানবধিকার গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শাখার জয়েন্ট সেক্রেটারী শেখ সালাহ্ উদ্দীন, গাউসিয়া কমিটি বোয়ালখালী শাখার সদস্য রফিকুল ইসলাম সিকদারের ভূমিকা রয়েছে। মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নীতকরণ ও আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম এর নিয়ন্ত্রনাধীনে সম্পৃক্তকরণে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাকালীন সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ছিলেন আবদুল মান্নান সিকদার। যারা নানাভাবে সহযোগিতা করে মাদ্‌রাসার উন্নয়ন সাধিত হয় তাদের মধ্যে এনামুল হক সিকদার, নুরুল ইসলাম সিকদার, আমিনুল হক সিকদার, সৈয়দুল হক সিকদার, আমজুমিয়া সিকদার, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান হাজী বেলাল হোসেন, ইউপি মেম্বার মুসা চৌধুরী, আবুল কাসেম সিদ্দিকী, নূর মুহাম্মদ সওদাগর, মামুনুর রশীদ বাবুল, সাজ্জাদ হোসেন সিকদার, জয়নুল আবেদীন সিকদার, ডা. দিদার, নূরুল আলম, মাস্টার আবুলহাশেম সিকদার প্রমূখ।

---

৩৬০. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া দরবেশিয়া সুন্নিয়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

৩৬১. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মনসুর সিকদার, সম্পাদক, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া দরবেশিয়া সুন্নিয়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম। (তারিখঃ ২৮.১২.২০১৫ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ[৩৬২]

ক্রমিক	নাম	পদবী
০১	মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার চৌধুরী	সভাপতি
০২	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মনসুর সিকদার	সম্পাদক
০৩	মুহাম্মদ ইসমাঈল মিয়া সিকদার	সদস্য
০৪	মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সিকদার	সদস্য
০৫	মুহাম্মদ মমতাজুল ইসলাম চৌধুরী	সদস্য
০৬	শেখ সালাহ্ উদ্দীন	সদস্য
০৭	মোরশেদুর রহমান সিকদার	সদস্য
০৮	আলহাজ্ব মাহবুবুল আলম	সদস্য
০৯	মুহাম্মদ নূরুল আখতার	সদস্য
১০	প্রফেসর মনসুর দৌলতী	সদস্য
১১	হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক	সদস্য

প্রতিষ্টকাল থেকে অদ্যাবধি হিফয বিভাগের শিক্ষার্থীরা কৃতিত্বের সাথে হিফযুল কুর'আন সম্পন্ন করে দস্তারে ফযীলত ও সনদ লাভ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বিকাশে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটি ইবতেদায়ী স্তর চালু রয়েছে। ভবিষ্যতে মাদ্‌রাসাটি দাখিল ও 'আলিম শ্রেণী চালু করার সিদ্ধান্ন নেওয়া হয়েছে।

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর পরিচালনাধীন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরো অনেক দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা নিম্নরূপ[৩৬৩]

১. তিস্তা মুস্তাক আহমদ ফাযিল মাদ্‌রাসা, সদর, লালমনিরহাট।
২. দক্ষিণ বালাপাড়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, আদিতমারি, লালমনিরহাট।
৩. পাঠানদন্ডি তাহেরিয়া ছাবেরিয়া সুন্নিয়া আলিম মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
৪. মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া হেলিমিয়া সুন্নিয়া (দাখিল), সদর, সিলেট।
৫. কাদেরিয়া চিশ্‌তিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, সদর, চাঁদপুর।
৬. আহমদিয়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, মহেশখালী, কক্‌সবাজার।
৭. শেখপাড়া তাহেরিয়া আফতাবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, সদর, রংপুর।
৮. তাহেরীয়া ছাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, কাটিরহাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৯. ফাতেমা মোনাফ তা'লিমূল কুর'আন ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, ফকিরণীরহাট, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।
১০. মাদ্‌রাসা-এ গাউসিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১১. কড়লডেঙ্গা গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া আজিজিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

৩৬২. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া দরবেশিয়া সুন্নিয়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৩৬৩. অফিস রেকর্ড, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম।

১২. ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কমপ্লেক্স, চরতি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৩. তৈয়বিয়া ছাবেরিয়া আজিজিয়া মাদরাসা, ধোপাছড়ি, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
১৪. বাগমারা অলিশাহ্ সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
১৫. গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা, কাহারঘোনা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
১৬. লেঙ্গুরবিল মুহিউচ্ছুন্নাহ্ বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা, টেকনাফ, কক্সবাজার।
১৭. গাউসিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া ক্যাডেট মাদ্‌রাসা, হ্নীলা, কক্সবাজার।
১৮. মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১৯. ক্বাদিরিয়া চিশতিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, চাঁদপুর।
২০. ক্বাদিরিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২১. ক্বাদিরিয়া তাহেরিয়া হোসাইনিয়া সুন্নিয়া বালিকা মাদরাসা।
২২. শরীফাবাদ দাখিল মাদ্‌রাসা, হবিগঞ্জ।
২৩. জামেয়া গাউসিয়া সুন্নিয়া একাডেমী কমপ্লেক্স শায়েস্তানগর, হবিগঞ্জ।
২৪. গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, ভাসান্যাদাম, রাঙ্গামাটি।
২৫. সিঙ্গিনালা তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, রাঙ্গামাটি।
২৬. ক্বাদিরিয়া তাহেরিয়া রাবেয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, মিঠাপুকুর, রংপুর,
২৭. জামেয়া তাহেরিয়া বদরুল আলম সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, নীলফামারী।
২৮. হায়দরনাসী মুহাম্মদীয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, লামা, বান্দরবান।
২৯. তেতুলিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়।
৩০. ইসলামপুর মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা, ইসলামপুর, জামালপুর।
৩১. ক্বাদিরিয়া তাহেরিয়া হোসাইনিয়া সুন্নিয়া বালিকা মাদ্‌রাসা, ছাগলনাইয়া, ফেনী।
৩২. শোয়বীল গাউসিয়া আহমদিয়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৩৩. পশ্চিম খৈয়গ্রাম সাবেরিয়া খলিলিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৩৪. শরীফাবাদ দাখিল মাদ্‌রাসা, সদর, হবিগঞ্জ।
৩৫. মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।
৩৬. গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া কমেপ্লক্স, সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
৩৭. তাহেরিয়া সাবেরিয়া নুরুল উলুম হোসাইনিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
৩৮. গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া কমপ্লেক্স, সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
৩৯. সিঙ্গিনালা তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
৪০. তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া শিশু সদন ও হিফযখানা, সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
৪১. ইসমাঈল হোসাইন মদিনাতুল উলুম গাউসিয়া মাদ্‌রাসা, সদর, রংপুর।
৪২. রহমানিয়া মুহাম্মদিয়া ক্বাদিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, করনখাইন, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৪৩. ফতেয়াবাদ গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৪৪. ক্বাদিরিয়া তাহেরিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, খীলগাঁও, ঢাকা।
৪৫. ফয়েযুল উলুম মাদ্‌রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৪৬. গাউসিয়া আহমদিয়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৪৭. ক্বাদিরিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা কমপ্লেক্স, সদর, কুমিল্লা।
৪৮. বাঘমারা গাউসিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
৪৯. গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, ইসলামপুর, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
৫০. গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া ও হিফযখানা পটিয়া চট্টগ্রাম।

পঞ্চম অধ্যায়

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানক্বাহ্‌সমূহ এবং ইসলাম প্রচারে এ খানক্বাহ্‌সমূহের ভূমিকা

পঞ্চম অধ্যায়

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানক্বাহ্‌সমূহ এবং ইসলাম প্রচারে এ খানক্বাহ্‌সমূহের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

খানক্বাহ্‌র ঐতিহাসিক পটভূমি

খানক্বাহ্‌র পরিচয়

দ্বীনী তথা ইসলামি শিক্ষার প্রচার-প্রসার ক্রমবিকাশে রয়েছে সুবিশাল সোনালী অধ্যায়ের পরিব্যপ্তি ও বিশাল যুগ পরিক্রমা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে আবুল কুবাইস পর্বতে অবস্থিত হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা.)-এর বাড়ীতে পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল ইসলামি শিক্ষার আনুষ্ঠানিক বুনিয়াদ। কালের বিবর্তনে যুগ যুগান্তরে, কাল-কালান্তরে এ ইসলামি শিক্ষা প্রচার-প্রসারে আবাসিক ভবন মাদ্‌রাসা, মসজিদ, মাযার বিভিন্নউপগৃহ সহ খানকাহ্‌সমূহ ও এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যা কোনক্রমেই অস্বীকার করার জো নেই। আভিধানিকভাবে বলতে খানক্বাহ্ সূফী দরবেশদের নির্দিষ্ট গৃহ বা আবাসন হল। এটি ফার্সী যৌগিক শব্দ, অর্থ কোন সূফী ত্বারীক্বাহ্ অবলম্বনকারী মুসলিম সাধকের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা আবাসন।[১] ইবাদত ও ইসলামি শরীয়াহ্ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষাদানের কেন্দ্ররূপে খোরাসান ও ট্র্যান্সঅক্সিয়ানায় দশম শতাব্দীতে খানক্বাহ্‌র প্রবর্তন ঘটে।[২] তখন থেকে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, আল-মাগরিব (মরক্কো), এশিয়া মাইনর এবং অটোমান বা উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে, ইসলামি বিশ্বের সর্বত্র শহর ও গ্রামাঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে খানকা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ফলে মুসলিম সমাজের তুর্কি, আফগান, মোগল, আরব, পারস্যবাসী স্থানীয় ধর্মান্তরিত লোকের সংমিশ্রণ ঘটে।[৩]

বাংলাদেশে আগমনকারী সূফীরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সরাসরি পারস্য থেকে খানক্বাহ্‌র ধারণা নিয়ে আসেন। খানক্বাহ্ মুসলমানদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। খানক্বাহ্‌গুলোতে সালাত, যিকর-আযকার, ইসলামি প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মত ইসলামি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। বহু সংখ্যক সূফী আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় সব খানক্বাহ্‌তেই আবাসিক ভবন, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মাযার, বিভিন্ন উপগৃহ ও অন্যান্য ভবন থাকত। ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বহু

---

১. ইসলামি *বিশ্বকোষ*, ৯ম খণ্ড, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইসলামি ক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪৯৮

২. *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম পুনমুদ্রণ, মার্চ ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৪৩৭

৩. প্রাগুক্ত, ৪৩৭

খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় লাখোরাজ বা নিষ্কর ভূমির উপরও খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪]

মধ্যযুগের বাংলায় শায়খ ও সূফীদের[৫] খানক্বাহ্গুলো মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সূফীরা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত মেধার অধিকারী এবং ইসলামের মূলনীতির প্রতি অনুগত ছিলেন। এর মাধ্যমে তাঁরা জনগণ ও সমাজকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। মিনহাজ-ই-সিরাজ উল্লেখ করেন যে, তৎকালীন বাংলার রাজধানী লখনৌতিতে স্থাপনের পর মুহাম্মদ বখতিয়ার বহু মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানক্বাহ্ নির্মাণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলার মুসলিম শাসনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলাম বিশ্বাসীদের মধ্যে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। এ পর্যন্ত আবিস্কৃত বাংলায় মুসলমান শাসনামলের (১২০৪-১৩০৪ খ্রি.) ১৩ টি শিলালিপির মধ্যে ছয়টি খানক্বাহ্ স্মৃতি বহন করে। এগুলো তৎকালীন বাংলার সমাজে খানক্বাহ্র গুরুত্ব নির্দেশ করে। দেবকোট, দেওতলা, মহাস্থান, ঢাকা, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম, সিলেট, গৌড়, পাণ্ডুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ এবং ত্রিবেণীর (সাতগাঁও) মত স্থানগুলো ছিল খানক্বাহ্র জন্য ছিল বিখ্যাত।[৬]

ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার রাজধানী লক্ষণাবতী বা লখনৌতি যখন তুর্কী ও স্বাধীন সুলতানদের গৌরবের কেন্দ্রস্থল ছিল, তখন দেশী বিদেশী বহু পীর-দরবেশ সেখানে এসেছিলেন এবং তাঁরা তাদের আস্তানা ও খানক্বাহ্-এ তাওহীদের মহিমা ব্যাখ্যা করতেন, মানুষের সেবা করতেন, ইসলাম প্রচার করতেন। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, প্রধানত এদের চেষ্টায় বাঙালী মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব ও সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। সূফীরা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া হতে উত্তর ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে বাংলায় আগমণ করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার সর্বত্র শহরে ও গ্রামে সূফীরা দরগা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা ইসলামি ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায়ও উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। প্রত্যেক সূফীর বহু শিষ্য ছিল। এরা তাঁদেরকে ইসলামি শাস্ত্রের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে দীক্ষা দিতেন। এই শিষ্যরাও আবার বড় হয়ে দরগাহ্ প্রতিষ্ঠা করে নতুন নতুন শিষ্যকে শিক্ষা দীক্ষা দিতেন। রাজা-প্রজা সকলেই সূফীদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। সূফীদের দরগায় শিক্ষা-দীক্ষা ব্যতীত দরিদ্রের অন্নদান ও চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।[৭]

খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠা করে সূফীরা বাংলার সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই অনেক অনুগামী ছিল। তাঁরা তাঁদের অনুসারীদের খানক্বাহ্গুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন। সুলাতানরা এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। জালাল উদ্দীন তাবরিজি, শাহ্জালাল, নূর কুতুবুল আলম-এর ন্যায় বিখ্যাত সাধকের খানক্বাহ্গুলো আজও টিকে আছে। তাছাড়া মোগল

---

৪. ড. মোহাম্মদ আজিবার রহমান, *আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর খুলনা জেলার 'আলিমগণের অবদান (১৯০৫-২০০০ খ্রি.)*, ডক্টরেট থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ খ্রি., পৃ- ৪১৬

৫. বাংলার সূফীদের বলা হত শায়খ। আবার মখদুমও বলা হত যার অর্থ সেবাপ্রাপ্ত ।

৬. ড. মোহাম্মদ আজিবার রহমান, *আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর খুলনা জেলার 'আলিমগণের অবদান (১৯০৫-২০০০ খ্রি.)*, ডক্টরেট থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৪১৬

৭. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ কলিকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৩৮৫ বাংলা, পৃ. ২৩৪

আমলে খানক্বাহ্‌গুলোও বিদ্যমান আছে। মুসলিম শাকসরা মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও খানক্বাহ্‌ ব্যয় নির্বাহে জমি দান করতেন এবং বরাবরই 'উলামা, সূফী ও অপরাপর ধর্মীয় নেতাদের উৎসাহ দিয়ে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বাংলায় মুসলিম সমাজ বিকাশে সহায়তা করতেন।[৮]

সূফীরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তারের সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারেও অগ্রণী ছিলেন। বাংলার সূফী-দরবেশদের কোন কোন খানক্বাহ্‌ ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনচর্চার পীঠস্থান ছিল। খানক্বাহ্‌গুলো শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে বহু সূফী-দরবেশ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছিল। শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী, আশরাফ সিমনানী, নাসিরুদ্দীন মানিকপুরী, হোসেন যুক্কারপোস, হাসান উদ্দীন মানিকপুরী, বখতিয়ার কাকী এবং উত্তর ভারতের আরও কয়েকজন বাংলায় তাঁদের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিভিত্তিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। খানক্বাহ্‌ হতে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মানসিক শান্তি লাভ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তার আগ্রহ পরিতৃপ্ত করতে পারত। এটা হাসপাতাল বা আশ্রয়স্থানরূপেও কাজ করত যেখানে বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত এবং অসুস্থ ব্যক্তির আশ্রয়, উপযুক্ত চিকিৎসা, ভাল সেবা-শুশ্রূষা এবং যত্ন পেতে পারত।[৯]

প্রত্যেকটি খানক্বাহ্‌তে একটি লঙ্গরখানা সংযুক্ত থাকত, সেখান থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের খাদ্য সরবরাহ করা হত। লঙ্গরখানাগুলো দানকৃত অর্থ বা লাখোরাজ সম্পত্তির আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হত। খানক্বাহ্‌ ও লঙ্গরখানাগুলো দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্তদের যথেষ্ট স্বস্তিদান করত। এসব লঙ্গরখানা সূফী-দরবেশদেরকে সাধারণ মানুষের অধিকতর কাছে আসার সুযোগ করে দেয় এবং তাঁদের অনুভূতি ও মনোভাব বুঝতে সাহায্য করে। খানক্বাহ্‌ ছিল মানবতাভিত্তিক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মত ও পথের মানুষ এখানে আসত, পারস্পরিক ভাবে ভাবের আদান প্রদান করত এবং খোলামেলা আলোচনায় প্রবৃত্ত হত। আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান ছাড়াও খানক্বাহ্‌গুলো দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত।

অনেক সূফী তাঁদের সম্পূর্ণ সময় আল্লাহর ধ্যানে ব্যয় করতেন। তাঁদের জন্য নির্ধারিত খানক্বাহ্‌ প্রথম লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ মেলে **১২২১** খ্রি. উৎকীর্ণ 'সিয়ান' শিলালিপিতে। এটি বাংলার দ্বিতীয় ইসলামি শিলালিপি। অবস্থানও কৌতুহলোদ্দীপক। কারণ এটি মুসলমানদের প্রাথমিক প্রশাসনিক কেন্দ্র লখনৌতি এর অদূরে অবস্থিত। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্যাপকভাবে লাখারাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে বাংলার অনেক খানক্বাহ্‌ ক্ষতিগ্রস্ত এবং দরিদ্রে নিপতিত হয়।[১০]

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে ইসলাম প্রচারক সূফী-দরবেশদের খানক্বাহ্‌গুলো ছিল হিন্দু-মুসলমান সকলের মিলনকেন্দ্র। খানক্বাহ্‌গুলো তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রথমতঃ এগুলো ইসলামি শিক্ষা প্রচারের কেন্দ্র ছিল। দ্বিতীয়ত, এগুলো নির্যাতিত জনগণের আশ্রয়কেন্দ্র এবং যালিম সমাজ-শক্তির বিরুদ্ধে মযলুমের প্রতিরোধের ঘাঁটি এবং তৃতীয়ত, প্রতিটি খানক্বাহ্‌ সাথে বুভুক্ষু মানুষের 'লঙ্গরখানা' চালু ছিল। সূফী দরবেশদের এ ভূমিকার কারণে মুসলমানদেরকে ভারতবর্ষের মানুষ ত্রাণকর্তারূপে দেখেছিলেন। ইসলামের বাণীবাহক এ শিক্ষকদের ত্যাগ, সাহস ও মনোবল এবং

---

৮. *বাংলাপিডিয়া* খণ্ড-১, পৃ.৪৩৬

৯. ড. মোহাম্মদ আজিবার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮

১০. *প্রাগুক্ত*

সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের সেবা ও ভালবাসা এবং তাদের নিষ্কলুষ চরিত্র এ জনপদে দলিত জনগোষ্ঠীর সুপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রবল শক্তিমত্তায় জাগ্রত করতে ও সংগঠিত করতে সহায়ক হয়। ইসলামের শিক্ষকরা জন্ম, বংশ, গোত্র, বর্ণ, ও বিত্তের কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙে ফেলার যে আহ্বান প্রচার করেন, তার চেয়ে আবেদনময় ও জাগরুক শ্লোগান বাংলার তখনকার সামাজিক পটভূমিতে কল্পনাতীত ছিল।

খানক্বাহ্য় হাজার হাজার লোক আসা-যাওয়া করত। জীবনের নানা বিষয়ে তারা সূফী-দরবেশদের নিকট থেকে জানার সুযোগ পেত। বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত, শিক্ষার্থী, সংসারী, ব্যবসায়ী, হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি সব ধরনের মানুষের তাদের মকসুদ হাসিলের জন্য সূফী-সাধকের খানক্বাহ্য় আসতেন। যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের জন্য খানক্বাহ্-এ যাতায়াত করতেন। পার্থিব উন্নতির আশায় যারা আসতেন সূফীরা তাদের প্রতি উদাসীন থাকতেন না। সবাইকে সময় দিতেন, সমস্যার কথা শুনতেন, পরামর্শ দিতেন এবং চলার পথ দেখাতেন।[১১]

সূফী-সাধক বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জাফর খাঁ গাজী, শাহ্ শফীউদ্দীন, শাহ্ জালাল, খানজাহান আলী, ইসমাঈল গাজী মাক্কীসহ অসংখ্য মুজাহিদ-দরবেশ বাংলার মুসলিম রাজ্যসীমা বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। শায়খ আলাউল হক, মুজাফফর শামস বলখী ও নূর কুতবুল আলমসহ যুগের শ্রেষ্ঠ সূফীরা মুসলিম শাসকদের রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ দান এবং মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদের সময় জনগণের স্বাধীনতা ও ঈমান সুরক্ষায় নেতৃত্ব দান করেছেন। জালাল উদ্দীন তাবরিযী, আঁখি সিরাজ, শায়খ আলাউল হকসহ বহু মনীষীর পরিচালিত লঙ্গরখানা সে যুগের শাসক-সুলতানদের দানশীলতাকেও হার মানত। মানব সেবাদকে সে যুগের ইসলাম প্রচারক সূফী-সাধকরা কত গুরুত্ব দিতেন তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্-এর সহপাঠি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী নূর কুতবুল আলম-এর জীবন থেকে উল্লেখ করা যায়। ‘উস্তাদ হামীদুদ্দীন নাগরীর কাছে শিক্ষা লাভ করার পরও পিতার তত্ত্বাবধানে তার পরবর্তী জীবন গড়ে ওঠে। পুত্রকে যথাযথভাবে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য পিতার অন্ত ছিল না। এজন্য ভোগ-বিলাসের জীবন থেকে দূরে তাকে কৃচ্ছ্রসাধনার জীবনে অভ্যস্ত করে তোলা হয়। পিতা পরিচালিত খানক্বাহ্ সংশ্লিষ্ট লঙ্গরখানা পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত। ফক্বীর, ভিখারী, মুসাফিরদের কাপড় ধোয়া, তাদের ওযূ গোসলের জন্য পানি গরম করা, খানক্বাহ্-এর মেঝে ঝাঁড়ু দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তৎসংলগ্ন টয়লেট পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজ তাকে করতে হত। দূরবর্তী বন থেকে লঙ্গরখানার জ্বালানী কাঠও তাকে সংগ্রহ করতে হত। কথিত আছে, একদিন এভাবে জ্বালানী কাঠ বহন করে আনার সময় পথে তার ভাই আযম খাঁর সাথে দেখা হয়। তার ভাই আযম খাঁ গৌড়ের সুলতানের অধীনে মন্ত্রী ছিলেন। নূর কুতবুল আলমের কষ্ট দেখে ভাই আযম খাঁ তাকে এহেন মজুরের কাজ ত্যাগ করে তার অধীনে সম্মানজনক কোন চাকরি গ্রহণে পরামর্শ দেন। কিন্তু সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণের লোভণীয় প্রস্তাব তিনি বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখান করেন।[১২] এ ধরনের কঠোর সাধনাও জনসেবার

১১. ড. গোলাম সাকালায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্কারণ, ২০০৩ খ্রি., পৃ.- ২৩৫।

১২. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২ খ্রি.), পৃ.- ১৫৪

মাধ্যমে সূফী-সাধকরা সাধারণ মানুষের অন্তরের গভীরে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলামের শিক্ষকদের এ প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। গোপাল হালদারের ভাষায়, ইসলামের বলিষ্ঠ ও সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্য সৃষ্টির কাজে এ জনপদের জীবনধারা ও সংস্কৃতির পরাজয় কোন রাষ্ট্রশক্তির কাছে নয়, ইসলামের উদারনীতিও আত্মসচেতনতার কাছে। কারণ ইসলাম একটি সর্বজনীন জীবন বিধান। এটি অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অন্যকে চলার পথও দেখায়।[১৩]

ইসলাম প্রচারে খানক্বাহ্সমূহের ভূমিকা

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার সূফী-সাধক ও পীর-মাশায়িখের এমন সব খানক্বাহ্ বিদ্যমান, যেখানে পূর্ব থেকে ধর্মীয় প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়ে আসছে। অলী-দরবেশ ও সূফীসাধকরা ইন্তেকালের পর তাঁদের খানক্বাহ্ কেন্দ্রিক কার্যক্রমে ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নের প্রতিফলন ঘটে। ইসলামের প্রচার-প্রসার ছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক সংস্কৃতি এবং জনহিতকর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। যা বঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রশংসার দাবী রাখে। উদাহরণ হিসেবে ঢাকার মোহাম্মদপুরের খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, ঢাকার কায়েৎটুলীর খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, বার আউলিয়ার পূর্ণভূমি চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানাধীন বলুয়ার দিঘীরপাড়স্থ খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া এবং চট্টগ্রামের পাচঁলাইশ থানাধীন পশ্চিম ষোলশহরস্থ আলমগীর খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া[১৪] অন্যতম।

---

১৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *‘বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য’*, অগ্রপথিক, ১৭ বর্ষ, সংখ্যা ১০, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০২ খ্রি., পৃ. ৭৫

১৪. মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচী* চট্টগ্রাম: গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ২০১২ খ্রি., পৃ. ১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আনজুমান ট্রাস্ট পরিচালিত খানক্বাহ্সমূহ

এটা সত্য যে, ইসায়ী সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাব ছিল বিশ্ব ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা। এ অনন্য জীবন ঘনিষ্ঠ ধর্ম আল-ইসলাম মূলতঃ উপমহাদেশে আগমণ করে মুসলিম বণিক, মুবাল্লিগ ও সূফীদরবেশের বদৌলতে যারা সুদূর আরবসহ অন্যান্য অনারব অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। বাংলায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে সূফী, অলী-দরবেশগণের ছিল অপরিসীম প্রভাব। যা আপামর জনগণের গৃহাঙ্গম থেকে শুরু করে শাসনকর্তাদের রাজপ্রসাদ পর্যন্ত সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় অনুরাগ, ধর্ম প্রচারে আগ্রহ, আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর অসংখ্য মাধ্যমে সূফী সাধক শহরে, গ্রামেগঞ্জে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্নস্থানে খানক্বাহ্-এর সাথে মসজিদ তথা মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি জনমানুষকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেন। তন্মধ্যে উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাধক, আলে রাসূল আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) ও তাঁর সাহিবজাদা আওলাদে রাসূল (সা.) পীর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) এবং বর্তমান পীর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) এবং পীরে বাঙাল সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.) বাংলার আনাচে-কানাচে আজ শুধু পরিচিত নয় বরং আত্মার আত্মীয় ও পরম নির্ভরতার অনন্য প্রতীক ক্বাদিরিয়া ত্বারীক্বার অন্যতম দিকপাল এ মহান সাধকরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসংখ্য খানক্বাহ্ শরীফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এতদঞ্চলের আপামর পথভোলা মানুষকে আধ্যাত্মিক রৌশনি দিয়ে হিদায়াতের আলোক-আভায় উদ্ভাসিত করেন। নিম্নে আন্জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত প্রসিদ্ধ কয়েকটি খানক্বাহ্- এর পরিচিতি ও কর্মসূচী বর্ণনা সহকারে বেশ কিছু খানক্বাহ্র তালিকা লিপিবদ্ধ হল :

খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

কায়েৎটুলী, ঢাকা।

আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত প্রসিদ্ধ খানক্বাহ্গুলোর মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম খানক্বাহ্ হল ঢাকার কায়েৎটুলী, খান্ক্বাহ্-ই ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে আওলাদে রাসূল (সা.) খলীফা-ই হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) মুরীদদের নিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫] খানক্বাহ্ শরীফে ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মসূচিসহ আধ্যাত্মিকচর্চা ঈমান-আক্বীদাহ্, মিল্লাত-মাযহাব-এর আদর্শ বিস্তারে ভুমিকা রাখা হয়। এতে হিজরী সনের প্রতি মাসে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়।

১০ মহরম পবিত্র আশুরা, সফর মাসের শেষ বুধবার আখিরী চাহার শুম্বা, ২৫ সফর হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদ-ই দীনো মিল্লাত আল্লামা শাহ্ আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী (র.)-এর উরস শরীফ,

---

১৫. মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, *সিরিকোট থেকে রেঙ্গুন*, চট্টগ্রাম: চাটগাঁ প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রি./ ১৪৩১ হি., পৃ. ১৩২

১ রাবীউল আউয়াল থেকে ১২ রাবীউল আউয়াল পর্যন্ত ১২ দিন ব্যাপি ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) সেমিনার, ৬ রজব হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.)-এর উরস, ২৬ রজব দিবাগত রাত পবিত্র মি'রাজুন্নবী (সা.), ১৪ শা'বান দিবাগত রাত পবিত্র লাইলাতুল বারা'আত, রাবীউস সানী মাসে পবিত্র ফাতিহা-ইয়াযদাহুম, ১৭ রমযান বদর দিবস, ১০ যিলক্বদ রাত্রে হযরত সৈয়্যদ আহমদ (র.)-এর উরস মুবারক, ১ যিলহাজ্ব হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (র.)-এর উরস এবং ১৫ যিলহাজ্ব হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর উরস পালন করা হয়।[১৬] এসব অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এ খানক্বাহ্ বিভিন্ন সেবাধর্মী কর্মসূচিও পরিচালনা করা হয়। খানক্বাহ্য় যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে :[১৭]

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রাক্তন ধর্মমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব।
২. হযরত মাওলানা খাজা আবূ তাহের (র.), সাবেক খতীব, কমলাপুর রেলস্টেশন জামে মসজিদ, ঢাকা।
৩. ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন, সাবেক প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৪. মাওলানা মুহাম্মদ আমীমুল ইসলাম, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সম্পাদক, মাসিক আল বালাগ।
৫. মাওলানা বাকি বিল্লাহ্ আলক্বাদেরী, প্রতিষ্ঠাতা, নারায়ণগঞ্জ তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা।
৬. মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারূকী, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।
৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল, সাবেক অধ্যক্ষ, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ও সাবেক মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৮. ড.এম.এ অদূদ, প্রফেসর, ইসলামি স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯. হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আলীম রেজভী, অধ্যক্ষ, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১০. মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, উপাধ্যক্ষ, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১১. মাওলানা মুহাম্মদ বখতেয়ার উদ্দীন, মুফাস্‌সির, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম ও খতীব, মসজিদ-ই-গাউসুল আযম, শাহাজানপুর, ঢাকা।
১২. মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, প্রধান ফক্বীহ্, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান আল-ক্বাদিরী, আরবি প্রভাষক, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৪. ড. মাওলানা মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, আরবি প্রভাষক, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

---

১৬. গবেষকের সরেজমিন জরিপ। (তারিখঃ ০৬.১২.২০১৫ খ্রি.)

১৭. অফিস রেকর্ড, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।

১৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, ফক্বীহ্, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

১৬. মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন আল আযহারী, মুহাদ্দিস, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

এ ছাড়াও খানক্বাহ্ শরীফে বহু উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে ইসলামি আদর্শ বিস্তারে ভূমিকা রেখে আসছেন। অনেকে এ পৃথিবী ছেড়ে জান্নাতবাসী হয়েছেন। ঢাকার কায়েৎটুলীস্থ খানক্বাহ্ শরীফটি আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত হয়ে এদেশে সুন্নিমতাদর্শ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ্ প্রচারে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।[১৮]

খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

বলুয়ার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।

১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ আল ক্বাদিরী,[১৯] মাস্টার আব্দুল জলিল, দৈনিক আজাদীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক, সূফী আবদুল গফুর ও জালাল আহমদ সওদাগরের সহযোগিতায় শাহ্ সূফী আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কোতোয়ালী থানায় বলুয়ারদিঘীরপাড়স্থ খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।[২০] এ খানক্বাহ্ এতদাঞ্চলে মুসলিম সমাজ, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে ১২ রারীউল আউয়াল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভাগমন উপলক্ষে জশনে জুলূসে ঈদ-এ মীলাদুন্নবী (সা.) পাকিস্তান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার এবোটাবাদস্থ সিরিকোট শেতালু দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর নির্দেশে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে জশ্‌নে জুলূসে 'ঈদ-এ মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জশনে জুলূস উপলক্ষে শোভাযাত্রা। পরবর্তীতে হুযূর আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর সাদারতে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বলুয়ার দিঘীরপাড়স্থ খানক্বাহ্ শরীফ থেকে জশনে জুলূস উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের হয়ে চট্টগ্রাম শহরের

---

১৮. গবেষকের সরেজমিন জরিপ। (তারিখঃ ০৭.১২.২০১৫ খ্রি.)

১৯. **আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আল-ক্বাদিরীঃ** হযরত আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর খলীফা আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আল-ক্বাদিরী ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে বাকলিয়ার চর চাক্তাই গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ এর নির্বাহী সদস্য এবং জমিয়তুল ফালাহ্ কমপ্লেক্সের নির্বাচিত গভর্ণর ছিলেন।
৫০ দশকের প্রথম ভাগে এ বর্ণাঢ্য কর্মবীর আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর মুবারক হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এর খেদমতে আত্মনিবেদিত ছিলেন । ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিরিকোট দরবারে ক্বাদিরিয়া আলিয়া হতে আল-ক্বাদিরী উপাধিতে ভূষিত হন। এ সময় আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর সিলসিলায়ে ক্বাদিরিয়া খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের মুহাররাম-এর ২৯ তারিখে এ মহান ব্যক্তিত্ব ইন্তিকাল করেন। (দ্র. এম. সেলিম খান চাঁট্গামী, বাগে তৈয়্যবাহ্, চট্টগ্রামঃ আল্লামা তৈয়্যবিয়া সোসাইটি-বাংলাদেশ ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ১২৫- ১২৬

২০. অফিস রেকর্ড, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন সড়ক ঘুরে ষোলশহরস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ময়দানে শেষ হয়। এখানে হুযূর ক্বিবলাহ্‌র সভাপতিত্বে বিশাল মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয় আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনায়। মাহ্‌ফিলে বাংলাদেশের বরেণ্য 'আলিম-ই দ্বীন উপস্থিত হন। তাঁদের সারগর্ভ বক্তব্যে সুন্নী মুসলমান আহলে সুন্নাত আক্বীদাহ্‌য় উজ্জীবিত হয়ে থাকেন। হুযূর ক্বিবলাহ্‌ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্‌ (র.)-এর আখেরী মুনাজাত শেষে এ মাহ্‌ফিলের সমাপ্ত হয়।

খানক্বাহ্‌য় ১ মুহাররাম থেকে ১০ মুহাররাম পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী 'পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা মাহফিল' বা'দে মাগরিব থেকে পরিচালিত হয়। দেশ-বিদেশের প্রথিতযশা ইসলামি চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ইমাম আলী মাকাম, আহলে বাইতে রাসূল (সা.)-এর শানে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন।

১৯ মুহাররাম আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্‌ সিরিকোটি (র.)-এর প্রধান খলীফা আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আল-ক্বাদিরীর উরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ সফর হাস্‌সানুল হিন্দ আ'লা হযরত ইমামে ইশ্‌ক্ব ও মুহাব্বাত ইমাম আহমদ রেযা খান (র.)-এর ওয়াফাত বার্ষিকী উপলক্ষে পবিত্র উরস শরীফ উদ্‌যাপিত হয়।

১ রাবীউল আউয়াল থেকে ১২ রাবীউল আউয়াল পর্যন্ত পবিত্র ঈদ-এ মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১২ দিন ব্যাপী মীলাদ মাহ্‌ফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক দিন বা'দে মাগরিব থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এশিয়া মহাদেশে যাঁর মাধ্যমে ইসলামের বাণী এসেছে তিনি হলেন হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমিরী (র.)। এ মহান সাধকের ওয়াফাত বার্ষিকী হল রজব মাসের ৬ তারিখ। ওয়াফাত বার্ষিকী পালনের জন্য খানক্বাহ্‌ শরীফ ১ রজব থেকে ৬ রজব পর্যন্ত খাজা গরীবে নাওয়াজের উরস শরীফ উদ্‌যাপনের জন্য পরিচালনা কমিটি আলোচনা সভার আয়োজন করে।

২৬ রজব রাত্রে পবিত্র 'লাইলাতুল মি'রাজ'। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.)-এর মি'রাজ হয়েছে রজব মাসের ২৬ তারিখ রাতে। এ উপলক্ষে এ খান্‌ক্বাহ্‌ শরীফে মাহ্‌ফিলের আয়োজন করা হয়।

১৪ শা'বান 'লাইলাতুল বারাত' উদ্‌যাপন হয়। শা'বান মাসের দিনগত রজনীতে পবিত্র লাইলাতুল বারাত পালন হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে মীলাদ মাহ্‌ফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১ রমযান হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী (র.)-এর পবিত্র উরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। খানক্বাহ্‌-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া পরিচালনা কমিটি এ উপলক্ষে আলোচনা সভা আয়োজন করে থাকে।

১৭ রমযান 'বদর দিবস'। এ দিন বদর প্রান্তরে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। তাই রমযান মাসের ১৭ তারিখে বদর দিবস পালন করা হয়।

১০ যিলক্বদ আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমিদয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তান সিরিকোট দরবারের প্রবক্তা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্‌ সিরিকোটি (র.)-এর পবিত্র ওয়াফাত দিবস। এ উপলক্ষে খানক্বাহ্‌ শরীফে সিরিকোটি (র.)-এর উরস শরীফ উদ্‌যাপন করা হয়।

১ যিলহজ্ব হযরত আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর পীর আল্লামা খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.)-এর পবিত্র ওয়াফাত দিবস। এ উপলক্ষে খানক্বাহ্ শরীফে তাঁর উরস মুবারক উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

১৫ যিলহজ্ব মাসে রাহ্‌নুমায়ে শরী'আত ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ্ (র.)-এর পবিত্র ওয়াফাত দিবস এ উপলক্ষে খানক্বাহ্ শরীফে উরস পালন করা হয়। এতে আলোচনা করে খতীবে বাঙাল অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদিরী, খতীব, জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ চট্টগ্রাম, শেরে মিল্লাত মুফতী ওবায়দুল হক নঈমী, শায়খুল হাদীস জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া চট্টগ্রাম, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ক্বাযী মঈনুদ্দীন আশরাফী মুহাদ্দিস, সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম প্রমুখ।[২১]

খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

এফ ব্লক, জয়েন্ট কোয়ার্টার, মুহাম্মদপুর ঢাকা।

খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া ঢাকার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ খানক্বাহ শরীফ। ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসার পাশে অবস্থিত এ খানক্বাহ শরীফ। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের এবোটাবাদস্থ শেতালু শরীফ "দরবারে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়া"-এর মহান পীর আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাহ্‌নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (র.) তাঁর মুরিদানদের নিয়ে এ খানক্বাহ শরীফটি প্রতিষ্ঠা করেন।[২২] প্রতিষ্ঠাকালে যাঁদের অবদান ছিল তাঁরা হলেন- আলহাজ্ব মরহুম চিনু মিয়া, আলহাজ্ব মরহুম আহমদ আলী, মরহুম সিরাজুল ইসলাম সওদাগর, মরহুম ফারুক আহম্মদ, মরহুম ডা. সাইদুজ্জামান চৌধুরী, আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম, আলহাজ্ব মতিউর রহমান, ডা. মুহাম্মদ ফারুক হোসেন, এম-এ কাইয়ুম, মরহুম আবদুল হক প্রমুখ।[২৩] বাংলাদেশে চন্দ্র মাসের ৯ রাবিউল আউয়াল প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শুভাগমন উপলক্ষে জশনে জুলূস ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সা.) এর শুভাযাত্রা এ খানক্বাহ শরীফ থেকে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ্ (র.) এর ছদারতে বের হয়ে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিন করে মুহাম্মদপুর ক্বাদিরিয়া মাদ্‌রাসা ময়দানে এসে সমাপ্ত হয়।[২৪] মাদ্‌রাসার ময়দানে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর পরিচালনায় বিশাল মাহফিলের আয়োজন করে। এতে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সুন্নি 'উলামা-মাশায়িখ, লেখক, গবেষক, প্রাবন্ধিক, ইসলামি চিন্তাবিদ উপস্থিত হয়ে আগত সুন্নি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তাকরীর পেশ করেন।[২৫] এ খানক্বাহ শরীফে প্রতি মাসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালন হয়ে থাকে যা নিম্নরূপ-

---

২১. অফিস নথি, খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, বলুয়ার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।

২২. অফিস রেকর্ড, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (ঢাকা অফিস), মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

২৩. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, সাধারণ সম্পাদক, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, (ঢাকা, অফিস), মুহাম্মদপুর, ঢাকা। (তারিখঃ ৩০.১২.২০১৫ খ্রি.)

২৪. অফিস রেকর্ড, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

২৫. ড. মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন, আরবি প্রভাষক, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

১. ১ মুহার্‌রাম থেকে ১০ মুহার্‌রাম পর্যন্ত খানক্বাহ শরীফ পরিচালনা কমিটির উদ্যেগে শোহাদায়ে কারবালার স্মরনে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উলামায়ে কিরাম মাহফিলে উপস্থিত হয়ে আহলে বায়তে রাসুল (সা.)-এর সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

২. ২৫ সফর ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাধক ইমামে আহলে সুন্নত আ'লা হযরত আহমদ রেযা খাঁ (র.)-এর বার্ষিক ওরস শরীফ। খানক্বাহ শরীফে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে 'উলামা মাশায়িখ উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

৩. ৯ রবিউল আউয়াল পাকিস্তানের শেতালু শরীফ 'দরবারে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়া' সাজ্জাদানসীন হুযূর ক্বিবলা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা.যি.আ.)-এর ছদারতে জশনে জুলূছ-এ ঈদ এ মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ মুহাম্মদপুর খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া হতে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনায় এক বিশাল জশনে জুলূছ-এর শোভাযাত্রা বের হয়।[২৬] রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিন করে ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ময়দানে এসে শেষ হয়। মাদ্‌রাসা ময়দানে পবিত্র ঈদ এ মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশাল মাহফিলের আয়োজন করে এ আন্‌জুমান ট্রাস্ট। আওলাদে রাসুল (সা.)-এর সভাপতিত্বে মাহফিলে প্রখ্যাত উলামায়ে-ই কিরাম, বুজুর্গানে দীন, মাশায়িখগণ উপস্থিত হয়ে মাহফিলকে আলোকিত করেন। পরিশেষে আখেরী মোনাজাতের মাধ্যমে মাহফিলের সমাপ্তি হয়।[২৭]

৪. আরবি মাসের ৬ রজব ভারতীয় উপমহাদেশে যাঁর মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটেছে প্রখ্যাত সাধক হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (র.) এর ওয়াফাত দিবস। এ উপলক্ষে খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় তাঁর ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশিষ্ট আলেমে দীন উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান সফল করেন।

৫. রজব চাঁদের ২৭ রজব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র মি'রাজ শরীফ। এ উপলক্ষে খানক্বাহ শরীফে সারারাত ব্যাপী কর্তৃপক্ষ আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে থাকে।

৬. শা'বান মাসের ১৫ তারিখ রাত্রে পবিত্র লাইলাতুল বারাত। খানক্বাহ শরীফ কর্তৃপক্ষ লাইলাতুল বারাত উদ্‌যাপন করেন। এতে ইসলামি অনুষ্ঠান মালার মধ্যে দিয়ে সেহেরীর সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।

৭. ১ রমযান অলিকুল সম্রাট হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী (র.) এর পবিত্র উরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। খানক্বাহ শরীফ পরিচালনা কমিটি এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল এবং ইফতারের আয়োজন করে থাকে।

৮. ১৭ রমযান বদর দিবস। এ উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ দিবসটি পালন করে থাকে। রমযান মাসের ১৭ তারিখে মুসলমানরা বদর প্রান্তরে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় লাভ করে। তাই খানক্বা শরীফে বদর যুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং যাঁরা শহীদ হয়েছেন, গাজী হয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়ে থাকে।

---

২৬. অফিস রেকর্ড, খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, এফ ব্লক, জয়েন্ট কোয়ার্টার, মুহাম্মদপুর ঢাকা।

২৭. সাক্ষাৎকার, মুহাম্মদ আবু ইউসূফ, ফকীহ্, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। (তারিখঃ ০২.০১.২০১৬ খ্রি.)

৯. ১০ যিলক্বদ আন্‌জুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তান সিরিকোট 'দরবারে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার' প্রবক্তা অলি, সুফি, দরবেশ আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) -এর পবিত্র ওয়াফাত দিবস। এ দিন খানক্বাহ শরীফে আল্লামা সিরিকোটির ওরস শরীফ উদ্‌যাপন করা হয়।

১০. ১ যিলহজ্ব হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) এর পীর মাজমূ 'আহ্ সালাওয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখক হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভি (র.) ওয়াফাত দিবস। এ উপলক্ষে খানক্বাহ শরীফে তাঁর ওরস মুবারক অনুষ্ঠিত হয়।

১১. ১৫ যিলহজ্ব এ খানক্বাহ শরীফের প্রতিষ্ঠাতা রাহনুমায়ে শরী'আত ত্বারীক্বাত আল্লাম সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর পবিত্র ওয়াফাত দিবস উপলক্ষে খানক্বাহ শরীফ পরিচালনা কমিটির উদ্যেগে ওরস শরীফ পালিত হয় এবং মাহফিল শেষে আখেরী মোনাজাতের মাধ্যমে সমাপ্তি হয়। আগত ভক্ত অনুরক্তদের মাঝে তাবারুক বিতরন করা হয়।

খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় মুহাম্মদপুর, ঢাকায় যাঁরা দীর্ঘদিন যাবত ইসলামি অনুষ্ঠান মালায় অংশ গ্রহণ করে আসছেন তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীস মুফতী মাওলানা ওবাইদুল হক নঈমী, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল 'আলিম রেযভী, উপাধ্যক্ষ মুফতি মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, মুফাস্‌সির মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন আল্-আযহারী, মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন, মাওলনা হাফেজ মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, ড. মাওলানা মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন প্রমুখ।[২৮]

খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

পুরাতন জিমখানা, নারায়নগঞ্জ

বান্দার ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য প্রয়োজন হয় পরিশুদ্ধ ক্বল্‌ব। শরী'আতের পূর্ণ অনুসরণ এবং হাক্বানী পীরের কিছু নিয়মনীতি অনুসরণের মাধ্যমে অন্তরাত্মাকে পবিত্র ও কলুষমুক্ত করা সম্ভব। তাই ক্বাল্‌বী ইল্‌ম অর্জন ও এর উৎকর্ষ সাধনে গাউসে পাক বড়পীর আবদুল ক্বাদির জিলানী (র.) প্রবর্তিত ক্বাদিরিয়া ত্বারীকার প্রচার-প্রসারে এ উপমহাদেশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন হুযূর ক্বিবলাহ্ সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.)। সিলসিলায়ে ক্বাদিরিয়া আলিয়ার মাধ্যমে ত্বারীকাতের আলোজ্জ্বল পথে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এবং মুরীদদের সিলসিলার নিয়মিত সবক আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে হুযূর ক্বিবলাহ্ সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) পুরাতন জিমখানায় খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।[২৯] হুযূর ক্বিবলাহ্ সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) ১৯৬২ খ্রি. হতে ১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত ঈদ-এ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে টানবাজার, ফলপট্টি, ফকির টোলা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত নূরানী মাহফিলে উপস্থিত থেকে দীন ও ত্বারীকাতের আনজাম দেন। এখানে খানক্বাহ্ শরীফ প্রতিষ্ঠাকালীন এলাকাটি ছিল অবহেলিত বর্তমান ডি,আইটি রেলওয়ে কলোনী জামে মসজিদটি ছিল

২৮. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন। (তারিখ: ০৮.১২.২০১৫ খ্রি.)

২৯. সাক্ষাৎকার, মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, পুরাতন জিমখানা, নারায়নগঞ্জ। (তারিখ: ০৮.০১.২০১৬ খ্রি.)

কাঠের পাটাতনে গড়া ছোট মসজিদ। রেলওয়ে রাস্তা দিয়ে রাত্রে ভয়ে কেউ একা চলাফেরা করতে পারত না, এখানে খানক্বাহ্ শরীফ ও এলাকার হাক্কানী পীরের আগমনে আস্তে আস্তে এলাকার পরিবেশ ভাল হওয়ায় ব্যবসায়ীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এলাকার পরিবেশ উন্নত হতে থাকে। পুরাতন জিমখানায় খানক্বাহ্ শরীফ প্রতিষ্ঠার পর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) প্রতি বছর খানক্বাহ্ শরীফের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসতেন। তখন খানক্বাহ্ শরীফের অভ্যন্তরে হুযূর ক্বিবলাহ্র সাদারাতে নূরানী মাহফিল অনুষ্ঠিত হত। পর্যায়ক্রমে হুযূর ক্বিবলাহ্র নূরানী হাতে বায়'আতের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে তখন নারায়ণগঞ্জের পীর ভাই হুযূর ক্বিবলাহ্র সাদারাতে ডি,আই,টি মার্কেটে ২২.১২.১৯৮৫ খ্রি. এবং ২০.১২.১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পর পর দু'বছর দুটি নূরানী মাহফিলের ফলশ্রুতিতে আরও বহু 'আশিক্বে রাসূল (সা.) সুন্নী মতাদর্শী ধর্মপ্রাণ মুসলামান কামিল অলীর হাতে বায়'আত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।[৩০]

খানক্বাহ্ শরীফ প্রতিষ্ঠার পর পীরানে পীর দস্তগীর গাউসে পাক হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী (র.)-এর ক্বাদিরিয়াহ্ ত্বারীক্বাহ্ মোতাবেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান নিয়মিত প্রতিচন্দ্র মাসের দশ তারিখ দিবাগত রাত্রে মাসিক গেয়ারবী শরীফ এগার তারিখ দিবাগত রাত্রে মাসিক বারাবী শরীফ, যিকর আযকার, মীলাদ মাহফিল, প্রতি বৃহস্পতিবার খতমে গাউসিয়া শরীফ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।[৩১]

বার্ষিক অনুষ্ঠান সূচী[৩২]

১) ১০ মুহাররাম বাদ মাগরিব পবিত্র আশুরা উদ্যাপন ও কারবালা শীর্ষক সেমিনার।
২) সফর মাসের শেষ বুধবার বাদ-এ ইশা আখেরী চাহার শুম্বাহ্ উদ্যাপন।
৩) ২৫ সফর দিবাগত রাতে উরসে আ'লা হযরত ইমাম আহ্আদ রেযা খান বেরলবী (র.) উদ্যাপন।
৪) ৯ রবীউল আউয়াল সকাল ৬-৩০ টায় খানক্বাহ্ শরীফ হতে ঢাকার ঐতিহাসিক জশ্নে জুলূসে রওয়ানা।
৫) ১১ রবীউল আউয়াল বাদ আসর নারায়ণগঞ্জে জশ্নে জুলূসের আয়োজন। বাদ মাগরিব বারাবী শরীফ উদ্যাপন, সালাতু সালাম, মীলাদ, দু'আ-মুনাজাত।
৬) ১২ রবীউল আউয়াল সকাল ৯ টায় নারায়ণগঞ্জে জশ্নে জুলূসে অংশগ্রহণ।
৭) ১১ রাবিউস সানী বাদ মাগরিব ফাতিহায়ে ইয়াযদাহম শরীফ ও উরসে গাউসুল আযম দস্তগীর আবদুল ক্বাদির জিলানী (র.)।
৮) ৬ রজব উরসে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্তী (র.)।
৯) ২৬ রজব দিবাগত রাতে পবিত্র শব-ই-মি'রাজুন্নবী (সা.) মাহফিল।
১০) ১৪ শা'বান দিবাগত রাতে পবিত্র লাইলাতুল বারাত উদ্যাপন।
১১) ১ রামযান বাদ আসর হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর আবদুল ক্বাদির জিলানী (র.)-এর পবিত্র খোশরোয (শুভ জন্মদিন) শরীফ উদ্যাপন।

---

৩০. মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, *খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া প্রতিষ্ঠার তিনযুগ (১৯৭৯-২০১৫)*, নারায়ণগঞ্জ: রাহনুমায়ে তৈয়্যবিয়া, ৩য় সং, ২০১৬ খ্রি., পৃ. ৭৮-৭৯

৩১. *প্রাগুক্ত*

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১২) ১৬ রামযান বাদ আসর ঐতিহাসিক ইয়াওমুল বদর (বদর যুদ্ধ দিবস) উদ্‌যাপন।
১৩) ২১ রামযান বাদ আসর মাহফিলে মাওলা আলী শেরে খোদা (র.)।
১৪) ২৬ রামযান দিবাগত রাতে পবিত্র খতমে তারাবীহ্ সমাপ্তি এবং পবিত্র শব-ই-ক্বদর উদ্‌যাপন।
১৫) ১১ যিলক্বদঃ শাহানশাহে সিরিকোট সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর উরস উদ্‌যাপন।
১৬) ১ যিলহজ্বঃ খাজায়ে খাজেগান খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.)-এর উরস উদ্‌যাপন।
১৭) ১৫ যিলহজ্ব হতে ২৮ যিলহজ্বের মধ্যে হুজূর ক্বিবলাহ্, আওলাদে রাসূল (সা.) গাউসে যামান হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.)-এর পবিত্র সালানাহ্ উরস মুবারাক উদ্‌যাপন। (উরসে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) এবং মরহুম পীরভাই-বোনদের ইসালে সাওয়াব মাহফিল।

মাসিক অনুষ্ঠান সূচী

ক) প্রতি চন্দ্র মাসের ১০ তারিখ দিবাগত রাতে হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর (র.)-এর পবিত্র গিয়ারাভী শরীফ উদ্‌যাপন।
খ) প্রতি চন্দ্র মাসের ১১ তারিখ দিবাগত রাতে মাসিক বারাভী শরীফ উদ্‌যাপন।
গ) প্রতি চন্দ্র মাসের ১৫ তারিখ দিবাগত রাতে হুজূর ক্বিবলাহ্ আওলাদে রাসূল সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.)-এর মাসিক ফতিহা শরীফ উদ্‌যাপন।

সাপ্তাহিক ও দৈনন্দিন অনুষ্ঠান সূচী

প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ-এ মাগরিব ও প্রতি সোমবার বাদ ফজর খতমে গাউসিয়া শরীফ, সালাতু সালাম, যিকির, প্রতিদিন বাদ-এ ফজর বিশেষ দু'আ মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত।[৩৩]

আলমগীর খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত খানক্বাহ্‌সমূহের মধ্যে খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ অন্যতম প্রধান খানক্বাহ্। আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাহ্‌নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) এর জীবদ্দশায় চলে যাওয়া খানক্বাহ্‌টি তৎকালীন আনজুমান ট্রাস্ট-এর সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ জাকারিয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব এম.এ. ওয়াহাব আলক্বাদেরী, আলহাজ্ব ডা. আবুল হাশেম, আলহাজ্ব আবু মুহাম্মদ তবিবুল আলম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সহ সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা এশিয়ার বিখ্যাত দ্বীনী শিক্ষানিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া

---

৩৩. *প্রাগুক্ত*

কামিল মাদ্‌রাসার পাশে বিশাল আয়তনে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এ খানক্বাহ্ শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৪] আধ্যাত্মিকতার প্রচার-প্রসারে এ খানক্বাহ্ শরীফ মারকাজ-এ পরিণত হয়।

১. ১ মুহাররাম থেকে ১০ মুহাররাম পর্যন্ত প্রতিদিন বা'দে মাগরিব থেকে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বরেণ্য উলামায়ে কেরাম মাহফিলে অংশ নেন।

২. ২৫ সফর পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাধক আ'লা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত আল্লামা আহমদ রেযা খাঁন ফাযিলে বেরলভী (রা.)-এর ওয়াফাত দিবস। এ উপলক্ষে এ খান্‌ক্বাহ্ শরীফে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে 'উলামা মাশায়িখ উপস্থিত হয়ে মহান ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন, মাফফিল শেষে তাবারুকের ব্যবস্থা করা হয়।

৩. ১২ রাবীউল আউয়াল সিরিকোট দরবারে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার সাজ্জাদানশীন হুযূর ক্বিবলা হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর নেতৃত্বে জশনেজুলূসে 'ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে এ খানক্বাহ্ শরীফ থেকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ জশনে-জুলূসের শোভাযাত্রা আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনায় বের করা হয়। এতে দেশ-বিদেশের 'উলামা, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও প্রশাসনের ব্যক্তি অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলেন।

৪. চন্দ্র মাসের ৬ রজব এশিয়া উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারক হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র.)-এর ওয়াফাত দিবস। এ উপলক্ষে আলমগীর খান্‌ক্বাহ্ শরীফে তাঁর উরস মুবারক উদ্‌যাপন করা হয়। এতে বিশিষ্ট আলিমে দীন, ইসলামি গবেষক ও বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান সফল করেন।

৫. ২৭ রজব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্রেষ্ঠ মু'জিজা মি'রাজ সম্পর্কে আলোচনার আয়োজন করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মু'জিজাসমূহের মধ্যে মি'রাজ গমণ একটি বিস্ময়কর মু'জিজা। রজব চাঁদের ২৭ তারিখ রাতের শেষাংশে সোমবার নবী করীম (সা.) বিবি উম্মেহানী (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। বিবি উম্মেহানী (রা.) ছিলেন আবূ ত্বালিবের কন্যা এবং নবী করীম (সা.)-এর দুধ বোন। গৃহটি ছিল হারাম শরীফের ভিতর। হযরত জিব্রাঈল (আ.) নূরের পাখা নিয়ে ঘরের ছাদ দিয়ে প্রবেশ করে, অন্য রেওয়ায়েত মোতাবেক গন্ডদেশ দিয়ে নবী করীম (সা.)-এর কদম মোবারকের তালুতে স্পর্শ করতেই নবী করীম (সা.)-এর তন্দ্রা এসে যায়। জিব্রাঈল (আ.) আল্লাহর দাও'আত জানালেন এবং নবীজীকে জমজমের কাছে নিয়ে সিনা মোবারক বিদীর্ণ করে জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করার পর নূর এবং হেকমত দিয়ে পরিপূর্ণ করেন। এ যেন মহাশূন্যে ভ্রমণের প্রস্তুতি পর্ব শেষ করলেন। নিকটে বোরক দন্ডায়মান ছিল। হযরত জিব্রাঈল (আ.) সামনে, মিকাঈল (আ.) পিছনে এবং ইস্রাফিল (আ.) সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা মিছিল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে গমন করেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-কে

৩৪. অফিস রেকর্ড, আলমগীর খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

সমগ্র মাখলুক ভ্রমণ করালেন।[৩৫] এ উপলক্ষে আলামগীর খান্‌ক্বাহ্ শরীফে বিশেষ আয়োজন করা হয়।

৬. চন্দ্র মাসের ১৪ তারিখ দিনগত রজনীতে লাইলাতুল বারাত পালিত হয়। খানক্বাহ্ শরীফে সারারাত ইসলামি অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে খানক্বাহ্ শরীফে সাহ্‌রীর সময় পর্যন্ত মাহফিল চলতে থাকে।[৩৬]

৭. ১ রমযান থেকে রমযানের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকদিন খান্‌ক্বাহ্ শরীফে ইফতার মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। আসর নামযের পর থেকে খত্‌মে গাউসিয়া শরীফ শুরু হয়ে ইফতারের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে এবং আখিরী মুনাজাতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৮. প্রতি চন্দ্র মাসের ১০ তারিখ দিবাগত রাতে পবিত্র গিয়ারভী শরীফের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে মীলাদ মাহ্‌ফিলের আয়োজন করে খান্‌ক্বাহ্ কর্তৃপক্ষ। পবিত্র গিয়ারভী শরীফের অনুষ্ঠানটি মীলাদক্বিয়াম ও মুনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়। আগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে তাবারুক বিতরণ করা হয়।

৯. ১২ রমযান পবিত্র বারবী শরীফ উপলক্ষে খানক্বাহ্ শরীফে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রোযাদারদের ইফতার করানো হয়।

১০. ১৭ রমযান বদর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মীলাদমাহ্‌ফিল, দুআ মুনাজাত শেষে ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়।

১১. ২৬ রমযান দিনগত রাতে পবিত্র লাইলাতুর ক্বদর উপলক্ষে খান্‌ক্বাহ্ শরীফে সারারাত এ রজনীর গুরুত্বের উপর ওয়ায নসীহত করা হয়।

১২. ১১ যিলক্বদ সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (র.)-এর উরস শরীফ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাহফিল আয়োজন করা হয়। মাহফিল শেষে তাবারুক বিতরণ করা হয়।

১৩. ১ যিলহাজ্ব হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.)-এর উরস শরীফ উপলক্ষে আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিল শেষে তাবারুক বিতরণ করা হয়।

১৪. ১৫ যিলহাজ্ব হযরত সৈয়্যেদ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ্ (র.)-এর উরস শরীফ উপলক্ষে খান্‌ক্বাহ্ শরীফ কর্তৃপক্ষ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ময়দানে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভক্ত-অনুরক্তরা উপস্থিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রখ্যাত ওলামা মাশায়িক হযূর ক্বিবলাহ্ (র.) সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। মাহফিল শেষে তাবারুক বিতরণ করা হয়।[৩৭]

১৫. খান্‌ক্বাহ্ শরীফে প্রত্যেক সোমবার বা'দে ফযর খত্‌মে গাউসিয়া শরীফের আয়োজন করা হয়।

এ খানক্বাহ্‌র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অবসরপ্রাপ্ত শায়খুল হাদীস, প্রথিতযশা মুহাদ্দিস-মুফাস্‌সির ও ফক্বীহ্‌দের প্রত্যক্ষ সহ-তত্ত্বাবধানে কামিল ছাত্রদের

---

৩৫. অধ্যক্ষ হাফিয এমএ জলিল, *নূর-নবী (সা.)*, ঢাকা: ছুন্নি গবেষণা কেন্দ্র, মুহাম্মদপুর, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ৬৭

৩৬. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ১২.০১.২০১৬ খ্রি.)

৩৭. অফিস রেকর্ড, আলমগীর খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

তাখাস্‌সুস তথা সিহাহ্ সিত্তাহ্, তাফসীর ও ফিক্বহ্ সাহিত্যের জটিল ও কঠিন বিষয়ের বিশেষ ক্লাসকার্যক্রম পরিচালিত হয়।[৩৮] বিভিন্ন মাহফিলে নিয়মিত আলোচকদের মধ্যে রয়েছেন-[৩৯]

১. খতীবে বাঙ্গাল আল্লামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদেরী,

২. শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী,

৩. মাওলানা মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান,

৪. শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফিয মুহাম্মদ সোলায়মান আনসারী,

৫. শায়খুল হাদীস আল্লামা মঈনুদ্দীন আশরাফী,

৬. মুফতি কাজী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ,

৭. মাওলানা মুহাম্মদ হাফিয আশরাফুজ্জামান আল-ক্বাদেরী,

৮. মাওলানা গোলাম মোস্তাফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী,

৯. মাওলানা আবুল আসাদ মুহাম্মদ যুবাইর রযভী,

১০. মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন,

১১. মাওলানা মুহাম্মদ হাফিয আনিসুজ্জামান প্রমুখ।

আলমগীর খান্‌ক্বাহ্ শরীফে নিয়মিত অনুষ্ঠানাদির পাশাপাশি ইসলামি বুনিয়াদী শিক্ষার তথা মক্তব শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখা হয়। শৈশব থেকে মুসলিম শিশুরা ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষা ও আক্বীদাহ্ শিক্ষা অভ্যস্ত হয়ে উঠে। বর্নিত খানক্বাহ্‌গুলো ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত আরো কিছু প্রসিদ্ধ খানক্বাহ্ রয়েছে। এ সবের তালিকা তুলে ধরা হল:[40]

১. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার।

২. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

বৈলতলী রোড, পটিয়া পৌরসভা, চট্টগ্রাম।

৩. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

পেশকার পাড়া, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

৪. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়া

চন্দঁনাইশ, চট্টগ্রাম।

৫. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

---

৩৮. গবেষকের সরেজমিন জরিপ। (তারিখ: ০৮.১২.২০১৫ খ্রি.)

৩৯. অফিস রেকর্ড, আলমগীর খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৪০. অফিস রেকর্ড, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম।

কধুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

৬. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

কদলপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।

৭. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

চৌধুরী পাড়া, কোয়েপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।

৮. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

নুনিয়াছড়া, বিমানবন্দর সড়ক, কক্সবাজার।

৯. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

মৌলভী বাজার, হ্নীলা, টেকনাফ, কক্সবাজার।

১০. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

মধ্যম আশ্রমপুর, কুমিল্লা।

১১. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

সৈয়্যদপুর, নীলফামারী।

১২. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

বালুয়াহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

১৩. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

বাসাইল, সদর, টাঙ্গাইল।

১৪. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

জঙ্গলখাইন, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১৫. খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

পাঠানদন্ডী, চঁন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

১৬. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

চন্দ্রঘোনা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

১৭. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

কে.পি.এম গেইট, চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

১৮. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

হোসনাবাদ, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম, ইত্যাদি।

১৯. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

১১১ মাঝিরঘাট, মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম।

২০. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

১৬ নং উত্তর নালাপাড়া, মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম।

২১. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

আশরাফপুর, কুমিল্লা।

২২. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

কলেজ রোড, কুমিল্লা।

২৩. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

২৪. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

বান্দরবান পৌরসভা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

২৫. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

সদর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

২৬. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

২৭. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

২৮. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

আনোয়ার, চট্টগ্রাম।

২৯. খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার।[৪১]

---

৪১. গবেষকের সরেজমিন জরিপ। (তারিখ: ০৯.১২.২০১৫ খ্রি.)

ষষ্ঠ অধ্যায়

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ও পত্র-পত্রিকা

ষষ্ঠ অধ্যায়

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ও পত্র-পত্রিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রন্থসমূহ

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জিলার শেতালু শরীফ দরবারে আলিয়া ক্বাদিরিয়ার মহান সাধক, সূফী, অলী, দরবেশ আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে ভারতীয় মুসলিম ব্যবসায়ী। যিনি সেখানে পেশোয়ারী সাহেব নামে পরিচিত। তিনি সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।[১] তিনি সেখানকার মুসলমানদের হানাফী মাযহাব ও ক্বাদিরিয়া তরীক্বাহ্‌র প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বাঙ্গালী মসজিদের প্রধান খতীব ছিলেন। উপমহাদেশে বিচ্ছিন্ন মুসলিম জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার মহান প্রয়াসে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম 'আঞ্জুমান-এ শুরায়ে রহমানিয়া' নামে দ্বীনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।[২] ১৯৩৭ খ্রি. চট্টগ্রাম দৈনিক আজাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার-এর অনুরোধে সর্বপ্রথম বার আওলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত পূণ্য ভুমি চট্টগ্রামে শুভাগমন করেন।[৩] পরবর্তী ১৯৪ খ্রি. তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও তাঁর ভক্ত-অনুরক্তের সহযোগিতায় 'আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট' নামে অরাজনৈতিক দ্বীনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য সাহিবযাদাহ্ আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর উপর ট্রাস্টের দায়িত্বভার অর্পিত হয়। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ইন্তিকাল হলে তাঁর দু সাহিবযাদাহ্ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) ও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.) ট্রাস্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে এ ট্রাস্টের অধীনে বাংলাদেশে বহু মাদ্‌রাসা, মসজিদ, ও খানক্বাহ্ পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে ট্রাস্ট পরিচালনাধীন ষোলশহর আলমগীর খানক্বাহ শরীফে আনজুমান রিচার্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫] এখান থেকে অসংখ্য বই প্রকাশিত হয় এবং হচ্ছে। যা আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে ছাপানো হয়। যা মুসলিম-মিল্লাত ও ইসলামী আদর্শ বিস্তারে ব্যাপকভাবে অবদান রাখছে। প্রকাশনার কিছু তুলে ধরা হল।

---

১. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, *সিরিকোট থেকে রেঙ্গুন*, চট্টগ্রাম: চাট্‌গাঁ প্রকাশন, ১৪৩১ হি./ ২০১০ খ্রি., ১ম সং., পৃ. ৬৬-৬৭

২. মোছাহের উদ্দীন বখতিয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

৫. গবেষকের সরেজমিন জরিপ। (তারিখ: ১২.১২.২০১৫ খ্রি.)

১. মাজমূ‘আহ্-এ সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

(مجموعة صلواة رسول صلّى الله عليه وسلّم)

আন্‌জুমান ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট সূফী-দরবেশ আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) এর পীর হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) প্রণয়ন করেন এ দুরূদ শরীফে কিতাব। যা ৩০ পারায় বিন্যস্ত। কিতাবের প্রতি পারা ৪৮ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৪৪০ পৃষ্ঠা।[৬]

কিতাবটি রচনায় ১২ বছর ৮ মাস ২০ দিন সময় লেগেছিল। ২০ শতকের শেষের দিকে রচয়িতা আল্লামা হযরত আবদুর রহমান চৌহরভী (র.)-এর জীবদ্দশায় পাণ্ডুলিপি রচিত হলেও তা প্রকাশিত হয় তাঁর ইন্তিকালের সামান্য পূর্বে। দুরূদ শরীফের কিতাবটি বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, ড. আব্দুল্লাহ্ আল-মারূফ, মুফ্‌তী সৈয়্যদ অছিয়র রহমান, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন ও মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আযহারী। বর্তমানে ১১ পারা আন্‌জুমান ট্রাস্ট প্রকাশনা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়।[৭]

২. গাউসিয়া তারবিয়াতী নিসাব (غوثيه تربيتي نصاب)

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর পৃষ্ঠপোষক রাহ্‌নুমায়ে শরী‘আত ও ত্বারীক্বাত পীর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) ও রাহ্‌নুমায়ে শরী‘আত ও ত্বারীক্বাত পীরে বাঙাল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর সদয় নির্দেশে প্রণীত ও প্রকাশিত এ গ্রন্থটি সপ্তম সংস্করণ ১ রজব ১৪৩৪ হি.,/২৯ বৈশাখ ১৪২০ বাংলা, ১২ মে ২০১৩ খ্রি. আন্‌জুমান ট্রাস্ট প্রচার ও প্রকাশনা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়। এটি শরী‘আতের মাসয়ালা-মাসায়িল সম্পর্কিত। যাতে ঈমান ও আক্বাইদ, আক্বীদা সংক্রান্ত কিছু বিষয়, ইসলামের কালিমাসমূহ ও কতিপয় পারিভাষিক শব্দ, নুবূয়াত ও রিসালাত, ভাল কাজের আদেশ আর মন্দকাজের নিষেধ করা, পবিত্রতার বিবরণ, গোসলের বিবরণ, তায়াম্মুম এর বিবরণ, নামাযের বিবরণ, জামা‘আতের বর্ণনা, কটি সূরাহ্, কতিপয় নফল নামায, মুসাফিরের নামায, ক্বাযা নামায, জানাযার নামাযের বর্ণনা, রোযা, তারাভীহ্ নামাযের বর্ণনা, ই‘তিকাফের বর্ণনা, ঈদুল ফিত্‌রের নামায, সাদক্বাতুল ফিতরের বর্ণনা, কুরবানীর বর্ণনা, যাকাত, হজ্জে বায়তুল্লাহ, উমরাহ্ করার নিয়ম, তাওয়াফ, হজ্জে বদল, মদীনা মুনাওয়ারায় রওযা-ই আক্বদাসের যিয়ারত, ইসলামী অনুষ্ঠানামালা, গীবত, ফাযায়িলে কুর’আন, ফাযায়িলে দুরূদ শরীফ, যিক্‌রের ফযীলত, সুন্নাত ও বিদ‘আত, হালাল-হারাম, আমানত ও খেয়ানত, বেচা-কেনা, ইসলামে তাক্বলীদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ত্বারীক্বাতের প্রয়োজনীয়তা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত তথা সুন্নী জামা‘আতের পরিচয় স্থান পেয়েছে। বইটি লিখেছেন, মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আলক্বাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ সগীর ওসমানী, মাওলানা মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, মাওলানা কাযী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ সুলায়মান আনসারী, মাওলানা কাযী মুহাম্মদ আবদুল আলীম

---

৬. অফিস রেকর্ড, আন্‌জুমান ট্রাস্ট রিচার্স সেন্টার, আলমগীর খানকাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

৭. প্রাগুক্ত

রিজভী, মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ আশ্‌রাফুজ্জামান আলক্বাদেরী ও মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান।[৮]

৩. দরসে হাদীস (درس حديث)

এ গ্রন্থটি ১ অক্টোবর ২০০৯ খ্রি. আন্‌জুমান ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির লেখক জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার মুফাস্‌সির, লেখক ও গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন। ১৪৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থে সৃষ্টির মূল উৎস নূরে মোহাম্মদী (সা.), নবীপ্রেম সমস্ত ইবাদতের প্রাণ, নবীপ্রেম আল্লাহ্ পূর্বশর্ত, নবীজীর গোলামের কোন চিন্তা নেই, সমস্ত জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহর প্রিয় রাসূল, ইলমে গায়্‌ব নবী করীমের নুবূয়্যাতের অন্যতম দলীল, হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম, মাক্বামে মাহ্‌মূদ, শাফা'আত : রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য, খতমে নুবূয়্যাত, যাঁরা হাশরের দিন আরশের ছায়ায় থাকবে, হাত তুলে দু'আ-মুনাজাত করা, মুহার্‌রাম ও আশুরার রোযা, আহলে বায়তে রাসূল কিশ্‌তিয়ে নূহ্, শতাব্দির মুজাদ্দিদ, বিনা প্রয়োজনে মাথা মুন্ডানো খারিজীদের আলামত, নবীপ্রেমের বাস্তব প্রতিচ্ছবি সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, কদমবুসী শুধু জায়িয নয় সুন্নাতে সাহাবাও, যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর, কবরের উপর জড়পদার্থের সম্মান, কবরের উপর ফুল ছিটানো, মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, মি'রাজ রজনীতে নবীজীর স্বচক্ষে আল্লাহ'র দীদার লাভ, চলো মুসাফির মদীনার পানে, কেবল পানাহার বর্জনে রোযার সার্থকতা নেই, তারাবীর নামায আট রাক'আত নয় বিশ রাক'আত, শাওয়ালের ৬ রোযা : সারা বছর রোযা রাখার সাওয়াব, নামাযে ইমামের পেছনে মুক্তাদীর ক্বিরাত পাঠ না করা এবং চুপে চুপে 'আমীন' বলা, কুরবানী ত্যাগের প্রোজ্জ্বল নিদর্শন, সাতটি চরিত্র মানুষকে ধ্বংস করে দেয়, হাদীস শরীফ চর্চাকারীদের জন্য নবী করীমের দু'আ, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী, ওলী বিদ্বেষীরা খোদাদ্রোহী ইত্যাদি অধ্যায়ে হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়ে বিশদ বর্ণনা হয়েছে।[৯]

৪. যুগ জিজ্ঞাসা

চট্টগ্রামের খ্যাতনামা আলিম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান ফক্বীহ্ মাওলানা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান 'যুগ জিজ্ঞাসা' প্রণয়ন করেন। যা আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক ১ যিলক্বাদ ১৪৩৩ হি. সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বইটি ৩৪০ পৃ. সম্বলিত। এতে যুগের জরুরি বিষয়ে জিজ্ঞাসার জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা দীর্ঘদিন হতে 'মাসিক তরজুমান'-এ আহলে সুন্নাত-এর প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রকাশিত হয়ে আসছিল। এখানে কিছু বিরোধপূর্ণ প্রশ্নের প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাতে সাধারণ পাঠকরা দলিল প্রমাণ দ্বারা মাসালা-মাসায়িল বুঝতে সক্ষম হয়। পাঠকের পক্ষে প্রশ্নোত্তরগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার দাবি ছিল।[১০]

---

৮. *গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব*, চট্টগ্রাম : আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ৭ম সং, ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৩

৯. মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, *দরসে হাদীস*, চট্টগ্রাম : আন্‌জুমান ট্রাস্ট ২০০৯ খ্রি., পৃ. ৩

১০. আলহাজ্ব মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, যুগ জিজ্ঞাসা, চট্টগ্রাম : আন্‌জুমান ট্রাস্ট, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৪

৫. নূরানী তাক্বরীর সম্ভার (نوراني تقارير)

পীর-ই কামিল রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর তাক্বরীর সম্বলিত বই 'নূরানী তাক্বরীর সম্ভার'। যা আন্জুমান ট্রাস্ট গবেষণা কেন্দ্রের মহাপরিচালক লেখক ও গবেষক মাওলানা আবদুল মান্নান কর্তৃক অনূদিত। হুযূর ক্বিবলাহ্ (র.) বাংলাদেশে সফরকালে চট্টগ্রাম বলুয়ারদিঘীপাড়স্থ 'খানক্বাহ্-ই ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া' শরীফে বেশীরভাগ সময় অবস্থান করতেন। তিনি প্রত্যেক দিন ফজর নামাযে ইমামতি করতেন। অগণিত পীর ভাই ও ভক্ত-মুরীদান তাঁর ইমামতিতে নামায পড়ার জন্য উদ্গ্রীব থাকতেন এবং তাঁর পিছনে নামায পড়ে ধন্য হতেন। হুযূর ক্বিবলাহ্ (র.) প্রত্যেকদিন ফজর নামাযের পর নূরানী তাক্বরীর পেশ করতেন। তাক্বরীরগুলোর প্রভাব শ্রোতার হৃদয় ও মনে রেখপাত করত। বাংলাভাষীদের নিকট আরো সহজবোধ্যের লক্ষ্য উলামা-ই কেরাম হুযূরের তাক্বরীরগুলো বাংলায় অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতেন। আন্জুমান ট্রাস্ট গবেষণা কেন্দ্র নূরানী তাক্বরীরগুলো ১৫ যিলহজ্ব ১৪৩৬ হি.,১৫ আশ্বিন ১৪২২ বাংলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে।[১১]

৬. শানে রিসালত (شان رسا لة)

আন্জুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক খ্যাতনামা 'আলিম লিখক ও গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান বইটি রচনা করেন। ১৮২ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'শানে রিসালত' গ্রন্থটি ১ জুমাদাল উলা, ১৪৩৫ হি., ১৯ ফাল্গুন ১৪২০ বাংলা, ৩ মার্চ ২০১৪ খ্রি. আন্জুমান ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ঈমানের প্রাণ নবী করীম (সা.)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা সৃষ্টি ও ইসলামের প্রকৃত আদর্শ (সুন্নী মতাদর্শ) প্রতিষ্ঠার জন্য 'মাসিক তরজুমান-ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত', চট্টগ্রাম এ নিয়মিতভাবে 'শানে রিসালাত' শিরোনামে একটি বিশেষ অধ্যায় প্রকাশ করা হয়। এ অধ্যায়ে (শানে রিসালাত) গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান নিয়মিত প্রবন্ধসমূহ লিখে আসছেন। এসব প্রবন্ধে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান তথা অনন্য বৈশিষ্ট, মু'জিযাত ও শিক্ষা নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদির আলোকে বর্ণনা করেন।[১২]

৭. মীলাদ-ই সুয়ূত্বী (حسن المقصد في عمل المولد)

এ কিতাব খাতিমুল হুফ্ফায ইমাম জালাল উদ্দীন আবদুর রহমান সুয়ূত্বী (১৪৪৪ খ্রি., ৮৪৯ হি.- ১৫০৬ খ্রি. ৯১১ হি.) রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহির পুস্তক 'حسن المقصد في عمل المولد' এর অনুবাদ। কিতাবটি তাঁর ফাত্ওয়া, যা মীলাদ শরীফ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর এ কিতাব (আরবী) ফাত্ওয়ার কিতাব 'الحاوي للفتوي'-এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং এ কিতাবের প্রথম খণ্ড (ফাত্ওয়া-ই মু'আমালাত) 'كتاب النكاح' বাবুল ওয়ালীমায় প্রাসঙ্গিকভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ কিতাব উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেছেন মৌলভী মুহাম্মদ আসিফ রেযা নূরী। এর উপর টীকা-লিখেছেন ইউপির রায় বেরিলীর জাইস নিবাসী মাওলানা ড. সায়্যিদ আলীম আশ্রাফ

---

১১. *নূরানী তাক্বরীর সম্ভার*, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান অনূদিত, চট্টগ্রাম : আন্জুমান ট্রাস্ট, ২য় সং., ২০১৫ খ্রি., পৃ. ৭

১২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, *শানে রিসালত*, চট্টগ্রাম : আন্জুমান ট্রাস্ট, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ২

জাইসী। প্রকাশ করেছে দারুল উলূম জাইস, রায় বেরিলী, ইউ.পি (ভারত)।[১৩] বাংলাদেশে সৈয়্যদপুর নিবাসী মাওলানা আহমদ রেযা খান 'মীলাদ-ই সুয়ূতী'র উর্দু অনূদিত কপি সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক, আ'আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা বেরলভী আলাইহির রাহ্‌মাহর 'কান্‌যুল ঈমান'সহ বহু গ্রন্থ-পুস্তকের অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানকে প্রকাশকের পক্ষ থেকে ড. সায়্যিদ আলীম আশরাফ জিলানী লিখিতভাবে পুস্তকটির বাংলাভাষায় অনুবাদের জন্য অনুমতি দিয়ে পত্র লিখেছেন।

পত্র পেয়ে মাওলানা আবদুল মান্নান কিতাবটির বঙ্গানুবাদ করেন এবং তা আন্‌জুমান ট্রাস্ট প্রকাশনা কেন্দ্র থেকে ১ রমযান, ১৪৩৫ হি., ১৫ আষাঢ়, ১৪২১ বাংলা, ২৯ জুন, ২০১৪ খ্রি. প্রকাশিত হয়। অনুবাদ গ্রন্থে প্রণেতা ইমাম আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংযোগ করা হয়েছে। পাদটীকায় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হয়েছে। মূল কিতাবে হাদীসগুলোর বরাত দেওয়া হয়েছে। পুস্তকটির শেষভাগে মূল কিতাবের আরবী বচনগুলোও হুবহু সংযোজন করা হয়েছে। যাতে বাংলাভাষী পাঠকরা এ পুস্তক দ্বারা উপকৃত হয়।[১৪]

মীলাদ মাহ্‌ফিলে সুন্নী মুসলমানরা ক্বিয়াম করে থাকেন। অর্থাৎ সবাই দাঁড়িয়ে নাভির উপর হাত বেঁধে ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়ে থাকেন। এমন উত্তম কাজটির বিরুদ্ধেও এক শ্রেণীর লোক আপত্তি তোলে। সুতরাং এর পক্ষেও যথেষ্ট দলীল প্রমাণ সংকলন করে এ পুস্তকের দ্বিতীয় পর্বে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। মীলাদ মাহ্‌ফিলে ক্বিয়ামের পূর্বাপর, নবী কারীম (সা.)-এর প্রশংসায় যা পাঠ করা হয় তা থেকেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর হাবীব, আল্লাহ্‌র অন্যান্য প্রিয় বান্দাদের প্রশংসা ও আলোচনা শেষে দুরূদ শরীফ ও মীলাদ শরীফ সহ দু'আ করা হলে তা ক্বূল হয়। সুতরাং এ পুস্তকের শেষভাগে সংক্ষিপ্ত মীলাদ শরীফ ও মুনাজাত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১৫]

৮. ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত (ارشادات اعلي حضرت)

মুসলিম সমাজে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টির কারণে বিভিন্ন প্রশ্নেরও উদ্রেক হচ্ছে। তাই এগুলোর সমাধানও ইসলামের দলীলাদির আলোকে দেওয়া অপরিহার্য। অনেক প্রশ্নের সঠিক ও যুগোপযোগী জওয়াব দিয়েছেন ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত আল্লামা আহমদ রেযা খান বেবলভী (র.)। এগুলো থেকে কিছু যুগোপযুগী সমস্যার সমাধান ইরশাদ-ই আ'লা হযরত (ارشاد اعلي حضرت) 'আ'লা হযরাতের কিছু বাণী' পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়।[১৬] নিম্নে তাঁর কিছু বাণী তুলে ধরা হল:

আক্বীদাহর পরিপক্কতা

নাজাত এক কথায় সীমাবদ্ধ যে, আক্বীদাহ্‌ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দৃষ্টিতে এতই পাকাপোক্ত যে, আসমান ও যমীন হেলতে পারে, কিন্তু তা হেলতে পারবে না। তার সাথে সর্বদা ভয়ও

১৩. *মীলাদ-ই সুয়ূতী*, বঙ্গানুবাদ ও সংকলনে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান অনূদিত, আন্‌জুমান ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম: ২০১৫ খ্রি., পৃ. ৭

থাকবে। যার মধ্যে ঈমান ছিনিয়ে যাবার ভয় থাকবে না, মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে যাবে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) বলেন, যদি আসমান থেকে আহ্বান করা হয় যে, যমীনের সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু এক ব্যক্তিকে। তখন আমি নিশ্চিত হব যে, ওই ব্যক্তি আমিই। আর যদি এ আহ্বান করা হয় যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের সবাই দোযখী কিন্তু এক ব্যক্তি। তখন আমি আশা করব যে, ওই ব্যক্তি আমি। ভয় ও আশার স্থান এমনি মাঝামাঝি হওয়া চাই।[১৭]

মহর পরিশোধ

আরযঃ যে ব্যক্তি মহর ক্বূল করার সময় খেয়াল করে, কে পরিশোধ করে? এখন ক্বূল করে নাও, পরে দেখা যাবে। এমন লোক সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

ইরশাদঃ হাদীস পাকে ইরশাদ হয়েছে, "এমন নারী ও পুরুষ যিনাকারী ও যিনাকারীনী হিসেবে উঠবে।"[১৮]

হুযূরের পাদুকা শরীফের নক্বশার বরকতসমূহ

উলামা-ই কিরাম বলেছেন, যার নিকট এ নকশা মুবারক থাকবে সে যালিমদের যুল্ম, শয়তানের অনিষ্ঠ এবং হিংসুকদের থেকে মুক্ত থাকবে।

গর্ভবতী নারী প্রসববেদনার সময় যদি তা ডান হাতে নেয়, সহজে সন্তান প্রসব করবে।

সব সময় সাথে রাখলে আল্লাহর কৃপাদৃষ্টিতে সম্মানিত থাকবে।

রওযা-ই মুক্বাদ্দাসের যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করবে; স্বপ্নে নবী করীম (সা.)-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হবে।

সৈন্যদলের মধ্যে থাকলে পলায়ন করতে হবে না। কাফেলায় থাকলে তা লুণ্ঠিত হবে না।

নৌযানে থাকলে তা ডুববে না। মালের মধ্যে থাকলে, তা চুরি হবে না।

প্রয়োজনে সেটাকে ওয়াসীলাহ্ বা মাধ্যম করা হলে, তা পূরণ হবে। যে উদ্দেশ্যেই সেটা রাখবে, তা হাসিল হবে।

ব্যথা ও রোগাক্রান্ত স্থানে রাখলে তা থেকে আরোগ্য লাভ করা যাবে।

মারাত্মক বিপদাপদে এর ওয়াসীলাহ্ করা হলে, নাজাত ও সাফল্যের রাস্তা খুলে যাবে। এ প্রসঙ্গে বুযর্গদের আরো বহু ঘটনা উলামা-ই কিরামের বর্ণনা রয়েছে।[১৯]

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে, তার খরপোশ দেওয়া, থাকার ঘর দেওয়া, মহর পরিশোধ করা, তার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাকে শরী'আতবিরোধী কার্যাদি থেকে দূরে রাখা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "হে ঈমানদাররা! নিজের প্রাণকে নিজের পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর"।[২০]

---

১৭. ইমাম আহমদ রেযা খান, *আল-মালফূয*, বেরিলীঃ ক্বাদিরী কিতাব ঘর, ১৯৯৫ খ্রি. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৯. ইমাম আহমদ রেযা খান, *ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত*, আল্-মুবাশ্বির স্মরণিকা, সম্পাদক হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দীন, দুবাইঃ গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আবির শাখা, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ৮৬

২০. আল-কুর'আন ৬৬: ৬

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির মধ্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের পর সমস্ত কর্তব্য এমনকি মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য অপেক্ষাও বেশি। এসব বিষয়ে তার আদেশ পালন করা, তার মান-মর্যাদার প্রতি যত্নবান হওয়া ফরয। তার অনুমতি ব্যতিরেকে মুহরিমদের নিকট ব্যতীত অন্য কোথাও না যাওয়া। তাও এভাবে যে, মাতা-পিতার নিকট প্রতি আট দিনের মাথায়। তাও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তের জন্য। ভাই-বোন, মামা-খালা ও ফুফীর নিকট গোটা এক বছর পর। রাতে কোথাও না যাওয়া। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, "যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদাহ্ করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্বামীকে সিজদাহ্ করার জন্য স্ত্রীকে হুকুম দিতাম ।
অন্য এক হাদীস শরীফে আছে, "যদি স্বামীর নাকের ছিদ্র দিয়ে রক্ত ও পূঁজ প্রবাহিত হয়ে তা পায়ের গোড়লী পর্যন্ত গিয়ে জামে ভর্তি হয়ে যায়, স্ত্রী আপন জিহ্বা দিয়ে লেহন করে তা পরিস্কার করলেও তার হক্ব আদায় হবে না।" আল্লাহই সর্বাপেক্ষা বেশি অবগত।[২১]

কোন্ ধরনের আংটি পড়া জায়িয?

সাড়ে চার মাশাহ্ (এক মাশাহ্ = ৮ রত্তি) থেকে কম ওজনের চাঁদী বা রৌপ্যের ও একটি পাথরের আংটি পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়িয। আর দু'টি আংটি কিংবা কয়েক পাথরের একটি আংটি, কিংবা সাড়ে মাশাহ্র চেয়ে বেশি চাঁদী এবং স্বর্ণ, কাঁসা, পিতল, লোহা ও তামার আংটি সর্বোতভাবে নাজায়িয। ঘড়ির স্বর্ণ ও চাঁদীর চেইন পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম এবং ধাতুর তৈরি হলেও নিষিদ্ধ। যেসব জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো পরে নামায পড়া ও ইমামত করা মাকরূহে তাহরীমী তথা গুনাহ।[২২]

নারীদের অলঙ্কার

নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার পরা জায়িয। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, "স্বর্ণ ও রেশম আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম"।
নারী তার স্বামীর জন্য গয়না পরা ও সাজসজ্জা করা মহা সাওয়াবের মাধ্যম এবং তাদের জন্য নফল নামায থেকেও উত্তম। কোন এক নেককার মহিলা নিজে ও তার স্বামী উভয়েই অলী ছিলেন। প্রতি রাতে ইশার নামাযের পর মহিলাটি পূর্ণ সাজসজ্জা করে দুলহান সেজে তাঁর স্বামীর নিকট যেতেন। যদি তাঁর প্রতি স্বামীর প্রয়োজন দেখতে পেতেন, তবে তিনি সেখানে হাযির থাকতেন। অন্যথায় অলঙ্কার ও ঐ বিশেষ পোশাক খুলে রেখে মুসাল্লা বিছাতেন এবং নামাযে মশগূল হতেন। নারীদের জন্য সাধ্যানুসারে অলঙ্কার না পরে একেবারে অলঙ্কারবিহীন অবস্থায় থাকা মাকরূহ। কারণ, তা পুরুষের মত হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, "হে আলী! তোমার পর্দানশীন নারীদের বলে দাও, যেন তারা অলঙ্কার ছাড়া নামায না পড়ে"।
উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বাহ্ (রা.) নারীদের অলঙ্কার ছাড়া নামায পড়াকে মাকরূহ বলতেন। আর বলতেন, "অন্য কিছু না পেলে একটা ডোরা হলেও গলায় বেঁধে নেবে"। বাজনা বিশিষ্ট অলঙ্কার নারীদের জন্য এ অবস্থায় জায়িয যে, তারা মুহরিম নয় এমন লোকদের (যাদেরকে

---

২১. ইমাম আহমদ রেযা খান, *আহকাম-ই শরী'আত*, অনুবাদক, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, চট্টগ্রাম: লিলি প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি. পৃ. ৭৭

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

বিয়ে করা নাজায়িয; যেমন- খালা, মামা, চাচা, ভাশুর, ভগ্নিপতি ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কারো) সামনে আসেনা। তার অলঙ্কারের ঝঙ্কারও মুহরিম নয় এমন কারো কানে যেন না পৌঁছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "নিজেদের সাজসজ্জা যেন আপন স্বামী কিংবা মুহরিম ব্যতীত অন্য কারো নিকট প্রকাশ না পায়"।[২৩] আরো ইরশাদ করেন, "নারীরা যেন তাদের পাগুলো সজোরে না ফেলে, যাতে তার গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ পেয়ে যায়"।[২৪]

পর্দার কয়েকটি জরুরী বিধান

শরী'আতে ফুফা, খালু, ভগ্নিপতি, ভাশুর, দেবর, চাচা এবং ফুফী, খালা, মামার পুত্ররা এবং পথচারী সব পরপুরুষের জন্য একই বিধান, বরং তাদের ক্ষেত্রে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। কারণ, পরপুরুষ থেকে স্বভাবত হিজাব বা পর্দা অবলম্বন করা হয়। না সে সহসা সাহস করতে পারে, না সে অনায়াসে ঘরে আসতে পারে, কিন্তু উপরোক্তরা এর বিপরীত। এ কারণে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "নবী করীম (সা.) এর মহান দরবারে আরয করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের বিধান ইরশাদ করুন। ইরশাদ করেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যু"। মহামহিম আল্লাহরই পানাহ।[২৫]

আযাদ পরনারীর শুধু মুখের অলঙ্কার বা মস্তকভূষণ, যাতে কান, গলা কিংবা চুলের কোন অংশই অন্তর্ভুক্ত নেই এবং যদিও হাতের তালুও পায়ের তালু দেখা হারাম নয়; কারণ ফরয বর্জন নয়, অবশ্য মাকরূহ-ই তাহরীমী। কারণ, এতে ওয়াজিব বর্জন করা হয়। বাকী রইল স্পর্শ করা। তাদের ওই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করাও সম্পূর্ণরূপে হারাম। সুতরাং শায়খ বা পীরের জন্য পরনারীর হাত ধরে বায়'আত গ্রহণ করা হারাম।[২৬]

ইরশাদ-ই আ'লা হযরত ارشاداة اعلي حضرت বইটি সংকলন করেছেন ভারতের প্রখ্যাত আলিম-ই দ্বীন ও প্রসিদ্ধ লেখক ইসলামী কমপ্লেক্স, মুবারকপুর, আযমগড় এর কর্মকর্তা মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মুবীন নু'মানী। উর্দূ ভাষায় সংকলিত পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ পুস্তক দ্বারা সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। এ বাস্তবতা সামনে রেখে অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মন্নান কিতাবটির অনুবাদ কাজ সম্পন্ন করেন এবং আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট গবেষণা ও প্রকাশনা সেন্টার তা মুদ্রণ করে, বইটির প্রথম প্রকাশকাল ২৪ সফর ১৪২৯ হি., ২০ ফাল্গুন ১৪১৪ বাংলা, ৩ মার্চ'২০০৮ খ্রি. এবং দ্বিতীয় প্রকাশ, ১ মুহাররাম ১৪৩৬ হি., ৩০ আশ্বিন ১৪২২ বাংলা, ১৫ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি.।[২৭]

৯. আহলে বায়তের ফযীলত (فضآئل اهل البيت)

নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আহলে বায়তের মর্যাদা ও ফযীলতের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুর'আন মাজীদে তাঁদের পবিত্রতা ঘোষণা করে ইরশাদ হয়েছে-

انّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت ويطهّركم تطهير

---

২৩. আল-কুর'আন, ২৪: ৩১

২৪. আল-কুর'আন, ২৪: ৩১

২৫. ইমাম আহমদ রেযা খান, *ফাতাওয়া-ই রেযভিয়্যাহ,* লাহোর: রেজা ফাউন্ডেশন ২য় সং., ১৪১২ হি./ ১৯৯১ খ্রি. খণ্ড -৫, পৃ. ১৫৬

২৬. প্রাগুক্ত, খণ্ড -১, পৃ. ৫৫৮

২৭. *প্রাগুক্ত*

'আল্লাহ্ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ! যে তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।[২৮]

হাদীস শরীফে হুযূর নবী করীম (সা.)-এর আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা রাখা, তাঁদের মর্যাদা রক্ষার প্রতি সতর্ক থাকা এবং তাঁদের খিদমত আঞ্জামে তাক্বীদ দিয়েছেন। সুতরাং আহলে বায়তের মর্যাদা ও ফযীলতের ব্যাপারে সত্যপন্থীদের দ্বিমত নেই। আল্লাহ্‌র হাবীবের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি-বস্তুও মর্যাদাবান এবং আল্লাহর দরবারে মাক্বূল বা গৃহীত। সুতরাং নবী করীম (সা.)-এর সাথে আহলে বায়তের নিবিড় সম্পর্কের কথা বর্ণনাতীত।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- قل لا اسئلكم عليه اجرا الاّ المودّة في القربي 'আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট (সেটার উপর দাওয়াত ও হেদায়েত ইত্যাদির বিনিময়ে) কোন প্রতিদান চাইনা, কিন্তুআমার নিকট আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা চাই ।'[২৯] আহলে বায়তের প্রতি বিদ্বেষ উভয় জাহানে ধ্বংসের কারণ হয়। বিশ্ববিখ্যাত ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী (র.) আহলে বায়তের ফযীলত প্রসঙ্গে বর্ণিত ৬০টি সহীহ্ হাদীস সম্বলিত একটি প্রমাণ্য কিতাব 'احياء الميت بفضائل اهل البيت' প্রণয়ন করেন, যা সংক্ষেপে 'আহলে বায়তের ফযীলত' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এ কিতাবের বঙ্গানুবাদ করেছেন অধ্যাপক মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-আযহারী। তা প্রকাশ করেছে, 'আন্‌জুমান ট্রাস্ট প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ'।[৩০] বাংলাভাষীদের জন্য এটা আহলে বায়তের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানর্জন এবং তা তাঁদের প্রতি যত্নবানে অত্যন্ত উপকারী হবে।

১০. নযরে শরী'আত (نظر شر يعت)

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রকাশনা দফতর, দ্বীন ও মাযহাবের অতি গুরুত্বপূর্ণ উর্দূ ভাষার ছয়টি বিষয়ে ৬টি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ 'নযরে শরীয়ত' শিরোনামে ১ সফর, ১৪৩৭ হি., ৩০ কার্তিক, ১৪২২ বাংলা, ১৪ নভেম্বর'২০১৫ খ্রি. পুনরায় প্রকাশ করে। বইটির প্রবন্ধগুলোর মূল লেখক, পাকিস্তানের দু'জন প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন গবেষক ও লেখক। তাঁরা হলেন আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রিযাউল মুস্তাফা আল-ক্বাদিরী ও আল্লামা আবূ দাউদ মুহাম্মদ সাদিক্ব। প্রবন্ধগুলো ইসলামের সঠিক আক্বীদাহ্ ও শরী'আতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিখিত যেগুলো অতীব সময়োপযোগী।

বইটিতে সূচিপত্রে ছয়টি বিষয় স্থান পেয়েছে।[৩১]

১. প্রিয়নবীর পিতা-মাতা মু'মিন ছিলেন।
   মূল: আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রিযাউল মুস্তাফা আল-ক্বাদেরী।
   ভাষান্তর: অধ্যক্ষ মাওলানা আবূ আহমদ জামিউল আখতার চৌধুরী।

---

২৮. আল-কুর'আন- ৩০: ৩০

২৯. আল-কুর'আন- ৪২: ২৩

৩০. *আহলে বায়তের ফযীলত*, অধ্যাপক মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-আযহারী অনূদিত, চট্টগ্রাম: আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ ২০১৫ খ্রি./১৪৩৭ হি. পৃ. ৩

৩১. *নযরে শরীয়ত*, প্রকাশনায়: আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক অনূদিত, চট্টগ্রাম: ২০১৫ খ্রি., পৃ. ৫

২. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির।

মূল: আল্লামা আবূ দাঊদ মুহাম্মদ সাদিক্ব রিযভী।

ভাষান্তর: অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়্যদ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দীন।

৩. হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হায়াত ও শ্রবণশক্তি।

মূল: আল্লামা আবূ দাঊদ মুহাম্মদ সাদিক্ব রিযভী।

ভাষান্তর: অধ্যাপক মাওলানা ড. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্।

৪. মুসলিম মিল্লাতের উজ্জ্বল প্রদীপ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

মূল: আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রিযাউল মুস্তাফা আল-ক্বাদেরী।

ভাষান্তর: অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিযভী।

৫. বর্তমান কালের কয়েকটি অপরাধের মারাত্মক পরিণতি।

মূল: আল্লামা আবূ দাঊদ মুহাম্মদ সাদিক্ব রিযভী।

ভাষান্তর: মাওলানা আবূ সা'ঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জীলানী।

৬. জীবন-মৃত্যু, নামাযে জানাযা ও এর দু'আসমূহ।

মূল: আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রিযাউল মুস্তাফা আল-ক্বাদেরী।

ভাষান্তর: অধ্যক্ষ মাওলানা আবূ আহমদ জামিউল আখতার চৌধুরী।

আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক পুস্তকটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ হওয়ায় পাঠকের ঈমান-আক্বীদাহ্ ও শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও তদনুযায়ী আমল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১১. ইন্তিকালের পর দুনিয়ায় জীবিত হলেন যাঁরা (من عاش بعد الموت)

মহান আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি যা চান করতে পারেন, তিনি জীবন ও মৃত্যুর স্রষ্টা। পবিত্র কুর'আনে তিনি ঘোষণা করেছেন-

تبرك الذي بيده الملك - وهو علي كلّ شيء قدير - الّذي خلق الموت والحيواة لبيلوكم ايّكم احسن عملا وهو العزيز الغفور -

'বড় কল্যাণময় তিনি, যাঁর (কুদরতের) মুঠোয় রয়েছে সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব এবং তিনি প্রত্যেক কিছুর উপর শক্তিমান। তিনিই, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায় তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম এবং সে অনুপাতে তিনি মহা সম্মানিত, ক্ষমাশীল।"[৩২]

৩২. আল-কুর'আন- ২৭:১-২

তিনি পবিত্র কুর'আনে আরো ঘোষণা করেন, كلّ نفس ذائقة الموت 'প্রত্যেক নাফ্স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী'।[৩৩] অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ মরণশীল, তাকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেকের জন্য অবধারিত, মৃত্যু দ্বারা প্রত্যেকের পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু এমন কতগুলো আল্লাহর বান্দা রয়েছে, যারা মৃত্যুর পরও জীবিত।

ইমাম ইবনু 'আব্দ দুন্ইয়া (২০০৮ হি.-২৮১ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'من عاش بعد الموت' (ইন্তিকালের পর দুনিয়ায় জীবিত হলেন যাঁরা) এর মধ্যে মৃত্যুর পরও যে মানুষ আল্লাহর ক্ষমতাবলে জীবিত থাকতে পারে, কথা বলতে পারে, তার পক্ষে বহু অকাট্য ঘটনা সনদ সহকারে উল্লেখ করা হয়। লেখক ও তাঁর বর্ণনাদির গ্রহণযোগ্যতা থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের এ বিশেষ আক্বীদাহ্ প্রমাণিত হয়। ইমাম ইবনে আবিদ্দুন্ইয়ার এ কিতাবটি 'ইন্তিকালের পর দুনিয়ায় জীবিত হলেন যাঁরা' শিরোনামে বঙ্গানুবাদ করেন সাদার্ন ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-আযহারী। 'আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট' প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, চট্টগ্রাম সরল বাংলায় অনূদিত কিতাবটি প্রকাশ করে।[৩৪]

১২. হাযির-নাযির (حاضر ناظر)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীবকে সকল প্রকার গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন। গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 'শাহিদ' ও 'হাযির-নাযির' উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يا ايّها النبيّ إنّا أرسلناك شاهدا ومبشّرا ونذيرا ودا عيا إلي الله بإذنه وسراجامنيرا

'হে নবী, আমি আপনাকে শাহিদ, হাযির ও নাযির' করে প্রেরণ করেছি, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্র প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে'।[৩৫] শাহিদ মানে সাক্ষী। সাক্ষী তিনিই হন, যিনি হাযির-নাযির। এভাবে পবিত্র কুর'আন ও সহীহ্ হাদীস শরীফে এর পক্ষে বহু দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা সুন্নি মতাদর্শের অনুসরীরা এসব দলীলের ভিত্তিতে হুযূর আক্রামকে 'হাযির-নাযির' মানতে গর্ববোধ করেন; কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমান হুযূর আক্রাম (সা.)-কে 'হাযির-নাযির' মানতে নারায। তাদের যুক্তিতে হাযির-নাযির একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। তাই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে এ বিশেষণে সম্বোধন করলে তা শির্ক। অথচ 'শাহিদ (সাক্ষী)-এর মমার্থ এবং 'হাযির-নাযির'-এর পারিভাষিক অর্থটি গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হলে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করার কথা নয়। কারণ চাক্ষুষ পরিদর্শন বিহীন সাক্ষী গ্রহণ যোগ্য নয়। তাই খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীবকে কুল কাইনাতের 'শাহিদ' আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং সব কিছুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকারী না হলে তিনি 'শাহিদ' কিভাবে? তিনি হাযির-নাযিরও। তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিজ অবস্থান থেকে সমগ্র বিশ্ব হাতের তালুতে দেখা, দূর ও নিকটের আওয়াজ-আহ্বান শুনতে পারা এবং

---

৩৩. আল- কুর'আন- ৩:১৮৫

৩৪. *ইন্তিকালের পর দুনিয়ায় জীবিত হলেন যাঁরা*, সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-আযহারী অনূদিত, চট্টগ্রাম: আন্জুমান ট্রাস্ট ২০১৫ খ্রি. পৃ. ৭-৮

৩৫. আল-কুর'আন- ২৩: ৪৫-৪৬

শত-সহস্র মাইল দূরে অবস্থানকারীকে সাহায্য করতে পারা তিনি সশরীরে জীবদ্দশায় কাজ করুন কিংবা ইন্তিকালের পর হতে মাযার-রওয়ায় অবস্থান করে করুন। এ অর্থে হুযূর আকরাম (সা.) এবং অন্যান্য নবী আলাইহিস্ সালাম এবং আল্লাহর অলীরা ‘হাযির-নাযির। এর পক্ষে পবিত্র কুর’আন, বিশুদ্ধ হাদীস, বুযর্গানে দীনের অভিমত, এমনকি বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্নভাবে স্বীকারোক্তি দ্বারা তা প্রমাণিত। এ গ্রন্থে এসবের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এতে অকাট্যভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর হাবীব, অন্যান্য নবী ও আউলিয়া-ই কেরাম আল্লাহর অনুগ্রহে ‘হাযির-নাযির’। ফিক্বহ এবং ফাত্ওয়া মতেও এ আক্বীদাহ্ সঠিক। এ পুস্তকে বিরুদ্ধবাদীদের এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক জওয়াবও দেওয়া হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায়ের পাঁচটি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরুদ্ধবাদীদের নয়টি আপত্তি ও সেগুলোর খন্ডন-প্রমাণসহ জওয়াব দেওয়া হয়েছে। পুস্তিকাটি বিরুদ্ধবাদীদের ভুল ধারণা অপনোদনে ভূমিকা রাখবে।[৩৬]

আন্জুমান রিচার্স সেন্টারের মহাপরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান এর লিখিত ৬২ পৃষ্ঠার পুস্তকটি আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রকাশনা বিভাগ থেকে ১ রমযান ১৪৩৫ হি., ১৫ আষাঢ় ১৪২১ বাংলা, ২৯ জুন’২০১৪ খ্রি. প্রকাশিত হয়।

১৩. হায়াতুল আম্বিয়া (حياة الانبياء عليهم السلام في قبورهم)

আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর নবী ও রসূলদের অনুপম বৈশিষ্ট্যসহ সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের সৃষ্টি বৈশিষ্ট্য অন্য কোন সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বিশেষত নবী ও রাসূল সরদার হুযূর আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে অনুপম, অনন্য ও অতুলনীয়। তিনি হলেন নূরের তৈরী। বশরিয়াত তথা বাহ্যিকভাবে মানবীয় আকৃতিতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, যাতে সৃষ্টিকুল তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে ফুয়ূয ও বরাকাত হাসিল করতে পারে এবং তাঁকে সব বিষয়ে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সকল নবী ‘আলাইহিমুস্ সালাম-এর ‘হায়াত’ বা ‘জীবন’ও অতুলনীয়। ইন্তিকালের পরও তাঁদের পার্থিব অবস্থার চাইতেও তারা আরো বেশী শক্তি ও শান-শওকত সহকারে জীবিত। তাঁরা আপন রাওযা শরীফে তাঁদের হায়াত বা শানদার জীবন নিয়ে অবস্থানরত। আল্লাহর ইচ্ছায় তারা ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল এবং আল্লাহর বান্দাদের সাহায্যে লিপ্ত। এসব বিষয় পবিত্র কুর’আন মাজীদ, বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

খোদ্ আল্লাহর হাবীব ইরশাদ করেন, ‘আম্বিয়া (আ.) স্ব স্ব রওযা শরীফে জীবিত’। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁদের নূরানী শরীর মুবারক গ্রাস করা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। তাঁদেরকে রিয্ক্ব দেওয়া হয়। তাঁরা ইন্তিকালের পর নামায পড়েন, হজ্বের মৌসুমে হজ্ব করেন ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা‘আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও ক্ষমতায় তাঁরা ওফাতের পরও প্রয়োজনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন ইত্যাদি।

আহলে সুন্নাত অনুসৃত এসব আক্বীদাহ্র সপক্ষে বিশ্ববিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস ইমাম বায়হাক্বীর ‘হায়াতুল আম্বিয়া’ (নবীদের হায়াত বা জীবিত থাকা)-এর পক্ষে বিশুদ্ধ (সহীহ্) হাদীস শরীফ সম্বলিত একটি পুস্তক (حياة الانبياء عليهم السلام في قبورهم) ‘আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম তাঁদের

---

৩৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, *হাযির-নাযির*, চট্টগ্রাম: আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৪

ক্ববরসমূহে জীবিত, প্রণয়ন করেছেন।[৩৭] এ পুস্তকে তিনি নবীদের হায়াত সম্পর্কিত যে সহীহ্ হাদীসগুলো সন্নিবেশ করেছেন, সেগুলো যথাযথভাবে অধ্যায়ন ও হৃদয়ঙ্গম করলে এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং আক্বীদাহ্ অধিকতর দৃঢ় ও পরিপক্ক হবে।[৩৮]

এ গ্রন্থটি সাদার্ন ইউনির্ভাসিটির শিক্ষক মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন সরল বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং সুন্দর অবয়বে প্রকাশ করেছেন আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ চট্টগ্রাম। পুস্তকখানা বর্তমানকার আক্বীদাহ্ ও আমলগত এ ফিৎনার যুগে একটি অতি জরুরী বিষয়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও জ্ঞানগত তথ্য পরিবেশনে ফলপ্রসূ ও উপকারী ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।[৩৯]

১৪. শাজরাহ্ শরীফ (شجره شر يف)

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-প্রকাশিত পবিত্র 'শাজারাহ্ শরীফ' সিল্‌সিলায়ে আলিয়া ক্বাদিরিয়া ত্বারীক্বাহ্‌ভুক্ত সকল পীর ভাই-বোনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশিকা। সংশ্লিষ্ট সকলে এটি সংগ্রহ করে এর নির্দেশানুসারে আমল করা অত্যন্ত যরূরী। এ 'শাজরাহ্ শরীফে'-এ হুযূর ক্বিব্‌লাহ্ নির্দেশিত সিল্‌সিলার (ত্বারীক্বাতের) সবক্ব, খত্‌মে গাউসিয়া, গেয়ারভী ও বারভী শরীফের নিয়মাবলীসহ কুর'আন ও হাদীসের আলোকে অযীফাহ্-দু'আ সংক্ষেপে বিন্যাস করা হয়েছে। ক্বাদিরিয়া ত্বারীক্বার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির তাত্ত্বিক বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। মুরীদানের জন্য যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সাথে সাথে হুযূর ক্বিব্‌লাহ্ (মা.যি.আ.) প্রদত্ত সবক্ব যথাযথ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। ত্বারীক্বার সবক্ব বিশুদ্ধভাবে আদায়ের লক্ষ্যে 'শাজরাহ্ শরীফ'-এর সহায়তা নেওয়া অপরিহার্য। সবক ছাড়াও এতে ক্বাদিরিয়া ত্বারীক্বার অতীব মূল্যবান কিছু নিয়মিত কার্যক্রম যেমন খত্‌মে গাউসিয়া শরীফ, খত্‌মে গেয়ারভী শরীফ ইত্যাদি আদায়ের নিয়ম ও তাস্‌বীহ্‌সমূহের বাংলা উচ্চারণসহ দেওয়া হয়েছে।[৪০]

এ দরবারের মাশায়িখ হযারাতের নামে দেশ-বিদেশে বহু উচ্চতর মাদ্‌রাসা, সিল্‌সিলার খান্‌ক্বাহ্ ও দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সকলের দায়িত্ব নিকটস্থ এসব মাদ্‌রাসা ও খান্‌ক্বাহ শরীফের খিদমতে আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করা। চট্টগ্রামের 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও ঢাকা মোহাম্মদপুরের 'ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা এ দেশের শরী'আত ও সুন্নিয়াতের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এসব মাদ্‌রাসার সাথে সার্বিক যোগাযোগ রাখতে শাজরাহ্ শরীফে আহ্বান জানানো হয়েছে।[৪১] চট্টগ্রাম ষোলশহরস্থ আলমগীর খানক্বাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া ও ঢাকা জেলাসহ দেশের বিভিন্নস্থানে আন্‌জুমান ট্রাস্ট পরিচালনাধীন আরো বহু খানক্বাহ্ শরীফ রয়েছে,

---

৩৭. *হায়াতুল আম্বিয়া*, অধ্যাপক মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-আযহারী অনূদিত, চট্টগ্রাম: আন্‌জুমান ট্রাস্ট ২০১৫ খ্রি., পৃ. ৩

৩৮. প্রাগুক্ত

৩৯. গবেষকের সরেজমিন জরিপ। (তারিখ: ১২.১২.২০১৫ খ্রি.)

৪০. *শাজরাহ্ শরীফ*, চট্টগ্রাম: আন্‌জুমান-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট ২২তম সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৪

৪১. *প্রাগুক্ত*

খানক্বাহ্গুলোতে নিয়মিত গেয়ারভী শরীফ, গাউসিয়া শরীফসহ হযারাতে কেরাম ও বুযর্গানেদীনের উরস মুবারক অনুষ্ঠিত হয়।[৪২]

ক্বাদিরিয়া ত্বারীক্বার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল এ 'শাজরাহ্ শরীফ'। ২২ তম সংস্করণটি শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শে সুন্দর কলেবরে প্রকাশ করা হয়েছে। 'ক্বাদিরিয়া সিলসিলার পীর মাশায়িখ পরিচিত' নামে সংযোজিত নতুন অধ্যায়টি, এতে সংক্ষেপে হুযূর ক্বিব্লাহ্র জীবনাদর্শ পরিস্ফুটিত হয়েছে। ৯০ পৃষ্ঠা সম্বলিত শাজরাহ্ শরীফটি ২২তম সংস্করণ যিলহাজ্ব ১৪৩৫ হি., অক্টোবর ২০১৪ খ্রি., আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়।

১৫. আমলে শরীয়ত ও সহীহ্ নামায শিক্ষা

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, وما خلقت الجنّ والانس الاّ ليعبد ون "আমি মানুষ ও জিন সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্যই"।[৪৩] আমরা অহরহ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নি'মাত ভোগ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وان تعدّوا نعمة الله لا تحصوها "তোমরা যদি আল্লাহর নি'মাতগুলো গণনা কর, সেগুলো গণনা করতে পারবে না।"[৪৪] সুতরাং আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নি'মাতের শুকরিয়া আদায়ে সচেষ্ট থাকা দরকার, প্রত্যেক মানুষের সর্বাগ্রে বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা ফরয। আহলে সুন্নাতের আক্বীদাহ্ পোষণে ঈমান বিশুদ্ধ হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কতগুলো অনিবার্য কার্যক্রম রয়েছে। যেমন ভোরে ঘুম থেকে উঠা। তারপর প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করা। মধ্যাহ্ন পেরিয়ে দিনের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হয়। তারপর অপরাহ্ন, তারপর সূর্যাস্ত, তারপর সন্ধ্যা ও রাত। আল্লাহ পাক আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, সেগুলো নিয়মিতভাবে যথাসময়ে মসজিদে জামা'আত সহকারে আদায় করলে দৈনন্দিন প্রতিটি কাজ ইবাদতের মাধ্যমেই করার শামিল হবে।[৪৫]

ফজর নামাযের মাধ্যমে দিনের সূচনা হয়, যুহর নামাযের মাধ্যমে দিনের দ্বিতীয়ার্ধ আরম্ভ হয়, এরপর বিশ্রাম শেষে আসর নামাযের মাধ্যমে দিনের তৃতীয় ধাপ আরম্ভ হয়। এভাবে মাগরির নামাযের মাধ্যমে রাতের প্রারম্ভিক সোপান শুরু হয় । এরপর ইশা ও ভিত্র নামায পড়ে দৈনন্দিন কর্ম সমাপ্ত হয়। এর ফাঁকে ফাঁকে দিনের অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সোপানগুলো নফল নামাযের মাধ্যমে অতিক্রম করা যেতে পারে। যেমন, ইশরাক্ব, দ্বোহা ইত্যাদি। সন্ধ্যায় সালাতুল আওয়াবীন ও রাতে তাহাজ্জুদ নামায ইত্যাদি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ফরয ইবাদতের সাথে সাথে বিশেষ বিশেষ নফল ইবাদতের শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলো আমল করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ এবং সেগুলোর নিয়ম-পদ্ধতি ও ফাযাইল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিবরণ সম্বলিত এ

---

৪২. *প্রাগুক্ত*

৪৩. আল- কুরআন, ৫১: ৫৬

৪৪. আল- কুরআন, ১৪: ৩৪

৪৫. *আমলে শরীয়ত ও সহীহ্ নামায শিক্ষা*, চট্টগ্রাম: আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট ৬ষ্ঠ সংস্করণ ২০১১ খ্রি., পৃ. ৩

গ্রন্থ।[৪৬] 'আমলে শরী'আত ও সহীহ্ নামায শিক্ষা' যাঁরা লিখেছেন, পাকিস্তানের আবূ দাঊদ মুহাম্মদ সাদিক্ব রিযভী, গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, মুহাদ্দিস মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ সোলায়মান আনসারী, মাওলানা মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আশরাফী।[৪৭] আন্‌জুমান ট্রাস্ট প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে ৯৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তকটির ৬ষ্ঠ সংস্করণ ৬ সফর, ১৪৩২ হি., জানুয়ারী ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৬. ছোটদের বড়পীর, হযরত শায়খ সায়্যিদ আব্দুল ক্বাদির জীলানী (র.)

এ গ্রন্থে 'বড়পীর' হযরত শায়খ সায়্যিদ আব্দুল ক্বাদির জীলানী (র.) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ছোট-বড় সকলের কাছে পরিচিত। আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে আমরা তাঁকে স্মরণ করি। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, শিক্ষক-শিক্ষিকার মুখে এবং ইসলামি অনুষ্ঠানগুলোতে তাঁর নাম অতি সম্মানের সাথে শোনে থাকি। তিনি অতি উঁচু মর্যাদার অলী (আল্লাহ্‌র বন্ধু)। তিনি অলীকুল শিরমণি। মানুষ তখনই সফল হন, যখন তার ইহ ও পরকাল সার্থক ও সুন্দর হয়। সফল মানুষ তারাই, সমাজে বসবাস করে মানুষকে ভালবাসেন এবং কল্যাণের পথে চলার উপদেশ দেন। এমন এক মহান ব্যক্তি হলেন বড়পীর হযরত শায়খ সায়্যিদ আব্দুল ক্বাদির জীলানী (র.)।[৪৮]

সমাজে যারা বিপথে চলছে, অশান্তি সৃষ্টি করছে, তারা হযরত বড়পীরের আদর্শ জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সৎ ও শান্তির পথে এসে যেতে পারে।

তিনি মানুষের সাথে মধুর ব্যবহার করতেন। মানুষ তাঁর কাছে এসে খুশী ও সন্তুষ্ট হতেন। খাওয়া-পরা ও পোশাক-আশাকে তিনি যত্নশীল ছিলেন। তাঁর কাছে কেউ হাদিয়া বা উপহার আনলে তা গ্রহণ করে তাকে আরো উত্তম হাদিয়া দিতেন।

হযরত বড়পীর কালজয়ী শ্রেষ্ঠ 'আলিমে দ্বীন ছিলেন। তিনি মাতৃগর্ভ থেকে অলী হয়ে ভূমিষ্ঠ হন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি অতি কষ্ট ও অধ্যবসায় করে জ্ঞানার্জন করেন। দীর্ঘদিন আধ্যাত্মিক সাধনা করে অতি উঁচু পর্যায়ের অলী হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি বিদ্যা অর্জন করে 'ক্বুত্বব' (অনেক উঁচু পর্যায়ের অলী) হয়েছি। অর্থাৎ তিনি 'গাউসুল আ'যম' মর্যাদায় আসীন হন। তিনি দ্বীন ইসলামকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন। তাই তাঁর উপাধি 'মুহিউদ্দীন'। অর্থাৎ দ্বীন পুনর্জীবিতকারী। তিনি শিক্ষকতা করে ইল্‌মে দ্বীন প্রসারিত করেন এবং বহু ফাত্‌ওয়া প্রদান করে ইসলামি বিধি-বিধান বিকাশে অবদান রাখেন। অনেক দূর থেকে ছাত্ররা জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর দর্‌সে/ক্লাশে আসত। আর দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্যাদি সমাধান এবং সফলতা অর্জনের দীক্ষা লাভের জন্যও অগণিত মানুষ আসত। এ দেশে তাঁর আদর্শ জীবন ও রূহানী তাসাররাফাত নিয়ে ওয়ায নসীহত হয়। তাঁর জীবনী ও কর্ম নিয়ে বহু বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের ছোট ভাই-বোনরা যাতে সহজে বড়পীরকে চিনে ও বুঝে সে জন্য মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ্ সিদ্দীক্বী ছোট্ট মণিদের জন্য হযরত বড়পীর আবদুল ক্বাদির

---

৪৬. *প্রাগুক্ত*

৪৭. *প্রাগুক্ত*

৪৮. মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী, *ছোটদের বড়পীর, হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আব্দুল ক্বাদির জীলানী (র.)*, সম্পাদনায়, এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, চট্টগ্রাম: আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, ২০১৬ খ্রি. পৃ. ৪

জীলানী (র.)-এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করছেন। বইটির নাম রাখা হয়েছে 'ছোটদের বড়পীর হযরত সায়্যিদ শায়খ আব্দুল ক্বাদির জীলানী (র.)'। বইটির ভাষা সহজবোধ্য।[৪৯]
ইসলামি গবেষক ও সংগঠক এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার বইটি সম্পাদনা করে ভাষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন।[৫১] আন্জুমান রিসার্চ সেন্টার-এর মহাপরিচালক গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানের তত্ত্বাবধানে ৩২ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে ১ রজব ১৪৩৭ হি., ২৬ চৈত্র ১৪২২ বাংলা, ৯ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. প্রকাশিত হয়।

১৭. মাহে শা'বান ও শবে বারাত

শা'বান চন্দ্র মাসের অন্যতম বরকতময় মাস। এ মাসের ফযীলত, বারাকাত ও তাৎপর্য অপরিসীম। মহিমান্বিত রজব মাসের পরবর্তী এবং মহা বারাকাতমন্ডিত রমযান মাসের পূর্ববর্তী মাস। খোদ্ আল্লাহর হাবীব (সা.) রজব ও শা'বান মাস দু'টির বারাকাত বৃদ্ধির জন্য দু'আ করেন এবং এ দু'মাস অতিক্রম করে মাহে রমযানে উপনীত হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ হওয়ার শিক্ষা দেন। এ মাসে আল্লাহর দরবারে ইবাদত-বন্দেগী বিশেষভাবে পেশ করা হয়।[৫২] রোযা অবস্থায় ইবাদত-বন্দেগী উপস্থাপিত হওয়াকে হুযূর-ই আক্রাম (সা.) পছন্দ করতেন। তিনি এ মাসে রোযা রাখতেন। এ রোযা মাহে রমযানের পূর্ব-পস্তুতি স্বরূপ। এসব কারণে এ মাস অতি বারাকাতমন্ডিত ও তাৎপর্যবহ। এ মাসের অন্যতম বিশেষত্ব 'লায়লাতুন্ নিস্ফি মিন্ শা'বান' (অর্দ্ধ শা'বানের রাত) শবে বারাত। এ রাতের ফযীলত ও বারাকাত সীমাহীন । এ রাত মাগফিরাতের রাত, ভাগ্য পরিবর্তনের রাত। তাই এ রাতে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে দু'আ কামনা করা আবশ্যক।
এ মাস (শা'বান) ও এ রাত (শবে বারাত)-এর তাৎপর্য ও বারাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে এর ব্যাপক আলোচনা দরকার। এ আলোচনার জন্যও দরকার ব্যাপক গবেষণা ও কুর'আন, হাদীস, ইজমা' ও ক্বিয়াস-এর পাঠ-পর্যালোচনা। এ মাসের বিশেষত শবে বারাতের গুরুত্বকে যারা অস্বীকার করে, তাদের যথাযথ খন্ডনও সময়ের দাবী।
এ প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে প্রামাণ্য পুস্তক-পুস্তিকা কম প্রকাশিত হয়নি। তবু একটা বৃহত্তর কলেবরে প্রামাণ্য পুস্তকের চাহিদা দীর্ঘদিন যাবৎ রয়েই গেছে। আনন্দের বিষয় যে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও দক্ষ 'আলিম-ই দ্বীন অধ্যাপক মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-আযহারী এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ ও প্রামাণ্য পুস্তক প্রণয়ণ করে মুসলিম সমাজকে উপহার দিয়েছেন।[৫৩] বইটিতে শা'বান রমযানের প্রস্তুতির মাস, 'শবে বরাত'-এর নামকরণ ও তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নামসমূহ, এ মাসকে কেন শা'বান নামকরণ করা হয়েছে, শা'বান মাসের রোযার ফযীলত, পবিত্র কুরআনুল কারীম ও তাফসীরের আলোকে শবে বারাত, লাইলাতুম মুবারাকাহ্ এর তাফসীর, লাইলাতুম মুবারাকাহ্ এর তাফসীরে বিরোধের মীমাংসা, হাদীস শরীফের আলোকে শবে আরাত, 'সিহাহ্

---

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৫১. *প্রাগুক্ত*
৫২. সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী, *মাহে শা'বান ও শবে বরাত*, চট্টগ্রাম: আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, ২০১৬ খ্রি. পৃ. ৪
৫৩. সাক্ষাৎকার, সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেদীবাগ ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম। (১৫.০১.২০১৬ খ্রি.)

সিত্তাহ্'-এ শবে আরাতের হাদীস বিদ্যমান, অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে শবে বারাত, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগে শবে বারাত, তাবি'ঈন কেরাম (রা.)-এর নিকট শবে বারাতের গুরুত্ব, বিশ্ব নন্দিত চার মাযহাবের ইমাম ও মুজতাহিদদের নিকট শবে বারাতের গুরুত্ব, মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট শবে বারাতের গুরুত্ব, বিশ্বনন্দিত 'উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে শবে বারাত , বিশ্ববিখ্যাত লিখক ও তাঁদের কিতাবে শবে বারাত, মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারায় শবে বারাত উদ্যাপনের ইতিহাস, শবে বারাত অস্বীকারকারীদের মতামতের পর্যালোচনা, শবে বারাতের মহিমা, বিশেষত্ব, ফযীলত ও আমলসমূহ, শবে বারাতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, অগণিত মুসলমানকে ক্ষমা করা হয় এ রাতে, সূর্যাস্ত থেকে সকাল পর্যন্ত পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা, শবে বারাতে রাত জাগরণের নির্দেশ, মাহে শা'বান এবং শাবানের পঞ্চদশ তারিখে রোযা রাখার গুরুত্ব, শবে বারাতে রাসূল (সা.)-এর দীর্ঘ সাজদাহ্ সহকারে নফল নামায আদায়, শবে বারাতে দু'আ ও তাওবার মাধ্যমে গুনাহ্ মার্জনা, শবে বারাতেও যাদের ক্ষমা করা হয় না, শবে বারাতে নবী করীম (সা.) কবরস্থানে গমন করেছেন, শবে বারাতে করণীয় ও বর্জনীয়, এ রাতে করণীয় আমলসমূহ, শবে বারাতে কবরস্থানে গমন, শবে বারাতে সংঘটিত কিছু কুসংস্কার, উন্নতমানের খাদ্য, হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি ইত্যাদি প্রস্তুত নাজায়েয ও বর্জনীয় নয়, শিরোনামে স্থান পেয়েছে।[৫৪] পুস্তকটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং মানগত দিক বিবেচনা করে 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রকাশনা বিভাগ বইটি ১ শা'বান ১৪৩৭ হি., ২৬ বৈশাখ ১৪২৩ বাংলা, ৯মে ২০১৬ খ্রি. প্রকাশ করে।

১৮. নবীগণ (আ.) সশরীরে জীবিত (انباه الاذ كياء في حياة الانبياء)

নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এবং অন্যান্য সকল নবী ও রসূল আলায়হিমুস্ সালাম-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা ওফাতের পরও সশরীরে জীবিত। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের শরীরকে গ্রাস করা যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন, আমার প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণকারীদের দুরূদ ও সালাম আমি শুনতে পাই। হাদীস শরীফ দ্বারা একথাও প্রমাণিত যে, ভক্তি ও ভালবাসা সহকারে দুরূদ-সালাম প্রেরণকারীদের দুরূদ ও সালাম তিনি শুনেন ও গ্রহণ করেন, আর অন্যান্যদের দুরূদ ও সালাম তাঁর নিকট ফিরিশ্তারা পৌঁছিয়ে দেন। দুরূদ ও সালাম পেশকারীরা বিভিন্নভাবে এর বদৌলতে উপকৃত হন। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, জুমার দিন বা জুমার রাতে নবী করীমের উপর একশ' বার দুরূদ শরীফ পাঠ করলে একশ চাহিদা পূরণ হয়। তৎমধ্যে সত্তরটা আখিরাতের এবং ত্রিশটা দুনিয়ার। তার জন্য একজন ফিরিশতা নিয়োজিত হন, যিনি তার দুরূদ ও সালাম হুযূর-ই আক্রামের রওযা শরীফে এমনভাবে পৌঁছিয়ে থাকেন, যেভাবে পৃথিবীবাসীদের নিকট তাদের প্রতি প্রেরিত হাদিয়া পৌঁছানো হয়।[৫৫] আর অন্যান্য নবী (আ.)-এর হায়াতও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেমন হুযূর-ই আক্রাম মি'রাজ শরীফে যাবার সময় হযরত মূসা (আ.)-কে প্রথমে তাঁর কবর শরীফে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেন। তারপর তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে সমস্ত নবীর সাথে হুযূর-ই আক্রামের ইমামতিতে

---

৫৪. সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী, *মাহে শা'বান ও শবে বরাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৫৫. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী, *নবীগণ (আ.) সশরীরে জীবিত*, অনুবাদক, সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী, চট্টগ্রাম: আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, ২০১৫ খ্রি. পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

নামায পড়েন। তারপর প্রতিটি আসমানে কিছু নবী (আ.) হুযূর-ই আক্রামকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন।[৫৬]

ইমাম সুয়ূত্বীর এ মহা মূল্যবান কিতাবের বাঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করা যুগের এক বিশেষ চাহিদা ছিল। এ চাহিদা পূরণে এগিয়ে এসেছেন অধ্যাপক মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী এবং আন্‌জুমান রিসার্চ সেন্টার ও আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ।[৫৭]

আন্‌জুমান প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ ৫৬ পৃষ্ঠার এ বইটি ১ যিলহজ্ব ১৪৩৬ হি., ১ আশ্বিন ১৪২২ বাংলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি. প্রকাশ করে।

৫৬. *প্রাগুক্ত*

৫৭. *প্রাগুক্ত*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পত্র-পত্রিকা

১. মাসিক তরজুমান (ترجمان)

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পীরে ত্বারীক্বাত হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) মাসিক তরজুমান প্রকাশ করার জন্য আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর ক্যাবিনেট সভায় সিদ্ধান্ত দেন। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকাটি সরকারী রেজিস্ট্রেশন লাভ করে।[৫৮] ১৯৭৯ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি প্রতি মাসে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। এর বর্তমান পৃষ্ঠপোষকতায় আছেন রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) ও রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)। পত্রিকাটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আহলে সুন্নাত আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে পত্রিকাটি প্রতিমাসে আঠার হাজার কপি ছাপানো হয়ে থাকে।[৫৯]

মাসিক তরজুমানের বৈশিষ্ট্য

প্রতি সংখ্যায় দরসে কুর'আন, দরসে হাদীস, শানে রিসালাত, এ চাঁদ-এ মাস শিরোনামে চন্দ্র-মাসের ফযীলত, যুগোপযোগী প্রবন্ধ এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে মাসয়ালা-মাসায়িল সম্পর্কিত অধ্যায় রয়েছে। এছাড়া সংস্থা সংগঠন সংবাদে নিয়মিত গাউসিয়া কমিটির কার্যক্রমরে খবর প্রকাশ করা হয়।[৬০]

দরসে কুর'আন

দরসে কুর'আন শিরোনামে নিয়মিত কুর'আনুল কারীমের আয়াতের আনুষঙ্গিক মাসয়ালা-মাসায়িলসহ ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ নির্দেশনা থাকে। এতে পাঠকরা কুর'আনের মর্মার্থ অনুধাবন করে আলোকিত জীবন গঠনে সহায়তা পায়।

দরসে হাদীস

দরসে হাদীস শিরোনামে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ-দর্শন সম্বলিত সাবলীল লেখা দ্বারা পাঠকরা ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি অনুপ্রাণিত হয়।

এ চাঁদ-এ মাস

এ শিরোনামে চন্দ্র মাসের ফযীলত সম্পর্কে সম্যক ধারণাসহ স্ব-স্ব চন্দ্র মাসে ইন্তিকাল হওয়া সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবি-তাবি'ঈ, গাউস, কুতুব, প্রসিদ্ধ অলী বুযর্গের জীবনী আলোকপাত করা হয়। এ দ্বারা পাঠকরা নতুন নতুন তথ্য ওয়াকিফহাল হয়ে ধন্য হন।

---

৫৮. অফিস রেকর্ড, *মাসিক তরজুমান*, ৩২১ দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম

৫৯. সাক্ষাৎকার: সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, *মাসিক তরজুমান*, ৩২১ দিদার মার্কেট, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ১৮.০১.২০১৬ খ্রি.)

৬০. *মাসিক তরজুমন*, প্রকাশনায় আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম: ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ২০১৬ খ্রি. পৃ. ২

শানে রিসালাত

শানে রিসালাত-শিরোনামে বাতিলপন্থীদের কুফরী আক্বীদাহ্ মনোভাব ও অসৌজন্য অভিমতের দলীল দ্বারা জওয়াবসহ কুর'আন মাজীদ ও হাদীস শরীফের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অতুলনীয় মর্যাদা ও অনুপম জীবন চরিত তুলে ধরা হয়।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নোত্তর পর্ব শিরোনামে প্রতি সংখ্যার প্রশ্নোত্তর পর্ব দ্বারা পাঠক শরী'আতের যুগোপযোগী বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়।

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ শিরোনামে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ-এর কর্মতৎপরাসহ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের খবর ছাপানো হয়। এতে করে পাঠকরা বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের সংবাদ সহজে জানতে পারে।[৬১]

পত্রিকার লগো

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে মাসিক তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর সম্পাদক ও তৎকালীন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন আল কাদেরী মাসিক তরজুমান-এর একটি লগো অংকনের জন্য মাদ্‌রাসায় নোটিশ দিয়ে নির্বাচিত লগোর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। তখন অধ্যক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করা ২৪ টি লগোর মধ্যে আলিম পরীক্ষার্থী ছাত্র (বর্তমান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মুদাররিস) মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার-এর অংকিত লগোটি মাদ্‌রাসা গভর্ণিং বডির সেক্রেটারী আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম অনুমোদনের জন্য নির্বাচন বোর্ডকে সুপারিশ করেন। নির্বাচন বোর্ড তা অনুমোদন করার পর বলুয়ারদিঘীর পাড়স্থ খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া অবস্থানরত আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের তৎকালীন সভাপতি পীরে ত্বারিক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) এর মাধ্যমে ঘোষণাকৃত এক হাজার টাকা প্রদান করা হয়। হুযূর ক্বিবলাহ্ (র.) নিজের কলমটি উপহার দিয়ে দু'আ করেন এবং তখন থেকে মাসিক তরজুমান এর প্রচ্ছদসহ পত্রিকার আনুষাঙ্গিক প্রত্যেক কাজে গম্বুজ ও মিনার সদৃশ্য 'তরজুমান-এ আহলে ছুন্নাত' লগোটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[৬২]

---

৬১. গবেষকের সরেজমিন জরিপ। (তারিখ: ১৩.১২.২০১৫ খ্রি.)

৬২. মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, স্মৃতির দর্পণে মুর্শিদ ক্বিবলাহ, চট্টগ্রাম: দৈনিক নয়া বাংলা, ২২ জুলাই ১৯৯৩ খ্রি.

সপ্তম অধ্যায়

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের জীবন চরিত

সপ্তম অধ্যায়

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের জীবন চরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর জীবন চরিত

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ও জীবন বিধান। যুগে যুগে আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রচারে পৃথিবীতে শুভাগমন করেন অসংখ্য নবী রাসূল। নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে নবী ও রাসূল আগমন ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয় সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন, তাবি তাবিয়ীন, আউলিয়ায়ে কামিলীন, উলামায়ে হাক্কানী-রাব্বানী ও বুযর্গানে দীনের উপর। তাদের ত্যাগ, শ্রম ও বহুমুখী অবদানের ফলে ইসলাম বিশ্বব্যাপী কালজয়ী জীবনাদর্শ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান রূপে প্রতিষ্ঠিত। পাক-ভারত উপ-মহাদেশে ইসলাম প্রচারে রাজা বাদশাহ্দের ভূমিকার চেয়ে সূফী সাধক, অলি দরবেশরা ইসলামের আধ্যাত্মিকতা প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন। তাঁদের ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ, শান্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের অনুপম শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে জনসাধারণ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়। যাঁদের ত্যাগ ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে ইসলামের আদর্শ বিকশিত হয় তাঁদের মধ্যে বেলায়াতের উঁচু আসনে সমাসীন, অলীয়ে কামিল, আধ্যাত্মিক সাধক, সত্যের প্রচারক, উপমহাদেশের অনন্য ব্যক্তিত্ব, সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ, ইসলামি জগতের মহান দিকপাল, রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বরীক্বাত কুত্বুল ইরশাদ, হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) অন্যতম।[১]

জন্ম

কুতবুল ইরশাদ আল্লামা সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আবোটাবাদ শেতালূ (হাজারা) সিরিকোট গ্রামের সৈয়দাবাদের সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে ১২৭১/৭২ হিজরী ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[২] তিনি নবী করীম (সা.)-এর ৩৯তম আওলাদ।[৩]

শিক্ষা জীবন

তিনি শৈশবে কুরআন পাক হিফ্য করেন এবং ইল্মে ক্বিরাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্বহ, উসূল, নাহু, সারফ, মানতিক, বালাগত, আক্বাইদ, দর্শন, হিকমাত

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়াতের পঞ্চরত্ন*, চট্টগ্রাম: রেজা ইসলামিক একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ১১৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৩. *প্রাগুক্ত*

ফালসাফা, তাসাউফ, মা'আরিফাত, ত্বারীক্বাত সাহিত্য বক্তৃতাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সুক্ষাতি সূক্ষ্ম বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৪]

চরিত্র

বাল্যকাল থেকে তিনি নির্মল, অনিন্দ সুন্দর ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবন ইসলামি আদর্শ ও সুন্নাতে রাসূলের (সা.) বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, চাল-চলন, নৈতিকতা-মানবতা, উদারতা-বদান্যতা, সহনশীলতায় তিনি আদর্শ ছিলেন। তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী, মিতব্যয়ী, সত্যবাদী ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। তিনি ইসলামি আদর্শের যথার্থ অনুশীলন, সুন্নাতে নববীর অনুকরণ, মাস্‌লাকে সুন্নী ও মাযহাবে হানাফীর অনুসারী ছিলেন।[৫]

চট্টগ্রামে আগমন

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক এর অনুরোধে তিনি রেঙ্গুন থেকে চট্টগ্রাম আগমণ করেন। তিনি চাট্‌গাঁর মুসলমানদের নিকট বিভিন্ন উপনামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। তাই দক্ষিণ চট্টগ্রামে তাঁর পরিচিত ছিল 'সীমান্তপীর'। উত্তর চট্টগ্রামে 'পেশোওয়ারী সাহেব', শহরে 'সিরিকোটি সাহেব', আফ্রিকার কেপটাউন, মোম্বাসা ও জাঞ্জিয়ায় ব্যবসার কারণে 'আফ্রিকাওয়ালা' নামে তাঁর পরিচিতি ছিল।[৬]

বায়'আত ও খিলাফত

ইসলামি শরী'আতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নিজকে ইনসানে কামিল বা পরিপূর্ণ সার্থক মানুষ মনে করতে পারলেন না। কারণ যাহিরী জ্ঞানের সাথে বাতিনী মা'রিফাতের সমন্বয় না থাকলে জ্ঞানীদের পথভ্রষ্ট হওয়ার আশংঙ্কা থাকে। পৃথিবীর বহু সত্যচ্যুত গুমরাহ জ্ঞানী-গুণী এর উজ্জ্বল প্রমাণ। এক্ষেত্রে প্রখ্যাত সূফী সাধক আল্লামা জালাল উদ্দীন রূমী (র.) এর ফার্সী পংক্তিটি প্রনিধানযোগ্য।

'খোদ্ বখোদ কামিল নাশুদ মাওলায়ে রূম, তা গোলামে শামসে তিবরিযী নাশুদ।" অর্থাৎ, আমার মুর্শিদ কামিল শমসে তিবরিযীর গোলামী না করা পর্যন্ত আমি (রূমী) পূর্ণতা অর্জন করতে পারিনি।[৭]

সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আল্লাহ্ ও রাসূল (দ.) এর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কামিল পীরের শরণাপন্ন হতে হয়। এ সভ্যতা ও বাস্তবতা উপলদ্ধি করে হুযূর সিরিকোটি কামিল পীরের সন্ধানে ব্রতী হন। এক পর্যায়ে পাকিস্তান সীমান্ত প্রদেশের হরিপুর চৌহর শরীফের প্রসিদ্ধ বুযর্গ মা'রিফে লুদুনিয়্যার প্রস্রবন, আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, গুপ্ত রহস্যাবলীর অন্তরদ্রষ্টা, আলীয়ে কামিল হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.)-এর বেলায়ত তাঁর নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৫. মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, *ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্বাদিরিয়াহ্ ত্বারীকাহ্‌র প্রসারে খান্দানে সিরিকোটি রাহ্‌মাতুল্লাহি 'আলাইহি এর অবদান*, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, কামিল বিদায়ী স্মারক, আত্ তৈয়্যেব, চট্টগ্রাম: ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৭০-৭৫

৬. মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, *কুতবুল আউলিয়া হযরত ছৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) এর জীবনালেখ্য*, চট্টগ্রাম: আল্লামা তৈয়্যবিয়া সোসাইটি বাংলাদেশ, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ১৯

৭. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়াতের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

হয়। অন্তরের স্বাদ পূর্ণ হল, অলীয়ে কামিলের হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন।[৮] মুর্শিদে বরহক্বের সান্নিধ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন ও হাফিযে কুরআন হওয়া সত্ত্বেও তিনি খাজা চৌহরভীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দীর্ঘ ১২ বছর দুর্গম গিরিপথে প্রত্যহ গভীর অরণ্যে ১৮ মাইল দূর হতে জ্বালানি কাঠ মাথায় বহন করে চৌহর শরীফে পীরের বাড়ীতে আনেন। সাধনা ও ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। দীর্ঘকাল এই কঠিন ও কষ্টকর কাজে লিপ্ত থাকায় তাঁর হাতে জখম হয়, পরে তা ঘা হয়ে যায়। শুকাতে প্রায় দু'বছর সময় লেগেছিল, হুযূর সিরিকোটি এ দাগ দেখিয়ে ভক্তদের বলতেন, 'ইয়ে মাহর বাজী কী তরফ সে মেহেরবানীকা নিশান হ্যায়'। এভাবে নিজকে ইনসানে কামিলের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে যাহির-বাতিনে পূর্ণতা লাভ করেন। ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা ও রিয়াজত এর মাধ্যমে সুলূক ও ত্বরীক্বাতের বিভিন্ন স্তর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করেন। অতঃপর মুর্শিদ হযরত খাজা চৌহরভী (র.) তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন।[৯]

সিলসিলার প্রসারে ভূমিকা

ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে হযরত চৌহরভী (র.)-এর নির্দেশে তিনি ইসলামের খেদমত আঞ্জামের জন্য রেঙ্গুনে ষোল বছর কঠোর সাধনা ও মানবসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় তাঁর বড় সাহিবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সালেহ্ ইন্তেকাল করেন। ড. ইব্রাহীম এম মাহদী রচিত ইতিহাস গ্রন্থ A short history of Muslims in South Africa থেকে জানা যায়, আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে ভারতীয় মুসলিম ব্যবসায়ী সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ পেশোয়ারী মুসলমানদের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে জামে মসজিদ তৈরি করেন। তিনি এ মসজিদ থেকে মুসলমানদের হানাফী মাযহাবের ইশা'আত করতেন।[১০] তিনি বার্মায় বাঙালী মসজিদের প্রধান খতীব ছিলেন। তাঁর আদর্শে মুগ্ধ হয়ে বার্মার মুসলমান ও প্রবাসীরা সিলসিলায়ে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে দ্বীন ও মাযহাবের খেদমত আঞ্জামে নিজেদের উৎসর্গ করেন। পরবর্তীতে এদেশে সফরকালে অগণিত সরকারী-বেসরকারী অফিসার, পেশাজীবী, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, উলামা, হাফিয, ক্বারী, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজসেবীসহ সর্বস্তরের মুসলিম নর-নারী তাঁর সান্নিধ্যে এসে সীরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করেন।[১১] অসংখ্য অমুসলিম নর-নারীও তাঁর সান্নিধ্যে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হন। এ সিলসিলার কার্যক্রমের ব্যাপকতা ও প্রসারতা পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করে।

কর্ম ও অবদান

এ মহান অলীয়ে কামিল দ্বীন, মাযহাব ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রচার-প্রসারে যে অবদান রেখেছেন, তা অনন্তকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর পবিত্র কর্মময় জীবনের সার্বিক আলোচনা-পর্যালোচনা দুরূহ কাজ। বহুমুখী প্রতিভাবান এ মহান মনীষী একাধারে আলিমে দ্বীন,

---

৮. মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, *কুতবুল আউলিয়া হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) এর জীবনালেখ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৯. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়াতের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত

১০. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, *সিরিকোট থেকে রেঙ্গুন*, ৩য় সং., চট্টগ্রাম: চাটগাঁ প্রকাশন, পৃ. ১১৭

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯

ইসলামি চিন্তাবিদ, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, আদর্শ সংগঠক, সফল সংস্কারক, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত শাহ আহমাদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হির চিন্তাধারার সার্থক রূপকার।[১২] সুন্নী মতাদর্শের ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা। ইসলামি আদর্শের যথার্থ বাস্তবায়ন, মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য সাধন, মুসলিম মিল্লাতের ঈমান-আক্বীদাহ্ সংস্করণ, ভ্রান্ত আক্বীদাহ্‌র স্বরূপ উন্মোচন ও বিভ্রান্তি আপনোদনে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আদর্শ বাস্তবায়নে তাঁর অনুসৃত কর্মসূচী ও গৃহীত পদক্ষেপগুলো সুন্নী আন্দোলনকে বেগবান করেছে সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য তা চিন্তা করে তিনি অসংখ্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছে। তিনি বিচ্ছিন্ন সুন্নী মতালম্বীদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে **১৯২৫** খ্রিষ্টাব্দে বার্মায় 'আঞ্জুমান-এ-শুরায়ে রহমানিয়া' কায়িম করেন। পরবর্তীতে **১৯৪৮** খ্রিষ্টাব্দে এর আদলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 'আঞ্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩] **১৯৫৪** খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশের অনন্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠান, 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া 'আলিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪] প্রাথমিক পর্যায়ে দরসে নিযামিয়া ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, পরবর্তীতে তাঁর সাহেবযাদাহ্ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় **১৯৬২** খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক ফাযিল স্তর অনুমোদন লাভ করে।[১৫]

মাদ্‌রাসাটি**১৯৭২** খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক কামিল হাদীস, **১৯৮৫** খ্রিষ্টাব্দে কামিল তাফসীর বিভাগের সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে এশিয়া মহাদেশের অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি লাভ করে।[১৬] এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তিনি বলেন, 'জামেয়া ইয়ে কিস্তিয়ে নূহ হ্যায়"।[১৭] ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ মুসলিম মিল্লাতের নাজুক সন্ধিক্ষণে জামেয়া দিশারী ও পাঞ্জেরীর ভূমিকা রাখছে। হযরত সিরিকোটি (র.) তাঁর পীর হযরত চৌহরভী (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের হাজারা জিলার হরিপুর 'দারুল উলূম ইসলামিয়া রহমানিয়া মাদ্‌রাসা' একাধারে **৪০** বছর পরিচালনা করেন। বর্তমানে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসায় পরিণত হয়েছে।[১৮]

উলূমে ইলাহিয়্যার ধারক হযরত খাজা চৌহরভী (র.) প্রণীত ত্রিশ পারা দুরূদ শরীফের অদ্বিতীয় গ্রন্থ 'মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (সা.)' প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে রেঙ্গুনে **১৯৩৩** খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ছাপানোর কাজ সমাপ্ত করেন। **১৯৫৩** খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রচেষ্টায় হযরত আমীর শাহ্ পেশোয়ারী কর্তৃক দ্বিতীয় বার, **১৯৮২** খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সাহিবযাদাহ্ আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর নির্দেশে আঞ্জুমান-এ-

---

১২. আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ছগীর ওসমানী, *নবী প্রেমের মূর্ত প্রতীক হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)*, চট্টগ্রাম: বাগে সিরিকোটি, প্রকাশনায়, আল্লামা তৈয়্যবিয়া সোসাইটি বাংলাদেশ, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৫৫-৫৬

১৩. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *কুতুবুল আউলিয়া সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

১৪. আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল্ ক্বাদিরী, *আধ্যাত্মিক সম্রাট শাহচুফি সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর পবিত্র হাতের ছোঁয়া 'জামেয়া'*, চট্টগ্রাম: বাগে সিরিকোটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৫

১৫. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

১৬. *প্রাগুক্ত*

১৭. আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, *কুতুবুল আউলিয়া হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) এবং জামেয়া*, চট্টগ্রাম: বাগে সিরিকোটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

১৮. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক তৃতীয় বার প্রকাশিত হয়। হযরত তৈয়্যেব শাহ (র.) এর জীবদ্দশায় তাঁর নির্দেশে এর পূর্ণাঙ্গ উর্দূ অনুবাদ সম্পন্ন হয়। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ এর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪১৬ হিজরী মুতাবিক ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান হতে আকর্ষণীয় অফসেট কাগজে এ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৯]

জামেয়ার আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুন্নীয়াতের দাও'আত পৌঁছার লক্ষ্যে হুযূর ক্বিবলাহ্র খলীফা হযরত মাওলানা এজহার (র.) আল্লামা সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-কে এক সময় বাঁশখালী শেখেরখীলে দাওয়াত করেন। মাহ্ফিলে অগণিত লোকের সমাবেশ ঘটে। তাকরীরের শুরুতে তিনি কুরআন মাজীদ থেকে নিম্নের আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করেন-

ان الله وملائكته يصلّون على النبىّ يايها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما

'নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতারা নবীর উপর দুরূদ পাঠ করছেন, হে মুমিনরা! তোমরাও তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ কর'।[২০] আয়াত তিলাওয়াতের পর কেউ দুরূদ পড়ছে না, সবাই নিরব নিস্তব্ধ দুরূদ শরীফ পড়েইনি বরং ধৃষ্ঠতা দেখাল। হুযূর ক্বিবলাহ্ বেলায়তের আন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন এখানে ওহাবী দেওবন্দী খারেজী নজদী আক্বীদাহ্য় বিশ্বাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। চিন্তা করলেন, মুসলমানদেরকে সহীহ্ আক্বীদাহ্ পোষণ করাতে সুন্নীয়াতের বিজয় নিশান উড্ডীন করতে হবে। মুসলমানদের ঘরে ঘরে দুরূদ-সালামের মাধ্যমে নবীর প্রতি মুহাব্বাতের রেওয়াজ সৃষ্টি করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলেন, ভক্ত-অনুরক্তদের নির্দেশ দিলেন, বাতিল আক্বীদাহ্ পোষনকারীদের মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে অন্যথায় সুন্নী মতাদর্শের অস্তিত্ব থাকবে না। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, 'কাম করো, ইসলাম কো বাঁচাও, দ্বীন কো বাঁচাও, সাচ্ছা 'আলিম তৈয়ার করো।' মাহ্ফিল শেষে চট্টগ্রাম শহরে এসে শীর্ষস্থানীয় মুরীদদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেন, বাতিল আক্বীদাহ্র স্বরূপ উম্মোচন করে মুসলমানদের আহলে সুন্নাত আক্বীদাহ্য় উজ্জীবিত করতে আলিমে দ্বীন তৈরির বিকল্প নেই। সুন্নী মতাদর্শের দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। স্থান নির্ধারণের হুকুম দেন। বললেন, 'এয়সে যমীন তালাশ কী যায়ে, যু শহর ভী নাহো আওর গাঁও ভী নাহো, মসজিদ ভী হ্যায়, তালাব ভী হো'। অর্থাৎ, 'এমন স্থান নির্ণয় কর যা শহরও হবে না, গ্রামও হবে না। যেখানে মসজিদও আছে পুকুরও আছে। হুযূর সিরিকোটির নির্দেশে দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা স্থান নির্ধারণে তৎপর হলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর হুযূর সিরিকোটির বিশিষ্ট মুরীদ নূরুল ইসলাম সওদাগর হুযূর ক্বিবলাকে বর্তমানে জামেয়া সংলগ্ন মসজিদের নিকট নিয়ে আসেন। হুযূর সিরিকোটি (র.) জায়গা দেখে মুচকী হাসলেন। হুযূর সিরিকোটির নূরানী চেহারায় আনন্দভাব দেখে মুরীদরা আনন্দিত হলেন। হুযূর সিরিকোটি বলেন, এখানে আমি ইল্মের সুগন্ধি পাচ্ছি, এখানে জামেয়া বানাতে হবে। হুযূর সিরিকোটির স্বপ্ন বাস্তবায়ন হল। জামেয়া আজ এশিয়া মহাদেশের অন্যতম বৃহত্তর দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। হুযূর সিরিকোটি ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জামেয়ার ভিত্তি দেন।[২১] বার আউলিয়ার প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রামের পুণ্য ভূমিতে নিশানবরদার,

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

২০. আল কুর'আন, ৩৩: ৫৬

২১. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষানিকেতন 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা' আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা সম্পর্কে সিরিকোটি (র.)-এর বাণী

'খেদমতে জামেয়া, আপলোগোঁকে দোজাহাঁ কী কামিয়াবী আওর তারাক্কীকা আযীমুশ্‌শান ওয়াসীলাহ্ হ্যায়। খেদমতে জামেয়া মুর্শিদে বরহক কী তরফ সে বল্‌কেহ্ হযরাত কী তরফ সে সব ভায়োঁ কী ডিউটি মে দাখিল হ্যায়।'[২২]

হুযূর ক্বিবলাহ্‌র এই বাণীর মধ্যে ইল্‌মে দীনের প্রচার-প্রসারে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মর্মবাণী ফুটে উঠে। কথাগুলো তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, দ্বীন ও মাযহাব, মিল্লাত ও সুন্নীয়াতের স্বার্থে বলেছেন। জামেয়ার খেদমত করার জন্য সুন্নী মুসলিম বিশেষতঃ ত্বারীক্বাহ্‌পন্থীদের নির্দেশ দেন এবং অকৃত্রিম খেদএত ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির মাধ্যম বলে ঘোষণা করেন। দ্বীন ও মিল্লাতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ দায়িত্বশীল কর্মী সৃষ্টির জন্য তাঁর এ অমূল্য বাণী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর অমূল্য বাণীর বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে আজকের 'জামেয়া'। ত্বারীক্বাতপন্থী সুন্নী মুসলমানরা এ প্রতিষ্ঠানকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে। এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অগ্রগতি তরান্বিত করার লক্ষ্যে নিষ্ঠাবান মুরীদরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং জামেয়ার খেদমত করা সৌভাগ্য মনে করছে। শারীরিক ও আর্থিকভাবে এ প্রতিষ্ঠানসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠা আঞ্জুমান ট্রাস্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলিম জনসাধারণ আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং তাদের আর্থিক বদান্যতায় প্রতিষ্ঠানগুলো সুযোগ্য 'আলিমে দ্বীন তৈরীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

হুযূর ক্বিবলাহ্ (র.) আরো বলেন, 'মুঝে দেখনা হ্যায় তু মাদ্‌রাসা কো দেখো, মুঝসে মুহাব্বাত হ্যায় তু মাদ্‌রাসা কো মুহাব্বাত করো।' অর্থাৎ, 'যারা আমাকে দেখতে চাও তারা মাদ্‌রাসাকে দেখ, যারা আমাকে ভালবাস, তারা মাদ্‌রাসাকে ভালবাস'।[২৩] এই অমূল্য বাণী এদেশের লাখ লাখ সুন্নী মুসলমানের মানসপটে রেখাপাত করেছে। তাঁর মুরীদ ও ভক্ত-অনুরক্তরা আত্মার প্রশান্তির জন্য এবং সমস্যা সমাধানের জন্য জামেয়ার দিকে ছুটে যায়। এটা এমন এক দ্বীনী প্রতিষ্ঠান, যা হুযূর সিরিকোটির জীবন্ত কারামাত। বিপদগ্রস্ত মুক্তিকামী মানুষেরা বিপদমুক্ত প্রত্যয়ে এ প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত নযর, নেয়ায ও মান্নত করে থাকে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে হযারাতে কেরামের ওয়াসীলাহ্য় মান্নতকারীদের সমস্যা সমাধান হচ্ছে, আকাঙ্খা পূর্ণ হচ্ছে, মান্নত পুরা হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সর্বজন স্বীকৃত ও পরীক্ষিত। প্রমাণ স্বরূপ এর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে। হুযূর সিরিকোটি (র.) এ কথা বলেননি, তোমরা আমাকে ভালবাসলে আমার সাথে যে কোন প্রকারে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করবে, আমার পরিবারের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, তাদের প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা করবে'। যা বলেছেন রাসূল পাক (সা.) এর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। নবীপ্রেমে উৎসর্গ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। মানবসেবা, সমাজসেবা ও দ্বীনী খিদমতে আত্মোৎসর্গী হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছেন। গরীব-দুঃখী, ইয়াতীম-দুঃস্থ ও অসহায় শিশু সন্তানের পুনবার্সনের জন্য কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে হুযূর সিরিকোটির (র.)-এর প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য ইয়াতীমখানা, হিফযখানা ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাহায্যে মুক্ত

---

২২. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, *সিরিকোট থেকে রেঙ্গুন*, ৩য় সং., প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

২৩. হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী, *চট্টগ্রামে পীর সিরিকোটি সাহেব (র.)*, চট্টগ্রাম: বাগে সিরিকোটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

হস্তে দান করার আহ্বান করেছেন এবং এসব আমল দ্বারা আল্লাহ্ ও রাসূলের রেযামন্দি হাসিলের তাউফীক কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে হুযূর সিরিকোটি (র.) আরো বলেন, 'জামেয়া কী খেদমাতকো আপ জুমলাহ্ ভাইয়োঁ নম্বরে আউয়াল মে রাঁখে। দুনিয়া কী ধান্ধে আউর কামো কো দোসরে তেসরে নাম্বর মে রাখেঁ। ইসী হিসাব সে আপ ভাইয়োঁ কে সাথ্ভী মুআমেলা হোগে, আপ্কে তামাম নেক কামো কো উসী তরতীব্ সে সারাঞ্জাম দিয়া জায়েগা ইন্শাআল্লাহ্।'

'আপ্ লোগোঁ নে জামেয়া কা যিম্মা লিয়া আওর মেরে সাথ ওয়াদা কিয়া আগর ইস্মে গাফলাতী করে তু বাজী আপ লোগোঁ কো নেহী ছোড়েঙ্গে মাইভী নেহী ছোড়োঙ্গা।'

'আপ্নি যাকাত কো চার হিস্সা কর্কে এক হিস্সা জামেয়াকে মিসকীন ত্বালাবাহ্ কো দিয়া কারো। বাকী তিন হিস্সে আপকে হক্দার মিসকীনো মে তাক্সীম কিয়া করো।'[২৪]

বাণীগুলেতে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর আন্তরিক মনোভাব প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর অকৃত্রিম বাণীর যথার্থ প্রতিফলন ও বাস্তবায়নে তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত ও সুন্নী মুসলমানরা, সুন্নী মতাদর্শভিত্তিক ইসলামি শিক্ষার প্রচার প্রসার কল্পে দান, সাদক্বাহ্, যাকাত, ফিৎরা ও অনুদান প্রদান করে দানশীলতা ও বদান্যতায় নযীর স্থাপন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠান আজ এশিয়া মহাদেশের অন্যতম দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা দেশে-বিদেশে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাসা, চিকিৎসা, সাংবাদিকতা, আদালতসহ সর্বক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। দেশ বিদেশের বৃহত্তর পরিমন্ডলে মিল্লাত, মাযহাব ও সুন্নিয়তের প্রচার-প্রসারে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্র ইতোমধ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ডিগ্রী লাভ করেছে। অনেকে শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে মিসরে কায়রো আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেছে এবং করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ড. মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মারুফ মুহাম্মদ শাহ আলম মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা মারকুইজ হুজু হু কর্তৃক প্রকাশিত 'হুজ হু ইন দি ওয়াল্ড' পুস্তকের ত্রয়োদশ সংস্করণে বিশ্বের বিশিষ্ট গুণীদের জীবনী গ্রন্থে মাওলানা মারুফের গবেষণা কর্ম ও অবদান রেকর্ডভুক্ত হয়।

এ প্রতিষ্ঠানের কৃতি ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান আ'লা হযরত শাহ মাওলানা আহমাদ রেযা খান ফাযিলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তরজুমা-ই-কুরআন কান্যুল ঈমান' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন।

এ প্রতিষ্ঠানের কৃতি ছাত্র ইসলামি চিন্তাবিদ সউম আবদুস সামাদ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরতের জীবন ও কর্মের উপর এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন।[২৫] আরো অনেকে নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। যা ছিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা হুযূর ক্বিবলাহ্ (র.)-এর স্বপ্ন। এ সবগুলো এ মহান ব্যক্তিত্বের চিন্তা-চেতনার বাস্তব ফসল। হুযূর ক্বিবলাহ্ (র.) জামেয়ার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকালে বলেছিলেন, 'মাস্লাকে আ'লা হযরত পর জামেয়া কা বুনিয়াদ ঢালা গিয়া'। অর্থাৎ, আ'লা হযরতের মতাদর্শ তথা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এর আক্বীদাহ্র উপর জামেয়ার ভিত্তি স্থাপন করা হল।[২৬]

---

২৪. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৮

২৫. *প্রাগুক্ত*

২৬. *প্রাগুক্ত*

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযিযুল হক শেরে বাংলা (র.)-এর স্বীকৃতি

এ আধ্যাত্মিক সাধকের কীর্তিময় জীবনের যথার্থ স্বীকৃতি দান ও তাঁর কৃতিত্বের যথার্থ মূল্যায়নে এদেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম কার্পণ্য করেননি। সুন্নী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা গাযী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযীযুল হক শেরে বাংলা আল-ক্বাদিরী (র.) এর ফার্সী ভাষার রচিত অনবদ্য কাব্য সংকলন 'দিওয়ানে আযীয' গ্রন্থের কতিপয় ফার্সী কাব্যের মর্মার্থ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোতে আল্লামা শেরে বাংলা (র.) হযরত সিরিকোটি (র.)-এর বাংলাদেশে শুভাগমন উপলক্ষে মুবারকবাদ ও অভিবাদন জানিয়েছেন।[২৭]

ফার্সী (১) 'মারহাবা সদ্ মারহাবা সদ্ মারহাবা সদ্ মারহাবা, আয বারায়ে ফখরে মা শাহ্ সৈয়দ আহমাদ মারহাবা।'

অর্থাৎ, শত সহস্র অভিবাদন, শত সহস্র, মুবারকবাদ, শত শত স্বাগতম ও শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আমাদের গৌরব হযরত শাহ সৈয়দ আহমাদ।

ফার্সী (২) 'মুক্তাদায়ে 'আলিমাঁ পেশোয়ায়ে সালিকাঁ, দর যমানশ নবীনম মিসলে উঁ পীরে মগাঁ।'

অর্থাৎ, তিনি 'আলিমকুল শিরোমনি, সালিকীন, পূণ্যাত্মা, আউলিয়া, পেশোওয়া সে যুগে আমি তাঁর মত পূর্ণতার অধিকারী পীরে কামিল আর কাউকে দেখিনি।

ফার্সী (৩) 'মস্‌ক নসরা গরতুজুয়ী দর হাজারা জিলাদাঁ, রওযায়ে পূরনূর উঁরা হাম্‌বদানী আন্দর আঁ।

অর্থাৎ, তুমি যদি তাঁর জন্মস্থানের সন্ধান পেতে চাও জেনে রেখ তা হল পাকিস্তানের অন্তর্গত হাজারা জিলায় অবস্থিত সেথায় তাঁর রওযার সর্বত্র নূরের আলোয় ভরপুর।

ফাসী (৪) 'আজ বরায়ে আহ্‌লে সুন্নাত মাদ্‌রাসা কর্‌দাহ্ বেনা, বাহ্‌রে ই সতীসালে ওয়হাবী গশ্‌ত তীরে বেখাতা।

অর্থাৎ, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের জন্য তিনি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসা স্থাপন করেছেন, যা নবীর মর্যাদা হরনকারী ওহাবীদের মূলোৎপাটন ও স্বরূপ উন্মোচনে ত্রুটিহীনভাবে তীরের ন্যায় ভূমিকা পালন করবে।

ফার্সী (৫) 'জামায়ায়ে আহমদিয়া সুন্নিয়া নামশ্ বেদাঁ, আয় খোদা তো যিন্দা দারশ তা বাকায়ে আসমাঁ।

অর্থাৎ, জেনে রেখ, এ প্রতিষ্ঠানের নাম 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া', হে আল্লাহ্ তুমি যতদিন পৃথিবী বহাল রাখবে ততদিন এ প্রতিষ্ঠানকে কায়িম রাখবে।

ফার্সী (৬) 'আঁফরী সদ্ আঁফরী সদ্ আঁফরী সদ্ আঁফরী, বাহ্‌রে আঁ পীরে মগা বর হিম্মতশ্ সদ্ আঁ ফরী।'

অর্থাৎ, শত সহস্র মুবারক অভিনন্দন, সেই অলীয়ে কামিল, পীরে মুকাম্মিলের সাহসিকতাকে শত অভিবাদন।

ফার্সী (৭) 'সদ্ হাজারা চাট্‌গামী, আজ মুরীদানশ বেদাঁ, আজ বরায়ে মুর্শিদে হক ইঁহামা আ'সার দাঁ।'

অর্থাৎ, জেনে রখ, চট্টগ্রামে তাঁর শত সহস্র মুরীদ ভক্ত অনুরক্ত, জেনে রেখ এ সবই তো মুর্শিদে বরহকের নিদর্শন।

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

ফার্সী (৮) 'রুক্‌নে আযম বুদ বাহ্‌রে আহ্‌লে সুন্নাত বেগুমা, সম্মে কাতেল বুদ লেকিন আজ বারায়ে ওয়াহাবীয়া।'

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তিনি আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কর্ণধার, প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু নবীর মর্যাদা হরনকারী ওয়াহাবীদের জন্য তিনি প্রাণবিনাসকারী বিষতুল্য (অর্থাৎ, বাতিলের আতংক)।

ফার্সী (৯) 'তুরবতশ্‌রা বাগে জান্নাত আয আয় রাব্বে জাহাঁ, ইস্তজব ইয়া রাব্বে তুফাইলে সারওয়ারে পয়গম্বরা।'

অর্থাৎ, হে বিশ্ব প্রতিপালক! তাঁর মাযারকে জান্নাতের মরুদ্যানে পরিণত কর। হে প্রতিপালক, আপনি নবীকুল সরদার মুহাম্মদ (সা.) এর ওয়াসীলায় তেজোদীপ্ত তরবারী স্বরূপ।[২৮]

সৈয়্যদ আহ্‌মদ সিরিকোটি (র.)-এর মূল্যবান বাণীসমূহ

'কাম করো, ইসলাম কো বাঁচাও, দ্বীনকো বাঁচাও, সাচ্চা আলেম তৈয়ার করো'।[২৯] কথাগুলো মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বাণী কিংবা মহানবী (সা.)-এর হাদীসের বাণী না হলেও পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্যাস ও মর্মকথা বর্ণিত বাণীগুলোর প্রতিটি অংশের গুরুত্ব ব্যাপক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। শতাব্দীর ক্ষণজন্মা ইন্‌সানে কামিল, আল্লামা সিরিকোটি (র.) আজ থেকে ৪৫ বছর পূর্বে মাওলায়ে হাক্বীক্বীর সান্নিধ্যে গমন করেন। কিন্তু তাঁর শাশ্বত বাণী চিরদিন অম্লান থাকবে।

এ কথা চিরন্তন সত্য যে, ইসলাম শুধু বিশ্বাস সর্বস্ব ধর্ম নয়, ইসলামের মূলমন্ত্র কালিমায়ে তায়্যিব 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)'এ পবিত্র বাণীকে মৌখিক স্বীকৃতি দানের পর অন্তরে বিশ্বাস ও কাজে বাস্তবায়নের মধ্যে ঈমানের চূড়ান্ত সফলতা ও সার্থকতা। রাহমাতুল্লিল আলামীন প্রদর্শিত সাহাবায়ে কেরাম অনুসৃত পথের যথার্থ অনুসরণের মধ্যে মানবজাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ নিহিত। কালিমা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ঈমান আনয়নের পর মু'মিন হিসেবে কুরআন, সুন্নাহ্‌র বিধাননুসারে অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করার মধ্যে মু'মিন দাবীর সার্থকতা নিহিত। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, সৎকাজের আদেশ দান, অসৎ কাজের নিষেধকরণ, মানবসেবা, পিতা-মাতার আনুগত্য, উস্তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মুর্শিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, ইসলাম বিস্তারে ভূমিকা, তথা সুন্নী আন্দোলনে প্রচেষ্টা, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, অত্যাচার, পাপাচার, ব্যভিচার, যৌনাচার, মিথ্যাচার, অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেলেল্লাপনা, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা-শত্রুতা পরিহার করা ইত্যাদি মুমিন মুসলিমের অর্পিত দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত। নামায ত্যাগকারী, রোযা বর্জনকারী, হজ্ব অস্বীকারকারী, যাকাত অনাদায়ী ব্যক্তির মুমিন দাবীর যুক্তিকতা অর্থহীন, মূল্যহীন। কর্মের মাধ্যমে ধর্মের সার্থকা ও সফলতা। ইসলাম মুসলমানদের কর্মের মাধ্যমে চরিত্রবান, আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, ন্যায়পরায়ন হতে উদ্বুদ্ধ করে। কর্ম বর্জন নয়, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে যারা দীনের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত, তারা অলীয়ে কামিল, আধ্যাত্মিক সাধক। কর্মবিমুখ, উদাসীন, আরামপ্রিয় বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্তরা পীর হওয়া বা দাবী করা ভন্ডামী।

আমরা যদি হুযূর সিরিকোটির জীবনাদর্শ অনুশীলন করি, এ সত্যের বাস্তবতা খুঁজে পাই। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনটা ছিল কর্মময়। দ্বীন ও মাযহাবের প্রচার-প্রসারে তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ড মুসলিম মিল্লাতে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

---

২৮. মাওলানা মুহাম্মদ আযিযুল হক, *দিওয়ানে আযীয*, চট্টগ্রাম: হাটহাজারী, তা.বি., পৃ. ৫০

২৯. এম.সেলিম খান চাট্‌গামী, *পথের দিশা দেখালেন যাঁরা*, চট্টগ্রাম: তৈয়্যবিয়া সোসাইটি বাংলাদেশ, ৪ জুন, ২০০১ খ্রি., পৃ. ১৯-২০

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা- ان الدّين عند الله الاسلام 'ইসলাম আল্লাহ্ মনোনীত দ্বীন'।[৩০] দ্বীন সম্পর্কে আমাদের অনেকের ধারণা স্পষ্ট নয়। কুরআনে 'দ্বীন' শব্দ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বুঝানো হয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক, জাগতিক, আধ্যাত্মিক সবগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বীনকে খণ্ডিত বা আংশিকভাবে গ্রহণ বা বর্জনের সুযোগ ইসলামে নেই। আল্লাহ্ পাক আল্ কুরআনে ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনরা, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।' সুতরাং একে সুবিধা অনুসারে গ্রহণ-বর্জন করা কুফরী। অনেক ব্যক্তি জীবনে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, অনুশীলন করে কিন্তু পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিমন্ডলে দীনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তাদের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিকও, রাজনৈতিকভাবে মানবগড়া মতবাদ প্রতিষ্ঠায় তৎপর ও আন্দোলনে নিবেদিত, তারা 'ধর্মের নামে রাজনীতি শোষণের হাতিয়ার' শ্লোগানে বিশ্বাসী। তাঁরা এ অপ্রচারের মাধ্যমে রাজনীতির অঙ্গন থেকে বিশ্বনবীর (দ.) ইসলামি হুকুমত এর সরাসরি বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আরেক শ্রেণীর মুসলমান নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। শুধু পীরের সন্নিধ্য অর্জন করাকে মুক্তির সোপান মনে করে এবং নিজেদের ত্বরীকৃতপন্থী দ্বীনদার ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। আসলে তারাও বিভ্রান্ত ও দিশেহারা। তাদের নিকটও দীনের পরিচয় স্পষ্ট নয়। আরেক প্রকার মুসলমান ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে চরমভাবে উদাসীন। তবে উরস, ফাতিহা, কবর যিয়ারত, ইসালে সাওয়াব, মাযার নির্মাণ ইত্যকার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন মনে করে দীনের মৌলিক অনুশাসন ও বিধি-বিধানকে এড়িয়ে চলে তাদের নিকটও দীনের মৌল নীতিমালা ও মূলতন্ত্র স্পষ্ট নয়। শুধু এ টুকুতে দীনের কর্ম সীমিত ও সংকোচন করে মুসলমান ও দ্বীনদার দাবী করা অর্থহীন। তাই হুযূর ক্বিবলাহ্র উপরোক্ত বাণীর তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। দীনের নামে কুফর, শির্ক, বিদ'আত, কুসংস্কার ইত্যাদির কুফল থেকে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদাহ্ সংরক্ষণে হুযূর ক্বিবলাহ্র বাণী 'দ্বীন কো বাঁচাও' অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।[৩১]

'আলিম অর্থ জ্ঞানী। ইসলামি শরী'আতে পারদর্শী জ্ঞানীরাই আলিমেদ্বীন বিবেচিত। 'আলিম দু'প্রকার (১) উলামায়ে হাক্ব, (২) উলামায়ে সু। হক্ব পন্থী 'আলিম ও বাতিলপন্থী 'আলিম। কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, ক্বিয়াসের সমষ্টি আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতিমালা তথা আক্বায়িদে যারা বিশ্বাসী, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যারা নিবেদিত, আমল-আখলাক, নৈতিকতা-মানবতাসহ সর্বগুণে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনাদর্শের অনুসারী, তাঁরই 'আলিমে হক্ব বা সত্যপন্থী 'আলিম। যারা ইসলামের মূলধারা সুন্নীয়াত আদর্শে অবিশ্বাসী, যারা ইসলামের বিকৃতরূপ বাতিল মতাদর্শে বিশ্বাসী, তারা 'উলামায়ে সু' বা বাতিলপন্থী 'আলিম। সত্যপন্থী 'আলিমরাই কেবল দীনের চালিকাশক্তি। তাঁরাই নায়িবে রাসূল বা রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর উত্তারাধিকারী।[৩২] বিভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীকে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সঠিক পথের সন্ধান দ্বারা ইসলামের অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারীর স্বরূপ উন্মোচনে সত্যিকার আলেমেদ্বীন প্রয়োজন। এ কারণে হুযূর ক্বিবলাহ্ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করে ঘোষণা দিলেন, 'সাচ্ছা 'আলিম তৈয়্যার করো'। অর্থাৎ,

৩০. আল-কুর'আন, ৩: ৯

৩১. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২

৩২. *প্রাগুক্ত*

সত্যিকার 'আলিমেদ্বীন তৈয়ার কর।[৩৩] কর্মময় জীবনে এ ঘোষণার যথার্থ বাস্তবায়নকল্পে তিনি অসংখ্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠান সুন্নীয়াত আদর্শ প্রচারে ও বাতিলের স্বরূপ উন্মোচনে ও নির্ণয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

'সাচ্চা 'আলিম' বলতে 'আল্লাহ্ ওয়ালা ও 'আশিক্বে রাসূল 'আলিম' তৈরীর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্ভীতির সাথে নবীপ্রেমের সম্পৃক্ততা না থাকলে বিপথগামী হওয়ার আশংকা থাকে। কারণ, নবী প্রেমে রয়েছে আল্লাহ্ প্রাপ্তি।

ইন্তিকাল

তিনি দ্বীন ও মিল্লাতের ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দিয়ে প্রায় ১০৯ বছর বয়সে ১৩৮০ হি. ১১ যিলক্বদ, মুতাবিক ২৫ মে ১৯৬১ খ্রি. বৃহস্পতিবার তিনি মাওলায়ে হাক্বীক্বী রাফিক্বে আ'লার সান্নিধ্যে গমন করেন।[৩৪] জীবদ্দশায় তিনি সাহিবযাদা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-কে শরী'আত ও ত্বরীক্বাতের সার্বিক দায়িত্ব অর্পন করে দরবারে সিরিকোটির খলীফায়ে আযম করে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি হযরত সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) এর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন।[৩৫]

---

৩৩. আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী, *কুতুব-উল-আউলিয়া সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)*, চট্টগ্রাম: বাগে তৈয়াবাহ্, প্রকাশনায়, আল্লামা তৈয়্যবিয়া সোসাইটি- বাংলাদেশ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৩-৬

৩৪. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

৩৫. *প্রাগুক্ত*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.)-এর জীবন চরিত

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানব জাতির মুক্তির দিশারী করে প্রেরণ করে বিশ্ববাসীকে ধন্য করেছেন। ইসলামকে মানব জাতির কালজয়ী আদর্শ দ্বীন মনোনীত করেছেন। ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য আল কুর'আন অবতীর্ণ করে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাহ্র সফলতা নিশ্চিত করেছেন। যুগে যুগে তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলরা দ্বীনের বাণী প্রচার করেন। সর্বশেষ তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার শাশ্বত বিধান ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীন পরিপূর্ণভাবে ক্বায়িম করে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সময়ের জন্য মানুষের দিক নির্দেশনা দিয়ে যান।

পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ীন, তাবি তাবিয়ীন, বুযর্গানে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কামিলীনের নিরলস ত্যাগ ও সাধনায় ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে। তাঁদের কর্মতৎপরতা ও সাধনায় ইসলামের আদর্শ আজ পৃথিবীর দিগ দিগন্তে প্রসারিত। মুসলিম মিল্লাতে তাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়, তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। এ রূপ মর্যাদাবানদের মধ্যে অলীয়ে কামিল রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) অন্যতম।

জন্ম

হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রা.) হি. ১৩৩৬ মুতাবিক ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জিলার সিরিকোট শেতালু শরীফের প্রখ্যাত অলীয়ে কামিল হযরত সৈয়্যদ আহমাদ শাহ সিরিকোটি (র.)-এর ঔরশে বিখ্যাত সৈয়্যদ বংশের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৬] বংশপরম্পরায় তিনি রাসূল পাক (সা.)-এর চল্লিশতম অধঃস্তন পুরুষ।[৩৭] তিনি সৈয়্যদ আহমাদ শাহ সিরিকোটি (র.)-এর একমাত্র সাহিবযাদাহ্।[৩৮]

বংশীয় শাজরাহ্

রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.)-এর বংশীয় শাজরাহ্ হল:[৩৯]

১. হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.), ২. হযরত ফাতিমাতুয্যাহরাহ্ (রা.) জাওজায়ে হযরত আলী (রা.), ৩. হযরত ইমাম হুসাইন (রা.), ৪. হযরত ইমাম যায়নুল আবিদীন (রা.), ৫. হযরত ইমাম বাকির (র.), ৬. হযরত ইমাম মুহাম্মদ জাফর সাদিক্ব (র.), ৭. হযরত সৈয়্যদ ইসমাঈল (র.), ৮. হযরত সৈয়্যদ জালাল (র.), ৯. হযরত সৈয়্যদ শাহ্ ক্বায়িম কায়িন (র.), ১০. হযরত সৈয়্যদ জা'ফর ক্বা'ব (র.), ১১. হযরত সৈয়্যদ উমার (র.), ১২. হযরত সৈয়্যদ গাফ্ফার (র.), ১৩. হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ গীসুদারাজ (র.) (৪২১ হি.), ১৪. হযরত সৈয়্যদ মাস্ঊদ মাশওয়ানী (র.), ১৫. হযরত

---

৩৬. সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, *মুর্শিদে বরহক্ব আল্লামা হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর জীবনী গ্রন্থ*, ২য় সং., ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১০

৩৭. মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, *ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্বাদিরিয়াহ্ ত্বারীকাহ্র প্রসারে খান্দানে সিরিকোটি রাহ্মাতুল্লাহি 'আলাইহি এর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৩৮. মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, *আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর জীবন, কর্ম ও অবদান*, প্রগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫৫

৩৯. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭

সৈয়্যদ তাগাম্‌মুজ শাহ (র.), ১৬. হযরত সৈয়্যদ সুদূর (র.), ১৭. হযরত সৈয়্যদ মূসা (রা.), ১৮. হযরত সৈয়্যদ আবদুর রাহীম (র.), ১৯. হযরত সৈয়্যদ মাহমূদ (র.), ২০. হযরত সৈয়্যদ আবদুর রাহীম (র.), ২১. হযরত সৈয়্যদ আবদুর গাফূর (র.), ২২. হযরত সৈয়্যদ আবদুল জালাল (র.), ২৩. হযরত সৈয়্যদ আবদুর রাউফ (র.), ২৪. হযরত সৈয়্যদ আবদুল কারীম (র.), ২৫. হযরত সৈয়্যদ আবদুল্লাহ্ (র.), ২৬. হযরত সৈয়্যদ গাফূর শাহ্ আল মারূফ কাপূর শাহ্ (র.) সৈয়দাবাদ সিরিকোট, ২৭. হযরত সৈয়্যদ নাফ্‌ফাস শাহ্ তাফাহ্‌হুস শাহ্ (র.), ২৮. হযরত সৈয়্যদ আবী শাহ্ মুরাদ (র.), ২৯. হযরত সৈয়্যদ ইউসুফ শাহ্ (র.), ৩০. হযরত সৈয়্যদ হুসাইন শাহ্ হুসাইন খিল (র.), ৩১. হযরত সৈয়্যদ হাশিম (র.), ৩২. হযরত সৈয়্যদ আবদুল কারীম (র.), ৩৩. হযরত সৈয়্যদ ঈসা (র.), ৩৪. হযরত সৈয়্যদ ইলিয়াস (র.), ৩৫. হযরত সৈয়্যদ খোশহাল (র.), ৩৬. হযরত সৈয়্যদ শাহ্ খান (র.), ৩৭. হযরত সৈয়্যদ কাযিম (র.), ৩৮. হযরত সৈয়্যদ খানী যামান শাহ্, (র.), ৩৯. হযরত সৈয়্যদ সাদ্‌র শাহ্ (র.), ৪০. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.), ৪১. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.), ৪২.

ক. হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহির শাহ্ (মা. যি. আ.) তৎপুত্র-

↓

সৈয়্যদ মুহাম্মদ কাসিম শাহ্ (মা. যি. আ.)
সৈয়্যদ মুহাম্মদ হামিদ শাহ্ (মা. যি. আ.)
সৈয়দ মুহাম্মদ আহ্‌মাদ শাহ্ (মা. যি. আ.)

খ. হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা. যি. আ.) তৎপুত্র-

↓

সৈয়্যদ মুহাম্মদ মাহ্‌মূদ শাহ্ (মা. যি. আ.)
সৈয়্যদ মুহাম্মদ আকিব শাহ্ (মা. যি. আ.)

শিক্ষা

তিনি ওয়ালিদে মুহ্‌তারাম আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহ্‌মাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর সান্নিধ্যে থেকে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ১১ বছর বয়সে কুরআন শরীফ হিফ্‌যসহ ইল্‌মে ক্বিরাতের তালীম হাসিল করেন। এরপর ১৬ বছর আব্বাজানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাফসীর, হাদীস, ফিক্বহ্, উসূল, নাহু, সারফ, মানতিক, আক্বাইদ, দর্শন, হিকমাত, ফালসাফা, তাসাউফ, মা'রিফাত, ত্বারীক্বাত আরবি, উর্দূ, সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেন।[৪০]

তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন

আল-কুরআনের তত্ত্ব বিশ্লেষণ, তাৎপর্য অনুধাবন, মর্ম উদ্‌ঘাটন ও অপ্রকাশিত গুপ্ত রহস্য উন্মোচন প্রয়াসে তিনি তাফসীর ও হাদীস অধ্যায়নে মনোনিবেশ করেন এবং তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমেদ্বীন প্রখ্যাত তাফসীরকার ও হাদীসবেত্তা আল্লামা সরদার আহমাদ শাহ্ লায়ালপুরী (র.) সান্নিধ্যে থেকে

৪০. *প্রাগুক্ত*

তাফসীর ও হাদীসে গভীর প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্য অর্জন করেন। ২৮ বছর বয়সে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[৪১]

অনুসৃত পথ

তিনি ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রকৃত অনুসারী ছিলেন। তিনি আক্বীদাহ্‌গত সুন্নীমতাদর্শী, মাযহাবগত হানাফী এবং ত্বারীক্বাহ্‌গত ক্বাদিরী।[৪২]

বায়'আত

তিনি ইল্‌মে শরী'আতে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ইল্‌মে ত্বারীক্বাত ও মা'আরিফাত হাসিল করে যাহিরী ও বাতিনী জ্ঞান লাভে পূর্ণতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হন।

ইল্‌মে বাতিন, হামচুঁ মাসক আস্ত, ইল্‌মে যাহির হামচুঁ শীর, মাস্‌ক কায়ে বেশীর গর্‌দদ, কায় বুয়দ বেপীর পীর! অর্থাৎ, বাতিনী ইল্‌ম মাখন সাদৃশ্য, যাহিরী ইল্‌ম দুগ্ধতুল্য। দুধ ছাড়া মাখন কীভাবে হবে? পীর-মুর্শিদের দীক্ষা ছাড়া কীভাবে পীর হতে পারে? আধ্যাত্মিক পূর্ণতা সাধনে কামিল পীরের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। তাই হুযূর ক্বিবলাহ্ (র.) কামিল পীরের সন্ধানে ব্রতী হন। এক পর্যায়ে এ বিচক্ষণ দূরদর্শী সত্যান্বেষীর কাছে তাঁর ওয়ালিদে মুহ্‌তারামের গুণাবলী প্রতিভাত হয় এবং বেলায়তে উযমার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ, কুত্‌বুল আউলিয়া হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর বেলায়ত তাঁর কাছে যাহির হয়। শেষ পর্যন্ত ওয়ালিদে মুহ্‌তারামের নিকট বায়'আত লাভ করে ইনসানে কামিলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

খিলাফত

তিনি ইল্‌মে শরী'আত অর্জনের পাশাপাশি ত্বারীক্বাতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইবাদত-বন্দেগী, যিকর-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা, রিয়াযত-এর মাধ্যমে সুলূক ও ত্বারীক্বাতের সুধা পানে পরিতৃপ্ত হন।

বুযর্গ পিতার সাথে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৪২ বছর বয়সে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) তাশরীফ আনেন। চট্টগ্রাম অবস্থানকালে সিরিকোট দরবার শরীফের সাজ্জাদানাশীন নিযুক্ত হন এবং কুত্‌বুল আউলিয়া হযরত সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) তাঁকে 'খলীফায়ে আযম' উপাধিতে ভূষিত করে সিলসিলায়ে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার শায়খ মর্যাদা প্রদান করেন।[৪৩] শরী'আত-ত্বারীক্বাতের বহুমুখী দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন এবং ত্বারীক্বাতের বিভিন্ন স্তর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করে বেলায়তে উয্‌মা ও গাউসে যামানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

তিনি সমগ্র মুসলিম মিল্লাতে সুন্নী মতাদর্শ প্রচার প্রসারে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র সফর করে সঠিক পথের সন্ধান দেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ বছর বয়সে চট্টগ্রাম শুভাগমন করেন এবং আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে খত্‌মে তারাবী নামাযের ইমামতি করেন। তাঁর কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনে মুসল্লীরা মুগ্ধ হন। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ৪২ বছর বয়সে তাঁর পিতার সাথে চট্টগ্রাম আগমন কালে ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক এর বাসায় অবস্থান করেন। ৪৫ বছর বয়সে তাঁর বুযর্গ পিতা ইন্তিকাল করেন। ১৯৬১ খ্রি. হতে ১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত প্রতি বছর বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) তাশরীফ এনে জামেয়া আহ্‌মাদিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষকতা ও

---

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৪২. *প্রাগুক্ত*

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

ত্বারীক্বাত প্রসারে অবদান রাখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৬ খ্রি. থেকে ১৯৮৬ খ্রি. পর্যন্ত প্রতি বছর এ দেশে শুভাগমন করেন। ১৯৮৬ খ্রি. ছিল বাংলাদেশে তাঁর শেষ সফর। ১৯৮৬ খ্রি. হতে ওয়াফাত পূর্ব ১৯৯৩ খ্রি.পর্যন্ত চিঠিপত্র ও টেলিফোনে দেশ বিদেশের অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্ত ও আনজুমান ট্রাস্ট পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে শরী'আত-ত্বারীক্বাতের খিদমত আঞ্জাম দেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' দ্রুত দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা পায়।[৪৪]

১৯৬১ খ্রি. হতে ১৯৩৩ খ্রি. (১৩৮০ হি. হতে ১৪১৩ হি.) পর্যন্ত তেত্রিশ বছর তিনি মাযহাব-মিল্লাত ও শরী'আত-ত্বারীক্বাত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন।[৪৫] এ দেশের মুসলিম জনতাকে সুন্নীয়াতের পাতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগান। উলামা, মুফ্‌তী, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ইসলামি শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লেখক, গবেষক, সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী অর্থাৎ সর্বস্তরের মুসলিম জনতা তাঁর সান্নিধ্যে এসে সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান পান। অমুসলিম বহু নর-নারী; তাঁর সান্নিধ্যে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন।

প্রাতিষ্ঠানিক অবদান

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এবং উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। মানব জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। নবীর উপর প্রথম অবতীর্ণ আয়াত ইক্‌রা (পড়ুন)। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, "দোলনা হতে ক্ববর পর্যন্ত বিদ্যা অর্জন কর"। শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন সংজ্ঞা দেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে শিক্ষার গুরুত্ব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত হয়েছে।

Educere ল্যাটিন শব্দ থেকে ইংরেজী Education এর বাংলা শব্দ শিক্ষা। শিক্ষার সংজ্ঞায় কবি মিলটন বলেন, Education is the Harmonious Development of body mind and soul. অর্থাৎ, 'শিক্ষা হল শরীর, মন ও আত্মার সুষম উন্নয়ন'। আলফ্রেড হোয়াইট হেড বলেন, Education is the a quistion of the art of the utililization of knowledge. অর্থাৎ, 'শিক্ষা হল শব্দ জ্ঞান প্রয়োগের কৌশল আয়ত্তকরণ'। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল সংগ্রাম ও কষ্টের মাধ্যমে সচেতনতার ব্যাপকতর ক্ষমতা সৃষ্টি করে মানবীয় এবং শান্তির গভীরতা বৃদ্ধি করা, মানুষের চিন্তা-চেতনা, সুকুমার বৃত্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ সাধন ও তা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব বিকাশ ও মানবিকতার উচ্চাসনে পৌঁছে দেয়া। মানুষের আত্মসচেতনতাবোধ ও মৌলিকত্বে অনুভুতি জাগ্রত করা। শিক্ষার সারকথা হল আত্মার উন্নয়ন, চিত্তের সংশোধন, নৈতিক ও মানবিক গুণের অর্জন। একথা চিরন্তন সত্য, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা মানব জাতির মূল সমস্যা। নৈতিকতার অবক্ষয় এবং পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার যাঁতাকলে মুসলিম জাতির ঈমান-আক্বীদাহ্ যখন হুমকীর সন্মুখীন, ইসলামি তাহযীব, তামুদ্দুন, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি যখন ইসলামবিদ্বেষী

---

৪৪. মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি*, চট্টগ্রাম: গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ১৪৩৪ হি./ ২০১২ খ্রি., পৃ. ১২-১৩

৪৫. *প্রাগুক্ত*

আল্লাহ্‌দ্রোহী ও নবীবিদ্বেষীদের চক্রান্তের শিকার, এমন এক নাজুক সন্ধিক্ষণে জাতিকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্তকরণে সুন্নী মতাদর্শভিত্তিক ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার যথার্থ বাস্তবায়নে ইসলামের মূলস্রোত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আদর্শালোকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রয়াসে আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) যুগান্তকারীর বিপ্লব সাধন করেন। যা ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত, রাহমাতুল্লিল আলামীন প্রদর্শিত, সাহাবায়ে কেরাম অনুসৃত, দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারে তিনি পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, বার্মা, আরবসহ বিশ্বের সর্বত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অসংখ্য দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে এ গুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে অসাধারণ অবদান রাখেন। ইতিহাসে তিনি ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে যুগান্তকারী সংস্কারক লিপিবদ্ধ হন। সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে তিনি এদেশে অসংখ্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠান, মাদ্‌রাসা, মক্তব, খানক্বাহ্, ইয়াতীমখানা, হিফযখানা, সামাজিক সংগঠন ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে প্রশংসা অর্জন করে। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বার্মায় সর্বপ্রথম 'আন্‌জুমান শুরায়ে রহমানিয়া'[৪৬] নামে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত দ্বীনী সংস্থার আদলে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 'আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে হুযূর ক্বিবলাহ্ (র.)-এর উপর এ সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব অর্পিত হয়।[৪৭] হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান হরিপুরস্থ ইসলামিয়া রহমানিয়া মাদ্‌রাসা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনায় উপমহাদেশের অনন্য দ্বীনী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।[৪৮] ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) প্রতিষ্ঠিত সুন্নীয়াতের সূতিকাগার ইসলামি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' প্রাথমিক পর্যায়ে দরসে নিযামিয়া ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। হুযূর ক্বিবলাহ্ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আসার পর ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক ফাযিল স্তর অনুমোদন লাভ করে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক কামিল হাদীস,[৪৯] ১৯৮৫ খ্রি. কামিল ফিক্বহ্, ১৯৯৫ খ্রি. কামিল তাফসীর এর সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে উপমহাদেশের অনন্য বহুমুখী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি লাভ করে।[৫০] ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকা মুহাম্মদপুর ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫১] এ মহান জ্ঞান সাধকের অনুপ্রেরণায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্ধ-শতাধিক দ্বীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

---

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯

৪৭. অফিস রেকর্ড, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম

৪৮. মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, *শরী'আত ও ত্বারীক্বতে হুযূর কিবলাহ্‌র অবদন*, রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীকাত হযরত হাফিয ক্বারী ছৈয়্যেদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর স্মরণে দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র, চট্টগ্রাম: ১০ জুন ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ১০

৫০. মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, *স্মৃতির দর্পণে মুর্শিদ ক্বিবলাহ*, চট্টগ্রাম: দৈনিক নয়া বাংলা, ২২ জুলাই ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৫

৫১. অফিস রেকর্ড, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

সাংগঠনিক অবদান

আদর্শ চরিত্রবান লোকের অন্তরে মননে মেধায় এ কথার বিশ্বাস স্থাপন অনিবার্য যে, কোন আদর্শ কর্মসূচি, নীতিমালা, রূপরেখা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক কাঠমো প্রয়োজন। তাই সুন্নীয়াতভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, শরী'আত-ত্বারীক্বাত তথা ইসলাম প্রচার প্রসারে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অতীব জরুরী। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বহুস্থানে ঐক্যের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে মজবুতভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।'[৫২] মানবতার মুক্তির দিশারী নবী মুস্তাফার বাণীতেও এর উল্লেখ রয়েছে দৃঢ়ভাবে। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامارة ولاامارة الا بطاعة

'জামা'আত ছাড়া ইসলামের কোন অস্তিত্ব নেই। আর নেতৃত্ব ছাড়া জামা'আত কল্পনা করা যায় না এবং আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব অর্থহীন'। কুরআন-সুন্নাহ্র এ নির্দেশনার যথার্থ বাস্তবায়নে বিচ্ছিন্ন সুন্নী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে হুযূর ক্বিবলাহ্ (র.) জীবদ্দশায় অসংখ্য সংস্থা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীনী সংস্থা 'আঞ্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট' এর অধিনে ত্বারীক্বাত ভাইদের সংগঠিত করার প্রত্যয়ে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৩] পাকিস্তানে 'মজলিসে গাউসিয়া সিরিকোটিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন দুটি উভয় দেশে সুন্নীয়াতের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। তিনি পারিবারিকভাবে আউলাদ ও খান্দানকে শরী'আত ত্বারীক্বাত এর পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ইসলামি আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্য সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার দায়িত্ব প্রদান করেন। তাঁর বড় সাহিবযাদাহ্ রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা. যি. আ.)-কে ত্বারীক্বাতের খিলাফত দিয়ে জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে সিলসিলায়ে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়া প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। ছোট সাহিবযাদাহ্ রাহবারে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)-কে আদর্শ সংগঠক ও সুদক্ষ রাজনীতিবিদ প্রস্তুত করে মুসলিম আদর্শ রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার দায়িত্ব দেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় তিনি পাকিস্তান মুসলিমলীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অর্জন করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-এর মুখ্যমন্ত্রীসহ দলের নীতিনির্ধারকের দায়িত্ব পালন করেন।[৫৪] বর্তমানে তিনি পাকিস্তান রাজনৈতিক পরিমন্ডলে অন্যতম পরিচ্ছন্ন শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ। পাকিস্তান মুসলিম লীগের অন্যতম নীতি নির্ধারক। তিনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে বহুল পরিচিত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের রাজনৈতিক উপদেষ্টা।[৫৫] তাঁর একটি সাক্ষাৎকার লাহোর হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক যিন্দেগী নভেম্বর '৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক মুজিবুর রহমান শামী সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ।[৫৬]

---

৫২. আল-কুর'আন- ৩: ১০৩

৫৩. মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৫৪. ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম, *আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.): ইসলামি শিক্ষা ও আরবি সাহিত্যে তাঁর অবদান*, কুষ্টিয়াঃ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ ২০১২ খ্রি. পৃ. ৬৫

৫৫. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

প্রশ্ন: (শামী) আপনি কি আপনার আব্বার নির্দেশে রাজনীতিতে এসেছেন?
উত্তর: (হুযূর আল্লামা সাবির শাহ্) রাজনীতি অঙ্গনে যুক্ত হওয়া আমার অভিপ্রায় ছিল না। এবোটাবাদ কলেজ হতে গ্রেজুয়েশন, ইসলামাবাদ হতে আরবি সাহিত্যে ডিপ্লোমা ও সেখানকার আন্তর্জাতিক ইসলামি ইউনিভার্সিটি হতে ইসলামি শরী'আ বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করি। মিসর আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনুমতির জন্য ইসলামাবাদ হতে সিরিকোট আসি। তখন ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সরকারের অধীনে নির্দলীয় নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হয়। বাড়ী এসে দেখতে পেলাম, প্রচুর লোকের সমাগম। প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে আলাপ চলছে। আব্বাজানও মিটিংএ উপস্থিত আছেন। উপস্থিত জনতা আমাকে দেখামাত্র সমস্বরে বলে উঠল, সাবির শাহ্'ই আমাদের প্রার্থী হবেন আমি উচ্চ শিক্ষার জন্য মিসর যাত্রার অভিপ্রায় জানালে কেউ আমার কথা শুনল না। আব্বাজান বললেন, প্রস্তুতি গ্রহণ কর। মনোবল বৃদ্ধি কর, আল্লাহ্ সহায় হবেন। আব্বাজানের নির্দেশ পালনার্থে নির্বাচনে অংশ নিলাম এবং বিপুল ভোটে সাংসদ নির্বাচিত হলাম।'
দেশ, জাতি, সমাজ, মাযহাব ও মিল্লাতের খিদমত করা যদি রাজনীতির উদ্দেশ্য হয়, তা অবশ্যই ইবাদত এবং এটাই রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) ছোট সাহিবযাদাহ্ আল্লামা সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)-কে রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত করেন। হুযূল ক্বিবলাহ্ (র.)-এর উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক হয়েছে। হযরত সাবির শাহ (মা.যি.আ.) নিজকে অকৃত্রিম সমাজসেবী, একনিষ্ঠ দেশপ্রেমী ও আদর্শ রাজনীতিবিদ তৈরীতে সক্ষম হন।[৫৭]

প্রকাশনা

স্মৃতির অন্তরালে অনেক কিছু থেকে যায়। তবে অজানা ইতিহাস, ঘটনাপ্রবাহ লেখনীর মাধ্যমে স্থায়ী করা হয়। কোন আদর্শ পাঠকের মানসপটে এসব কিছু স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠায় প্রকাশনা উৎকৃষ্ট মাধ্যম। তাঁর নির্দেশে মা'আরিফে লুদুনিয়ার প্রস্রবন, উলূমে ইলাহীর ধারক হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.) প্রণীত ত্রিশপারাহ্ দুরূদ শরীফ-এর অদ্বিতীয় গ্রন্থ 'মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াতির রাসূল (সা.)' তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। 'আওরাদে ক্বাদিরিয়া রাহ্মানিয়া' ওযীফাহ্ তাঁর নির্দেশে প্রকাশিত হয়। ইসলামি সাহিত্য জগতে অনন্য অবদান আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ্ভিত্তিক মাসিক মুখপত্র 'তরজুমান' তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পত্রিকা সত্য প্রচার ও ভ্রান্তি আক্বীদাহ্র অপনোদনে অগ্রণী ভূমিকা রেখে আসছে। তরজুমান সম্পর্কে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (র.) বলেন, তরজুমান বাতিল ফির্কার জন্য মৃত্যু সমতুল্য, তরজুমান আহ্লে সন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর প্রাণ, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রেমিকদের জন্য তরজুমান ক্রয় করা ও পাঠ করা অপরিহার্য।[৫৮]
আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে আমলে শরী'আত, নযরে শরী'আত পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ খ্রি. হতে তাঁর তত্ত্বাবধানে মজলিসে গাউসিয়া পাকিস্তান হতে উর্দূ ভাষায় 'আনোয়ারে মুস্তাফা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নির্দেশে মাজমুয়ায়ে সালাওয়াত-ই-রাসূল (সা.)-এর ত্রিশ পারাহ্ দুরূদ শরীফ গ্রন্থের পূর্ণ উর্দূ অনুবাদ সম্পন্ন করা হয়।

---

৫৭. মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, *আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর জীবন কর্ম ও অবদান*, প্রগুক্ত, পৃ. ৫০
৫৮. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭

রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত মুর্শিদে আরহাক্ব হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর তত্ত্বাবধানে উর্দূ অনুবাদসহ পাকিস্তান হতে চতুর্থ সংস্করণ ছাপানো হয়।[৫৯]

ইসলামি সংস্কৃতিতে ভূমিকা

আরবি তাহ্যীব শব্দের বাংলা অর্থ সংস্কৃতি এবং তামাদ্দুন অর্থ সভ্যতা। ইসলামি পরিভাষায় শব্দ দু'টি বহুল আলোচিত। সংস্কৃতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ উৎকর্ষ, অনুশীলন বা সংশোধন। ইংরেজীতে Culture। Cultivation থেকে Culture এর উৎপত্তি। বাংলায় সংস্কৃতি কৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং Cultivation অর্থ কর্ষণ Culture অর্থ কৃষ্টি। অতএব কর্ষণ থেকে কৃষ্টি। জমিকে চাষোপযোগী করার জন্য কর্ষণ করে আগাছামুক্ত করা হয় জীবনকেও সৌন্দর্যমন্ডিত, মার্জিত, রুচিসম্মত ও মহিমাময় করতে সংস্কৃতির প্রয়োজন। আমেরিকার নৃ বিজ্ঞানী এ.এল ক্রোয়েবার ও ক্লাইভ ক্লাক হন ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃতির ১৬৪ টি সংজ্ঞা উল্লেখ করেন। বৃটিশ নৃ বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড বার্নেট টেইলর তাঁর Primitive Culture গ্রন্থে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা বিবেচিত। তাঁর মতে সংস্কৃত হল একাধিক অংশ নিয়ে গঠিত একটা সমন্বিত রূপ। যাতে রয়েছে জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতিমালা, আইন প্রথা এবং অন্যান্য সামর্থবলী ও অভ্যাসসমূহ। যেগুলো সমাজের সভ্যরা অর্জন করে থাকে। Mr. Maciver বলেন, Culture is what we are. অর্থাৎ, আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে সংস্কৃতি হল, মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন প্রণালী যা এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্ম ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। মি. আরনল্ডের মতে Culture is the sweetes: cultivation of human mind. ইসলামে সংস্কৃতি বলতে আল্লাহ্র নির্দেশিত, প্রিয়নবী প্রদর্শিত কুরআন-সুন্নাহর সমর্থিত তথা ইসলামি শরী'আত অনুমোদিত সংস্কৃতি।[৬০] ইসলামি জীবনাদর্শের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাই ইসলামি সংস্কৃতি। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রই ইসলামি সংস্কৃতির মূল উৎস। কুরআন, সুন্নাহ্ ইজমা, কিয়াসের সমষ্টি। বিধান চতুষ্টয় অনুমোদন করে না এমন কোন বিষয় ইসলামি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। ইসলামি ভাবধারা ও চিন্তাধারা বিবর্জিত সংস্কৃতি মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী মুহাম্মদ মার্মাডিউক নিক্থলে এর মতে ইসলামি সংস্কৃতির লক্ষ্য কেবল মানব জীবনের আনুসঙ্গিক উপকরণগুলোর সৌন্দর্য বর্ধন, পরিমার্জন ও পরিশীলন নয়; সামগ্রকি মানব জীবনকে সুন্দরতম, মহত্তর, মহিমান্ডিত করাই সংস্কৃতির লক্ষ্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামি সংস্কৃতির ধ্বংসে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। একদিকে আল্লাহ্দ্রোহী, নাস্তিক্যবাদীরা সভ্যতা সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের ভোগবাদ ও বস্তুবাদের প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। অন্যদিকে কিছু ভ্রান্ত আক্বীদাহ্ পোষনকারী 'উলামা মুসলিম সমাজ জীবনে ও মননে ইসলামি সংস্কৃতির যে প্রভাব রয়েছে তা মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ্র অবস্থা খুবই নাজুক। সংস্কৃতি জাতির নিয়ামক শক্তি। জাতির চিন্তা-চেতনা, ধ্যাণ-ধারণা, আচার-আচরণ, চাল-চলন সবকিছু তার সংস্কৃতির পরিচায়ক। অথচ মুসলিম মিল্লাত আজ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার, অপসংস্কৃতির কবলে সমাজ জীবন আজ কলুষিত। ডিস এন্টিনা, এন্ড্রয়েড মোবাইল আমদানীর ফলে মুসলিম পরিবারগুলো আজ সিনামা হলে পরিণত নগ্নচিত্র, অশ্লীল সাহিত্য, কুরুচিপূর্ণ নাটক, ছায়াছবি, মদ, জুয়া, নারী-

---

৫৯. *প্রাগুক্ত*

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০২

পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি আজকের মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপাদানে পরিণত হয়েছে। বাঙ্গালী সংস্কৃতি চর্চার নামে চলছে পাশ্চাত্যের অনুকরণ এবং বিজাতীয় সংস্কৃতি ধারন করছে মুসলিম ছাত্র ও যুব সমাজ। সভ্যতার নামে এসব বর্বরতার কুপ্রভাবে সমাজ জীবনে ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয় চলছে এবং মুসলিম সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এঅবস্থায় উপমহাদেশের সর্বত্র মুসলিম সমাজে ইসলামি সংস্কৃতির পরিচায়ক এমন কিছু ধারা চলে আসছে, যেগুলো সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং এতদঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণ ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনায় এসব অনুষ্ঠানাদি পালন করে আসছে। যেমন জশ্নে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.), আজানের আগে ও পরে নবী কারীম (সা.)-এর প্রতি সালাত-সালাম পাঠ, উরস, ফাতিহা, ইসালে সাওয়াব, খত্মে গাউসিয়া, খত্মে গেয়ারাভী, বারাভী, না'তে রাসূল, ক্বিরাত, হাম্দ, ইসলামি গজল ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে ইসলামি সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুসলিম মিল্লাতের অন্তরে আল্লাহ্ভীতি, নবীপ্রেম ও অলীআল্লাহ্দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ইনসানে কামিল হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) ছিলেন এসব আদর্শ-সংস্কৃতির পুনর্জীবন দানকারী। আদর্শ সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশে তিনি আজীবন ভূমিকা রেখে যান।[৬১]

সংস্কার কর্ম

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বেলাদত বার্ষিকীর স্মৃতি বিজড়িত অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ জশ্নে জুলূস প্রবর্তন ইসলামি সংস্কৃতিক অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছে।[৬২] এ দ্বীনী সংস্কার কর্মের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা এ শতাব্দীর মহান সংস্কারক অলীয়ে কামিল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) সর্বপ্রথম ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আঞ্জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কর্মকর্তাদের প্রতি পত্র মারফত প্রিয়নবী (সা.) এর শুভাগমন দিবসে জশ্নে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপনের নির্দেশ দেন।[৬৩] তাঁর নির্দেশে চট্টগ্রাম কোরবানীগঞ্জ বলুয়ার দিঘীর পাড়স্থ খানক্বাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যাদিয়া তৈয়্যবিয়া হতে আন্জুমান ট্রাস্ট-এর তৎকালীন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আল-ক্বাদেরী (র.)-এর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক 'জশ্নে জুলূস' চট্টগ্রাম শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া 'আলিয়ার ময়দানে এসে সমাপ্ত হয়। জুলূস শেষের জাল্সাহ্য় দেশবরণ্যে উলামায়ে কিরামের তাকরীরে জশ্নে জুলূস এর তাৎপর্য বর্ণনা ও সালাত সালামের পর মুনাজাত শেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।[৬৪] পরবর্তী ১৯৭৬ হতে ১৯৮৬ খ্রি. পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বে আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনায় ১২ রবিউল আউয়াল চট্টগ্রামে, ৯ রবিউল আউয়াল রাজধানী ঢাকায় প্রতি বছর ঐতিহাসিক জশ্নে জুলূস পালিত হয় এবং এর পর থেকে তাঁর সাহিবযাদাহ্ গাউসে যামান মাখদুমে মিল্লাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা. যি. আ.)-এর নেতৃত্বে জশ্নে জুলূসের মাধ্যমে ঈদে

---

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪

৬২. *প্রাগুক্ত*

৬৩. সাক্ষাৎকার, মুফতী মাওলানা ওবাইদুল হক নঈমী, শায়খুল হাদীস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম। (১৯.০১.২০১৬ খ্রি.)

৬৪. স্বাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুহসিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম (তারিখ: ২০.০১.২০১৬ খ্রি.)

মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।[৬৫] বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে 'জশ্‌নে জুলূস' শানদারভাবে পালিত হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বেলাদতের স্মৃতি বিজড়িত মাস রবিউল আউয়ালের নবচন্দ্র পশ্চিমাকাশে উদিত হওয়ার সাথে সাথে নবী প্রেমিক মুসলমানরা আনন্দে মতোয়ারা হয়ে উঠে। প্রিয় নবীর প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসার সওগাত ও ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনে উম্মতরা বিভোর হয়ে পড়ে। সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়, ঐতিহাসিক জাতীয় আনন্দোৎসব জশ্‌নে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি। নবী-রাসূলের মান-মর্যাদাহানীকর মন্তব্যকারী বাতিলপন্থীরা নবী প্রেমিক সুন্নী মুসলমানদের আয়োজন, ব্যবস্থাপনা ও বিশাল কাফেলা দেখে জুলূস করা বিদ'আত নাজায়িয ইত্যাদি বলা শুরু করে। তাই জশ্‌নে জুলূস সম্পর্কিত সৃষ্ট নানাবিধ বিভ্রান্তির অবসানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা জরুরী মনে করছি।

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর মুসলিম মিল্লাতের জীবন বিধান আল কুরআন অবতরণ, রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে জগৎবাসীর জন্য মহান নিয়ামত ও অনুগ্রহ। এ নিয়ামত ও অনুগ্রহের যথার্থ শুকর আদায় করা ঈমানের দাবী। কুরআনের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, কুরআনের আদর্শ যথার্থরূপে অনুসরণ ও এর সঠিক বাস্তবায়ন কৃতজ্ঞতার বহিপ্রকাশ। নিয়ামতে কুরআনের শুকর আদায় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের বিধান বর্ণনাকারী নবীজীর শুভাগমনে খুশী উদ্‌যাপন ও শরী'আতসম্মত আনন্দ প্রকাশ করা হবে না, যে মহান রাসূলের ওয়াসীলায় কুরআন অবতীর্ণ, সে রাসূলের শুভাগমন দিবসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা কুরআনের প্রতি অকৃতজ্ঞতার শামিল আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, তিলাওয়াতে কুরআন, দরসে হাদীস, ফরয ইবাদতসমূহ ছাড়াও নফল ইবাদতসমূহ আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহ্‌র পথে মুক্ত হস্তে দান করা, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দ্বীনী প্রকাশনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অসহায় দুঃস্থ মানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসা, ইয়াতীমদের লালন-পালন, দুঃস্থ-বেকারদের পুনর্বাসন, সমাজসেবামূলক কর্মসূচির বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আল্লাহর নিয়ামত ও রাহ্‌মাত লাভে খুশী উদ্‌যাপন ও শরী'আতসম্মত উপায়ে আনন্দ প্রকাশ আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য। পক্ষান্তরে এর বিরোধিতা কুফরীর নামান্তর। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو حير ممّا يجمعون

"হে প্রিয় হাবীব (সা.) আপনি বলে দিন, তারা যেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও রাহমাত প্রাপ্তির খুশী উদ্‌যাপন করে। এ খুশী ও আনন্দ তাদের সমুদয় সঞ্চয় থেকে অতি উত্তম"।[৬৬] আয়াতে বর্ণিত 'فضل' ও 'رحمة' দ্বারা নবী কারীম (সা.) কে বুঝানো হয়েছে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেন,

ولو لافضل الله عليكم ورحمته لا تّبعتم الشّيطان الاّ قليلا

"যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রাহ্‌মাত তোমাদের উপর না হত তোমাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত"।[৬৭] অধিকাংশ তাফসীরকারক আয়াতে বর্ণিত 'فضل' ও 'رحمة' দ্বারা প্রিয়

---

৬৫. অফিস রেকর্ড, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম

৬৬. আল-কুরআন, ১০: ৫৮

৬৭. আল-কুরআন, ৩: ৮৩

নবী (সা.) এর পবিত্র সত্ত্বাকে বুঝিয়েছেন। যেহেতু প্রিয় নবীর শুভাগমন, জগৎবাসীর প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ রাহমাত। বিভ্রান্ত মানবজাতি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আলোর সন্ধান পেয়েছে। গুমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত দিকভ্রম বনী আদম তাঁরই ওয়াসীলায় আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদাপ্রাপ্ত। নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, মানবগোষ্ঠীকে তিনি চির কল্যাণকর আদর্শের পথে আহ্বান করেছেন। সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং তাঁর শুভাগমন উম্মতের জন্য বড় রাহমাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। আয়াতে, فليفرحوا এর স্থলে فليسجدوا। ‘তোমরা সিজদার মাধ্যমে আমার ইবাদত কর’। অথবা فلينفقوا। ‘তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার পথে ব্যয় কর’, আল্লাহ্‌পাক এ কথা বলেন নি। খুশী উদ্‌যাপনের নির্দিষ্ট কোন বিষয় উল্লেখ করেন নি। আয়াতে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, দান, সাদক্বাহ্‌ ইত্যাদি পূণ্যময় আমল দ্বারা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর, এ কথা বলেন নি। এসব আমলগুলো আল্লাহ্‌র নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এসব আমলগুলো অপরাপর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পালনীয় আল্লাহ্‌র প্রিয় মাহ্‌বূব তাজিদারে মদীনা সরকারে দুআলমের শুভাগমনে খুশী উদ্‌যাপনের বেলায় এসবগুলো পালনীয়। সাথে সাথে আরো যত প্রকার শরী‘আতসম্মত খুশী উদ্‌যাপন ও আনন্দ প্রকাশের বিষয় রয়েছে তাও পালন কর। প্রসঙ্গত এদিনে রাসূলুল্লাহ্‌র হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম ভালবাসার সওগাত ও ভক্তির নযরানা সালাত-সালাম পরিবেশন, জশ্‌নে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন, আলোচনা, আলোকসজ্জা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, তোরণ নির্মাণ, মিষ্টান্ন বিতরণ, গরীব দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে খুশী উদ্‌যাপন করা উম্মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বহিঃপ্রকাশ।[৬৮]

আ‘লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.)-এর চিন্তাধারার রূপকার

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, ইসলামি রেনেসাঁর মহান দিকপাল, সুন্নীয়াতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ইমাম আহমাদ রেযা খান ফাযিলে বেরেলভী (র.) এর চিন্তাধারা ও সুন্নীয়াত প্রচারে তাঁর মহান অবদান ও সংস্কার কর্মে এদেশের সর্বস্তরের উলামা, মাশায়িখ, ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে ও আমলের ব্যবস্থায় আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্‌ (র.)-এর ভূমিকা অনন্য ও অসাধারণ। আ‘লা হযরত (র.) রচিত দেড় সহস্রাধিক গ্রন্থাদির প্রচার-প্রসার, এসব গ্রন্থ ভাষান্তর করে বাংলাভাষীদের কাছে সুন্নীয়াতের আদর্শ প্রচার এবং আলেম সমাজকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান। তাঁর অনুপ্রেরণা ও আদর্শে উজ্জীবিত অসংখ্য লেখক, গবেষক, অনুবাদক ইতোমধ্যে শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন, অনুবাদ কর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে খিদমত আঞ্জাম দিয়ে প্রকাশনা জগতকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিচ্ছে। তিনি আ‘লা হযরত প্রণীত না‘তে মুস্তাফা ‘মুস্তফা জানে রাহ্‌আত পে লাখো সালাম’ এ দেশে চালু করেছেন। তিনি এ দেশে আ‘লা হযরত কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌র শানে রচিত না‘ত শরীফ ‘সবসে আওলা ওয়া আ‘লা হামারা নবী’সহ অসংখ্য না‘ত শরীফ চালু করেছেন। এটি আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর পরিচালনাধীন মাদ্‌রাসাসমূহের এসেম্বলীতে নিয়মিত পঠিত হয়। ক্রমশঃ সুন্নী মতাদর্শভিত্তিক দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের এসেম্বলীতেও এ রীতি অনুকরণ করা হচ্ছে। ইসলামি সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর এ পদক্ষেপ অনন্য সংযোজন অপসংস্কৃতির প্রতিরোধে এসব সংস্কার কর্ম যুগান্তকারী ও অধিক ফলপ্রসূ। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত সৈনিকদেরকে আ‘লা হযরতের জীবন ও কর্ম বিষয়ে সভা, সমাবেশ,

---

৬৮. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৫

সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের উদ্যোগ গ্রহণ ও এতদসংক্রান্ত গঠনমূলক কার্যক্রমের বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একমাত্র মাসিক মুখপত্র 'তরজুমান'-এ আ'লা হযরতের ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খান (র.) স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।[৬৯]

ইন্তিকাল

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন যথানিয়মে তিনি চাশ্‌তের নামায আদায় করেন। ছেলে-নাতীদের নিয়ে উপস্থিত মেহমানদের সাথে যথারীতি সকালের নাস্তা করেন সাহিবযাদাহ্ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা.যি.আ.) আব্বাজানের অনুমতি নিয়ে পারিবারিক কাজে রওয়ানা হলেন। সাহিবযাদাহ্ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ (মা.যি.আ.) পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের একটি জনসভায় যোগ দিতে ইসলামাবাদে রওয়ানা হলেন। তাঁর দৌহিত্র হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ হামিদ শাহ (মা.যি.আ.) এবোটাবাদ মেডিক্যাল কলেজে যাবার জন্য হুযূর ক্বিবলাহ্‌র নিকট অনুমতি চাইলে বললেন, তৈরী হয়ে আস। এসে দেখেন দাদাজান ঘুমিয়ে আছেন। সিনার উপর তাসবীহ্ রয়েছে, অনুমতি প্রার্থনা করলে দাদাজান ক্বিবলাহ্ অনুমতি দিচ্ছেন না, বড় ভাই হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ ক্বাসিম শাহ (মা.যি.আ.)-কে তাঁর অবস্থা জানালে তিনি ডাক্তারের জন্য দ্রুত সিরিকোট শহর রওয়ানা দিলেন। ডাক্তার হাযির! পরীক্ষা করা হল। ডাক্তার মন্তব্য করলেন, "হুযূর সফর কর্‌লিয়া"। "হুযূর ক্বিবলাহ্ ইহ জগত থেকে সফর করে গেছেন। ইসলামের এই কর্মবীর সাধক পুরুষ রাহ্‌নুমায়ে শরী'আত ওয়া ত্বারীক্বাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) ১৫ যিলহাজ্ব ১৪১৩ হি. মুতাবিক ৭ জুন ১৯৯৩ খ্রি. সোমবার ৭৭ বছর বয়সে পাকিস্তানের সিরিকোট শরীফের নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন।[৭০]

৮ জুন পাকিস্তানের সিরিকোট শরীফের দরবারে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার সাজ্জাদানশীন সাহিবযাদাহ্ হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা.যি.আ.) তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। নামাযে জানাযায় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ, মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সুন্নী উলামায়ে কিরাম, সরকারী বেসরকারী উঁচুপদস্থ কর্মকর্তাসহ লাখ লাখ ভক্ত-অনুরক্ত মুরীদান শরীক হন। সিরিকোট শরীফের প্রাণপুরুষ কুতবুল আউলিয়া আল্লামা সৈয়্যদ আহমাদ শাহ সিরিকোটি (র.)-এর মাযার শরীফের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।[৭১]

---

৬৯. মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, *আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর জীবন কর্ম ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৭০. সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, *মুর্শিদে বরহক্ব আল্লামা হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর জীবনী গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৭১. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর জীবন চরিত

সকল প্রসংশা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টিরশ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের হেদায়েতের জন্য মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করে বিশ্ববাসীকে ধন্য করেছেন। কালজয়ী আদর্শ 'ইসলাম'-কে পরিপূর্ণ জীবন বিধান মনোনীত করেছেন। সব সমস্যার সমাধান গ্রন্থ অবতীর্ণ করে এর অনুসরণে মানবতার ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শাশ্বত এ মিশন বাস্তবায়নে সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'য়ীন, তাবি তাবি'য়ীন-এর পর যুগে যুগে হাক্কানী-রাব্বানী অলী-বুযর্গ ও 'উলামা-মাশায়িখ ভূমিকা রেখে আসছেন, ইসলামের আদর্শ বিস্তারে যে সব বুযর্গানে দ্বীন ভূমিকা রেখে আসছেন তাঁদের মধ্যে পাকিস্তান সিরিকোট দরবারে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার সাজ্জাদানশীন রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা শাহ্ সূফী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) অন্যতম।

জন্ম

তিনি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জিলার আবোটাবাদস্থ সিরিকোট শেতালু শরীফের প্রখ্যাত অলীয়ে কামিল হযরত মাওলানা হাফিয ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর ঔরশে সম্ভ্রান্ত সৈয়্যদ পরিবারে হিজরী ১৩৬২ মুতাবিক ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৭২] তাঁর দাদা হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (র.)-এর অন্যতম খলীফা আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)।

শিক্ষা

তিনি পিতামহ আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র)-এর সান্নিধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে তাঁর ওয়ালিদে মুহ্তারাম আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর সান্নিধ্যে ইল্মে ক্বিরাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন। তিনি পাকিস্তানের হাজারা সরকারী মেডিক্যাল কলেজ থেকে এফএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন।[৭৩]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বাল্যকাল থেকে তিনি সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর পাবন্দ ছিলেন। মার্জিত কথা-বার্তা, সুন্দর আচার-আচরণ, চাল-চলন, নৈতিকতা-মানবতা, উদারতা-বদান্যতা, দানশীলতা-আতিথিয়তা, ন্যায়ের পথে দৃঢ়তা-স্থিরতা, পারস্পরিক হৃদতা-সহনশীলতা ইত্যাদিতে সকলের প্রিয়ভাজন। তিনি সর্বদা সদালাপী ও মিষ্টভাষী তাঁর চরিত্রে নবী-রাসূল, সাহাবা, আউলিয়ায়ে কামিলীনের অনুসরণ, আল্লাহ ও রাসূলের

---

৭২. ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম, *আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.): ইসলামি শিক্ষা ও আরবি সাহিত্যে তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৭৩. *প্রাগুক্ত*

সন্তুষ্টি অর্জনই ফুটে উঠে। মাস্‌লাকে আহলে সুন্নাত ও মাযহাবে হানাফীর অনুসরণে তিনি অটল, অবিচল, দৃঢ় প্রত্যয়ী।[৭৪]

বায়'আত গ্রহণ

ইলমে শরী'আতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে ইলমে ত্বারীক্বাত ও মা'রিফাত হাসিলের মধ্য দিয়ে যাহিরী জ্ঞান ও বাতিনীতে পূর্ণতা অর্জন করেন। তিনি তাঁর পিতা কুতবুল আউলিয়া হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর বায়'আত গ্রহণ করে ইনসানে কামিল মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।[৭৫]

খিলাফত অর্জন

পাকিস্তান শেতালু সিরিকোট শরীফ দরবারে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার সাজ্জাদানশীন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন।[৭৬] মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে যাহির-বাতিনে পূর্ণতা লাভ করেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা ও তালীম-তারবীয়াতের মাধ্যমে ত্বারীক্বাতের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেন।

বাংলাদেশে আগমন

মুসলিম মিল্লাতের ঈমান-আক্বীদাহ্ সংরক্ষণের তাগিদে, কুফর, শির্‌ক, বিদ'আত ও কুসংস্কারসহ ইসলাম বিরোধী, শরী'আত পরিপন্থী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের প্রতিরোধে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা 'ইসলাম' এর পথে বিশ্ববাসীকে আহ্বানের দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে দাদাজান আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর সাথে সর্বপ্রথম এ দেশ সফর করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীনের পর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বাংলাদেশ আগমন করেন। ১৯৮৮ খ্রি. হতে নিয়মিত বাংলাদেশে আগমন করে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালনাধীন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ও ত্বারীক্বতের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রেখে আসছেন। তবে ২০১২ এবং ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় দু বছর বাংলাদেশ আগমন করেননি।[৭৭]

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা

এদেশের সুন্নী মতাবলম্বীদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে দরবারে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার পীর হুযূর ক্বিবলাহ্ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) আনজুমান-এ রহ্‌মানিয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের

---

৭৪. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, অর্থ-সম্পাদক, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ২১.০১.২০১৬ খ্রি.)

৭৫. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামসুদ্দীন, অতিরিক্ত-সাধারণ সম্পাদক, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ২২.০১.২০১৬ খ্রি.)

৭৬. মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, *ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্বাদিরিয়াহ্ ত্বারীকাহ্‌র প্রসারে খান্দানে সিরিকোটি রাহ্‌মাতুল্লাহি 'আলাইহি এর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৭৭. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল কাদেরী, সাবেক অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও খতীব, জমিয়াতুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম। (তারিখ: ২৫.০১.২০১৬ খ্রি.)

পৃষ্ঠপোষকতায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ এর মাধ্যমে তিনি এদেশে ইসলামের আদর্শ বিস্তারে ভূমিকা রেখে আসছেন।[৭৮]

মুরীদানের সবক্ব প্রদান

তিনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামি জল্‌সায় বায়'আত এর মাধ্যমে মুরীদদের নির্দিষ্ট সবক্ব প্রদান করেন।

সিলসিলার সবক্ব (পুরুষের জন্য)[৭৯]

ক. ফজর নামাযের পর

১. দুরূদ শরীফ (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم) ১০০ বার।

২. লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (لااله الا الله) ২০০ বার।

৩. ইল্লাল্লাহ্ (الا الله) ২০০ বার।

৪. আল্লাহু (الله) ২০০ বার।

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বাক্যটির শেষ শব্দ ইল্লাল্লাহ-এর শেষাক্ষর আরবি 'হা' এর উপর জোর দিয়ে পড়তে হবে, যেন আল্লাহ্ শব্দটি পুরোপুরিভাবে উচ্চারিত হয়।

খ. মাগরিব নামাযের ফরয ও সুন্নাতের পর

১. সালাতে আউওয়াবীন নামায ৬ রাকা'আত।

এ নামায তিন রাকা'আত ফরয ও দু রাকা'আত সুন্নাত আদায়ের পর, দু রাকা'আত করে তিন নিয়্যতে ৬ রাকা'আত আদায় করতে হবে প্রতি রাকা'আতে ১ বার সূরাহ্ ফাতিহা (আল্‌হাম্‌দু শরীফ) ও ৩ বার সূরাহ্ ইখলাস (ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ্)।

নিয়্যাত: نويت ان اصلّي لله تعالى ركعتي صلواة الاوّابين متوجّها الي جهة الكعبة الشريفة الله اكبر

২. দুরূদ শরীফ (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم) ১০০ বার।

গ. ইশা নামাযের পর

১. লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (لااله الا الله) ২০০ বার।

২. ইল্লাল্লাহ্ (الا الله) ২০০ বার।

৩. আল্লাহু (الله) ২০০ বার।

ফজর ও 'ইশা নামাযের পর কোন জরুরী কাজ থাকলে অথবা শারীরিক অসুবিধাবোধ করলে যিক্‌রসমূহ ফজর ও 'ইশা নামাযের পূর্বেও আদায় করার ইজাযত আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রত্যেক যিক্‌র ২০০ এর পরিবর্তে ১০০ বার পড়ার অনুমতি আছে।

সিলসিলার সবক্ব (মহিলাদের জন্য)[৮০]

ক. ফজর নামাযের পর

১. দুরূদ শরীফ (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم) ১০০ বার।

---

৭৮. মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, প্রাগুক্ত

৭৯. *শাজরাহ্ শরীফ*, প্রকাশনায়, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২২তম সং., চট্টগ্রাম: ১৪৩৫ হি./ ২০১৪ খ্রি., পৃ. ২৩-২৪

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬

২. প্রত্যেক বার ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ সহকারে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (সা.) (لااله الا الله محمّد رّسول الله صلّى الله عليه وسلّم) ১০০ বার।

খ. মাগরিব নামাযের ফরয ও সুন্নাতের পর

১. সালাতে আউওয়াবীন নামায ৬ রাকা‘আত।

সালাতে আউওয়াবীন নামায এর নিয়ম

৩ রাকা‘আত ফরয ও দু রাকা‘আত সুন্নাত আদায়ের পর, ২ রাকা‘আত করে ৩ নিয়্যতে ৬ রাকা‘আত নামায আদায় করতে হবে। প্রতি রাকা‘আতে ১ বার সূরাহ্ ফাতিহা (আল্হাম্দু শরীফ) ও ৩ বার সূরাহ্ ইখলাস (ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ্)।

নিয়্যাত: نويت ان اصلّي لله تعالى ركعتي صلواة الاوّابين متوجّها الي جهة الكعبة الشريفة الله اكبر

২. দুরূদ শরীফ (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم) ১০০ বার।

গ. ‘ইশা নামাযের পর

১. প্রত্যেক বার ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ সহকারে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাল্লাহ (সা.)’ (لااله الا الله محمّد رّسول الله صلّى الله عليه وسلّم) ১০০ বার।

ফজর ও ‘ইশা নামাযের পর জরুরী কোন কাজ থাকলে অথবা শারীরিক অসুবিধাবোধ করলে যিক্রসমূহ ফজর ও ‘ইশা নামাযের পূর্বেও আদায় করার ইজাযত আছে।

মুরীদানের উদ্দেশ্যে উপদেশ[৮১]

বায়‘আত করার পর তিনি মুরীদানের উদ্দেশ্যে নসীহত্ প্রদান করেন। সিলসিলায়ে ‘আলিয়া ক্বাদিরিয়া আপনাদের বায়‘আত সম্পন্ন হল। এটা শাহনশাহে বাগদাদ সায়্যিদিনা আব্দুল ক্বাদির জিলানী (র.)-এর সিলসিলাহ্। এর রূহানী সম্পর্ক রাসূলে করীম (সা.)-এর সাথে। যাঁরা বায়‘আত হলেন; তাঁদের উভয় জগতের কল্যাণের জন্য সিলসিলায়ে ক্বাদিরিয়ার মাশায়িখ হাযরাতের নির্ধারিত সবক্ব রয়েছে। মুহাব্বাতের সাথে এগুলো আদায়ে উপকার রয়েছে। না পড়লে, অবজ্ঞা করলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। এ সমস্ত ওয়াযীফাহ্ যথানিয়মে আদায় করা উচিত। এতে দশ-পনের মিনিট সময় ব্যয় হলেও উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ।

বায়‘আত হওয়া এবং তাওবাহ্ করায় আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন; কিন্তু অপরের হক্ব (অধিকার) মাফ করেন না। সুতরাং কারো কাছ থেকে কর্জ নিলে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করলে, কারো উপর অবিচার করলে, যতক্ষণ ওই ব্যক্তি ক্ষমা না করবেন, ততক্ষণ আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করবেন না। তাওবাহ্র বদৌলতে অন্যসব গুনাহ্ আল্লাহ তা‘আলা মাফ করে দেন। দুনিয়ায় রূহ এবং শরীর দু’টো একত্রিত রয়েছে, ইহ জগতে সময়টা স্বল্প। নেকী অর্জনের জন্য পুনরায় এ সুযোগ ক্বরে ও ক্বিয়ামতে মিলবে না। কাজেই সচেতন থাকবেন আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-কে রাজি রাখবেন। নফ্স শয়তানের মুকাবেলা করবেন। বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত আক্বীদাহ্ থেকে বেঁচে থাকবেন দীনের খিদমতে নিয়োজিত থাকবেন। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ‘আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া ‘আলিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত

---

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

অঞ্চলের যে সব মাদ্রাসা রয়েছে এগুলোর খিদমত করবেন। দ্বীনী খিদমতই আপনাদের জন্য সাদক্বায়ে জারিয়া (অব্যাহত পুণ্যধারা) হয়ে থাকবে।

জশ্নে জুলূসে 'ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-এর সদারত

প্রতি বছর বাংলাদেশে হিজরী সালের ৯ রাবীউল আউয়াল ঢাকা মুহাম্মদপুর ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া 'আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া হতে সকাল ৮ টায়[৮২] এবং ১২ রাবীউল আউয়াল জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া 'আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন আলমগীর খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া হতে ঐতিহাসিক জশ্নে জুলূস (বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা) বের হয়।[৮৩] ১৯৮৭ খ্রি. থেকে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর সদারতে এই জশ্নে জুলূস পালিত হয়।[৮৪] চন্দ্র মাসের রাবীউল আউয়াল হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-এর বেলাদত দিবসে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে পবিত্র 'ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) পালন করা হয়। অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় 'ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্যাপিত হয়। বাংলাদেশে 'ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) পালনের চর্চা পূর্ব থেকে থাকলেও হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর নির্দেশে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে সর্বপ্রথম জশ্নে জুলূসে উদ্যাপন করা হয়।[৮৫] আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (র.) পাকিস্তান থেকে চিঠি মারফত জুলূস পরিচালনার রূপরেখা জানিয়ে দেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১২ রবীউল আওয়াল চট্টগ্রামে তাঁর নেতৃত্বে আনজুমান ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে প্রথম জশ্নে জুলূসে 'ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্যাপিত হয়। ১৯৭৬ খ্রি. থেকে ১৯৮৬ খ্রি. পর্যন্ত (১৯৮০ খ্রি. ব্যতীত) প্রত্যক বছর তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামে জশ্নে জুলূসে (বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায়) নেতৃত্ব দেন।[৮৬] এর পর থেকে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) প্রত্যেক বছর (২০১২ ও ২০১৩ খ্রি. ব্যতীত) জশ্নে জুলূসে 'ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্যাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।[৮৭]

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের তত্ত্বাবধান ছাড়াও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতি বছর চন্দ্র মাসের ১২ রবীউল আউয়ালে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, বি.বাড়ীয়া, নীলফামারী, সৈয়্যদপুর, রাঙ্গামাটিসহ বাংলাদেশের প্রায় জেলাগুলোতে অবস্থিত ত্বারীক্বাতের দরবার থেকে পৃথক পৃথকভাবে জশ্নে জুলূসের আয়োজন করে থাকে। এদেশের সুন্নী পীর-মাশায়িখ, 'উলামা, বুদ্ধিজীবী এ জুলূসকে

৮২. অফিস রেকর্ড, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট (ঢাকা অফিস), মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

৮৩. অফিস রেকর্ড, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম।

৮৪. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, প্রাগুক্ত (তারিখ: ২৬.০১.২০১৬ খ্রি.)

৮৫. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

৮৬. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম, সহ-সভাপতি, প্রাগুক্ত (তারিখ: ২৭.০১.২০১৬ খ্রি.)

৮৭. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, প্রাগুক্ত(তারিখ: ২৮.০১.২০১৬ খ্রি.)

ইসলামি সংস্কৃতি আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) এদেশের আনুষ্ঠানিক জশ্নে জুলূস উদ্‌যাপনের স্থপতি।[৮৮]

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দীনের দাও'আত

১৯৮৭ খ্রি. থেকে বাংলাদেশে প্রতি বছর আগমন করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, সিলেট, হবিগঞ্জ, সৈয়্যদপুর, নীলফামারীসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে আনজুমান ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় মাহফিলগুলো পাকিস্তানের শেতালু শরীফ দরবারে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার সাজ্জাদানশীন পীরে ত্বারীক্বাত রাহনুমায়ে শরী'আত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।[৮৯] ইসলামি জলসাগুলোতে অগণিত মুসলমান উপস্থিত হয়ে আওলাদে রাসূলের ফুয়ূযাত হাসিল করে। উপস্থিত মুসলমানরা তাঁর বায়'আত গ্রহণ করে।[৯০] বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দীনের দাও'আত পৌঁছান। বাংলাদেশের মুসলমানরা সঠিক পথ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পতাকাতলে একত্রিত হয়ে সঠিক ইসলামি জ্ঞান, অনুশাসন বুঝতে সক্ষম হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক অবদান

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ধর্মীয় অন্যান্য সেবার পাশাপাশি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়িমের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেন। তিনি বাংলাদেশে অনেক ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও ইসলামি সংস্থা স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত জ্ঞানাগার থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ইসলামি শিক্ষা অর্জন করে দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।[৯১] চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুনশীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, শাহজাদপুর, সৈয়্যদপুর, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মহেশখালী, কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় ও তাঁর অনুপ্রেরণায় সুন্নী মতাদর্শের বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

১. তাহেরিয়া সাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, কাটিরহাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২. মাদ্‌রাসা-এ গাউসিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

৩. গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা, কাহারঘোনা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

৪. গাউসিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া ক্যাডেট মাদ্‌রাসা, হ্নীলা, কক্সবাজার।

৫. মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

৬. ক্বাদিরিয়া চিশতিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, চাঁদপুর।

৭. ক্বাদিরিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া উল্লেখযোগ্য।[৯২]

---

৮৮. মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, *শরী'আত ও ত্বারীক্বতে হুজুর কিবলাহ্‌র অবদান*, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত হযরত হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর স্মরণে, দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র, প্রাগুক্ত

৮৯. ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম, *আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.): ইসলামি শিক্ষা ও আরবি সাহিত্যে তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৯০. *প্রাগুক্ত*

৯১. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, চেয়ারম্যান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ। (তারিখ: ৩০.০১.২০১৬ খ্রি.)

৯২. অফিস রেকর্ড, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম।

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) এ দেশে সুন্নিয়াতের পুনর্জীবন দানকারী মহান সংস্কারকের উজ্জ্বল উদাহরণ। এ সত্য কথা দেশের প্রায় 'উলামা-মাশায়িখ এবং সচেতন ব্যক্তি অকপটে স্বীকার করেন। বাংলাদেশে সুন্নিয়াত জাগরণের জন্য 'জশ্নে জুলূসে 'ঈদ-এ মীলাদুন্নবী' (সা.), আযানের পূর্বে সালাত-সালাম, খতমে গাউসিয়া শরীফ, খতমে গেয়ারাভী শরীফ, খতমে বারাভী শরীফ, খতমে মাজমূ'আয়ে সালাওয়াতে রাসূল শরীফ ইত্যাদির ব্যাপক প্রচার-প্রসার, আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা বেরলভী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি'র ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, না'ত-সালামী, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্রাসা-খানক্বাহ্গুলো এবং তাঁর অনুসারী 'উলামা-মুরীদ ভ্রান্ত আক্বীদাহ্ পোষণকারীদের জন্য মহা আতঙ্ক এবং সুন্নীদের রাহ্মাত হিসেবে গণ্য হচ্ছে।[৯৩]

বর্তামন সময়ে শরী'আত ও সিলসিলায়ে ক্বাদিরিয়ার মিশন যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে তিনি সিরিকোট শরীফের ঐতিহ্যবাহী সৈয়্যদ পরিবারের উজ্জল নক্ষত্র আনজুমান ট্রাস্টে-এর প্রতিষ্ঠাতা কুতবুল আউলিয়া সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটির পৌত্র ও গাউসে যামান বানিয়ে জশ্নে জুলূসে 'ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) এবং সুযোগ্য উত্তরসুরী যোগ্য পিতা ও পিতামহের রূহানী ফুয়ূযাতে ধন্য বেলায়তের পরশমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ৪১তম সন্তান গাউসে যামান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)। যাঁর পবিত্র চেহারার ভক্তিপূর্ণ দর্শনই মুমিন হৃদয়ে নবীপ্রেমের সঞ্চার করে মহান আল্লাহর স্মরণ তাজা করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ আওলাদ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)-কে এক নযর দেখার জন্য পঙ্গপালের মত মানুষ ছুটে আসে দলে দলে।[৯৪]

---

৯৩. ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম, *আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.): ইসলামি শিক্ষা ও আরবি সাহিত্যে তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত

৯৪. সাক্ষাৎকার, ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম, উপাধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম। (তারিখঃ ০২.০২.২০১৬ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর জীবন চরিত

সকল প্রসংশা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সমস্ত সৃষ্টির রাহমাত করে সৃষ্টিকূলকে ধন্য করেছেন। নবীর পদাঙ্ক অনুসারী সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবি তাবি'ঈ, বুযর্গানে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কামিলীনের ত্যাগের বিনিময়ে ইসলামকে সজীব রেখেছেন। ইসলামের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিস্তারে গাউসে পাক আব্দুল ক্বাদির জিলানী এর প্রতিষ্ঠিত সিলসিলায়ে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার সফল প্রচারক, আধ্যাত্মিক সাধক, রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.) হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ৪১ তম বংশধর আওলাদ।[৯৫]

জন্ম

তিনি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এবোটাবাদ শেতালু (হাজারা) সিরিকোট গ্রামস্থ সৈয়্যদাবাদ শরীফে সম্ভ্রান্ত সৈয়্যদ পরিবারে ১৩৭৬ হি. মোতাবিক ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৯৬] তাঁর দাদা আল্লামা শাহ সূফী সৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটি (র.) এবং তাঁর পিতা হলেন গাউসে যামান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যদ শাহ্ (র.)। তাঁর পরিবার পাকিস্তানে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী 'আলিম পরিবার।[৯৭]

শিক্ষা জীবন

হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.) বাল্যকাল থেকে অতি মেধাবী ও সৎচরিত্রের অধিকারী। শিশুকালে তিনি পিতার নিকট প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করেন।[৯৮] কৈশোরে স্থানীয় মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন । ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। পাকিস্তানের এবোটাবাদ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শরী'আ বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ করেন।[৯৯] পরবর্তীতে কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্বহ, উসূল, নাহু, সার্ফ, মানতিক, বালাগত, আকাইদ, দর্শন, হিকমত ফালসাফা, তাসাউফ, মা'রিফাত, ত্বারীক্বাত সাহিত্য, বক্তৃতাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[১০০]

---

৯৫. *গাউসিয়া তারবীয়াতী নেসাব*, প্রকাশনায় আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ৭ম সং. চট্টগ্রাম: ১৪৩৪ হি./ ১৪২০ বাংলা, ২০১৩ খ্রি.পৃ. ২৭

৯৬. *আন্তর্জাতিক সুন্নী সম্মেলন স্মরণিকা*, প্রকাশনায়, আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা, বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম: ১৪১৩ হি./ ১৪০৮ বাংলা, ২০০২ খ্রি. পৃ. ৩১

৯৭. ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম, *আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.): ইসলামি শিক্ষা ও আরবি সাহিত্যে তাঁর অবদান*, পৃ. ৭৩

৯৮. *প্রাগুক্ত*

৯৯. *আন্তর্জাতিক সুন্নী সম্মেলন স্মরণিকা*, প্রকাশনায়, আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত

১০০. *প্রাগুক্ত*

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বাল্যকাল থেকে তিনি নির্মল, অনিন্দ সুন্দর ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবন সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, চাল-চলন, নৈতিকতা-মানবতা, উদারতা-বদান্যতা ও সহনশীলতায় তিনি সর্বস্তরে গ্রহণীয় ব্যক্তি। ইসলামি আদর্শে যথার্থ অনুশীলন সুন্নাতে নববীর অনুকরণ, মাসলাকে আ'লা হযরত ও মাযহাবে হানাফীর অনুসরণে তিনি অটল, অবিচল ও দৃঢ় প্রত্যয়ী।[১০১]

বায়'আত

ইসলামি শরী'আত ও জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও নিজেকে পরিপূর্ণ সার্থক মানুষ মনে করতে পারেন নি। যেহেতু যাহিরী জ্ঞানের পাশাপাশি বাতিনী জ্ঞান না থাকলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী বহু সত্যচ্যুত পথভ্রষ্ট লোকের দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রখ্যাত সূফী-সাধক আল্লামা জালাল উদ্দীন রূমী (র.)-এর ফার্সী কাব্যটি উল্লেখযোগ্য। "খোদ্ বখোদ কামিল নাশুদ মোল্লায়ে রূম, তা গোলামে শামসে তিবরিযী নাশুদ"। আমার মুর্শিদ ক্বিবলা শমসে তিবরিযীর গোলামী না করা পর্যন্ত আমি (মাওলানা রূমী) পূর্ণতা অর্জন করতে পারিনি।[১০২]

যেহেতু সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এই সন্তুষ্টি অর্জনে কামিল পীরের শরণাপন্ন হতে হবে। এই সত্যতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.) কামিল পীরের সন্ধানে মনোনিবেশ করে তাঁর আব্বাজান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হাজেরা জিলার শেতালু শরীফ দরবারে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার শাজ্জাদানসীন রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন।[১০৩]

খিলাফত

তিনি ইবাদত-বন্দেগী, যিকর-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা ও রিয়াযত এর মাধ্যমে সূলূক ও ত্বারীক্বাতের সূধা পানে পরিতৃপ্ত হন। বুযর্গ পিতা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত প্রদান করে তাঁকে 'পীরে বাঙ্গাল' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সিলসিলায়ে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়ার যোগ্যতম স্থলাভিষিক্ত করে দায়িত্বভার অর্পন করেন।[১০৪]

বাংলাদেশে আগমন

তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দ্বীনী তাবলীগের লক্ষ্যে তাঁর আব্বাজান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)-এর সাথে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৭

---

১০১. ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম, *আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী (র.): ইসলামি শিক্ষা ও আরবি সাহিত্যে তাঁর অবদান*, প্রাগুক্ত

১০২. মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

১০৩. ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম, প্রাগুক্ত

১০৪. *প্রাগুক্ত*

খ্রিস্টাব্দে আগমন করেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বার আগমন করেন।[১০৫] এরপর আন্জুমান-এ রহ্মানিয়া আহ্মদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর আহ্বানে তিনি বহুবার বাংলাদেশ আগমন করেন।

রাজনৈতিক অবস্থান

তিনি ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।[১০৬] পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঁচবার স্থানীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়লাভ করেন। তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান মুসলিম লীগের দলীয় প্রার্থী হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়লাভ করে মুখ্য মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাওয়ায শরীফের রাজনৈতিক উপদেষ্টা হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষভাবে আলোচিত হন।[১০৭]

বাংলাদেশে দীনের দাও‘আত

আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর নির্বাহী সভাপতি আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.) বাংলাদেশের বিভিন্ন জিলায় সফর করে ইসলামের আদর্শ বিস্তারে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর আহ্বানে আন্জুমান ট্রাস্ট পরিচালনাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, খান্ক্বাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দাও‘আতে খায়র প্রবর্তন

তিনি দাও‘আতে খায়র প্রবর্তন করে গাউসিয়া তারবীয়াত (গাউসিয়া প্রশিক্ষণ) ও গাউসিয়া তারবীয়াতী নিসাব থেকে দার্স দেয়ার নিয়ম পদ্ধতির দিক নির্দেশনা দেন। ‘গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে ‘তারবীয়াত বা প্রশিক্ষণ এবং গাউসিয়া তারবীয়াতী নিসাব অনুযায়ী দরস দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞ ‘উলামা-ই কিরাম ও দক্ষ প্রশিক্ষকরা নির্দিষ্ট সেশনে প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করেন। ‘গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ’-এর শাখা কমিটির কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত সূচী ও সেশন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকেন। গাউসিয়া কমিটি কেন্দ্রীয় ও শাখা কমিটিগুলোতে ‘দাওরাহ্-ই দাওয়াত-ই খায়র’ সম্পাদক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।[১০৮] এ পদে অধিষ্ঠিত সম্পাদক শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

---

১০৫. *প্রাগুক্ত*

১০৬. *আন্তর্জাতিক সুন্নী সম্মেলন স্মরণিকা*, প্রকাশনায়, আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত

১০৭. *প্রাগুক্ত*

১০৮. *গাউসিয়া তারবিয়াতী নিসাব*, প্রকাশনায় আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, পরিচালনা পরিষদ

যেকোন সংগঠন সুষ্ঠু পরিচালনা ও এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিস্তারে দক্ষ পরিচালনা কমিটি প্রয়োজন। তাই পাকিস্তান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খ্যাতনামা অলী, সূফী, সাধক, দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক আওলাদে রাসূল হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর মিশনের যথাযথ বাস্তবায়নকল্পে সর্বাবস্তায় তাঁর সদারতে যোগ্য ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট গঠিত হয়। যুগে যুগে গঠিত-পূনর্গঠিত কমিটিতে থেকে যাঁরা এ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাঁদের তালিকা পেশ করা হল।

১৯৫৪ খ্রি. হতে ১৯৫৯ খ্রি. পর্যন্ত[১০৯]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	হযরতুল্‌হাজ্ব আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার	সহ-সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব সূফী মুহাম্মদ আবদুল গফুর	সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদিউল আলম	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব ডা. তফজ্জল হোসেন	সহ-সভাপতি
০৬	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল জলিল বি.এ	সাধারণ সম্পাদক

১৯৬০ খ্রি. হতে ১৯৬১ খ্রি. পর্যন্ত[১১০]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	হযরতুল্‌হাজ্ব আলামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার	সহ-সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব সূফী মুহাম্মদ আবদুল গফুর	সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদিউল আলম	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব ডা. তফজ্জল হোসেন	সহ-সভাপতি
০৬	জনাব শেখ আফতাব উদ্দিন	সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব ওয়াজির আলী সওদাগর	কোষাধ্যক্ষ

১০৯. অফিস নথি, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম
১১০. *প্রাগুক্ত*

১৯৬২ খ্রি. হতে ১৯৬৮ খ্রি. পর্যন্ত[১১১]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার	সহ-সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব সূফী মুহাম্মদ আবদুল গফুর	সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদিউল আলম	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব ডা. তফজ্জল হোসেন	সহ-সভাপতি
০৬	আলহাজ্ব আবদুর রহমান বিএবিএল	সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব ওয়াজির আলী সওদাগর	কোষাধ্যক্ষ

১৯৬৮ খ্রি. হতে ১৯৬৯ খ্রি. পর্যন্ত[১১২]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ সওদাগর	সহ-সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন চৌধুরী	সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুর রহমান সওদাগর	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব আবদুর রহমান বিএবিএল	সাধারণ সম্পাদক
০৬	জনাব আলহাজ্ব ওয়াজির আলী সওদাগর	কোষাধ্যক্ষ

১৯৭০ খ্রি. হতে ১৯৭৫ খ্রি. পর্যন্ত[১১৩]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ সওদাগর	সহ-সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন চৌধুরী	সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুর রহমান সওদাগর	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সাধারণ সম্পাদক
০৬	জনাব আলহাজ্ব ওয়াজির আলী সওদাগর	কোষাধ্যক্ষ

---

১১১. *প্রাগুক্ত*

১১২. *প্রাগুক্ত*

১১৩. *প্রাগুক্ত*

১৯৭৬ খ্রি. হতে ১৯৭৯ খ্রি. পর্যন্ত[১১৪]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)	**সভাপতি**
০২	জনাব আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ সওদাগর	**সহ-সভাপতি**
০৩	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন চৌধুরী	**সহ-সভাপতি**
০৪	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুর রহমান সওদাগর	**সহ-সভাপতি**
০৫	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	**সাধারণ সম্পাদক**
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম চৌধুরী	**যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক**
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব	**সহ-সাধারণ সম্পাদক**

১৯৭৯ খ্রি. হতে ১৯৮০ খ্রি. পর্যন্ত[১১৫]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুর রহমান সওদাগর	সহ-সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন চৌধুরী	সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সাধারণ সম্পাদক
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম চৌধুরী	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব	সহ সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	কোষাধ্যক্ষ

১৯৮১ খ্রি. হতে ১৯৮২ খ্রি. পর্যন্ত[১১৬]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুর রহমান সওদাগর	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন চৌধুরী	সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সাধারণ সম্পাদক
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ জাকারিয়া	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব	সহ-সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	কোষাধ্যক্ষ
০৯	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	সহকারী কোষাধ্যক্ষ

১১৪. *প্রাগুক্ত*

১১৫. *প্রাগুক্ত*

১১৬. *প্রাগুক্ত*

১৯৮২ খ্রি. হতে ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত [১১৭]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুর রহমান সওদাগর	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন চৌধুরী	সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সাধারণ সম্পাদক
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ জাকারিয়া	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	কোষাধ্যক্ষ
০৯	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	সহকারী কোষাধ্যক্ষ

১৯৮৪ খ্রি. হতে ১৯৮৫ খ্রি. পর্যন্ত[১১৮]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন চৌধুরী	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ জাকারিয়া	সাধারণ সম্পাদক
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	কোষাধ্যক্ষ
০৮	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	সহকারী কোষাধ্যক্ষ

১৯৮৬ খ্রি. হতে ১৯৮৯ খ্রি. পর্যন্ত[১১৯]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব (র.)	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন চৌধুরী	সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ জাকারিয়া	সাধারণ সম্পাদক

১১৭. *প্রাগুক্ত*

১১৮. *প্রাগুক্ত*

১১৯. *প্রাগুক্ত*

০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব	সহ-সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৯	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	কোষাধ্যক্ষ

১৯৯০ খ্রি. হতে ১৯৯২ খ্রি. পর্যন্ত[১২০]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)	সভাপতি
০২	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ জাকারিয়া	সাধারণ সম্পাদক
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব লোকমান হাকিম মোহাম্মদ ইব্রাহিম	সহ-সাধারণ সম্পাদক
০৯	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	অর্থ সম্পাদক

১৯৯৩ খ্রি. হতে ১৯৯৫ খ্রি. পর্যন্ত[১২১]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)	সভাপতি
০২	আলামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)	নির্বাহী সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুসলিম ভূঁইয়া	সহ-সভাপতি
০৬	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৯	জনাব আলহাজ্ব লোকমান হাকিম মোহাম্মদ ইব্রাহিম	সহ-সাধারণ সম্পাদক
১০	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	অর্থ সম্পাদক

১২০. *প্রাগুক্ত*

১২১. *প্রাগুক্ত*

১৯৯৬ খ্রি. হতে ১৯৯৮ খ্রি. পর্যন্ত[১২২]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)	সভাপতি
০২	আল্লামা সয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)	নির্বাহী সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুসলিম ভূঁইয়া	সহ-সভাপতি
০৬	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৯	জনাব আলহাজ্ব লোকমান হাকিম মোহাম্মদ ইব্রাহিম	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
১০	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	অর্থ সম্পাদক
১১	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	চেয়ারম্যান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ
১৩	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ হাশেম	কেবিনেট সেক্রেটারী

১৯৯৯ খ্রি. হতে ২০০২ খ্রি. পর্যন্ত[১২৩]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)	সভাপতি
০২	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ (মা.যি.আ.)	নির্বাহী সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব	সহ-সভাপতি
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব লোকমান হাকিম মোহাম্মদ ইব্রাহিম	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৯	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
১০	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	অর্থ সম্পাদক
১১	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ রশিদ-উল-হক	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	চেয়ারম্যান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ

---

১২২. *প্রাগুক্ত*

১২৩. *প্রাগুক্ত*

২০০৩ খ্রি. হতে ২০০৫ খ্রি. পর্যন্ত[১২৪]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)	সভাপতি
০২	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)	নির্বাহী সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব (১৭/৫/২০০৪ ইং পর্যন্ত)	সহ-সভাপতি
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব লোকমান হাকিম মোহাম্মদ ইব্রাহিম	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৯	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার	সহ-সাধারণ সম্পাদক
১০	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	অর্থ সম্পাদক
১১	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ রশিদ-উল-হক	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	চেয়ারম্যান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ

২০০৬ খ্রি. হতে ২০০৯ খ্রি. পর্যন্ত[১২৫]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)	সভাপতি
০২	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)	নির্বাহী সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	সাধারণ সম্পাদক
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব লোকমান হাকিম মোহাম্মদ ইব্রাহিম	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার	সহ-সাধারণ সম্পাদক
০৯	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	অর্থ সম্পাদক
১০	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ রশিদ-উল-হক	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১১	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	চেয়ারম্যান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ

১২৪. *প্রাগুক্ত*

১২৫. *প্রাগুক্ত*

২০১০ খ্রি. হতে ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত[১২৬]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)	সভাপতি
০২	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)	নির্বাহী সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	সাধারণ সম্পাদক
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	অর্থ সম্পাদক
০৯	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ রশিদ-উল-হক	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১০	জনাব আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ	চেয়ারম্যান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ

২০১৩ খ্রি. হতে ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত[১২৭]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)	সভাপতি
০২	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)	নির্বাহী সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	সাধারণ সম্পাদক
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	অর্থ সম্পাদক
০৯	জনাব আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ	চেয়ারম্যান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ

১২৬. *প্রাগুক্ত*

১২৭. *প্রাগুক্ত*

২০১৫ খ্রি. হতে ২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত[১২৮]

ক্রম.	নাম	পদবী
০১	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)	সভাপতি
০২	আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)	নির্বাহী সভাপতি
০৩	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৪	জনাব আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম	সহ-সভাপতি
০৫	জনাব আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ	সহ-সভাপতি
০৬	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	সাধারণ সম্পাদক
০৭	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক
০৮	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
০৯	জনাব আলহাজ্ব এসএম গিয়াস উদ্দিন শাকের	সহ-সাধারণ সম্পাদক
১০	জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক	অর্থ সম্পাদক
১১	জনাব আলহাজ্ব প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২	জনাব আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ	চেয়ারম্যান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ

১২৮. *প্রাগুক্ত*

উপসংহার

উপসংহার

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের নাম। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও বিস্তারে এ প্রতিষ্ঠান যুগান্তকারী অবদান রেখে চলছে। এ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বখ্যাত ওলী, যুগশ্রেষ্ঠ 'আলিম ও আধ্যাত্মিক সূফী আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যোগ্য উত্তরসূরী। তিনি একাধারে হাফিয, ক্বারী, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, 'আবিদ, আধ্যাত্মিক সাধক, মানব-সেবক, সমাজ-সেবক এবং 'ওলামা তৈরির কারিগর ছিলেন। তিনি ইসলাম প্রচার ও ইসলামি তাহজীব তামাদ্দুনের আলোকে মুসলিম সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রামে আগমন করে এতদ্‌ঞ্চলের জনগণকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) প্রেমে উজ্জীবিত করে ধর্মবিমুখ ও পাপাচারে নিমজ্জিত আত্মভোলা মানুষকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের পথে নিয়ে আসার জন্য কুর'আন-হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানী 'আলিম তৈরির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

তিনি চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি, জ্ঞানী-গুণী ও শিল্পপতিদের নিয়ে বৈঠক করেন এবং সকলকে ধর্মীয় শিক্ষার বিকাশে নিবিষ্ট চিত্তে 'ইবাদতের জন্য মসজিদ তৈরি ও জনসেবায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। এই মহান সাধক-পীরের আহ্বান, সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। তারা এই মহান আল্লাহ্‌র ওলীর নির্দেশ বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। সকলেই উপলব্ধি করেন যে, এ মহান ওলীর সংস্কার কর্মসূচী ও মুসলিম সমাজ গঠনে এ মহৎ কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী রূপ প্রদান করতে হলে প্রয়োজন একটি সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে সূফী আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.) ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে চট্টগ্রামে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট নামে একটি সংস্থা গঠন করেন।

বর্তমানে এ সংস্থাটির অধীনে অর্ধ-শতাধিক দ্বীনী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। অসংখ্য মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানক্বাহ্ এবং রুহানী সংগঠন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ও দাও'আতে খায়ের ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছে এ সংস্থাটি। যার সুবাধে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি হচ্ছে হাফিয, ক্বারী, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, মুফ্‌তি, আদিব, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, প্রভাষক, বক্তা, লিখক, গবেষক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, কবি, সমাজসেবক, আধ্যাত্মিক সাধক, ইমাম, খতিবসহ আরো অনেক যোগ্য ব্যক্তি। এতে বাংলাদেশের সমাজ ও জনগণ ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে উপকৃত হচ্ছে।

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসাটি চট্টগ্রাম শহরের মুরাদপুরস্থ বিবিরহাটের পূর্ব পার্শ্বে পশ্চিম ষোলশহরে অবস্থিত। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্‌রাসা যোগ্য 'আলিম তৈরি ও ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। অনুরূপভাবে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরের মুহাম্মদপুরে প্রতিষ্ঠিত ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসাও একটি বড় দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশব্যাপী সমাদৃত হয়ে আসছে।

মহান ওলী সুফী আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এর ১০৯ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন শেষে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁরই একমাত্র পুত্র আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (১৯৬১-১৯৯৩ খ্রি.) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

অত:পর আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টসহ সকল অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। পিতার ন্যায় তিনিও ধর্মীয় পথে আত্মোৎসর্গকারী এক মহান ব্যক্তি। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও দক্ষতার সাথে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এ মহান পীরের ইন্তিকাল হলে তাঁরই দুইজন সুযোগ্য পুত্র আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্‌ (মা.যি.আ.) ও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্‌ (মা.যি.আ.) আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাষ্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ দুই মহান ওলীর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের কার্যক্রম অদ্যাবধি সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

উক্ত সংস্থার পরিচালনায় এদেশে বহু মাদ্‌রাসা, মসজিদ, খানক্বাহ্‌সহ শরী'আত ও ত্বারীক্বাতের অসংখ্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এ সকল প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ তথা বর্হিবিশ্বে ইসলাম প্রচার, ত্বারীক্বাতের শিক্ষা, ধর্মতত্ত্ববিদ তৈরি, ইমাম, লিখক-গবেষক ও সমাজ সংস্কারক তৈরিতে অনন্য অবদান রেখে চলেছে।

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা : এ সংস্থার পরিচয়-বৈশিষ্ট্য ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মাযহাব ও মিল্লাতের কর্মকান্ড পরিচালনার্থে অত্র ট্রাস্টের অবদান এবং ট্রাস্টটির প্রচার-প্রকাশনা বিভাগ থেকে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে।

'শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড ও মানব সেবায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা'- মূলতঃ এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টটি।

গবেষক সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে এর তথ্যসমূহ সংগ্রহ করেন। যা অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে বলে গবেষকের বিশ্বাস। এ গবেষণা কর্মে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, ভিত্তি স্থাপন, মাদ্‌রাসার অবকাঠামো, ক্রমবিকাশ, সংস্কার, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, প্রশাসনিক অবকাঠামো সম্পর্কিত আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। সাথে সাথে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক এ যাবৎ যতগুলো মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে মাদ্‌রাসাসমূহের বহুবিধ অবদানও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সারাদেশে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত খানক্বাহ্‌সমূহের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভে ২৯টি খানক্বাহ্‌-এর নাম উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে- ঢাকাস্থ কায়েৎটুলী খানক্বাহ্‌-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, চট্টগ্রামস্থ আলমগীর খানক্বাহ্‌-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, গাইবান্ধাস্থ খানক্বাহ্‌-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া, নারায়নগঞ্জস্থ খানক্বাহ্‌-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, কক্সবাজারস্থ খানক্বাহ্‌-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, নীলফামারীস্থ খানক্বাহ্‌-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া উল্লেখযোগ্য। এ খানক্বাহ্‌গুলোতে তাক্‌ওয়াহ্‌ অবলম্বন, নবীপ্রেম অবলম্বন, ধর্মীয়-সংস্কৃতির বিকাশ ও সমাজ উন্নয়নে খানক্বাহ্‌সমূহের ভূমিকা এ গবেষণাকর্মে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার, ইসলামি মূলধারা রক্ষা ও সুশীল মুসলিম সমাজ গঠনে অনন্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে এ আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টটি। বিশেষ করে অত্র ট্রাস্ট্রের

তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল এবং ঢাকাস্থ ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসার ভূমিকা ও অবদান আজ দিবালোকের ন্যায় সত্য। এ প্রতিষ্ঠানসমূহে অসংখ্য ছাত্র শিক্ষা অর্জন করে আজ দেশ ও সমাজে ইসলামের সঠিক ধারা প্রচার-প্রসারে কাজ করে যাচ্ছেন। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা থেকে অসংখ্য নামী-দামী প্রাক্তন ছাত্ররা আজ সারা বিশ্বে দ্বীনী শিক্ষা প্রচার-প্রসার ও উন্নত জাতি গঠনে অবদান রেখে যাচ্ছেন। যখন বাংলার যমীনে নবীপ্রেম মানুষের অন্তর থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.), চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (র.)-এর আদর্শের ওপর 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঘোষণা করেন "ইয়ে জামেয়া কিশতিয়ে নুহ হ্যায়" অর্থাৎ এই জামেয়া মাদ্‌রাসাটি হযরত নুহ (আ.)-এর নৌকা তুল্য।

ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টটি বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সারা বিশ্বে এ ট্রাস্টের মাধ্যমে ইসলামের অনন্য খিদমাত আঞ্জাম দেওয়া হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদি। এ গবেষণাকর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সেসাথে আমি এ ও আশা করি যে, এ গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এ ট্রাস্টের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিচিতি, এর কার্যক্রম, অবদান এবং বৈশিষ্ট্যাবলী ইত্যাদি জানতে পারবে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমাকে এ অভিসন্দর্ভের পাঠককূলকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও আদর্শ এবং আউলিয়া-ই-কিরামের পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধি তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও শান্তি লাভ করার শক্তি দান করুন। আমীন।

ثم الحمد لله ربّ العالمين و الصلواة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين وعلى اله واصحابه و جميع امّته اجمعين- امين

والله اعلم بالصّواب

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী

: আল-কুর'আন আল-করীম

আত্-তাবারী, ইব্ন জারীর, : *তারিখুর রসূল ওয়াল মুলুক*, ৩য় খণ্ড, মিশর: দারুল মা'রিফ, ১৩৫৭ হি.।

আবুল ফাত্তাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া : *দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান*, ঢাকা: আল আমিন রিসার্চ একাডেমী, ১৪১৮ হি./ ১৯৮৮।

আবু সা'য়ূদ, কাজী : *তাফসীরু আবী সা'য়ূদ*, বৈরূত : দারুর কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯।

আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস : *তাফসীরু ইব্ন আব্বাস*, বৈরূত, লেবানন : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, তা.বি।

আবূ যাহু, মুহাম্মদ : *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৪ হি./১৯৯৪।

আবুল হাসান আলী আল-হুসাইনী আল-নদভী, : *আস-সীরাতুন নাবুবিয়্যাহ্*, বৈরূত : দারুশ শুরুক, ১৪০৫ হি.।

আবুল ওয়াফা আল গানীমা আল তাফতাযানী, ড. : *মাদ্খাল ইলা আত্তাসাউফ আল ইসলাম*, কায়রো : দারুল ছিক্বাফাহ্- ১৯৮৯।

আবদুল বাকী, ফুয়াদ : *মু'জামুল মাফাহরিস লি. আলফাযিল কুর'আন*, বৈরূত: দারুল শে'রে বাঙলা জায়ল, ১৯৮৭।

আবু দায়ূদ, ইমাম : *সুনানু আবি দায়ূদ* ,কাহেরা : দারুল হাদীস আল-সিজিস্তানী তা.বি.।

আমীমুল, ইহসান, সৈয়্যদ, মুফতী, : *কাওয়া'ঈদুল ফিক্হ*, ভারত : আশরাফী বুক ডিপো ১৯৯১।

আর-রাযী, আব্দুর রহমান ইবন আবী হাত্বিম, : *জারহু ওয়াত-তা'দীল*, ভারত : ১৩৭১ হি./ ১৯৫২।

আল-জুযী, ইউসুফ আল-বোরহান : *ফি উসূলিল ফিকহ*, ২য় খণ্ড, বৈরূত : লেবানন, তা. বি.।

আলুসী, মাহমুদ বাগদাদী : *তাফসীরুল রুহুল মা'আনী*, কাহেরা: আল-মাকতাবাতুত্তাওফিকিয়্যাহ, তা.বি।

আল-হাসানী, আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ : *আল-বাহরুর মাদীদ*, মিশর : আল-মাকতাবাতুত্তাওফিকিয়্যাহ, তা.বি.।

আলী সাবূনী, মুহাম্মদ : *সাফওয়াতুত্‌ তাফসীর*, বৈরূত : ধালমুল কুতুব, ১ম সং, ১৪০৬ হি./১৯৮৬।

আল-কাত্তানী, আব্দুল হাই ইবনে আবদে রাব্বাহু, : *তারতীবুল ইদায়িরা*, বৈরূত : ২য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ১৯৭৮।

আল-খতীব, আত্‌-তাবরীযী, ওলিয়্যুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ্‌ : *মিশকাতুল-মাসাবীহ*, লাহোর : মাকতাবাহ্‌, মুস্তফায়ী, তা.বি।

আলাউদ্দীন মুত্তাকী আল-হিন্দি : *কানযুল 'য়ুম্মাল*, লাহোর : মাকতাবায়ে রহমানিয়্যাহ, তা. বি.।

আল-আছীর, ইসাম'ঈল : *সীরাতুন্নাবুবিয়্যাহ (সা.)*, কায়রো : প্রকাশকের নাম বিহীন, ১৯৬২।

আল-ইরাকী, আবদুর রহীম : *ফাতহুল মুগিছ বি শারহি আলফিয়াতিল হাদীস*, কায়রো : ১৯৩৭।

আল-হামিদী, ঈসা ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্‌, ড. : *আল-জুযয়ুল মাফকুদ মিনাল জুযয়িল আওয়াল মিনাল মুসান্নিফ*, বৈরূত : মুয়াচ্ছাছাতুল ফাওয়াইদি বি'ইউনু লিত্তাজলিদ, ১ম সং, ২০০৫।

আল 'আমিদী, আলী ইবন মুহাম্মদ, : *আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম*, ৩য় খণ্ড বৈরূতঃ লেবানন, তা. বি. ।

আলী মুহাম্মদ আল আস-সালাভী ড., : *আসসীরাতুন নববীয়্যা*, প্রথম সং, বৈরূত : লেবানন, ১৪২৫ হি./ ২০০৪।

আল সাম 'আনী, আবব্দুল করিম ইবন মুহাম্মদ ইবন মনসুর, : *কিতাব আল আনসাব*, হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ আল উসমানিয়া, তা. বি.।

আল্লামা 'ঈজাজ আল-খত্বীব, ড. : *উসূলুল-হাদীছ*, বৈরূতঃ দারুল ফিক্‌র, ২০১১।

আস সিরাযী, আবু ইসহাক ইব্রাহীম, : *আল-লুমা'য়ু, ফি উসূলিল ফিকহ*, দারুল ইবনি কাছির, ৩য় সং, তা. বি.।

আস-সায়ীদ, আবদুর রহিম আম্বর, : *হেদায়া আল-বারী ইলা তারতীব সহীহ আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, বৈরূত : ১৯৭০ ।

আসকালানী, ইমাম, হাফিয আহমদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হাযর, : *আল-নুকাত 'আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ*, কাহেরা : মাকতাবাতুত্তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি।

আস্-সুবকী, তাজুদ্দীন : *তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ,* বৈরূতঃ দারু-ইহ্ইয়াইল কুতুবিল 'আরবী, তা. বি.।

আহমদ ইয়ার খান, মুফতি, নঈমী, : *তাফসীর-ই নুরুল 'ইরফান,* (বঙ্গানুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর মান্নান), ১ম খণ্ড, চট্টগ্রামঃ ১৯৯৩।

আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ : *আল-বাহরুল মাদীদ,* কাহেরা : আল-মাকতাবাতুত্তা ওফিকিয়্যাহ, তা.বি।

আহমদ ইয়ার খান, নঈমী, মুফতী : *তাফসীরে নুরুল ইরফান,* লাহোর : মাকতাবাতু ইসলামিয়্যাহ, তা. বি।

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, : *মুসনাদ-ই আহমদ,* কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, তা.বি.।

ইব্‌ন হাজার মক্কী : *আল-খায়রাতুল হিসান ফি মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানিফা নু'নাম,* পাকিস্তান : আদব মঞ্জিল, ১৪১৪ হি.।

ইব্‌ন মাজাহ, ইমাম : *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ,* কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫।

ইবনে মনযুর আল্লামা, : *লিসানুল আরব,* ২য় খণ্ড, দারুল ইয়াহয়িল তুরাছিল আরবী, ১ম সং, তা.বি.।

ইব্‌ন মাদানী, 'আলী : *আল-ইলল,* কুয়েত : গাররাস লিন-নশর, ১ম সংস্করণ, ২০০২।

ইব্‌ন 'আসাকির, 'আলী ইব্‌ন হাসান : *তারীখু মাদীনাতি দামিশ্‌ক্ব,* বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫।

ইব্‌ন হিশাম, আবদুল মালিক : *আস্‌সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্,* মিশর : দারুত তাক্ওয়াহ, তা.বি।

ইব্‌ন আবেদীন : *মুকাদ্দামায়ে দুর্‌রে মুখতার আ'লা হাশিয়াতে রদ্দে মুখতার,* ভারত : মাকতাবায়ে যাকারিয়া, ১৯৯৬।

ইব্‌ন হাম্বল, আহামদ : *মুসনাদ,* বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮।

ইব্‌নু তায়মিয়া, তাকী উদ্দীন আহমাদ : *মাজমাউল ফাতওয়া,* মক্কা : মাকাতাবাতু নাহদাতিল হাদীসা, ১৪০৪ হি.।

ইব্‌ন সায়্যিদুদ্দীন : *'য়ুনুল আছর ফি ফুনুনিল মাগাযি ওয়াশ শামায়েল ওয়াছ ছিয়র,* বৈরূত, লেবানন : মুয়াচ্ছাছাতুল ইয্‌যুদ্দীন, ১৯৮৬।

ইব্‌নু আবী শায়বা, আবূ বকর : *আল-মূসান্নাফ*, করাচী : ইদারাতুল কুর'আন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, ১৯৮৬।

ইমাম হাম্বল, আহমদ, ইমাম : *আল-মুসনাদ* (বিশ্লেষকঃ আহমদ শাকির), মিশর : দারুল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, ১৩৩৭ হি.।

ইসমা'ঈল আজলুনী, শায়খ : *কাশফুল খেফাহ ও মুযিলুল ইলবাস*, বৈরূত : মাকতাবুল আসরিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ২০০০।

'উমার ইউসুফ ইবন আব্দুল বারব, : *আবী, জামি'উল বয়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহি*, মিসরঃ ইদারাতল মাত্বা'আতুল মুনীরিয়্যাহ্, ১ম খণ্ড, তা. বি.

'উমার ফারূখ, ড. : *তারীখ আল-আদব আল-'আরবী*, বৈরূত : দারুল 'ইলম লি মালায়ীন, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৪।

কাযী আয়ায, ইমাম, আবুল ফদল, আয়ায ইব্‌ন মুছা ইব্‌ন আয়ায : *আশ-শিফা*, বৈরূত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৬।

কুরতুবী, ইমাম আল্লামা আবুল আব্বাস, : *তাফসীরু আহকামিল কুর'আন*, কাহেরা : দারুল কুতুব মিসরিয়্যাহ সংস্কারণ, ১৩৮৪ হি.।

কুশায়রী, মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ, ইমাম : *সহিহ্ মুসলিম*, মিশর : দারুত তাক্বওয়া, তা. বি।

কুশায়রী, মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ, ইমাম : *আত্ব-তাবক্বাত*, বিশ্লেষক : আবূ- 'উবায়দা মাশহুর ইব্‌ন হাসান, রিয়াদ্ব : দারুল হিজরা, ১ম সংস্করণ ১৪১১ হি.।

কুসতালানী, ইমাম শিহাবুদ্দীন আহমাদ : *মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়া*, মিশর : আল্-মাকতাবাতুল্ ফিক্‌হিয়্যাহ্, তা. বি।

খাযেন, ইমাম 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম, 'আলা উদ্দীন : *তাফসীরু খাযেন*, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল শা'বিয়্যাহ, তা. বি.।

ছালাভী, ইমাম, ড. 'আলী মুহাম্মমদ আস সালভী : *তাফসীরু ছালাভী*, বৈরূত : লেবানন : দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল-আরবী, তা.বি.।

তিবরীযী, ওলী উদ্দীন খতীব, : *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ঢাকাঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, তা. বি.।

তিরমিযী, আবূ ইসা মুহাম্মদ ইব্‌ন, ইমাম : *জামি'উত তিরমিযী*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫।

তিরমিযী, আবূ ইসা মুহাম্মদ ইব্‌ন, ইমাম : *শামায়িলু তরিমিযী*, দেওবন্দ : কুতুবখানা রশিদিয়্যা, তা.বি.।

ত্বাহাবী, ইমাম, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু জা'ফর : *শারহুল মা'আনিয়ীল আছার*, ঢাকা : মাকতাবাতুল হাফাহ বাংলাদেশ, তা.বি.।

নদভী, সায়্যিদ সোলাইমান মুসলমান, : *কি আকীদা তা'লীম*, ভারতঃ আজমগড়, ১৯৩৮।

নদাভী, সাইয়্যেদ সুলাইমান, : *আরব ও হিন্দ কে তায়া'ল্লুকাত*, এলাহাবাদঃ ১৯৩০।

নু'মানী, মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ : *আল-ইমাম ইবন মাজা ওয়া কিতাবুহু আল-সুনান*, বৈরূতঃ মক্তব আল-মতবু'আত আল ইসলামিয়্যা, ১৪১৯ হি.।

নাসায়ী, ইমাম, আহমদ ইব্‌ন শুয়া'ইব : *সুনানু নাসায়ী*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৯।

বুখারী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল, ইমাম : *আল-জামি'উস সহিহ্‌*, দিল্লী : রশিদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি।

বাগবী, আবু মুহাম্মদ হুসাইন : *শরহুস সুন্নাহ*, বৈরূত, লেবানন : আল-মাকতাবাতু আল- ইসলামী, ১৯৮৩।

বায়হাকী, ইমাম, আবু বকর আহমদ ইব্‌ন হোসাইন : *দলাইলুন নবুওয়্যাত*, বৈরূত : দারুলকুতুব আল-ইলমিয়্যা, ২য় সংস্করণ, ২০০২।

মান্না'উল কাত্তান, : *মাবাহিছ ফী উ'লুমিল কুরআন*, রিয়াদ্বঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তৃতীয় সং., ১৪২১ হি./ ২০০০।

মুস্তফা আস্ সাবা 'ঈ, ড., : *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী' ঈদ ইসলামী*, মিশরঃ দারুল সালাম, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪৩১ হি./ ২০১০।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ, : *সুনান-ই ইবন মাজাহ* কায়রো : মাত্বা 'আতুল ইসলামিয়া, ১ম সং., ১৩১৩ হি.।

মুহাম্মদ খোদ্বারী বেক, : *উসূলিল ফিক্‌হ*, বৈরূত : দারুল ফিকর, লেবানন,তা.বি.।

মুহাম্মদ রেযা মোযাফফর, : *উসূলিল ফিকহ*, ২য় খণ্ড লেবানন : বৈরূত, তা. বি.।

মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, : *আসরারে আউলিয়া*, চট্টগ্রামঃ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭।

মুহাদ্দিস দেহলভী, আবদুল হক, শায়খ : *আখবারুল আখয়ার*, দিল্লী : আদবী দুনিয়া- ১৯৯৪।

রেজভী, সাইয়্যেদ মাহবুব : *তারিখে দারুল 'উলুম দেওবন্দ*, ১ম খণ্ড, দেওবন্দঃ ইদারা ইহতিমাম দারুল 'উলুম, ১৯৯২।

রফিক আহমদ, মাওলানা,	:	*ইযাহুল মিশকাত*, চট্টগ্রামঃ আল মাকতাবা আল আশরাফিয়া পটিয়া, ১৯৯৫।
রাযী, ফখরুদ্দীন, ইমাম	:	*তাফসীরু কবীর,* কাহেরা : আল-ওয়াফিকিয়্যাহ তা.বি.।
সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া,	:	ওলামায়ে হিন্দ-কা শানদার মাজী, দিল্লীঃ কিতাবিস্তান, তা. বি।
সাঈদী, গোলাম রাসূল	:	*তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, লাহোর : ফরিদ বুক সেন্ট্রাল, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭।
সিদ্দিকী, শায়খ মুহাম্মদ তাহের	:	*মাজমা 'বিহারুদ আনোয়ার,* মদিনা মনোয়ারাঃ মাকতাবাতু দারিল ঈমান, ১৪১৫ হি.
শেখ আহমদ, মাওলানা,	:	*তাকরীরে তিরমীযী*, চট্টগ্রামঃ রশিদিয়া লাইব্রেরী, হাটহাজারী' ১৪২৪।
হক্কী, শায়খ ইসমা'ঈল	:	*তাফসীরু রুহুল বায়ান*, লাহোর : মাকতাবায়ে রহমানিয়্যাহ, তা.বি.।
হালভী, আলী ইব্‌ন ইব্রাহীম	:	*সিরাতুল হালভীয়্যাহ,* বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ ২০১২।

বাংলা

আ.ই.ম নেছার উদ্দীন ড., : *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৫।

আজমী, মাওলানা নূর আহমদ : *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস,* ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৬৬।

আজিজুল হক বান্না : *বরিশালে ইসলাম,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৯।

আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯।

আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক ড. : *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ অতীত ও বর্তমান।* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সংখ্যা জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৬।

আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য : *ইসলামি বিশ্বকোষ,* ৯ম খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮।

আবদুল করীম ড. : *চট্টগ্রামে ইসলাম,* চট্টগ্রাম : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০।

আবদুল বাতিন : *সীরাত এ মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী,* এলাহবাদ : আসরারে করীমী প্রেস, ১৩৬৮ হি.।

আব্দুস সাত্তার, ড., : *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস,* ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ-আগষ্ট-২০০৪ খ্রি./রজব-১৪২৫ হি.।

আবদুল বাতিন, মাওলানা, : *সীরাত এ মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী,* এলাহবাদ: আসরারে করীমী প্রেস, ১৩৬৮ হি.।

আবদুল ওয়াজেদ, ক্বাজী, মুফতি : *শানে গাউসুল আ'যম,* চট্টগ্রাম : গাউছিয়া প্রকাশনী ২০০৩।

আবদুল কাদির : *বাংলা কাব্যে মুসলিম সাধনা,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, ড. : *আরবী প্রবাদ সাহিত্য,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম সংস্করণ ২০০২।

আবদুল করীম : *আবদুল হক চৌধুরী ও তাঁর গবেষণাকর্ম,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

আব্দুল কাদের : *নোয়াখালীতে ইসলাম,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯১।

আবদুর রশীদ, খন্দকার, : *বগুড়ায় ইসলাম,* ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০২।

আবদুল করিম	:	*বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২য় সং, জানুয়ারী ১৯৮৭।
আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া,	:	*দেওবন্দ আন্দোলন-ঐতিহ্য-অবদান*, ঢাকাঃ আল আমিন রিচার্চ একাডেমী, ১৪১৮ হি./১৯৯৮।
আব্দুল আলিম, এ. কে. এম.,	:	*ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।
আমীমুল ইহসান, মুফতি	:	*তারিখে ইলমে হাদীস*, অনুবাদক- মাওলানা শরীফ মোহাম্মদ ইয়ূসুফ, ঢাকা : কুতুবখানায়ে রশিদিয়া, ১৪১১ হি.।
আমিনুল ইসলাম, ড.	:	*মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবস্তান, ৫ম সংস্করণ ২০০৬।
আযহারুল ইসলাম, এ.কে.এম ও মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান শাহ	:	*বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, যুক্তরাজ্যঃ দি ইসলামিক একাডেমী, ক্যাম্ব্রীজ, জুন, ২০০৩।
অরবিন্দ পোদ্দার, ড.,	:	*মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্য মধ্যযুগ*, কলিকাতাঃ এস খান প্রিন্টার্স, তা.বি.।
আল-আযহারী, মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন	:	*আহলে বায়তের ফযীলত*, চট্টগ্রাম : আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট ২০১৫।
আল কুরায়শী, মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী,	:	*মাসিক তরজুমানুল হাদীস*, ১০ সংখ্যা, পাবনাঃ তা. বি.।
আসাদ বিন হাফিজ	:	*আল কোর'আনের বিষয় অভিধান*, মগবাজার, ঢাকা : প্রীতি প্রকাশনা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪।
আহসান সাইয়েদ, ড.,	:	*বাংলাদেশে হাদিস চর্চা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকাঃ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারী ২০০৬।
আহসান সাইয়েদ, ড.,	:	*বিলুপ্ত চিটাগাং মাদ্রাসা*, চট্টগ্রামঃ দ্যা চিটাগাং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আটর্স, খণ্ড- ১৭, জুন, ২০০১।
আহমদ আলী, ড.	:	*আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, চট্টগ্রাম : আল-আকিব প্রকশনী, ২০০৪।
আহসানুল হক	:	*চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, চট্টগ্রাম : ২০১৪।
ইউসুফ আরশাদ,	:	*পঞ্চরত্ন পরিজন*, চট্টগ্রামঃ কোর নলেজ ফাউন্ডেশন, ২০০৭।
ইউসুফ ফজলুল হাসান	:	*বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫।

ইমতিয়ায চৌধুরী মুহাম্মদ,	:	*ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কাঙ্খিত শিক্ষানীতি*, মাসিক পৃথিবী, নভেম্বর ২০১২।
এনামুল হক, ড.,	:	*পূর্ব পাকিস্থানে ইসলাম*, ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৪৮।
এম. এ. রহিম, ড.,	:	*বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতহাস*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ/মার্চ ১৯৮২।
এস. এম. বোরহান উদ্দিন,	:	*স্মরণের আবরণে*, চট্টগ্রাম: তৈয়্যবিয়া ইসলামিক মিশন বাংলাদেশ, ২০০১।
ওছমানী, মুহাম্মদ ছগীর	:	*প্রসঙ্গ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, কামিল মাদ্‌রাসা*, বিদায়ী স্মরণিকা চট্টগ্রাম: ১৯৯৫।
কে.এম আবদুল লতিফ, ড.	:	*ইমাম ইব্‌ন মাজাহ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ২০০৮।
কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, ড.,	:	*ভারতের ইতিহাস কথা*, কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৭৯।
কিসমতী, জুলফিকার আহমদ	:	*চিন্তাধারা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮।
গোপাল হালদার	:	*সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা: রহমান আর্ট প্রেস, ১৯৭৪।
গোলাম ইয়াহইয়া আনজুম, ড.	:	*তারিখ-ই মাসায়িখ-ই ক্বাদিরিয়া*, দিল্লী : কুতুবখানা আমজাদিয়া- ২০০৩।
গোলাম সাকালায়েন, ড.	:	*বাংলাদেশের সূফী-সাধক* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্কারণ, ২০০৩।
গোলাম মোস্তফা,	:	*বিশ্বনবী*, অষ্টদশ সংস্করণ ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮২।
চাট্‌গামী, এম, সেলিম খাঁন	:	*বাগে তৈয়্যবাহ্*, চট্টগ্রাম : আল্লামা তৈয়্যবিয়া সোসাইটি- বাংলাদেশ, ১৯৯৫।
চৌধুরী, নুরুল আনোয়ার হোসেন, দেওয়ান,	:	*আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।
চৌধুরী, আবদুল হক,	:	*বন্দর শহর চট্টগ্রাম*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।
চৌধুরী, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা	:	*চট্টগ্রামের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১১।
চৌধুরী, মুহাম্মদ হাসান আলী,	:	*রংপুরে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬।

জামাল উদ্দীন : *বার আউলিয়ার চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রামঃ বলাকা প্রকাশন, ২০১২।

জিলানী, আবদুল ক্বাদির : *দিওয়ানে গাউসিয়া*, বাংলা অনুবাদক- সৈয়্যদ এ.টি. মাহমুদ হোসেন, ঢাকা : ১৯৭৬।

তালিব, আবদুল মান্নান, : *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২।

তাহের আল-ক্বাদেরী, আল্লামা, ড., : *তাসাউফের আসল রূপ*, অনুবাদক, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্, চট্টগ্রামঃ সন্‌জরী পাবলিকেশন, ১৪৩১ হি., ২০১০।

নাজির আহমদ, এ.কে.এম, : *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯।

নোমান, হেলাল উদ্দীন, মুহাম্মদ : *ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় চট্টগ্রামের আলিমদের ভূমিকা* চট্টগ্রামঃ অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি, অভিসন্দর্ভ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩ খ্রি.।

নাসির হেলাল, : *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০০।

ফকীর আবদুল রশিদ : *সূফী দর্শন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং, ১৯৮৪।

বদিউল আলম রিযভী, মাওলানা : *সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন*, চট্টগ্রাম : রেযা ইসলামিক একাডেমী, বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০১০।

ভূঞা, আবুল কাসেম, : *পুথি সাহিত্যে মহানবী (সা.)*, ঢাকা : তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৯২।

মাওলানা নূর মুহাম্মদ (সম্পাদিত), : *জীবনের জলছবি*, ঢাকাঃ ১৯৯৯।

মুক্তাদা হাসান, আযহারী, ড. : *আরবী সাহিত্যিকের ইতিহাস*, অনুবাদক– ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, রাজশাহী : মুহাম্মাদী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, : *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি* চট্টগ্রামঃ গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, দিদার মার্কেট, দেওয়ানবাজার, ২০১২।

মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, : *‘আলা হযরতের চিন্তাধারা ও শাহেনশাহে সিরিকোট*, চট্টগ্রামঃ গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ, তা.বি.।

মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার : *গাউসুল আ'যম জিলানী (র.) এর সংস্কার ও ত্বারীক্বাহ্*, চট্টগ্রাম : মুহাম্মদ ফজলুল করিম তালুকদার- ২০০২।

মোছাহের উদ্দীন বখতিয়ার : *সিরিকোট থেকে রেঙ্গুন*, চট্টগ্রাম : চাটগাঁ প্রকাশন, ২০০৬।

মোছাহের উদ্দীন বখতিয়ার : *সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস*, চট্টগ্রাম : ২০০২।

মোছাহের উদ্দীন বখতিয়ার : *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি*, চট্টগ্রাম : গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ২০১২।

মুন্সী, একে.এম. ফজলুর রহমান : *গাউসুল আযম হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী*, ঢাকা : বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি. ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৯।

মনির উদ্দীন ইউসুফ : *বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং, ২০১৩।

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, প্রফেসর, : *ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি পর্যালোচনা*, রজত জয়ন্তী, স্মারক পত্র, ১৯৭৯-২০০৪। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাওলানা, : *হাযির-নাযির*, চট্টগ্রাম : আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২০১৪।

মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাওলানা, : *ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত*, চট্টগ্রাম : আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২য় সং, ২০১৫।

মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাওলানা, : *শানে রিসালত*, চট্টগ্রাম : আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২০১৪।

মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাওলানা, : *নূরানী তাক্বরীর সম্ভার*, চট্টগ্রাম : আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২য় সং, ২০১৪ খ্রি.

মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাওলানা, : *মীলাদ-ই সুয়ূত্বী ও মীলাদ-ক্বিয়ামের দলীল*, চট্টগ্রাম : আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২০১৪।

মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলি, : *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা: ১৯৯৯।

মুহাম্মদ খালেদ, (সম্পাদক) : *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম: আজাদী প্রিন্টার্স লি. আন্দরকিল্লা ১৯৯৫।

মোহাম্মদ আজিবার রহমান, ড., : *আরবী ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর খুলনা জেলার আলিমগণের অবদান, ১৯০৫-২০০০*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট অভিসন্দর্ভ, ২০০৮।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, : ‘*বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, অগ্রপথিক, ১৭ বর্ষ, সংখ্যা ১০, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর, ২০০২।

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০।

মুহাম্মদ ইসহাক, ড. : *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, ঢাকা: ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

মুহাম্মদ আলমগীর : *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষা ও প্রকৃতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

মুহাম্মদ আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম : *মুসলিম শিক্ষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ড. : *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৬।

মুহাম্মদ সৈয়্যদ আবদুল গণি, মাওলানা : *আয়নায়ে বারী*, চট্টগ্রাম: মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, ২০০৭।

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ : *উর্দু ভাষায় গ্রন্থ রচনায় চট্টগ্রামের ‘আলিমদের অবদান*, চট্টগ্রাম: অপ্রকাশিত এম.ফিল., অভিসন্দর্ভ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়’ ২০১১।

মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ড., : *সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা ‘আওনুল-বারী*, ১ম খণ্ড, রাজশাহী: ২০০৪, ১৪২৫ হি., ১৪১১ বাংলা।

মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ড., : *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত*, রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, ১ম সং., ১৪২২ হি., ২০০১।

মহিউদ্দীন এ, কে, এম. : *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ ১৯৯৬।

মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, মাওলানা, : *দরসে হাদীস*, চট্টগ্রাম : আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২০০৯।

মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ড., : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, সেপ্টেম্বর, ২০০১।

মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক ড., : *দিরাসাত ফী আল-হাজারাত ওয়া আল-ছাকাফাত আল-ইসলামিয়া ফী বিলাদ আল-বাঙ্গাল*, ২য় খণ্ড, কুষ্টিয়া: ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, তা.বি.।

মুহাম্মদ রুহুল আমীন, : *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান, ১৭৫৭-১৮৫৭*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৬।

মোহাম্মদ আশরাফ উজ্-জামান, : *বৃহত্তর রংপুর জেলায় ইসলাম প্রচারে আউলিয়া কেরামের ভূমিকাঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ২০০০।

মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, : *মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকা: আজাদ এন্ড পাবলিকেশন্স লি., ১ম সং, নভেম্বর ১৯৬৫।

মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলি, : *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা: ১৯৯৯।

মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল, : ১৩ তম সং, কায়রো: মাকতাবাতুস সুন্নাহ আল মুহাম্মদীয়া, ১৯৬৮।

মুহিউদ্দিন খাঁন, মাওলানা, : *বাংলাদেশ ইসলাম*, কয়েকটি তথ্যসূত্র, ঢাকা: মাসিক মদিনা, জানুয়ারী ১৯৯২।

মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, সৈয়্যদ, : *মুর্শিদে বরহক্ব আল্লামা হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) জীবনী গ্রন্থ*, ২য় সং. চট্টগ্রাম: ২০০৬।

মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ, প্রফেসর ড., : *ইফ্‌তিতাহিয়া*, করাচি: ইদারায়ে মাসউদিয়া, তা.বি.

মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাওলানা : বাংলা উচ্চারণসহ *তরজমা-ই কোর'আন*, চট্টগ্রাম : ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, ২০০৪।

মুহাম্মদ আলমগীর : *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য প্রকৃতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

মুহাম্মদ নুরুল হক, মাওলানা : *নূরে মুজাস্‌সাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১।

মুহাম্মদ মুনসুর উদ্দীন, অধ্যাপক : *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা : হাসি প্রকাশনালয়, খ. ২, ১৩৭১।

মুহাম্মদ শফী, মুফতি : *তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন (বাংলা)*, মদিনা : খাদেমুল হারামাইন শরিফাইন বাদশাহ ফাহাদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, তা.বি।

মুহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ, ড. : *বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : আল- কুর'আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ২০০৪।

মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম : *কুর'আনের ইতিহাস*, ঢাকা : দারুল কুর'আন, ১৯৯৬।

মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, ড. : *নূর তত্ত্ব*, চট্টগ্রাম : হাটহাজারী ইমাম মুসলিম ফাউন্ডেশন, ১ম সং, ২০১৩।

মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, ড. : *আলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম*, চট্টগ্রাম : ইমাম মুসলিম ফাউন্ডেশন, ১ম সং, ২০১৫।

মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, ড. : *ইমাম তাহাভী (র.) জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম সং, ১৯৯৮।

মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, ড. : *‘উলুমূ’ল-কুর’আন*, রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ, শায়ি, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১১।

মোহাম্মদ আবদুল হালিম, ড. : *ইমাম মুসলিম (রহ.) : জীবন ও কর্ম, চট্টগ্রাম :* হাটহাজারী, আল-ইমাম মুসলিম (র.) ফাউন্ডেশন, ১ম সংস্করণ, ২০১২।

মুহাম্মদ ওসমান গণি, হাফিয, মাওলানা : *বার মাসের আমল ও ফযিলত*, চট্টগ্রাম : ২০১৫।

মোহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, অধ্যাপক, : *শিক্ষার ইতিহাস*, ঢাকা: রহমান আর্ট প্রেস, ১৯৬৯।

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন : *বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস ১৯৭১-১৯৯০*, রাজশাহী: অপ্রকাশিত এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

মিয়া, মুহাম্মদ জমির উদ্দীন : *বাংলা সাহিত্যে রাসূল রচিত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

রাইছউদ্দীন খান, : *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানী, ৬ষ্ঠ সং, মে ১৯৯৬।

রফিক আহমদ, মাওলানা, : *ভারত বাংলাদেশের আউলিয়া ও মুহাদ্দেসীন*, চট্টগ্রাম: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, পটিয়া, ১৯৮৯।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড., : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, মধ্যযুগ, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৩৮৫ বাংলা।

শিবলী নু’মানী, আল্লামা, : *সিরাতুন্নবী (সা.)*, আজমগড় : দারুল মুসান্নিফীন ২য় খণ্ড, ১৮৮৯।

শাহ্ হোসেন ইকবাল, : *কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা পাঁচদশকের পদার্পণ: প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা*, রাহমাতুল লিল আলামীন, পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী স্মারক, ২০১০।

সফিউর রহমান মুবারকপুরী, : শায়খ, *আর’রাহিকুল মাকতুম*, রিয়াদ: মাকতাবাতু দারুস্‌সালাম, ১৯৯৩।

সাহিদুর রহমান, : *রংপুরে ইসলাম*, অগ্রপথিক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৯৭।

সৈয়্যদ ইউসূফ হাশেম, আল্লামা, শায়খ, : *সূফীতত্ত্ব ও সূফীবাদ*, অনুবাদক, আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী, চট্টগ্রাম: সন্‌জরী পাবলিকেশন ১৪৩২ হি., ২০১১।

সৈয়্যদ মুহাম্মদ আজিজুর রহমান : *হযরত বায়জীদ বোস্তামী (র.) ও তাঁর দরগাহ শরীফ*, চট্টগ্রাম: বায়জীদ প্রকাশনী, ২য় সং., ২০১৩।

সৈয়্যদ মাহমুদুল হাসান, : *বাংলাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ*, ঢাকা: বাংলাদেশ সৌদী আরব ভ্রাতৃ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯১।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, : *ভারত বর্ষের ইতিহাস*, কলিকাতা: নবজীবন প্রেস, ১৯৮৩।

হাসান জামান, ড., : *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০।

ইংরেজি

Ali, Maulana Muhammad : *The Religion of Islam,* Lahor : The Ahmediyyin Anjuman.

: *Muhammad the Prophet,* Lahor : The Ahmediyyin Anjuman, 3rd Edn, 1951.

Bernard Lewis, : *The Faith and Faithful,* the World of Leis others (eds) London: Thames and Hudson' 1992.

K.A. Fariq : *History of the Arabic Literature,* Delhi: Vikas Publications, 1972

Mohammad dilshad : Iaman Ahmede Raza's *Concept of a Teacher,* Karachi : Idara-i-Tahqeeqat-e-Imam Ahmad Raza International, 2000.

Madani S.M. : *Family planning of the Holy Prophet,* 1st Edi. New Delhi : Adam Publication, 1984.

Muhammad Ishaq, : *Indies contribution to the study of Hadith literature,* Dhaka: University of Dhaka' 1995.

Md. Moniruzzaman Khan. : *Oxford Advanced Learner's Dictonary,* Dhaka : Oxford Press and publications, New Edition' 2006.

P.K. Hitti : *History of the Arabs,* London : The Madcmillan Press, 10th Edn. 1970.

P.K. Hitti, : *History of the Arabs,* New Yark' 1939.

Sekander Ali Ibrahim, Dr. : *Reports on Islamic education and Madrsha education in Bangal* (1861-1977), Vo. 5, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh'1990.

অভিধান

আহমদ শরীফ : *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০।

ফজলুল রহমান, মুহাম্মদ, ড. : *আল-মুনীর* (আরবী-বাংলা অভিধান), ঢাকা : দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ২০১০।

ফজলুল রহমান, মুহাম্মদ, ড. : *আল-মুজামূল ওয়াফী* (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান), ঢাকা : রিয়াদ্ব প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ, ২০১০।

ফিরোজ উদ্দীন মৌলভী : *জামে'ফিরোজ আল-লুগাত*, দিল্লী : আনজুম বুক ডিপো, ১৯৮৭।

রাগিব ইস্পাহানী : *মুফরাদাত আলফাযিল কুর'আন*, বৈরূত : দারুশ শামীয়্যাহ, দামিস্ক : দারুল কলম, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস : *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, কলিকাতা : সাহিত্য সঙসদ, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৪।

সম্পাদনা পরিষদ : *আল-মুনজিদ (আরবী)*, বৈরূত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যা, তা.বি.।

সম্পাদনা পরিষদ : *বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০।

পত্রিকা/ সাময়িকী/ জার্নাল

অগ্রপথিক	:	অক্টোবর ২০১২।
	:	এপ্রিল ২০১১।
	:	সেপ্টেম্বর ২০১৪।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা)	:	৫২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০১০।
	:	৫১ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি- মার্চ, ২০১২।
	:	৫৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর- ডিসেম্বর, ২০১৪।
	:	৫২ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর- ডিসেম্বর, ২০১২।
	:	৫২৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল- জুন, ২০১২।
দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ	:	বর্ষ ১ সংখ্যা, ২ জুলাই- ডিসেম্বর, ২০০৭।
	:	বর্ষ ২ সংখ্যা, জুলাই- ডিসেম্বর, ২০০৮।
	:	বর্ষ ২ সংখ্যা, ১ জানুয়ারি- জুন, ২০০৮।
	:	বর্ষ ২ সংখ্যা, ৮ জানুয়ারি-জুন, ২০১৪।
মাসিক তরজুমান		
	:	আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০০৭, ২৭ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।
	:	ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ২০০৩, ২৩ তম বর্ষ, ১১ তম সংখ্যা।
	:	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি, ২০১০, ৩০ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।
	:	নভেম্বর, ২০০১, ২১ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।
	:	জুন-জুলাই, ২০১২, ৩৩ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।
	:	ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০০৮, ২৮ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।
	:	নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৫, ৩৭ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।
	:	ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ২০১৬, ৩৬ তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।
	:	মার্চ-এপ্রিল, ২০১৬, ৩৭ তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
	:	এপ্রিল-মে, ২০১৬, ৩৭ তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।
মাহনামা হিজায-ই-জাদীদ	:	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৯, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।
রাহমাতুল লিল আলামীন	:	২৯ মার্চ, ২০০৭।
	:	২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১০।
	:	১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪।
	:	২২ ডিসেম্বর, ২০১৫।
ছালছাবিল	:	অক্টোবর, ১৯৯৬।
আত্-তৈয়্যব	:	সেপ্টেম্বর, ২০০৭।

সাহিত্য পত্রিকা	:	বর্ষ ৪৮ সংখ্যা : ৩ আষাঢ় ১৪১৮ জুন, ২০১১।
	:	পয়তাল্লিশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা আষাঢ় ১৪০৯।
সাহিত্য সংস্কৃতি	:	সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা, ২০০৫।

অফিস রেকর্ড

অফিস রেকর্ড : আন্জুমান-এ-রহ্মানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম।

অফিস রেকর্ড : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

অফিস রেকর্ড : ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

অফিস রেকর্ড : ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, বছিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

অফিস রেকর্ড : ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদরপুর, ঢাকা।

অফিস রেকর্ড : মাদ্রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

অফিস রেকর্ড : দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

অফিস রেকর্ড : মাদ্রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

অফিস রেকর্ড : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

অফিস রেকর্ড : মাদ্রাসা-এ-মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

অফিস রেকর্ড : তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

অফিস রেকর্ড : তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূরুল হক জরিনা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, রাংগুনিয়া,চট্টগ্রাম।

অফিস রেকর্ড : তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া বালিকা মাদ্রাসা, মহেষখালী, কক্সবাজার।

অফিস রেকর্ড : মির্জা হোসাইন তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

অফিস রেকর্ড : পশ্চিম সোনাই মোহাম্মদিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

অফিস রেকর্ড : জামেয়া গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্রাসা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

অফিস রেকর্ড : জামেয়া ক্বাদিরিয়া তাহেরিয়া মাদ্রাসা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষিরা।

অফিস রেকর্ড : ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদ্রাসা, পুরাতন জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ।

অফিস রেকর্ড : তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুলতান মোস্তাফা কমপ্লেক্স মাদ্রাসা, কধুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

অফিস রেকর্ড : মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া দরবেশিয়া সুন্নিয়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ০৫.০৮.২০১৫ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সৈয়্যদ অসিয়র রহমান, প্রধান ফকীহ্, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ০৮.০৮.২০১৫ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, সভাপতি, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ১০.০৮.২০১৫ খ্রি.)	:	এড্‌ভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, যুগ্ম-সম্পাদক, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ১৫.০৮.২০১৫ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুহসিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ানাবাজার, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ১৬.০৮.২০১৫ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সেক্রেটারী জেনারেল, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
স্বাক্ষাৎকার (০১.০৮.২০১৫ খ্রি.)	:	হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ২০.০৮.২০১৫ খ্রি.)	:	সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, মাসিক তরজুমান ৩২১ দিদার মার্কেট, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম]
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ১০.১০.২০১৫ খ্রি.)	:	মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নূরুল আলম, প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ২২.১০.২০১৫ খ্রি.)	:	হাফেজ কাজী আবদুল আলীম রিজভী, অধ্যক্ষ, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ২২.১০.২০১৫ খ্রি.)	:	মুফতী আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, উপাধ্যক্ষ, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ২৫.১০.২০১৫ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব হাফেজ মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, আরবি প্রভাষক, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ২৭.১০.২০১৫ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আশরাফ আলী, সভাপতি, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার	:	আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, সদস্য সচিব, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া
(তারিখঃ ২৮.১০.২০১৫ খ্রি.)		কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর ঢাকা।
সাক্ষাৎকার	:	মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ
(তারিখঃ ০১.১১.২০১৫ খ্রি.)		তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার	:	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী, সদস্য সচিব, গর্ভনিং বডি, মাদ্‌রাসা-এ-
(তারিখঃ ০৩.১১.২০১৫ খ্রি.)		তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), বন্দর, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার	:	মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানী, অধ্যক্ষ, দারুল ইসলাম ফাযিল
(তারিখঃ ১০.১১.২০১৫ খ্রি.)		মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার	:	মুহাম্মদ মারফতুন নূর, উপাধ্যক্ষ, দারুল ইসলাম ফাযিল (স্নাতক)
(তারিখঃ ১১.১১.২০১৫ খ্রি.)		মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার	:	মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী, অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া
(তারিখঃ ১৩.১১.২০১৫ খ্রি.)		অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) চন্দ্রঘোনা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার	:	ড. মুহাম্মদ সরোয়ার উদ্দীন, অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া
(তারিখঃ ১৫.১১.২০১৫ খ্রি.)		জামেয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার	:	মুহাম্মদ ইউসুফ বদরী, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া
(তারিখঃ ২৫.১১.২০১৫ খ্রি.)		তাহেরিয়া সুন্নিয়া, নুনিয়াছড়া, ককস্‌বাজার।
সাক্ষাৎকার	:	আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রিজভী, অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ
(তারিখঃ ০২.১২.২০১৫ খ্রি.)		মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার	:	তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য
(০৩.১২.২০১৫ খ্রি.)		জেলা।
সাক্ষাৎকার	:	মুহাম্মদ আবু তাহের, সভাপতি, মোহাম্মদিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া
(তারিখঃ ১০.১২.২০১৫ খ্রি.)		মাদ্‌রাসা লংগদু, রাংগামাটি।
সাক্ষাৎকার	:	মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, সম্পাদক, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া
(তারিখঃ ২৩.১২.২০১৫ খ্রি.)		তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা, পুরাতন জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ।
সাক্ষাৎকার	:	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মনসুর সিকদার, সম্পাদক, মাদ্‌রাসা-এ
(তারিখঃ ২৮.১২.২০১৫ খ্রি.)		তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া দরবেশিয়া সুন্নিয়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ৩০.১২.২০১৫ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, সাধারণ সম্পাদক, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, (ঢাকা, অফিস), মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ০২.০১.২০১৬ খ্রি.)	:	মুহাম্মদ আবু ইউসূফ, ফকীহ্, ক্বাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ০৮.০১.২০১৬ খ্রি.)	:	মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, পুরাতন জিমখানা, নারায়নগঞ্জ।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ১২.০১.২০১৬ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার (১৫.০১.২০১৬ খ্রি.)	:	সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেদীবাগ ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ১৮.০১.২০১৬ খ্রি.)	:	সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, *মাসিক তরজুমান*, ৩২১ দিদার মার্কেট, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম
সাক্ষাৎকার (১৯.০১.২০১৬ খ্রি.)	:	মুফতী মাওলানা ওবাইদুল হক নঈমী, শায়খুল হাদীস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ২১.০১.২০১৬ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, অর্থ-সম্পাদক, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ২২.০১.২০১৬ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামসুদ্দীন, অতিরিক্ত-সাধারণ সম্পাদক, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ান বাজার, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ২৫.০১.২০১৬ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল কাদেরী, সাবেক অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও খতীব, জমিয়াতুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকার (তারিখঃ ২৬.০১.২০১৬ খ্রি.)	:	আলহাজ্ব প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, প্রাগুক্ত

সাক্ষাৎকার : আলহাজ্ব আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলম, সহ-সভাপতি, প্রাগুক্ত
(তারিখঃ ২৭.০১.২০১৬ খ্রি.)

সাক্ষাৎকার : আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, প্রাগুক্ত
(তারিখঃ ২৮.০১.২০১৬ খ্রি.)

সাক্ষাৎকার : আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, চেয়ারম্যান, গাউসিয়া কমিটি
(তারিখঃ ৩০.০১.২০১৬ খ্রি.) বাংলাদেশ।

সাক্ষাৎকার : ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম, উপাধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া
(তারিখঃ ০২.০২.২০১৬ খ্রি.) মহিলা মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

স্বাক্ষাৎকার : আবুল মুহসিন মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, ২১ তম ব্যাচ : কামিল
(তারিখঃ ০১.০৪.২০১৬ খ্রি.) হাদীস, তারিখ

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট— ১

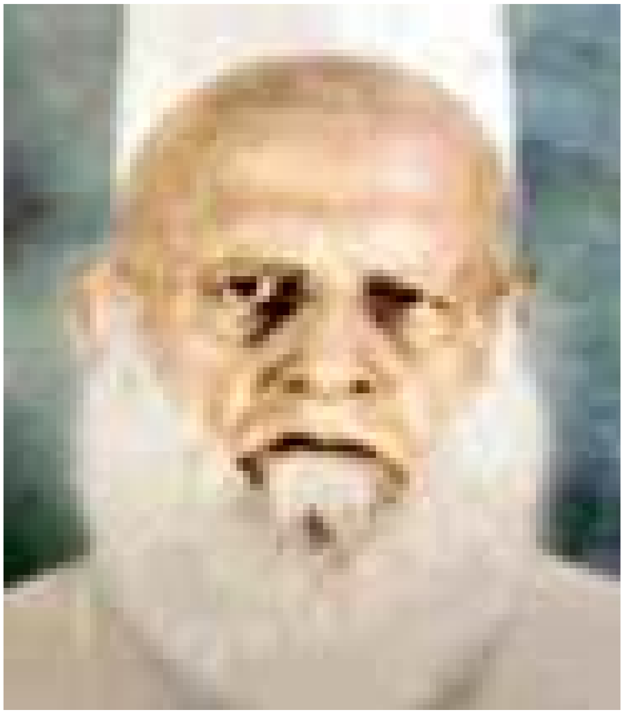

রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)

আন্‌জুমান ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাতা

রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)

আন্‌জুমান ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্টপোষক

পরিশিষ্ট— ২

পীরে ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)
আন্‌জুমান ট্রাস্ট-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান ও পৃষ্ঠপোষক

পীরে বাঙাল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.যি.আ.)
আন্‌জুমান ট্রাস্ট-এর সম্মানিত নির্বাহী চেয়ারম্যান ও পৃষ্ঠপোষক

পরিশিষ্ট— ৩

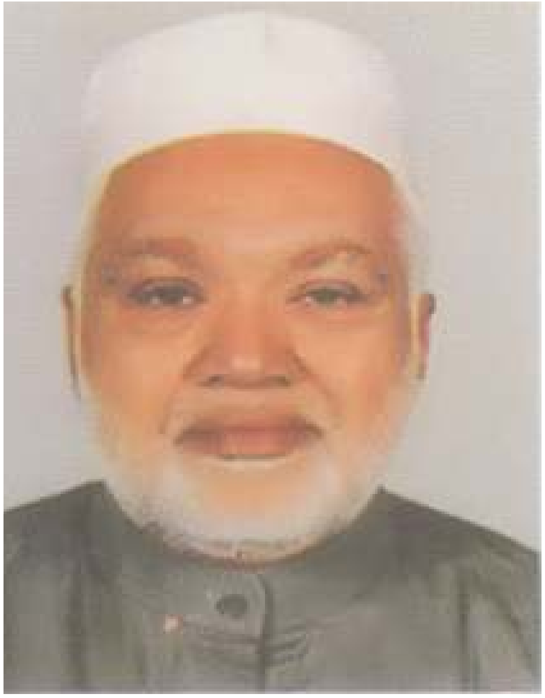

আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন,
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, আন্‌জুমান ট্রাস্ট

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন,
সেক্রেটারি জেনারেল, আন্‌জুমান ট্রাস্ট

পরিশিষ্ট— ৪

আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক
অর্থ সম্পাদক, আন্‌জুমান ট্রাস্ট

আলহাজ্ব এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের
সহ-সাধারণ সম্পাদক, আন্‌জুমান ট্রাস্ট

পরিশিষ্ট— ৫

আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ,
সভাপতি, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ
সদস্য, আন্‌জুমা.ন ট্রাস্ট

আলহাজ্ব অধ্যাপক মুহাম্মদ দিদারুল আলম
সভাপতি, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
সদস্য, আন্‌জুমান ট্রাস্ট

পরিশিষ্ট— ৬

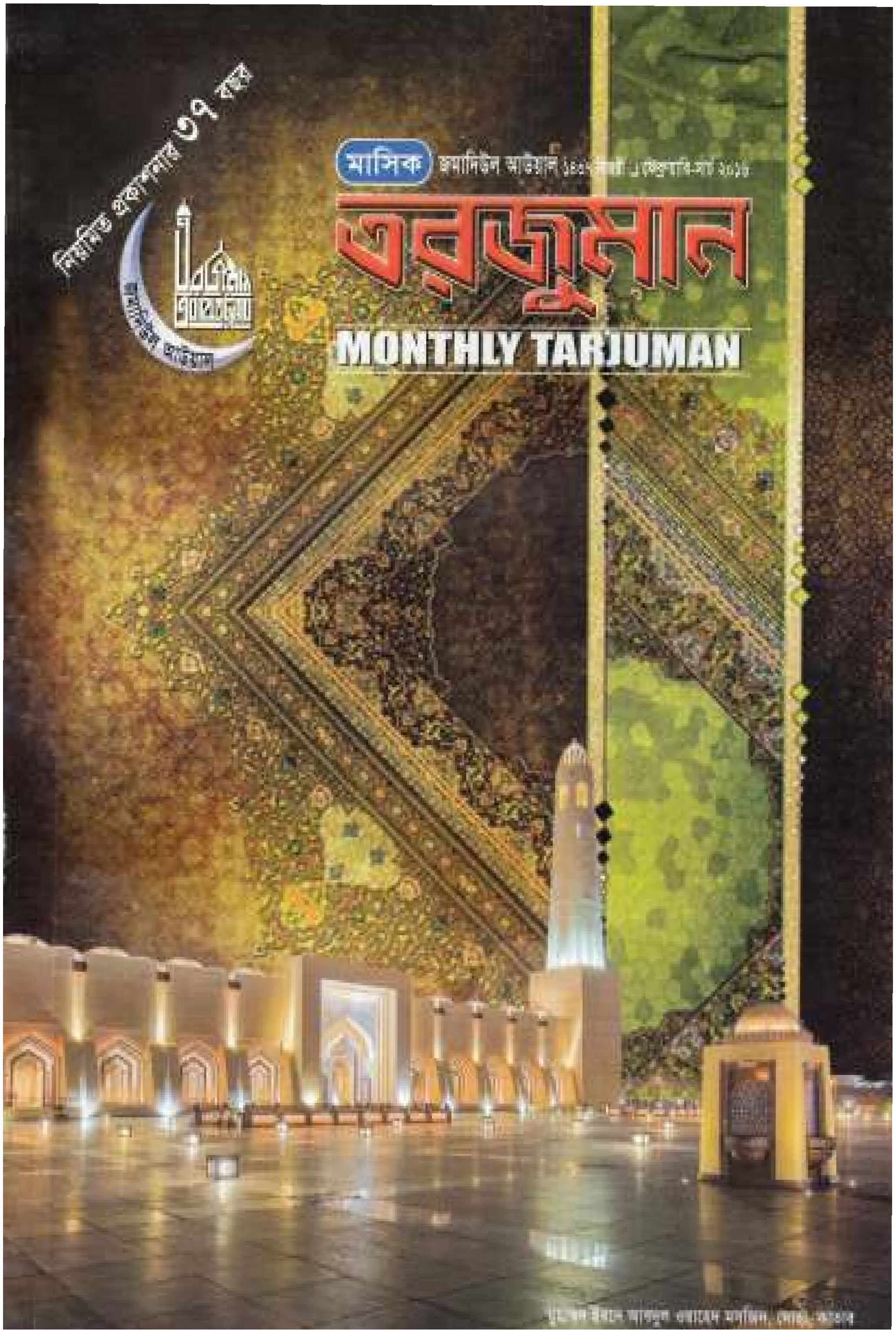

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রচার
ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা
"মাসিক তরজুমান"

পরিশিষ্ট— ৭

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রচার ও প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

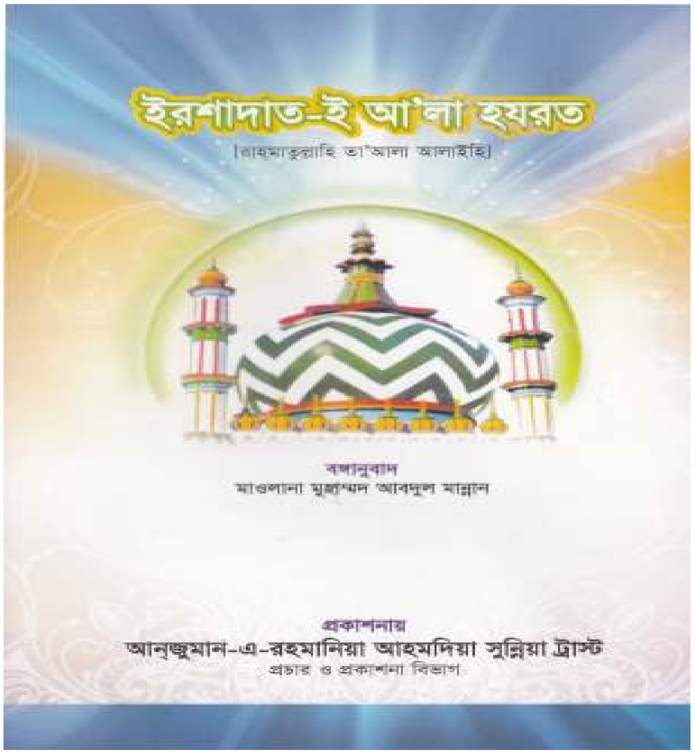

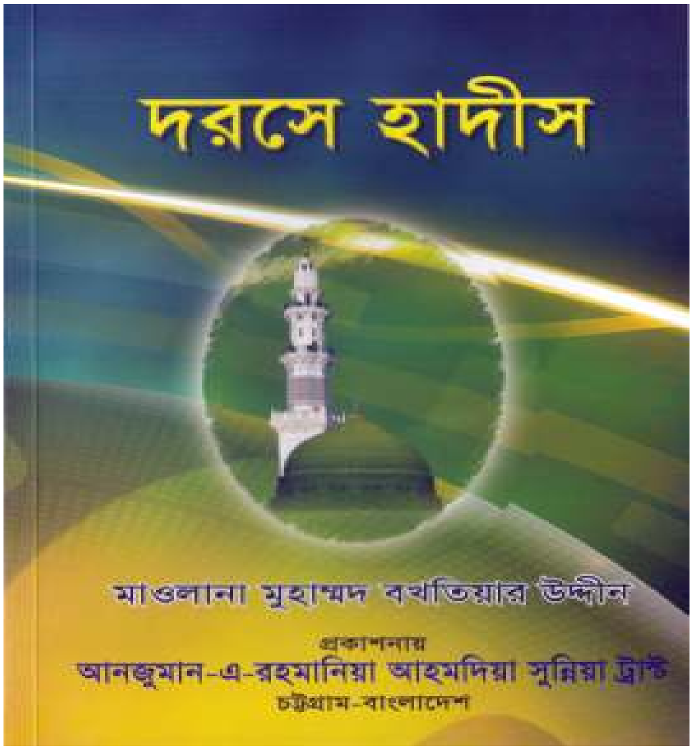

পরিশিষ্ট— ৮

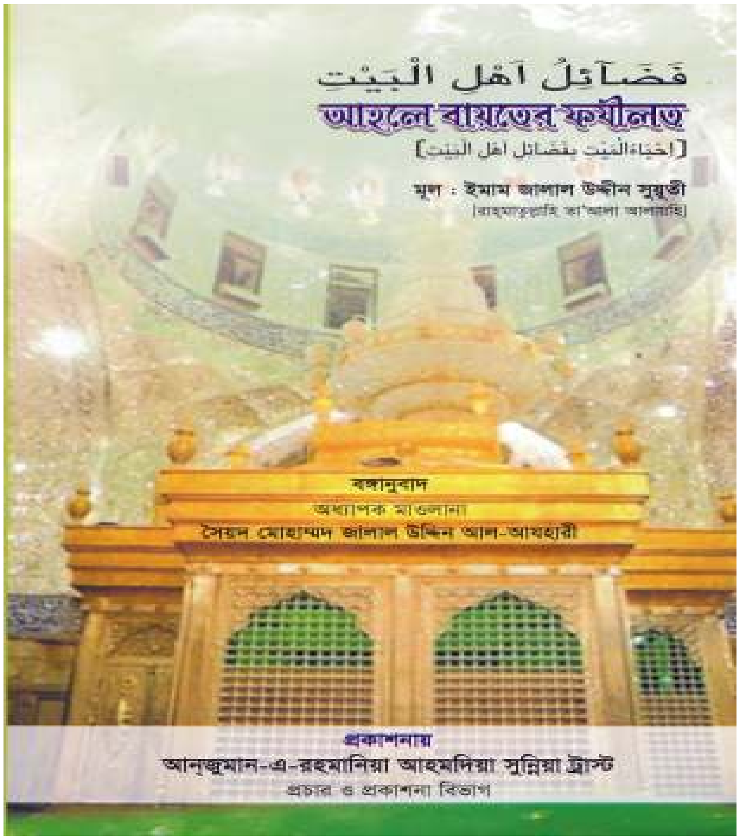
فَضَائِلُ أَهْلِ الْبَيْتِ
আহলে বায়তের ফযীলত
[احياء الميت بفضائل اهل البيت]
মূল : ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]
বঙ্গানুবাদ
অধ্যাপক মাওলানা
সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী
প্রকাশনায়
আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

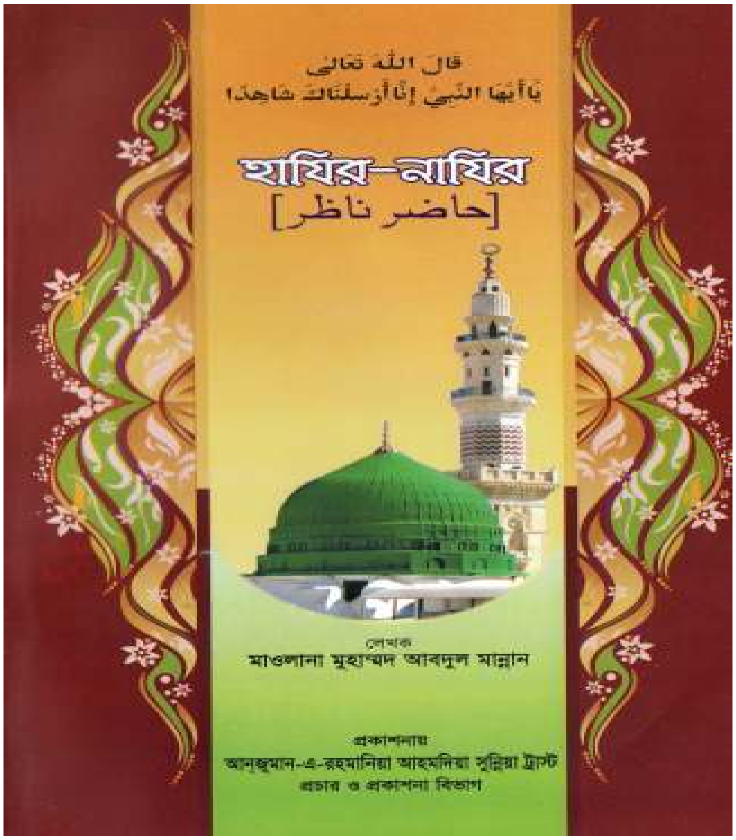
قال الله تعالى
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
হাযির-নাযির
[حاضر ناظر]
লেখক
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
প্রকাশনায়
আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

পরিশিষ্ট— ৯

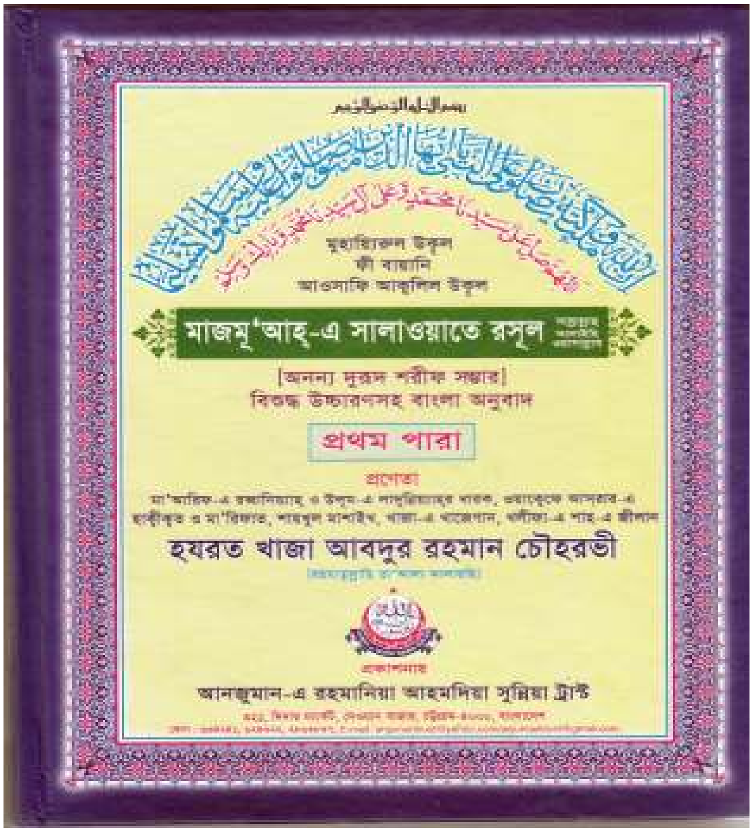

মাজমূ'আহ্-এ সালাওয়াতে রসূল
বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ বাংলা অনুবাদ
প্রথম পারা
প্রণেতা
হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী
প্রকাশনায়
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

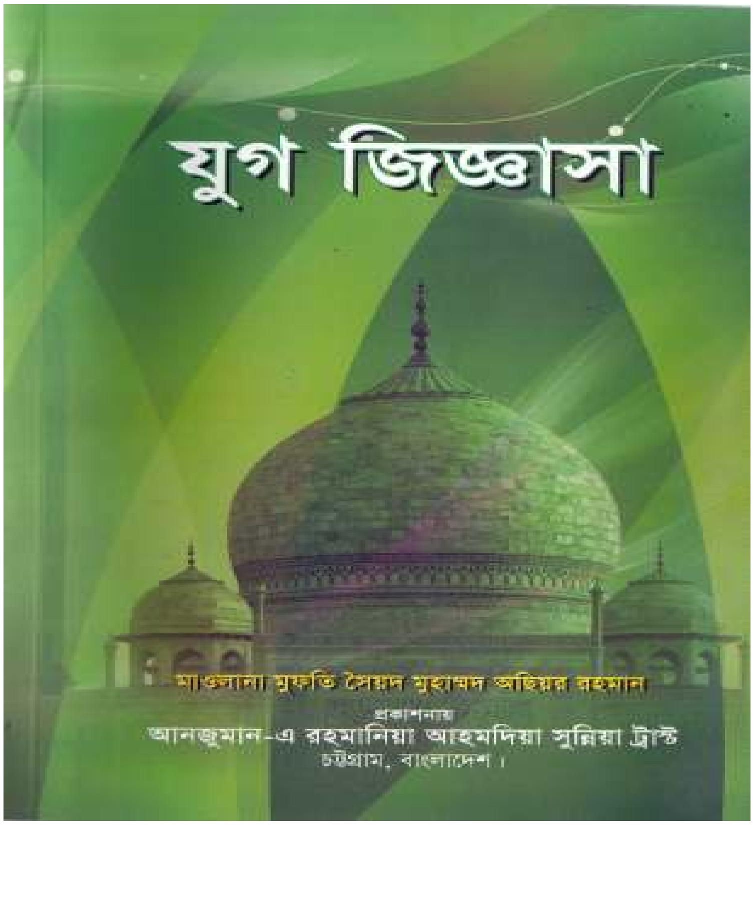

যুগ জিজ্ঞাসা
মাওলানা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান
প্রকাশনায়
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

পরিশিষ্ট— ১০

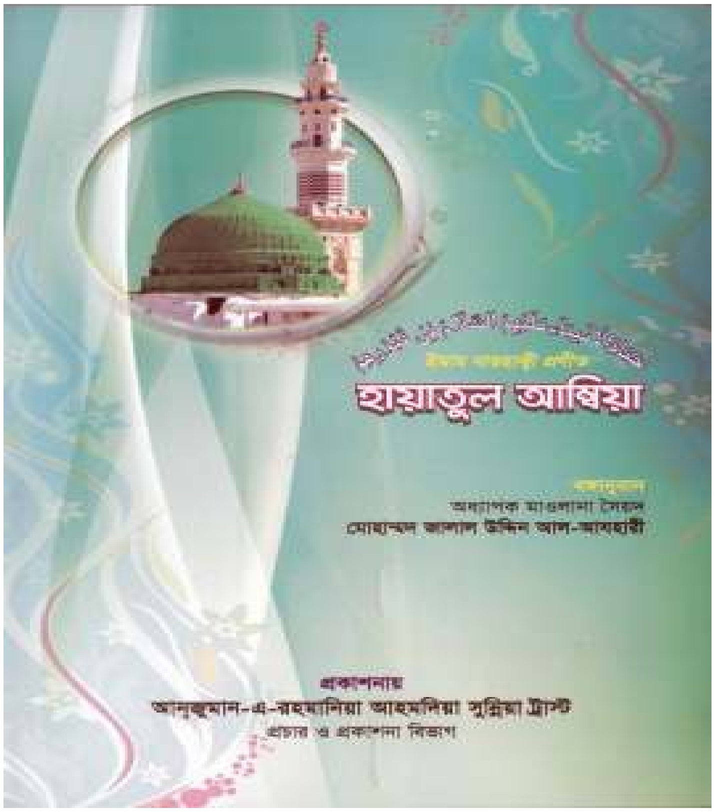
হায়াতুল আম্বিয়া
অধ্যাপক মাওলানা সৈয়দ
মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী
প্রকাশনায়
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

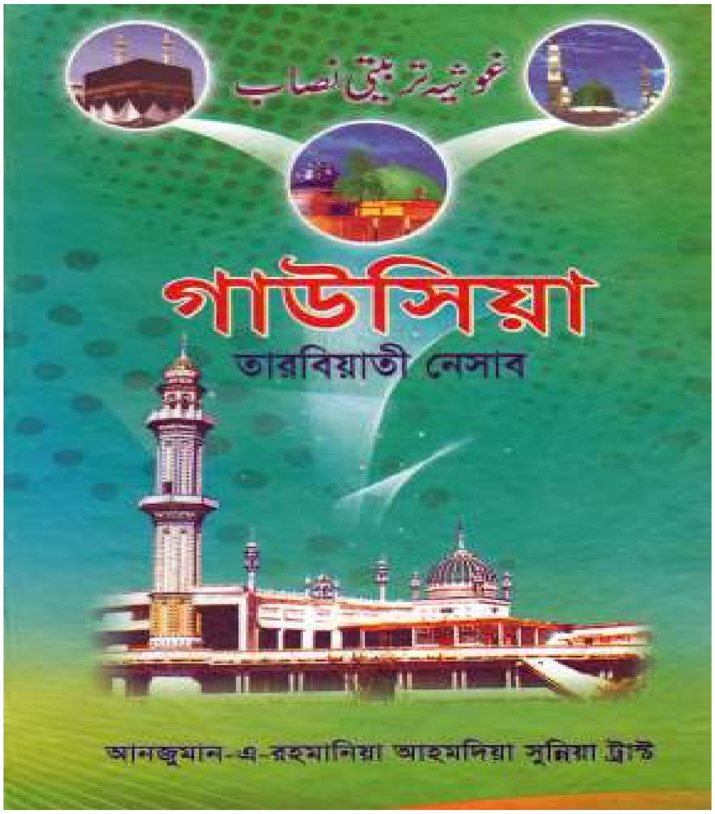
غوثیہ تربیتی نصاب
গাউসিয়া
তারবিয়াতী নেসাব
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

পরিশিষ্ট— ১১

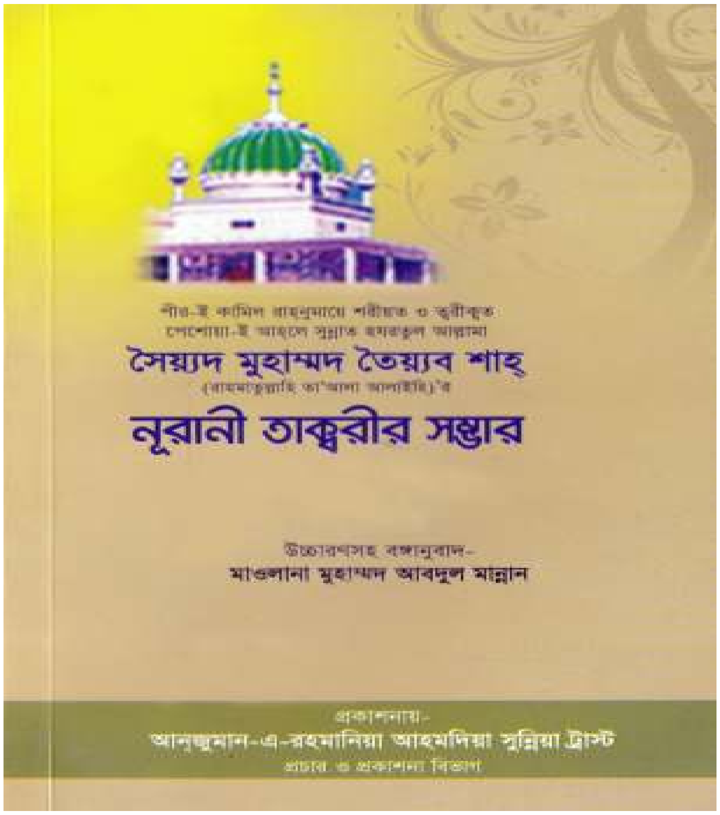
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্
নূরানী তাক্বরীর সম্ভার
উচ্চারণসহ বঙ্গানুবাদ-
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
প্রকাশনায়-
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

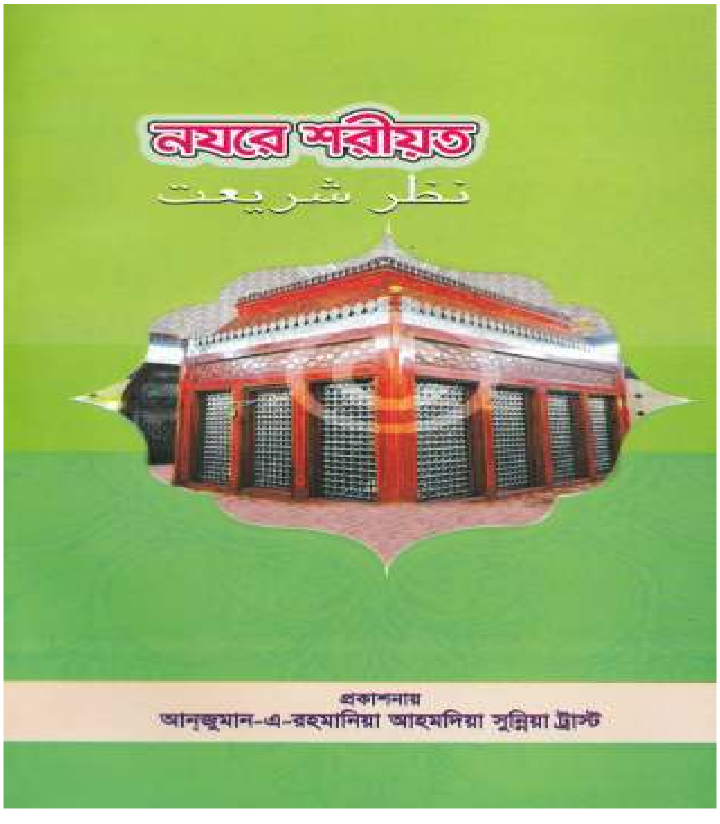
নযরে শরীয়ত
نظر شریعت
প্রকাশনায়
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

পরিশিষ্ট— ১২

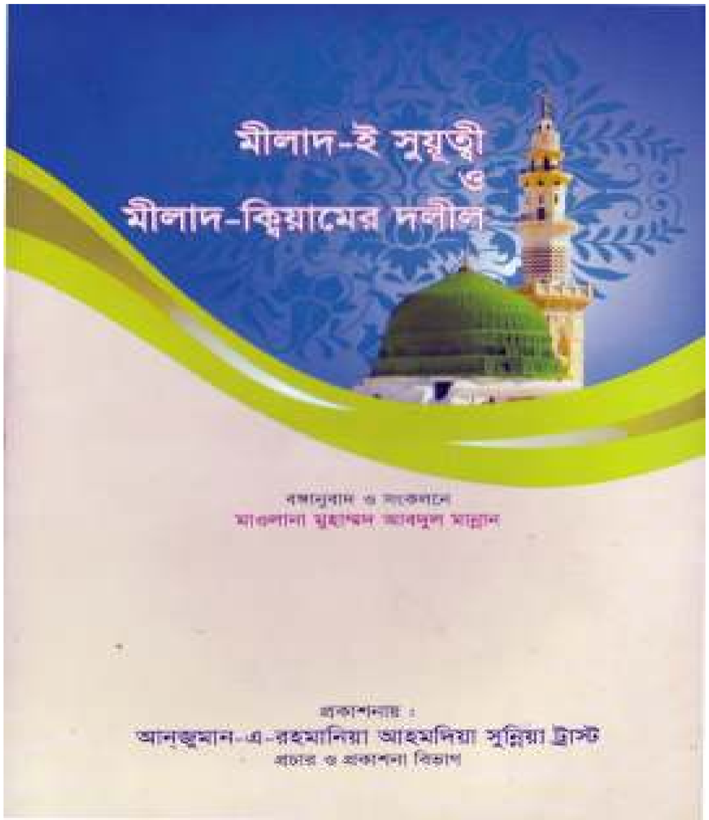
মীলাদ-ই সুয়ূত্বী
ও
মীলাদ-ক্বিয়ামের দলীল
বঙ্গানুবাদ ও সংকলনে
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
প্রকাশনায়:
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

مَنْ عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ
ইন্তিকালের পর দুনিয়ায়
জীবিত হলেন যাঁরা
মূল:
ইমাম ইবনু আবিদ্ দুনয়া
অনুবাদ
সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী
প্রকাশনায়
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

পরিশিষ্ট— ১৩

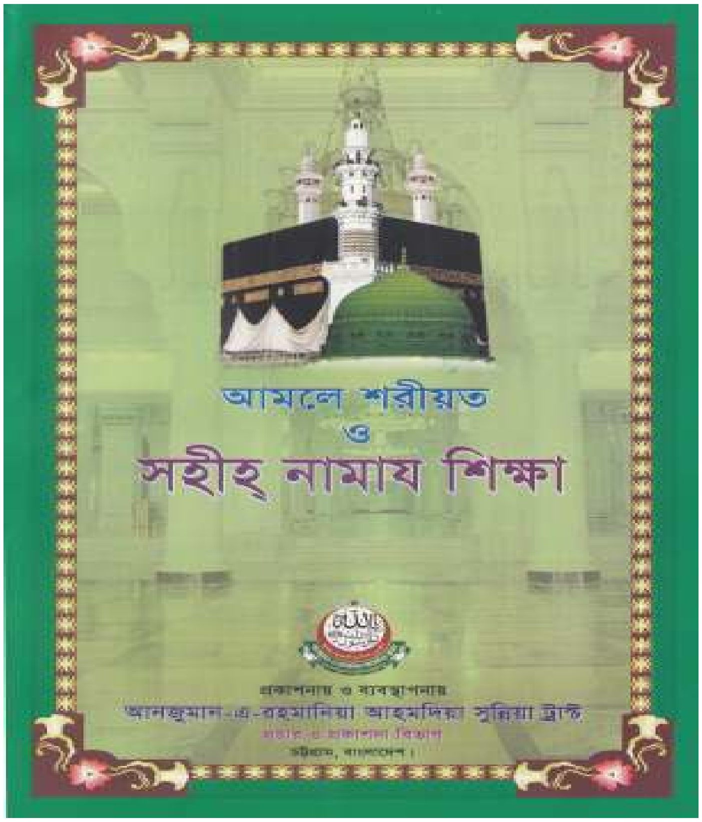
আমলে শরীয়ত
ও
সহীহ্ নামায শিক্ষা
প্রকাশনায় ও ব্যবস্থাপনায়
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

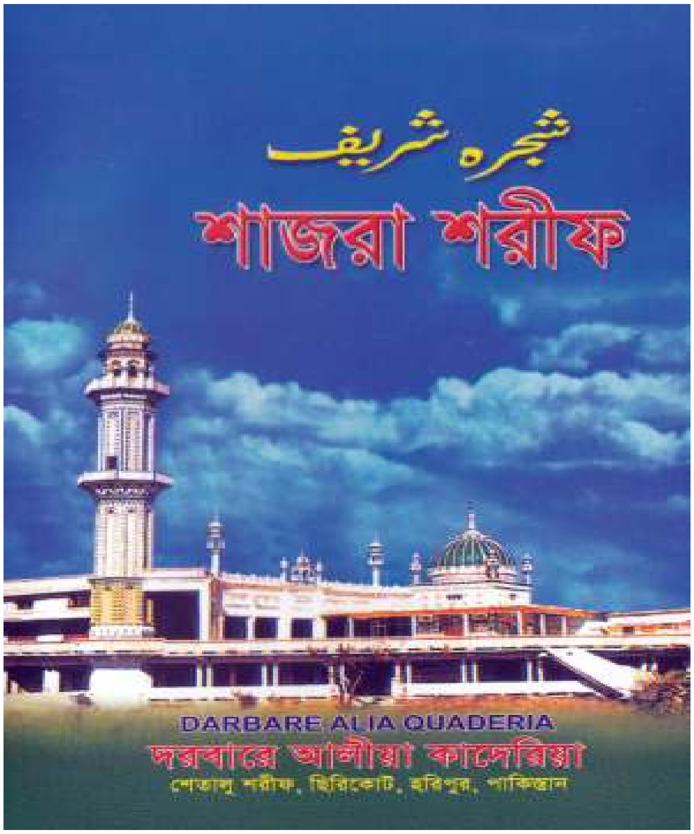
شجره شریف
শাজরা শরীফ
DARBARE ALIA QUADERIA
দরবারে আলীয়া কাদেরিয়া
শেতালু শরীফ, ছিরিকোট, হরিপুর, পাকিস্তান

পরিশিষ্ট— ১৪

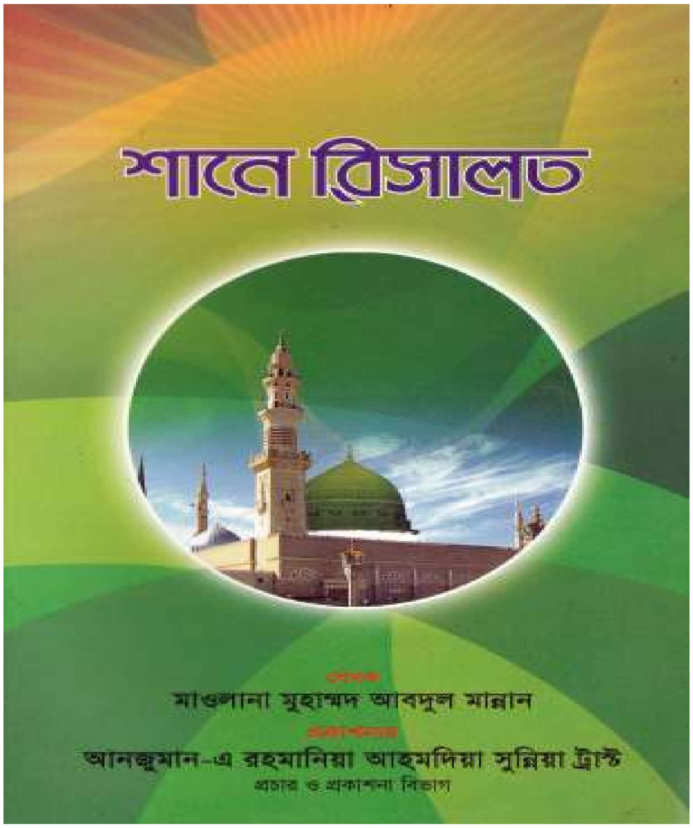
শানে রিসালত
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

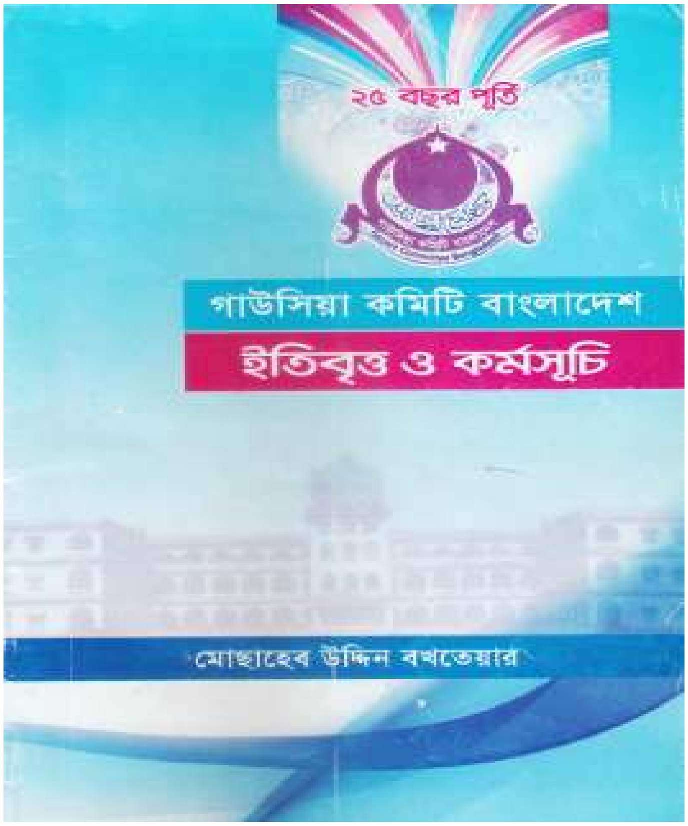
২৫ বছর পূর্তি
গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ
ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি
মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার

পরিশিষ্ট— ১৫

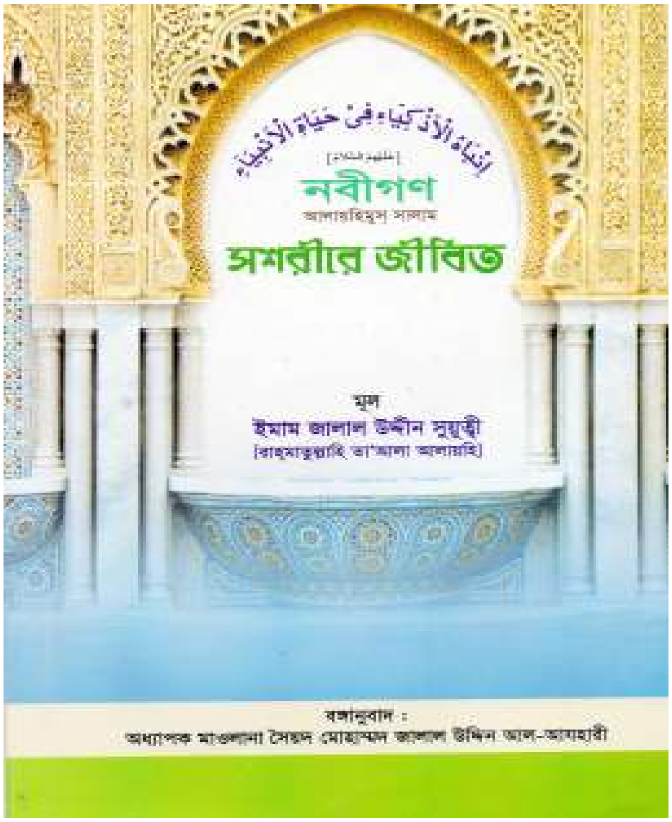
নবীগণ
আলায়হিমুস সালাম
সশরীরে জীবিত
মূল
ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]
বঙ্গানুবাদ :
অধ্যাপক মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী

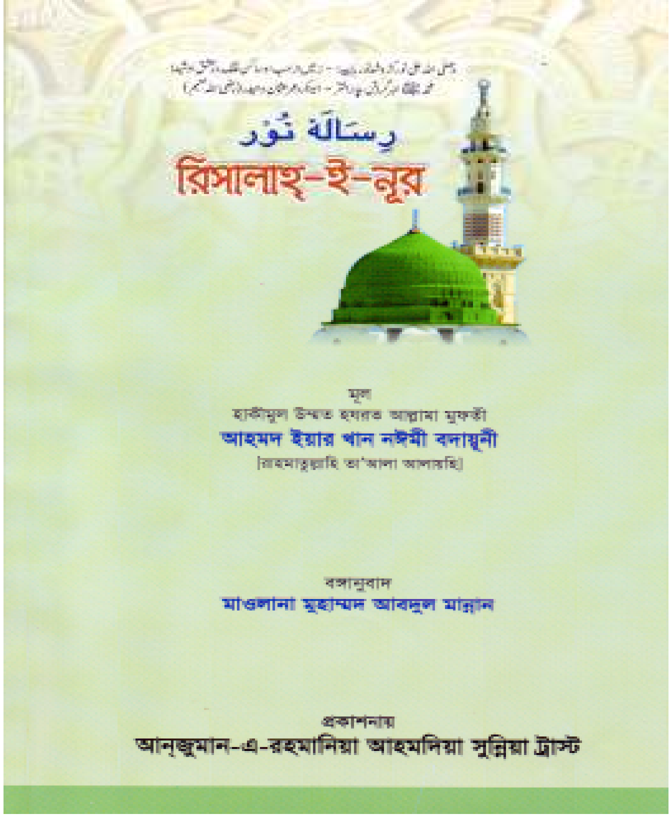
رسالۂ نور
রিসালাহ্-ই-নূর
মূল
হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী
আহমদ ইয়ার খান নঈমী বদায়ূনী
[রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]
বঙ্গানুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
প্রকাশনায়
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

পরিশিষ্ট— ১৬

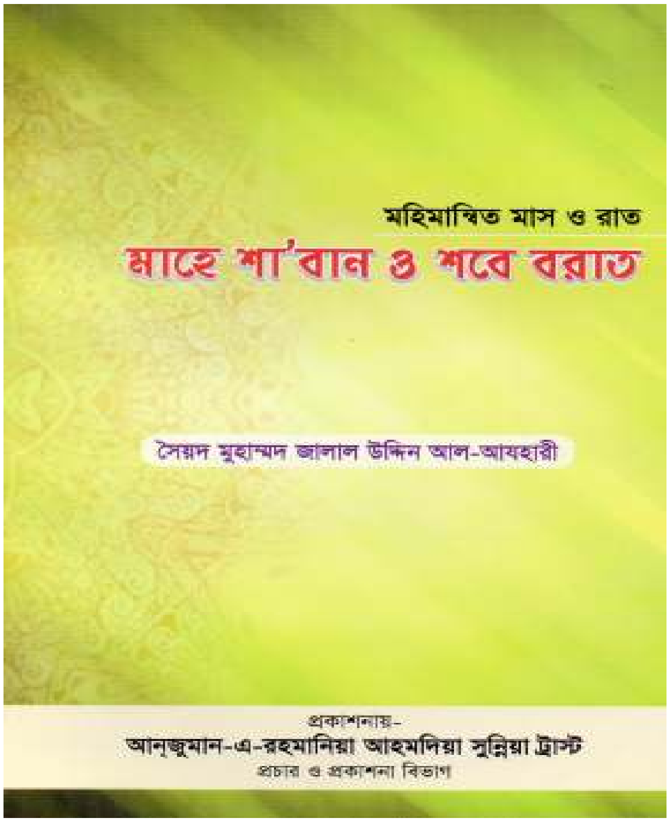
মহিমান্বিত মাস ও রাত
মাহে শা'বান ও শবে বরাত
সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী
প্রকাশনায়-
আন্জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

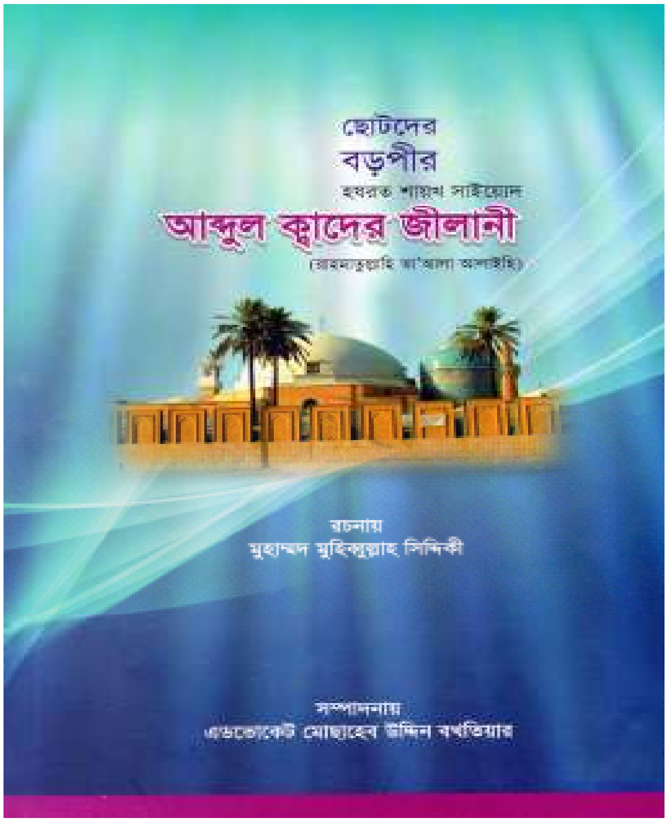
ছোটদের
বড়পীর
আব্দুল ক্বাদের জীলানী
রচনায়
মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী
সম্পাদনায়
এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

পরিশিষ্ট— ১৮

আলমগীর খানক্বাহ-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া,
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

পরিশিষ্ট— ১৯

পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের ১২ রবিউল আউয়াল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভাগমণ উপলক্ষ্যে আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনায় আওলাদে রাসুল রাহনুমায়ে শারী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.)-এর ছদারতে আলমগীর খানক্বাহ্-এ ক্বাদিরিয়্যা সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, চট্টগ্রাম থেকে বের হওয়া বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা জশ্নে জুলূসের

পরিশিষ্ট— ২০

দরবারে 'আলিয়া ক্বাদিরিয়া সিরিকোট শরীফ, শেতালু, পাকিস্তান।

পরিশিষ্ট— ২১

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

পরিশিষ্ট— ২২

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (পুরাতন ভবন),
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট— ২৩

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা (হিফযখানা ভবন)
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট— ২৪

ক্বাদিরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।